Printed and Published by, Sj. Biresh Chandra Guha Vurma
at GHOSE PRESS,
38, Shibnarayan Das Lane, Calcutta.

কায়স্থ-পত্রিকা।

পঞ্চবিংশ বর্ষ

১৩৩৩

বাৎসরিক বর্ণানুক্রমিক

সূচী।

		পৃষ্ঠাঙ্ক
অখিলভারত কায়স্থ-মহাসভা	শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার	৪০১
অসত্য প্রচার	শ্রীতারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা	৬৩৯
আগমনী	শ্রীপাঁচুগোপাল মিত্র	২১৩
আগমনী	শ্রীজগবন্ধু ঘোষাল দেব শর্ম্মা	২৪৪
আত্মোদ্ধার সেবাশ্রম	শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র পাল বি-এস্-সি, এম্-বি	৫৭৯
আবাহন-গীতি নাট্যাচার্য্য	শ্রীঅমৃতলাল বসু	৪০৯
ইন্দ্রকরণ সম্বর্দ্ধনা	শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার	৫৮৫
উৎকলে প্রচার, উপনয়ন ও অনুসন্ধান	শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	৯০
উপনীত কায়স্থের বিপদ	সম্পাদকীয়	৩২৫
Welcome Sonnet	Prof. Manmathamohan Basu Varma	৪০৯
কর্ত্তব্য (কবিতা)	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা	১১৭
কায়স্থকুলগৌরব রাধাগোবিন্দ	শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা এম্-এ, বি-এল	৬২২
কায়স্থকুল-চূড়ামণি রায় যতীন্দ্রনাথ (কবিতা)	শ্রীগণপতি বিদ্যারত্ন	১৪
কায়স্থ পণ্ডিতসম্প্রদায় গঠন	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা	২২৭
ঐ	শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ বর্ম্ম তত্ত্বভূষণ	৩০৮, ৩৪৮
ঐ	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সরকার	৩১২
কায়স্থ পরিচয় (কবিতা)	শ্রী অশ্বিনীকুমার বসু বর্ম্মা	২৯৬
কায়স্থজাতিতত্ত্ব-প্রতিবাদ	শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী	৫৪০
কায়স্থ সমাচার (উপনয়নাদি)		৪২, ৭৩, ১১৮
কাঃ নিঃ সমিতির কার্য্যবিবরণী	১৶০—২।৵০ (জ্যৈষ্ঠ), ২৬৯, ৩২৭, ৩৯৬, ৫২৩	
Queries Answered	Girishchandra Vidyalanker	২৫২
খোলা চিঠি	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্ম চৌধুরী	১৯৬
চয়ন (হিতবাদী হইতে)		৮০

		পৃষ্ঠাঙ্ক
চণ্ডিকা-পঞ্চকঃ (সংস্কৃত কবিতা)	শ্রীমন্মথনাথ দত্ত এম্-এ	৩১২
চিত্রগুপ্ত-আবাহন (কবিতা)	শ্রীপাঁচুগোপাল মিত্র	২৭৮
চিত্রগুপ্ত-কথা	শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	২৭৮
চিত্রগুপ্ত-স্তব (কবিতা)	শ্রীগণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন	২৭৭
জাগরণ	শ্রীপাঁচুগোপাল মিত্র	৯৮
টাঙ্গাইল কায়স্থ-সম্মিলনী ও উপনয়ন	শ্রীপূর্ণেন্দু মোহন ঘোষ বর্ম্ম বিদ্যাবিনোদ বি-এল	৩৪
ডাঃ স্যার কৈলাসচন্দ্র	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (সঙ্কলিত)	৬১৩
দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে গোষ্ঠীপতি	শ্রীবটুকৃষ্ণ সিংহ চৌধুরী	১৫
নিখিলভারত কায়স্থসম্মেলন ও আমাদের কর্ত্তব্য	পরিব্রাজক সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী	৪৫৭
নিখিল ভারত কায়স্থসভার অনুসন্ধান	শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	২৫১
৺ নীলমণি দে	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা সঙ্কলিত	৮৪
নীলার গান	শ্রীবটুকৃষ্ণ সিংহ চৌধুরী	৫৭৩
পণ-প্রথা (বক্তৃতা)	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	৪৮২
পদধূলি গ্রহণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা	পরিব্রাজক সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী	৮২
পণ্ডিতবিদায় প্রথা	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা	৫৭৬
পত্রী ও পণ্ডিত বিদায়	শ্রীপ্রফুল্লকুমার দেব বর্ম্মা	৫৪৯
পুস্তক-পরিচয় ও আলোচনা	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ২৯, ৭৮, ১২৮, ২০৫, ৩৯৩,	
ঐ	শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার বেদার্থচিন্তামণি	৫৯৪
পুস্তক-পরিচয় ও সমালোচনা	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী এম্-এ	৫১৬
পুস্তক সমালোচনা	শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী বিদ্যারত্ন এম্-এ	৫১৫
পুণ্যনাম স্তোত্রম্ (সংস্কৃত কবিতা)	শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	১৬১
পৌষমাসের বিশেষ অধিবেশন	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা	৫৯১
প্রচার বিবরণ	শ্রীজলধর ঘোষ বর্ম্মা	৩১৫
প্রথম বাঙ্গালী—কায়স্থ	শ্রীরমণীমোহন নাগ বর্ম্ম বি,এ,	৩১৯
ঐ	শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	৪০২,
ঐ	শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার	৬৪১
প্রেরিত পত্র	শ্রীহরিপদ ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী এম-এ	১৬০

		পৃষ্ঠাঙ্ক
বরপণ প্রতিকার	শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ বর্ম্মা	২৪৬
বরপণ ও কন্যাদায়	শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার	৩৩৭
বরপণ ও কন্যাদায় প্রসঙ্গে	শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী বিদ্যারত্ন এম-এ	৪৮৪
বসন্ত আগমনে	শ্রীবীরেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা	৪৯১
বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ২৪শ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী		১২৯
বঃ কায়স্থসভার বিশেষ অধিবেশন	শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	৪১৬
বঙ্গের ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থজাতি	শ্রীসদানন্দ সন্ন্যাসী	৪৩৩
বর্ষাবাস (কবিতা)	শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	৩০০
বাঙ্গালী-কায়স্থ-মঙ্গল	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	৪১০
বাঙ্গালী বীর (কবিতা)	শ্রীমন্মথকুমার রায় কাব্যভূষণ বি-সি-এস্, বি-এল	৪৯৪
বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ সম্বন্ধে	শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী	২৬০
বিজয়া	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী	৩৬৬
বিদ্রোহী শোভাসিংহ ও আনুল্যা সমাজ	শ্রীবটুকৃষ্ণ সিংহ চৌধুরী	৪৯
বিবাহে কন্যার বয়স	শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ	৪৮৫, ৬১৭
বিবাহ-ব্যয় সংক্ষেপ	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্ম চৌধুরী	১৭৬
বেলফুলিয়া বিচার সভা	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা বি, এ	৯৯
ঐ প্রসঙ্গে	শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	২৬১
বেদবিদ্যালয়	কায়স্থপত্রিকা-সম্পাদক	৫৯৫
বৈদিক সভ্যতার আয়ুঃ	শ্রীমধুসূদন সরকার বিদ্যাবিনোদ	২১৪, ৩০২
ব্রহ্মচারী সোমেশচন্দ্র বসু	শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	২৩১
ভারতকল্যাণ-প্রার্থনা-স্তোত্রম্ (সংস্কৃত কবিতা)	ঐ	২০৯
মনীষী যতীন্দ্রনাথ	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	৩
মন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও যজ্ঞকার্য্যে কায়স্থ	সন্ন্যাসী লক্ষ্মণ দাস শ্রীবাস্তব	৩৭৭
মানুষ হও (কবিতা)	শ্রীমন্মথকুমার রায় কাব্যভূষণ বি-সি-এস্	৫৭১
মুস্কিল-আসান	শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম কাব্যবিনোদ	১৮, ১০৭, ১৭৯, ২৪৮, ৩৫১, ৪৬৩, ৫৬১, ৬৪৩
মৃত্যুবিজয়ী মহেন্দ্রনারায়ণ	পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী	৬৪
রামায়ণের যুদ্ধ	শ্রীমধুসূদন সরকার বিদ্যাবিনোদ	৩১৬

		পৃষ্ঠাঙ্ক
৺রায় যতীন্দ্রনাথ	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	১
৺ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ	৮১
৺ রায় যতীন্দ্রনাথের পরলোক গমনে টাকীতে শোক প্রকাশ	শ্রীস্মরজিৎ দত্ত, এম-এ	৪১
রায়সাহেব রাধাগোবিন্দ ঘোষ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	৫৩১
শিক্ষায় বাঙ্গালী কায়স্থ	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা	৫৬১
শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত (কবিতা)	শ্রীগণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন	২৭৩
শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেব (কবিতা)	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	২৯৯
শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজা মহোৎসব ও শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা		৩১৬, ৩
শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়	শ্রীদুর্গাপদ মিত্র, বি-এস্-সি	২২২
সর্ব্বজীবে সমদয়া (কবিতা)	শ্রীঅখিলচন্দ্র মহলানবীশ	১১৭
সভাপতির অভিভাষণ অখিলভারত কায়স্থ-মহাসভার (মর্ম্মানুবাদ)	শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	৪৭৩
সামাজিক কথা (উপনয়নাদি)		২৬৭
সামাজিক বার্ত্তা (উপনয়নাদি)		৩২১-৩২৫, ৩৭৭-৩৯২, ৪৬৮-৪
		৫০৫, ৫৯৬, ৬
স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র ঘোষ	শ্রীঅখিলচন্দ্র মজুমদার বেদার্থচিন্তামণি	১৬১
স্বাগতম্	শ্রীআশুতোষ দাসগুপ্তা	২১২
স্বাগতম্	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত বর্ম্মণ	৪২১
স্বাগত সম্ভাষণ	শ্রীবিধুভূষণ সরকার	৪১৫
স্বাগত গাথা	শ্রীগণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন	৪১১
স্বাভিমত	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্ম চৌধুরী	৩৭৩
স্বাস্থ্যসুখ	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বি-এ	৪৪৫
হিন্দু সংগঠন	শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ	৪৯৭, ৫
হিন্দু মহাসভায় সভাপতি হীরেন্দ্রনাথের অভিভাষণ		৬০১

১৩৩৩ সনে পুনঃ পুনঃ কার্য্যালয়ের স্থান পরিবর্ত্তন হেতু আমরা ক্রমে মুদ্রাযন্ত্রে পত্রিকা মুদ্রণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। সুতরাং কোন কোন বি পত্রিকার উন্নতি হইলেও নানা কারণে পত্রিকা-প্রকাশের অযথা বিলম্ব হইয়া মুদ্রাকর-প্রমাদও অনেক স্থলে রহিয়াছে। আমরা আশা করিতেছি আগ বার্ষিক অধিবেশনে পত্রিকা আরও ভালরূপে এবং নিয়মিতরূপে প্রকা ব্যবস্থা হইবে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার,
সভার সহকারী সম্পাদ

DOUBLE COLOUR



কায়স্থ সভার কোষাধ্যক্ষ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

জন্ম—১২৬৯, ১৩ই ফাল্গুন, সোমবার] [মৃত্যু—১৩৩২, ২৪এ চৈত্র, বুধ

DOUBLE COLOUR

কায়স্থ-পত্রিকা

২৫শ বর্ষ | বৈশাখ—১৩৩৩ | ১ম সংখ্যা

৺রায় যতীন্দ্রনাথ *

দত্ত-কবি গেয়েছিল নিবিছে দেউটী
একে একে সমুজ্জ্বল নাট্যশালা-শিরে,
আজো সেই মত হেথা বাণী-প্রতিষ্ঠানে
নিবিড় আঁধারে ঘেরি, অবসাদে ছেয়ে,
নিবে যায় একে একে রত্ন-দীপ যত !
'ব্যোমকেশ' গেছে ব্যোমে পথ দেখাইয়ে,
পরিষৎ-বক্ষ বিদারিয়া ; শিরে বজ্রহানি'
'আচার্য্য রামেন্দ্র' গেছে শিক্ষার গৌরব !
আর এক ছিল রত্ন এ মণি-কোঠায়,
স্নিগ্ধ রশ্মিজালে যার অদূর অদৃষ্টে
হইত দেদীপ্যমান 'রমেশ-ভবন',
গেছে সে 'মনোমোহন' অঞ্চলের নিধি !
কিন্তু আজি যে মহাত্মা করিল প্রয়াণ
অকস্মাৎ ক্ষিপ্রগতি, বাণী-মন্দিরের
এ যে ছিল ভিত্তিস্তম্ভ, আধার-আসন !
শিরে বুকে ক্রোড়ে লয়ে জন্মকাল হ'তে
যে ইহারে প্রদানিল শত শ্রদ্ধা প্রেম,
সাহায্যে সামর্থে আর শিক্ষা ও দীক্ষায়—

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্মৃতিসভায় পঠিত।

যে জন করিত নিত্য কল্যাণ কামনা,
মাতৃভাষা উন্নয়নে যাঁর প্রাণ-পণ,
সুধীর, ধার্ম্মিকবর, পণ্ডিত-প্রধান,
যাহার অভাব পূর্ণ হবে না কখন,
নাই সে যতীন্দ্রনাথ জাতির গৌরব।
চির-বিরোধিনী সেই দুই দেব-ভগ্নী
ঢেলে ছিল আশীর্ব্বাদ যাঁর শিরোপরি
যুক্ত-করে প্রেমাবেশে ; ইঙ্গ-বঙ্গ-বাণী
আর সে দেবী গীর্ব্বাণী ত্রিবেণী-সঙ্গমে
মিলিত করিয়াছিল যাঁহার মণীষা,—
স্বজাতি, স্বধর্ম্ম আর মাতৃ-ভূমি-ভাষা
চির-সেবা-পরায়ণ, আদর্শ সুজন,
এ দুর্দ্দিনে স্বজাতিরে কেন তেয়াগিলে ?
প্রাচীন ও নবীনের হে সংযোগ-সেতু,
পুরাতন বাঙ্গালীর শেষ-দীপ-শিখা,
সামাজিক সৌজন্যের মূর্ত্ত প্রতিচ্ছবি,
দশ ও দেশের তুমি ভরসার স্থল,
সদানন্দ, হে প্রেমিক, হে বন্ধুবৎসল,
তোমার অভাবে সবে মুহ্যমান হেথা।
তোমার বিয়োগ ব্যথা হৃদয়ে ধরিয়া,
নগণ্য এ বন্ধু তব অনুজ-সমান,
মরমের শ্রদ্ধাঞ্জলি এ শ্রাদ্ধ-বাসরে
ঢালে পুনঃ পুনঃ তব স্মৃতির উদ্দেশে।
হে পূত-চরিত্র, পুণ্য-পূত আত্মা তব,
চিরাভীষ্ট দেবতার সান্নিধ্যে থাকিয়া,
লভুক শাশ্বতী মুক্তি চির-অভিপ্সিত।

শ্রদ্ধাবনত—
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

মনীষী যতীন্দ্রনাথ।

গত দুই বৎসর বঙ্গের ঘোর দুর্বৎসর। এই দুই বৎসরে কত ইন্দ্রপাত হইয়াছে তাহা ভাবিলেও ব্যথা অনুভব করিতে হয়। পরিষৎ এই সে দিন মনোমোহন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জগদিন্দ্রনাথকে হারাইয়াছে। ইঁহাদের শোক প্রশমিত হইতে না হইতেই পরিষদের বক্ষঃপঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিয়া পরিষদের শৈশব-বন্ধু, একনিষ্ঠ সেবক, সাহিত্যরসিক যতীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। যতীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া পরিষদের কথা ভাবা যায় না। পরিষদ্‌কে ছাড়িয়াও যতীন্দ্রনাথকে ভাবা যায় না। কিন্তু আজ সেই পরিষৎ আছে - যতীন্দ্রনাথ নাই।

ছাব্বিশ বৎসর যাঁহার সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল যাঁহাকে অগ্রজের ন্যায় শ্রদ্ধা করিতাম, যিনি আমার সেই দাবী পূর্ণমাত্রায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আপনার সহজ আমীরাকে আমার ফকীরীতে ডুবাইয়া দিয়া সতত আমাকে ক্ষেমাস্পদ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই যতীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে নাই, এ-কথা ভাবিতে নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে। আজ যতীন্দ্রনাথের কত কথাই মনে পড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু পরিপূর্ণ হৃদয়ে ভাষা মূক হইয়া গিয়াছে। বলিবার যাহা কিছু সব গুলাইয়া গিয়াছে। আজ আমরা তাঁহার পবিত্র স্মৃতি-তর্পণ করিতে এখানে উপস্থিত হইয়াছি—তাঁহার স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দানই আমাদের করণীয়।

পরিষদের অদ্যকার অধিবেশনে অন্য কথার অবতারণা না করিয়া যতীন্দ্রনাথের জীবন-সম্বন্ধে, বিশেষতঃ তাঁহার পরিষদ্-জীবন সম্বন্ধে, কয়েকটা কথামাত্র বলিব।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে বাঙ্গালার চারিটী সম্ভ্রান্তবংশ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। সেই চারিটী বংশের স্বনামধন্য কৃতীপুরুষ চতুষ্টয় হইলেন—কাশিমবাজারের কান্তবাবু, কান্দীর গঙ্গাগোবিন্দ, শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ এবং টাকীর রামকান্ত। রামকান্ত যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের অন্যতম সেনাপতি সূর্য্যকান্ত গুহের বংশধর। রামকান্ত স্বীয় কৃতিত্বে সরকার বাহাদুরের দপ্তরে মুন্সীপদে অধিষ্ঠিত হন। সেকালে 'মুন্সী' খুব সম্মানের পদ ছিল। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের সাহায্যে বঙ্গদেশে রামকান্তের যথেষ্ট আধিপত্য হইয়াছিল। জমীদারদিগকে জমীদারী রক্ষার জন্য ইঁহাদেরই শরণ লইতে হইত।

রামকান্ত ২৪ পরগণা, আগরপাড়া পরগণা, নৈহাটী পরগণা, খুলনা জেলা, ফরিদপুর, যশোহর ও বাখরগঞ্জ জেলায় বিপুল আবাদ ও জমিদারী রাখিয়া পরলোকগমন করেন। ইঁহার দুই পুত্র—শ্রীনাথ ও গোপীনাথ। কনিষ্ঠ গোপীনাথের পুত্র প্রিয়নাথ। জ্যেষ্ঠ শ্রীনাথের পুত্র—কালীনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ, মথুরানাথ ও কৃষ্ণনাথ। কালীনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথের অসাধারণ দানের কথা প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। মথুরানাথ সদাশয়তার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কালীনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ অপুত্রক ছিলেন। কৃষ্ণনাথের একমাত্র পুত্রও টিঁকিল না। মথুরানাথ তিনবার বিবাহ করিলেন, কিন্তু পুত্র হইল না। ১২৭০ সালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তিনি উইল্ করিয়া গেলেন যে, তাঁহার দুই পত্নী যোগমায়া ও শশিমুখী দত্তক গ্রহণ করিবেন।

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী শিবহাটী নামক গ্রামে ১৭৮৪ শক বা ১২৬৯ বঙ্গাব্দে ১৩ই ফাল্গুন সোমবার শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে রাত্রিকালে এক শিশুর জন্ম হয়। শিশুটী পূর্ণচন্দ্র রাহা মহাশয়ের পুত্র। ইহাকে চারি বৎসর বয়সে শশিমুখী মহাসমারোহে দত্তক গ্রহণ করেন। যোগমায়াও ঐ সময়ে এক দত্তক গ্রহণ করেন। যোগমায়ার দত্তকের নাম হইল—সুরেন্দ্রনাথ। আর শশিমুখী দত্তকের নাম রাখেন—যতীন্দ্রনাথ। যতীন্দ্রনাথের বয়স যখন দশ কি এগার তখন উভয় ভ্রাতা কলিকাতায় পটলডাঙ্গায় থাকিয়া হেয়ার স্কুলে পড়িতে যতীন্দ্রনাথের বরাহনগরের বর্ত্তমান বাটী হইতে পড়াশুনার অনেক অসুবিধা ছিল বলিয়া হেয়ার স্কুল হইতে যতীন্দ্রনাথ ১৮৮০ সালের ২৯ নভেম্বর Entrance পরীক্ষা দেন। ১৮৮১ সালে প্রথম বিভাগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যতীন্দ্রনাথ Presidency College এ ভর্ত্তি হন। এই সময় (১২৮৭) সালে তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি শিবহাটী নিবাসী পদ্মনাভ ঘোষ-বংশীয় হলধর ঘোষ রায় চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী ইন্দুমতীর পাণিগ্রহণ করেন। Presidency College হইতে তিনি ১৮৮৩ সালে এফ এ, ও ১৮৮৫ সালে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি একশত টাকা বেতন দিয়া Percival ও N. N. Ghosh সাহেবের বাড়ীতে গিয়া পড়িয়া আসিতেন। তাঁহারা তাঁহার তীক্ষবুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের বিশেষ প্রশংসা করিতেন। কলেজে পড়িবার সময় রাজবল্লভ পাড়ায় এক বাড়ী ভাড়া করিয়া তিনি থাকিতেন। ১৮৮৬ সালে এম্ এ পরীক্ষায় দর্শন-শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। যতীন্দ্রনাথ ১৮৮৮ সালে বি এল্ কলেজে যখন তিনি পড়িতেন তখন ২০বার ছাত্রসভায় বক্তৃতা করিয়া প্র

লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মভীরু ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। জ্ঞানলাভ তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি বরাহনগরের বাটীতে পণ্ডিত রাখিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ, বেদান্ত, সংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি অধ্যাপক প্রসন্নকুমার তর্কনিধি মহাশয়ের নিকট আদ্যোপান্ত ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তর্কনিধি মহাশয়কে চারি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া একটী বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির জন্য তিনি 'ন্যায়কণ্ঠ' উপাধি ও লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাচর্চ্চা ব্যতীত ধর্ম্মচর্চ্চাও তাঁহার এই সময়ে যথেষ্ট ছিল।

যখন তিনি এইরূপ বিপুল উৎসাহে বিদ্যানুশীলনের জন্য অধ্যবসায় সহকারে যত্নবান্ তখন বাঙ্গলা দেশে এক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। ইহার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আমরণ। ইহার প্রতিষ্ঠায়, গঠনে ও সংরক্ষণে তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা উক্ত প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

১৮৭২ সালে বালেশ্বরের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টার জন বীম্‌স্ বাঙ্গালা দেশে একটী সাহিত্য-সঙ্ঘ বা Academy of Literatureএর যে বিশেষ প্রয়োজন, সে বিষয়ে একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি বলেন যে, ১০০ জন পণ্ডিতকে লইয়া কলিকাতায় একটী সঙ্ঘ স্থাপিত হউক। ইহার অন্ততঃ ৪০ জন সভ্য কলিকাতাবাসী হইবেন। আর ৬০ জন বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে লওয়া হইবে। কলিকাতাবাসী সদস্যেরা অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন করিয়া সঙ্ঘে উপস্থিত হইবেন। দরকার হইলে অধিবেশনের জন্য একটী ঘর ভাড়া করা যাইতে পারিবে। ১৮৮১ সালে স্বর্গগত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সাময়িক পত্রে এই সাহিত্য-সঙ্ঘ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে ১৮৯১ সালে "Good will" নামক পত্রের মে সংখ্যায় তিনি পুনরায় এই বিষয়ে আন্দোলন করেন। কিন্তু তাহাতেও সুপ্ত বাঙ্গালীজাতির নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই।

জন বীম্‌সের প্রস্তাব আলোচনা করিবার জন্য ১৮৯৩ সালের ২৩এ জুলাই রবিবার ২।২ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে এক সভার অধিবেশন হয়। মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, এল্ লিওটার্ড, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী প্রমুখ ১৭জন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। লিওটার্ড সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভার

উদ্দেশ্যাদি বুঝাইয়া দিলে সভার নাম, নিয়মাবলী প্রভৃতি আলোচিত হইবা সভার নাম হইল The Bengal Academy of Literature. সভাপতি হইলেন—মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ ; আর তাঁহার বাড়ীতে হইল কার্য্যালয়। সভার পত্রিকা-পরিচালনের ভার সম্পাদক ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হইল। তবে তাঁহাকে সহকারী সভাপতিদ্বয় লিওটার্ড ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দ মহাশয়ের উপদেশ লইয়া কার্য্য করিতে হইবে। প্রথমে ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষা সাহায্যে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ প্রতি রবিবার Bengal Academy of Literature এর অধিবেশন হইত। ১ম অধিবেশনে বাবু নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ২২শ অধিবেশনে উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের এক পত্র পঠিত হয়। পূর্ব্বে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও এই মর্ম্মে এক পত্র দিয়াছিলেন। বটব্যাল মহাশয় যুক্তি দেখাইয়া সভার বাঙ্গলা নাম রাখিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে ইংরেজি নামের সহিত "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্" নাম রাখা হইল। Bengal Academy of Literature সভারআলোচনা ইংরেজি বাঙ্গলা যে কোন ভাষায় হইতে পারিবে। জন বীম্‌স্, হণ্টার, মনিয়ার উইলিয়ম্‌স্ বিশিষ্ট সদস্য হন। তাহা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সদস্যগণের সমর্থনে শ্রীমতী মানকুমারী বি সদস্য নির্ব্বাচিত হন। স্যার জর্জ বার্ডউড, ম্যাক্‌স্‌মূলার ও ইহার বিশিষ্ট স হইয়াছিলেন।

১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ রবিবার (April 29, 1894), রমেশ দত্ত মহাশয় ঐ বৎসরের জন্য সভাপতি, লিওটার্ড কোষাধ্যক্ষ, লিওটার্ড ও ক্ষেত্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস C.I.E. ও শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌ এ বি, এল্, সহযোগী সম্পাদক মনোনীত হন। এই অধিবে পরিষদের সঙ্গে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম পরিচয়। তখনও তিনি সভ্য নন। লিওটার্ড বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, যতীন্দ্রনাথ পরিষদে পঁচিশ টাকা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে ইহাই পরিষদের প্রথম দান প্রাপ্তি। ১৩০১ যখন পরিষৎ নূতন করিয়া গঠিত হইল, তখন যতীন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের গঠন বিশেষ সহকারিতা করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই ইহার কার্য্য-নির্ব্বা সমিতির সভ্য ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ দেখিলেন, পরিষদের উদ্দেশ্য করিতে হইলে প্রাচীন বাঙ্গলা পুথি সংগ্রহ করা নিতান্ত প্রয়োজ প্রাচীন পুথি-সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি সকলকে বুঝাইয়া

পরে এই বৎসর ৫ম অধিবেশনে তিনি রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের সহিত একযোগে প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি পরিষদে সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। তাঁহার এই সাধু প্রচেষ্টার ফলে আজ পরিষদে অন্যূন পাঁচ সহস্র পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। দার্শনিক আলোচনার দিকে বরাবরই তাঁহার ঝোঁক ছিল। দর্শন-শাস্ত্রালোচনার প্রসার বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি শেষ দিন পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের প্রথম বৎসরের অষ্টম অধিবেশনে 'অদ্বৈতবাদ' এবং 'প্রাচীন ও নব্যন্যায়' সম্বন্ধে প্রবন্ধের জন্য যথাক্রমে ৫০০৲ ও ২৫০৲ টাকা পুরস্কার দিবার প্রতিশ্রুতি তিনি জ্ঞাপন করেন। দ্বিতীয় বর্ষে হীরেন্দ্র বাবু ও তাঁহার যত্নে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর আদর্শে প্রাচীন ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা পরিষদে হয়। একটী গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতিও গঠিত হয়। যতীন্দ্রনাথ ইহার সভ্য মনোনীত হন এবং প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য এক শত টাকা দান করেন। তৃতীয় বর্ষে পরিষদে দুইটী সমিতি গঠিত হয়—একটি নিয়মাবলী-সমিতি, অপরটী শিক্ষা-সমিতি। তিনি এই উভয় সমিতিরই সভ্য ছিলেন। ষষ্ঠ বর্ষে ১৩০৬ সালে যতীন্দ্রনাথ পরিষদের সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই বৎসরের শেষভাগে স্বর্গগত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবন হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থানান্তরিত হইবার জন্য এক অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনে ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে অধিকাংশ সদস্যের (৪৯ জন সদস্যের) মতে স্থির হইল যে, রাজবাটী হইতে পরিষৎ উঠাইয়া লওয়া হইবে। এই স্থান-পরিবর্ত্তনে যতীন্দ্রনাথ একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় শ্যামপুকুরের মোড়ে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে পরিষৎ স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু তজ্জন্য রাজা বিনয়কৃষ্ণের সহিত তাঁহার আদৌ মনোমালিন্য ঘটে নাই। তিনি এমনই অসমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, রাজবাটীতে 'সাহিত্য-সভা' গঠিত হইলে তাহাতে আনন্দের সহিত যোগদান করিতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। ১৩০৭ সালে (১৯০১, ২০এ আগষ্ট) পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে পরিষদের ন্যাসরক্ষক নিযুক্ত করেন। যতীন্দ্রনাথ ১৩০৬ সালে সম্পাদকপদ গ্রহণ করিয়া ১৩১০ সাল পর্য্যন্ত অতি যোগ্যতার সহিত ঐ পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৩১১ হইতে ১৩১৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি পরিষদের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৩১৪ সালে তিনি পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৩১৭ সালে পরিষৎ কাশীরাম-স্মৃতি-সমিতি গঠন করিয়া যতীন্দ্রনাথকে তাহার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। তিনি মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর

রাসবিহারী ঘোষ ও স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। শিশির বাবুর মৃত্যুর পর শ্রদ্ধার প্রেরণায় তিনি এই বৎসর তাঁহার স্মরণার্থ হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ভক্ত চরিত্রের আলোচনার জন্য ২৫৲ পুরস্কার পরিষদে প্রদান করেন। ছয় বৎসর এই পদক প্রদত্ত হইয়াছিল। ১৩১৮ সালের শেষে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সম্পাদকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ১৩১৯ সাল হইতে ১৩২৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি ইহার সম্পাদকতা করিয়া পরিষদের বহুবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। রমেশ-ভবনের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা তাঁহারই সময়ে (১৩২৩, ৫ই অগ্রহায়ণ) হয়। লর্ড কার্মাইকেল প্রতিষ্ঠা করেন। যতীন্দ্রনাথ রমেশ-ভবনের অন্যতম ন্যাসরক্ষক ছিলেন। ১৩২৬, ১৩২৯, ১৩৩১ ও ১৩৩২ সালে যতীন্দ্রনাথ পুনরায় সহকারী সভাপতি-পদে বৃত ছিলেন। অষ্টাবিংশ বর্ষে তিনি পরিষদের দর্শন-শাখার সভ্য ও পরবৎসর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ঊনবিংশ বর্ষে যতীন্দ্রনাথ আয়-ব্যয়-সমিতিও নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন-সমিতির সভ্য ছিলেন। ১৩৩১ ও ১৩৩২ সালে তিনি পরিষৎ ও পক্ষ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা-লেকচারশিপ কমিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। রংপুরে যখন শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি সভাপতিরূপে তাহার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় তাঁহাকে 'শ্রীকণ্ঠ' উপাধি-ভূষিত করেন।

পরিষদের মৌলভী-সদস্য গ্রহণের নিয়মাবলী ১৩২১ বঙ্গাব্দে গৃহীত হয়। পরিষদে বঙ্গভাষার অনুরাগী মুসলমান সদস্যের সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর ছিল বলিয়া এই নিয়ম গৃহীত হয়। তিনি মুসলমান ভ্রাতৃগণকে আরবী, পার্শী ও উর্দ্দু সাহিত্যের মধ্যে যে অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার লুক্কায়িত আছে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া ভাষার পুষ্টিসাধনের জন্য বরাবরই মুসলমান সাহিত্যিকগণকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগবশতঃ তিনি পরিষদে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, ইস্‌লাম দর্শনের আলোচনার জন্য বিশেষজ্ঞগণকে আহ্বান করিতেন। পরিষদের দর্শনের কোন বক্তৃতায় তিনি অনুপস্থিত ছিলেন না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পরিষদে তিনি সপ্তাহে অন্ততঃ ৩।৪ দিন নিশ্চয় সন্ধ্যায় আসিতেন এবং প্রত্যেক বিভাগের কার্য্যকলাপের সংবাদ লইতেন। তিনি পরিষদে বসিলে অনেক সাহিত্যিক ও কর্ম্মচারীদের অনেকেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। একটা সাহিত্যিক বৈঠক বসিত। কত জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিতে পাওয়া যাইত। তাঁহার সৌজন্য অপরিসীম। পরিষৎ হইতে বাহির

যাইবার সময় সকল কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করা, নমস্কার করা তাঁহার স্বাভাবিক নিয়ম ছিল। পরিষদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন। পরিষদের অভাব অভিযোগ তাঁহার নিকট না জানাইলে তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেন। জানিতে পারিলে সাধ্যমত তাহার প্রতীকারেরও উপায় করিতেন। পরিষদের কর্ম্মী ও হিতৈষীদের মধ্যে এক সময় যে কলহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার জন্য তিনি মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইতেন। কর্ম্মীদের মধ্যে সর্ব্বদা প্রীতি স্থাপিত হয়, ইহাই তাঁহার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি সহসা কাহারও বিরাগভাজন হইতেন না।

জাতীয় শিক্ষাপরিষদে যতীন্দ্রনাথ—এ দেশে যে শিক্ষা ঠিক ভাবে হইতেছে না তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদাই ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। জাতীয় শিক্ষা পরিচালনে ও হিন্দুর আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিয়া স্ত্রী-শিক্ষা দানে তিনি তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জানাইতেন। কলিকাতায় মহাকালী পাঠশালা স্থাপনের তিনিই প্রধান উদ্যোগী ও অগ্রণী ছিলেন। ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের সময় তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই প্রতিবাদকল্পে সারা বাঙ্গালায় অরন্ধনের ব্যবস্থা হয়। সেই দিন তিনি তাঁহার জমিদারী হইতে কলিকাতায় মাছের সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেন। বিলাতের কাগজেও ইহা লইয়া আন্দোলন হয়। ফলে সরকার বাহাদুর তাঁহার বাজারটী কিনিয়া লইতে চান। তিনিও দিবেন না। তাঁহার জিদ্ বজায় থাকায় শেষে সরকার তাঁহার বাজারের পাশেই "বাদহাটা" বসান। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষতি হইলেও তিনি নির্ভীকভাবে আন্দোলন চালাইতে বিরত হন নাই। এই আন্দোলনের সময় কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি বঙ্গদেশে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সরকারের সরোষ-কটাক্ষের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া এই শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়া যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই পরিষৎ প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯০৬ সালে, ১৪ই আগষ্ট টাউন হলে যে অধিবেশন হয় তাহাতে তিনি সোৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সভায় উপস্থিত হইয়াই তিনি পাঁচ বৎসরের জন্য মাসিক একশত টাকা দান করেন। ১৯০৭ সালে পুনরায় ১০০০৲ দান করেন। এই পরিষদের প্রথম হইতেই তিনি ধনরক্ষক ছিলেন, পরে আজ কয়েক বৎসর হইল ইহার সহকারী সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন।

সাহিত্য-সম্মিলনে যতীন্দ্রনাথ—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে ১৩১৩ সালে কাশিমবাজারে সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার প্রতিষ্ঠায় যতীন্দ্রনাথের

উৎসাহ ও উদ্যোগ অপর কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না। পাটনায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে দশম সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয়। ইহাতে তিনি ১০ই পৌষ দর্শন শাখার সভাপতিপদে বৃত হইয়া সারগর্ভ গবেষণাপূর্ণ এক অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপূর্ব্বে ১৩২০ সালে যখন কলিকাতায় সপ্তম সাহিত্য-সম্মিলন হয় তখন তিনি তাহার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। ১৩২৯ সালে মেদিনীপুরে ত্রয়োদশ সাহিত্য-সম্মিলন হয়। ইহাতে তিনি প্রধান সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন।

কায়স্থ-সভায় যতীন্দ্রনাথ—সাহিত্যের উন্নতির জন্য, স্বদেশের উন্নতির জন্য যেমন তিনি ব্যাকুল ছিলেন স্বজাতির উন্নতির জন্য তাঁহার আগ্রহ সেইরূপ ছিল; তাঁহার ন্যায় স্বজাতিবৎসল খুব কমই দেখা যায়। যতীন্দ্রনাথ, মতিলাল, ভূপেন্দ্রনাথ ও কালীনাথ মিত্র মহাশয়গণের কায়স্থের গৌরব-রক্ষার চেষ্টার ফলে ১৩০৮ সালে বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার সৃষ্টি। তিনি প্রথম হইতে সভার কোষাধ্যক্ষ পদে বৃত হইয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া আসিয়াছিলেন। মাত্র কেবল এক বৎসর কৃপানাথ দত্ত মহাশয় এই সভার কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। কয়েকবার তিনি কায়স্থ-সভার সভাপতি ও সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৩১৬ সালে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ঐ সভার সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে নির্ভীকভাবে স্বজাতি-প্রীতি ও সত্য-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন। জাতীয় কর্ত্তব্য-পালনে সর্ব্বদাই তিনি প্রস্তুত ছিলেন। বহরমপুরের কায়স্থ মহাসম্মিলনে তিনি কায়স্থ-সভার উন্নতির জন্য ৫০০০৲ ব্যয় করিতে স্বীকৃত করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার তিনি অন্যতম স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। স্বজাতির উন্নয়নে ও সভার উন্নতির দিকে তাঁহার চিত্ত চিরাকৃষ্ট ছিল এবং তাঁহার ন্যায় প্রেমিক কর্ম্মী ও পরামর্শদাতাকে হারাইয়া কায়স্থ-সভা ক্ষীণ ও দীনা হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যতীন্দ্রনাথ—বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যতীন্দ্রনাথ—কলিকাতার কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা কম ছিল তাহা বলিতে পারি না। কলিকাতায় এমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান নাই যাহাতে তিনি যোগ না দিতেন, যাহার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট না ছিলেন। শিক্ষাও সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান তাঁর বড় আদরের ছিল। ১৯০৭ সালে তিনি ওরিএণ্টাল সেমিনারীর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৩ সালে ইহার সহকারী সভাপতিপদে বৃত হন। Bengal Library Societyর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। Calcutta Sanskrit Association এর পুর্ণগঠনে তিনি সভ্যরূপে যোগদান

করিয়াছিলেন। ১৯১০ সালে যখন Calcutta Philosophical Society স্থাপিত হয় তখন তিনি তাহার অন্যতম উদ্যোগী প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন বৌদ্ধ মহাসম্মিলন (Buddhist Convention) হয়, তখন তিনি তাহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ধর্ম্মসভার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। বঙ্গধর্ম্ম মহামণ্ডল ও হিন্দুসভার তিনি সভাপতি ছিলেন। সময় সংক্ষিপ্ত; কত আর নাম করিব? গীতা সোসাইটী, আর্য্যসমাজ, Psychical Society, Mahabodhi Society, Bharat Dharma Mahamandal, British India Association, Calcutta University Institute, Indian Association, বিশ্বভারতী, Vidyasagar Institute, সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ, কায়স্থ-সমাজ, প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ, Bharat Sangit Samaj, Sanskrit College Committee, Asiatic Society প্রভৃতির সহিত তিনি বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সকলগুলির তিনি সদস্য ছিলেন। কাহারও সভাপতি, কাহারও বা সহকারী সভাপতি।

রাজনীতির আলোচনায় তিনি বিশেষ আনন্দ পাইতেন। তিনি ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রণালী প্রচারে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি প্রাচীন দলের Liberal ছিলেন। পরে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি মুখে যাহা বলিতেন কাজে তাহা করিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন। তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন, প্রাদেশিক সম্মিলনেও তাঁহার সহানুভূতি ছিল। প্রাদেশিক সম্মিলনে তিনি নেতৃত্বও করিয়াছিলেন। ১৯০৮ সালে রাখীবন্ধনের দিন তিনি সভাপতিরূপে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। Bengalee পত্রে (Oct. 17) তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। যুক্তবঙ্গের প্রাদেশিক মহাসভায় তিনি বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে যে ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক বঙ্গবাসীর মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছিল (১১।৯।১৯০৮)। শিশির বাবুর মৃত্যুতে সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। এই বক্তৃতা অমৃতবাজার পত্রিকায় (২২।২।১১) প্রকাশিত হইয়াছে।

যতীন্দ্রনাথের গুণাবলীর পরিচয় দিতে হইলে একখানি বৃহৎ স্থূলায়তন গ্রন্থ লিখিতে হয়। স্বল্প পরিসরে কুলায় না। তিনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে, বিশেষতঃ দার্শনিক পণ্ডিতদিগকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তিনি টোলের পণ্ডিতগণের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞার ভাব লক্ষ্য করিয়া কথা প্রসঙ্গে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তিনি বলিতেন যে, তিনি অনেক

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে জানিতেন যাঁহারা বাঙ্গলা শব্দের বানান পর্য্যন্ত ভুল করিতেন। পণ্ডিতদের কথা ছাড়িয়া দিলেও তিনি বাঙ্গালী জনসাধারণের মধ্যে লেখাপড়ার সকল কাজেই বাঙ্গালা ভাষাও সাহিত্যের চর্চ্চার অভাব দেখিয়া দুঃখ করিতেন। তিনি বলিতেন যে, যে সকল দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ পণ্ডিত সংস্কৃত, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, লাটিন প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপন্ন, অথচ বাঙ্গালা ভাষাকে ঘৃণা করেন, তাঁহার হাতে যদি শাসনদণ্ডের ভার থাকিত, তাহা হইলে তিনি এই সকল বঙ্গ-সন্তানকে মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করার মহাপাপের জন্য রীতিমত দণ্ড দিতেন। আজকালকার বস্তুতন্ত্রমূলক উপন্যাসের বহুল প্রচারে তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তিনি বলিতেন যে, বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসন্তানগণ দুর্ব্বলচিত্ততাপ্রযুক্ত এই শ্রেণীর উপন্যাস পাঠে বদ্‌হজমের পরিচয় দিয়া থাকে। যতীন্দ্রনাথ শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। কিন্তু তিনি ভক্তি-ধর্ম্মের উপাসনা করিতেন—শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অচলা নিষ্ঠা ছিল। পরমহংসদেবেরও তিনি ভক্ত ছিলেন। কবির গান ও সঙ্গীত তিনি খুব ভাল বাসিতেন। সঙ্গীতের তিনি একজন বড় সমজদার ছিলেন। গুণী দেখিলে তার আদর না করিয়া পারিতেন না; বঙ্গবাণীর প্রতি তাঁর অপরিমেয় শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্গভাষার সাহায্যে যাহাতে বাঙ্গালীর শিক্ষাদীক্ষা হয়, তাহার জন্য তিনি যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্যর গুরুদাস প্রমুখ কয়েকজন নির্ভীক ব্যক্তির সাহায্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহার আন্দোলন তুলিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহাদের আবেদন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উপেক্ষিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে স্যর আশুতোষের প্রযত্নে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইলে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। মেদিনীপুরের অভিভাষণে সে আনন্দ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার একটী গুণ ছিল—তিনি কোন জিনিষ যতক্ষণ না বুঝিতেন ততক্ষণ তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতেন। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তদনুসারে কার্য্যকালে তিনি নির্ভীকতার পরিচয় দিতেন। দেশবন্ধুর সহিত তাঁহার সকল মতের মিল ছিল না, তিনি তাঁহাদের সমপন্থীও ছিলেন না। কিন্তু যে দিন দেশবন্ধু কারামুক্ত হন, তিনি মির্জাপুর পার্কে গিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তাঁহার দলের কেহই যাইতে সাহসী হন নাই। কিন্তু তিনি নির্ভীকভাবে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

তিনি আমরণ বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছিলেন। প্রত্যহ কিছু নূতন শিখা করাই তাঁর ব্রত ছিল। উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালা বই বাজারে বাহির হইলেই তিনি

তাহার একখণ্ড কিনিতেন এবং পড়িতেন। সকল জিনিষ তন্ন তন্ন করিয়া পড়া ও বোঝা তাঁর অভ্যাস ছিল। দরিদ্রদিগকে সাহায্য করা তাঁহার একটী রোগ বিশেষ ছিল। কেহ দুঃখ কষ্ট জানাইলে তাঁহার নিকট কখনও বিফল-মনোরথ হইত না। বন্ধুদিগকেও তিনি প্রয়োজন হইলে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন। তিনি যাহা দিতেন কাহাকেও জানাইতেন না। আমরা কখনও তাঁহাকে রাগিতে দেখি নাই। তাঁহার চিত্ত অতি কোমল ছিল। কিন্তু কর্ত্তব্যে তিনি সুদৃঢ় ছিলেন। যেমন সুপণ্ডিত, তেমনই তিনি সুরসিক ছিলেন। শত্রু মিত্র তাঁহার নিকট সমান ছিল। তাঁহাকে অজাতশত্রু বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই প্রিয়দর্শন সহৃদয় দেশহিতব্রত চিরপ্রসন্নমূর্ত্তি যতীন্দ্রনাথ বিনয়ের আদর্শ ছিলেন। স্পষ্টবাদী নির্ভীক বীরের ন্যায় তিনি কর্ত্তব্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্তবৃত্তিগুলি প্রকৃতই "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" ছিল। এত বড় পণ্ডিত, এত বড় ধনী, তবু উদার, সরল, বিনয়ী, নম্র।—যেন সৌজন্যের প্রতিমূর্ত্তি। উপনিষদে পড়িয়াছি "পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেদ্"। যাহার পাণ্ডিত্য আছে তাহার বালকোচিত সরলতা থাকিবেই। যতীন্দ্রনাথে তাহাই আমরা দেখিয়াছি। তিনি কোন পুস্তক মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রকৃত সাহিত্যিক। পাণিনি বলিয়াছেন—"সাহিত্যং অবীতে সাহিত্যং রক্ষতি ইতি সাহিত্যিকঃ"। তিনি সাহিত্য অধ্যয়ন-ব্রতী ছিলেন, সাহিত্য রক্ষার জন্য আমরণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত সাহিত্যিক কয়জন আছে? তাঁহার পরলোকগমনের পরে তাঁহার গৃহে গিয়া দেখিলাম তিনি একখানি প্রকাণ্ড সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিয়া শেষ করিয়াছেন। ছাপিলেই হয়। আর একখানি বেদান্ত পরিভাষা ও সংস্কৃতে বেদান্তব্যাখ্যা। আর কিছুদিন তিনি জীবিত থাকিলে আমরা এই তিনখানি গ্রন্থ মুদ্রিত দেখিতে পাইতাম। কিন্তু ভবিতব্যতা যাহা তাহা হইবেই। শ্রীভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। তাঁহার আত্মা অমরধামে শান্তিলাভ করুক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

কায়স্থকুল-চূড়ামণি রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী †

বঙ্গজকায়স্থচূড়া গুহবংশজাত,
মিষ্টভাষী, দার্শনিক, ধীর, সুদর্শন,
লক্ষ্মী সরস্বতী ভুলি স্বপত্নীর রোষ
হেরিলা তোমায় দোঁহে সস্নেহ নয়ন।

টাকী মুন্সী বংশ বঙ্গে দাতা খ্যাতি ধরে,
রাখিয়াছ বংশধারা তুমি মতিমান্,
মিশিয়াছ সাধারণে সর্ব্বকার্য্যে তুমি,
তাই সবে স্মরে তোমা—করে গুণগান।

হে যতীন্দ্র! সুরসিক কর্ম্মনিষ্ঠ গুণী,
গুণবেত্তা, সামাজিক, সহাস্যবদন,
পরিষৎকার্য্যে দেছ ঢালি' নিজ প্রাণ,
কতভাবে কার্য্য তার করেছ সাধন।

হারায়ে অকালে তোমা অতি অকস্মাৎ
কাতর এ পরিষৎ, বন্ধুজন সহ
অশ্রুসিক্ত রুদ্ধকণ্ঠে করে নিবেদন
শ্রদ্ধাঞ্জলি মিলি সবে; লহ তুমি লহ।

শ্রীগণপতি বিদ্যারত্ন

২৫।৫।২৬

† বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের শোক-সভায় পঠিত।

দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে গোষ্ঠীপতি।

একটী সিংহবংশ শান্তিপুর অঞ্চলে পাল বংশের রাজত্বকালে ছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে। রাজা বিজয়রাম সিংহ চৌধুরীর বহু পুরুষ পূর্ব্বে আনুল্যা বা আনুল গড়ে সিংহ সমাজ স্থাপিত হয়। প্রবাদ আছে বিজয় সিংহ ১২০৩ খৃঃ নবদ্বীপ অঞ্চলে রাজত্ব করেন। এই সময় গৌড়ে মুসলমানদের আধিপত্য হইয়াছিল। বিজয় সিংহের বংশধর ২৮ ও ৩২ পুরুষ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে। আটাশ পুরুষে প্রত্যেকের তিরিশ বৎসর করিয়া ধরিলে বিজয় সিংহকে ১১৮৫ খৃঃ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ বত্রিশ পুরুষ পর্য্যন্ত জীবিত আছেন, সেই কারণ তাঁহাকে ১০১৯ খৃঃ ধরা যাইতে পারে। ঐ অব্দে প্রমাণিত হইয়াছে যে রণশূর নামে এক নৃপাত ছিলেন। এবং বিজয়সেনের ১০৭৯—১১১৮ খৃঃ অঃ রাজত্বকালে আনুলের সিংহ বংশীয় রামলোচন সিংহ তাঁহাকে ১২০৩ খৃঃ ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ১১৯৯ খৃঃ বাক্তিয়ার বঙ্গবিজয় করেন এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। সহস্ররাম সিংহ বিজয় সিংহকে ৯০০ খৃঃ ব্যক্তি ও রাধামোহন সিংহ ১০০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেকার নহেন বলিয়াছেন।

আনুলিয়া, পাঁচনোর ও কৌলা পরগনা বহু প্রাচীন। এই সকল পরগনা আনুল্যার সিংহ বংশের মল্লভূমি ছিল। প্রাচীন ঘটকচূড়ামণি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, আনুলের সিংহ বংশীয় রাজা বিজয় সিংহ কায়স্থকুল একজায়ী করিয়া প্রথম গোষ্ঠীপতি হন। এবং ১৩ পর্য্যায়ে গন্ধর্ব্ব সিংহ ও আদিকন্দর্প সিংহ গোষ্ঠীপতি, মৌলিক প্রধান। বিজয় সিংহ বংশে প্রথম পর্য্যার সৃষ্টি করেন। তাঁহার বংশধরদের নামে "আদি" শব্দ ঘটকদের কায়স্থকারিকায় আছে।

"শিরোধার্য্য আদি সমাজপতি আনুলিয়া।
আনুলিয়া সমাজ ধন্য সিংহ আনুলিয়া॥"

মাহিনগরের মুখ্যকুলীন ১২ পর্য্যার ঈশান বসু আনুলের সিংহ বংশে পাণি-গ্রহণ করেন। আর একখানি জীর্ণ হস্তলিপি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি যে বক্তিয়ার ১১৯৯ খৃঃ নবদ্বীপ জয় করেন। এই হস্তলিপি গড়মান্দারণের জগদ্বিজয় সিংহ চৌধুরীর পৌত্র মধুসূদন সিংহ বর্ম্মার লিখিত।

১৭ পর্য্যায় মৌদ্গল্য গোত্রীয় গোষ্ঠীপতি হরিহর সিংহ নিজ দুহিতা দিগঙ্গার বাসুকিগোত্রীয় শ্রীনাথ সেনকে দান করেন এবং তদবধি এই সেন বংশ

গোষ্ঠীপতি নামে প্রসিদ্ধ। ঐ বংশে ভেয়েকিঙ্কর সেন মৌদ্গল্যগোত্রীয় গোপীকান্ত সিংহচৌধুরীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং গোপীসিংহ ১৮ পর্য্যায়ে একজায়ী করেন। ১৮ পর্য্যায় গোপীকান্ত ঘোষের তৃতীয় পুত্র দামোদর ঘো দীর্ঘাঙ্গা সমাজের, চন্দননগর নিবাসী ভেয়েকিঙ্কর সেনকে কন্যা দান করে অনেক অজ্ঞ লেখক এই কিঙ্কর সেনকে রায়েরকাটী নিবাসী বলিয়া উল্লে করিয়াছেন। ১৭ পর্য্যায়ে রামভদ্রপাল আনুলিয়া মৌদ্গল্যগোত্রীয় সিং বংশীয় কুচলকৃষ্ণ সিংহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। দয়ারাম পাল আনুলিয়া সিংহ বংশের দৌহিত্র ছিলেন এবং গোপীকান্ত সিংহ তাঁহার কন্যার পাণিগ্র করেন। মৌদ্গল্যগোত্রীয় দর্পনারায়ণ সিংহ মুখ্যকুলীন কালীচরণ বসুর কন্যা পাণিগ্রহণ করেন বলিয়া কায়স্থ সমাজ কালীচরণ বসুর কুলভঙ্গ করিতে চে করে। দর্পনারায়ণ সিংহের পৌত্র প্রকৃতমুখ্য কুলীনে কন্যাদান করেন এ বাঘুটীয়া গ্রামে সম্মান পাইয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃঃ নবীনচন্দ্র সিংহ পোল গ্রামে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিলে তথাকার বিখ্যাত কায়স্থমণ্ডলী সমা তাঁহাকে মাল্যচন্দন দান করেন। এবং তিনি পোল্‌পা গ্রামে সমাদরে গৃহী হন।

দুই তিন পুরুষ ধরিয়া কলিকাতার কয়েকজন ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি আনুলে সিংহ বংশের প্রাচীন সম্মান নষ্ট করিতে বহু অর্থব্যয় ও বাক্যব্যয় করিতেছে মাত্র। হাটখোলার ভরদ্বাজগোত্রীয় দত্তবংশ, বারুইপুরের শাণ্ডিল্যগোত্রীয় রায়চৌধুরী বংশ, বিবাহসূত্রে আনুলের সিংহ বংশ হইতে গোষ্ঠীপ পাইয়াছিলেন। দাঁতিয়ার মিত্রবংশীয় পরশুরাম মিত্র আনুলের সিংহ পাণিগ্রহণ করেন এবং একজায়ী করিয়া গোষ্ঠীপতিত্ব প্রাপ্ত হন। হরিপা রায় বংশ আনুলের সিংহ বংশের দৌহিত্র-তনয়ার পাণিগ্রহণ করিবার গোষ্ঠীপতি আখ্যা প্রাপ্ত হন।

রামনারায়ণ সিংহ কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের কর্ম্ম করিতেন। রামনারায়ণ সিংহের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত হীন থাকায় লোভে তাঁহার পিতা রামকান্ত সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যে রূপনারায়ণ সিংহ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহনের অজ্ঞাতসারে তাঁহার চ সহিত রাজা রাধাকান্ত দেবের বিবাহ দেন। রাজা রাধাকান্তদেব শব্দকল্প রচনা করেন এবং আনুলের সিংহ বংশীয়দের তিনি যথোচিত ভক্তি করি বিবাহে রামনারায়ণ সিংহ নিজ সিংহ বংশের মর্য্যাদা অর্থাৎ আড়ম্ব

গোষ্ঠীপতিত্ব নষ্ট হওয়ায় তিনি রাধাকান্ত দেবের নিকট হইতে লালবাগানে ১৪ কাঠা বাস্তু জমী ও মাসিক ৫০ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে অনেক নগদ টাকা ও প্রাপ্ত হন। পরে আনুলিয়ার সিংহ-বংশীয় বাইশটী গ্রামের সিংহ বংশের সকলকার অসন্তোষভাজন হওয়ায় তিনি প্রাণের আশঙ্কায় দেশত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে রায়না গ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই ঘটনার জন্য আনুলিয়ার সিংহ বংশীয় কালিপ্রসাদ সিংহ ও বাঁশবেড়িয়ার রামেশ্বর সিংহ বহু অর্থব্যয় করিয়া হুগলী জেলায় মাল্য-চন্দন পাইয়াছিলেন।

অত্রিগোত্রীয় সিংহ বংশ বহু পুরুষ ধরিয়া এক লক্ষ্মণ সিংহের বংশ বলিয়া পরিচিত। সরসা, মণিরামপুর, জাগুলে, বন্দিপুর প্রভৃতি গ্রামে কেহ সিংহ, কেহ সিংহ রায় বলিয়া পরিচিত। ঐ বংশে কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। এবং অদ্যাপি কেহই রাণা লক্ষ্মণ সিংহের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি একজন ভদ্রলোক চিতোরের রাণা লক্ষ্মণ সিংহ হইতে "রায়" কুঞ্জলাল সিংহ "সরস্বতী" পর্য্যন্ত বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। হায়! * এই প্রকার ইতিহাসের উপদ্রব শিক্ষিত মণ্ডলী কি প্রকারে গ্রহণ করিতে পারে, এবং এইরূপ কার্য্য প্রকাশ্যে উপহাসাস্পদ না করিলে কোন্ দিন টডের 'রাজস্থানে' আশ্রয় গ্রহণ করিবে। বন্দিপুরের সিংহেরা জাগুলে গ্রাম হইতে উঠিয়া তথায় বাস করেন এবং তাঁহারা লক্ষ্মণ সিংহ রায় হইতে রায় উপাধি ব্যবহার করিতেছেন। লক্ষ্মণ সিংহ রায় বঙ্গদেশে অত্রিগোত্রীয় সিংহ বংশের আদি পুরুষ এবং তিনি চউলা গ্রামে বিখ্যাত সিংহ সমাজ স্থাপন করেন—ঘটক-দের কারিকা ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। একদিকে বন্দিপুরের একজন ব্যক্তি চিতোরের রাণাবংশীয় বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন এবং অপর একজন আত্মরস ও গোষ্ঠীপতির বংশ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। কবি সত্যই গাহিয়াছেন ;—

"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ-ভরা।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবটুকৃষ্ণ সিংহ চৌধুরী

* আমরা সিংহচৌধুরী মহাশয়কে জানাইতে বাধ্য হইলাম যে, রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় সম্প্রতি স্বর্গগত—তাঁহার জীবিত কালে ঐ বংশাবলীর প্রতিবাদ করা উচিৎ ছিল।
কাঃ পঃ সম্পাদক

মুস্কিল-আসান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৭)

বেলা অনুমান দশটার সময় হবিষ্যের জন্য তণ্ডুলপাত্রে হাত দিয়া নিরুপমা দেখিলেন মাত্র একমুষ্টি চাল আছে। তাহা একজনেরও উপযুক্ত নহে। তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন; গত পরশ্বও চাউলের পাত্রটী পূর্ণ ছিল, পীড়ার জন্য কাল সমস্ত দিনের মধ্যে ইন্ধনে অগ্নিসংযোগ করা হয় নাই, কিন্তু আজ কি? নিরুপমা কন্যাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, শরৎসুন্দরী উত্তর করিল 'পরশু দিন সন্ধ্যার পরে ভট্টপাড়ার এক বিধবা আর এক ছেলে এসে বল্লে "আমাদের সমস্ত দিন খাওয়া হয় নাই", তাই বাবা হড়্‌হড়্‌ ক'রে কলসীর সমস্ত চাল দু'জনের আচলে ঢেলে দিয়েছেন।

নিরুপমা বড় আশা করিয়া যাইয়া স্বামীর হাতবাক্স খুলিলেন, দেখিলেন তাহাতে মাত্র আঠারটী পয়সা আছে। নিরুপমার মুখ শুকাইল, মুহূর্ত্তের জন্য তিনি স্বামী-শোক ভুলিয়া গেলেন। হায়! আজ অদৃষ্টের এ কি পরিহাস! তাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ফলে ঈশ্বর কি তাহার জন্য যুগপৎ নব নব বিপদের অবতারণা করিতেছেন? কিন্তু এ যে কঠোর শাস্তি। তিনি যে দীনা অসহায়া রমণী, তাই মনে করিয়া কি ঈশ্বর তার উপর দয়া করিবেন না। সঙ্কুচিত মানবের উপর ঈশ্বরপ্রেরিত ভীষণ নিগ্রহ দর্শনে মানবের মনে কি উৎপাদিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সে জানে না, পূর্ব্বজন্মের কোন অজ্ঞাত দুষ্কর্ম্মের জন্য তাহার এ দুরবস্থা, তাই সে পরমেশ্বরের ন্যায়-বিচারে অন্যায় দোষারোপ করে।

পাঁচ দিন পূর্ব্বেও তিনি বাক্সে কুড়ি টাকা দেখিয়াছেন। স্বামীর নিকট শুনিয়াছিলেন, ভট্টপাড়ার ব্যারামের জন্য কিছু খরচ হইয়াছে। কিন্তু আর তবে কি পরশু দিন বারয়ারী পূজায় সব গিয়াছে? তাই হ'বে। হয়ত পূজার সমস্ত চাঁদা উঠে নাই বলিয়া বাকী টাকা তাঁহাকে দিতে হইয়াছে, সে যাই হোক বর্ত্তমানে উপায় কি? যেমন তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, তেমনি ত তিনি হাসিতে হাসিতে এ সমুদ্র পার হইলেন। কিন্তু দুটী অনাথা শিশু লইয়া নিরুপমা কোথা

দাঁড়াইবেন। তাঁহার পিতৃকুলেও যে আপনার বলিতে কেহ নাই। কিন্তু সম্মুখে অনন্ত কাল পড়িয়া; হে ভগবন! এ কি করিলে? নিরুপমার শোক নূতন করিয়া উথলিয়া উঠিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠিলেন—কিন্তু আজ দণ্ড কান্দিয়া হৃদয়ের গুরুভার লাঘব করিবার অধিকার ও তাহার নাই! শত্রুরা তাহাতেও বাদ সাধিল। অষ্টমবর্ষীয় পুত্র চূণীলাল ক্ষুধার জ্বালায় ছুটিয়া আসিয়া মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লইল। কাল রাত্রে যে কাহারও খাওয়া হয় নাই, নিরুপমা উঠিয়া নিরঞ্জনের নিকট দুই সের চাউল আনিতে চারি আনার পয়সা দিলেন।

পল্লীর রীতি অনুসারে পাড়ার সকল বাড়ী হইতে হবিষ্যের জন্য যে মালসা ভরা আতপ চাউল, কলা, দুধ ও ইক্ষুগুর পাওয়া গেল, তাহাতে নিরুপমার ভাল ভাবেই এক মাস কাটিল।

নিরুপমা অত্যন্ত দরিদ্রের কন্যা ছিলেন,—পিতা লাল পেড়ে সাড়ী ও শাঁখা পরাইয়া কন্যাকে রামলালের হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। শাশুড়ী বালা দিয়া গৃহলক্ষ্মীর মুখ দেখেন। শ্বশুরকুলের সেই শেষ স্মৃতিচিহ্ন তাহার শেষ সম্বল। সেই বালা বিক্রয় করিয়া তিনি কোনরূপে স্বামীর আদ্যকৃত্য সমাপন করিলেন।

স্বামীর শ্রাদ্ধ ত' শেষ হইল, এখন তাহার উপায় কি? অবশ্য দিন একরূপ চলিয়া যাইবে। দিন ত' কাহারও অচল থাকে না। কিন্তু এমন ভাবে দিন যেন পরম শত্রুরও না আসে। শ্রাদ্ধের দুই দিন পরে নিরুপমা অতি দুঃখে স্বামীর প্রিয় ছাত্র নিরঞ্জনকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। নিরুপমার কোন দিন অনশনে, কোন দিন শশধর বাবু বা নৃপেন্দ্রের অনুগ্রহে, কোন দিন বা তাহার স্বামী প্রতিষ্ঠিত দরিদ্র ভাণ্ডারের আনুকূল্যে কোনরূপে যাপন হইত। কিন্তু এমন করিয়াই বা কত দিন কাটিবে। যে মহাপুরুষ নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করিয়া স্বীয় পুত্রকলত্রাদির মুখের গ্রাস দীন দুঃখীকে অকাতরে দান করিয়াছেন, আজ তাঁহার পত্নীর ও পুত্রকন্যার এ কি দুরবস্থা! নিরুপমা যদি নীচ ঘরে জন্ম গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলেত' আজ তাহার দুটী অন্নের জন্য পরমুখাপেক্ষা হইতে হইত না। তিনি ভদ্রঘরের কন্যা, ভদ্রঘরের বধূ। জঠরে দারুণায় ক্ষুধার উদ্রেক, অথচ বাটীর সীমা পার হইবার উপায় নাই; এ কি ভীষণ অবস্থা!

(৮)

এই ভাবেই কয়েক মাস কাটিল। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে শশধর বাবু তাহাদের বাটীতে আসিয়া বলিলেন, "খুকির একটা বিয়ের সম্বন্ধ কর্‌ছিলেন। পশ্চিম পাড়ার

নটবর বিশ্বাস, বোধ হয় চিন্‌তে পারেন। দোজ্‌বরে' বটে.. বয়স ও একটু বে হয়েছে, কিন্তু এরূপ বয়সে অনেকে বিয়ে করেও থাকে।"

নটবর বিশ্বাসের নাম শুনিয়া নিরুপমা শিহরিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধরা অনেকেই বিবাহের নামে উল্লাসিত হইতে পারে। নটবরেরও ইহা আশ্চ নহে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার ন্যায় ৭০ 'সত্তর' বৎসরের বৃদ্ধের হস্তে যে প্রাণে আজ তিনি স্বীয় কন্যাকে সমর্পণ করিবেন! এ দৃশ্য তিনি যে কল্পনায় আনিতে পারেন না।

নিরুপমা চুণীলালকে সম্মুখে বসাইয়া অস্ফুটস্বরে উত্তর করিলেন,—

"সে যে অত্যন্ত বুড়ো!"

শশধর বাবু—"অত্যন্ত নয়, তবে, আমি যা বলি, একটু বয়স হ'য়েছে। সুবিধে অনেক। গত বৎসর ছেলে বউ সব মরে গিয়েছে। এদিকে বিষয় সম্প নগদ টাকা কড়ি, আমি যা বলি, অগাধ। ভোগ কর্‌বার কেহই নাই। জন্যেই সেও এত বয়সে পুনরায় বিবাহ কর্চ্ছে। আমি অনেক ভেবে চিন্তে কাজে হাত দিয়েছি। দিদি অনাথার মেয়ে, এখানে এই ভাত কাপড়ের আবার কোন গরীবের হাতে গিয়ে পড়্‌বে। যাবৎ জীবন এই ভাবেই যাবে। আমি যা বলি, তারপর তোমার ও ত' একটা উপায় চাই, ছেলেটাকে মানুষ কর্ত্তে হবে। কিন্তু এ বিয়ে হলে তোমার কিছুই ভাব্‌তে হবে না মেয়েকে ত' সোনা রূপো দিয়ে মুড়ে রাখ্‌বে, অধিকন্তু তোমার ভার, ভার—তাও সে অক্লেশে বহন কর্‌বে।"

নিরু—কিন্তু আজ তিনি থাকলে বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করবার কথা মুখেও আন্‌তে পার্‌তেন না।

শশ—ওঃ তুমি বংশের কথা বল্‌ছ, তা কি আমি বুঝিনি দিদি? মর্য্যাদায় একটু খাটো বটে, কিন্তু উপায় কি? ষোল আনা ভাল ত' কোথা মেলে না। আমি যা বলি, ও ভাবে চেয়ে চিন্তেই বা কত দিন কাট্‌বে, আর চিরকালই বা কে খেতে দিতে পার্‌বে?

নিরুপমা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। স্বর্গীয় স্বামীর কথা হওয়াতে চক্ষুকোণ হইতে দুই ফোটা তপ্ত অশ্রু ও গড়াইয়া পড়িল, আচলে অতি কষ্টে বলিলেন,—

"কোন্ পাপে আজ আমার এ দশা জানি না, কিন্তু আমাদের মুখে না চেয়ে তিনি চিরদিন পরের উপকার করে গেছেন। আপনিও একদি

হঠাৎ যেন নিরুপমার চমক ভাঙ্গিল। তিনি মহা লজ্জিত হইলেন। নিজ মুখে স্বামীর প্রশংসা করিতে তিনি প্রবৃত্ত হন নাই, তবে আজ তাঁহার মাথার ঠিক নাই, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছেন।

শশ—"হাঁ, তা' ঠিক বটে, আমি একদিন তাঁকে পাঁচশত টাকা দিতে গিয়েছিলাম, তাঁহার উদারতার গুণে তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য এখন আমার উচিৎ সে টাকা তোমাকে দেওয়া। কিন্তু আমি যা বলি, তাও ত' আমি আজকাল পেরে উঠ্‌ছি না।"

নিরুপমা অপেক্ষাকৃত উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—না, অমন কথা বল্‌বেন না, আমি উদরান্নের জন্য আপনাদের দশ জনের কাছে ভিক্ষা করতে পারি। কিন্তু যে টাকা তিনি লওয়া উচিৎ বিবেচনা করেন নি, সে টাকায় আমার কোন অধিকার নেই।

শশ—এ ত' তোমার উপযুক্ত কথাই, দিদি। তবে আমি এখন যাই—এ বিষয়টা ভেবে দেখ।

নিরু—তাই দেখ্‌ব, কিন্তু আমার নিজের মাথার কিছু ঠিক নাই, আপনারা দশ জন আছেন, যাহা হয় কর্‌বেন।

শশধর বাবু উঠিয়া গেলেন।

সে রাত্রে নিরুপমার আদৌ ঘুম হইল না। শশধর বাবু তাহাকে ভাবিয়া দেখিতে বলিয়াছেন; কিন্তু তিনি কি ভাবিবেন, অনন্তকাল ধরিয়া ভাবিলেও তাঁহার এ চিন্তার শেষ নাই। আজ যদি তার কপাল না পুড়িত, তবে শশধর বাবু নিজের লোক হইয়াও কি এরূপ সম্বন্ধ উপস্থিত করিতে পারিতেন! স্বামী জীবিত থাকিলে শরতের বিবাহ তিনি সুপাত্রের সহিতই দিতে পারিতেন। নিরুপমা কিছুক্ষণ নীরবে কাঁন্দিয়া বালিশ ভিজাইলেন। হৃদয়ের গুরু ভার কিছু লাঘব হইলে, তিনি পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে মস্তিষ্কের গোলমাল হইয়া যায়, মাথা ভারী হয়, চক্ষে অন্ধকার দেখেন, বুকে কে যেন পাষাণ চাপাইয়া রাখে। কিন্তু উপায় কি? এ চিন্তাস্রোত অপার, অনন্ত! তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"মেয়েকে সোণা রূপায় মুড়ে রাখ্‌বে, কখনও অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট হইবে না, মেয়ে সুখে থাক্‌বে, আমাদেরও অপরের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হবেনা। ছেলেটাও মানুষ হ'বে, যদি তার নাম রাখ্‌তে পারে।" কিন্তু আবার ভাবেন—"না কখনই না, মা হ'য়ে আমি কখনও এরূপ কাজ করতে পারব না। গহনা পরিতে পারিলেই কি সুখ হয়? ভাল খেতে পর্‌তে পারলেই কি

লোক সুখী হয়? কখনই নয়। আমার কচি মেয়ে—আহা, মেয়ে ত নয়, সোণা প্রতিমা,—নটবর বিশ্বাসের মত বৃদ্ধের স্ত্রী হয়ে সে কখনও সুখী হইতে পারবেন কিন্তু না দিয়েই বা উপায় কি? কাল কি খাব, ঘরে সে সংস্থানও যে নাই রাত পোহাইলে বা আবার কার দ্বারে যেতে হবে জানি না। ভগবন! আমা একি ভীষণ ভাবনায় ফেল্‌লে? আমি আর যে ভাবতে ও পারিনা। হা তুমি আজ কোথায়? দাসীকে এমনি ক'রে কি কান্দাতে হয়? একবার ব'লে দাও এ অবস্থায় আমার কি করা কর্ত্তব্য।" সমস্ত রাত্রি ধরিয়া, বিছান এ পাশ ও পাশ করিয়া শেষ রাত্রে নিরুপমার একটু ঘুম আসিল। তাহা তিনি স্বপ্নে দেখিলেন—রামলাল যেন কোন বহু দূর দেশ হইতে আসিয়া সান্ত্ব দিতেছেন—"ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস রাখিও, কখনও ভক্তিহীনা হ'ওনা, ঈ তোমার মঙ্গল করিবেন।" এই বলিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইলেন। নিরু কত ডাকিলেন, কিন্তু তিনি ফিরিলেন না। নিরুপমা কাঁন্দিয়া উঠিলেন।

তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে।

(৯)

রামলাল ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারিতেন. সুত তিনি কিছুতে ভয় ও পাইতেন না, আবার কিছুতে তাঁহার আটকাইতও কিন্তু নিরুপমার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্যরূপ। বিশেষতঃ বিধবা হওয়ার পর থেকে অ বিপর্য্যয়ে তিনি মনে করিতেন, এ সংসার তাঁহার পক্ষে অকূল সমুদ্র, নিজে না করিয়া শুধু ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে কিছুতেই চলিবে জগতে আত্মীয় স্বজন কেহই ছিল না, তবুও যাহাদিগকে একটু আপনার ব পূর্ব্বে ধারণা ছিল, তাহাদিগের উপরও যেন এখন তেমন আস্থা স্থাপন ক পারিতেছিলেন না। শশধর বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে একবার তিনি মনে কর ছিলেন, তাঁহার কথা শুনাই কর্ত্তব্য, না শুনিলে মহাবিপদে পড়িবেন। বিবাহ হইবে না, নিজেরাও না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইবেন; আবার পর ভাবিতেছিলেন, শশধর বাবু আমার শত্রুরূপে আসিয়া এ প্রস্তাব করিতে কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না, মানসিক অশান্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লা অবশেষে তিনি নৃপেন্দ্রকে সংবাদ দিলেন, নৃপেন্দ্র আসিলে তাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন, এবং অনেক কাঁন্দিলেন; "নটবর বিশ্বাস—যে আর দি পরে ভবলীলা সাঙ্গ ক'রবে, যার বয়সের গাছ পাথর নেই, সে আবার বিয়ে চায়, তাও আবার যে সে মেয়ে নয়, রামলাল মিত্রের মেয়েকে।"

নৃপেন্দ্রের চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল। কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি বলিলেন "নটবর বিশ্বাসের এত বড় আস্পর্দ্ধা! আজ রামলাল মিত্র নাই, তাই তাঁর পরিবারের উপর এই অত্যাচার। গ্রামে কি আর ভদ্রলোক নাই? অসম্ভব প্রস্তাব কিছুতেই ঘটিতে দেওয়া হ'বে না।" নৃপেন্দ্র নিরুপমাকে অনেক বুঝাইলেন, এবং বাড়ী ফিরিবার সময় বলিয়া গেলেন—"মা! আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, শরৎকে রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবো।"

"জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন"—এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে নিরুপমা কাঁদিয়া ফেলিলেন। আজ তার অশ্রুর স্রোত আর বাধা মানিল না, অবিরল ধারায় তাহার শুষ্ককমলপ্রতিম বদন-মণ্ডলকে বিধৌত করিয়া দিতে লাগিল। আজ তাঁর এ কি! অসীম তৃপ্তি, এ তৃপ্তি তিনি ত পূর্ব্বে কোনদিন পান নাই! নৃপেন্দ্রের মুখনিঃসৃত আশ্বাসবাণী তাঁহার চিন্তাজর্জ্জরিত দেহকে যেন চন্দন-লেপনে এক নিমিষে শীতল করিয়া দিয়াছে। তিনি বিষাদের মধ্যেও হর্ষে বলিয়া উঠিলেন—"বাবা তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।"

* * * *

পূর্ব্বরাত্রে তিনি ঘুমাইতে পারেন নাই, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আজ তাঁহার মনে সে উদ্বেগ নাই। কিন্তু কৈ, তবু ও তো তাঁহার ঘুম আসে না।

নিরুপমা ভাবিতে লাগিলেন—নৃপেন্দ্র আজ তাহাকে যে আশ্বাস দিয়ে গেল সে কি তাহা রাখিবে; হে জগদীশ্বর! যেন তাহার কথা সে রাখতে পারে। কিন্তু যদি সে না রাখে? মুহূর্ত্তমধ্যে নিরুপমার মুখখানি শুকাইয়া গেল। তাই ত! তবে উপায়?

কিন্তু আশা সহজে কেহ ত্যাগ করিতে পারে না। আশাই জগতকে চালাইতেছে। নিরুপমা পুনরায় আশায় বুক বাঁধিলেন; নৃপেন্দ্রের যেই কথা সেই কাজ। সে অবশ্যই তার কথা রাখিবে। কিন্তু যদি সে হঠাৎ মারা যায়—

ছি! ছি! আমি এ কি মনে করিতেছি! হে ঈশ্বর! তাহার ন্যায় দেব-সন্তানকে চিরজীবী করিয়া রাখ!"

আজও নিরুপমার মাথার ঠিক নাই। তিনি কখনও মনে করিতেছেন—"আহা! নৃপেন্দ্র যদি আমার জামাই হয়! কিন্তু সে বড় লোকের ছেলে—বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কত বড় লোকে তাহাকে কত কি দিয়ে মেয়ে দেবে; আমার মত অভাগিনীর মেয়ে সে বিয়ে করবে কেন?" এরূপ আরও কত কি তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই ভাবে তাঁহার সে রাত্রিও কাটিয়া গেল।

পরদিবস প্রাতঃকালে, শশধরবাবু যখন শুনিলেন, শরৎসুন্দরীর বিবাহের ভা
নৃপেন্দ্র স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। বাস্তবিক
শরৎকে পাত্রস্থ করাই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছিল। কি
এ সংবাদ যখন নটবরের কাণে গেল, তখন সে বৃদ্ধ বিষধর সর্পের মত ফোঁ
করিয়া উঠিল—যদিও তাহার ঐরূপ করার কিছুমাত্র মূল্য ছিল না। তথা
তিনি নৃপেন্দ্র ও নিরুপমাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইবেন, এইর
প্রতিজ্ঞা করিলেন।

একটু বেলা পড়িলেই শরৎসুন্দরী নৃপেন্দ্রনাথের বাড়ী গিয়া তাহার ঘ
প্রবেশ করিয়াই সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। নৃপেন্দ্রনাথ কাপড় চোপড় গুছাইয়া
ব্যস্ত, যেন এখনই কোথায় বাহির হইয়া যাইবেন। শরত কবাট ধরিয়া মা
নীচু করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময় নৃপেন্দ্রনাথের চক্ষুও তা
উপর পড়িতে তিনিও বেশ আশ্চর্য্য হইলেন। তারপর শরতের মুখের দি
চাহিয়াই রহিলেন, চক্ষু সহসা ফিরাইতে পারিলেন না। তাহার যে কো
যাইতে হইবে, তাহাও যেন তখনকার মত ভুলিয়া গেলেন।

এখন শরতের বয়স চৌদ্দ পনর হইতে চলিয়াছে। কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থ
তাহার সেই কমনীয় মুখখানি সদ্যোপ্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় সুন্দর; মে
নির্ম্মুক্ত শরতের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল, পবিত্র। বালিকার স্বভাবসু
চঞ্চলতার কণামাত্র চিহ্নও সে মুখে নাই—তাহার স্থানে আছে বিষ
পিতৃহীনা, বুদ্ধিমতী কিশোরীর গাম্ভীর্য্যমিশ্রিত লজ্জা, যাহা তাহার দুটী গণ্ড
রক্তবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। নৃপেন্দ্রনাথের ইচ্ছা হইতেছিল দুটী পদ অগ্র
হইয়া তাহার চিবুক ধরিয়া—

পরক্ষণেই মনে হইল—"ছি! ভ্রাতা ভগ্নীর সম্পর্ক কি মধুর! কি
পবিত্র!"

নৃপেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি খবর, শরত?"

শরত কতবার নৃপেন্দ্রদের বাড়ীতে আসিয়াছে, কতবার তাহাকে দাদা বলি
ডাকিয়াছে, বৌদিদির সঙ্গেই বা কত খেলাধূলা করিয়াছে, কিন্তু আজ যে
সঙ্কোচেই তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারি
না। এ কি নৃপেন্দ্রের মুখে তাহার বিবাহের প্রতিশ্রুতিশ্রবনজনিত লজ্জা,
ধনীর দুয়ারে দরিদ্রের ভিক্ষাজনিত অপমান বা আর কিছু?

স্নেহস্নিগ্ধ মধুর স্বরে নৃপেন্দ্রনাথ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি ব'লবে, বল।'

এবার শরত অতি ধীর স্বরেই উত্তর করিল—"মা ডেকেছেন।"

নৃপেন্দ্রনাথ পুনরায় তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিলেন। বুঝি মনে করিলেন—হায় রে অদৃষ্ট! এই স্বর্ণপ্রতিমা কি অন্তগমনোন্মুখ নটবর বিশ্বাসের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, এ জগতে গরীবের বুঝি কোন আনন্দোপভোগ থাকতে নেই। কিন্তু আমিও ব'লে রাখ্‌ছি নৃপেন বোস্ বেঁচে থাক্‌তে—যাক্ সে কথা, এখন কেন? তিনি রহস্য করিয়াই শরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ডেকেচেন—বিশ্বাসের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক করতে না কি?"

"যান্, আমি জানি নে" এই কয়েকটি কথা কোন প্রকারে বলিয়াই শরত ফিরিয়া যাইতেছিল; নৃপেন্দ্রনাথ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, দাঁড়াও শরত"—পরে কাপড় দু'খানি গ্লাড্‌ষ্টোন্ ব্যাগে পুরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বর তোমার পছন্দ হ'য়েছে তো? তাই বুঝে কাজে হাত দিতে হয়।"

শরতসুন্দরীর সুন্দর চক্ষুদুটি প্রায় ছলছল করিয়া আসিল, তাহা নৃপেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াইল না, তিনি আসল কথার অবতারণা করিলেন—"কেন ডেকেছেন, আমারত এখন যাওয়া হ'তে পারে না।"

"তা তো জানিনা, তবে বিশেষ দরকার, তাই বলে দিয়েছেন।" শরতের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে ফিরিয়া নৃপেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কারও অসুখ-বিসুখ নয়ত?"

"না"।

পুনরায় জুতা জোড়াটী ব্রুশ দ্বারা পরিষ্কার করিতে করিতে নৃপেন্দ্রনাথ বলিলেন—"আমি যে লাকাটী যাচ্ছি, দেরী হলেত গাড়ী পাব না; তোমার মা'কে বলো আমি ২।৪ দিনের মধ্যেই ফিরে আস্‌ছি, এসে দেখা করবো।"

হাতের কাজ শেষ করিয়াও নৃপেন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিলেন, শরত সুন্দরী তখনও ঠিক সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি, আরও কিছু বলবার আছে নাকি?"

"না, ঐ কথাই বলতে এসেছিলাম" বলিতে বলিতেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিছু পরেই নৃপেন্দ্রনাথের মনে হইল—'কেন ডেকেছেন? শরতই বা

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল কেন? ওঃ আমায় কি ভুলই হয়েছে, হয়ত টাকা দরকার; নৃপেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি দরজার নিকট আসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু শরতকে দেখা গেল না। তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, হয়তো টাকার অভাবেই আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, শরতও বোধ হয় সব জানে, দুপুর বেলায় হয়তো কাহারও খাওয়া হয় নাই, লাজুক মেয়ে—লজ্জা আমাকে কিছু বোল্‌তে পারে নাই, বল্‌বো বল্‌বো করেই বোধ হয় এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে ছিল। যাক্, ভূপেনকে দিয়ে এখনই টাকা পাঠিয়ে দিই।'

যথাকালে নিরুপমা শুনিলেন লাকাটীর তালুকে প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত, সে গোল মিটাইতে নৃপেন্দ্রনাথ তথায় গিয়াছেন। ২।৪ দিনের কথা বলিয়া গেলেও কত বিলম্ব হইবে,তাহার কিছু নিশ্চয়তা নাই। নিরুপমা অস্থির হইয়া উঠিলেন,এ যে একদিন দেরী করিবার ধৈর্য্যও তাহার নাই। আশার যে ক্ষীণ আলোক মিটি জ্বলিয়া তাহার হৃদয়কে আলোকিত করিতেছিল, যেন এক বাতাসের ঝাপ্ আসিয়া তাহাও নিবাইয়া দিল। ক্ষণিক বিদ্যুতালোক অন্ধকারকে বেশী ঘনীভূত করিয়া তোলে, এ আঁধারও নিরুপমার পক্ষে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে অসহ্য হইয়া উঠিল। অন্ততঃ দুমাস পরেও নৃপেন্দ্র বাড়ীতে আসিয়া যে তাহার কোন উপকার করিতে পারিবে, এ আশা তিনি কিছুতেই করিতে পারিলেন না। তিনি রমণী, তাহার তো কোন ক্ষমতাই নাই, বিশেষতঃ এ জগতে আত্মীয়স্বজন, বান্ধবও কেহই তাহার নাই, একটা সুপরামর্শ দিবে এমন লোক ও তাহার নাই। ক্রন্দন ভিন্ন অবলার আর কি গতি আছে? সুতরাং আজ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তিনি কাঁদিলেন, কাঁদিয়া বালিশ ভিজাইলেন, বুক ও তাঁহার কতক হাল্‌কা হইল কিন্তু কিছু উপায় স্থির করিতে পারিলেন না।

(১০)

ফাল্গুণের শেষ; শতদলকে শ্বশুরবাড়ী হইতে লইতে আসিয়াছে, সে জন্য আজ নিরুপমার নিকট বিদায় হইতে আসিয়া নিরুপমার সহিত অনেকক্ষণ কাটাইলেন। অনেক সুখদুঃখের কথা হইল, উভয়ের নয়ন হইতে অনেক অশ্রু তাহাদের পদতলস্থিত ভূমিকে চুম্বন করিল।

শতদল যাইবার পূর্ব্বে নিরুপমাকে সান্ত্বনা করিলেন—"তুমি ভেবো না, নৃপেন বাবু যখন কথা দিয়েছেন তখন তাঁর কথার বিপর্য্যয় ঘটিবে না।"

টার প্রথম স্বর্ণরশ্মিরেখার ন্যায় নিরুপমার মুখখানিও নিমিষের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সত্যই ত নৃপেন্দ্র তাঁহাকে কথা দিয়াছে, তিনি কি তাহা অবিশ্বাস করিতে পারেন? তাঁহার সে দিনকার সে চারুমূর্ত্তি তিনি কি এত শীঘ্র ভুলিতে পারেন? তাঁহার মুখে রোষ, অন্তরে তৃপ্তি—সে মেঘাবৃত পূর্ণচন্দ্রের রূপধার কি এত শীঘ্র বিস্মৃত হইবার জিনিষ! যাইবার সময়ও তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"মা, আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি নির্ভয়ে থাকুন, শরতের রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবো।"

নৃপেন্দ্রের কথা এ গ্রামে কে অবিশ্বাস করিতে পারিয়াছে? তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া বিপদাপদে যে কি এক অনুপম তৃপ্তি লাভ করা যায়, যে একবার বিপদে পড়িয়া তাহার আশ্রয় লইয়াছে, সেই তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিয়াছে। নৃপেন্দ্র রামলালেরই প্রধান শিষ্য, রামলাল তাহাকে হাতে গড়িয়া মানুষ করিয়াছেন; আজ নিরুপমা কেন তাহার উপর বিশ্বাস করিতে পারিবেন না?

কিন্তু তবুও নিরুপমার মুখ দেখিতে দেখিতে সদ্যোমৃতের মুখের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। শতদল তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"কেন মা, তুমি এত অধীর হচ্ছ, তিনি তো দু'মাসের ভিতরেই আস্‌বেন। আর চৈত্রমাসে তো বিয়ে হবে না, তুমি কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইও না।"

"হ্যাগা, এই বাড়ী কি রাম মিত্রের?"

ঠিক এই সময় তাহাদের সম্মুখে একটি প্রৌঢ়ারমণী আসিয়া এই কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিল।

শতদল উত্তর করিল—"হাঁ এই বাড়ী, তোমার কি দরকার, তুমি কোত্থেকে আসছ?"

"আমি আস্‌ছি দেবীপুর হ'তে। ইনিই বুঝি খোকার মা, এঁর কাছে আমার একটু দরকার আছে। হাঁ মা, তুমি যদি একটু এ দিকে এস—"

নিরুপমা এবার উত্তর করিলেন—"তা বাছা তুমি এখানেই বল, ইনি আমাদের মেয়ে। পর নন। তুমি স্বচ্ছন্দে বল্‌তে পার।"

"তা বলি"—এই বলিয়া প্রৌঢ়া ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল। দেবীপুর সেখান হ'তে প্রায় ৪ মাইল ব্যবধান, সুতরাং এত পথ হাঁটিয়া সে বড় ক্লান্ত হইয়াছিল, তাই পুনরায় বলিল—

"বড় শ্রম হয়েছে, একটু জিরিয়ে নি!"

"তা নাও মা। আহা, মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে, যে গরম!"

"প্রৌঢ়া আবার বলিতে লাগিল—"আর ফিরুইবোই বা কি ? এক জায়গায় দু'দণ্ড বস্‌বার যোটী তো নেই, আবার সন্ধ্যার আগেই ফির্‌তে হবে।"

নিরুপমা ও শতদল উভয়েই সোৎসুকনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"আমি আসছি মা, ঐ দেবীপুর হ'তে। সেথাকার জমীদার বাণীকান্ত রায় না ? তার ঠাকুরদাদা ও বাপের নাম বোধ হয় শুনেছ মা। দেবীরায় মস্ত জমীদার—যার নামে সেই গাঁয়ের নাম হয়েছে দেবীপুর। সেই বাণীকান্ত রায় এখন বুড়ো হয়েছে। সে মা'ঠাকুণের ও এখন ছেলে মেয়ে হবার বয়স নেই, তাই রায় মহাশয় পুষ্যি পুত্তুর রাখ্‌বে ঠিক করছে। তা, মা তোমার ছেলেটীকে যদি দাও—"

নিরুপমা ও শতদল উভয়েই চমকিত হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

রমণী—"তাতে আর দোষ কি মা, এ রকম তো হয়েই থাকে।" নিরুপমার সমস্ত শরীর যেন বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, আস্তাকুড়ের ঝাটা লইয়া তাহাকে তখনই বিদায় করিয়া দেন। তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার খড়ের আগুণের ন্যায় দপ্ করিয়া নিবিয়া গেলেন ; বাড়ীর উপর অতিথি, অতিথি দেবতা—সে যে জাতীয় হোক এবং তার যত দোষই থাকুক না কেন।

"তুমি বল কি বাছা ! আমার কপাল পুড়েছে ব'লে—"

"সে কি মা ! এতো অনেকই হ'য়ে থাকে। কত রাজারাজড়া পুষ্যি পুত্তুর নিচ্ছে, এতো আর দোষের কিছু নয়, তুমি নিজে বুঝে দেখ মা ! তোমার ছেলে মস্ত জমীদার হ'বে, তুমি হবে রাজার মা। তোমার কিসের অভাব ?"

"না বাছা তুমি যাও।"

"হাঁ ! তা আমি যাব বৈ কি মা ! তবে আমি না হয় আর একদিন আস্‌বে তুমিও মা একবার ভেবে দেখো, তাও ব'লে যাই—যদি সেখানে গিয়ে থা রাজার মা হ'য়ে, সংসারের গিন্নি হ'য়ে, রাণীর হালে থাক্‌তে পার্‌বে। আর য এখানে থাক, খরচের জন্য মাস মাস টাকা পাবে। ২।৪ দিন বাদ ছেলে দেখায়ে নিয়ে যাবে, মায়ের প্রাণ, তাই সকলেই বোঝে না। তবে আ এখন আসি, আর এক দিন আস্‌বো।"

নিরুপমার শরীর এখনও জ্বলিতেছিল, কিন্তু তাহা হইলেও জ্বালাটা পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া আসিতেছিল। তিনি স্নেহময়ী মাতার করুণ স্বরেই বলিলে "এসেই অমনি শুধু মুখে যাবে বাছা, আজকের রাত্‌টা বরং থেকেই যাও।"

প্রৌঢ়া—"না মা, আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি, আজ থাক্‌তে পার্‌বো না, আর যে দিন আসবো, সে দিন থাক্‌বো।"

প্রৌঢ়া জমীদার বাড়ীর একজন পুরাতন চাক্‌রাণী। নাম ক্ষেমঙ্করী, ওরফে—ক্ষেমী।

ক্ষেমী এই কথা বলিতে বলিতে নিজের ট্যাক্ হইতে ১টা তামাকের গুড়ার কৌটা বাহির করিয়া খানিকটা গালে দিয়া রজতকৌমুদী তুল্য দশনপংক্তিকে এক নিমিষে অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকারের ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিল। পরে শতদল ও নিরুপমা উভয়কে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিয়া পুনরায় দেবীপুরের দিকে রওয়ানা হইল।

শতদল অথবা নিরুপমা, কাহারও মুখ হইতে কিছুক্ষণের জন্য বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

(ক্রমশঃ)

(ডাঃ) শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা
(কাব্যবিনোদ)

পুস্তক পরিচয় ও আলোচনা

রাজার জাতি—(কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রীয় প্রমাণাদিসহ ধারাবাহিক ইতিহাস) কবিরাজ শ্রীরমেশচন্দ্র দেবশর্ম্মা (চক্রবর্ত্তী) কাব্যবিনোদ-প্রণীত ও সঙ্কলিত—বহরমপুর। মুখবন্ধ, পরিশিষ্ট ও ব্যবস্থাপত্রাদি সহ ক্রাউন ৩০৫ পৃষ্ঠা, মূল্য অবাঁধা ২৷৷০ এবং বাঁধা ৩৲। কয়েকখানি চিত্র সম্বলিত—তিব্বতের মঠে বুদ্ধদেব (রঙ্গিন) বুদ্ধদেব তপস্যার পূর্ব্বে ও তপস্যাক্লিষ্ট এবং চন্দ্রদ্বীপের তাম্রশাসন (সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগ)।

বহুদিন পরে আবার হিন্দু সমাজের প্রচলিত পূর্ব্ব প্রথানুযায়ী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক কুলকারিকা জাতীয় ইতিহাস কীর্ত্তিত হইল। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া এদেশে যে কায়স্থ আন্দোলন চলিতেছে, তাহার প্রবর্ত্তক ও উদ্যোক্তৃগণ কায়স্থ ; কিন্তু অধ্যাপক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতমহোদয়গণই কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ দৃষ্টে নানা ব্যবস্থাপত্র দিয়া আসিতেছেন এবং আমাদের বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রেরণা সভার প্রতিষ্ঠাতৃগণ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অগ্রণী, পুরাতন ও নবীন সমাজের আদর্শ মধ্যস্থ, যিনি সকল

সমাজের সকলের মধ্যে সদ্ভাব রাখিয়া নিজ বৈশিষ্ট্য কখনও ক্ষুন্ন হইতে দেন নাই, সেই প্রাতঃস্মরণীয় পরম পূজনীয় (স্যার) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নিকট পাইয়াছিলেন—এ কথা বহুবার প্রচারিত হইয়াছে। আমাদের আলোচ্য পুস্তকের লেখকও প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশ-সম্ভূত এবং এই পুস্তকের এ মুখবন্ধের লেখকও বহরমপুর ব্রাহ্মণ-সভার সভাপতি খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব পূজনীয় শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি—বহরমপুর-উকিল-সভা)

প্রথম মুখবন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—'কি কারণে (গ্রন্থের) রাজার জাতি নাম দিলাম তাহা (গ্রন্থখানি) আদ্যন্ত পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। ইতিহাস ও শাস্ত্রবাক্য-দ্বারা যাহা সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছি, তাহাই বঙ্গীয় চারি শ্রেণীর কায়স্থ-সমাজের নিকট উপস্থিত করিলাম। যে সামাজিক সমস্যা মীমাংসার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহার সফলতাই একমাত্র কামনা। যে জাতির মধ্যে 'প্রতাপ' জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, তাহার আবার দেখিবার জন্য বসিয়া রহিলাম। হয়ত সেরূপ আজ দেখিব না, কাল দেখিব না, এ কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না, কিন্তু একদিন দেখিব এই আশায় রহিলাম। "দেখিব সুবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমার দক্ষিণে বঙ্গজকুলতিলক প্রতাপ, বামে ব্রাহ্মণ শঙ্কর! তখন দেখিতে পাইব এই কায়স্থ জাতির পুরাবৃত্ত বাজনা বাজাইয়া কত পুরাবৃত্তকারগণ দেশ মাতাইবেন। তখন মাতৃপূজার কত ধূম পড়িবে, কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়ের লোভে প্রতাপের কাছে আসিয়া জুটিবে। কত দীনদুঃখী প্রতাপের কাছে আসিয়া ভিক্ষা চাহিবে। দেশে এক আনন্দস্রোত বহিবে।" * * *

"যদিও আমরা নব্যাদি ঋষিবৃন্দের অনুপযুক্ত সন্তান তথাপি তাঁহারা আমাদের জন্য যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার একমাত্র ওয়ারিশ ও অধিকারী ব্রাহ্মণ আমরাই। সুতরাং এই অধিকারের দায়িত্ব লইয়াই বলিতেছি, হে বঙ্গীয় কায়স্থগণ, তোমরা কখনও শূদ্র নহ।"

গ্রন্থকার এক মুখবন্ধে এইরূপ বলিয়া কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনে অগ্রসর হইয়াছেন এবং শাস্ত্রবচন, শিলালিপি, তাম্রশাসন, পুরাতত্ত্ব, কুল-গ্রন্থ, ঘটককারিকা, জাতির আচার অনুষ্ঠানের ইতিহাসে ও মহৎ ব্যক্তিগণের অভিমত কায়স্থ জাতির সামাজিক স্থান ও সম্মান ইত্যাদি আলোচনাও উদ্ধৃত করিয়া নিজ মত সমর্পণ করিয়াছেন। এই পুস্তক-প্রণয়নে যে সকল প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের পুস্তক হইতে সাহায্য পাইয়াছেন তাঁহাদের নামোল্লেখে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কয়েক

কায়স্থ বন্ধুগণের নামোল্লেখ সহ তাঁহার স্বজাতীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এল্, কবিরাজ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বাগ্‌চি কাব্যতীর্থ ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, মহাশয়গণের নিকট ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের নিজ উক্তির পর বহরমপুর ব্রাহ্মণ সভা ও উকিল সভার সভাপতি পূজনীয় শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত সুচিন্তিত দ্বিতীয় মুখবন্ধটী গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে সন্নিবেশিত হইয়া পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। পূজনীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতি সুন্দর ভাবে সুযুক্তিসহ ধীর ভাবে বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে নিজমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—'আমরা ব্রাহ্মণগণ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মহত্ত্ব স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়া জগতের সমক্ষে আমাদিগের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছি। সুতরাং কায়স্থদিগেরও স্বীয় ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনেচ্ছা অস্বাভাবিক নহে। বঙ্গের কায়স্থ জাতি অতি বিশাল এবং তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ অন্যান্য ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা গুণে ও শিক্ষায় ব্রাহ্মণের অপেক্ষা ন্যূন নহেন। এই প্রকার জাতীয় ব্যক্তিগণ শূদ্রত্ব স্খালনের চেষ্টা করিবেন ইহা কদাচ বিচিত্র নহে এবং স্বাভাবিক ও প্রশংসার্হ। আমাদের ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য এই যে, ঐ প্রকার চেষ্টাকে উপহাস না করিয়া তৎপ্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা।"

* * * *

"যদি যুক্তিতে কায়স্থ ক্ষত্রিয় না হন, তাহা হইলে তাঁহারা সে পদটী কেন পাইবেন? আর যদি যুক্তিতে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে হাসিয়া উড়াইয়া দিব কেন? আর অন্ধ-বিশ্বাসের দিন নাই, এক্ষণে যুক্তি ও তর্কের যুগ পূর্ণমাত্রায় প্রবর্ত্তিত। যাহা যুক্তিতে সমর্থন করা যায় না, তাহা কেহ শুনে না—সুতরাং এই ব্যাপারে যুক্তিরই অনুসরণ করিতে হইবে। কাব্যবিনোদ মহাশয়ের পুস্তক পাঠ করিলেই দেখা যাইবে যে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া বহু শাস্ত্রালোচনা করিয়াছেন ও গভীর গবেষণা করিয়াছেন এবং বঙ্গীয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, প্রত্নতত্ত্ব ও কুলগ্রন্থাদি হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।" পূজনীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শেষ কথায় লিখিতেছেন, "বর্ত্তমান প্রশ্নটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম এই যে বর্ত্তমান বঙ্গীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বংশসম্ভূত কি না এবং দ্বিতীয় এই যে, তাঁহারা ঐ বংশসম্ভূত প্রতিপন্ন হইলে তাঁহারা সমাজে ক্ষত্রিয় যোগ্য ব্যবহার প্রাপ্ত হইবেন কি না? আমার বিবেচনায় প্রথমোক্ত বিষয়টী একপ্রকার স্থির হইয়াছে। অর্থাৎ শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং

কায়স্থদিগের সামাজিক মর্য্যাদা বিবেচনা করিলে তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়-বংশ-সম্ভূত বলিয়া এবং শূদ্র নহে বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়। এমন কি বিপক্ষগণও তাহা অনেকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। এক্ষণে দ্বিতীয় বিষয়টিতেই যত গোলযোগ। অর্থাৎ তাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া সমাজে চলিবেন কি না? যাঁহারা তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বংশসম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারাও তাঁহাদিগকে ব্রাত্য অর্থাৎ সংস্কার-বিহীনতা বশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে চাহেন। স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এই মতের প্রধান প্রবর্ত্তক। ব্রাত্যত্ব অপনোদনের প্রায়শ্চিত্তের বিধান ত শাস্ত্রে আছে। অবশ্য এই বিষয়ে সমস্ত শাস্ত্রকারগণ এক মত নহেন। কাব্যবিনোদ মহাশয় ঐ সমস্ত বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই বিবেচনা হয়, যে শাস্ত্রকারগণ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন তাঁহাদের মত অনুসরণ করিলেই বা দোষ কি? কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলে ক্ষতিত কাহারও দেখি না; কিন্তু কায়স্থদিগের পরম উপকার এবং সেই সঙ্গে আমার বিবেচনায় দেশেরও পরম উপকার।" কাব্যবিনোদ রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় নানা শাস্ত্র, ইতিহাস, আচার ব্যবহার, ও কুলগ্রন্থ কায়স্থগণের সামাজিক স্থান ও অধিকার হইতে বেশ সুস্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন কায়স্থজাতি ব্রহ্মদেহের পুরাণ কথিত বাহু হইতে উৎপন্ন রাজন্য বা ক্ষত্রি বর্ণান্তর্গত জাতি এবং সেই জন্যই 'রাজার জাতি' নাম দিয়া কায়স্থ জাতির মহি কীর্ত্তন করিয়াছেন। সত্যতত্ত্বানেষু এইরূপ ভূদেবগণ এখনও ব্রাহ্মণের মর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বহরমপুর ব্রাহ্মণ-সভার সভাপতি পূজনীয় কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যা মহাশয়ের ন্যায় যদি অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মণ-সভার সভাপতি থাকিত, তাহা হইা আজ সমাজের শীর্ষস্থানীয় গুরু ভূদেবগণের সহিত তাঁহাদের ও সমাজের ম রক্ষক এই ক্ষত্রিয় কায়স্থ জাতির এতটা অবথা বিরোধ ও বিদ্বেষ থাকিত না।

পুস্তকখানিতে অনেক পুরাতন প্রমাণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঐতিহাসিকগণের সংগৃহী তথ্য হইতে সন্নিবেশিত হইয়াছে বটে, অনেকগুলি নূতন প্রমাণও আছে এই পুস্তকে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলিতে হয়। পুস্তকখানি আদ্যোপা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে আমরা সকল কায়স্থকে অনুরোধ করি এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-ব্যবস্থাপকগণের দৃষ্টিও এই পুস্তকের দিকে করিতেছি। জাতিতত্ত্বান্বেষু ব্যক্তি মাত্রেই এই পুস্তক ক্রয় করুন ও পাঠ কর ইহাই আমাদের নিবেদন। দুএকটা দোষের কথাও বলি—এইরূপ এক ঐতিহাসিক গ্রন্থে বিষয়-সূচী, বিষয়ানুযায়ী পরিচ্ছেদ বিভাগ, অভ্যন্তরস্থ নি

নির্দ্দেশক সংক্ষিপ্ত পার্শ্বটীকা (Marginal Notes), উদ্ধৃত বচনসমূহের পূর্ণাবয়ব পরিচয় এবং বর্ত্তমানকালে প্রদত্ত আরও কয়েকটী বিশেষ ব্যবস্থা-পত্র প্রভৃতির অভাব বিশেষ ভাবে মনে আসে। তাড়াতাড়িতে পুস্তকের প্রুফ ও ভাষা ও ঠিক করিয়া দেখা হয় নাই বলিয়াও বোধ হয়।

২। 'কায়স্থ-কুমার'—শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ বর্ম্মা, তত্ত্বভূষণ প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা, আকার ডবল ফুলস্ক্যাপ ১৬ পেজী, ১৩২ পৃষ্ঠা, প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ও ১৪১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার তত্ত্বভূষণ মহাশয় একজন যথার্থ স্বজাতি-প্রেমিক। ২৩ পৃষ্ঠা-ব্যাপী ভূমিকায় ও নিবেদনে তিনি পুস্তক-রচনার উদ্দেশ্য ও কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনে যে কয়েকটী মূল কথার আলোচনা ও তৎ তৎ বিষয়ের আপত্তি খণ্ডন করতে হয়—তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। কায়স্থ-বালকদিগের মধ্যে নিজ জাতি সম্বন্ধে আলোচনা যাহাতে সম্প্রসারিত হয় এবং কায়স্থ-বটুগণ বাল্য হইতেই যাহাতে ভারতীয় বর্ণ-ধর্ম্মে নিজ জাতির স্থান, প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা সম্যক্ ধারণা করিতে পারে তাহা আটটী পরিচ্ছেদে ও পরিশিষ্টে বিশেষরূপে সবিস্তারে বুঝাইয়াছেন। ১। সংশয়; ২। শূদ্রের লক্ষণ; ৩। কায়স্থের লক্ষণ; ৪। কায়স্থ কোন বর্ণ? ৫। কায়স্থের উপনয়ন সংস্কার লুপ্ত হইল কেন? ৬। উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা; ৭। মিলন; ৮। উপবীত গ্রহণ। পরিশিষ্টে শাস্ত্রীয় বচন এবং কয়েকটি মোকদ্দমার রায় ও পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা-পত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা প্রত্যেক কায়স্থ-বালককে ও তাঁহাদের অভিভাবক-গণকেও নিজ জাতির সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ হইবার জন্য এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই ক্ষুদ্রকায় পুস্তকে কায়স্থজাতি সম্বন্ধে জানিবার ও বুঝিবার অনেক বিষয় আছে। আজকালকার দিনে বালক-বালিকাগণকে বর্ত্তমানের নানা বিলাস-লালসার কুশিক্ষাপূর্ণ উপন্যাস-গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে না দিয়া, নিজ নিজ জাতির ঐতিহাসিক গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে দিলে সমাজের তথা দেশের প্রকৃত হিত সাধিত হয়।

শ্রী কিরণচন্দ্র দত্ত।

টাঙ্গাইল কায়স্থ-সম্মিলনীর অধিবেশন

গত ২২শে চৈত্র, সোমবার, বেলা ৩টার সময় ময়মনসিংহের ডিষ্ট্রীক্ট কনফারেন্স মণ্ডপ-গৃহে অতি জাঁকজমকের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। তৎপর দিন ২৩শে চৈত্র, মঙ্গলবার বাঘিল-নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোমোহন মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের টাঙ্গাইল মোকামস্থ সুবিস্তীর্ণ বাসাতে বহু কায়স্থ মহিলা ও সহরের সকল সম্প্রদায়েরই বহু ভদ্রলোক সম্বলিত প্রায় ২ সহস্র লোকের জনতার সমক্ষে মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বাঁশাইল-নিবাসী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় বর্ম্মা মহাশয়ের নেতৃত্বে বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক চিহ্নিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া প্রত্যুদ্গমন করিয়া সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসু চৌধুরী দেববর্ম্ম বিদ্যাবিনোদ, ভক্তিভূষণ মহাশয়কে সভা-মণ্ডপে লইয়া গিয়াছিলেন। ২৩শে চৈত্রের সভায় কতক সময় আলেয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ বসু বর্ম্ম রায়চৌধুরী মহোদয় ও তদনুপস্থিতিতে কতক সময় উক্ত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বাবু সভাপতিত্ব করেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ৭ আলোচনান্তে নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক নিরাপত্তিতে গৃহীত হইয়াছে।

উক্ত সভায় বাগ্মীবর শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম অগ্নিহোত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার, টাঙ্গাইল মহিলা-সম্মিলনীর সভানেত্রী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা দেবী মজুমদার, এলাসীন-নিবাসী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ মৈত্র মহাশয়, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি,এল, উকিল, মিতরার অর্দ্ধকালী-বংশোদ্ভব কলাগাড়িয়া-নিবাসী সন্তোষ জাহ্নবী স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য কাব্যব্যাকরণতীর্থ মহাশয়, শ্রীবাড়ী-মাসতারা-নিবাসী মোকাম পাবনায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্ম মজুমদার, সিমুলিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচিত্ত গুহ বর্ম্ম রায় ও আড়রা-নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ বর্ম্ম বি,এল, উকিল, বিদ্যাবিনোদ, নাগপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যাবিনোদ শাস্ত্রী প্রভৃতি বক্তা ছিলেন। তদ্ভিন্ন মৈশামুড়া-নিবাসী অন্যতম কর্ম্মী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বসু বর্ম্মা (Retired D. S. P.), শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু বর্ম্মা লাউজানা-নিবাসী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা নিয়োগী ও বেড়াবচুনিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার গুহ বর্ম্ম নিয়োগী প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সহ প্রায় দুই সহস্র লোকের সমাবেশ হয়। সভার আন্দোলনে নিম্নলিখিত ৬০ জন কায়স্থ সন্তান গত ২৪শে চৈত্র, বুধবার ক্ষত্রিয় উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। উল্লিখিত

শ্রীযুক্ত মনোমোহন মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের বাসা-প্রাঙ্গণে উপনয়ন-কেন্দ্র হইয়া উহা কায়স্থোপয়ন-তীর্থে পরিণত হইয়াছে। স্থানীয় পুরোহিত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যপদে এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তন্ত্রধারকের পদে বৃত হন। শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম অগ্নিহোত্রী ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্ম মজুমদারদ্বয় যজ্ঞ-রক্ষক ক্ষত্রিয় পদে বৃত হইয়াছিলেন।

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দ্রমোহন ঘোষ বর্ম্মা বি,এল, উকীল বিদ্যাবিনোদ কৃত অশৌচতত্ত্ব গ্রন্থখানি অতি চমৎকার হইয়াছে। উহাকে একখানি জাতি-তত্ত্বের ইতিহাসও বলা যাইতে পারে। উহাতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও গুণ-গরিমার বহু কথা প্রমাণ সহকারে বর্ণিত আছে।) সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বাবুর সারগর্ভ, অতি উদার, ও তেজোদীপ্ত অভিভাষণ শ্রবণে সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এবং স্বেচ্ছাসেবকগণের কার্য্যাবলী অতীব প্রশংসনীয় হইয়াছিল।

উক্ত সভা কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত মন্তব্যসমূহ গৃহীত হইয়াছে।

১। টাঙ্গাইলের উপরিভাগস্থ কায়স্থগণের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি বৃদ্ধি এবং সদ্ভাব ও একতা স্থাপন-জন্য এবং উপরিভাগস্থ সমস্ত কায়স্থগণ মধ্যে একই রূপ সংস্কার ও সদাচার প্রবর্ত্তন-জন্য এই উপরিভাগের প্রত্যেক থানার কায়স্থ সমিতির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া টাঙ্গাইলে একটী মূল সভা স্থাপিত হইবে এবং বর্ত্তমানে সমস্ত থানার কায়স্থ সমিতি স্থাপিত না হওয়ায় যে সকল সমিতি পূর্ব্ব হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে সেই সকল সমিতির প্রতিনিধি ও অন্যান্য থানার প্রতিনিধি লইয়া এক বৎসরের জন্য ঐ কেন্দ্র-সভা স্থাপিত হউক।

২। এই সম্মিলনী অনতি বিলম্বে সমগ্র বাঙ্গু-সমাজের কায়স্থগণকে লইয়া একটী বৃহত্তর সভা স্থাপনের আবশ্যকতা নির্দ্ধারণ করিতেছেন।

৩। এই সম্মিলনী কায়স্থ সমাজের সর্ব্বাংশে অগৌণে ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন সংস্কার ও দ্বাদশাহ অশৌচ প্রবর্ত্তন, নামান্তে "দেববর্ম্মা ও দেবী" শব্দ ব্যবহার এবং প্রত্যেক কায়স্থ যুবকের বিবাহের পূর্ব্বে উপনয়ন সংস্কার অপরিহার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

৪। উপবীতি কায়স্থগণকে তাঁহাদের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্ম ও পূজা পার্ব্বণ আদির বিশুদ্ধ পদ্ধতি অভ্যাস করিতে এবং আবশ্যক হইলে স্বয়ং ঐ সকল ক্রিয়া সম্পাদন করিতে এই সম্মিলনী অনুরোধ করিতেছেন এবং কায়স্থ মহিলাগণকে বেদমন্ত্র উচ্চারণের এবং দেব পূজাদি সম্পাদনের অধিকার প্রদান করা সঙ্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

৫। কন্যার বিবাহে শুল্ক গ্রহণ এবং পুত্রের বিবাহে পণ গ্রহণ পাপজনক এবং সমাজের অশেষ অকল্যাণকর বলিয়া এই সম্মিলনী শুল্ক ও পণ গ্রহণ রহিত করার প্রয়োজনীয়তা নির্দ্ধারণ করিতেছেন এবং উৎসবাদি সকল ব্যাপারে ব্যয় সংক্ষেপ করিতে সমাজকে অনুরোধ করিতেছেন।

৬। উপনীত কায়স্থগণের উপবীতী কায়স্থ পরিবারের সহিতই বিবাহ সম্বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া এই সম্মিলনী নির্দ্দেশ করিতেছেন।

৭। এই সম্মিলনী কায়স্থ সমাজে সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং কায়স্থগণকে আপন আপন সন্তান দিগের সংস্কৃত শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইতে অনুরোধ করিতেছেন।

৮। এই সম্মিলনী শ্রাদ্ধ বিবাহাদি বৃহৎ কার্য্যে হিতৈষী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং কায়স্থ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিতে কায়স্থ সাধারণকে অনুরোধ করিতেছেন।

৯। কায়স্থ সমাজের গুরু-পুরোহিত-বংশীয় ব্রাহ্মণ সন্তানদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহিত করা এবং যথা সম্ভব তাহাদের সহায়তা করা এই সম্মিলনী সমীচীন বোধ করিতেছেন।

১০। অনুন্নত জাতি সমূহকে সামাজিক অধিকার লাভের সহায়তা করা, বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন বিষয়ে ৪ঠা এপ্রিল (১৯২৬) তারিখের টাঙ্গাইল হিন্দু সভায় যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে, এই সম্মিলনী তাহা সম্যক অনুমোদন করিতেছেন।

১১। কায়স্থ সমাজে হলকর্ষণ ও অন্যান্য সাধু অর্থকরী ব্যবসায় প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা এই সম্মিলনী নির্দ্ধারণ করিতেছেন।

১২। কায়স্থগণের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে গমনাগমন এই সভা অনুমোদন করিতেছেন এবং বিদেশাগত ব্যক্তিগণকে সমাজে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

১৩। এই সম্মিলনী কায়স্থ বালিকা ও মহিলাগণের মধ্যে বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের এবং কায়স্থ বিধবাগণকে গৃহ-শিল্পাদি অর্থকরী শিক্ষা প্রদানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন।

১৪। কায়স্থদিগের কোনও বিষয়ে কোনও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, কি পাতি প্রয়োজন হইলে তাহা কায়স্থ সভার কোন ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ পণ্ডিত বা পণ্ডিত মণ্ডলী হইতে গ্রহণ করিবার কর্ত্তব্যতা এই সম্মিলনী নির্দ্দেশ করিতেছেন।

১৫। প্রত্যেক কায়স্থ-সন্তান যাহাতে দেশীয় শিল্পের রক্ষা কল্পে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করেন এবং বিশেষভাবে শুদ্ধ খদ্দর ব্যবহারের যথা সম্ভব চেষ্টা করেন এবং

নিজ নিজ পুত্র-কন্যাদের শারীরিক শক্তির অনুশীলন জন্য উৎসাহিত করেন তজ্জন্য এই সম্মিলনী সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে।

১৬। এই সম্মিলনীর গৃহীত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠন করা হউক এবং এই সমিতির উপর প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী প্রণয়নের ভার অর্পিত হউক।

১৭। কায়স্থ সমাজে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারাদি প্রবর্ত্তন কল্পে এই সভার অধীনে একটি প্রচার সমিতি স্থাপিত হওয়া এবং তজ্জন্য অর্থ সংগৃহীত হওয়া এই সম্মিলনী আবশ্যক বোধ করিতেছেন।

১৮। দুর্বৃত্ত লোকের দ্বারা লাঞ্ছিতা রমণীগণকে বৈধ সংস্কারান্তে সমাজে গ্রহণ করা উচিৎ মনে করেন।

উক্ত সভার প্রচার-ফলে উপনীত ব্যক্তিগণের নাম, ধাম :—

১। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্ম মজুমদার, সাং আঘৈদ, ২। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস বর্ম্মা, মামিননগর, ৩। শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস বর্ম্মা, ঐ, ৪। শ্রীযাদবচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা, বিষমপুর, ৫। শ্রীসুধেন্দুকুমার মিত্র বর্ম্মা, ঐ, ৬। শ্রীমহিমচন্দ্র দেব বর্ম্মা, টাঙ্গাইল, ৭। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দেব বর্ম্মা, ঐ, ৮। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র দেব বর্ম্মা, ঐ, ৯। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার ঘোষ বর্ম্মা, পৌজান, ১০। শ্রীললিতচন্দ্রঘোষ বর্ম্মা, ঐ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, ঐ, ১২। শ্রীদীনেন্দু দেব বর্ম্মা, টাঙ্গাইল, ১৩। জ্যোতিষচন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা, ঐ, ১৪। শ্রীঅমূল্যবন্ধু বসু বর্ম্মা, কুমারজানী, ১৫। শ্রীঅনাথবন্ধু বসু বর্ম্মা, ঐ, ১৬। অনিলবন্ধু বসু বর্ম্মা, ঐ, ১৭। ইন্দু ভূষণ গুহ বর্ম্মা মজুমদার, আঘৈদ, ১৮। শ্রীনরেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্ম, কাশীল, ১৯। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, চেচুয়াজানা, ২০। শ্রীশৈলেশচন্দ্র বসু বর্ম্মা, নগরবাড়ী, ২১। শ্রীমণিন্দ্রকুমার বিশ্বাস বর্ম্ম, নিকলা, ২২। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা, যোগিনী, ২৩। শ্রীকালীকিশোর দেব বর্ম্মা, টাঙ্গাইল, ২৪। কৃষ্ণ কিশোর দেব বর্ম্মা, ঐ, ২৫। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বর্ম্মা, টাঙ্গাইল, ২৬। শ্রীপ্রফুল্লকুমার দেব বর্ম্মা, ঐ, ২৭। শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, মালতী, ২৮। শ্রীশশধরচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, ঐ, ২৯। পার্ব্বতীচরণ ঘোষ বর্ম্মা, ঐ, ৩০। শ্রীমহাদেব ঘোষ বর্ম্মা ঐ, ৩১। শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ বর্ম্মা, ঐ, ৩২। শ্রীসুধাংশু কুমার দাস বর্ম্মা, বেতকা, ৩৩। শ্রীনরকুমার দাস বর্ম্মা, ঐ, ৩৪। শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার দাস বর্ম্মা, ঐ, ৩৫। শ্রীনলিনীকুমার ঘোষ বর্ম্মা, টাঙ্গাইল, ৩৬। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র রায় বর্ম্মা, ঐ, ৩৭। শ্রীরামচন্দ্র রায়, বর্ম্মা, ঐ, ৩৮। শ্রীযোগেন্দ্রকুমার

দেব বর্ম্মা, বীরবাসিন্দা, ৩৯। শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস, কাছড়া, ৪০। শ্রীব্রজ
নিয়োগী বর্ম্মা, ঘাটাইল, ৪১। শ্রীমোক্ষদাচরণ রায় বর্ম্মা, ঐ, ৪২। শ্রীশৈলে
নাথ দত্ত বর্ম্মা, কয়ড়া, ৪৩। শ্রীঅনাথবন্ধু ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী, যোগিনী, ৪৪
শ্রীনগেন্দ্রমোহন মিত্র বর্ম্মা, বাঘিলা, ৪৫। শ্রীশচীন্দ্রমোহন মিত্র বর্ম্মা, ঐ
৪৬। শ্রীফণীন্দ্রমোহন মিত্র বর্ম্মা, ঐ, ৪৭। শ্রীঅনাথবন্ধু বিশ্বাস বর্ম্মা, কাশী
৪৮। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন বর্ম্মা, জয়নাবাড়ী, ৪৯। শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায় বর্
ঘাটাইল, ৫০। শ্রীসুরেন্দ্রকিশোর ঘোষ বর্ম্মা, বি,এল, বল্লা, ৫১। শ্রীদুর্গাচরণ
বর্ম্মা, টাঙ্গাইল, ৫২। শ্রীরাধিকামোহন রায় বর্ম্মা, ঐ, ৫৩। শ্রীপ্রফুল্লকু
ঘোষ বর্ম্মা, ঐ, ৫৪। শ্রীভূপতিমুকুট ঘোষ বর্ম্মা জালনিয়া, ৫৫। শ্রীরত্নেশ
ওরফে শ্রীবলাই ঘোষ বর্ম্মা, ঐ, ৫৬। শ্রীপ্রফুল্লকুমার বিশ্বাস, ঐ, ৫৭। শ্রীযো
কুমার রায় বর্ম্মা, ঐ, ৫৮। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র দেব বর্ম্মা, বহুলীকোল, ৫৯। শ্রীমা
মোহন সরকার বর্ম্মা, ঐ, ৬০। শ্রীবরদাচরণ বসু মজুমদার, দাইন্যা।

টাঙ্গাইলে কায়স্থ-সভা ও উপনয়ন।

(আলোয়া)

টাঙ্গাইলে গত জিলা কায়স্থ সম্মেলনের পর আলোয়া রাজবাড়ী ন
হিস্তার উদ্যান-প্রাঙ্গনে শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ রায় চৌধুরী বর্ম্মা জমিদার মহো
উদ্যোগে একটি কায়স্থ-সভার অধিবেশন হইয়াছিল; আলোয়া বেড়াবে
বরটীয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের বহু কায়স্থ সন্তান এ সভায় উপ
হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ রায় চৌধুরী জমিদার মহোদয় এ সভার সভা
মনোনীত হন। টাঙ্গাইল কায়স্থ সমিতির পক্ষে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কে
প্রচারক ও প্রচার পরিষদের সম্পাদক পরিব্রাজক সরলচন্দ্র অগ্নিহো
মহাশয় কায়স্থজাতির অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা এবং তাহাদের যজ্ঞসূত্র
ও দ্বিজাচার রক্ষার কর্ত্তব্যতা ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্
করেন; সভাস্থ সকলেই তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

(সন্তোষ)

সন্তোষ ছয় আনির শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ গুহ ও বিজয় গোবিন্দ গুহ ম
গণের উদ্যোগে ছয় আনির নাট্যমন্দিরে অতঃপর ১৬ই বৈশাখ একটি কা
সভার আয়োজন হয়। সন্তোষ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে কায়স্থ মহো

এ সভায় যোগদান করেন। বড় পাঁচ আনি ছোট সাড়ে চার আনি ও ছয় আনির জমিদার মহোদয়গণ কলিকাতায় থাকায় তাঁহাদের কর্ম্মচারী মহোদয় ও আত্মীয় স্বজনগণ এ-সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের বহুতথ্য ও গবেষণাপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় তাঁহাদের উত্থাপিত নানা প্রশ্ন ও সংশয়ের নিরসন হইয়া যায় এবং সকলেই কায়স্থ জাতির দ্বিজাচার-রক্ষণ ও যজ্ঞসূত্র-ধারণের আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন। রাত্রি ১০ টার পর সভা ভঙ্গ হইলে সভায় আগত ভদ্রমহোদয়গণকে জলযোগে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

(চাকলান)

টাঙ্গাইল কায়স্থসমিতির অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত মাধবলাল চৌধুরী বর্ম্মা মহোদয়ের উদ্যোগে বিগত ১৭ই বৈশাখ তারিখে চাকলান গ্রামে টাঙ্গাইল কায়স্থ সমিতির তৃতীয় সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শিহরাইল, গোপালপুর, চাকলান ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে দলে দলে কায়স্থ সন্তানগণ অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিতে এ সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহার শাস্ত্রযুক্তি ও ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ জলন্ত বক্তৃতায় কায়স্থ মাত্রেই প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। এই স্থানের প্রচার কার্য্য চাকলান নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীকান্ত দেব মহাশয়ের সহানুভূতি ও সহায়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(মহিলা সভা)

আলোয়া, সন্তোষ এবং চাকলান ও টাঙ্গাইলের কায়স্থ মহিলাবৃন্দ কায়স্থান্দোলনে তাঁহাদের অংশ গ্রহণ করিয়া এই আন্দোলনে শক্তিদান করিয়াছেন।

টাঙ্গাইলে কায়স্থোপনয়ন

টাঙ্গাইলের কয়েক স্থানে গত বৈশাখে উপনয়ন কেন্দ্র হইয়া গিয়াছে. পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় ঐ ঐ কেন্দ্রগুলি নির্ব্বিঘ্নে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ ঐ কেন্দ্রের উপনীত কায়স্থবৃন্দের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১০ই বৈশাখ

হৃদয়নাথ কর মহোদয়ের বাড়ীর কেন্দ্র।

১। হৃদয়নাথ কর, ২। দ্বারিকানাথ কর, ৩। রাধাবিনোদ কর, ৪। ফণীভূষণ কর।

আচার্য্য—শ্রীহরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য যজ্ঞরক্ষক ও তত্ত্বধারক—শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী

১২ই বৈশাখ

শ্রীযুক্ত রামলাল চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ে টাঙ্গাইলের বাসার কেন্দ্র।

১। ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২। সুরেশচন্দ্র খাসনবিশ, ৩। গঙ্গাচরণ ঘোষ বি এল, ৪। সুরেন্দ্রসুন্দর নিউগী, বিএ, ৫। অবিনাশচন্দ্র দেব, ৬। রেবতী মোহন পাল, ৭। নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৮। ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৯। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ১০। মাখনচন্দ্র দেব, ১১। সমরেশচন্দ্র গুহ, ১২। জগদীশচন্দ্র ঘোষ কর, ১৩। দেবপ্রসাদ ঘোষ, ১৪। মাখনচন্দ্র দাস।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (পুরোহিত), শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী (অধ্যক্ষ অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্ম বিদ্যারত্ন (ক্ষত্রিয়), অধ্যাপক প্রিয়নাথ দেববর্ম্ম কাব্যসাংখ্যতীর্থ (সদস্য) মহোদয়গণ এই কেন্দ্রে ব্রতী ছিলেন।

আমজানি উপনয়ন কেন্দ্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ন দেব রায় মহাশয়ের বাটি।

১০ই বৈশাখ

১। দেবেন্দ্রনাথ বসু, ২। হলধর দাস, ৩। যতীন্দ্র অধিকারী, ৪ রমাকান্ত অধিকারী, ৫। মুনীন্দ্র অধিকারী, ৬। উমেশচন্দ্র অধিকারী ৭। হেমন্তকুমার ঘোষ, ৮। ভীমচন্দ্র চাকী, ৯। দীনেশচন্দ্র চাকী ১০। রমণীমোহন ভৌমিক, ১১। বিজয়চন্দ্র ভৌমিক, ১২। যোগেন্দ্রনারায়ণ দেবরায়, ১৩। হরেন্দ্রনারায়ণ দেবরায়, ১৪। মহেন্দ্রনারায়ণ দেবরায় ১৫। বিজয়চন্দ্র দেবরায়, ১৬। কৃষ্ণমোহন চন্দ, ১৭। মাধবচন্দ্র দেব, ১৮ কৃষ্ণকুমার রাহা, ১৯। রসিকচন্দ্র রাহা, ২০। যতীশচন্দ্র দেব, ২১। সতী চন্দ্র দেব, ২২। নগেন্দ্রনাথ দেব, ২৩। নন্দকুমার গুহ, ২৪। রামকুমার গু ২৫। রামকুমার নাগ।

শিহরাইল উপনয়ন কেন্দ্র

শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন খাসনবিশ মহাশয়ের বাটী

১৯শে বৈশাখ

১। যামিনীমোহন খাসনবিশ, তালুকদার ২। সুরেন্দ্রচন্দ্র খাসনবিশ, অবনীমোহন খাসনবিশ, ৪। ভবেশচন্দ্র খাসনবিশ, ৫। অশ্বিনীকুমার খাসনবি ৬। জিতেন্দ্রমোহন খাসনবিশ, ৭। কেদারনাথ ভৌমিক, ৮। শ্রীনাথ বসু ৯। অবনীমোহন বসু, ১০। তারিণীকিশোর গুহ, ১১। বৈদ্য কিশোর গুহ, ১২। রাখালচন্দ্র গুহ, ১৩। যোগেশচন্দ্র বসু, ১৪। ক্ষিতীশ

বসু, ১৫। নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, ১৬। হেমেন্দ্রমোহন খাসনবিশ, তালুকদার ১৭। প্রমথ চন্দ্র নাগ B.A (Supot. of H. E. School) ১৮। সুধেন্দুনাথ নাগ, (সর্ব্ব সাং শিহরালি।) ১৯। সুরেন্দ্রমোহন তরপদার, ২০। হরেন্দ্রনাথ তরপদার ২১। সুধেন্দ্রনাথ তরপদার, (সর্ব্ব সাং গোপলপুর।) ২২। ব্রজকিশোর দেব, ২৩। হরিচরণ দেব, ২৪। শশীকান্তদেব তালুকদার, ২৫। রোহিণীকান্ত দেব, ২৬। মুকুন্দচন্দ্র দেব (শিক্ষক) ২৭। রমণীকান্ত দেব বি এল, ২৮। জ্ঞানেন্দ্রকিশোর দেব, ২৯। নলিনীকান্ত দেব, ৩০। উপেন্দ্রনাথ দেব, ৩১। বিজয়কুমার দেব, ৩২। বসন্তকুমার দেব, ৩৩। মোহিনীকান্ত দেব, ৩৪। বিধূভূষণ দেব, ৩৫। বিনয়ভূষণ দেব, (সর্ব্ব সাং চাকলান।) ৩৬। অমৃতলাল বসু, সাং শাইলখাই, ৩৭। সরোজকুমার গুহ, সাং নারন্দিয়া। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ (সদস্য), শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পরিব্রাজক সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহোদয়গণ এই যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন ; অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় এই কেন্দ্র সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

যজ্ঞশেষে গৈরিক বস্ত্র-পরিহিত মুণ্ডিত-মস্তক মানবকগণ কায়স্থ-কীর্ত্তন গাহিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন এবং অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে বিল্ব-বৃক্ষে চণ্ডীস্তুতি ও পুষ্পাঞ্জলি এবং শ্রীশ্রীশালগ্রাম-নারায়ণ-পূজা ও পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করেন। অতঃপর "বন্দেপিতরম্ চিত্রগুপ্তম্"-রবে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া দণ্ড বিসর্জ্জন করেন। শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন খাসনবিশ মহাশয় অতঃপর যজ্ঞপ্রাঙ্গনে কায়স্থ ব্রহ্মচারীবৃন্দকে দিব্য আতপান্ন নিরামিশ ভোজনে পরিতৃপ্ত করেন। দিবসত্রয় ব্রহ্মচারীগণ হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীপূর্ণেন্দ্রমোহন ঘোষ বসু, বিদ্যাবিনোদ, বি এল,

সম্পাদক—টাঙ্গাইল কায়স্থ সভা।

কায়স্থ-সমাচার

উপনয়ন

দেন্দুড়, কালনা—বর্দ্ধমান।

১৫ই চৈত্র, ১৩৩২।

উপবীতিগণের নাম :—

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন মোহান্ত কাব্যতীর্থ, ২। শ্রীযুক্ত ভোলানা মোহান্ত, ৩। শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ মোহান্ত, ৪। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন মোহা ৫। শ্রীযুক্ত যমুনাবিহারী মোহান্ত, ৬। শ্রীযুক্ত সত্যপদ মোহান্ত, ৭। শ্রীযু দুর্গাপদ মোহান্ত, ৮। শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র মোহান্ত, ৯। শ্রীযুক্ত কাশীনা মোহান্ত, ১০। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী মোহান্ত।

এই উপনয়নকার্য্যে কোটালীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহা আচার্য্যপদে এবং কায়স্থ ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বসু বি বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তন্ত্রধারপদে বৃত হইয়াছিলেন। দেনুরের মোহান্তবংশ শুক্ল ব্যবসায়ী ও অতি সম্ভ্রান্ত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। পূর্ব্বে ইঁহাদের অনেক ব্রাহ্ম শিষ্য ছিল; এখনও অনেক বিশিষ্ট কায়স্থ, উগ্র ক্ষত্রিয় ও অপরাপর জা শিষ্য আছে। কলিযুগপাবন মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলায় ব্যাসাবতার শ্র বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৈষ্ণব-জগতে বিশেষ সুপরিচিত। ইঁহার চারিজন প্রিয় শি ছিলেন—শ্রীল রামহরি ঠাকুর, শচীনাথ, দেবীনাথ ও গোপীনাথ। ঠা বৃন্দাবনদাস অধিকাংশ কালই দেনুরে রামহরির গৃহে অবস্থান করিতেন। তাঁ প্রতিষ্ঠিত গৌর নিতাই শ্রীবিগ্রহের সেবার অধিকার রামহরিকে দিয়া নি শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যান এবং তথায় কার্ত্তিক শুক্লাপ্রতিপদে অপ্রকট হ বৈশাখী কৃষ্ণাদ্বাদশীতে দেনুরে তাঁহার জন্ম মহোৎসব হয়। আজিও তাঁ শ্রীহস্তের লিখিত "শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত" মহাগ্রন্থ দেনুরের শ্রীপাটবাটীতে য যত্নের সহিত রক্ষিত এবং পূজিত হইয়া আসিতেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম শ্রীপাটের কায়স্থ মোহান্তগণ ব্রাহ্মণ গোস্বামিগণের তুল্য সম্মান অ পাইতেছেন।

উপনয়নের পূর্ব্বদিন কাটোয়ার নিকটস্থ বেলগ্রাম নিবাসী শ্রীল সুবুদ্ধি মি বংশীয় শ্রীযুক্ত গোবিন্দবিজয় গোস্বামী বি এ মহাশয় দেনুরে আসিয়া মোহান্ত

উপনয়নে বাধা দিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। ইনি মহারাজা নন্দীর ষবগ্রাম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ১৫ই তারিখ উপনয়নের পরে স্থানীয় ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতীয় ব্যক্তিগণ শ্রীপাটে উপস্থিত হইয়া উপনয়নের অবৈধতা প্রমাণের জন্য তর্ক উপস্থিত করেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাঁহাদের সকল তর্ক খণ্ডন করেন। স্থানীয় ভূম্যধিকারী উগ্র ক্ষত্রিয় জাতীয় শ্রীযুক্ত আউলচন্দ্র কুণ্ড মহাশয় তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন।

(২)

বিগত ১২ই বৈশাখ রবিবার কলিকাতা বাগবাজার, ৮নং বিশ্বকোষ লেনস্থ "বিশ্বকোষ-কুটীরে" বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা সিদ্ধান্তবারিধি, শব্দরত্নাকর, তত্ত্বচিন্তামণি এম-আর-এ-এস্ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ বিশ্বনাথের শুভ চূড়োপনয়ন সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের পুরোহিত কোটালীপাড়ার বৈদিক গোষ্ঠীপতি সুপ্রসিদ্ধ হরিহর চক্রবর্ত্তীর বংশধর শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্যপদে বৃত ছিলেন। আমরা আশা করি সংস্কারান্বিত কায়স্থ মহাশয়গণ যথাকালে পুত্রাদির চূড়োপনয়ন-সংস্কার সম্পাদন করিয়া জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

(৩)

বিগত ২৬শে বৈশাখ মাণিকগঞ্জ সবডিভিসনের মালুচি গ্রামে শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসু চৌধুরী দেববর্ম্ম বিদ্যাবিনোদ, ভক্তিভূষণ, মহাশয়ের বাড়ীতে কেন্দ্র হইয়া তাঁহার সুদৃঢ় অধ্যবসায় ও অর্থানুকূল্যে নিম্নলিখিত বঙ্গজ কায়স্থ সন্তানগণ যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

নালী ১। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা ২। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা ৩। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা ৪। শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ ঘোষ বর্ম্মা ৫। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা ৬। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র হোড়, ৭। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দে নিয়োগী সিঙ্গাইর ৮। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সরকার রূপসা, ৯। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার মান্দ্রা কোনা, ১০। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা ১১। শ্রীযুক্ত মেদিনীচরণ ঘোষ ১২। শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সরকার ১৩। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার ১৪। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুহ ১৫। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সরকার ১৬। শ্রীযুক্ত প্রাণাধিককুমার মিত্র বর্ম্মা ১৭। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত বর্ম্মা আরুয়া ১৮। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু ১৯। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন ২০। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন

বর্ম্মা ২১। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দত্ত ২২। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ দত্ত ২৩। শ্রীযুক্ত রোহিণীকান্ত দে চৌধুরী বর্ম্মা ২৪। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর বর্ম্মা কুঠী শালজান ২৫। শ্রীযুক্ত যদুনাথ কর বর্ম্মা ২৬। শ্রীযুক্ত মধুসূদন কর বর্ম্মা ২৭। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র কর ২৮। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ কর ২৯। শ্রীযুক্ত মনোমোহন নন্দী ৩০। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র নন্দী ৩১। শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত নন্দী ৩২। মোহিনীমোহন সরকার বর্ম্মা রংতলী ছিট্‌কা বাড়ী টাংগাইল, ৩৩। শ্রীযুক্ত রাধিকালাল ঘোষ বর্ম্মা বরবীয়া (মাণিকগঞ্জ), ৩৪। মনে মোহন দে বর্ম্মা দারকান্দা ৩৫। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন ৩৬। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার সুর বর্ম্মা ৩৭। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ ৩৮। শ্রীযুক্ত বনমালী চন্দ ৩৯। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন সরকার বর্ম্মা বাউলীকান্দা ৪০। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রমোহন সরকার বর্ম্মা ৪১। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সরকার ৪২ শ্রীযুক্ত মেঘলাল বিশ্বাস ৪৩। শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র পাল দে ৪৪। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্ম রায় মালুচি, ৪৫। দিগেন্দ্রকুমার বসু ৪৬। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার বসু ৪৭। যতীন্দ্রমোহন বসু ৪৮। বিভূতিভূষণ বসু

উক্ত ক্রিয়ায় উপস্থিত অধ্যক্ষ ও পুরোহিতবর্গের নাম ধাম :—

১। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য তত্ত্বনিধি সাং দলাগাড়ীয়া (৺অর্দ্ধকালী বংশোদ্ভব) ২। শ্রীযুক্ত গদাধর চক্রবর্ত্তী স্মৃতিরত্ন সাং গালিধাইর ৩। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চক্রবর্ত্তী সাং লা ৪। শ্রীযুক্ত মনোমোহন শর্ম্মবিশ্বাস সাং বরঙ্গাইল ৫। শ্রীযুক্ত লোকনাথ চক্রবর্ত্তী সাং নালী ৬। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী সাং গৌরবরদিয়া ৭। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন শর্ম্মরায় সাং বাউলীকান্দা ৮। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা রায়, সাং লা। ৯। শ্রীযুক্ত ভবানীদাস চক্রবর্ত্তী সাং মালুচী। ১০। শ্রীযুক্ত হরিদাস চক্রবর্ত্তী, সাং লা। ১১। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সাং ভাদিয়া কোলা ১২। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী সাং লা। ১৩। শ্রীযুক্ত লোকনাথ চক্রবর্ত্তি, সাং বাল্লা। ১৪। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সান্যাল, সাং তাঁতি বা (পাচলা) ১৫। শ্রীযুক্ত গিরীধারী ঠাকুর, উড়িষ্যা হাঃ মোঃ মালুচি। ১৬। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোলকনাথ আচার্য্য সাং মালুচি। ১৭। শ্রীযুক্ত কালীদাস চক্রবর্ত্তী, সাং মালুচী।

উক্ত ক্রিয়ায় যে যে কায়স্থবর্গ বিশেষ উদ্যম ও পরিশ্রম করিয়াছেন তাঁহাদের নাম ধাম।

১। শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষ বর্ম্ম গুণাকর, সাং বরঙ্গাইল। ২। ফণীভূষণ গুহ বর্ম্ম মজুমদার, সাং নটাখোলা। ৩। শ্রীপ্রফুল্লচিত্ত গুহ বর্ম্ম রায়, সাং শিমুলীয়া। ৪। শ্রীপ্রিয়নাথ বসু বর্ম্ম মজুমদার তত্ত্বভূষণ, সাং শ্রীবাড়ী। ৫। শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম, সাং ভাদিয়াকোলা।

শিমুলিয়া। ৪। প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্ম মজুমদার, সাং শ্রীবাড়ী। শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম, সাং ভাদিয়াকোলা। ৬। শ্রীহেমন্তচন্দ্র গোস্বামী, সাং গৌরবরদীয়া। ৭। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন শর্ম্ম রায় সাং বাউলীকান্দা। ৮। দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্ম রায়, সাং লা। ভবানীদাস চক্রবর্ত্তী, সাং মালুচী। ১০। হরিদাস চক্রবর্ত্তী, সাং লা ১১। নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, সাং ভাদিয়াকোলা। ১২। কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী, সাং বাল্লা। ১৪। শ্রীসত্যেন্দ্রলাল সান্যাল, সাং তাঁতিবন্দ (পাচল) ১৫। শ্রীগিরীধারী ঠাকুর, উড়িষ্যা হাঃ মোঃ মালুচী। ১৬। শ্রীপণ্ডিত গোলকনাথ আচার্য্য সাং মালুচী। ১৭। শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী সাং মালুচী।

উক্ত ক্রিয়ায় যে যে কায়স্থ বিশেষ উদ্যম ও পরিশ্রম করিয়াছেন তাঁহাদের নাম ধাম।

১। শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষ বর্ম্ম গুণাকর, সাং বরঙ্গাইল। ২। ফণীভূষণ গুহ বর্ম্ম মজুমদার, সাং নটাখোলা। ৩। শ্রীপ্রফুল্লচিত্ত গুহ বর্ম্ম রায়, সাং শিমুলীয়া। ৪। শ্রীপ্রিয়নাথ বসু বর্ম্ম মজুমদার তত্ত্বভূষণ, সাং শ্রীবাড়ী। ৫। শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম, সাং ভাদিয়াকোলা।

(৪)

বিগত ৩০শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার মানিকগঞ্জ সবডিভিসনের (ঢাকা) অধীন বাউলীকান্দা গ্রামে স্বর্গীয় মাণিকচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া নালীনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তি প্রমুখ মহাশয়গণের পৌরোহিত্যে এবং আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন :—

বাউলীকান্দা। নন্দী—শ্রীযুক্ত উমাচরণ, ২। তারিণীকান্ত, ৩। শশীভূষণ, ৪। সরকার—তারিণীচরণ ; ৫। কেদার নাথ ; ৬। দত্ত—শ্রীযতীন্দ্র মোহন ; দাস—শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ; ৮। মণ্ডল—শ্রীপ্রাণহরি নালী, ৯। বসু—শ্রীরাধিকামোহন।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর পরলোক-গমনে টাকীতে শোকপ্রকাশ।

টাকীর স্বনামধন্য জমিদার, মুন্সীকুলতিলক, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ, বি,এল, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ মহাশয়ের মহাপ্রস্থানের সংবাদ গত ২৫শে চৈত্র দ্বিপ্রহরে তারযোগে তদীয় পুত্র শ্রীমান্ রায় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রেরিত

হয়। এই আকস্মিক দুঃসংবাদ মুহূর্ত্তে দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র মৃত মহাত্মার পুণ্যস্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ টাকী গভর্ণমেণ্ট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও দোকানপাট বন্ধ করা হইল। অপরাহ্ণে জাতি ধর্ম্মবয়োনির্ব্বিশেষে টাকীর জনসাধারণ তাঁহাদের "রাজার" স্মৃতি-তর্পণ ও অমর আত্মার শান্তি-কামনায় শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রশস্তহলে সমবেত হইল। টাকী মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত হিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে যতীন্দ্রনাথের সতীর্থ ও জ্ঞাতি-ভ্রাতা, অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ইন্‌স্পেক্টার্ অব স্কুল্‌স্ শ্রীযুক্ত সুরাজমোহন রায়চৌধুরী বি,এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। একটী শোক-সঙ্গীত দ্বারা সভার কার্য্য আরব্ধ হইল। প্রথমে টাউন শ্রীপুর-নিবাসী প্রসিদ্ধ নাট্যকলাবিৎ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গুহ সরকার মহাশয়ের পত্র পাঠ করা হয়। নরেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, তাঁহারাও ঐ সময়ে যতীন্দ্রনাথের স্মৃতি-পূজার জন্য একটী শোকসভার আহ্বান করিতেছেন বলিয়া টাকীর সভায় যোগ দিতে পারিলেন না। পত্র-পাঠান্তে শ্রীযুক্ত স্মরজিৎ দত্ত মহাশয় টাকীর "ইন্দ্র-চন্দ্রপাত" হইয়াছে বলিয়া একটী হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি যতীন্দ্রনাথের বিদ্যাবত্তা, সহৃদয়তা, বদান্যতা প্রভৃতি অশেষগুণরাজি তথা শিক্ষা-সাহিত্য-সমাজ-রাজনীতি-ধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ ক্ষেত্রে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার অকস্মাৎ লোকান্তর-প্রাপ্তিতে টাকীর, বাঙ্গালার তথা সমগ্র ভারতের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে তাহাও বিশদ্‌ভাবে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে আরও অনেকে স্বর্গগত যতীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশে প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করেন। সভাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়।

১। টাকীর স্বনামধন্য জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের অকস্মাৎ পরলোক প্রাপ্তির সংবাদে টাকীর জনসাধারণ আন্তরিক শোক প্রকাশ করে তাঁহার শাশ্বত শান্তির নিমিত্ত শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতেছেন।

২। টাকীর জনসাধারণ ৺রায় যতীন্দ্রনাথের শোকসন্তপ্ত স্ত্রীপুত্র পরিজন-গণের শোক শান্তির জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছেন।

৩। স্বর্গীয় রায় যতীন্দ্রনাথের দেশহিতৈষণা, দানশীলতা ও মহানুভবতা স্মরণ করিয়া টাকীর জনসাধারণ প্রস্তাব করিতেছেন যে যতীন্দ্রনাথের উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার জন্য একটী সমিতি গঠিত হউক এবং তাহার তত্ত্বাবধানে "স্বর্গীয় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী স্মৃতি ভাণ্ডার" নাম দিয়া একটি ধনভাণ্ডার খোলা হউক।

৪। উল্লিখিত প্রস্তাবগুলির একটী প্রতিলিপি স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথের উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ,বি এল, এম্ এল্ সি ও পুত্র শ্রীমান্ রায় বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর নিকট প্রেরিত হউক।

রাত্রি ৯টার সময় সভাভঙ্গ হইলে গ্রামবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া খোলকরতাল লইয়া নগর-কীর্ত্তনে বহির্গত হইল। পরদিন টাকীর দৈনিক বাজার এতদুপলক্ষে বন্ধ করা হইল। অপরাহ্ণে রায় যতীন্দ্রনাথের একটী আলেখ্য-চিত্র পুষ্পপত্র-লতাপতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। "টাকীর গৌরব-রবি গেছে অস্তাচলে" এতদ্বাক্যাঙ্কিত অর্দ্ধবৃত্তাকার একটী সচল তোরণ সম্বলিত সেই আলেখ্য স্কন্ধে বহন করিয়া পূর্ব্বদিনের সভায় গীত শোক-সঙ্গীতটী গাহিতে গাহিতে একটি বৃহৎ শোক-মিছিল রায় যতীন্দ্রনাথের ভবন হইতে বহির্গত হইয়া অর্দ্ধক্রোশ দূরবর্ত্তী ৺কালীমন্দিরে গমন করে। মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত বিরাট জনতার মধ্যে শ্রীযুক্ত হিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় মৃত মহাত্মার আত্মার কল্যাণ তথা মুন্সী-পরিবারের জন্য শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীচরণে ভক্তি-গদগদ-কণ্ঠে প্রার্থনা করেন।

এতদ্ব্যতীত টাকী মিউনিসিপালিটী, টাকী রায় বাহাদুর ষষ্ঠীবর বালিকা বিদ্যালয় এবং টাকীর সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগার হইতে পৃথক্ পৃথক ভাবে শোকপ্রকাশ প্রস্তাব রায় যতীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

নিম্নে এতদর্থে রচিত শোক-সঙ্গীতটী প্রদত্ত হইল।

কোথায় চলিলে তুমি হে যতীন্দ্র, মহাপ্রাণ।
টাকীর গৌরব-দিবা হোল বুঝি অবসান॥
ধন-মান-শিষ্টাচারে,
কুল-শীল-বিদ্যাভারে—
একাধারে কে আছে আর তোমার সমান॥
দেশেতে আসিতে যবে,
দেশ মত্ত মহোৎসবে;
ধনিদীনে, উচ্চনীচে করিতে না ভেদজ্ঞান॥
জন্মভূমি জননীর
কে মুছাবে অশ্রুনীর?
ছিন্নহার বক্ষ তায় জ্বলিছে মহাশ্মশান॥
ত্রিদিবের দ্বার খুলি'
অশ্রু-অর্ঘ্য লহ তুলি';
স্মৃতির-তর্পণে তব অশ্রু বিনা কি আছে দান॥

শ্রীস্মরজিৎ দত্ত এম্,এ।

স্বর্গীয় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী স্মৃতিভাণ্ডার

টাকীর সুপ্রসিদ্ধ মুন্সীকুলতিলক, স্বনামধন্য জমিদার স্বর্গীয় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ বাঙ্গালার সর্ব্বত্র তথা ভারতের বহু প্রদেশে সুপরিচিত। স্বীয় অলোকসামান্য প্রতিভাবলে যতীন্দ্রনাথ ভারতীয় দার্শনিকগণের অগ্রণী হইয়াছিলেন। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিয়া তিনি অদম্য উৎসাহ ও অনন্য সাধারণ উৎসাহের সহিত দেশমাতৃকার সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনাড়ম্বর দানশীলতা এবং অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা দেশবাসী মাত্রেই হৃদয় অধিকার করিয়াছিল।

এরূপ একনিষ্ঠ কর্ম্মবীরের পুণ্যস্মৃতি রক্ষা করা দেশবাসীর একান্ত কর্ত্তব্য। এতদুদ্দেশ্যে রায় যতীন্দ্রনাথের চিরপ্রিয় জন্মভূমি টাকাতে "রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী স্মৃতিভাণ্ডার" খোলা হইয়াছে। আমরা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অগ্রণী হইয়া উক্ত ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ মানসে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া দেশবাসীর বিশেষতঃ যতীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ বন্ধুগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। রায় যতীন্দ্রনাথের স্বদেশহিতৈষণা স্মরণ পূর্ব্বক আমাদের এই পুণ্য প্রয়াসকে সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনা।

প্রদত্ত অর্থ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী স্মৃতিভাণ্ডারের সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ অথবা শ্রীযুক্ত হিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নামে, টাকী ২৪ পরগণা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বশম্বদ—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী
শ্রীশঙ্করচন্দ্র রায় চৌধুরী, এড্‌ভোকেট হাইকোর্ট
শ্রীসুরাজমোহন রায় চৌধুরী বি, এ অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক ইন্‌স্পেক্টার অব স্কুলস
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ)
শ্রীস্বরজিৎ দত্ত এম, এ
শ্রীভূপালচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল উকিল জর্জ্জকোর্ট
শ্রীহিরণচন্দ্র ঘোষ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, চেয়ারম্যান, টাকা মিউনিসিপালিটী
শ্রীশ্রীভূষণ বসু বি, এ এটর্নি এট-ল
মহাতাপচন্দ্র রায় চৌধুরী
শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
শ্রীনির্ম্মলকুমার রায় চৌধুরী

কায়স্থ-পত্রিকা

২৫শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৩ | ২য় সংখ্যা

বিদ্রোহী শোভা সিংহ ও আনুল্যা সমাজ।

বিদ্রোহী শোভা সিংহ ওরফে রাজা শোভারাম সিংহ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। বিদেশীয় লেখকেরা দস্যু শোভন সিংহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শোভা সিংহের স্বজাতিবৃন্দ একটী ভাল কথাও বলেন নাই। বিদেশীয় লেখনী হইতে নকল করিয়া এই জাতীয় নেতাকে অবমাননা করিয়া বহুতর পুস্তক রচিত হইয়াছে। মিথ্যা-কল্পনাসূচক প্রবাদ কথা লইয়া শোভা সিংহ নামে নাটক ও উপন্যাস লিখিত হইয়াছে। সত্য হউক মিথ্যা হউক, যে সমস্ত কথা শোভা সিংহের নামে রচিত হইয়াছে, তাহা প্রথমে বর্দ্ধমানের কপূর বংশীয় রাজা হাণ্টার সাহেবকে বলেন এবং সেই গল্প-কথা লইয়া নিখিল নাথ রায় হইতে তারকনাথ দাস পর্য্যন্ত একটী ভাল কথা বলিতে চাহেন নাই। যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় "শোভা সিংহে", সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় "সরলায়", আর্য্যভূম মাসিক পত্রিকার "অজিতায়" ও দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় "ক্ষিতীশ বংশাবলীতে" হাণ্টার সাহেবকে সেলাম ঠুকিয়া, সাহেব যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই পুরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন। হুগলী জেলার ইতিহাস, মেদিনীপুর জেলার ইতিহাস, ময়মনসিংহ জেলার ইতিহাস, কলিকাতার সেকাল ও একাল এবং অন্যান্য গ্রন্থকার নূতন কিছু বলেন নাই। প্রাচীন মুসলমান লেখকেরা শোভা সিংহের বিদ্রোহ উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহাদের লেখায় তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না।

হাণ্টার সাহেবের পূর্ব্বে অব চার্লিক নামে এক ব্যক্তি বলেন, শোভা সিংহ, বাবু বিষ্ণু, কৃষ্ণ সিংহ, হেসৎ সিংহ বঙ্গদেশে মোগলদের তাড়াইবার মনঃস্থ করেন এবং

প্রধান প্রধান মোগল জায়গীরদারদের প্রথমে বলপূর্ব্বক বশ্যতা স্বীকার করাই
নিষ্ফল হইয়া, পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁকে উড়িষ্যা হইতে আনয়ন করে
শোভা সিংহের আদি পুরুষ মহেন্দ্র খাঁ আনুলিয়াপড়ে পাঠান সর্দ্দার দাউদ
ধনরক্ষক ছিলেন। শোভা সিংহ বঙ্গদেশে সামান্য ভূস্বামী হইলেও বনীয়াদি, খা
ঘরের পুত্র বলিয়া সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁহার আদর ও সমাদর ছিল। তিনি
ধারী রাজ-বংশের সন্তান বলিয়া, নব সৃষ্ট রাজবংশসকল ঈর্ষ্যায় জ্বলিতেছে
তিনি সামান্য ভূস্বামী হইলেও, তাঁহার প্রতাপ বঙ্গের কায়স্থ সমাজে কম
না। তিনি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, ঘটকগণের কুলগ্রন্থে সেই বংশ
পালক ও কুলীনদের মাতামহ-কুল বলিয়া উল্লিখিত আছে।

শোভা সিংহ মরিয়াছে। তাঁহার সহিত দেশের উন্নতির চেষ্টা ও মরিয়া
শোভা সিংহ না মরিলে, বর্ত্তমান কৃষ্ণনগর ও বর্দ্ধমান রাজবংশের ইতিহাস
অন্যরূপ হইত। জন্মভূমিকে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে
পারিলে হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষা হইবে না, এই চিন্তায় যুবক শোভা সিংহ জ্ঞাতি ও আ
দের আহ্বান করিয়া বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়া, তিন বৎসর বঙ্গদেশ
মোগলদের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সমগ্র বঙ্গে হিন্দু রাজ্য স্থাপনের
পাইয়াছিলেন। শোভা সিংহ আনুলিয়ার সিংহ বংশে মৌদ্গল্য গোত্রে জন্ম
করেন। এই আনুলিয়াকে, আন্দুল, আনুর, আনুল্যা এবং পূর্ব্বকালে ঢেকু
ঢাকুরিয়া বলিত। আনুলিয়া পূর্ব্বে একটী মহল এবং মুসলমানদের সময় প
ছিল। এই নামে একদিন বঙ্গের এক মহানগরী ছিল, ভাগীরথী তাহার চরণ
করিয়া প্রবাহিত হইত। এই স্থান বাঙ্গালীর প্রকৃত তীর্থস্থান। এই স্থানে
রাজ-বংশ জন্মিয়াছে আবার নদীয়া জেলার মৃত্তিকার মধ্যে অদৃশ্য
গিয়াছে। ফুল একবার ফুটিতেই চিরদিনের মত ঝরে যায়। তাহার ইতিহা
প্রয়োজন হয় না বলিয়াই কি ভারতের মনীষীরা ভারতবর্ষের হর্ষ ও বিষা
কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া ভারতেতিহাস লেখেন নাই।

যে শোভা সিংহ স্বদেশ উদ্ধার করিয়া, স্বজাতীয়দের মুখে অন্ন দিতে
প্রসারণ করিয়াছিলেন, সে শোভা সিংহ দস্যু বলিয়া বাঙ্গলার ঐতিহাসে লি
আমরা লজ্জা নিবারণের জন্য পরের মুখ চাহিয়া থাকি। তোমরা নিজের
ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, তোমাদের পূর্ব্বেকার প্রচ্ছন্ন শক্তি প্রকাশ
মুমূর্ষু দেশবাসীকে বাঁচাও। শোভা সিংহের সহিত তোমাদের নাম ইতি
পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হউক। ইহাই ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে শোভা সিংহ তোম

করিয়াছিলেন। শোভা সিংহ বাঙ্গালী ছিলেন, কায়স্থ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পরিচয় না জানিয়া নিখিলনাথ রায় মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে তাঁহাকে ক্ষত্রিয় ও রাজপুত আখ্যা দিয়া ধন্য হইয়াছেন। একশত বৎসরের মধ্যে হাণ্টার সাহেব যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা ছাড়া নূতন কিছু পাই নাই।

এই শোভা সিংহকে কোন কোন লেখক সুভা সিংহ বা শোভন সিংহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণরাম রায় বর্দ্ধমানের রাজা ছিলেন, তাঁহার পুত্র জগৎরাম রায় শোভা সিংহের ভয়ে ঢাকায় পলায়ন করেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণরাম রায় শোভা সিংহের কেতোয়া পরগণা লুটপাট করেন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে দাতারাম সিংহ জগৎরামকে নিহত করেন। কলিকাতার—সেকালের ও একালের গ্রন্থে আছে—'কেতোয়ার জমিদার (রাজা নহে?) শোভা সিংহ একজন ক্ষুদ্র তালুকদার ছিলেন। কেতোয়া বা কিতুয়ার সন্নিকটেই বর্দ্দি, বর্দ্দা বা বরদা পরগণা। রামগতি ন্যায়রত্ন এই কিতুয়াকে, চিতোর শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াছেন। শোভা সিংহের প্রপিতামহ রঘুনাথই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে আসেন। রঘুনাথের পুত্র কামাই সিংহ কেতোয়া খরিদ করেন। কিন্তু বর্দ্দার জমীদার ফতে সিংহ (ও বীর সিংহের) নিকট ঋণের দায়ে কেতোয়া বিক্রয় হইয়া যায়। শোভা সিংহের পিতা দুর্জ্জয় ওরফে দুর্লভ সিংহ ফতে সিংহ পুত্র কীর্ত্তি সিংহের নিকট হইতে কেতোয়া উদ্ধার করেন। শোভা সিংহের আমলে বর্দ্দা তালুকখানি তাহার হস্তগত হয়। শোভা সিংহ ক্রমে বর্দ্ধিতপ্রতাপ হইয়া সম্রাট্ ঔরংজিবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কৃষ্ণরাম রায় ইতিপূর্ব্বে তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিশোধ কামনায় শোভা সিংহ জঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী এক গুপ্ত-পথ দিয়া সহসা দামোদরের তীরে উপনীত হন।*

শোভাসিংহ স্বদেশ উদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া হরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—দেশময় একটা মহা হুলুস্থুলু উপস্থিত হইল। বিদ্রোহ-নায়ক শোভা সিংহের অত্যাচারে, নিরীহ শান্তি-প্রিয় প্রজাকুল, বাড়িঘর ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল; চারিদিকে অত্যাচার, লুণ্ঠন, নরহত্যা, আর্ত্তের চীৎকার ও শোণিতপাতের ভীষণ দৃশ্য প্রকটিত হইল।

মুরশিদাবাদ প্রদেশের কয়েকজন জমিদার শোভা সিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ফতে সিংহের জমিদারগণই প্রধান। সবিতা রায়ের বংশোদ্ভব দিগ্পাল রায়ের পুত্র জগৎ ও কালুরায় শোভা সিংহের দলভুক্ত হন। কৃষ্ণরাম রায়ের দ্বিতীয় কালু রায় ও ভূতি রায় শোভা সিংহের দলভুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বর্দ্ধমান

সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়েন। নিখিলনাথ রায় লিখিয়াছেন—ঘনশ্যামের চা
পুত্র জগৎ, কালু, বেণী ও কৃষ্ণরাম অত্যন্ত দুঃসাহসী ছিল। জগৎ প্র
শোভা সিংহের বিদ্রোহীদলে যোগ দিয়া "জগৎপতি" সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ ক
প্রায় রাজ্যচ্যুত হইয়াছিল। পাঠকপাঠিকাগণ নিখিলনাথ রায়ের গোলা
ভাষা দেখিয়া লউন। নিখিলনাথ রায় কি ইতিহাসই রচনা করিয়াছেন?

শোভা সিংহের বংশলতা—

বাজারে যে বংশলতাদ্বয় আমদানী আছে, তাহাই প্রথমে দিতেছি, প
প্রকৃত বংশাবলী বংশধরদের কাছে যাহা আছে তাহাও দিলাম।

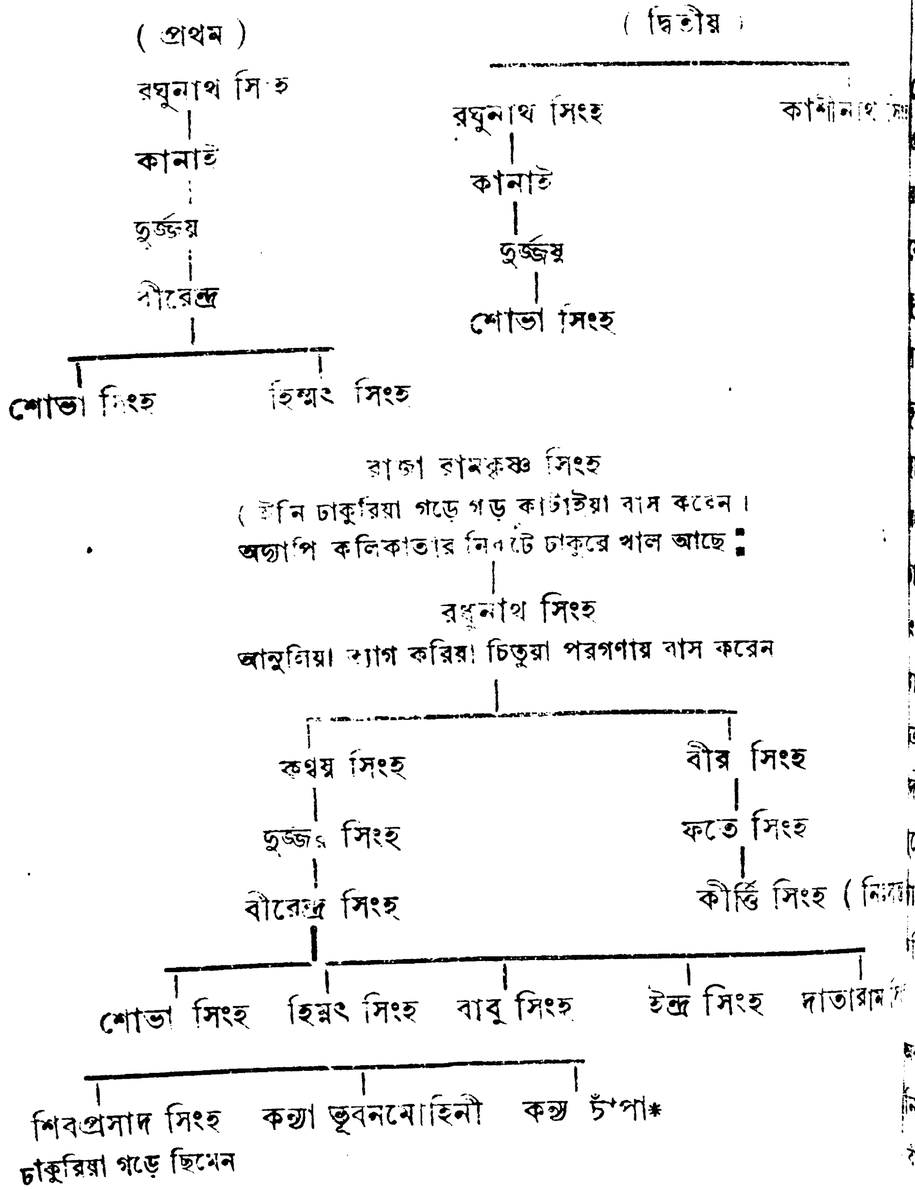

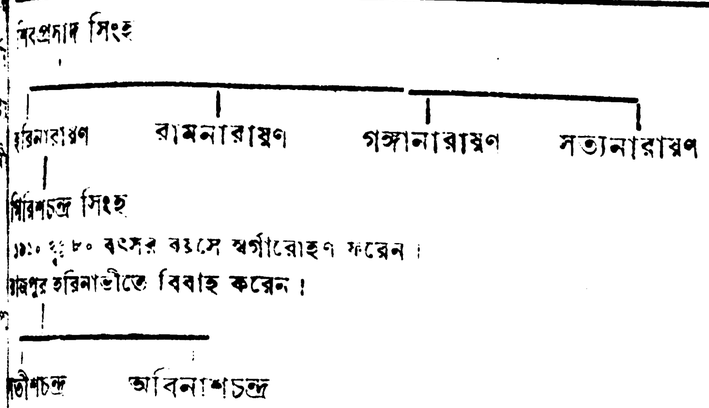

১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহাদের সংবাদ কিছুই প্রাপ্ত হই নাই। ইহাদের মৌদ্গল্য বা মধুকূল্য গোত্র ছিল। রাজা কেশব সিংহ দক্ষিণ রাঢ়ে আন্দুল সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ রাজা প্রতাপ সিংহ পালবংশের সামন্তরাজ ছিলেন। উহারা যেখানে গিয়াছেন সেই স্থানে উচ্চ কুলীনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন এবং স্বজাতি ও সমাজ পোষণ ও কুল একজায়ী-করণ-হেতু গোষ্ঠীপতিত্ব লাভ করিয়াছেন। আনুলের সিংহ এদেশে সাধারণতঃ আনুলিয়ার সিংহ বলিয়া পরিচিত। বারভূঁয়ার অন্যতম জমিদার ভূষণাধিপতি মুকুন্দরাম রায় এই সিংহবংশীয়। তিনি কিরূপে ভূষণায় রাজ্য স্থাপন করেন এবং তৎপুত্র সত্রাজিৎ সিংহ বা শাহজাদা রায় কিরূপে মোগলের অধীন থানাদার হইয়া কূটনীতির প্ররোচনায় স্বীয় মরণের পথ প্রশস্ত করেন তাহা অনেক ইতিহাসের কথা। রাজা লক্ষ্মীকান্ত সিংহও ঐ আনুলিয়া সিংহ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। সত্রাজিৎ ভিন্ন মুকুন্দরামের, শিবরাম সিংহ প্রভৃতি আরও কয়েকটী পুত্র ছিলেন। শত্রুজিৎ বা সত্রাজিৎ নবগঙ্গাকূলে নিজ নামে সত্রাজিৎপুর নগরী স্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন, ১৬৩৭; শিবরাম মধুমতী নদী-তীরবর্ত্তী ইট্না বা ইতনা গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। এই শত্রুজিৎপুরের বর্ত্তমান সিংহ বংশীয় যাঁহারা আছেন, তাঁহারা বাৎস্য গোত্রীয়, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। দত্ত-পুকুরিয়ার সিংহ বংশের ন্যায় তাঁহারা দক্ষিণ রাঢ়ে আদান প্রদান করিয়া অল্পকাল হইল এই অঞ্চলে দক্ষিণ রাঢ়ীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

আনুলিয়ার সিংহ বংশীয়েরা চিরদিনই বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁহারা অরাজক দেশে আত্মরক্ষার জন্য রীতিমত সৈন্য রক্ষা করিতেন। বর্গীর অত্যাচার নিবারিত হওয়ার বা পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত আক্‌না, বংশবাটী বা বাঁশবেড়িয়া, বসুয়া ও ভাস্তাড়ার সিংহগণ সৈন্য পোষণে ক্ষান্ত হন নাই।

মুসলমানেরা কি উপায়ে বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিল, হিন্দুর সে ইতিহাস নাই। মুসলমানের ইতিহাস এই বিষয়ে নীরব। বাঙ্গলার ইতিহাসের সহিত কেবল বাঙ্গলা দেশের চতুঃসীমার সম্বন্ধই একমাত্র সম্বন্ধ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সহিত এবং ভারতসীমার বাহিরেও নানা স্থানের সহিত বাঙ্গলার ইতিহাসের নানা সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল। বর্দ্দার রাজা বীর সিংহ মৌদ্গল্য গোত্রীয় ঢাকুরের রাজা প্রতাপ সিংহের বংশধর ছিলেন এবং এই বংশ শান্তিপুর অঞ্চলে রাজত্ব করেন। পাঠানদের সময়ে এই সিংহ বংশ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে আনুলের সিংহ বংশীয় রাজা অনুজ সিংহের পুত্র সুধাংশু সিংহ বখ্‌তিয়ারকে সেনবংশ ধ্বংস করিতে সাহায্য করেন। রাজা নরেন্দ্র সিংহ শান্তিপুর অঞ্চলে ১১৯০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার দুর্গের ভগ্নাবশেষ আজিও শান্তিপুরে দৃষ্ট হয়। রাজা শান্তিশেখর সিংহের একটী পুত্র বীর সিংহ বর্দ্ধমানে বাস করেন। তাঁহার প্রপৌত্র রাজা গজ বর্দ্ধমানে রাজত্ব করিতেন।

শোভা সিংহ হিন্দু ছিলেন। পাঠানগণ আনুলিয়ার সিংহবংশের পরম ছিলেন। নদীয়া-কাহিনীতে আছে— যে সময় পাঠান সম্রাট দায়ুদ খাঁ বঙ্গ ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করেন, তখন তাঁহার ধনাগারের আনুলিয়া গ্রামে ছিল এবং তাঁহার ধনরক্ষক দাতারাম সিংহ বা মহেন্দ্র খানান্ ছিলেন। তিনি ধনরক্ষক হইয়াও সমস্ত ধন গ্রাস করিবার সংবরণ করিতে পারেন নাই। টোডর মল্লের সময় আঠার বৎসর অবসানে মহেন্দ্র খাঁ খান্‌খানান্ চিবড়ে-নতিবপুরে বাস করেন। এবং মান সিংহ এই মহেন্দ্র খাঁ সিংহকে সরকার সলিমাবাদের ডিহিদার নিযুক্ত মহেন্দ্র খাঁ যে কোন কারণেই হউক হিন্দু মাম্মুদ খাঁ বা মামুদ সরিফ নাম গ্রহণ করেন। ধর্ম্মের যথার্থ প্রকৃতি দেখিলে, হরিত মাধুর্য্য হিন্দুরা যেমন গলিয়া গিয়াছে, দুবাহু প্রসারিয়া জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে জাতিকে প্রীতির পুষ্পে পূজা করিয়াছে, এমন বুঝি কোন জাতি করে আমরা আজিও যেমন গ্রামে গ্রামে সরসী-কূলে বা বৃক্ষমূলে পীরদের পূজা করিয়া থাকি এবং সিন্নি মানস করিয়া থাকি, এমন কোন জাতি করি

শোভা সিংহের সময়ে দ্বিতীয় কালাপাহাড় প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ ছিলেন— ছিনা-আকনার রায় বংশীয়, প্রকৃত নাম রাজচন্দ্র রায়। পরে ইনি মুসলমান নবাবের কন্যার প্রেমে পড়িয়া ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং

দেবদ্বেষী হইয়া পড়েন। দুইটী কালাপাহাড়ই ব্রাহ্মণ ছিলেন, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ সাধন করেন। মুসলমান রাজত্বকালে কোন স্থান বিশেষে অত্যাচার হউক বা না হউক, অত্যাচারের ভয়ে, পল্লিবাসীরা দেব-মূর্ত্তি সকল পুষ্করিণীর জলে, নদীগর্ভে বা জঙ্গলে নিক্ষেপ করিত। এই-ভাবে কত মূর্ত্তি যে লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। পিরুলী ব্রাহ্মণরা এক সময় নদীয়ায় হিন্দু সমাজ উৎসন্ন দিয়াছিল। ইহারা আনুলের সিংহদেরও সর্ব্বনাশ সাধন করেন।

"তখন ডাকিয়া দোঁহে আলি খাঁজাহান।
সিদ্ধির জায়গীর দিল করিতে বাখান॥"

ভূষণার রাজা মুকুন্দরাম সিংহ রায় আনুলিয়ার অর্জ্জুন সিংহের পুত্র ছিলেন।

"উত্তরে অর্জ্জুন রাজা প্রতাপেতে যম।
মুল্লুক আনুল্যাগড় বঙ্গ রোড়া এক সীম॥"

ভূষণার রায় সত্রাজিৎ বা সাহাজাদা সিংহ। সত্রাজিৎ বন্দী হইয়া ঢাকায় আনীত হইয়া নিহত হয়েন (১৬৩৬ খৃঃ)। রাজা লক্ষ্মীকান্ত সিংহ বঙ্গে বিদ্রোহ করেন বলিয়া দিল্লিতে বন্দী হইয়া নিহত হয়েন। তাঁহাদের মৌদ্গল্য গোত্র ছিল। ১৬২৮ খৃঃ রাজা সংগ্রাম সিংহ মনসবদার ছিলেন। জায়গীর প্রাপ্তির পর আনুলিয়া ত্যাগ করিয়া ভূষণার সন্নিকট মথুরাপুর নামক স্থানে বাস করেন। সংগ্রামের পুত্র রাধাকান্ত। এই বংশীয় সিংহগণ (মালদহ জেলায়) মথুরা, ও ২৪ পরগণায় মথুরাপুরে আছেন। মৌদ্গল্যগোত্র গজাগ্রাম-নিবাসী রামকান্ত সিংহ চৌধুরী পুত্র—চৈতন্য সিংহ, পুত্র—মণিরাম সিংহ, পুত্র—খেলারাম, পুত্র—কৃষ্ণবল্লভ, পুত্র—রামকানাই, পুত্র—গোলোককৃষ্ণ, পুত্র—বিহারীলাল ও কালীপদ। কালীপদের পুত্র চারুচন্দ্র, সুরেন্দ্রচন্দ্র, উপেন্দ্রচন্দ্র। চারুচন্দ্রের পুত্র প্রভাস, প্রকাশ, প্রতোষ, প্রবোধ, প্রধান। সুরেন্দ্রচন্দ্রের পুত্র মৃত্যুঞ্জয়, পঞ্চুগোপাল, নিরঞ্জন। উপেন্দ্রের পুত্র ভূপেন্দ্র ও নৃপেন্দ্র।

হরি সিংহ মৌদ্গল্য গোত্রের বীজি হয়।
পুরাতন গ্রন্থের মর্ম্ম প্রকাশি ভাষায়॥"

দক্ষিণ রাঢ় মধ্যে বাৎস্য গোত্রীয় সিংহ বংশ অন্যায় করিয়া রাজা কেশব সিংহ ও হরি সিংহের সন্তান বলিতেছেন। কাশ্যপ গোত্রের পাটনা-সমাজের সিংহেরাও অন্যায়রূপে আনুল্যা বা আনুলের সিংহ বলিতেছেন।

মৌদ্গল্য গোত্র—প্রথম বাস বাঁশবেড়ে, তৎপরে প্রতাপপুর, তৎপরে [illegible] সহর, তৎপরে বাঁশবেড়ে। রাজারাম সিংহের পুত্র কালীচরণ ও কালীপ্রসা কালীপ্রসাদ পুত্র শম্ভুচন্দ, পুত্র দীননাথ, পুত্র নবীনচন্দ্র, পুত্র জনার্দ্দন, পু নিত্যানন্দ, পুত্র বিশ্বনাথ, পুত্র পূর্ণচন্দ্র, প্রসন্নচন্দ্র। বিশ্বনাথ সিংহের আ কানষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। কালীপ্রসাদ সিংহের পুত্র শম্ভুচন্দ্র, কেশবরাম ও আত্মারাম পূর্ণচন্দ্র পুত্র অতুলচন্দ্র, অমূল্যচন্দ্র, নির্ম্মলচন্দ্র, সতীশচন্দ্র, হরিপদ। অতুল পুত্র কার্ত্তিকচন্দ্র ও প্রভাসচন্দ্র। অমূল্যচন্দ্র পুত্র যতীন্দ্রনাথ ও ফণীন্দ্রনা নির্ম্মলচন্দ্র পুত্র গোপীনাথ, কানাইলাল, শৈলেন্দ্রনাথ, শিবশঙ্কর, পঞ্চান সতীশচন্দ্র পুত্র সমরেন্দ্রনাথ, রমেন্দ্রনাথ, বটকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। হরিপদ নিতাইচন্দ্র, গোপালচন্দ্র, সুধিরকুমার। কেশবরাম সিংহ সাং হালিস কালীপ্রসাদ সিংহ সাং প্রতাপপুর হুগ্‌লী। আত্মারাম সিংহ সাং কাঁচড়া গ্রাম। তৎপুত্র তিলকচন্দ্র ও হরচন্দ্র। হরচন্দ্র পুত্র ঠাকুরদাস, পুত্র চণ্ডী পুত্র চারুচন্দ্র, নির্ম্মলচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র। চারুচন্দ্র পুত্র বিমলচন্দ্র। নির্ম্মলচন্দ্র সরলচন্দ্র, অমলচন্দ্র, কমলচন্দ্র, সুনীলচন্দ্র, অনিলচন্দ্র।

শোভাসিংহের পুত্র শিবপ্রসাদ সিংহ ভাল্লুকা পরগনা রামকৃষ্ণকে কবেন। বিদ্যোৎসাহিতা ও পুণ্য কীর্ত্তির জন্য শিবপ্রসাদ সিংহ স্মরি ছিলেন। নাটোর রাজবাটীতে রক্ষিত সুলতানাবাদ পরগণার এক প্রা সনন্দের অস্পষ্ট প্রতিলিপি হইতে অবগত হওয়া যায়—উদয় নারায়ণের পু ভ্রাতুষ্পুত্র সাহেবরাম সিংহ ও চাঁদ সিংহ এই পরগনার জমিদারী পাইয়াছিলে বিদ্রোহ অপরাধে রাজসাহী পরগনা আনুলিয়ার সিংহ বংশের হস্তচ্যুত হই মধ্যবর্ত্তী সুলতানাবাদ পরগনা [illegible] প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছি আনুলিয়ার রাজার অনেক তীরন্দাজ ও বরকন্দাজ রায়-বংশ সিপাহী খা ফৌজদার ও থানদারের লোক জনের সহিত সর্ব্বদাই হাঙ্গামা বাধিত। ঘাটশি রাজবংশের ইতিহাসে ও দেখা যায় যে, তাঁহারা আনুলিয়া রাজার প্রদত্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। হাজিপুরের জমিদার পুরন মল্ল খেদুরজীও এ বিদ্রোহ করিয়া মোগলদের হস্তে পরাজিত হন। সাজাহানের রাজত্ব ফতেবাদ ও ভূষণার হিন্দু জমিদার মুকুন্দ রায় ও তৎপুত্র শক্রজিৎ অর্দ্ধশ ভাবে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাদের নামে চর মুকুন্দ ও যশোহরের নব তীরে সত্রাজিৎপুর। বর্ত্তমান শক্রজিৎপুরের বাৎস্য গোত্রীয় সিংহগণ মুকুন্দের বংশ নহেন। ভূষণার রাজাদের আত্মীয় বঙ্গজ কায়স্থ মধ্যে উল্লি

সিংহ বংশের আদিপুরুষ কৃষ্ণজীবন সিংহ শাণ্ডিল্যগোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন তাহাও প্রবাদ আছে।

এই বংশীয় এক ঘর ৬৯, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতায় আছেন।

মৌদ্গল্যগোত্রীয় নর সিংহ বা নরহরি সিংহ

রামনারায়ণ সিংহ

ইহার স্ত্রী ১০৫ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহন করেন।

ক্ষেত্রমণি (জয়নগর-মজিলপুরে বসুবংশে বিবাহ হয়) | শিবচন্দ্র সিংহ

প্যারিমোহন সিংহ

শরৎচন্দ্র | চারুচন্দ্র

সুরেশচন্দ্র | নরেশচন্দ্র | পরেশচন্দ্র

ক্ষেত্রমনি দেবী অশিতিবর্ষ বয়সে স্বর্গারোহন করেন। তাঁহার স্বামীর ভিটায় ডাকাত পড়ায় তাঁহার স্বামী, ভাশুর, দেবর ও ননদকে ডাকাতরা কাটিয়া হত্যা করিয়া যায়।" সেই জন্য তাঁহার গর্ভপাত হয়। তদবধি তিনি ভ্রাতার আশ্রয়ে ছিলেন। নরহরি সিংহ অত্যন্ত হীন অবস্থায় আনুলে কায়েতপাড়া হইতে কলিকাতায় আসেন। তিনি শ্রীনাথ সিংহের বংশধর ছিলেন। রামনারায়ণ সিংহের ১২টী পুত্র সন্তান ছিল। প্যারীচরণের স্ত্রীর নাম থাকমণি দেবী। প্যারীচরণ গড়ে-গ্রাম-নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র রায়ের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন।

"সিংহ সমাজের শ্রেষ্ঠ আনুলিয়া মূল।
সিংহের মৌদ্গল্য গোত্র জানিবে নির্ভুল॥"

মৌদ্গল্য গোত্রীয় আদি কন্দর্প খাঁ সিংহ পুত্র নকুলেশ্বর সিংহ রায় ১৪ পর্য্যায়। ১৫ পর্য্যায় জনার্দ্দন সিংহ। ১৯ পর্য্যায় রামনাথ সিংহ পুত্র মাধবরাম, বলরাম সাং রায়ের কাটী, বরিশাল জেলা। ১৯ শম্ভুরাম সিংহ সাং সহজপুর, বর্দ্ধমান জেলা। পুত্র রামহরি, পুত্র গঙ্গাহরি, পুত্র বিষ্ণুহরি, পুত্র রামগোপাল, পুত্র ফকির-চাঁদ, পুত্র অতুলকৃষ্ণ, তারাপদ, দ্বিজপদ, নবকুমার। তারাপদ পুত্র ভোলানাথ সিংহ।

"আনুল্যা সমাজে সিংহ গে ছিপতি।
পদ্য অনুসারে দেখ পদ্ধতি আকৃতি॥
সিংহ তুল্য সিংহ বটে দৃষ্টে জানা যায়।
স্বভাবে ক্ষমতা বলে পদ্ম তুল্য প্রায়॥"

রাণীহাটী পরগনার অন্তর্গত মান্দারন গ্রাম। ৺জগদীশ সিংহ চৌধুরী গড় কাটাইয়া কাঁপাবেড়ে মান্দারণ বাস করেন। ইনি আদি গন্ধর্ব্ব খাঁ খানন সিংহের সন্তান ছিলেন; ঐ বংশে ১৮ পর্য্যায় মধুসিংহ, তৎপুত্র পুরুষোত্তম সিংহ, পুত্র ঠাকুরদাস সিংহ, পুত্র মধুসূদন, পুত্র চন্দ্রশেখর, পুত্র ঘনশ্যাম, পুত্র কৃপারাম ও দুর্গারাম। দুর্গারাম পুত্র ফকিরচাঁদ, পুত্র কেদারনাথ। কৃপারাম পুত্র পরমানন্দ রামদুলাল, অক্রুর সিংহ, ফকিরচন্দ্র, ভবানীচরণ, রামজয়। গুরুদাস পুত্র মদনমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, দ্বারিকানাথ, বৈকুণ্ঠনাথ। বৈকুণ্ঠনাথ পুত্র রামাচরণ। নবকিশোর পুত্র শ্রীনাথ, দীননাথ। রাজকিশোর পুত্র ঈশানচন্দ্র, কৈলাসচন্দ্র। পরমানন্দ পুত্র গুরুদাস, নবকিশোর, রাজকিশোর, নীলমণি। অক্রুর সিংহ পুত্র কৃষ্ণকালী, অশ্বিনীকুমার ও কালিদাস। কালিদাস সিংহ নিজ নামে কলিকাতায় একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করেন। কালিদাস সিংহ লিখিয়াছেন—

আনুরিয়া বা আনুলিয়া সিংহ বংশ ঢাকুরের রাজা প্রতাপ সিংহের বংশধর মথুরাপুরে কএক পুরুষ থাকিয়া হুগলী জেলান্তর্গত আনুর গ্রামে ও ময়দা গ্রামে ছিলেন। আনুলিয়ার সিংহ বংশে সোপান (সৌপায়ন) ও মধুকুল্য গোত্র কেন, ইহার কারণ নিশ্চয় করিতে এ যাবৎ কেহই পারে নাই। অক্রুর সিংহ গড় মান্দারণের বীরেন্দ্র সিংহ পুত্র দীলিপ সিংহের বংশ বলেন। যদি কেহ ক্ষমতাবান হইয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, তবে তাহা ব্যক্ত ও প্রস্তুত করিয়া রাখিলে ভাল হইতে পারিবে। বঙ্গদেশে সৌপায়ন গোত্রের সিংহ বংশ নাই এবং আনুলের সিংহ বংশ মৌদ্গাল্য বা মধুকুল্য গোত্রীয় তাহা সর্ব্বজনবিদিত। এই সিংহবংশে ১৩ পর্য্যায় রাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ গৌড়ের বাদসাহের উজির-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ পদে কালাতিপাত করেন। গন্ধর্ব্ব খাঁ আদল ওরফে কালুরাম সিংহ। গন্ধর্ব্ব খাঁ উপাধি ধারণ করিয়া লোকান্তরিত হইলে, সেই সময়ে তাঁহার সন্তানেরা নাবালক থাকায়, তাঁহার ভ্রাতিনেয় বসু বংশোদ্ভব পুরন্দর খাঁ বসু ১৩ পর্য্যায় ঐ পদে অভিষিক্ত হন। গন্ধর্ব্ব রায় বা গন্ধর্ব্ব খাঁএর আদি নাম কালুরাম সিংহ। গৌড়েশ্বর সর্ব্বাগ্রগণ্য মৌলিকচূড়ামণি রূপে মাননীয় হইলেন। সর্ব্বাগ্রে চন্দন পাইতেন। জগদীশ সিংহ চতুর্থবার রাণীহাটী পরগনা জায়গীর প্রাপ্ত হন এবং নবাবের সেনাপতি ছিলেন—ঐ কাপাবেড়ে মান্দারন গ্রামে গড় কাটাইয়া বাস করেন এবং আনুলিয়া হইতে যে কয়টী বিগ্রহ সঙ্গে লইয়া যান, তাহা অদ্যাপি কাপাবেড়ে গ্রামে গড়ের ভিতর ভগ্ন মন্দিরে রক্ষিত আছে। কালিদাস সিংহ লিখিয়াছেন যে, আমাদিগের বংশে প্রথম পুরুষোত্তম সিংহ ও পত্নী বিষ্ণু

মহাপুরুষ-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বিদ্যাপোর্জ্জনান্তে"— অস্পষ্ট, আর পড়িতে পারা যায় না।

একমাত্র কিংবদন্তী বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে যে উক্ত পুরুষোত্তম সিংহের পিতা গৌড়াধিপতি মহারাজ নরেন্দ্র সিংহ যবন কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আপন পুরোহিত ও পুরজন সহ শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধামে উপস্থিত হয়েন। গন্ধর্ব্ব সিংহের নাম ছিল একলেখে কালুরাম সিংহ, কারণ তিনি রাগে বাদশাহকে এক লাথী মারিয়াছিলেন।

আর একটী প্রবাদ কথা পাওয়া গিয়াছে, তাহা এইরূপ যে গন্ধর্ব্ব ও কন্দর্প সিংহ। কন্দর্প সিংহ ঐশ্বর্য্য ও মান পাইবার জন্য গুরুর নিকট ছিন্নমস্তা-মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরু প্রথমে নিষেধ করিয়াছিলেন, কারণ এই মন্ত্র গ্রহণ করিলে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়। কন্দর্প বাদশাহের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য বাদশাহের ও অধিক হয়। বাদশাহ ইহাতে ভীত হন এবং চক্রান্ত করিয়া তাঁহার রৌপ্য নির্ম্মিত তরবারি পালকীর বেহারাদের হস্তগত করেন। একদিন কন্দর্পসিংহ রায় রাইয়া যখন দরবারে প্রবেশকালে পালকী হইতে অবতরণ করিবার জন্য মাথা বাহির করেন, ঐ সময়ে একজন বেহারা তাঁহার শিরশ্ছেদ করে। তাঁহার পুত্রাদি ভীত হইয়া গন্ধর্ব্ব সিংহের সহিত আনুলিয়া ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করেন। রাজা কন্দর্প সিংহের পুত্রেরা ধামাই গ্রামে বাস করেন, তথা হইতে বগুড়া, সাদিপুর ও ভালুকা গ্রামে ছিলেন। অবশ্য কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর সভামধ্যে জগদানন্দ, সুনন্দ, কেদার খাঁ, নারায়ণ, গন্ধর্ব্ব রায় (?), তরণী, শ্রীবৎস, মুকুন্দ এই কয়টি নাম পাওয়া যায়। এই সকল ব্যক্তির পরিচয় পাইলে কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বর নিরূপিত হইতে পারে। আমার ধারণা গৌড়েশ্বর রাজা নরেন্দ্র ছিলেন। রাজা ইন্দ্রজিতের সময় নিরূপণের জন্য কোনো বিশিষ্ট উপায় নাই। স্থানীয় জনশ্রুতি যে রাজা ইন্দ্রজিতের সময় গৌড়ে রাজধানী ছিল এবং ইন্দ্রজিতের পুত্র নরেন্দ্র।

"আনুর, ময়দে দুই সিংহের বসতি।

* * *

ইহা বাদে যার যত সমাজ আছয়।

উপসমাজ বলিতা পুরন্দর কয়॥"

———

"দার্ঘাঙ্গ সমাজে যেন আনুল্যাতে সিংহ।
সাঁখরালে দাস গেলা প্রতাপেতে সিংহ॥
নন্দরাম মিত্র ঘটকরত্ন কন বিবরণ।
বিংশপদ ভরসায় করিল রচন॥"

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রান্ত ভাগে শোভাসিংহ কেওুয়া ও বন্দা নামক পরগনায় রাজত্ব করিতেন। এই সময় আনুলিয়া পরগন তাঁহার জ্ঞাতিদের মধ্যে বিভাগ হইয়া যায় এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে অনেক ধনী বংশের উৎপত্তি হওয়ায় নদীয়া জেলায় সিংহদের গর্ব্ব সর্ব্বাংশে খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল। কায়স্থ সমাজ এই সিংহ বংশের গোষ্ঠীপতির মাল্য-চন্দন গ্রহণ করিবার জন্য বহু কৌশল ও বল প্রয়োগ করিতে থাকে। তখনকার রাজত্ব কখন স্বাধীন ভাবে এবং কখন বা করদরূপে চালিত। নবাব যাদ রাজাকে শাসনে রাখিতে পারিলেন, তবেই কিছু কর পাইলেন; নচেৎ কিছুই পাইলেন না। সকল সময়েই তাহাই ঘটে।

সে যাহা হউক, শোভা সিংহ বিদ্রোৎসাহী এবং দাতা বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর জমি এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। একবার কৃষ্ণ সিংহ বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিয়াছিলেন।

বীরেন্দ্র সিংহ
|
শোভাসিংহ

অনুপ সিংহ হাড়াঠাকুর
|
কৃষ্ণ সিংহ কৃষ্ণবল্লভ সিংহ
|
শত্রুরাম সিংহ
২৪ পরগণা, মথুরাপুর থানা করেন, তথা হইতে জয়নগরস্থ মজিলপুরে বাস।

কিন্তু তথাকার রাজা দুর্জ্জন সিংহ তাঁহাকে পরাভূত করেন। তারকনাথ দাস বলেন, কৃষ্ণ সিংহ বিষ্ণুপুরের রাজাকে পরাভূত করিয়া তাঁহার পরমাসুন্দরী বিধবা ভাগিনেয়ীকে কাড়িয়া লইয়া আসেন এবং তিনদিন বিষ্ণুপুরের রাজবাটী লুণ্ঠন করেন। মল্লভূমের পটিদারগণ এই যুদ্ধের চিত্র প্রদর্শন করিয়া থাকে। রাজা দুর্জ্জন সিংহ মল্লাব্দ ৯৮৫ হইতে ১০০৮ শাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ ১৬৯০ খৃঃ ঘটিয়াছিল। ইহার ঠিক কোন সময়ে এ যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। তবে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে শোভাসিংহ যে প্রবল বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিক ঘটনা।

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস লিখিয়াছেন, বিদ্রোহের অব্যবহিত কারণ কি, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে ইহা নিশ্চয় যে, শোভা সিংহ আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন, উড়িষ্যা প্রদেশে আফ্‌গাননেতা রহিম খাঁও তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। উভয়ের হিন্দু-পাঠান মিলিত সেনা উত্তর ও পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইল। সরস্বতী-তীরে সপ্তগ্রাম লুণ্ঠিত হইল। দলে দলে লোক শোভা সিংহের দলে যোগ দিতে লাগিল। তাঁহারা হুগলি দখল করিল। কিন্তু চুঁচুড়ার ওলন্দাজ কুঠির জাহাজ গঙ্গার মধ্যস্থল হইতে তীরে গুলি ছুঁড়িতে লাগিল; তাহাতেই ওলন্দাজ কুঠী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান রক্ষা পায়। একদল বিদ্রোহী থানার মুসলমান দুর্গ অবরোধ করিল, কিন্তু দুর্গের একদিকে গঙ্গা। গঙ্গায় ইংরাজ বণিকগণের "টমাস" নামক জাহাজ। পাছে বিদ্রোহীদল আরোও উজানে গঙ্গা পার হইয়া সুতানটীর হাট এবং কলিকাতা আক্রমণ করে, এই ভয়ে ইংরাজগণের "জয়মস্তু" জাহাজ সুতানটীর সম্মুখে নঙ্গর করিয়া থাকিল।

বিদ্রোহীর দল পূর্ব্বদিক ছাড়িয়া দিয়া অন্যপথ ধরিল। তাহারা বর্দ্ধমান আক্রমণ করিল।

বিলাতী বণিকদল যখন আপনাদিগকে আপনারাই রক্ষা করিতে অনুমতি চাহিয়া পাঠাইল, তখন ঢাকার নবাব সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি দিলেন। তখন এই তথ্যের উপরি নির্ভর করিয়া ইংরাজ কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের রচনা আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজবাটী এক্ষণে বর্দ্ধমানের জমিদারীর উত্তরাধিকারী বিজয়চাঁদ মহতব বাহাদুরের অধিকারে আছে, তথায় বাললীলা ও কৃষ্ণলীলার চিত্র এবং বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের যুদ্ধ-বিগ্রহের চিত্র লম্বা লম্বা কাগজে নানা বর্ণে আঁকিয়া কোষ্ঠীর মত জড়াইয়া রাখে। কাগজের অপর দিকে কাপড় লাগাইয়া উহাকে দৃঢ় করে। চিত্রের দুই পার্শ্বে বাঁশের দুইটী কেয়াড়ি (কাটী) দিয়া আবদ্ধ করে। দুই হাতে দুইটী কেয়াড়ি বাঁধিয়া চিত্রের প্রথম হইতে দেখাইতে সুরু করিয়া তাহা বর্ণনা করিতে করিতে এবং বর্ণিত অংশ দেখাইতে দেখাইতে চিত্র প্রদর্শন সমাপ্ত করে। পটিদারগণ এইরূপ দিন দিন করিয়া আসিতেছে। হাণ্টার সাহেব শোভা সিংহ ও বর্দ্ধমান রাজকন্যার কথা মহারাজা মহাতাপ চন্দের নিকট এইরূপ শুনিয়াছিলেন। কোনও প্রাচীন গ্রন্থে এইরূপ পাওয়া যায় না, অথবা মহাতাপ চন্দের পূর্ব্বেও প্রবাদ ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন যে শোভা সিংহ ও কৃষ্ণকুমারী (অপরাজিতা) ঘটিত, বৃত্তান্তের জন্য

এই রাজ পরিবারের রমণীগণ প্রতি বসন্তকালে এক ব্রতোৎসব করিয়া থাকেন। গল্পটি এইরূপ—

পাছে শত্রুর হস্তে পতিত হইতে হয়, এই ভয়ে সকল ললনা বিষপান করিলেন। কেবল রাজকুমারী অপরাজিতাকে বিষ দিল না। তিনি শোভা সিংহের বন্দিনী হইলেন। তখন সেই প্রাচীন নাটক—পুরুষের পাশব বৃত্তি ও নারীর সতীত্ব উভয়ের সংগ্রাম—পুনরায় বর্দ্ধমানে অভিনীত হইল। উহার প্রতি ধূলি-কণাকে পবিত্র করিল। প্রথমে মিনতি, মর্ম্মবেদনা, দীর্ঘনিশ্বাস, আকিঞ্চন, অনুযোগ, প্রেমভিক্ষা—পুরাদস্তুর সকলই হইল। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া শোভা সিংহ রাজকুমারীর প্রতি বল প্রয়োগে উদ্যত হইলেন। কৃষ্ণকুমারী তখন আপন বস্ত্রাঞ্চলের অভ্যন্তর হইতে এক সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া তাহা শোভা সিংহের বক্ষে বসাইয়া দিলেন এবং সেই ছুরিকা বক্ষ হইতে উঠাইয়া লইয়া আপনার বক্ষে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। উভয়েই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—বাঙ্গালায় একালের বিদ্রোহের অধিনায়ক বর্দ্ধমান প্রদেশের একজন সামান্য (?) ভূম্যধিকারী শোভা সিংহ। ইনি মেদিনীপুরের চেতোয়ার তালুকদার। সাধু ভাষার চিতোর বরদা ও তারিখ বাঙ্গালায় চিতুয়াবন্দী আছে। বর্দ্ধমানের জমিদার কৃষ্ণরাম রায় কপূরের সহিত বিবাদ উপলক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়া তিনি বিদ্রোহের সূত্রপাত করিলেন। শোভা সিংহ উড়িষ্যা হইতে তদানীন্তন পাঠান-দলপতি রহিম খাঁকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। রহিম সাহ সানন্দে অনুচরবর্গসহ বিদ্রোহে যোগ দিলেন। তখন ইহারা মোগল অধিকার উচ্ছেদের নানস করিলেন। বর্দ্ধমানের রাজপরিবারবর্গ শোভা সিংহের হস্তে বন্দী হইল। সুবিখ্যাত বিদ্যাসুন্দরের কবি সমসাময়িক কোন সভাসদ্ "ধরণী-ঈশ্বর" কৃষ্ণ নগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশমত ক্ষিতীশ-বংশাবলী রচনা করেন। প্রতিদ্বন্দ্বীর বৈঠকের গালগল্প সম্পূর্ণ প্রকৃত ঘটনা বলিয়া মানিয়া লইতে সহজে প্রবৃত্তি হয় না। মুসলমান লেখকের বর্দ্ধমানাধিপের বীরত্বের এরূপ সার্টিফিকেট দেয় নাই। কৃষ্ণনগরাধিপের (আধুনিক নদীয়া জেলার কৃষ্ণগড় !!!) হস্তে বিদ্রোহীর পরাজয়-কথাও ক্ষিতীশ-বংশাবলীতে উল্লেখ আছে; কিন্তু শোভা সিংহের মৃত্যু বর্দ্ধমান রাজকথায় এরূপ উল্লেখ নাই। সমৃদ্ধিশালী হুগলী বন্দর বিদ্রোহী শোভা সিংহের করকবলিত হইল। জয়দৃপ্ত বিদ্রোহী সামন্তগণ তন্মধ্যে সুলতান পাছার মিত্র [illegible]

দুর্গাপুরের ভরদ্বাজ গোত্রীয় দাস বংশ) হুগলী অধিকার করিয়া চতুর্দ্দিকে সৈন্য প্রেরণ করিলে পশ্চিমে বঙ্গের নানাস্থানে লোকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। বিদ্রোহীরা সপ্তগ্রাম ও নন্দিনীপুরে আড্ডা করিল। মুসলমান লেখক বলেন, বঙ্গের ছবির ন্যায় সুন্দরী, পবিত্র হৃদয়া রাজকন্যা শোভা সিংহের হস্তগত হইল। বিষ-প্রয়োগে শোভ সিংহের মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ বা হেমৎ সিংহ বাহিমাৎ খাঁ বর্দ্ধমানের বিদ্রোহী সৈন্যের দলপতি হইল। প্রতিদিন চারিদিক হইতে স্বদেশ-প্রিয় যুবকগণ শোভা সিংহের দলভুক্ত হয়েন বলিয়া, খ্রীষ্টান্ কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছেন,—চারিদিক হইতে বিখ্যাত দস্যুগণ অবসর প্রাপ্ত সৈন্যগণ ও দেশের জঞ্জাল বদ্‌মায়েস্ লোকে তাঁহার দলপুষ্টি করিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে রাজমহল হইতে মেদিনীপুরের দক্ষিণ সীমায় সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত সমগ্র পশ্চিম বঙ্গ আনুলের সিংহদের হস্তগত হইল।

বঙ্গে এককালে মুখসুদ খাঁ নামক সুসিদ্ধ ব্যবসায়ী আনুলিয়া গ্রামে বাস করিতেন। তিনিই মুখসুদাবাদের স্থাপয়িতা। মুর্শিদাবাদ নগর আকবরের কিছু পূর্ব্বে স্থাপিত হয়। আইন আকবরিতে মুর্শিদাবাদের নাম পাই নাই, কেন না, তখন উহা একটী ক্ষুদ্র মুসলমানদের গ্রাম মাত্র। বঙ্গের আর একজন শাসনকর্ত্তা সায়েস্ খাঁর ভ্রাতা মুখসুদ খাঁর নাম পাওয়া যায়। তাঁহার প্রদত্ত সনন্দ আনুলিয়ার সিংহবংশীয়দের ছিল। আকনার সিংহদের নিকট আছে। বৈষ্ণব মুকসুদন দাসের নামে, মুকসুদাবাদ নাম হইয়াছিল, এ কথাও প্রাচীন গ্রন্থে আছে। ভাস্তাড়া-নিবাসী গোষ্ঠীপতি উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ চৌধুরী ও গোষ্ঠীপতি কিরণচন্দ্র সিংহ চৌধুরী বলেন যে, আনুলিয়ার রাজারা মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে কর্ম্ম করিতেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ, এলাহাবাদ হইতে দুই জন সুদক্ষ হিন্দু কর্ম্মচারী বঙ্গে আনয়ন করেন; তাঁহারা— ভূপতি রায় ও কিশোর রায়—উভয়েই কায়স্থ ছিলেন। ভূপতি রায়ের রচিত কৃষ্ণলীলা গ্রন্থে আছে, আনুলিয়ায় দুর্গে (আনুর দুর্গে) একটী সুবৃহৎ তোপ ছিল, তাহার নাম "চন্দ্র"। ইহাতে এক মন গোলা লাগিত। এই তোপ সেকালের হিন্দু কারিগরগণের নির্ম্মিত। আনুলিয়ার দলীপ সিংহের অধীনে এক হাজার সৈন্য ছিল। ক্লাইভ বহু কৌশলে দলীপ সিংহকে নিহত করেন। মান্দারণ জিতয় গড়ে শোভা সিংহ হজরৎ ইস্‌মাইল্ খাঁর নামে একটী দর্গা বা আস্তানা নির্ম্মাণ করেন। তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। শোভা সিংহ মরিয়াছে, কিন্তু তাঁহার নাম ইতিহাসে আছে। তিনি বিদ্রোহী ছিলেন না, উদযোগী ছিলেন। শোভা সিংহ যে সিংহ-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই বংশে সরকার, রায়, মজুমদার, খাঁ চৌধুরী উপাধি দৃষ্ট হয়।

শ্রীবটুকৃষ্ণসিংহ

মৃত্যুবিজয়া মহেন্দ্রনারায়ণ

(দ্বিতীয় অংশ)

মহেন্দ্র বাবুর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাঁর মধ্যম পুত্র শ্রীমান রাধানাথের শুভবিবাহ উপলক্ষে হইয়াছিল। প্রচারক বলিয়াই তিনি এ বিবাহে বিদ্যালঙ্কার গিরিশচন্দ্র বসু ও আমাকে, পূর্ব্ব পরিচয় না থাকিলেও, নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রচারক মাখনলাল দত্ত মহাশয়ের সহিত তাঁর পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। বিবাহের পর মাসাধিক কাল তিনি আমাকে নিমতিতা হইতে আসতে দেন নাই। নিমতিতায় তাঁহার অতিথি হইয়া এই দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে আমাদের উভয়ের নূতন আলাপ সুদৃঢ় সখ্যতা ও সদ্ভাবে পরিণত হইয়াছিল। তখন বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভায় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র ও কায়স্থ-সভার কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয়ের অপ্রতিহত প্রতিপত্তির অবসর কায়স্থ-সভায় আর না থাকায় ও হইবার সম্ভাবনাও তিরোহিত হওয়ায়, তাঁহারা উভয়ে স্বতন্ত্র "কায়স্থ-সমাজ" প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বিরুদ্ধে প্রতিকূলতা ও নানা অভিযোগ প্রচারের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এই সকল অযথা অভিযোগ প্রচারে কায়স্থ-সভার অনেক সভ্যের চিত্ত কলুষিত হয়। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার এগার বৎসরের সম্পাদক শরৎবাবু যে বৎসর পুনরায় সম্পাদক মনোনীত হইতে পারিলেন না, সেই বৎসর হইতেই সভার নানা বিরুদ্ধাচরণ হইতে লাগিল। কায়স্থ-সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শরৎ বাবুর স্বর্গীয় দাদাশ্বশুর বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ও ঐ সভার একজন একনিষ্ঠ সেবক ও পরিচালক ছিলেন। শরৎ বাবুর পূজনীয় পিতৃদেব স্বর্গীয়বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র প্রমুখ মহোদয়গণের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বিলোপ সংসাধনের চেষ্টা এই সময় হইতে আরম্ভ হইল।

৺মহেন্দ্র বাবু, মাননীয় কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুপ্রমুখ মহোদয়গণ কায়স্থ-সভার সংক্রান্ত নানা অন্যায় ও কাল্পনিক অভিযোগ শুনিয়া জাতির দ্বিজত্ব রক্ষা ও প্রচার-কার্য্য রীতিমত চালাইবার সঙ্কল্পে কায়স্থ সমাজ-প্রতিষ্ঠায় সহায়তা ও আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন; তবে তাঁহারা মিত্র মহোদয়গণের ন্যায় সভার সংস্রব ছাড়িয়া "সমাজের" সভ্য হয়া করেন নাই

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার নেতৃগণের অধিকাংশের যজ্ঞসূত্র গ্রহণ না করাও এই সমাজ প্রতিষ্ঠায় কম সহায়তা করে নাই। ঐ বিবাহ উপলক্ষে মহেন্দ্রবাবুর সহিত আমার ও পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রচার এবং সভা ও সমাজ সম্বন্ধে নানা আলোচনা হইয়াছিল; এবং সেই সময়ে ঐ স্থানে বারেন্দ্র কায়স্থগণের একটী সামাজিক সম্মেলন হইয়াছিল। বিদ্যালঙ্কারমহাশয় ও আমি এ সভায় বক্তৃতা করিয়া কায়স্থ জাতি, ও তাহার অবস্থা ও তৎপ্রতীকার সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিয়াছিলাম। এই সম্মেলনে তৎপরবর্ত্তী বৎসরের জন্য ৺মহেন্দ্রবাবুকেই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভাপতি নির্ব্বাচনের অনুরোধ প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। কায়স্থ-সভার কাঃ নিঃ সমিতি তাহার পরবর্ত্তী অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সানন্দে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার প্রতি মহেন্দ্র বাবুর প্রীতি ও সহানুভূতি নষ্ট করিতে কিছুদিন পরে "কায়স্থ-সমাজ" ও তাহাদের কাঃ নিঃ সমিতি আহ্বান করিয়া ঐ মহেন্দ্র বাবুকেই "সমাজের" পরবর্ত্তী বর্ষের জন্য সভাপতি মনোনীত করিলেন (যদিও বারেন্দ্র সমাজ হইতে ঐরূপ কোন প্রস্তাব "কায়স্থ-সমাজে" আসে নাই)। কায়স্থ-সমাজের প্রচারকার্য্যের জন্য মহেন্দ্রবাবুর তখন বার্ষিক সাহায্য ছিল দুই শত টাকা এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র সাময়িক দান ও সাহায্য ও ছিল। সেই বৎসর "সমাজের" বার্ষিক অধিবেশন হইল মেদিনীপুরে এবং কুচবিহার কায়স্থ-সভার উদ্যোগে নিখিল-বঙ্গ-কায়স্থ-সম্মেলন ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বার্ষিক অধিবেশন কুচবিহার রাজ্যে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। তথায় সংবাদ পাওয়া গেল "কায়স্থ-সমাজ" মহেন্দ্র বাবুকেই তাহাদের সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়াছেন, কাজেই কায়স্থ-সভায় তাঁহার সভাপতি হওয়ার প্রস্তাব আর উত্থাপিত হয় নাই। পাবনা তাড়াশের রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র রায় বর্ম্মা মহাশয় সেই বৎসর বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভাপতি মনোনীত হইলেন। এই বৎসর মহেন্দ্র বাবুর কলিকাতায় গমনাগমন প্রায়ই ঘটিত এবং কলিকাতায় আসিলেই তিনি আমার সহিত সভা, সমাজ ও প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিতেন। তাহার ফলে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারভাণ্ডারেও তিনি বার্ষিক দুই শত টাকা সাহায্য দিতে স্বীকৃত হইলেন। প্রচার কার্য্য রীতিমত চালাইয়া যাহাতে জাতির দ্বিজত্ব বিস্তার ও গৌরব বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে এ বৎসর তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কয়েক মাস দক্ষতার সহিত "সমাজের" সভাপতিত্ব করিয়া বুদ্ধিমান মহেন্দ্রনারায়ণ বেশ বুঝিতে পারিলেন যে [illegible] প্রচার করিয়া "সমাজ" প্রতিষ্ঠায়

উদ্যোগিগণ তাঁহাদের প্রলুব্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের সে কথা মৌখিক মা
আন্তরিক নহে। এবং তখন হইতেই তিনি সমাজ-প্রতিষ্ঠার সহায়তা কর
তাহার সভাপতিত্ব গ্রহণ করার জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। মহেন্দ্র বা
সমাজের সভাপতি হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই ঐ প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার মর্ম্মর উ
তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; তিনি সততা, সরলতা ও সত্যের উপাসক ছিলেন
"সমাজের" নেতৃত্ব লইয়া তিনি উহার কাঃ নি সমিতির তদ্বিপরীত ব্যবহার বুঝি
মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি আমার নিকট বহুবার দুঃখ করিয়াছেন "শিব গড়িয়
চাহিয়াছিলাম, অন্য জীব হইয়া গেল"। "কায়স্থ-সমাজ প্রচার কার্য্য করিতেছে
করিবার আন্তরিক ইচ্ছা ও উহাদের নাই"—এ দুঃখ ও তিনি আমার নিকট অ
বার করিয়াছেন। এবং তাহার অভ্যাস ও ইঙ্গিত তিনি ঐ সমাজের দ্বি
বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন; বি
তাঁহার সেই স্পষ্ট উক্তির কতকাংশ উদ্ধৃত হইল :—

".....স্বজাতির আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া এবং স্বজাতির সে
সংস্কার সাধনে কিঞ্চিৎ সহায়তা দানের সুযোগ পাইব আশা করিয়াই আমি
কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছিলাম.....একাগ্রতার সহিত উপনয়ন ম
বিস্তারের সঙ্কল্প লইয়া আর একটী সভা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনেকে অ
করেন, ফলে ১৩২৭ সালে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। সমউদ্দেশ্য
সমভূমিব্যাপী দুইটী সভা হওয়া উচিত নহে, বরং পুরাতন সভারই সংস্কার
উচিত এ কথা তখন অনেকে বলিয়াছিলেন। এ কথা অযৌক্তিক না হই
পরস্পর প্রতিযোগিতায় উভয় সভারই কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবে এবং নূতন দে
সভা দ্বারা সমাজে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার ক্ষিপ্রতার সহিত প্রবর্ত্তিত হইবে এই
আশা করিয়াই আমি তাহার বিরোধী হই নাই; এমন কি প্রথম মহাধিবে
মাননীয় সভাপতির অনুপস্থিতিতে আমি সভাপতির কার্য্য করি। পরে "সমাজে
সভাপতিপদে আমাকে বরণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইলেও আমি তা
আপত্তি করি নাই। কিন্তু এই নূতন সভা হইতে উপনয়নাদি সংস্কার প্রবর্ত্ত
যে ঐকান্তিকতা ও সফলতা আশা করিয়াছিলাম কার্য্যতঃ তাহা কিছুই প্র
হয় নাই, ইহা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি.....এই ভাবে
চলিতে থাকে তবে যে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য "সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হ
তাহার সার্থকতা কোথায়?.....মাসিক পত্রিকা থাকা উচিত, কিন্তু তাহা
দ্বারা প্রচারকের কার্য্য হয় না, কারণ বার লক্ষ কায়স্থের মধ্যে পত্রিকা গ্রাহক

দুই হাজার.....কার্য্যালয় ও পত্রিকার জন্য বৎসরে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহা সংক্ষেপ করতঃ সমাজের সর্ব্বাংশে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করা উচিত। নতুবা.....সমাজের সংস্কার যে কতকালে সাধিত হইবে তাহা কল্পনায় আনিতে গেলে অবসাদে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে..... আমার মনে হয় আমাদের স্বজাতিবর্গ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অতিথিসৎকারে যে সহস্র সহস্র মুদ্রা জলের মত ব্যয় করেন, তাহা না করিয়া যদি ঐ টাকাগুলি প্রচারকার্য্যের জন্য ব্যয় করেন তবে সমাজের অনেক অধিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে..... ইহাও আমার চিরপোষিত আশা ও ভগবৎসকাশে প্রার্থনা যে 'কায়স্থ-সভা' ও "সমাজ" রূপ দুইটী বিভিন্ন শক্তি কালক্রমে একত্রীভূত হইয়া জাতীয় বল বৃদ্ধির কারণ..... জাতির কল্যাণ সাধন করুক (সমাজের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি মহেন্দ্র বাবুর অভিভাষণ, ২।৩ পৃষ্ঠা)

কি গভীর অনুশোচনা, ও প্রচার কার্য্যের জন্য কি দারুণ উৎকণ্ঠা! "সভা" ও "সমাজ"কে মিলাইয়া এক করিবার ও কি তীব্র ইচ্ছা। মাত্র বৎসরকাল সমাজের সভাপতিত্ব করিয়া তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন যে স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাহার উদ্যোগিগণকে প্রশ্রয় দিয়া তিনি ভাল করেন নাই এবং সেই ত্রুটী—সেই হিসাবের ভুলটুকু সংশোধন চেষ্টা তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন। সভা ও সমাজকে মিলাইয়া এক করিবার জন্য তাই তাঁহার এত আগ্রহ, এত কষ্ট স্বীকার; রোগে কাতর অবস্থাতেও তিনি ঐ মিলন সংশোধন জন্য কলিকাতা যাতায়াত করিয়াছেন এবং অর্থব্যয় ও মনস্তাপ লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। একবার নয়, দুই বার নয়—বহুবার এরূপ ঘটিয়াছে। জাতির মঙ্গলের সদিচ্ছা পালন করিতে গিয়া তিনি জাতির পরোমুখ মিত্র "সমাজের" নিকট এইরূপ একাধিকবার অবমানিত হইয়াছেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন "সমাজকে" স্বতন্ত্র ভাবে তাহাদের সাংঘাতিক নীতি অনুসরণ করিবার প্রশ্রয় দিলে কায়স্থ জাতির উপকার নাই; "সমাজের" সভ্য ও সহায়কগণের এই সব গুরুতর বিষয়ে পুত্তলিকাবৎ অবস্থান জাতির অশেষ অমঙ্গলের কারণ ও জাতীয় প্রতারণার সহায়ক বলিয়াই তিনি "সমাজের" শুভার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই এই গুরুতর বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও তাঁহাদের চৈতন্য হইল না, বুঝিবা তাঁহাদের চৈতন্য হইবার ও নহে। জগতের এই রীতি জানিয়াই ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—

সচ্চা কহেতো মারে লাঠ্‌ঠা, ঝুটা জগৎ ভুলাই।
গো-রস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠল বিকাই॥

সত্য কথা কহিলে লাঠি খাইতে হয়; মিথ্যাই জগতকে ভুলাইয়া রাখে। গব্যরস দুগ্ধ গলি গলি ঘুরিয়া চীৎকার করিয়াও বিক্রয় হয় না, কিন্তু সুরা এক স্থানে বসিয়া বিক্রীত হয়। আমাদের সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠান সমূহে আজ এই ভক্ত কবির সত্য বাণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছে। যদি প্রচার কার্য্য না হইল, প্রচারকসঙ্ঘ সংগঠন না করিতে পারা গেল, প্রচারক রক্ষণের ব্যবস্থার চেষ্টা পর্য্যন্ত না করা হইল, তবে স্বতন্ত্র একটা প্রতিষ্ঠান রক্ষণ ও পরিপোষণ জাতীয় অর্থের অপচয় ও জাতীয় প্রতারণার নামান্তর। যাহার ধমনীশিরায় পবিত্র কায়স্থ-শোণিত প্রবাহিত তিনি কখনও এ কার্য্যের প্রশ্রয় দিতে পারিবেন না, বরং যেটী আছে তাহারই শক্তি বৃদ্ধি ও সংশোধন চেষ্টা করিবেন। যে 'সমাজের' তিনি একজন সমর্থক ও পরে সভাপতি সেই সমাজেরই বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির মুখে স্পষ্ট ভাষায় এমন অসত্য সত্য বলিবার সাহসই বা কয় জনের আছে? "সমাজ" প্রতিষ্ঠায় কিছু সাহায্য করার জন্য এমন মর্ম্মবেদনা ও অনুশোচনাই বা কয়জন করিতে পারেন? স্বজাতি হিতচেষ্টা করিতে গিয়া অসাবধানতা বশতঃ তিনি স্বার্থসিদ্ধিপরায়ণ কতকগুলি স্বজাতি বন্ধু(?)র চক্রান্তে পতিত হইয়াছিলেন, ইহা তিনি যখনি বুঝিলেন তখনি হইতেই তাহার সংশোধন চেষ্টা প্রাণপণে করিয়া গিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজে তাঁহার বার্ষিক সাহায্যদান ও বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁর এই গুণ এই ছিল যে তিনি বিনা প্রমাণে কাহাকেও অবিশ্বাস করিতে পারিতেন না। কায়স্থ-সভা যখন "দেবত্রাণ মহেন্দ্র গুপ্ত ভাণ্ডারের টাকার জন্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের নামে নালিশ করিতে বাধ্য হইলেন, 'সমাজের' শরৎ বাবু উপেন্দ্র বাবুর মুখে তিনি উহা অন্যায় জানিয়া তাহা বারণও করিয়াছিলেন এবং মোকদ্দমায় যে সভার হার হইবে তাহাও শরৎ বাবু উপেন বাবুর কথা মত বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং ঐ মোকদ্দমা করার জন্য সভার উপর কিছু বিরক্তিও আমার নিকট কথা প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন মোকদ্দমার রায় প্রকাশ হইল, ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় মোকদ্দমাতেই কায়স্থ-সভা জয়ী হইল, খরচা ও সুদ সমেত ঐ সাড়ে ছয় টাকার সম্পূর্ণ ডিক্রী কায়স্থ-সভা পাইল, তখন ঐ মোকদ্দমা ঘটিত আমূল বিবরণ তিনি জানিতে পারিলেন এবং নিজের ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করিয়া লইলেন। "সমাজের" সভাপতি পদের

গৌরব তিনি সভার মোকদ্দমা পরিচালনের ব্যয় বাবদ নিজ সাধ্য মত অর্থ সাহায্য প্রদানে কৃপণতা বা চক্ষুলজ্জা করেন নাই। "সমাজের" সভাপতিরূপে 'সভার' মোকদ্দমা খরচার জন্য সাহায্য করার এমন সংসাহসই বা কয়জন সভ্যের আছে?

"কায়স্থ-সমাজের" কাঃ নিঃ সমিতির এক অধিবেশনে "কায়স্থ-সভা" ও "সমাজ" মিলন সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সভার প্রতি অন্যায় ও মিথ্যা কটাক্ষ করিয়া ও উৎকট উপবীত-প্রীতি দেখাইয়া সমাজপরিচালকগণের যে বিকৃত মনোভাব শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র রায় বর্ম্মা এম,এ. বি,এল মহোদয়ের মুখে সমাজ—পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তদুত্তরে গত বর্ষের বৈশাখের কায়স্থ-পত্রিকায় মল্লিখিত "খোলা চিঠি" প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিয়াছিলাম (বৈশাখ সংখ্যা ৩১ পৃঃ) "অতীব দুঃখ ও ক্ষোভের কথা যে আপনাদের ন্যায় মহৎ ব্যক্তিগণও অজ্ঞাতসারে তাহারই (সমাজের) কার্য্যনীতি সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। আপনি, দেসাহবে, মহেন্দ্র বাবু ও মহারাজা প্রভৃতি 'মান্যমান উপবীতিগণ' সম্মুখে থাকিয়া তাহারই প্রশ্রয় দিতেছেন 'সমাজ'-প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়াছেন, তাহার অন্নপ্রাশন ও ভরণপোষণ চালাইতেছেন, আপনারা সকলেই মহাপুরুষ, কাজেই আত্মবিস্মৃত।" এই চিঠি প্রকাশ হওয়ার পর মহেন্দ্র বাবুর সহিত কলিকাতায় দেখা হইলে তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন "আপনার 'খোলা-চিঠি' পড়িয়াছি, আপনার নির্ভীক লেখনী আক্রমণ হইতে আমাকেও বাদ দেয় নাই; আমি তো যাহা করিয়া ফেলিয়াছি তাহার সংশোধন চেষ্টাই করিতেছি।" আমি বলিলাম, "যাঁহাদের নাম আমি ঐ পত্রে উল্লেখ করিয়াছি তাঁহারা সকলেই আমার অশেষ ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র; তাঁহাদের যখন অন্যায় বিষয়ে বিনানুসন্ধানে পরের কথামত কার্য্য করিতে দেখি তখন হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাই; আপনাদের ভক্তি শ্রদ্ধা করি বলিয়াই ভগবানের উপর অভিমানও করিয়া থাকি, অপরের প্রতি তো এ অভিমান প্রকাশ করিতে যাই না, এবং তাহাদের কৃত অন্যায় কর্ম্মের জন্য হৃদয়ে ব্যথা ও পাই না।" মহেন্দ্র বাবু হাসিলেন। আমার ন্যায় এক জন অন্নহীন ও আশ্রয়স্থানশূন্য স্বজাতি-অনুগ্রহ-জীবী ও জাতির নিকট আত্মসমর্পিত দীন দরিদ্রের নিকট এমন তীব্র সমালোচনা, এমন অপ্রিয় সত্য কয়জন সম্মানিত গণ্যমান্য ব্যক্তি এমন হাসি মুখে ও সরল প্রাণে গ্রহণ করিতে পারেন? আমি সেই দিন আর একবার মহেন্দ্রনারায়ণের প্রাণের ও মনের উচ্চতা অনুভব করিয়াছিলাম।

প্রচারকার্য্যের প্রতি তাঁহার অসীম আগ্রহ ছিল ; কোথাও কায়স্থ-সভা হইতেছে শুনিলে তিনি তথায় না যাইয়া পারিতেন না। যখন শরীর অসুস্থ থাকিত, কায়স্থ জাতির কল্যাণ চাহিয়া তিনি নিজের সে অসুবিধা ও অসুস্থতা গ্রাহ্য করিতেন না। আমি বহুবার তাঁর এ ভাব লক্ষ্য করিয়াছি—মান অপমান তাঁর ছিল না ; তিনি বৈষ্ণবের যা যথার্থ লক্ষণ সেই "তৃণাদপি সুনীচ" ও "তরোরি সহিষ্ণু" ছিলেন। নিমতিতায় তাঁর সহিত আমার সেই প্রথম আলাপের পর তিনি বহরমপুর অঞ্চলে প্রচার কার্য্য করিতে একটু মনোযোগ দিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে বহরমপুরের জননায়ক বৈদ্যবংশীয় বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সম্মানমর্য্যাদা লইয়া কায়স্থ ও বৈদ্য মধ্যে মনোবাদ চলিতে থাকে ; ৺বৈকুণ্ঠ বাবুর পুত্র তাঁহার খুল্লতাত ভকিল শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন মহাশয়কে লইয়া বহরমপুরের কায়স্থ সেন বাবুদের দ্বারস্থ হইলেন এবং স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠ বাবুর সহিত তাঁহাদের যে মনোমালিন্য ছিল তাহা বিস্মৃত হইয়া তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়ায় সকল কায়স্থ যাহাতে যোগদান করেন সে বিষয় প্রার্থনা করেন। মৃতের প্রতি সমস্ত মনোবাদ বিসর্জ্জন দিয়া কায়স্থ সেন বাবুরা শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন আবার শ্রাদ্ধ-সভায় কায়স্থ বৈদ্যের সম্মানের গোলযোগ উপস্থিত হইল। বৈদ্যগণ শ্রাদ্ধ-সভায় উপস্থিত স্বজাতিগণকে যজ্ঞোপবীতাদি দ্বারা বরণ সম্মান দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কায়স্থগণ বলেন আমরা কখনও বৈদ্যকে পৈতা দিয়া বরণ করিতে দেখি নাই শুনি ও নাই, সুতরাং আমরা উহা সমর্থন করিতে সম্মত হইব না। অপরপক্ষ বলিলেন, বৈদ্যগণ যদি কায়স্থগণকে বরণ সম্মান দেন তাহা হইলে আমরা রাজী হইতে পারি ; উভয় পক্ষীয় স্বপক্ষ ও বিপক্ষ ব্রাহ্মণগণও কায়স্থবৈদ্যের এই বিবাদ-বহ্নিতে ইন্ধন প্রদানের দুর্দ্দমনীয় লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে উভয় পক্ষ স্থির ধীর ভাবে স্ব স্ব জাতীয় সম্মান রক্ষা করিয়া এ বিবাদের মীমাংসা করিয়াছিলেন। দিনাজপুর রাজপণ্ডিত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি কিছু দিন বহরমপুরে থাকিয়া প্রচার কার্য্য করেন এবং সেন বাবুদের উপবীত লইতে অনুরোধ করেন। আমায় তথায় গিয়া ঐ সময়ে প্রচার করিবার জন্য পত্র ও লিখিয়াছিলেন। ৺বৈকুণ্ঠ বাবুর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ঐ স্থানীয় কায়স্থগণের মধ্যে একটা আত্মসম্মানের ভাব ও জাগিয়া ছিল। কিছুদিন পরে আমি মহেন্দ্র বাবুর পত্র পাইলাম তিনিও বহরমপুরের কায়স্থগণের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিয়া আমার

ত্যাগ করিয়া ঐ স্থানে রওনা হইতে বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন। আমি বহরমপুরের কায়স্থ-সেন বাবুদের নেতৃস্থানীয় শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ সেন মহাশয়কে সংবাদ দিয়া রওনা হইলাম ; মহেন্দ্র বাবুও পূর্ব্ব হইতে আমার কথা তাঁহাকে জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হইল ; তাহাতে বুঝিলাম ওখানকার কায়স্থগণ পৈতা ধারণের বড় পক্ষপাতী নহেন, তবে ক্ষত্রিয় বলিয়া নিজেদের কেহ কেহ স্বীকার করিয়াছিলেন। পৈতা-বিরোধী সম্প্রদায়ের সহিত ও আমার আলোচনা হইয়াছিল ; তাহাতে বুঝিয়াছিলাম যে ব্যক্তিগত সম্মান মর্য্যাদা ও নেতৃত্ব যতটা তাঁদের পৈতাবিরোধী করেছে, শাস্ত্রযুক্তি ও স্বজাতির মর্য্যাদা বোধ তাঁদের ততটা পৈতাবিরোধী করিতে পারে নাই। উৎকট আত্মপ্রাধান্যের বলবতী ইচ্ছা ও ব্রাহ্মণভক্তির অনাবশ্যক আতিশয্য ও তাহাদিগকে স্বজাতিবিদ্রোহী করিতে কম সহায়তা করেন নাই। বহরমপুর সভার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন সরকার মহাশয় আমায় জানাইয়া ছিলেন যে ওখানকার অনেকেরই নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ধারণা থাকিলেও পৈতা গ্রহণের আবশ্যকতা কেহ উপলব্ধি করেন না। কায়স্থের পৈতা ধারণেই বা কি লাভ হইবে এবং না লইলে ক্ষতিই বা কি হইতেছে তাহা যদি আমাদিগকে বুঝাইতে পারেন তাহা হইলে এখানে এ আন্দোলন সফল হইতেও পারে। আমি বলিলাম ঈশ্বর আমায় যাহা বলাইবেন আমি তাহাই বলিব।

উৎসাহ ও অবসাদের মধ্যে সভার আয়োজন চলিতে লাগিল ; নিমতিতা হইতে মহেন্দ্র বাবু দলবলসহ আসিলেন, দিনাজপুর-রাজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশী স্মৃতিরত্ন মহাশয় আসিলেন। ৺শ্রীবনবিহারী বাবুর গঙ্গাতীরস্থ বৈঠকখানার হলে সভার অধিবেশন হইল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহেন্দ্রনারায়ণই সাক্ষাৎ মহেন্দ্রের ন্যায় এ সভার পতিত্বে বরিত হইলেন। পণ্ডিত মহাশয় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। সভাপতি মহকায় ইঙ্গিত করিয়া আমায় তাঁহার পার্শ্বে ডাকিলেন ও কয়েকটী পরামর্শ করিয়া দৃঢ় মৃদু স্বরে কহিলেন "এ দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করা চাই"। আমি বলিলাম "আপনাদের আশীর্ব্বাদ।" তখন সভার মধ্যে ও সভার সম্মুখস্থ উচ্চ সোপানাবলী ও রাস্তায় বহু লোক পরস্পর নানা বিপক্ষ আলোচনা করিতেছেন। আমার পাগ্‌ড়ী তিলক ও উত্তর পশ্চিম দেশীয় পরিচ্ছদ দেখিয়া বেশ সমালোচনা চলিতেছিল এবং কেহ কেহ খুব আস্তে আস্তে বলিতে ছিলেন, "ছোঁড়াটা অগ্নিবর্ম্মা সাজটা করেছ ভালো"। কেহ কেহ জমিদারগণকে দেখাইয়া বলিতে ছিলেন "ও দিকটা House of Lords ; আমরা House of Commons. দেখা যাক

আজ Lordsরা কি বলেন” ইত্যাদি নানারূপ আলোচনা চলিতে লাগিল। পণ্ডিতজীর বক্তৃতা শেষ হইল, সভাপতি মহাশয় আমাকে আহ্বান করিলেন। আমি তখন এক মনে আমার পার্শ্বেই উপবিষ্ট ৺শ্রীবনবিহারী বাবুর বহরমপুরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার অষ্টম বার্ষিক মহাধিবেশনের কথা ও সেই সভায় তাঁহার নেতৃত্বে পৈতার প্রস্তাব লইয়া তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা ও তাঁহার নিজের কীর্ত্তি কাহিনী শুনিতে ছিলাম এবং তিনি সেই সময়ে যে বিদ্রূপ শ্লেষাত্মক সাজ সজ্জাদি করিয়া ৺রায় যতীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কায়স্থ-সভার অষ্টম বার্ষিক মহাসম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা শুনিয়া আমি তখন যুগপৎ বিস্মিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতেছিলাম। তাঁহার সেই বিরাট কলেবর ও বর্ণনার ভণিতায় বহরমপুরে যে তখনও পৈতার সময় হয় নাই তাহাই আমি বুঝিতেছিলাম কিন্তু তাঁর অকপট সরল ব্যবহার ও প্রাণের কথাগুলি আমাকে তাঁর প্রতি বড়ই আকৃষ্ট করিয়াছিল। সভাতে তাঁর সহিত আলাপ করিবার আমার সুযোগ হয় নাই কিন্তু আমি যে বুঝিয়াছিলাম যে আমার বক্তৃতার পর তিনি একটী তীব্র অথচ সরস প্রতিবাদ না করিয়া ছাড়িবেন না।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বান শুনিয়া আমি তথা হইতে হলের অপর অংশে গিয়া দণ্ডায়মান হইলাম এবং বলিলাম “শুনিতেছি এটা নাকি House of Commons, আমিও একজন Commoner. এ কারণ এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়াই আমি আমার জাতির কথা ব্যক্ত করিতে চাই” এই কথা কয়টী বলিবা মাত্রই সমস্ত হলঘরটী সচকিত, হাস্যকরতালিরোলমুখরিত হইয়া উঠিল। আমার বক্তৃতার সময় সেই বিস্তীর্ণ হল ঘর, উচ্চ সোপানাবলী ও রাজপথ জনসমাকীর্ণ ও নিস্তব্ধ হইয়া উঠিল; চিত্রার্পিতের ন্যায় সকলে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বক্তৃতা শুনিতেছেন। সভাপতি মহাশয় উৎফুল্ল মুখে সভার মনোভাব লক্ষ্য করিতেছেন। পূর্ণ আড়াই ঘণ্টাকাল বক্তৃতার পর সেই সভা এক বাক্যে পৈতা লইতে স্বীকৃত হইলেন। ৺শ্রীবনবিহারী বাবু বলিলেন “সেবার পৈতা লওয়ার বিরোধিতা করেছিলাম, এবার তার প্রায়শ্চিত্ত করিব, যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিব” সমগ্র সভা এক বাক্যে উপবীত গ্রহণের দিন স্থির করিলেন, যারা বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে আসিয়াছিলেন আর কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না: যাঁহারা সভাপতি মহাশয়কে পূর্ব্বে জানাইয়া ছিলেন বক্তৃতা করিবেন, তাঁরা আর বক্তৃতা করিতে না জানাইলেন; যুবক ও বালকগণের উচ্চ আনন্দরোলে সভা ভঙ্গ হইল। অধ্যাপক ৺উমাচরণ ঘোষ মহাশয় আমায় বলিলেন “ইংরাজী পুস্তকে পড়িয়াছি

বক্তৃতা প্রভাবে শিরশ্ছেদদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ও রাজাজ্ঞা রহিত হইয়াছিল। আজ প্রত্যক্ষ করিলাম বক্তৃতাশক্তি মানুষের মনের উপর কত দূর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম; ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।” আমি অবনত মস্তকে স্বজাতির এ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলাম। মহেন্দ্র বাবু আমায় জড়াইয়া ধরিলেন, সেই গাঢ় স্নেহালিঙ্গন আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না।

পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী

কায়স্থ-সমাচার

উপনয়ন।

(১)

ভাগলপুর হইতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার স্বেচ্ছাপ্রচারক, দিনাজপুর-মহারাজের দ্বারপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় লিখিতেছেন—

“গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার আমার অধ্যক্ষতায় ভাগলপুরের প্রধান উকিল, মাননীয় লর্ড এস্, পি, সিংহ মহোদয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ এম্-এ, বি-এল্, শ্রীযুক্ত দীপনারায়ণ সিংহ, শ্রীযুক্ত ধ্রুবনারায়ণ সিংহ ও শ্রীযুক্ত কমলনারায়ণ সিংহ—এই ৪ জন উত্তররাঢ়ীয় সম্ভ্রান্ত কায়স্থ উল্লিখিত রণজিৎ সিংহ মহাশয়ের ভবনে যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন।”

(২)

শোভাবাজার ষ্ট্রীটের ১০৬ নং ভবনে গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ নিম্নোক্ত কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্ম মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র—(১) শ্রীমান রমাপ্রসাদ দেববর্ম্মা। (২) শ্রীমান অতুলচন্দ্র দেববর্ম্মা। (৩) বাজিতপুরনিবাসী—শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ মহলানবীশ দেববর্ম্মা।

উপনয়নগ্রহণান্তে বিবাহ।

(১)

প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—

গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ মাণিকদহ গ্রামে শ্রীযুক্ত পতাকিচরণ বিশ্বাস মহাশয়ের ভবনে তদীয় পুত্রদ্বয়ের উপনয়ন যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে এবং ঐ দিনই ২২ রবি গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর বাটীতে পতাকীবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান প্রমথনাথ বিশ্বাস বর্ম্মার সহিত যোগেশ বাবুর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সুবোধবালা দেবীর শুভ-বিবাহ দ্বিজাচারে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

(২)

স্বেচ্ছাপ্রচারক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় লিখিতেছেন—

"বিগত ২১শে জ্যৈষ্ঠ মালদহ জেলার দরবারপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু বনওয়ারী লাল ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ের কন্যার বিবাহ ক্ষত্রিয়াচারে মহাসমারোহে সম্প হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ-ঘোড়শালা নিবাসী শ্রীমান গোপেশচন্দ্র দাশ বর্ম্মা আর উদ্যোগে বিবাহের দিন উপবীত গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ করিয়া সকল প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছেন। বনওয়ারী বাবু কন্যার বিবাহে সহস্রাধিক লোকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইয়াছেন।"

ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধ।

বরিশাল-কাশীপুর হইতে শ্রীযুক্ত ব্রিশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা জানাইতেছেন—

(১) গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ ৺অমরচন্দ্র বসু বর্ম্ম মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার কাশীপুরে নিজ ভবনে ত্রয়োদশাহে যথারীতি দ্বিজাচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

এবং

(২) গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ কাশীপুরের ৺বিপিনচন্দ্র গুহবর্ম্ম মহাশয়ের আদ্যশ্রা যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ

গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ (৩০শে মে) রবিবার টাঙ্গাইলের সুপ্রসিদ্ধ গভর্ণমে উকীল লোকালবোর্ডের ভাইস্ চ্যায়ারম্যান শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ ব বি-এল বিদ্যাবিনোদ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঙ্গপুরের উকীল এবং কোঅপারেটি

আরবেন্ ব্যাঙ্কের চ্যায়ারমেন্ শ্রীযুক্ত সুধেন্দুমোহন ঘোষ বর্ম্মা বি-এল্ মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের মাতৃদেবী ৺সরলাসুন্দরী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ ও চন্দনধেনু যথারীতি ত্রয়োদশাহে নৈহাটীতে ৺গঙ্গাতীরে সুনির্ব্বাহ করিয়াছেন। ভট্টপল্লী নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধারমণ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, নৈহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য প্রমুখ মহাশয়গণ আচার্য্য, তন্ত্রধার, হোতা, প্রভৃতির কার্য্যে এবং বিরাট ও গীতাপাঠে বৃত ছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া এই শ্রাদ্ধে যোগদান করেন; তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য বরণ ও বিদায় প্রদান করা হইয়াছে। প্রচারক মহাশয়দ্বয়ের তত্ত্বাবধানে এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা শ্রাদ্ধক্রিয়া যথাশাস্ত্র দ্বিজোচিত বিধানে সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। পূর্ণেন্দু ও সুধেন্দুবাবুর মাতৃদেবী মালুচীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় রায় প্রসন্ননাথ বসু রায় মহাশয়ের কন্যা এবং স্বজাতির পরম শুভানুধ্যায়ী রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসু বর্ম্মচৌধুরী বিদ্যাবিনোদ ভক্তিভূষণ ও রায় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু বি-এ, কবিভূষণ মহাশয়ের সহোদরা। এই সাধ্বী মহিয়সী রমণী পরম সৌভাগ্যবতী; উপযুক্ত পতি, পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র প্রভৃতি স্বজন পরিপূর্ণ সংসার রাখিয়া এবং কোন প্রকার রোগ শোক জ্বালা, যন্ত্রণা না ভুগিয়া গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বেলা ৮টার সময় সন্ন্যাস রোগে মাত্র ১০ ঘণ্টার মধ্যে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধে যথারীতি হেমগর্ভ তিলদান, ষোড়শ এবং সবৎসাদানাদি চন্দনধেনু ক্রিয়া সমস্তই সুনির্ব্বাহ হইয়াছে। পূর্ণেন্দু বাবুর মাতৃদেবী পরমাভক্তিমতী ছিলেন, দৈনিক পূজা আহ্নিক অন্তে অন্ততঃ ১ অধ্যায় শ্রীমদ্ভগবগীতা পাঠ ও স্বামীর পাদোদক পান না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। পূর্ণেন্দু বাবু স্বর্গীয়া মাতার আত্মার তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১০০ গীতা দান এবং স্মৃতিরক্ষাকল্পে প্রতি বর্ষে তাঁহার পরলোকগমনের দিনে এই পবিত্র গ্রন্থের যাহাতে যথাসম্ভব দান হইতে পারে, তন্নিমিত্ত টাঙ্গাইল বার লাইব্রেরীর ভাণ্ডারে নগদ টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পূর্ণেন্দু বাবুর পিতা শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় এবং মাতুল নৃপেন্দ্র বাবুও ভগ্নীপতি বাদরেহালি নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি-এস্ সি মহাশয়গণ সমাগত ব্রাহ্মণ ও স্বজাতীয় আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব এবং উপস্থিত ব্যক্তি গণকে আদর যত্নের দ্বারা পরম আপ্যায়িত করিয়াছেন।

ইদিলপুর-কায়স্থ-সভা।

স্থান—বেজনীসার চৌধুরী বাড়ী।

তারিখ—৭ই চৈত্র, সন ১৩৩২।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় উপস্থিত কায়স্থগণের সংখ্যা—৭২ জন।

ইদিলপুর কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী ও ধীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু বর্ম্মা মহাশয় নানা প্রকার যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি উল্লেখ করিয়া কায়স্থজাতির দ্বিজত্ব সম্বন্ধে উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। তাহার পর মূলগাঁ-নিবাসী শ্রীযুত বিনোদবিহারী গুহবর্ম্ম মহাশয় বলেন, যে বর্ত্তমান সময় স্থানীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী উপবীতী কায়স্থগণ ও তাহাদের সাহায্যকারী ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে নানা প্রকার দুর্ব্ব্যবহার করিতেছেন। এই সংস্রবে তিনি প্রকাশ করেন যে, কায়স্থগণের সাহায্যকারী ব্রাহ্মণগণকে স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ সমাজে বন্ধ রাখার এবং তাহাদের সহিত সংস্রব ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিনোদ বাবু আরও ২।৩টী ঘটনা উল্লেখ করেন। (১) তাঁহাকে তাঁহার নিজ গ্রামস্থ শ্রীযুত শ্যামাচরণ সমাদ্দার মহাশয় একদিন তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান, তৎপর তিনিও উক্ত সমাদ্দার মহাশয়কে তাঁহার বাড়ীতে ভোজন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলে সমাদ্দার মহাশয় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বিনোদ বাবুকে বলেন যে, "তুমি যে আমার গৃহে আহার করিয়াছ এবং তোমাকে পরিবেশন করিয়া আমার স্ত্রী রান্নাঘরে গিয়াছে—এই কথা সমাজ জানিলে সমাজ আমাকে ত্যাগ করিবে।"

(২) বিগত শারদীয়া পূজার সময় বেজনীসার-নিবাসী শ্রীযুত বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য পাঠক ঠাকুর মহাশয় বিনোদ বাবুর বাড়ীর শারদীয়া পূজা পুরোহিত দ্বারা সম্পাদন করিবেন বলিয়া প্রকাশ করায়, মূলগাঁ-নিবাসী শ্রীযুত মোহিনী মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত বাণীকণ্ঠ ঠাকুর মহাশয়কে বিনোদ বাবুর সংস্রব ত্যাগ করিতে বলেন এবং না করিলে তাঁহার বাড়ীর (প্রায় ২৫।৩০ বৎসরের উর্দ্ধকালের) পৌরহিত্য হইতে বর্জ্জন করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন, তাহাতে বাণীকণ্ঠ ঠাকুর মহাশয় মোহিনী চক্রবর্ত্তীর শারদীয় পূজার উৎপন্ন স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অতি সৎসাহসের সহিত মোহিনী চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর পূজা মণ্ডপ ত্যাগ করতঃ বিনোদ বাবুর বাড়ীর শারদীয়া পূজা সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

(৩) উক্ত মোহিনী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ-উপলক্ষে শ্রীযুত বিনোদ বাবু চক্রবর্ত্তী মহাশয় দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া, কায়স্থ সমাজের বিরুদ্ধাচরণকারী দলের প্রধান নেতা শ্রীযুত বিষ্ণুচরণ মুখোপাধ্যায় বাড়ী গিয়াছিলেন এবং সেই সময় উক্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত অন্নদাচরণ তর্কবাগীশ প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ প্রকাশ্য ভাবে বলেন যে, "যে সকল ব্রাহ্মণ পৈতার সংস্রবে আছে আমরা তাহাদিগকে শাসন করিব"—এই সকল ঘটনা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত বিনোদ বাবু নিম্নলিখিত প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত করেন।

(ক) বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থ জাতির সামাজিক স্থান ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ।

(খ) যে সমস্ত ব্রাহ্মণ সংস্কৃত কায়স্থগণের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন ইদিলপুর কায়স্থ সমাজ কর্ত্তৃক তাহাদের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংশ্রব ত্যাগ করা হউক। এই প্রস্তাবের সমর্থনে নলমুড়ী-নিবাসী শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, শিক্ষা ও দীক্ষা-গুরু ব্যতীত যে ব্রাহ্মণ উপনীত ও ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধকারী কায়স্থগণের সহিত সংস্রব রাখিতে অসম্মত, তাহাদের সহিত সমগ্র ইদিলপুর কায়স্থ সমাজের সর্ব্বপ্রকার সংস্রব ত্যাগ করা উচিত। এই প্রস্তাব শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সমর্থন করান হইলে এবং শ্রীযুত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্মণ রায় চৌধুরী অনুমোদন করিলেন।

পট্টী-নিবাসী শ্রীযুত সূর্য্যকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় ও আনুয়াকাঠি-নিবাসী শ্রীযুত হেমচন্দ্র বসু মহাশয়, উপরোক্ত কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন ও অনুমোদন করিলেন।

মূলগাঁ-নিবাসী শ্রীযুত কালীকুমার রায় চৌধুরী বলিলেন যে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন যখন আমাদের কোন কার্য্যই হয় না, তখন আমি তাহাদের সঙ্গে দলাদলী করিতে পারি না, এই কথা বলিয়া তিনি উল্লিখিত প্রস্তাবের আপত্তি করিলেন।

উক্ত শ্রীযুত কালীকুমার রায় চৌধুরী এবং অপরাপর ৩।৪ জন ব্যতীত উপস্থিত ৭২ জন মধ্যে সকল কায়স্থ সভ্যই শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিলেন এবং এই প্রস্তাব গ্রহণকারী সভ্যগণের নিজ নিজ স্বাক্ষর লিপিবদ্ধ থাকা সঙ্গত বিবেচিত হওয়ায় তাহাদের স্বাক্ষর গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইল।*

(স্বাক্ষর) শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী
সভাপতি।

* স্থানাভাব বশতঃ আমরা সকল স্বাক্ষরকারিগণের নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না, ইদিলপুর কায়স্থ সভায় তাঁহাদের স্বাক্ষরিত নাম-তালিকা রক্ষিত আছে। কাঃ পঃ

পুস্তক-পরিচয় ও আলোচনা

১। "প্রফেসার-পত্নী"—শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (ডাক্তার) প্রণীত; ক্রাউন ১১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ টাকা। প্রকাশক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

গ্রন্থকার নিবেদনে জানাইয়াছেন যে, এই পুস্তকখানি বিখ্যাত ইংরাজ গল্প-লেখক ডাক্তার এ, কোনান্ ডয়েলের (A. Conan Doyle) রচিত "রাউণ্ড্ দি রেড্ ল্যাম্প" (Round The Red Lamp) নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের ৪টী গল্প অবলম্বনে লিখিত। তিনি আরও জানাইয়াছেন, শক্তিশালী ইংরাজ-লেখকের ভাষার অনুবাদ করা কঠিন ও দুঃসাধ্য—অনুবাদে ভাষার মাধুর্য্য, লালিত্য, রসিকতা এবং প্রাঞ্জলতা রক্ষা করা দুরূহ—কিন্তু প্রবীণ সাহিত্যরথী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় এই পুস্তকের "পরিচয়ে" জানাইয়াছেন—"অনুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে। উপেন্দ্র বাবুর এই প্রথম প্রচেষ্টা সফল হইয়াছে। অনুবাদ সরল ও সহজ হইয়াছে।" আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অনুবাদকের সহিত স্বর মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা করি—"বাঙ্গালা ভাষা—সচরাচর যে সব গল্পাবলী প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে এ গুলি স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত। প্রেমের সেই এক-ঘেয়ে সুর ও কাঁদুনি ইহাতে নাই। অধিকন্তু বিষয়গুলিতে চিকিৎসা-জগতের একটা বিশেষ ছাপ আছে। নিত্য-নূতন-গল্প-পাঠকগণকে আমরা ডাঃ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে আহ্বান করিতেছি।

২। "মধ্যম-রহস্য" (দৃশ্যকাব্য)—শ্রীগণপতি সরকার বিরচিত, ক্রাউন ২১ পৃষ্ঠা; মূল্য দুই আনা। প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে অভিনীত, কিছুদিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত, সংস্কৃতভাষার সুপ্রসিদ্ধ কবি ভাস বিরচিত "মধ্যম-ব্যায়োগ" নামক দৃশ্য-কাব্যের আখ্যান-ভাব লইয়া বিরচিত। ভাষার সৌন্দর্য্য, দ্যোতনা, গাম্ভীর্য্য, ঝঙ্কার, বৈদর্ভী ইত্যাদি বজায় রাখিয়া সংস্কৃতভাষার কোন মহাকবির গ্রন্থের, বিশেষতঃ নাটকের অনুবাদে কৃতকার্য্য হওয়া বড় কঠিন, ভাবানুবাদ করিতে গেলেও আদি কবির মৌলিকতা নষ্ট হয়। এ ক্ষেত্রে গণপতি বাবুর প্রয়াস প্রশংসনীয়।

৩। "প্রেম ও প্রকৃতি" (কবিতা-গ্রন্থ)—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম বিরচিত, ক্রাউন ১২৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ৸০ আনা। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

সুকবি সোম মহাশয় জীবন-মধ্যাহ্নে তাপিত হইয়া তীর্থ-ভ্রমণে নানা সৌন্দর্য্য ও শান্তি-উপভোগ ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। হরিদ্বার, কাশীধাম প্রভৃতি কয়েকটী মহাতীর্থ ও শৈলভূমির বর্ণনা করিয়া প্রকৃতির প্রকৃতি ও প্রেমের পরিচয় ১০টী সর্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সরল প্রেমমাধুর্য্যপূর্ণ ললিতপদবিন্যাসযুক্ত এই কবিতা কয়টী পাঠকের মনে এমন এক সুন্দর রসের উদ্ভব করে যে, প্রেম-পীযূষ-পরিপূর্ণ-হৃদয় এই সাধক-কবির অন্তরের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ১৩১৫ সালে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। আমরা এখন পড়িয়া দেখিলাম

যে অদ্যাবধি প্রকাশিত তথাকথিত অনেক বাংলা কবিতাপুস্তকে এরূপ বাস্তবের সৌন্দর্য্য দেখাইবার প্রয়াস নাই। কবি সোম মহাশয় পরে 'মধু-স্মৃতি' লিখিয়া বাংলার অমরকবি মধুসূদনের স্মৃতি বাঙ্গালা পাঠকের মনে চিরজাগরূক রাখিয়াছেন। অনেক কবিতা লিখিয়া তিনি পণ্ডিতগণ-প্রদত্ত উপাধিও পাইয়াছেন, কিন্তু আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি—তাঁহার অন্যান্য পুস্তক রচনা না করিলেও এই "প্রেম ও প্রকৃতি" নামক খণ্ডকাব্যখানি বাঙ্গালাভাষায় রচনা করিয়া তিনি কবিকুলদলে আসন পাইতেন। কবিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "সারদামঙ্গল" ও "বঙ্গসুন্দরী" পাঠের পর এরূপ প্রেমিক ভক্ত-কবির রচনা আমরা বহুদিন পাঠ করি নাই। এই পুস্তকের আর একটী বিশিষ্টতার কথা না বলিলে ইহার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না—কয়েকখানি সুন্দর ছবি বর্ণনীয় বিষয়ের পুরোভাগে সন্নিবেশিত হইয়া পুস্তকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

4. The Ruins of Muhammadpur—(মহম্মদপুরের ধ্বংসাবশেষ)—শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত প্রণীত; ১৬ খানি ছবি (আলোক-চিত্র দ্বারা গৃহীত) ও মানচিত্র সম্বলিত, ইংরাজী ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ; ক্রাউন, ৫২ পৃষ্ঠা; মূল্য ॥০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকারের নিকট—১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯২৪ খৃঃ অঃ ২৩শে ডিসেম্বর আলোকচিত্র-যন্ত্র সঙ্গে লইয়া গ্রন্থকার মহম্মদপুর যাত্রা করেন। মহম্মদপুরের প্রত্যেক দর্শনীয় স্থান, পুরাতন কীর্ত্তি, মন্দির, বিগ্রহ, ধ্বংসাবশেষ, ঐতিহাসিক ঘটনার স্থান, রাজা সীতারাম রায়ের জীবনের প্রধান প্রধান স্মরণীয় ঘটনা, তাঁহার বংশ-পরিচয়, জন্ম, বিবাহ ও অদম্য প্রকৃতি ও প্রতিষ্ঠার কথা, সুন্দর ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। কায়স্থ-সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার প্রভূত চেষ্টা, নিজ শ্রেণীর (উত্তররাঢ়ীয়) দুইটী ও অপর শ্রেণীত্রয়ের ৩টী সম্ভ্রান্তবংশীয় কন্যার পাণিগ্রহণসম্বন্ধীয় তথ্যাদির ও ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য ও পণপ্রথা-নিবারণকল্পে তাঁহার প্রভূত চেষ্টার বিষয়, তাৎকালীন মুসলমানগণের রাজ্যশাসন ও হিন্দু জমিদারগণের প্রতিপত্তি প্রভৃতি নানা বিষয়ের ঐতিহাসিক বিবরণ, কুলকারিকা, কিম্বদন্তী, ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ, কায়স্থ-পত্রিকা, রিয়াজুসালাতিন, রাজসাহী ও মুরশিদাবাদ জেলার গেজেটিয়ার নানাচরিতাভিধান ও অধ্যাপক এস্, সি, মিত্রের যশোহর-খুলনার ইতিহাস হইতে সাহায্য লইয়া এই ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছেন। আমরা 'ব্রহ্ম-কায়স্থ' নামক কায়স্থ-জাতিতত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থপ্রণেতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান বর্ষে সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত এম্, আর, এ, এস্ মহাশয়কে এই ক্ষুদ্র অথচ নানা প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ পুস্তকখানি রচনা করিবার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। ইহার একটী বাংলা সংস্করণ আবশ্যক।

চয়ন

হিতবাদী—৭ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, ১৩৩৩।

"সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্।" বগুড়া হইতে প্রকাশিত গত ২৮শে বৈশাখের "দেশের কথায়" কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—"গত বার পূজার সপ্তমীর দিন ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রমণীমোহন সিংহ মহাশয়ের স্ত্রী সন্ধ্যার সময় আরতি দর্শনে মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়ান, তজ্জন্য কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি পুরোহিতগণ রমণী বাবুর স্ত্রীকে উপবীতী কায়স্থের কন্যা মনে করি মন্দিরের বারান্দা হইতে ১৩ সের সন্দেশ ও আধমণ দধি নষ্ট হইয়াছে বলি বাহিরে ফেলাইয়া দেন।" আমরা এই সংবাদ পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি কথাটা কি সত্য? সিংহ মহাশয়ের পত্নী মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলে বলিয়া দধি ও সন্দেশ ফেলিয়া দেওয়া হইল কেন? এই ভদ্রমহিলার পিতা উপবী ধারী কায়স্থ বলিয়া কি? তিনি কি অহিন্দু? উপবীতধারী কায়স্থগণ হিন্দু সমাজচ্যুত বলা যাইতে পারে কি? আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে ম পুরোহিত দধি ও মিষ্টান্ন ফেলিয়া দিয়া দেবমন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছে তাঁহাদের কাহারও আত্মীয় কুটুম্বগণের মধ্যে কেহ সুরাপায়ী, বেশ্যাসক্ত, নষ্টচরি অখাদ্যভোজী নাই, একথা পুরোহিতগণ শপথ করিয়া বলিতে পারেন কি? কেহ এরূপ কুক্রিয়াশালী থাকে, তবে পুরোহিতগণ তাহার সহিত সকল সম্ত্যাগ করিয়াছেন কি? মন্দিরের বারান্দায় কখনও কোন সুরাসেবী, পরস্ত্রীগা মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মণ উঠে নাই কি? এরূপ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কি উপবীতী কা হীন? যাহারা ঐ কায়স্থ-কন্যাকে মন্দিরের বারান্দায় উপস্থিত দেখিয়া দধি-স প্রভৃতি ফেলিয়া দিয়া দেবী জগজ্জননীর অতি কষ্টে জাতি রক্ষা করিয়াছেন, পুরোহিতগণের মধ্যে কয়জন নিজের বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন যে আশৈশব কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই, কখনও কোন রিপুর বশ হয়েন সকলেই শাস্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া "দ্বিজ" হইয়াছেন, বেদ করিয়া "বিপ্র" হইয়াছেন এবং অবশেষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া "ব্রা হইয়াছেন? তাহা যদি বলিতে না পারেন, তবে তাঁহারাও শূদ্র ব্যতীত নহেন, মন্দির প্রবেশে ঐ কায়স্থ মহিলার যদি অধিকার না থাকে, তবে তাঁহার সে অধিকার নাই। ইহা শাস্ত্রের কথা।

ভ্রম-সংশোধন—বৈশাখ সংখ্যার ৩১ পৃষ্ঠার ১৩ পংক্তির অন্যান্য'—"এরূপ অসংখ্য" হইবে

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার

চতুর্বিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির

৪র্থ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

১৬এ পৌষ ১৩৩২, (ইং ১০ই জানুয়ারী ১৯২৬), রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা স্থান ৮নং বিশ্বকোষ লেনস্থ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা মহাশয়ের বিশ্বকোষ ভবন।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা রায়চৌধুরী (সভাপতির আসনে)
" কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই, সি, এস, সি, আই, ই
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা
" রায় বিপিনবিহারী বসু
লেপ্টনাণ্ট " সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মৌলিক এম,এস,সি, ; বি,এল
" রসিকলাল দেববর্ম্মা
" কেদারনাথ দেববর্ম্মা
" নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (সম্পাদক)

যাঁহারা অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতিসূচক পত্র লিখিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয় সভারম্ভে তাঁহাদের নাম পাঠ করিলেন :—

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী (নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ)
" গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র এম এ ; বি,এল (দিনাজপুর)
" রায় বিশ্বম্ভররায় এম এ ; বি,এল কৃষ্ণনগর, নদিয়া)
" দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম রায় (দিনাজপুর)
" মাধবচন্দ্র সিংহ রায় দেববর্ম্মা বি,এল (দিনাজপুর)
" যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা উকিল (ভাঙ্গা, ফরিদপুর)

১ম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা সম্পাদক মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহ উকিল (মুরাদপুর, পাটনা)
,, কিরণচন্দ্র মিত্র (কলিকাতা)
ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এল,এম,এস (কলিকাতা)
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রাহা (কলিকাতা)
রায় ভূপালচন্দ্র বসু বাহাদুর (কলিকাতা)
শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ বসু (কলিকাতা)
,, কালীদাস ঘোষ বি,এল (কলিকাতা)
,, অবিনাশচন্দ্র মিত্র (কলিকাতা)
,, কমলকুমার ঘোষ (কলিকাতা)
,, শিবচরণ মিত্র (কলিকাতা)
,, মুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী (কলিকাতা)

শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র (কলিকাতা)
,, জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ (কলিকাতা)
,, যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস (কলিকাতা)
,, জিতেন্দ্রনাথ পাল এম,এ (কলিকাতা)
,, ফণীন্দ্রনাথ পাল (কলিকাতা)
,, বিধুভূষণ বিশ্বাস (কলিকাতা)
,, বি, সরকার (কলিকাতা)
,, রজনীকান্ত সরকার (কলিকাতা)

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নিয়োগী বর্ম্মা মোক্তার (মাণিকগঞ্জ, ঢাকা)
,, পূর্ণচন্দ্র দাস বর্ম্মা মোক্তার (জলপাইগুড়ি)
,, যতীন্দ্রমোহন ধরবর্ম্মা (ময়ূরভঞ্জ)
,, শ্রীনাথ দাস বর্ম্মা (পাছা, ঢাকা)
,, লক্ষ্মীরঞ্জন ঘোষ বর্ম্মা (বজ্রাক্সাইল, ঢাকা)

শ্রীযুক্ত শশিশেখর বসু এম,এ, বি,এল (কলিকাতা)
,, হেমচন্দ্র ঘোষ উকিল (আলিপুর, কলিকাতা)
,, হারাপদ ঘোষ (কলিকাতা)
,, সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস (ঐ)
,, ফামিনীপ্রসাদ রায় (গাছা, ঢাকা)
,, বসন্তকুমার রক্ষিত (বোয়ালি, ঢাকা)
,, অক্ষয়কুমার গুহ (ঐ)
,, বিশ্বেশ্বর ঘোষবর্ম্মা রায়চৌধুরী (কলিকাতা)
,, সুধাংশুমোহন ঘোষ এম,এ, বি,এল মুন্সেফ (টাঙ্গাইল
ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র ঘোষ (হিলি, রঙ্গপুর)

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু এম,এ, বি,এল মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ এম,এ (কলিকাতা)
,, অমরনাথ পালিত এম,এস,সি, বি,এল (কলিকাতা)
,, রসময় মিত্র (কলিকাতা)

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি,এল মহাশয়ের প্রেরিত সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মিত্র এটর্ণি (কলিকাতা)
,, মন্মথনাথ মিত্র বি,এল (ঐ)
,, রমেশচন্দ্র ধর বি,এল (ঐ)
,, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (কলিকাতা)
,, নীলকান্ত ঘোষ (যশোহর)

শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের প্রেরিত সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই,সি,এস, সি,আই,ই মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত ভূধরপ্রসাদ ঘোষ (কলিকাতা)
,, ক্ষীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (কলিকাতা)
,, ফণীন্দ্রকুমার চৌধুরী (কলিকাতা)

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রচারক মহাশয়ের প্রেরিত সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেববর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ সরকার (আঁচনাই, বগুড়া)
,, যোগেশচন্দ্র সরকার (শিবগঞ্জ, বগুড়া)
,, কৃপানাথ সরকার (সিঙ্গারগাড়ী, ঐ)
ডাঃ জলধর মিত্র এল,এম,এস, (কুচবিহার)
শ্রীযুক্ত কালীদাস নন্দী (পোড়াদহ, নদিয়া)
,, বিমলানন্দ রায় (ঘুঘুডাঙ্গা, কলিকাতা)

শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেববর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চাকী, জমিদার (পাঁড়কোলা, পাবনা)
,, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, জমিদার (নাড়ুয়া, পাবনা)
,, খগেশচন্দ্র রায়, জমিদার (পোতাজিয়া, পাবনা)
,, পূর্ণচন্দ্র সরকার বর্ম্মা (ভেড়াকোলা, পাবনা)
,, মুকুন্দচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (চাঁদাইবাইসা, বগুড়া)
,, মোহিনীমোহন বসু বর্ম্মা (কলিকাতা)
,, অক্ষয়কুমার গুহ (কলিকাতা)
ডাঃ ক্ষীরোদলাল দেব বি,এ,এম বি,ডি,টি,এম (কলিকাতা)
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দত্ত আমিন (কলিকাতা)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই,সি,এস,সি,আই,ই মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী মল্লিক চৌধুরী এম,এ,বি,এল (কলিকাতা)
,, প্রবোধচন্দ্র বসু (কলিকাতা)
,, অরবিন্দ দে (কলিকাতা)
,, সতীশচন্দ্র গুহবর্ম্মা (টেরাকী, ময়মনসিংহ)
,, অতুল্যপ্রসাদ ঘোষ (কলিকাতা)
,, পুলীনবিহারী দেব উকিল (ডায়মণ্ডহারবার)
,, ভবানীচরণ সরকার উকিল (ঐ)

৩য় প্রস্তাব—১৩৩২ সনের শ্রাবণ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত পরীক্ষিত মাসিক হিসাব প্রদর্শিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৪র্থ প্রস্তাব—স্বজাতির একনিষ্ঠ সেবক উদরচেতা স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় স্বজন ও স্বজাতিবর্গকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করায় তাঁহার গৌরবান্বিত স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার নিমিত্ত সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন ও তদীয় আত্মীয়গণের শোকে সমবেদনা অনুভব করিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

সভার অন্যতম সভ্য স্বজাতি প্রেমিক যোগেশচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের পরলোক গমনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন ও তদীয় আত্মীয়গণকে সমবেদনাসূচক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

৫ম প্রস্তাব—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম,এ; পি,আর,এস; আই,ই মহাশয়ের রাজ-সম্মান প্রাপ্তিতে সভা আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—নিমতিতার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মচৌধুরী মহাশয়ের পাঠ করিয়া স্থির হইল, সভা প্রচার-পরিষদ্‌কে সভার কার্য্যকরী অন্য একটী স্থান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু সভার প্রতিষ্ঠান পরিষদ্ প্রয়োজন মত সভার কার্য্য-নির্ব্বাহ-সমিতির পরামর্শ লইয়া কার্য্য করেন। পরিষদ্ এই মতে সম্মত হইলে সভা আনন্দের সহিত মহেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন, ইহা তাঁহাকে জানান হউক। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র বর্ম্মা আই,সি,এস, সি,আই,ই। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৭ম প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট-ল মহাশয়ের পত্র পাঠ করিয়া স্থির হইল—নিখিল ভারতীয় কায়স্থ মহাসম্মেলন আহ্বান সম্বন্ধে ঘোষ বাবুর প্রস্তাব গ্রহণ করা হউক এবং মহাসম্মেলনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মাননীয় কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা (I.C.S, C.I.E), দিনাজপুরাধিপ মহারাজ জগদীশ রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে লইয়া একটী শাখাসমিতি গঠিত হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৮ম প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা উকিল (জলপাইগুড়ি) মহাশয়কে তাঁহার মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে দান কায়স্থগণকে দান করিবার জন্য কায়স্থ-সভাকে ৫০৲ এবং প্রচার পরিষদ্‌কে দিবার জন্য কায়স্থ-সভার হস্তে ৫৲ টাকা অর্পণ করায় এবং সভার আজীবন সভ্য পরমহিতৈষী শ্রীযুক্ত

ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয় তাঁহার পুত্রের বিবাহোপলক্ষে উপবীতী কায়স্থ পণ্ডিতগণ, কায়স্থ প্রচারকগণ, দুঃস্থ কায়স্থ ছাত্রগণ এবং নানা স্থানের কায়স্থ-সভাকে সহস্রাধিক টাকা দান করায় সভা বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৯ম প্রস্তাব—ইম্পিরিয়াল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে চিত্রগুপ্তভাণ্ডারের যে টাকা আছে, তাহা তুলিয়া সেভিংস্ ব্যাঙ্কে সভার যে পৃথক্ হিসাব আছে সেই হিসাবে জমা দিবার জন্য বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে দেওয়ার জন্য কিরণবাবুকে জানান হউক। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

বিবিধ—(ক) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (পত্রিকা সম্পাদক) মহাশয়ের পত্র পঠিত হইলে স্থির হইল—পত্রিকা-পরিচালন-সমিতির অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন প্রবন্ধ কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। কিরণবাবুকে অনুরোধ করা হউক, তিনি বর্ত্তমান বর্ষের অবশিষ্ট কএক মাস পত্রিকা সম্পাদকের কার্য্য করেন, প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই,সি,এস, সি,আই,ই—সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(খ) শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন বসু বর্ম্মা কর্ম্মাধ্যক্ষের বিদায়ের দরখাস্ত পঠিত হইল। স্থির হইল—তাঁহার অনুপস্থিতিকালের বিদায় ও বেতন মঞ্জুর করা হউক। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই,সি,এস, সি,আই,ই—সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(গ) দৈনিক হিসাব মধ্যে দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডার-সম্বন্ধে যে টাকা ধরা হইতেছে তৎ-সম্বন্ধে আলোচনান্তে স্থির হইল, শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার বলিয়া যেমন একটী স্বতন্ত্র তহবিল ও হিসাব আছে, ঐরূপ এই ভাণ্ডারের স্বতন্ত্র তহবিল ও হিসাব হইবে এবং এই ভাণ্ডারের আয়-ব্যয় চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের আয় ব্যয়ের ন্যায় পৃথক্ হিসাবের হিসাবান্তর্গত হইয়া কার্য্য হইবে। প্রস্তাবক সম্পাদক মহাশয়—সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(ঘ) ১৩২৭ সনের চিত্রগুপ্ত পূজার সময় চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের তহবিল হইতে যে ২০০৲ টাকা সাধারণ তহবিলে হাওলাত চলিতেছে তাহা তুলিয়া দেওয়া হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)

শ্রীনীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী

সহ-সম্পাদক ২৪।১০।৩২ সভাপতি

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা

চতুর্বিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির

৫ম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ

২৪এ মাঘ ১৩৩২, (ইং ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬), রবিবার

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা

স্থান—দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায়বর্ম্মা বাহাদুরের ৪২নং হাজরা রোড্ (কালীঘাট) স্থিত ভবন।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা রায়চৌধুরী (সভাপতির আসনে)

,, মহারাজা জগদীশনাথ রায়বর্ম্মা বাহাদুর (কলিকাতা)

,, কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই,সি,এস; সি,আই,ই, (কলিকাতা)

,, কিরণচন্দ্র দত্ত (কলিকাতা)

,, বিজয়নাথ সরকার বর্ম্মা (ঘোড়ামারা, রাজসাহী)

,, বসন্তকুমার বসু এম,এ, বি,এল (কলিকাতা)

,, কেদারনাথ দেববর্ম্মা (কলিকাতা)

,, গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার

,, যোগেশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা বি,এল (জলপাইগুড়ী)

,, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র (কলিকাতা)

,, মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা (কলিকাতা)

,, নীতীশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা বার-এট-ল (সহযোগী সম্পাদক;

যাঁহারা অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতিসূচক পত্র লিখিয়াছেন সভারম্ভে সহযোগী সম্পাদক মহাশয় তাঁহাদের নাম পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা রায় (দিনাজপুর রাজবাটী)

,, হরচন্দ্র দাস বর্ম্মা (বলতৈড় দিনাজপুর)

,, যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা উকিল (ভাঙ্গা, ফরিদপুর)

১ম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতি গৃহীত হইল। কিন্তু ১৩২৭ সালে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজার ২০০ টাকার যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে উহা সভার নিয়মানুযায়ী নহে বলিয়া পরিত্যক্ত এবং স্থির হইল যে, সভ্যগণের মধ্যে চাঁদা উঠাইয়া স্থায়ী ভাণ্ডারের সাধারণ ভাণ্ডার কর্ত্তৃক পরিশোধ করা হউক—প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সমর্থক শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা—সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই,সি এস, সি,আই,ই মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র দেব (কলিকাতা)
,, অবিনাশচন্দ্র বসু (ঐ)
,, কৃষ্ণলাল বসু, ভিঃ কনট্রোলার, ই,বি,আর (পাকসী, পাবনা)
,, সনৎকুমার চৌধুরী (কলিকাতা)
,, অক্ষয়কুমার ঘোষ (কলিকাতা)
,, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ (ঐ)
,, শ্রীশচন্দ্র রায় (কলিকাতা)

৩য় প্রস্তাব—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার আগামী বার্ষিক অধিবেশন হুগলী নগরীতে হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা হউক, এবং হুগলীর বর্ত্তমান ডিষ্ট্রীক্ট জজ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দ আই,সি, এস এবং কায়স্থ ডিষ্ট্রীক্ট ম রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেমন্ত মার মল্লিক বি,এ ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মহে মিত্র-প্রমুখ হুগলী ও চুঁচুড়ার কায়স্থ মহোদয়গণের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ হউক। মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই,সি,এস ; সি,আই,ই শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট-ল (সহযোগী সম্পাদক) মহাশয়দ্বয়ের বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

৪র্থ প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম, বি,এল মহাশয়ের অনুপস্থিতিহেতু তাঁহার প্রস্তাবের আলোচনা আগামী বেশনের জন্য স্থগিত রহিল।

৫ম প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে ইম্পিরিয়াল গচ্ছিত টাকা সম্বন্ধে তাহার প্রস্তাব পঠিত হইল এবং আলোচনার পর সর্ব্বস ক্রমে স্থির হইল যে, কিরণ ব্যাঙ্ক নামে বিল্ডিং ফণ্ডের গচ্ছিত টাকা উঠাইয়া

কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম,এ ; বি,এল মহাশয়ের নিকট পাঠান হউক এবং তাঁহাকে অনুরোধ করা হউক তিনি ৫ টাকা মূল্যের Postal Cash Certificate ক্রয় করিয়া তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখুন। গত অধিবেশনের এতদ্বিষয়ক গৃহীত প্রস্তাব এতদ্বারা পরিত্যক্ত হইল। এই আলোচনা প্রসঙ্গে আরও স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা সম্পাদক মহাশয়ের নামে গচ্ছিত Postal Savings Bankএর টাকাও উঠাইয়া লইয়া কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম,এ ; বি,এল মহাশয়ের নিকট পাঠান হউক এবং তাঁহাকে অনুরোধ করা হউক তিনি এই টাকারও Postal Cash Cetificate ক্রয় করিয়া তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখুন। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই,সি,এস ; সি,আই,ই সমর্থক শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—বিবিধ (ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সম্পাদক মহাশয়ের ৬।২।২৬ তারিখের পত্র পাঠ করিয়া স্থির হইল, যে তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তাঁহাকে অবকাশ দেওয়া হউক, এবং সভার কার্য্য পরিচালনের জন্য সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট-ল মহাশয়ের উপর অর্পিত হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(খ) সারদাচরণ এডুকেশনাল্ ইনষ্টিটিউসন্ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভাকে দান করা সম্বন্ধে স্বর্গীয় মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের দানপত্রের অনুলিপি ফাল্গুন অথবা চৈত্র সংখ্যায় মুদ্রিত করা হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(গ) শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের জৌনপুর অখিল ভারত কায়স্থ-মহাসভায় প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করিয়া ফিরিয়া আসিবার পথে, ৺কাশীধাম ও ৺গয়াক্ষেত্রে কায়স্থ জাতি সম্বন্ধীয় প্রমাণ সম্বলিত পুথির অনুসন্ধানে কয়েক দিন বাসের ও যাতায়াতের খরচ বাবদ মহাসভায় প্রত্যেক প্রতিনিধিকে পাঠাইবার খরচ (২৫৲ টাকা) বাদে অতিরিক্ত ৩৬৲ টাকার বিল মঞ্জুর হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু (স্বাক্ষর) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক ১৪।১২।৩২ সভাপতি

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা

চতুর্বিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির

৬ষ্ঠ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

১৪ই চৈত্র, ১৩৩২, (ইং ২৮এ মার্চ্চ, ১৯২৬) রবিবার।

অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা।

স্থান—৮নং বিশ্বকোষ লেনস্থ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের বিশ্বকোষ ভবন।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম,এ ; বি,এল শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ (সভাপতির আসনে

শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী এম,এ ; বি,এল

„ রাজেন্দ্রনাথ মিত্র

„ নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট-ল

„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত

„ সুরেশচন্দ্র গুহ

„ নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (সম্পাদক)

অদ্যকার সভায় সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণ, উপস্থিত হইতে না পারায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট-ল মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম,এ ; বি,এল, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

যাঁহারা অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতিসূচক পত্র লিখিয়াছেন, সম্পাদক-মহাশয় সভারম্ভে তাঁহাদের নাম পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা উকিল (ভাঙ্গা, ফরিদপুর)

„ রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা (কাজিরগঞ্জ, রাজসাহী)

„ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম রায় (দিনাজপুর রাজবাটী)

„ মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা (বান্ধব বস্ত্রালয়, বৌবাজার, কলিকাতা

১ম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা সম্পাদক মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থ-মহোদয়গণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দাস (মুড়িহার, বরিশাল)

„ রাজেন্দ্রলাল দত্ত (কালুপাড়া, ঐ)

„ সতীশচন্দ্র ভদ্র (গৈলাবাজার, বরিশাল)

„ ডাঃ গোবিন্দচন্দ্র দাস (ফুল্লশ্রী, বরিশাল)

„ ডাঃ অক্ষয়কুমার তপাদার (ঐ)

„ সুধেন্দুচন্দ্র মিত্র জমিদার, (গয়া)

„ কৃষ্ণলাল ঘোষ (গয়া)

„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা গবর্ণমেণ্ট উকিল (গয়া)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট-ল মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায় (মুক্তাগাছা)

„ বীরেন্দ্রনাথ রায় (চিথলিয়া), নদিয়া)

„ মনোমোহন রায় বি,এল, (কলিকাতা)

„ ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ দত্ত (শ্যামবাজার, কলিকাতা)

শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা সম্পাদক মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র রায় (কলিকাতা)

„ গোপালচন্দ্র বসু (মুলাজোড়, ২৪ পরগণা)

„ সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (কলিকাতা)

শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী (নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ)

„ রপ্রভাতকুমা বর্ম্ম চৌধুরী (নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ)

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত মোক্তার (সাহাজাদপুর, পাবনা)
„ পূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা সরকার (পারকোলা, পাবনা)

৩য় প্রস্তাব—১৩৩২ সনের কার্ত্তিক হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত পরীক্ষিত ত্রৈমাসিক হিসাব প্রদর্শিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৪র্থ প্রস্তাব—কায়স্থ-সভার পরম হিতৈষী, পৃষ্ঠপোষক, স্বজাতি হিতাকাঙ্ক্ষী, একনিষ্ঠ সমাজ সেবক, উদারচেতা, স্বনামধন্য নিমতিতার জমিদার স্বর্গীয় মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী মহাশয় স্বজন ও স্বজাতিবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অকালে পরলোক গমন করায় তাঁহার গৌরবান্বিত স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার নিমিত্ত সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার আত্মীয়গণকে শোকে সমবেদনা সূচক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

(ক) কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর (কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান সদস্য) মহোদয়ের মাতৃদেবীর পরলোক-গমনে সমিতির সমবেদনা জ্ঞানাইতেছেন স্থির হইল কুমার বাহাদুরের নিকট শোক ও সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরিত হউক।

(খ) কায়স্থ-সভার অন্যতম সদস্য মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা সি,আই,ই মহোদয়ের পিতৃবিয়োগে এই সমিতি শোক সমবেদনা জানাইতেছেন স্থির হইল ও তাঁহার নিকট শোক-সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরিত হউক।

৫ম—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম,এ ; বি,এল, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তি মহাশয়ের কায়স্থ-তত্ত্বানুসন্ধান বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হইল। তবে কি আয়োজন আবশ্যক এবং কি ব্যয় পড়িতে পারে তাহা জানিবার ভার শ্রী নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট-ল মহাশয়ের উপর অর্পিত হইল। নীতীশ আগামী অধিবেশনে এ বিষয় জানাইবেন এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে আগামী অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্য জানান হউক।—

সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—আগামী বার্ষিক অধিবেশন সম্বন্ধে কুমার শ্রীযুক্ত কিতী ভূষণ রায় বর্ম্ম বাহাদুর ও কুমার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় বাহাদুরদ্বয় ও পাব স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণের সহিত সম্পাদক মহাশয় পত্র ব্যবহার করুন, যদি তাঁহা সম্মত হন তবে সেইখানেই হউক। এ বিষয়ের ভার সম্পাদক মহাশয়ের উ অর্পিত হউক।—সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৭ম প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্র প্রতিবাদ। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লিখিত পত্র প

স্থির হইল যে অমূল্য বাবুর পত্র যখন কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে গণপতি বাবুর পত্রও পত্রিকায় প্রকাশিত হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৮ম প্রস্তাব—প্রচারকদের বৃত্তি সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করেন—স্থির হইল শ্রীযুক্ত রায় বিপিনবিহারী বসু ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ও অপরাপর যাঁহারা প্রচার-ব্যয়ের টাকা দিবার জন্য প্রতিশ্রুত আছেন এবং তাঁহাদের নিকট টাকা আদায় হইবার সম্ভাবনা তাহাদের নিকট হইতে যেরূপে টাকা আদায় হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিবার ভার শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর অর্পিত হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

বিবিধ (ক) মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা সি,আই,ই মহাশয়ের পরামর্শ মত কায়স্থ সমাজের সহিত একযোগে অখিল ভারতীয় কায়স্থ মহাসভা অধিবেশন সম্বন্ধে স্থান নির্দ্ধারণ করা হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(খ) বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতা কেন্দ্রে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে যে একটী প্রচার সমিতি গঠিত হইয়াছিল তৎ সম্বন্ধে কোন রূপই প্রচেষ্টা হয় নাই বলিয়া শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় অনুযোগমূলক এক পত্র লেখেন—পত্র পঠিত হইল স্থির হইল, তাঁহার পত্রখানি প্রচার সমিতির নিকট পাঠান হউক—সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু (স্বাক্ষর) শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা
সম্পাদক ১৩৩৩।৫ই জ্যৈষ্ঠ সভাপতি

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা

চতুর্বিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ৭ম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ (ইং ১৯এ মে, ১৯২৬) বুধবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা।

স্থান—৮নং বিশ্বকোষ লেনস্থ প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের বিশ্বকোষ ভবন।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা (সভাপতির আসনে)
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ
„ অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা বি-এ, এফ্-এস্-এস্
„ নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা এম-এ, (বার-এট-ল)
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ কেদারনাথ দেববর্ম্মা
„ রসিকলাল দেববর্ম্মা
„ সুরেশচন্দ্র গুহ
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (সম্পাদক)
„ যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (জলপাইগুড়ী)
„ গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার
„ সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী (প্রচারক)
„ মাখনলাল ধরবর্ম্মা (প্রচারক)

অদ্যকার সভায় সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণ উপস্থিত হইতে পারায় রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং রসিকলাল দেববর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

যাহারা অনিবার্য্য কারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতিসূচক পত্র লিখিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয় সভারম্ভে তাঁহাদের নাম পাঠ করিলেন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় এম-এ, বি-এল (কৃষ্ণনগর)
„ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্মা (দিনাজপুর)
„ যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা উকীল (ভাঙ্গা ফরিদপুর)

১ম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত হইয়া গৃহীত হইল

৭ম প্রস্তাব সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য হইল,—বিগত অধিবেশনে অমূল্য বাবুর পত্রের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের যে প্রতিবাদ-পত্র আসিয়াছিল, তাহা সভার নিয়মানুযায়ী পঠিত হইয়া সভার উপস্থিত সভ্যগণের গোচরে আনা হয় নাই এইরূপ জানিয়া এবং অদ্যকার অধিবেশনে উক্ত পত্র পঠিত হইয়া দেখা গেল যে, উহা পত্রিকায় প্রকাশ করিলে সভার বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে; তজ্জন্য অদ্যকার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গণপতি বাবুকে উক্ত পত্রখানি প্রত্যাহার করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

২য় প্রস্তাব—নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাশয়গণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় মহাশয় (কাউপুর, ভদ্রক), গণেশচন্দ্র রায় মহাশয় বি, এ (ঐ), মহাশয়া স্বর্ণময়ী (ঐ)।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ রায় (কালিগলি, কটক), হরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় (বালেশ্বর), উপেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় (ঐ), শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট চারুচন্দ্র রায় মহাশয় বি, এল (ঐ), বিমলচন্দ্র রায় মহাশয় বি, এল (ঐ), বিহারীলালচন্দ্র পালিত এম, এ, বি, এল (জাজপুর), হরিশ্চন্দ্র দত্ত অবসর প্রাপ্ত সব ইনস্পেক্টর (কলিকাতা), বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত বি, এল (বখরাবাদ)।

ডাক্তার আনন্দলাল বসু এম, বি, অবসর প্রাপ্ত সিবিলসার্জ্জন (কটক), সুশীলচন্দ্র পালিত বি, এ ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট (কটক), রমেশচন্দ্র মিত্র বি, এল, মুন্সেফ (ঐ), রাধাকান্ত ঘোষ বি, এল ডিঃ জজ (পূর্ণিয়া), রেবতীকান্ত ঘোষ উকিল কটক), শরচ্চন্দ্র পাল উকিল (ঐ), অধ্যাপক বিপিনবিহারী রায় এম, এ (ঐ), শ্যামসুন্দর বসু জমিদার (ঐ), নলিনীকান্ত ঘোষ এম, এস, সি, ডেপুটী

ম্যাজিষ্ট্রেট, আর্ত্তবল্লভ ঘোষ (ঐ), ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র বি, এ ডেপুটিম্যাজি
দুর্গাচরণ রায় জমিদার (ঐ), ক্ষেত্রমোহন ঘোষ জমিদার (ঐ), বিপিনবিহা
মিত্র উকিল (ঐ), যদুনাথ মিত্র বি, এল, (ঐ), ঘনশ্যাম কর রেকর্ডকি
ডিঃ জজকোর্ট (ঐ), যতীন্দ্রনাথ ঘোষ সেরেস্তাদার (ঐ), জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র
ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (পুরী (ঐ), জগৎবল্লভ ঘোষ (কটক), রামচন্দ্র বসু
প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (ঐ), শরচ্চন্দ্র রায় এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন (ঐ),
রেন্দ্রবল্লভ দে এম, এ, বি, এল (ঐ), জগন্নাথ বসু মল্লিক মোক্তার (পুরী
রাখালমোহন চূড়ামণি (ঐ), সুরেশচন্দ্র ঘোষ জমিদার বার্-এট-ল (কলিকা
শীশচন্দ্র ঘোষ জমিদার (পুরী), রমানাথ মিত্র সব ইন্স্ অব-স্কুলস্ (কটক
ডি, এল, ঘোষ (ঐ), কৃষ্ণপ্রসাদ মিত্র হেডক্লার্ক সবজজকোর্ট (ঐ), গো
মোহন রায় (ঐ), মহেন্দ্রনাথ আদিত্য (ঐ), কৈলাসচন্দ্র রায় পেস্কার
দারীকোর্ট (জাজপুর), অধ্যাপক গিরিশাশঙ্কর বসু বর্ম্মা রায় এম,এ, বি,এল,
কৃষ্ণশঙ্কর বসু বর্ম্মা রায় (কটক), হেমচন্দ্র ঘোষ বি,এল্ (ঐ), বনবিহারী
বি, এল (ঐ), গোপালচন্দ্র রায় এম, এ, বি, এল (ঐ), অশ্বিনীকুমার
এম্, এ ঐ), হেমচন্দ্র পালিত (ঐ , অবিনাশচন্দ্র মিত্র (ঐ), ডাঃ সুরে
মিত্র (কটক), নগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, বি, এল (ঐ), বৃন্দাবন কিশোর
এল (ঐ), রাধারুষ্ণ বসু এম, এ (ঐ), সুরেশচন্দ্র বসু এম, এস, সি (
রায় জানকীনাথ বসু বাহাদুর (ঐ), দোলগোবিন্দ বসু উকিল (ঐ),
চন্দ্র রায় বি এ (ঐ), হারাধন ঘোষ (ঐ , সুরেন্দ্রনাথ মিত্র উকিল (
গোলোকচন্দ্র রায় ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার ঐ), নারায়ণ দাস দত্ত এম, বি,
প্রফুল্লচন্দ্র রায় (পুরী), কৈলাশচন্দ্র রায় (কটক), মন্মথনাথ বসু
(ঐ), সতীশচন্দ্র মিত্র এম, এ (রাঁচি), হেমচন্দ্র চন্দ এম, এস, সি, বি
(ভদ্রক), বৈদ্যনাথ দাস বি, এল মুন্সেফ (সম্বলপুর), গোপালচন্দ্র দে বি
মুন্সেফ (সমস্তিপুর), অতুলচন্দ্র দে বি এল (ভদ্রক), অন্নদাপ্রসাদ সিংহ
বি, (কটক), নরেন্দ্রনাথ দাস এম, এ, বি, এল (ভদ্রক), সারদাপ্রসাদ
বি, এল, (ঐ), সুরেন্দ্রনারায়ণ দত্ত বি, এল হাইকোর্ট (পাটনা), শচীন্দ্র
দত্ত এম, এ (ঐ), অধরচন্দ্র ঘোষ বি, এল (ঐ), যুগলকিশোর দত্ত
(কটক), হেমন্তকুমার বসু বি, এল উকিল (ঐ), উমেশচন্দ্র রায়
(ঐ), শশিভূষণ রায় বি, এল (ঐ), কালীপ্রসাদ রায় নাজির, ডিঃ জজ
শ্রীনাথ রায় এম, এ (বালাসোর), অধ্যাপক হরিপ্রসাদ বসু মল্লিক এম,

বি, গোবিন্দপ্রসাদ বসু বি, এল (ঐ), কৃষ্ণপ্রসাদ বসু বর্ম্মা (কটক), আনন্দ-
রত্ন ঘোষ রায় বর্ম্মা রায় (ঐ), প্রবোধবল্লভ ঘোষ রায় (ঐ), ব্রজমোহন সিংহ
বর্ম্মা (ঐ) ।

শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা প্রচারক মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সম্পাদক
মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাশয়গণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার বি-এ (কলিকাতা)
" শশীলাল রায় বি-এল প্লিডার (সিরাজগঞ্জ, পাবনা)
" অখিলনাথ চাকীবর্ম্মা (পাবনা)
" সুরেশচন্দ্র দেব (পাবনা)
" দেবেন্দ্রনাথ রায় বর্ম্মা (পাবনা)
" প্রবোধচন্দ্র দেব (কলিকাতা)

৩য় প্রস্তাব—শোক-প্রকাশ।—সম্পাদক মহাশয় সভায় গোচর করিলেন যে, সভার ভূতপূর্ব্ব অন্যতম সভাপতি, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, স্বজাতি-বৎসল, স্বদেশের ও বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, সুপণ্ডিত, অশেষ সৎকার্য্যের অগ্রণী এবং উৎসাহদাতা পরম ভাগবত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম-এ, বি-এল মহাশয় আমাদিগকে অকস্মাৎ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। গত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনেও তিনি সভাপতিত্ব করিয়া গিয়াছেন; এত্ত শীঘ্র যে তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন তাহা স্বপ্নের অগোচর। বলিতে কি কায়স্থ-সভার প্রতিষ্ঠা হইতে রায় যতীন্দ্রনাথ ইহার একজন কর্ণধার ছিলেন,—প্রথম হইতেই সভার কোষাধ্যক্ষ-পদে (তাহার শেষ দিন পর্য্যন্ত) কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বহুবার সহ-সভাপতিরূপে এবং বঙ্গজ-সমাজের পক্ষে সভাপতি-পদ অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। কায়স্থ-সভার ৮ম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে বহরমপুরে যে কায়স্থ-মহাসম্মেলন হইয়াছিল, তাহাতে যতীন্দ্রনাথ সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বজাতির প্রতি অনুরাগ, জাতীয় কর্ত্তব্য পালনে ঐকান্তিক ইচ্ছা ও নিজ সমাজের উন্নতি সাধনের স্পৃহা উজ্জ্বল ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই বহরমপুরের কায়স্থ-মহাসম্মেলনে কায়স্থ-সভার উন্নতির জন্য তিনি ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কায়স্থ-সভা বলিয়া নহে, সমগ্র কায়স্থ-জাতি সেই মহানুভবের বিয়োগে যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহা পূরণ হইবার নহে। তাঁহার অভাবে সমগ্র কায়স্থ জাতি শোকে মুহ্যমান, কায়স্থ-সভা তাঁহার একজন

প্রধান পৃষ্ঠপোষক হারাইয়া দীনা ক্ষীণা। সেই পূতচেতা পবিত্র হৃদয় মহাত্মার চির অভিলষিত শান্তিময় মোক্ষ-ধাম লাভ হউক, ইহাই করুণাময় ভগবানের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা। উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্গীয় মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং স্থির হইল যে, এই প্রস্তাবের এক প্রতিলিপি সম্পাদক মহাশয়ের স্বাক্ষরে মৃত মহাপুরুষের শোকসন্তপ্ত পুত্র শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর নিকট প্রেরিত হউক এবং পত্রিকায় প্রকাশ জন্য তাঁহার পিতৃদেবের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

৪র্থ প্রস্তাব—স্থির হইল আগামী ৬ই ও ৭ই আষাঢ় (ইং ২১।২২ জুন) মুসলমান পর্ব্ব উপলক্ষে ছুটী আছে, ঐ সময় সভার বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করিবার ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপর অর্পিত হউক। যে স্থানে সুবিধা হইবে সেই স্থানে তিনি বার্ষিক সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যের তালিকা স্থির করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী শাখা-সমিতি গঠিত হইল।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা
" গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার
" সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" সম্পাদক

৫ম প্রস্তাব—প্রচারকদিগের বৃত্তি সম্বন্ধে—

সভার সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় বলিলেন, কলিকাতায় দাঙ্গা হাঙ্গামার কারণ প্রচারক দিগের বৃত্তির টাকা সংগ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। সভার সভ্যগণের তালিকা তাঁহার নিকট পাঠাইলে তিনি প্রচার ভাণ্ডারের টাকা সংগ্রহের বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—বিবিধ।

(ক) সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় জানাইলেন যে,—মুঙ্গেরে তত্রত্য একটী প্রাদেশিক কায়স্থ-মহাসম্মিলন হইতেছে; এই সম্মেলনে যোগদান জন্য নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়াছে। তিনি সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী প্রভৃতিকে উক্ত সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় জানাইলেন, উক্ত মহা সম্মিলনে তাঁহাকে সভাপতিপদ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান পত্র আসিয়াছে,

কিন্তু তাঁহার শরীর নিতান্তই কাতর, ঘরের বাহির হইবার শক্তি তাঁহার আদৌ নাই; এ কারণ তিনি অপর কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে সভাপতির পদে নির্ব্বাচন করিবার জন্য অনুরোধ পাঠাইয়াছেন। স্থির হইল উক্ত জাতীয় সম্মিলনে কায়স্থ-সভার সভ্যবৃন্দ যাহাতে যোগদান করেন তজ্জন্য অনুরোধ করা হউক।

(খ) অখিল ভারতীয় কায়স্থ-মহাসভার (All India Kayastha Conference এর) আগামী অধিবেশন সম্বন্ধে আলোচনা হইলে সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন,—কলিকাতায় দাঙ্গা হাঙ্গামার কারণ এবং সভার অন্যতম সদস্য মাননীয় শ্রীযুক্ত ফিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় কলিকাতায় উপস্থিত না থাকায় 'সভা' ও 'সমাজ' একত্র হইয়া পরামর্শ সভা আহ্বান করিতে পারেন নাই। দেববর্ম্মা মহাশয় আসিলেই এ বিষয়ে মিলিত সভা আহ্বান করিয়া অভ্যর্থনা সমিতি প্রভৃতি গঠিত হইবে। এ সম্বন্ধে নীতীশ বাবু জানাইলেন যে, আর বিলম্ব করা উচিত নয়, তিনি ভারতের নানা স্থান হইতে পত্র পাইতেছেন। যাহাতে সত্বর অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়া চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা হয় তাহা করা কর্ত্তব্য।

এ বিষয়ে একটী শাখা সমিতি গঠন করিবার জন্য নীতীশ বাবুর স্বাক্ষরিত সত্বর একখানি আহ্বান পত্র বাহির করা হউক এবং ইহা সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপিত করিবার ব্যবস্থা করা হউক।

(গ) সম্পাদক মহাশয় জানাইতেছেন যে, গত কার্ত্তিক মাস হইতে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় সভার প্রচারক নিযুক্ত হইলেও নানা কারণে তাঁহার ঐ পদ গ্রহণে সুযোগ ঘটে নাই; তিনি বীরভূম অঞ্চলে নিজের বৈষয়িক কার্য্যে জড়িত থাকায় প্রচারকের কার্য্য ভার ও সভা হইতে কোন প্রকার বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। এ সংবাদ কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য তিনি অনুরোধ পত্র লিখিয়াছেন। স্থির হইল যে এই বিষয়টী পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক
৫।২।৩৩

(স্বাক্ষর) শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ কর্ম্মা
সভাপতি

কায়স্থ-পত্রিকা

২৫শ বর্ষ | আষাঢ়—১৩৩৩ | ৩য় সংখ্যা

৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

বাণী কমলার চির কলহ-ভঞ্জন
করায়ে মিলন শুভ যে জন সাধিল,
জয়মালা যাঁরে দোঁহে সাদরে অর্পিল ;
শুভ্রকেশ, সৌম্যমূর্ত্তি, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ,
জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল যুগল নয়ন,
দয়া-দাক্ষিণ্যাদি নানা সদ্‌গুণমণ্ডিত,
স্বভাব কলঙ্কহীন, ঔদ্ধত্য-বর্জ্জিত,
ধর্ম্মব্রত, নিষ্ঠারত সেই মহাজন,
ছাড়ি' বঙ্গমাতা-অঙ্ক জনমের তরে,
সুত, সুতা, জায়া, বন্ধু-বান্ধবে কাঁদায়ে,
স্বদেশবাসীর হৃদি বিষাদে ডুবায়ে,
অনন্ত-নিদ্রাভিভূত অনন্তের ক্রোড়ে !
নিষ্ঠুর শমন, হায় ! করেছে হরণ
ভূধর-সমান এক মহান্ সজ্জন !

শ্রীব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ

পদধূলি-গ্রহণ-সম্বন্ধে ব্যবস্থা।

সম্প্রতি পদধূলি গ্রহণ করিয়া নমস্কার না করিলে ব্রাহ্মণের অপমান করা হয়, এ কথা কেহ কেহ বলিতেছেন। এ সম্বন্ধে বহুকথা বলিবার আছে। গত অগ্রহায়ণ মাসে কায়স্থ জাতির ও সভার অকৃত্রিম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্ম মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ-উপলক্ষে ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ লইয়া তুমুল কাণ্ড হইয়াছিল এবং তথাকথিত সনাতনধর্ম্মী ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষিগণ নূতন শ্যামবাজার উদ্যানে জগদ্‌গুরু শঙ্কাচার্য্য মহোদয়কে আনাইয়া রাজনৈতিক নেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ভূপেন্দ্রবাবুর পুত্রের ঐ বিবাহে সত্যাগ্রহের বিভীষিকা দেখাইয়াছিলেন। পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রি-প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত এ সভায় বক্তৃতা করিয়া পদধূলি গ্রহণ না করিলে যে ব্রাহ্মণের অপমান হয় তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় আত্মহারা হইয়া এমন দুই চারিটী কথা বলিয়াছিলেন যাহাতে অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি যথার্থ ব্রাহ্মণ না হইলে ব্রাহ্মণের অপমানের কথা শুনিলেই আমার প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে। এই ব্রাহ্মণ্যের মর্য্যাদার জন্য আমি কংগ্রেশ ছাড়িয়াছি, চিত্তরঞ্জনকে ছাড়িয়াছি, যাঁহাকে সকলে ত্যাগ করিলেও আমি আকড়াইয়া ধরিয়াছিলাম, সেই মহাত্মা গান্ধীকেও ছাড়িয়াছি।" এ সভাতে আমিও বক্তৃতা করিয়াছিলাম এবং ভূপেন্দ্রবাবু যে কোন অপরাধ করেন নাই, এবং ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ না করিলে যে ব্রাহ্মণের অপমান হয় না, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। জগদ্‌গুরু মহাশয় ও চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পক্ষে এই কায়স্থ-ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষাগ্নিতে ইন্ধন যোগানোর জন্য হিন্দুজাতির অনিষ্টের আশঙ্কাও প্রকাশ করিয়াছিলাম। কতিপয় ধর্ম্মান্ধ কায়স্থ এই আন্দোলনের সহায়তা করায় তাহাদেরও নিন্দা করিয়াছিলাম। আমার বক্তৃতার ফলে ঐ সভা ভাঙ্গিয়া যায়, তখন ক্রুদ্ধ সনাতনী ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মগর্ব্বিগণ গুণ্ডাদ্বারা আমাকে উত্তম মধ্যম দিয়া সনাতন ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিতে উদ্যত হইলে সভাস্থ বহু লোক আমায় সে দিনকার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত অজ্ঞাতনামা অপরিচিত বন্ধুগণ চিরদিনই আমার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহাদের অযাচিত ও নিঃস্বার্থ সাহায্য ব্যতীত আমার পক্ষে নিরাপদে ও অক্ষত শরীরে শ্যামবাজার চৌরাস্তায় পৌঁছান সম্ভব হইত না

ইহার পর দৈবক্রমে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপত্রটী আমার হস্তগত হইয়াছিল। সাধারণের অবগতির জন্য "পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রণাম"-সম্বন্ধীয় সেই ব্যবস্থা কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইল।

পদধূলি-গ্রহণ-সম্বন্ধে ব্যবস্থা।

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর মহাতাব্‌চন্দ নানা প্রদেশের অধ্যাপকগণের ব্যবস্থা সঙ্কলন পূর্ব্বক স্বীয় সভাসদ্ পণ্ডিতগণ দ্বারা সংশোধনান্তর নিজ মন্তব্যসহ যে প্রশ্নোত্তরপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার প্রথম ভাগের ৫ম প্রশ্নের উত্তরে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা লিখিত আছে :—

"পিতা, মাতা, গুরু এই তিন জন ব্যতীত অন্যের
পাদস্পর্শ করা বিহিত নহে।"

(স্বাক্ষর) সাং বর্দ্ধমান।

১। রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত
২। তারকনাথ তত্ত্বরত্ন
সাং ভাট্‌পাড়া।
৩। মৃত্যুঞ্জয় শিরোমণি
৪। রামেন্দ্র শিরোমণি
বৃন্দাবন।
৫। রাধাকৃষ্ণ ত্রিপাঠী
খাগ্‌ড়া।
৬। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
৭। ঠাকুরদাস বিদ্যারত্ন
৮। রামলাল শিরোমণি
৯। কৃষ্ণচন্দ্র তর্করত্ন
১০। রামযাদব সিদ্ধান্তবাগীশ
সাং সমুদ্রগড়।
১১। অন্নদাপ্রসাদ তর্করত্ন
সাং সৈদাবাদ কান্দাই মুর্শিদাবাদ।
১২। রামগোপাল তর্কালঙ্কার
১৩। কালীকান্ত বিদ্যারত্ন
১৪। শ্রীরাম শিরোমণি
১৫। শ্যামাচরণ বিদ্যানিধি
সাং বিল্বপুষ্করিণী।
১৬। দুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন
১৭। অর্দ্ধচন্দ্র বিদ্যারত্ন
সাং পূর্ব্বস্থলী।
১৮। দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন
সাং সৈদাবাদ।
১৯। হরিশ্চন্দ্র ন্যায়রত্ন
২০। গোলোকনাথ শিরোমণি
২১। কালীচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার
২২। কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন
সাং পূর্ব্বস্থলী।

দণ্ডীয় সভাপণ্ডিতগণ :—

২৩। রামধন বিদ্যালঙ্কার
২৪। শম্ভুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
২৫। রামমণি ভট্টাচার্য্য

২৬। তারাপ্রসন্ন তর্করত্ন
২৭। ক্ষুদিরাম ন্যায়ভূষণ
২৮। গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন
২৯। নীলকমল ভট্টাচার্য্য
সর্ব্ব সাং গুপ্তিপাড়া।
দিনাজপুর মহারাণী শ্রীশ্রীশ্যামমোহিনীর সভা-পণ্ডিত
৩০। হরনাথ চূড়ামণি
৩১। যদুনাথ ন্যায়রত্ন
সাং দিনাজপুর।
৩২। বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৩৩। গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য্য
সাং দিনাজপুর।
৩৪। শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন
সাং নড়াইল।
৩৫। লক্ষ্মীকান্ত তর্কালঙ্কার
সাং বহির্গাছি।
৩৬ দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন
সাং অম্বিকা।
৩৭। ভবনাথ তর্কালঙ্কার
৩৮। কার্ত্তিকচন্দ্র তর্কবাচস্পতি
সাং অম্বিকা।
৩৯। হরিশ্চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার
৪০। বিশ্বম্ভর ন্যায়বাগীশ
৪১। মহেশচন্দ্র তর্কভূষণ
সাং অম্বিকা।
৪২। শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি
নবদ্বীপ।
৪৩। মধুসূদন ন্যায়রত্ন
নবদ্বীপ।
৪৪। হরমোহন চূড়ামণি
নবদ্বীপ।
৪৫। লক্ষ্মীমিশ্র পাঠাজী
সাং কাশীধাম।
৫৬—৫১ জগন্নাথ ক্ষেত্রের ৬ জন পণ্ডি
তের অবোধ্য স্বাক্ষর
৫২। হরিশ্চন্দ্র পণ্ডিত, দিল্লী
৫৩। শিবপ্রসাদ পণ্ডিত ঐ
৫৪। ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন কলিকাতা

৺নীলমণি দে *

নীলমণি দে মহাশয় ১২৪৩ সালের ১৮ই ফাল্গুন (ইং ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ) হুগলী জেলার অন্তর্গত পাউনান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জনকের নাম মধুসূদন দে। তিনি কলিকাতায় কোন সওদাগরী আফিসে সামান্য কর্ম্ম করিতেন। মধুসূদনের পিতা পঞ্চানন ভূষণার নিমক মহালে দারোগা ছিলেন। তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী তাঁহার সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন।

* স্বর্গীয় নিলমণি দে মহাশয়ের শ্রাদ্ধ-সভায় বিতরিত 'শ্রাদ্ধিকী' নামক পুস্তিকা হইতে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্ম মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

মধুসূদন জগদ্দল-নিবাসী বিশ্বম্ভর ঘোষের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। নীলমণি বিশ্বম্ভর ঘোষ মহাশয়ের দৌহিত্র। নীলমণির মাতার অন্তঃকরণ অত্যন্ত কোমলতাপূর্ণ ছিল। নীলমণি উত্তরাধিকার-সূত্রে মাতার ন্যায় স্নেহমমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নীলমণির পিতামহের এক ভগ্নীর, কলিকাতার অন্যতম ক্রোড়পতি তনু মগের (মগদিগের সহিত বাণিজ্য-সূত্রে আবদ্ধ রামতনু দাস সরকার 'তনু মগ' নামে কলিকাতার সমাজে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন) জ্যেষ্ঠপুত্র রাধামোহনের সহিত বিবাহ হয়। সেই সম্পর্কে তনু মগের বাটীতে অবস্থান করিয়া মধুসূদন বিষয় কর্ম্ম করিতেন। তনু মগের বাড়ী শাখারীটোলায় ছিল। বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে অল্প বয়সেই নীলমণি তনু মগের বাটীতে আনীত হন। বাল্যকাল হইতেই তাহার বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষরূপ আগ্রহ ছিল। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি জেনারেল আসেম্ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসনে প্রবেশ করেন। প্রত্যহ শাঁখারীটোলা হইতে পদব্রজে বিদ্যালয়ে কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে উপস্থিত হইতেন এবং পদব্রজেই গৃহে গমন করিতেন। গ্রীষ্মবর্ষাতেও বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। পাঠে তাঁহার এতাদৃশ মনোযোগ ছিল যে, তিনি স্বশ্রেণীস্থ ছাত্রদের ত পরাস্ত করিতেনই, উপরের শ্রেণীর ছাত্রদেরও কখন ২ পরাস্ত করিয়া লজ্জিত করিতেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাক্তার ওগিল্‌ভি তাঁহার প্রতিভা ও মেধা সন্দর্শন করিয়া উৎসাহ দিতেন এবং সময় সময় উচ্চতর শ্রেণীর বালকগণের সহিত দুরূহ ইংরাজী পুস্তকাদি পাঠ করাইতেন। তিনি নীলমণির নাম রাখিয়াছিলেন 'জুনিয়র'। উচ্চশ্রেণীর বালকগণ পাঠ বলিতে না পারিলে তিনি 'জুনিয়র'কে তাহা বুঝাইয়া দিতে বলিতেন। নীলমণি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতেন। অধ্যক্ষ 'সিনিয়র' ছাত্রগণকে এইরূপে লজ্জিত করিতেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যখন দেশীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হিন্দুকলেজের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছানুরূপ পরিচালিত করিতে লাগিলেন, তখন সুপ্রসিদ্ধ রাজাবাবু (রাজেন্দ্র দত্ত) প্রভৃতি কতিপয় হিন্দুনেতা সম্মিলিত হইয়া 'হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ' নামে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত সুপণ্ডিত কাপ্তেন ডেভিড লেষ্টার রিচার্ড্‌সনকে এই কলেজের অধ্যক্ষপদে বৃত করিয়াছিলেন। অনেক সুযোগ্য অধ্যাপক এই কলেজে অধ্যাপনা করিতেন এই কলেজ প্রতিযোগিতায় গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত বিদ্যায়তনগুলিকে পরাস্ত করিয়াছিল। নীলমণি এই কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উহার

বিলোপ পর্য্যন্ত ছাত্র ছিলেন, প্রতিভাশালী ছাত্ররূপে গণ্য হইয়াছিলেন। এই কলেজে প্রথম শ্রেণীর উপরে একটী অতিরিক্ত শ্রেণী ছিল। তাহাতে কলেজের উচ্চতর শ্রেণীতে যেরূপ উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হয়, সেইরূপ উচ্চ শিক্ষা প্রদত্ত হইত। নীলমণি এই শ্রেণীতে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া সকল বিদ্যার বিশেষতঃ ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

এক সময় 'হিন্দু মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন' পরিদর্শন করিয়া তদানীন্তন বাঙ্গালার প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স পীল অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। অধ্যক্ষ রিচার্ডসনের হস্তে একশত টাকা দিয়া ছাত্রদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজী প্রবন্ধ লেখককে একটী রৌপ্যপদক প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল On the Uses of Adversity. নীলমণির প্রবন্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় তিনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে 'পীল মেডাল' প্রাপ্ত হন। রিচার্ডসন তাঁহার ছাত্রের কৃতিত্ব দর্শনে আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ১২ জানুয়ারী দিবসে তৎসম্পাদিত "কলিকাতা লিটারারী গেজেটে" প্রবন্ধটী প্রকাশিত করিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন, যে, "কোন ইংরাজ ছাত্র দূরে থাকুক, কোনও পরিণত বয়স্ক ইংরাজ বিদেশীয় ভাষায় উহাপেক্ষা সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতে পারেন কি না সন্দেহ।" ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন, ডেভিডহেয়ারের সাম্বৎসরিক স্মৃতিসভায়, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের ভবনে যে সভা হয়, যুবক নীলমণি 'বাঙ্গালায় শিক্ষ-বিস্তারের ইতিহাস'-শীর্ষক একটী গবেষণামূলক ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। কিশোরী চাঁদ মিত্র তদীয় ডায়েরীতে এই প্রবন্ধের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। নীলমণির ইংরাজী ভাষায় দক্ষতার ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ।

নীলমণি 'হিন্দুমেট্রোপলিটান কলেজেই' শিক্ষা সমাপ্ত করেন নাই, উক্ত কলেজ উঠিবার কিছুপরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে (যদিও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী দিগের অপেক্ষা বেশী শিক্ষা করিয়াছিলেন) নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভার্থ প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করেন, কৃতকার্য্য হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। তৎপর মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিয়া তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলেন। শুনা যায় কতিপয় আত্মীয়ের অভিপ্রায়ানুসারে তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞান পাঠ বন্ধ করেন।

সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী-লেখক, বাগ্মী ও দেশনায়ক কিশোরী চাঁদ মিত্র তদীয় একমাত্র কন্যা কুমুদিনীকে পাত্রস্থ করিবার জন্য সুশিক্ষিত একটী পাত্রের অন্ব

সন্ধান করিতেছিলেন। নীলমণির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। কিশোরী চাঁদের অগ্রজ প্যারীচাঁদ (টেকচাঁদ ঠাকুর) প্রভৃতি কৌলীন্য-মর্য্যাদাসম্পন্ন কোন ধনী পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু কিশোরীচাঁদ তাঁহাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ৬ই মে দিবস নীলমণির হস্তে প্রাণাধিকা কন্যা কুমুদিনীকে অর্পণ করেন। নীলমণির ভাগ্যগুণে এই বিবাহ তাঁহার জীবন সুখময় করিয়াছিল। কুমুদিনী সুন্দরী, সুশীলা ও বিদুষী ছিলেন। ইহাঁদের দাম্পত্য-জীবন উচ্চতম হিন্দু দাম্পত্য-জীবনেরই অনুরূপ ছিল।

এই দম্পতী সন্তান-গৌরবেও গৌরবান্বিত হইয়াছেন। ইহাদের ৭টী পুত্র ও ৪টী কন্যা জন্মিয়াছিল। দ্বিতীয় পুত্র সতীশচন্দ্র সিবিল-সার্জ্জন, তৃতীয় পুত্র কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই, সি, এস্, সি-আই-ই সর্ব্বজনপরিচিত, ৫ম পুত্র চারুচন্দ্র হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ প্রবোধচন্দ্র দে আই, সি, এ, ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন-জজ, অপর পুত্রেরা ও সুশিক্ষিত, কন্যাচতুষ্টয়ও সুপাত্রে ন্যস্ত ও শিক্ষিত। সন্তান-সম্বন্ধে এইরূপ ভাগ্য অতি অল্প লোকেরই দেখা যায়।

ইনি আজীবন সাহিত্যানুরাগী ছিলেন—সাহিত্যচর্চ্চা করিতে ভাল বাসিতেন। কিয়ৎদিবস সংবাদপত্র-সেবাও করিয়াছেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কিশোরী চাঁদ মিত্র 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ডে'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিলে নীলমণি তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন এবং উক্ত পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। মিত্র মহাশয়ের কয়েক বৎসর পরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে নীলমণি তাঁহার সুহৃৎ নীলমণি কুমার ও তাঁহার সহকর্ম্মী ডি'সুজা নামক য়ুরেশীয় যুবকের সহযোগিতায় 'ইণ্ডিয়ান্ ফিল্ড্' পরিচালিত করিয়াছিলেন। কলিকাতা রিভিউ, বেঙ্গলী, অমৃতবাজার পত্রিকা প্রভৃতি পত্রে তিনি প্রবন্ধাদি লিখিতেন। পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের অনুরোধে 'কল্যাণ-মঞ্জুষা'র একটী সুন্দর ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে নীলমণি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে সহকারিরূপে প্রবেশ করেন। তখন স্যর এস্লি ইডেন্ বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অন্যতম সেক্রেটারী। ইডেন 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ডে'র অন্যতম লেখক ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি নীলমণিকে চিনিতেন। কর্ম্মপ্রার্থী হইলে ইডেন্ তৎক্ষণাৎ তাঁহার কর্ম্ম করিয়া দেন। যে পদে নীলমণি নিযুক্ত হন, তাহা অস্থায়ী ছিল। তৎপর ইনস্পেক্টর জেনারেল অব্ রেজিষ্ট্রেশনের আফিসে প্রধান সহকারী-পদের সৃষ্টি হইলে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি দুইশত টাকা বেতনে উক্ত পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে বেতন বর্দ্ধিত হইয়া ৩০০৲ টাকা লইয়াছিল। ২২ বৎসর এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সকল ইনস্পেক্টর জেনারেলই তাঁহার কর্ম্মপটুতার

সুখ্যাতি করিয়াছেন। ইনস্পেক্টর জেনারেল আফিসে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি বঙ্গভাষায় 'রেজিষ্টারী দর্পণ' নামক এক খানা পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছিলেন। রেজিষ্ট্রেশন্ বিভাগীয় কর্ম্মচারিদিগের হস্তে উহা গৃহপঞ্জিকারূপে বিরাজ করিত। নীলমণি অসাধারণ প্রতিপত্তির সহিতই ইনস্পেক্টর জেনারেল আফিসে স্বকীয়পদের মর্য্যাদারক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। গ্রহবৈগুণ্যের ফলে উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর কোপে পতিত হইয়া তিনি বিনাদোষে কর্ম্মচ্যুত হন। প্রসিদ্ধ ইংরাজী লেখক রাম শর্ম্মার (৺নবকৃষ্ণ ঘোষ) সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি ভারতগবর্ণমেণ্টের নিকট এই অত্যাচারের প্রতীকার প্রার্থী হয়েন। ভারত-গবর্ণমেণ্ট নীলমণির কোন অপরাধের প্রমাণ না পাইয়া পুনরায় কোন যোগ্য-পদে তাঁহাকে নিয়োগ করিবার আদেশ প্রদান করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি বাঙ্গালার রেভিনিউ বোর্ডে একটী কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। সাধারণ হিতানুষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তিনি বহুদিন 'বেঙ্গল সোশিয়াল এসোসিয়েশনের' সম্পাদক-পদে বৃত ছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার যখন 'বিজ্ঞান সমাজের' প্রতিষ্ঠা করেন, তখন নীলমণি প্রভৃতি অর্থ সাহায্য করিয়া উক্ত সমাজের আজীবন সভ্য পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু বৎসর কাঁকিনাড়া চিৎপুর মিউনিসিপালিটীর তিনি কমিশনার ছিলেন। মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত একটী নূতন রাস্তা তাঁহার নাম বহন করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

স্বাস্থ্যরক্ষা-কল্পে তিনি সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতেন, আহার বিহারে মিতাচারী ছিলেন। ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করতঃ প্রত্যহ ৩।৪ মাইল পথ ব্রজে ভ্রমণ করিতেন। গঙ্গাস্নান করিতে বড় ভাল বাসিতেন।

তাঁহার চরিত্র বড় উদার ছিল। হৃদয় স্নেহমমতাপূর্ণ ছিল। তিনি যে পরিবারস্থ সকলকে স্নেহ করিতেন; তেমনি বন্ধু বান্ধবের প্রতিও প্রেমবান ছিলেন। ভৃত্যাদির প্রতিও তাঁহার অসীম স্নেহ ছিল, ভৃত্যাদির দোষ হইলেও তাঁহাকে উদ্বিগ্ন হইতে দেখা গিয়াছে। একবার তাঁহার একজন কোচ্‌ম্যানের পীড়া হয়। সে দীর্ঘকাল হাসপাতালে থাকে, নীলমণি তাহার পথ্যের ব্যবস্থা ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, মধ্যে মধ্যে তাহাকে স্বয়ং দেখিতে যাইতেন বা দেখিতে লোক পাঠাইতেন। পরিচারিকার শিশু পুত্র তাঁহার নিকট প্রাতঃ চা পান করিত, তাহারও প্রসাদ পাইত। কোনদিন শিশুটীকে তদুপস্থিত দেখিলেই তাহার খোঁজ

লইতেন। পশু-পক্ষীর প্রতিও তাঁহার করুণার অভাব ছিল না। তিনি প্রচুর পরিমাণে বিস্কুট ও মুড়ি সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন, পাখীগুলি তাঁহার শয্যার উপর বসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে খাদ্য লইয়া আহার করিতে দ্বিধা করিত না। এদৃশ্যে পুরাকালের ঋষির কথা স্মরণ করাইয়া দিত।

মানুষ শোকদুঃখের অতীত হইতে পারে না। নীলমণিও পারেন নাই। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী কুমুদিনীর মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত অধীর হইয়াছিলেন। পত্নী বিয়োগের পর বহু বৎসর তিনি তাঁহার শয়নগৃহে শয়ন করিতে পারেন নাই। পত্নীর প্রতি তাঁহার এমন শ্রদ্ধা ছিল যে পত্নীর (চিত্রময়) প্রতিকৃতি তিনি চিরদিন মাথার দিকে রাখিতেন—কখনও পায়ের দিকে রাখিতেন না। স্ত্রীবিয়োগ-জনিত শোক ভিন্ন তিনি দুইটী জামাতা, একটী পুত্র, একটী কন্যা ও একটী পৌত্রীরপতি-বিয়োগে শোকশেলাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন। এই শোক-দুঃখের মধ্যেও তিনি ভগবদ্বিশ্বাসের বলে সবলতা লাভে সক্ষম হইয়াছেন। রামপ্রসাদের গান তিনি বড় ভাল বাসিতেন, কখনও কখনও মায়ের প্রতি অভিমান করিয়া অস্ফুটস্বরে গায়িতেন—"মা বলে ডাকিস্‌নারে মন, মাকে কোথা পাবি রে ভাই। থাক্‌লে এসে দিত দেখা, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই।"

নীলমণি বঙ্গবিখ্যাত না হইলেও তাঁহার জীবনটী কম শিক্ষাপ্রদ নয়, এইরূপ বাঙ্গালীর সংখ্যাও ক্রমে বাঙ্গালীর মধ্যে হ্রাস হইয়া আসিতেছে, নীলমণি নবতি-বর্ষ বয়সে উপযুক্ত পুত্রপৌত্র-জামাতা-দৌহিত্র-পরিবৃত হইয়া ১৩৩২ সালের ১৫ই চৈত্র, বুধবার, রাত্রি ২।১০ মিনিটের সময় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার পরিণত বয়সের এ মৃত্যু শোকের নহে—আনন্দের মৃত্যু বলিতে হইবে। এরূপ মৃত্যু মানবমাত্রেরই বাঞ্ছনীয়।

উৎকলে প্রচার, উপনয়ন ও অনুসন্ধান।

প্রায় ১৮ বৎসর অতীত হইল কটকনগরে রায় বাহাদুর গৌরীশঙ্কর বসু, রায় বাহাদুর রামশঙ্কর বসু রায় তাঁহাদের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ এবং কতিপয় আত্মীয় স্বজন সহ পরলোকগত প্রচারক ৺বামাপদ পাল চৌধুরী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বিহিত প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর রা শঙ্করের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রায় বাহাদুর গৌরীশঙ্কর, হরিশঙ্কর ও গঙ্গাশঙ্কর প লোকগত হইয়াছেন। এক্ষণ রামশঙ্কর, তাঁহার পুত্র শশাঙ্কশঙ্কর ও গিরিজাশ (এমঃ এ, অধ্যাপক রাভেন্‌স কলেজ) এবং হরিশঙ্করের পুত্র কৃষ্ণশঙ্কর ও কা শঙ্কর বর্ত্তমান আছেন। গৌরীশঙ্করের তিন কন্যা, পুত্রসন্তান নাই। গঙ্গাশঙ্ক সন্তান নাই। রায় বাহাদুর রামশঙ্কর বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সম্পাদক প্রা বিদ্যামহার্ণব পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া কৃষ্ণশঙ্কর বাবুর পু শ্রীমান প্যারীশঙ্করের উপনয়নের দিন গত ১০ই বৈশাখ স্থির করেন এবং পা নগেন্দ্রনাথকে তদুপলক্ষে কটকে গমন করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। অসু বশতঃ তিনি যাইতে পারিবেন না জানাইয়া উক্ত কার্য্যে আমাকে নিয় করিতে রামশঙ্কর বাবুকে বলেন। পরে রামশঙ্কর বাবুর টেলিগ্রাম অনুযায়ী পণ্ডি নগেন্দ্রনাথের পত্র ও তার পাইয়া আমি ৯ই বৈশাখ প্রাতে কটকে পৌঁছি ঐদিনই সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় কটক টাউনহলে রায় জানকীবল্লভ বসু ব দুরের সভাপতিত্বে একটী সভা হয়। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে কায়স্থজা ক্ষত্রিয়বর্ণতা ও উপনয়নাদি দ্বিজাচার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আমি প্র দুইঘণ্টাকাল বক্তৃতা করি। তৎপর সভাপতি মহাশয় বলেন, "কায়স্থজা ক্ষত্রিয়বর্ণত্ব বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই, যাঁহারা ক্ষত্রিয়োচিত উপ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা ভালই করিয়াছেন, এক্ষণ আপনারা যজ্ঞোপবীতগ্র করিবেন কিনা তাহা বিবেচনা করুন।"

পরদিন প্রত্যূষে সুপ্রশস্ত সুচিত্রিত পাকা ঘরে উপনয়নের আয়োজন হ রামশঙ্কর বাবুদের কুল-পুরোহিত বৃদ্ধ প্যারীমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্য-পদে এ তৎপুত্র ক্ষীরোদমোহন চক্রবর্ত্তী হোতৃ-পদে বৃত হন। আমি ব্রহ্ম (পুস্তকাচার্য্য) পদে বৃত হইয়া আভ্যুদয়িক, অগ্নি-স্থাপন, চূড়া, কর্ণ-বেধ, উপন বেদারম্ভ সমস্ত কার্য্য যথাশাস্ত্র করাইয়াছি। ক্রিয়াস্থলে ৪।৫ জন উৎক

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং আরও বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ উপস্থিত থাকিয়া এই কার্য্য দর্শন করিয়াছেন। রায় কৃষ্ণশঙ্কর আচার্য্য ও পুস্তকাচার্য্যকে মূল্যবান বরণ-বস্ত্র এবং উপনয়ন কার্য্যে আচার্য্যের প্রাপ্য উত্তম তৈজসপত্র দিয়াছেন। প্রায় ৫০ জন ব্রাহ্মণ, তিন শতাধিক কায়স্থ ও করণ এবং বহুসংখ্যক দীন দরিদ্র এই কার্য্যোপলক্ষে পর্য্যাপ্তভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। রায় রামশঙ্কর সকাল হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে সকলকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। উপবীতিগণের নাম;—

(১) শ্রীমান প্যারীশঙ্কর বসু বর্ম্ম রায় (১৪ বৎসর)
(২) ,, কার্ত্তিককুমার ঘোষ (২০ বৎসর)
(৩) ,, অসিতবরণ ঘোষ (১৫ বৎসর)

কার্ত্তিক ও অসিত স্বর্গীয় রায় বাহাদুর গৌরীশঙ্করের দৌহিত্র। ইহাঁদের পিতা ও জ্যেষ্ঠ তিন ভ্রাতা পূর্ব্বেই গৌরীশঙ্কর বাবুদের সহিতই উপনীত হইয়াছিলেন।

সেরসাহের সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লবে ও অত্যাচারে ভীত হইয়া এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ রামনাথ বসু রায় বর্দ্ধমান চাঁপাগ্রাম হইতে স্বীয় পুরোহিত ও কতিপয় আত্মীয়সহ উড়িষ্যায় আসিয়া কটক জেলার অন্তর্গত দীক্ষিতপাড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। বর্ত্তমানে মহাত্মা গৌরীশঙ্কর বহু দান ও সৎকার্য্যদ্বারা স্বীয় বংশকে উজ্জ্বল ও যশোমণ্ডিত করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার কতিপয় কীর্ত্তি উল্লিখিত হইল—

(১) কটক টাউনহল—কটকে টাউনহল নির্ম্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া তিনি কোন কোন সম্ভ্রান্তব্যক্তিকে অর্থদান করিতে অনুরোধ করেন। কাহারও নিকট হইতে আশানুরূপ সাড়া না পাইয়া তিনি নিজ ব্যয়ে—প্রায় ১৫০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে কটক টাউনহল নির্ম্মাণ করিয়া উপযুক্ত আসবাব-পত্র-সহ তাহা কটক মিউনিসিপালিটির হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

(২) দাতব্য চিকিৎসালয়—নিজগ্রাম দীক্ষিতপাড়াতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া তাহার পাকা বাড়ী ঘর ও তাহার রক্ষার জন্য নগদ ৭০০০৲ টাকা কটক ডিঃ বোর্ডের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

(৩) বালিকা-বিদ্যালয়—দীক্ষিতপাড়াতে একটী মধ্য-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার পাকা বাড়ী, দুই একার জমী ও নগদ ৬০০০৲ টাকাসহ ডিঃ বোর্ডের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

(৪) কটক কায়স্থ-বোর্ডিং—উৎকলবাসী দুঃস্থ কায়স্থবালকগণের বিদ্যা-শিক্ষার সুবিধার্থে কটক-নগরে এক একার জমি ক্রয় করিয়া তদুপরি ছাত্রাবাসের জন্য দুইটী পাকা বাড়ী ও পাকশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চারিদিকে আরও ৫ খানা পাকা বাড়ী করিয়া দিয়াছেন। উক্ত ৫ খানা পাকা বাড়ীর মাসিক আয় ৩০০ শত টাকা। তিনি কটক কায়স্থ-সভার কতিপয় সভ্যকে ট্রষ্টী করিয়া দানপত্রদ্বারা এই সমস্ত সম্পত্তি তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। দান-পত্রের নির্দ্দেশমতে উক্ত মাসিক আয় তিন শত টাকা ছাত্রাবাসের বালকগণের পোষণার্থে ব্যয়িত হইতেছে। অনুসন্ধানে জানিলাম এক্ষণ বোর্ডিংএ ২৫টী বালক আছে। এতদ্ব্যতীত হাজার হইতে চারি হাজার টাকা পর্য্যন্ত উড়িষ্যার ৩ বিদ্যালয়ে ও সদনুষ্ঠানে তিনি দান করিয়াছেন।

(৫) বিধবা-আশ্রম—একটী নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন, উড়িষ্যার দুর্ভাগ্যক্রমে এই আরব্ধকার্য্য শেষ না হইতেই তিনি ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৬) "কটক প্রিন্টিং ওয়ার্কস" ও "উৎকল দীপিকা"—উড়িষ্যাতে যৌথ বার কেহ জানিত না, ভাল ছাপাখানা ছিল না, সংবাদপত্র ছিল না। গৌরীশঙ্কর প্রথমে "কটক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্" নামে এক বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় জয়েণ্ট-ষ্টক্-কোম্পা বিষয়ক আইন-অনুসারে অংশবিক্রয় দ্বারা অর্থসংগ্রহ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করে উড়িয়া, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরেজী বহুশত গ্রন্থ এযাবৎ এই মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্র শিত হইয়াছে। তিনি আমরণ এই কারবারের পরিচালক ছিলেন। উ ভাষাতে "উৎকল দীপিকা" নামে একখানি উৎকৃষ্ট সংবাদপত্র তিনি প্রচার এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহা দক্ষতার সহিত সম্পাদন করেন। পত্নীবিয়োগের হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এই মুদ্রাযন্ত্রালয়েরই একটী প্রকোষ্ঠে বাস ক ছিলেন এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিই তাঁহার মহতী ভাবনার বিষয় যখন বঙ্গভাষা কি উড়িয়াভাষা উড়িষ্যার আদালতের ভাষা ও চলিত ভাষা ইহা লইয়া তর্ক উপস্থিত হয় তখন শক্তিশালী উপনিবেশী বাঙ্গালিগণ বঙ্গ পক্ষপাতী হইলেন, কিন্তু মহানুভব গৌরীশঙ্কর বলিলেন—"আমাদের য জন্য আমরা উড়িয়া ভাষাকে উড়িষ্যা হইতে নির্ব্বাসিত করিতে প উড়িষ্যাতে উড়িয়াই দেশভাষা থাকিবে" ফলে তাঁহারই আন্দোলনে ভাষাই চলিতভাষা হয়। বস্তুতঃতাঁহার নিকট উড়িষ্যাবাসী নরনারী অশেষ ঋণে আবদ্ধ।

তিনি অসাধারণ বড়লোক ছিলেন না। দীক্ষিতপাড়াতে তাঁহাদের যে পৈতৃক যৌথ ভূ-সম্পত্তি আছে তাহার আয় অনধিক ৬ হাজার টাকামাত্র। তিনি অনধিক ১০০ টাকা বেতনে সরকারী চাকরী করিতেন। চাকরী হইতে অবসর লইয়া নানা সৎকার্য্যে মনোযোগী হন। "কটক প্রিন্টিংওয়ার্কসের', স্বীয় মূলধন হইতে তিনি যথেষ্ট লাভ (ডিভিডেণ্ড) পাইতেন, "উৎকল দীপিকা" হইতেও বেশ লাভ হইত। নিজের বিলাসব্যসন কিছুই ছিল না, অর্থাগম যাহা হইত তাহাই সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। অনুজ হরিশঙ্কর ও রামশঙ্কর তাঁহার সৎকার্য্যে অকাতরে অর্থ ব্যয়ে কখনও বাধা দিতেন না। বরং তাঁহাদের সহানুভূতিতেই তিনি অনেক সৎকার্য্য-সাধনে সমর্থ হইয়াছেন।

যখন "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা" কলিকাতাতে তাহার স্থায়ী গৃহনির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা প্রথমে অনুভব করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াও সফলতা লাভ করিতে পারিতেছিলেন না, তখন মহানুভব গৌরীশঙ্কর পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে কায়স্থ সভার বাড়ী করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য আমরা এ বিষয়ে তাঁহাকে এমন সব চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে বলিয়াছিলাম, যে তিনি অতিশয় বিরক্ত ও মর্ম্মাহত হইয়া এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বস্তুতঃ আমরা তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছি; যাহা তখন ৫০ হাজার টাকায় সংসাধিত হইতে পারিত, আজ লক্ষটাকাতেও তাহা হইবার নহে। কিন্তু ৫০ হাজার দূরে থাকুক, ১০ হাজার টাকা কায়স্থসভার বাড়ীর জন্য দিতে প্রস্তুত আছেন এমন স্বজাতি-হিতৈষী একজন কায়স্থ-সন্তানও আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি না। মহাপ্রাণ পরম স্বজাতিবৎসল পুণ্যাত্মা গৌরীশঙ্করের সাধু প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া আমরা যে মহাপাপ করিয়াছি, তাহারই ফলে আজ আমরা ছিন্ন ভিন্ন, শত দুর্গতিগ্রস্ত ও পথহারা হইয়া কাঁদিতেছি। এমন মহাত্মা স্বজাতি-প্রেমিক আর একজন কায়স্থ কবে বঙ্গে বা উৎকলে জন্মগ্রহণ করিবে?

১০ই বৈশাখ, শুক্রবার উপনয়ন হইয়া গেল। নিমন্ত্রিত বহু কায়স্থ ও করণের সহিত কায়স্থ জাতির সংস্কার বিষয়ে আলোচনা করিলাম। পরদিন সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় কটক টাউন হলে আর একটী সভা হইল। রায় রামশঙ্কর বাহাদুরের প্রস্তাবে দেওয়ান বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র (করণ) সভাপতি হইলেন। এই দিন আমি সাধারণ হিন্দু সমাজের সংস্কার বিষয়ে বক্তৃতা করিলাম। সভাভঙ্গের পর দেওয়ান বাহাদুর পুনরায় কটকে যাইতে এবং তথাকার করণ কায়স্থগণের সংস্কার বিষয়ে সহায়তা করিতে আমাকে অনুরোধ

করেন। তথাকার করণগণ বিবাহকালে পৈতা ধারণ করেন এবং বিবাহের পরই তাহা পরিত্যাগ করেন। রীতিমত সংস্কার হয় না। অশৌচ ১০ দিন পালন করেন, সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ বার দিনে হয়। খণ্ডাইতদের অবস্থাও এইরূপ, তাঁহারা বিনাসংস্কারে বিবাহের কালে পৈতা ধারণ করেন, কিন্তু অনেকেই তাহা পরিত্যাগ করেন না।

২ই বৈশাখ রবিবার কটক হইতে পুরীধামে প্রস্থান করিলাম। তথায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শন এবং সমুদ্রে স্নানতর্পণাদি করিয়া ১৩ই তারিখে সন্ধ্যার গাড়িতে ভুবনেশ্বর-শিবালিঙ্গ দর্শনে গমন করিলাম। তথাকার বিন্দু-সরোবর-তীরে সুরম্য ধর্ম্মশালায় থাকিয়া অগণিত মন্দির ও দেববিগ্রহ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ-প্রতিষ্ঠিত তথাকার মনোহর রামকৃষ্ণমঠ ও সেবাশ্রম দর্শন করিলাম। বিন্দু-সরোবরে এবং তথাকার কেদার-গৌরীকুণ্ড নামক উৎসসলিলে স্নান-তর্পণাদিও করিলাম। ১৫ই তারিখ সকালে তথা হইতে রওনা হইয়া যাজপুর রোড্ ষ্টেশন হইতে মটর লরিতে আরোহণ করিয়া সন্ধ্যার সময় বৈতরণীতীরে মহারাজা যযাতি কেশরীর প্রাচীন রাজধানী যাজপুর নগরে পৌঁছিলাম। যাজপুর এখন কটক জিলার একটী মহকুমামাত্র। রায় রামশঙ্করের উপদেশ মতে আমি তথাকার উকীল ও মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ বসু বি,এল্ মহাশয়ের বাসায় উঠিলাম। তিনি রামশঙ্কর বাবুর পত্র পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। আমাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। পরদিন সদাব্রত-মঠে হিন্দুসাধারণের একটী সভা আহূত হইল। হিন্দুজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এখন কোন্ কোন্ বিষয়ে সংস্কারের প্রয়োজন—বিবিধ শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রমাণ সহ আমি সওয়াঘণ্টাকাল তাহার আলোচনা করিলাম। আমার বক্তৃতা শেষ না হইতে ঝড় আসিল, সুতরাং ১৮ই তারিখ শনিবার পুনরায় ঐ মঠে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। ১৭ই শুক্রবার তথাকার কায়স্থ সেনবংশের বাড়ীতে শ্রাদ্ধের ভোজে এবং তদুপলক্ষে কায়স্থ-সমাজের সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আহূত হইয়াছিলাম। তথায় একঘণ্টাকাল উপস্থিত কায়স্থগণের সমক্ষে বক্তৃতা ও তাঁহাদের দুই একজনের সহিত তর্ক করিতে হইয়াছিল। সোমবার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ বসু ও আনন্দবল্লভ ঘোষ মহাশয়ের আহ্বানে কুঁয়াসরপুর পল্লীতে যাই। তথায় কিঞ্চিৎ আলোচনার পর ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ বসু, তাঁহার পুত্রগণ এবং ঘোষপরিবারের শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র রায় প্রমুখ অনেকেই বলিলেন যে তাঁহারা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ

করিতে প্রস্তুত আছেন। ২২শে বৈশাখ, বুধবার কুঁয়াসরপুরে গোবিন্দ বাবুর বাড়ীতে আর একটী সভা হইল। তাহাতে স্থির হইল ২৪শে বৈশাখ গোবিন্দ বাবুর বাড়ীতে এবং ২৬শে তারিখ ঘোষরায়দের বাড়ীতে উপনয়ন হইবে। নিকটবর্ত্তী গ্রামের কেহ কেহ ব্রাহ্মণদের বিরোধিতার আশঙ্কা করিয়া কিঞ্চিৎ ভীতি প্রকাশ করিলেন। যাহা হউক ২৪শে ও ২৬শে তারিখে উক্ত দুই পরিবারে উপনয়ন হইয়াছে। উপনীতগণের নাম প্রদত্ত হইল।

২৪শে বৈশাখ, কুঁয়াসরপুর।

(১)	শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ বসু, জমিদার	
(২)	„ কৃষ্ণপ্রসাদ বসু	গোবিন্দ বাবুর পুত্র।
(৩)	„ কমলাকান্ত বসু	
(৪)	„ নগেন্দ্রনাথ বসু	
(৫)	„ ব্রজমোহন সিংহ, ডাক্তার	

(গোবিন্দ বাবুর আত্মীয়, নিবাস উনাসিয়া, যাজপুর)

কৃষ্ণপ্রসাদ বাবু সুলেখক, তাঁহার লিখিত অপেরা ওড়িষ্যাতে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। এই উপনয়নে গোবিন্দ বাবুর নিজ পুরোহিত শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আচার্য্যাদি পদে এবং আমি পুস্তকাচার্য্য পদে বৃত হইয়াছিলাম। গোবিন্দ বাবু উত্তম বরণাদি দিয়াছেন এবং কার্য্যোপলক্ষে প্রায় ৩০ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছেন।

২৬শে বৈশাখ, রবিবার, কুঁয়াসরপুর।

(১)	শ্রীযুক্ত আনন্দবল্লভ ঘোষ রায়	
(২)	„ জগদ্বল্লভ ঘোষ রায়	
(৩)	„ ক্ষীরোদবল্লভ ঘোষ রায়	
(৪)	„ উমেশচন্দ্র ঘোষ রায়	

ইঁহাদের পুরোহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগন্মোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্য এবং আমি পুস্তকাচার্য্য পদে বৃত হইয়াছিলাম। এ বাড়ীতে ও ব্রাহ্মণভোজনাদি হইয়াছিল। এই বাড়ীর শ্রীযুক্ত অদ্বৈতবল্লভ রায় মহাশয় বাড়ীতে না থাকায় অনেকের উপনয়ন হয় নাই। তিনি কটক হইতে জানাইয়াছেন যে জ্যৈষ্ঠমাসে বাড়ী যাইয়া উপবীত গ্রহণ করিবেন। সেই উপনয়ন কার্য্য যাহাতে যথারীতি সমাধা

করিতে পারেন,তজ্জন্য জগন্মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে আমার স্বলিখিত উপনয়ন-পদ্ধতি নকল করিয়া লইতে দিয়াছি।

কটকে এবং কুঁয়াসরপুরে দুইস্থলেই উপবীতিগণকে বৈদিকী সন্ধ্যা অভ্যাস করাইতে এবং সমুদয় মন্ত্রের অর্থ বুঝাইতে আমাকে বিশেষ প্রয়াস করিতে হইয়াছে। বহু কায়স্থ আমাকে সত্বর ওড়িষ্যায় পুনরায় যাইতে এবং সকল প্রধান কায়স্থ কেন্দ্রে প্রচার করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন।

বৈতরণীর পাণ্ডাদের গৃহে রক্ষিত পুস্তকানুসন্ধান।

বৈতরণীতে স্নান তর্পণাদি ও তথাকার প্রসিদ্ধ বরাহ, সপ্তমাতৃকা ও বিরজা দেবী বিগ্রহাদি দর্শন করিয়া অবসরকালে পাণ্ডাদের গৃহে যাইয়া তাঁহাদের প্রাচীন পুথি হইতে বাঙ্গালার প্রাচীন অনেক বংশের পরিচয় অনুসন্ধান করিয়াছি। কিন্তু ৩ শত বৎসর অধিক প্রাচীনকালের কোন বংশের পরিচয় তাঁহাদের পুথিতে নাই। ত্রিপুরা চাঁদপুরের সিংহেরগাঁও পরগণার সিংহবংশের যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য। অনধিক দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও যে বাঙ্গলার অনেক কায়স্থ-পরিবার নিজেদের নামান্তে দেব দেবী উপনাম ব্যবহার করিতেন—তদ্বিষয়ে বৈতরণীর পাণ্ডাদের হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি সাক্ষ্য দান করিতেছে। যিনি যখন বৈতরণী-তীর্থে গিয়াছেন, পাণ্ডা তাঁহারই নাম, গোত্র, জাতি, পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।৪ পুরুষের নাম ও পুত্রপৌত্রাদির নাম নিজ পুথিতে লিখিয়া রাখিয়াছেন। সিংহের গাঁয়ের সিংহবংশের এবং তদ্‌বংশের শাখা বরিশাল-উজিরপুরের সিংহ বংশের পাণ্ডা বর্ত্তমানে শ্রীস্বপন কর ও তৎপুত্র শ্রীবারণী কর, বড়-শাসন, যাজপুর। উক্ত সিংহবংশের লোকেরা অন্ততঃ ২৫ বার বৈতরণী গিয়াছেন, তন্মধ্যে ৫ বারের পরিচয় পাণ্ডারা পুথি হইতে যেমন পাঠ করিয়াছেন তাহাই অবিকল লিখিয়া আনিয়াছি। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:-

সিংহের গাঁও—ফরক্কাবাদ।

(১) রূপমঞ্জরী ঠাকুরাণী, স্বামী—নরসিংহ দেব রাজা, (তাঁহার পিতা রামকৃষ্ণ রায় দেব—পিতা চরণ শঙ্কর—পিতা কামদেব রায়। শ্বশুর রাজা জয়সিংহ রায়, রাম সিংহ রায়, প্রতাপ সিংহ রায়। গোত্র শাণ্ডিল্য, কায়স্থ।

(২) রাণী গৌরী ঠাকুরাণী, স্বামী প্রতাপ নারায়ণ সিংহ রাজা, পুত্র রাজা রামরতন, রাজা ভবানী চরণ।

বাকুলা—উজিরপুর: কালিকাপুর রতনদীয়ার জমিদার।

(৩) রত্নেশ্বর রায়, পিতা নরোত্তম—পিতা দুর্গাশরণ—পিতা কৃষ্ণজীবন সরকার।

(৪) তারিণী দেব্যা, স্বামী কীর্ত্তি নারায়ণ রায় চৌধুরী, শ্বশুর রত্নেশ্বর রায়, পুত্র শম্ভু চন্দ্র, ভৈরব চন্দ্র রায়।

(৫) গোলোকচন্দ্র রায় চৌধুরী পিতা শিব চন্দ্র রায় চৌধুরী, পুত্র বন্ধু চন্দ্র, মাতা শ্রীমতী জয়মালা দেব্যা। সঙ্গে ভগ্নী রামমালা, সোনামালা, সঙ্গে দাসী পদ্মমনি, রামমঞ্জরী, নীলমণি, ভাণ্ডারী রামনারায়ণ দেও, গোমস্তা রাধা মোহন, ভাণ্ডারী গঙ্গারাম দেও, পুরোহিত রামকিশোর চক্রবর্ত্তী।

রূপমঞ্জরী ঠাকুরাণী, রামকৃষ্ণ রায় দেব, গৌরী ঠাকুরাণী, তারিণী দেব্যা ও জয়মালা দেব্যা—এই কয়টী নামের ঠাকুরাণী, দেব ও দেব্যা শব্দ প্রণিধানযোগ্য। বর্ত্তমানে এই বংশের লোকেরা মন্ত্রপাঠ কালে দাস দাসী শব্দই ব্যবহার করেন, পূর্ব্বপুরুষেরা যে দেব দেবী বলিতেন তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। অবশ্য যাঁহারা ইদানীং যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা দেববর্ম্মা ও দেবীই বলেন। রঘুনন্দন "শুদ্ধিতত্ত্বে" বলিলেন—"ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়দিগের উপনয়নাদি ক্রিয়ালোপ হেতু শূদ্রত্ব হইয়াছে, সেই কারণে বৈশ্য ও অম্বষ্ঠদিগেরও শূদ্রত্ব হইয়াছে।" সুতরাং শূদ্রবৎ মাসাশৌচই তাহাদের পালনীয়। ব্রাহ্মণ শর্ম্মা, ক্ষত্রিয় বর্ম্মা, বৈশ্য গুপ্ত, শূদ্র দাস শব্দ নামান্তে ব্যবহার করিবে। দ্বিজাতি স্ত্রীগণ দেবী ও শূদ্র স্ত্রীগণ দাসী শব্দ ব্যবহার করিবে। কিন্তু এই শূদ্রদিগের নামকরণে বসুঘোষাদি পদ্ধতিযুক্ত নামও ব্যবহৃত হইতে পারিবে।" তাঁহার সময়ে যে বিবাহের সম্প্রদান-বাক্যে দত্ত মিত্রাদি বংশ-পদ্ধতিমাত্র ব্যবহৃত হইত, বর্ম্মা বা দাস কিছুই ব্যবহৃত হইত না, তদীয় "উদ্বাহ-তত্ত্বে" তদ্বিষয়ে তিনি নিজেই সাক্ষ্যদান করিয়াছেন। আমরা উপরে উদ্ধৃত পাণ্ডার পুথির প্রমাণ হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, অনেক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-পরিবার ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বেও নামান্তে দেব দেবী শব্দ ব্যবহার করিতেন, যদিও সাধারণতঃ কায়স্থগণ কেবল বসু দত্ত প্রভৃতি বংশ-পদ্ধতিই নামান্তে ব্যবহার করিতেন। নামান্তে শূদ্রবৎ দাস দাসী শব্দ ব্যবহারের প্রচলন বোধ হয় অনধিক ১০০ শত

বৎসরের মধ্যে হইয়াছে। তাহাপূর্ব্বে কায়স্থ বাহা-বংশীয়া কন্যার বিবাহে লগ্ন-পত্রে কন্যার নাম'স্তে বক্ষণী শব্দ প্রয়োগের উদাহরণ কায়স্থ-পত্রিকার পাঠকগণ দেখিয়াছেন। ঐ লগ্ন-পত্র ৯৯ বৎসরের প্রাচীন, টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী স্কুলের আসিষ্টেণ্ট হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র রাহা বি, এ উহা আমাকে দেখাইয়াছিলেন. পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু বি বিদ্যানিনোদ উহার অবিকল প্রতিলিপি কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার

জাগরণী

(গীতিকা)

গাও কায়স্থের জয় !

মানে, ধনে, জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ সে অতি—পদানত কারু নয়।
আপন গর্ব্বে, আপন তেজে চলে সে, না করে কাহারে ভয়॥
গাও কায়স্থের জয় !

গাহে ইতিহাস কীর্ত্তি-গা। কায়স্থের চিরকাল,
কত রণে তা'রা হ'য়েছে জয়ী, হাতে ধরি করবাল !
কত অরাতিরে শৃগালের মত করিয়াছে পরাজিত,
শত্রু-রক্তে তারা রণ-ভূমি কত ক'রেছিল বিরঞ্জিত।
স্বদেশের তরে কত শত্রুরে করিয়াছে তা'রা লয়,
গাও কায়স্থের জয় !

আমরা কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতি যজ্ঞ-সূত্র-ধারী,
চিত্রগুপ্তাত্মজ মোরা যে—যাগ-যোগ-অধিকারী।
সমাজে, স্বদেশে—আমরা সকলে চিরদিন অতি উচ্চ,
শিক্ষা, দীক্ষায় শ্রেষ্ঠ এ জাতি, নহি কভু মোরা তুচ্ছ।
নিন্দুক মরুক্ নিন্দা করিয়া নাহি করি মোরা ভয়,
গাও কায়স্থের জয় !
গাও কায়স্থের জয় !

স্বজাতি-গর্ব্ব-গীতিতে আজি ভরাও ত্রিভুবনময়,
জাগ হে কায়স্থ, যে যেথা আছ—হে ক্ষাত্রয়-তনয়,
গাও কায়স্থের জয়।

শ্রীপাঁচুগোপাল মিত্র।

বেলফুলিয়ার বিচার-সভা।

খুলনা জেলার অন্তর্গত বেলফুলিয়া পরগণার নন্দনপুর, শ্রীফলতলা, মৈষাঘুণি প্রভৃতি গ্রামের কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু আইচগাতি, দেয়াড়া, আজগড়া, ডোমরা, চন্দনশ্রী প্রভৃতি গ্রামের কায়স্থগণ এখনও উপবীত গ্রহণ করেন নাই। আজগড়ার ব্রাহ্মণগণই বেলফুলিয়ার কায়স্থ সমাজের নেতৃস্থানীয়। তাঁহাদের বিরোধিতা এবং আইচগাতি নিবাসী সবরপ্রাপ্ত ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সিংহ এম,এ, মহাশয়ের উপবীত গ্রহণে আপত্তি—প্রধানতঃ এই দুই কারণেই এ যাবৎ ঐ সকল স্থানে উপনয়ন হয় নাই। কিছুকাল উপনীত ও অনুপনীত কায়স্থগণের মধ্যে কিছু দলাদলিও চলিয়াছিল। অবশেষে যোগেন্দ্রবাবু উপনীত কায়স্থগণকে বলেন—কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়বর্ণতা এবং সুচিরকাল অনুপনীত থাকার পরে উপনার্হতা যদি শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণাদি দ্বারা তোমরা প্রতিপন্ন করিতে পার তবে আমিও যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। এই কথাতেই বেলফুলিয়ার কায়স্থগণ একটী বিচার সভা আহ্বান করিয়া তর্কিত বিষয়ের মীমাংসা করিতে উদ্যোগী হন এবং কায়স্থ-সভার সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ, সম্পাদক সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী এবং পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার—এই তিনজনকে সবিশেষ জানাইয়া বেলফুলিয়ার সভায় তাঁহাদের আহ্বান করেন। ৮ই ও ৯ই জ্যৈষ্ঠ, শনি ও রবিবার আইচগাতি মঃ ইঃ বিদ্যালয়ে ও তাহার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সভা হয়। বলা বাহুল্য প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় অসুস্থতা-নিবন্ধন সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শ্রীফলতলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্ম রায়চৌধুরী এম,এ, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত অগ্নিহোত্রী ও বিদ্যালঙ্কার মহাশয় দ্বয়কে সঙ্গে লইয়া ৮ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে বেলফুলিয়া পৌঁছেন। নন্দনপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের গৃহে তাঁহারা বিশেষ সমাদরে অবস্থান করেন।

ঐ দিন অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় আইচগাতি মঃ ইঃ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বেলফুলিয়ার কায়স্থ-প্রধানগণ সমবেত হন। কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। খুলনার প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম বি, এল, মহাশয় সভাপতি-পদে বৃত হন। প্রথমে অগ্নিহোত্রী মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় সভার উদ্বোধন করেন। তৎপর

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সিংহ মহাশয়কে কায়স্থের উপনয়ন প্রতিকূলে কি বক্তব্য আছে—তাহা বিবৃত করিতে আহ্বান করেন। নৈয়ায়িক পণ্ডিত যোগেন্দ্রকুমার প্রথমে ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত বিচার প্রণালীর বিষয় করেন এবং অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের বক্তৃতায় দোষারোপ করেন। তৎ যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, ব্যাস-সংহিতা, ঔশনস্-ধর্ম্মশাস্ত্র, মুদ্রারাক্ষস নাটক প্রভৃ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, ঐ সকল বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হইতে যে কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় নহে। তিনি দুই ঘণ্টা কাল এই সকল বিষ আলোচনা করিলে রাত্রি ১০৷৷০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। সভাপতি মহা ঘোষণা করেন যে পরদিন রবিবার পূর্ব্বাহ্নে এবং অপরাহ্নেও সভা হইবে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সকল তর্কের উত্তর প্রদান করিবেন।

পরদিন বেলা ৯টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বসু মহাশয়ই সভাপতির আসনে সমাসীন হন। সুপণ্ডিত বিদ্যালঙ্কার মহ যোগেন্দ্র বাবুর প্রদর্শিত কায়স্থজাতির অপকর্ষ-জ্ঞাপক সমুদয় যুক্তি ও দক্ষতার সহিত খণ্ডন করেন: এসিয়াটীক সোসাইটীতে এবং কাশীতে ব্যাস-সংহিতার হস্তলিপিতে যে পাঠ আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি "বঙ্গবাসী সংস্করণ" ব্যাস-সংহিতায় উদ্ধৃত দুইটি শ্লোকের মধ্য হইতে শ্লোক উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় এবং "বিরাটকায়স্থ" স্থলে "কিরাতকায়স্থ" এই কল্পিত হওয়ায় ঐ বিকৃত বচন সর্ব্বশাস্ত্রবিরোধী এবং সুধীজনের অ হইয়াছে। বিশেষতঃ উক্ত ব্যাস-সংহিতারই তৃতীয় অধ্যায়ে যে গোপ ও না ব্রাহ্মণের ভোজ্যান্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে, উদ্ধৃত বচনে সেই গোপ ও নাপি অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্যাস-সংহিতাতে কায়স্থ শব্দই ন ঔশনস্-ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্বন্ধে তিনি বলেন, উহা কোন শাস্ত্রই নহে, কায়স্থ, প্রভৃতি জাতিকে গালি দেওয়ার জন্য কোন দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি এই দুই পৃষ্ঠায় স পুথি ঔশনস্ ধর্ম্ম-শাস্ত্র নামে প্রচার করিয়াছে। উহা হইতে চপলতা দুই একটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়াও তিনি প্রদর্শন করেন যে, উহা ঋষি-প্র হইতে পারে না। মহর্ষি উশনার প্রণীত সংহিতা আছে, তাহা মন্বাদি সংহিতার অন্তর্গত, তাহাতে এ সব অপকথা নাই, কায়স্থ-জাতির উল্লেখ ও কিন্তু তাহাতে চিত্রগুপ্তদেবের উল্লেখ আছে, এবং ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণ কালে চিত্রগুপ্তকে অন্নবলি দিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। তৎপরে তিনি যাজ্ঞবল্ক্য-বচনে কায়স্থের বর্ণ-সম্বন্ধে কোন আলোচনা নাই। যাজ্ঞবল্ক্য চাটুয্যে

পীড়ন হইতে, বিশেষতঃ কায়স্থদের পীড়ন হইতে প্রজারক্ষা করিতে রাজাকে আদেশ করিয়াছেন। বিজ্ঞানেশ্বর মিতাক্ষরায়, শূলপাণি দীপকলিকা নাম্নী টীকায় এবং অপরার্ক তদীয় নিবন্ধে এই বচন সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা প্রদর্শন করিয়া তিনি বলেন, এই সকল ভাষ্যকারদিগের উক্তি হইতে কায়স্থের অপ্রতিহত প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—অতএব অপকর্ষ নহে, বরং উৎকর্ষই প্রমাণিত হইতেছে। "মুদ্রারাক্ষস" নাটকে রাজনীতিক কূটকৌশল সম্পর্কে শকটদাসকে "কায়স্থ ইতি লঘ্বী মাত্রা" বলিয়া তুচ্ছ করা হইয়াছে, ইহা হইতে এই-মাত্র বুঝা যায় যে মহানন্দীর রাজ্যে রাজনীতি-ক্ষেত্রে কায়স্থেদের প্রভাব বিশেষ ছিল না, কায়স্থের বর্ণসম্বন্ধে ইহা কিছুমাত্র প্রমাণ নহে। কায়স্থ প্রাকৃতভাষায় কথা বলিতেছেন, তদ্দ্বারাও তাহার হীনজাতিত্ব সপ্রমাণ হয় না, কারণ দেখা যায় রাক্ষস-বিদূষকও প্রাকৃতভাষায় কথা বলিতেছেন। "মৃচ্ছকটিক" নাটকে উক্ত হইয়াছে, কায়স্থগণ সর্পবৎ বিচারালয়ের প্রাঙ্গণে ঘুরিতেছেন। ইহাদ্বারাও কায়স্থ-জাতির অপকর্ষ নির্ণীত হইতে পারে না। যোগেন্দ্রবাবু বলেন তাহারা 'টাউট্' ছিল। 'টাউট্' হইতে হইলেও লেখাপড়া জানা দরকার, সুতরাং কায়স্থেরাই যদি 'টাউট্' হইত, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? এখন ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলেই 'টাউট্' হয়, আবার হাইকোর্টের জজিয়তিও করে। কায়স্থ তখনও ঐরূপই ছিল, নারায়ণ পাটওয়ারী হইতে ধর্ম্মাধিকরণের লেখক, রাজার রাজস্বমন্ত্রী, সমরসচিব প্রভৃতি উচ্চ রাজকার্য্যে তাহাদের অব্যাহত অধিকার ছিল। হাতে ক্ষমতা পড়িলেই মানুষ প্রায়শঃ তাহার অপব্যবহার করে। তৎকালের কায়স্থেরাও এই নিয়মের বহির্ভূত ছিল না। ক্ষমতাশালী কায়স্থেরা অনেক সময় ক্ষমতার অপ-ব্যবহার করিত বলিয়া কায়স্থ-চরিত্র কোন কোন স্থলে নিন্দিত হইয়াছে—এইমাত্র, তাহা হইতে কায়স্থের জাতিবর্ণ নির্ণয় করিতে যাওয়া নিতান্ত ভুল। সিংহ মহা-শয় বলেন—কায়স্থের অপর নাম করণ, এবং করণ বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাগর্ভজাত জাতিবিশেষ। তদুত্তরে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলেন—করণ শব্দের এক অর্থ—কায়স্থ, আর এক অর্থে—বৈশ্যশূদ্রাজাত পুত্র, ইন্দ্রিয় অর্থেও করণ শব্দ প্রযুক্ত হয়, মনু-সংহিতাতে ব্রাত্যক্ষত্রিয় শ্রেণীবিশেষকেও করণ বলা হইয়াছে। কায়স্থ করণ বৈশ্যশূদ্রাজাত বর্ণসঙ্কর করণ যে এক জাতি নহে, তাহা তিনি বহু কোষগ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করেন। এইরূপে প্রতিপক্ষের সকল তর্ক খণ্ডন করিয়া বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কায়স্থজাতি ও কায়স্থবীজপুরুষ চিত্রগুপ্তদেবের উৎপত্তি, দ্বিজাতিত্ব ও ক্ষত্রিয়বর্ণত্ব স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডের উপাখ্যান ("বঙ্গবাসী"

সংস্করণ), বাচস্পত্যাভিধান ও ব্যবস্থাদর্পণ-ধৃত ভবিষ্য, পদ্ম ও স্কন্দপুরাণীয় বচনপ্রমাণ, এবং গরুড়পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বৃহদারণ্যকশ্রুতি, বিষ্ণুসংহিতা, বৃহৎপরাশরসংহিতা, শুক্রনীতি, মহাভারত প্রভৃতি হইতে প্রমাণপরম্পরা স্থিত করিয়া নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন করেন। তদ্ব্যতীত মিতাক্ষরা, বীরমিত্রোদয় প্রভৃতি স্মৃতিনিবন্ধধৃত বচনাবলি এবং হিন্দুরাজত্বকালের শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদির ভূরি ভূরি প্রমাণ এবং রাজতরঙ্গিণী নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাসের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন করেন যে হিন্দুরাজত্বকালে কায়স্থগণই ভারতের সর্ব্বাংশে রাজগণের সান্ধিবিগ্রহিক (যুদ্ধ ও সন্ধি বিষয়ক মন্ত্রী), আয়ব্যয়ের পরীক্ষকারী (অর্থ-সচিব) এবং শাসনপত্রাদি ও সকল রাজকীয় দলিলের লেখক ছিলেন, কোন দলিল বা শাসনপত্র কায়স্থের হস্তলিখিত না হইলে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত না, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ব ও রাজশাস্ত্রজ্ঞানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বহু লিপি ও বহু ভাষাবিৎ—অল্প কথায় বহু অর্থবক্তা ও নীতিশাস্ত্রের পারগামী কায়স্থপণ্ডিতগণ রাজগণের প্রধান লেখকপদে নিযুক্ত হইতেন, দুর্গরক্ষক, সেনাপতি, সামন্ত, প্রধানমন্ত্রী, সর্ব্বাধিকার প্রভৃতি পদেও তাঁহারা অনেক স্থলে নিযুক্ত হইতেন, তখন বেদনিনাদে কায়স্থপল্লী মুখরিত এবং বেদাদি চতুর্দ্দশবিদ্যায় পারদর্শী কায়স্থ রাজার নিকট হইতে শাসনপত্রে ভূমিদান প্রাপ্ত হইতেন, আর তখন ক্ষত্রিয় রাজা বিদ্বান্ কায়স্থকে কন্যা দান করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সকল প্রমাণ ও আলোচনা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ কায়স্থগণ বিশেষ আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন এবং কায়স্থদের পূর্ব্বগৌরব, আভিজাত্য ও ক্ষত্রিয়বর্ণতা সম্বন্ধে তাঁহারা নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। তাঁহার ৩ ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতার পর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় পুনরায় সভা ঘোষণা করিয়া সভাপতি মহাশয় পূর্ব্বাহ্ণের সভা ভঙ্গ করেন।

রবিবার অপরাহ্ণের সভা।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয় আসনগ্রহণ করিয়া বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে বাঙ্গালার কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ ও পূর্ব্বগৌরব-কথা যাহা বলিবার থাকিলে তাহা বলিতে আদেশ করেন। "ব্যবস্থাদর্পণ" ও "অহল্যা ধেনু"-ধৃত যমসংহিতা-বচন উদ্ধৃত করিয়া বিদ্যালঙ্কার মহাশয় প্রদর্শন করেন যে অতি প্রাচীনকালে চিত্রগুপ্তদেবের দ্বাদশ পুত্র হইতে শ্রীবাস্তব, সূর্য্যধ্বজ, মাথুর, ভট্টনাগর, সূর্য্যধ্বজ, গৌড়, করণ, অম্বষ্ঠ, নিগম, বাল্মীক প্রভৃতি

দ্বাদশ কায়স্থজাতি বিভক্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে চিত্রগুপ্তের অন্যতম পুত্র সুচারু গৌড়দেশে বাস করায় তৎসন্ততিগণ গৌড় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, প্রাচীনকালে এই গৌড়কায়স্থই বঙ্গে বাস করিতেন, পরে কান্যকুব্জাদি প্রদেশ হইতে আরও অনেক কায়স্থ বঙ্গে আসিয়া পূর্ব্বতন কায়স্থদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। কর্ণাট হইতে ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ, প্রখ্যাত সেনরাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ও আত্মীয়গণ, এদেশে আসিয়া গৌড়ীয় কায়স্থ-সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ যে ক্ষত্রিয়রাজবংশসম্ভূত, ঋষির অভিশাপে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া কায়স্থের লেখনীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রভুকায়স্থসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা স্কন্দপুরাণীয় সহ্যাদ্রিখণ্ডের বচনদ্বারা সপ্রমাণ করেন। বস্তুতঃ পুরাকালে যে সকল ক্ষত্রিয় লেখনীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারাই কায়স্থসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং মসী ও লেখনীযোগে লিপিকৌশলের আবিষ্কারক (Inventor of the Art of Writing) মহাপ্রতিভাবান্ ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্ত ও তৎসন্ততিগণই প্রথমে অসিজীবী ক্ষত্রিয়সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া কায়স্থসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন—এই তত্ত্ব তিনি বিশদরূপে পরিস্ফুট করেন। মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণ এবং চতুর্ব্বর্ণের পরস্পরযোগে উৎপন্ন বিভিন্ন সঙ্করজাতির উৎপত্তি ও বৃত্তি এবং তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদার বিষয় লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কায়স্থের উৎপত্তি ও মর্য্যাদার বিষয় লিখিত হয় নাই কেন? তাহার কারণ এই যে কায়স্থ একটী স্বতন্ত্র বর্ণ নহে, মনুও বলিয়াছেন —৪ বর্ণ ব্যতীত আর পঞ্চম বর্ণ নাই। কতক ক্ষত্রিয়ই লেখনীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কায়স্থ নামে অভিহিত হইত, সুতরাং কায়স্থের উৎপত্তি ও মর্য্যাদা স্মৃতিশাস্ত্রে পৃথক্ ভাবে উল্লেখের প্রয়োজন হয় নাই। বোধ হয় মনুস্মৃতি প্রণয়নকালে এই কায়স্থ-সংজ্ঞার উদ্ভব হয় নাই, এ-জন্যই মনুস্মৃতিতে কায়স্থশব্দ দৃষ্ট হয় না। কায়স্থ সংজ্ঞা যে চতুর্ব্বর্ণ-সৃষ্টির অনেক পরে হইয়াছে পুরাণেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং মনুস্মৃতিতে কায়স্থের উল্লেখ না থাকিলেও তদ্দ্বারা কায়স্থজাতির অপকর্ষ প্রমাণিত হইতেছে না। সিংহ মহাশয় বলেন—কায়স্থ একটী কর্ম্মোপাধি মাত্র, কোন জাতির নাম নহে। বৃহৎপরাশর সংহিতা ও শুক্রনীতির বচন উদ্ধৃত করিয়া বিদ্যালঙ্কার মহাশয় প্রমাণ করেন যে, প্রাচীন কালেই কায়স্থ নামে একটী জাতি হইয়াছিল। তবে প্রথমে যে সকল ক্ষত্রিয় লেখনীবৃত্তি অবলম্বন হেতু কায়স্থ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কায়স্থসংজ্ঞা একরূপ কর্ম্মোপাধিই ছিল বলা যাইতে পারে। কিন্তু কায়স্থশব্দ হইতে কোন কর্ম্মের

ধারণা হয় না। গণক ও লেখক বলিলে যেমন কর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়, কায়স্থ বলিলে সেরূপ কোন কর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং ক্ষত্রিয়গণক ও লেখকগণের জন্য যে কায়স্থ সংজ্ঞাটি জাতি নামরূপে উদ্ভাবিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যেমন ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে চারিবর্ণের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্মকায়ে আদিলেখক চিত্রগুপ্ত অবস্থিত ছিলেন এবং ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে বিনির্গত হইয়া কায়স্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন—পুরাণের এই কল্পনার ভিতরেই "কায়স্থ" এই জাতি নামের উৎপত্তির ইতিহাস সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মকায় হইতে উৎপত্তি এইরূপ কল্পনা হইতেই জাতিনামরূপেই কায়স্থ সংজ্ঞার সৃষ্টি হইয়াছিল ইহা সহজবোধ্য। শেষ কথা এই, যে ভারতের প্রায় সর্ব্বাংশে কায়স্থনামে প্রাচীনকাল হইতে যে বৃহৎ জাতি রহিয়াছে তদ্দ্বারাও এই তর্ক খণ্ডিত হইতেছে।

তৎপরে বাঙ্গলার কথা-প্রসঙ্গে পুনরায় বলেন—"আইন-ই-আকবরি" নামক পারস্যভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বাঙ্গলার পূর্ব্বতন রাজগণের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, বঙ্গে প্রথমে এক ক্ষত্রিয়কুল রাজত্ব করিত, তৎপরে কায়স্থজাত রাজা ভোজ গৌড়ীয় ও তদ্বংশধরগণ রাজত্ব করেন, তৎপর পালবংশ এবং সর্ব্বশেষ কায়স্থজাতীয় সুখসেন, তৎপুত্র বল্লাল সেন তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন তৎপুত্র মাধব, কেশব ও বিশ্বরূপ সেন রাজত্ব করেন—এইরূপে ক্রমে চারি কায়স্থ রাজবংশ বহুকাল বাঙ্গলায় রাজত্ব করেন। "আইন-ই-আকবরি" বাদসাহ আকবরের রাজস্ব-মন্ত্রী আবুলফজল বাদসাহের আদেশে তাবৎ Gazetteer রূপে প্রণয়ন করেন। তৎকালে উক্ত রাজবংশগুলি কায়স্থ বলিয়া ভারতে বিদিত ছিল। এখন নানাজনে নানা কথা বলিতেছেন এবং বিদ্বেষ স্বার্থবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিতে বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্গদেশ প্রধানতঃ কায়স্থেরই দেশ, কায়স্থ রাজগণই অন্য প্রদেশ হইতে বিদ্বান্ ও মনস্বী ব্রাহ্মণ কায়স্থ আনয়ন করতঃ এদেশের সভ্যতার উন্নতি-বিধান করিয়াছিলেন, কায়স্থ রাজা বল্লাল সেনই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কৌলীন্য নবগুণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; ভারত, তিব্বত, চীন, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারেও বাঙ্গালার কায়স্থ বিস্তর সহায়তা করিয়াছেন, তিব্বত ও চীনের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহার প্রমাণের অভাব নাই। বৌদ্ধধর্ম্মী পালরাজগণের রাজত্বকালেই কায়স্থগণ বৈদিক যাগযজ্ঞে বীতস্পৃহ হইয়া উপনয়নাদি সংস্কার ত্যাগ করেন।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে যে, তাঁহাদের বংশধরগণের ক্রমে এমন দুর্গতি ঘটিবে তাহা সেই সময়ে কে ভাবিতে পারিয়াছে? মুসলমানদিগের রাজত্বকালেও বঙ্গের কায়স্থগণ পুনঃপুনঃ স্বাধীনতাস্থাপনের প্রয়াস করিয়া মুসলমানবাহিনীকে পুনঃপুনঃ পরাজিত করিয়া ক্ষাত্রবীর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। আজও সেবীর্য্য ও প্রতিভা একবারে লুপ্ত হয় নাই—সে বিষয়েও অনেক কথা বলেন। তৎপরে চারি সমাজের পঞ্চ কায়স্থ ও প্রধান মৌলিক কায়স্থগণের বঙ্গাগমন বৃত্তান্ত আরম্ভ করিতেই বৃদ্ধ সিংহ মহাশয় বিরক্ত হইয়া সভাত্যাগ করিতে উদ্যত হন এবং বলেন যে, এত অধিক রাত্রিপর্য্যন্ত তিনি সভায় থাকিতে পারেন না, আর এরূপ আলোচনা শ্রবণে তাঁহার প্রয়োজনও নাই; তাঁহার আরও অনেক কথা বলিবার ছিল, তাহাও বলা হইল না। তখন সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে যাহা কিছু বক্তব্য আছে বলিতে অনুরোধ করেন।

এইদিন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। সিংহ মহাশয়ের অভিপ্রায় মতে স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ২০ মিনিট কালের বক্তৃতায় বহুপুরুষ-পতিত-সাবিত্রীকগণের আর উপনয়ন হইতে পারে না—ইহা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন। তখন বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলেন—"আমি যে কথা বলিতেছিলাম তাহা শেষ করিয়া আপনার কথার উত্তর দিব'। এই বলিয়া পূর্ব্ব প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলে সিংহ মহাশয় বলেন, তাঁহার আরও কয়টী কথা বলিবার আছে। সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে পুনরায় বলিতে আহ্বান করিলে তিনি ৪৫ মিনিটকাল নানাশাস্ত্রগ্রন্থের বচন প্রদর্শন করিয়া স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের উক্তির সমর্থন করেন। অনন্তর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অল্প কথায় এই আপত্তি খণ্ডন করেন। তিনি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তবিষয়ক আপস্তম্ব-সূত্রসমূহ ক্রমান্বয়ে উদ্ধৃত করিয়া এবং তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বলেন—এ বিষয়ে পারস্করের সহিত আপস্তম্বের একবাক্যতা হইতে পারে না। পারস্কর কেবল ত্রিপুরুষ-পতিত-সাবিত্রীকের প্রায়শ্চিত্তের বিধান বলিয়াছেন, আপস্তম্ব তাহা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কতপুরুষ যাবৎ উপনয়ন লোপ হইয়াছে, তাহা যাহার স্মরণ নাই তাহার জন্য ও তিনি প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন,—দ্বাদশবার্ষিক ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যরূপ গুরু প্রায়শ্চিত্ত। আপস্তম্ব-বাক্যের সারমর্ম্ম এই—নির্দ্দিষ্ট বয়স মধ্যে ব্রাহ্মণাদির উপনয়ন না হইলে এক ঋতুকাল ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য করিবার পর উপনয়ন হইবে। যাহার পিতা পিতামহেরও উপনয়ন হয় নাই তাহার সংবৎসরকাল ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য করিয়া উপনীত হইতে হইবে। তদূর্দ্ধপুরুষেরও উপনয়ন

না হইয়া থাকিলে যতপুরুষ অনুপনীত রহিয়াছে তত বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালনের পর উপনয়ন হইবে। যাহার প্রপিতামহাদি ঊর্দ্ধ পুরুষদিগের কখন উপনয়ন ছিল স্মরণ হয় না, অর্থাৎ কতপুরুষ যাবৎ উপনয়ন রহিত হইয়াছে, তাহা স্থির করা যায় না—তাহার দ্বাদশবার্ষিক ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য করণান্তর উপনয়ন হইবে। এ-স্থলে আপস্তম্বের অভিপ্রায় অতি সুস্পষ্ট। আপস্তম্বের 'প্রপিতামহাদি' শব্দে প্রপিতামহ হইতে ঊর্দ্ধতন পুরুষ না বুঝাইয়া প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা ইত্যাদি নিম্নতর পুরুষ বুঝাইতেছে—এইরূপ বলিয়া যাহারা শাস্ত্রের কদর্থ করিতেছেন, তাহারা পাপগ্রস্ত হইতেছেন এবং কেবল কায়স্থবিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া এই পাপ করিতেছেন, ইহা সহজবোধ্য যে, ঊর্দ্ধতন পুরুষ না বুঝাইলে স্মরণ শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হয় না, আর এরূপ গুরু প্রায়শ্চিত্তের বিধানও হইতে পারে না। পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় তারানাথ তর্কবাচস্পতি তদীয় বাচস্পত্যাভিধানে আপস্তম্ব-বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রপিতামহ হইতে ঊর্দ্ধতনপুরুষ অর্থ বলিয়াছেন। তখন কায়স্থদের উপনয়নের এরূপ আন্দোলন ছিল না, আজিকার মত কায়স্থবিদ্বেষও তখন ছিল না।

এক্ষণ সকলেই বুঝিলেন যে, সুচির কাল পরেও প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক উপনয়ন হইতে পারে। কিন্তু দ্বাদশ বর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য পালন কিরূপে করিবেন বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাহার উত্তর প্রদান করিয়া সকল শঙ্কা নিরসন করিয়াছেন শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, সত্যকালের জন্য কৃচ্ছ্রব্রত আদিষ্ট হইয়াছে, ত্রেতায় তদনুকল্প ধেনুদান করিবে এবং দ্বাপর কলিতে কেবল ধেনুমূল্য দান করিবে। ধেনুমূল্যও ধনবান্, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রভেদে তিন প্রকার ধার্য্য হইয়াছে। চান্দ্রায়নাদিব্রতও এই বিধি-অনুসারে ধেনু মূল্য দ্বারাই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কলিতে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য নিষিদ্ধই হইয়া ছ। এতৎপ্রসঙ্গে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় একটী স্মৃতির বচন বলেন—যাহার প্রামাণিকতা লইয়া সিংহ মহাশয়ের উপস্থিত করেন। উহা কোন্ স্মৃতির কোন্ অধ্যায়ের বচন তাহা দেখিয়া পরে লিখিয়া জানাইবেন—বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এই প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদির সুচিরকাল পরেও উপনয়ন হইতে পারে, ইহা প্রতিপাদিত হইলে সিংহ মহাশয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—"মহাশয় প্রায়শ্চিত্তের কথা ভালরূপে বলিয়া যাইবেন, আমাদেরও ত পৈতা লইতে হইবে।" তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া সকলে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিচারকালে সময় সময় কাহারও২ অসঙ্গত উক্তি লইয়া বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়া

সভাপতি মহাশয়ের দৃঢ়তায় তাহা অল্পেই নিরস্ত হইয়াছে। অনেক সময় উত্তেজনার কারণ ঘটিলেও বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সংযম রক্ষা করিয়াছেন।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বক্তব্য শেষ হইলে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অগ্নিহোত্রী মহাশয় প্রায় একঘণ্টাকাল একটী প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় সকলকে বিমুগ্ধ করেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় বলেন—"সভার কার্য্য শেষ হইল, আপনারা উভয় পক্ষের উত্তর-প্রত্যুত্তর সবিশেষ শ্রবণ করিলেন, সকল বিষয়ই বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণ সামাজিকগণ মিলিয়া সমাজের কল্যাণ কিসে হইবে এবং আপনাদের কর্ত্তব্য কি তাহা স্থির করুন।"

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় দুইটী সভায় প্রায় ৭ ঘণ্টাকাল গভীর গবেষণা পূর্ণ বক্তৃতা এবং অসাধারণ দক্ষতার সহিত সকল তর্কের খণ্ডন করিয়া কায়স্থজাতির আভিজাত্য, ক্ষত্রিয়বর্ণত্ব ও উপনয়নার্হত্ব নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত করায় তাঁহাকে, স্বজাতি প্রেমিক বাগ্মিবর অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে এবং সুবিজ্ঞ সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি ১২৷৷০ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (বি-এ)

মুস্কিল-আসান

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১১)

দুই দিনের মধ্যেই নিরুপমা পাড়ার সকলের ভাবগতিক দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, ঘাটে, পথে, প্রতিবেশীর বাড়ীতে যেখানেই তিনি যান, পূর্ব্বের ন্যায় কেহই যেন তাঁহার সহিত তেমন সাগ্রহে আলাপ করিতে ইচ্ছা করে না, কেহ বা ঘৃণা-ভরে ফিরিয়াও দেখে না, তাঁহার উপরে হঠাৎ কেন সকলের এরূপ বিতৃষ্ণা জন্মিল, তাহার কারণ ঠিক করিতে নিরুপমার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি এমন কি পাপ করিয়াছেন, যাহাতে সকলে একজোট হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ বন্ধ করিবে।

এই ভাবেই দুই দিন কাটিয়া গেল, নিরুপমা আজ সমস্ত সংসার শূন্য দেখিতে

লাগিলেন, যে রাত্রে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়া যায়, সেই দিন তিনি প্রতিবেশীর সহানুভূতি পাইয়া ছিলেন, কিন্তু আজ এ শাস্তি তাঁহার নিকট নিতান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল। ঘটনাচক্রে পড়িয়া নির্জ্জন কারাবাস ও মানবের সঙ্গ হইয়া যায়,কিন্তু মানব-সমাজে থাকিয়া মানব কেমন করিয়া মৌনধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে? অথচ নিরুপমা ইহার কোন কারণই ঠিক করিতে পারিলেন না, মেঘাবৃত চান্দ্রকা রজনীর ন্যায় আরও একদিন তাঁহার কাটিয়া গেল।

পরদিন বৈকালে পদীর পিসি, শ্যামার মা, যদু ঘোষের স্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজন সেই পাড়ারই বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়া বেড়াইতে আসিয়া নিরুপমার দাওয়ায় উঠিয়া বসিলেন। নিরুপমা সকলকেই যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। নিরুপমা সকলের সঙ্গে কথা না বলিলেও আজ তাঁহার সঙ্কোচ করিবার কোনও উপায় নাই, যাহারা দয়া করিয়া তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত কথা না বলিলে চলিবে কেন? সুতরাং তিনি অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়াই তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলেন, কিন্তু তাঁহার এ সঙ্কোচ কাহারও কাহারও চক্ষুশূল হইল; যদু ঘোষের স্ত্রী তাঁহাদের মধ্যে বয়সে ছোট, হিংসা দ্বেষ ঠাট্টা বিদ্রূপ, রসিকতা কোন বিষয়েই তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না, নিরুপমার দিকে তাকাইয়া একটা বিদ্রূপের কটাক্ষ হানিয়া অপরার কাণের কাছে মুখ লইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন,—দেখ! মরণ আর কি! আবার ঘোমটা দেওয়া হয়েছে! নৃপেনের বেলায়,—বলিতে বলিতে তিনি হঠাৎ থামিয়া গেলেন, আশ্চর্য্য যে, ইহার পর যাহা বলিতে হইবে তাহা তাঁহার ন্যায় রমণীর মুখেও বাধিয়া গেল।

ঠিক এই সময়েই 'টাকা আছে না' বলিয়া ডাকহরকরা মনি অর্ডারের ফর্ম্ম খানি বাহির করিয়া দিল। ঘর হইতে দোয়াত কলম আনিয়া নিরুপমা নাম সহি করিতে বসিলেন।

টাকা আস্‌লো কোত্থেকে? নেপেন দিল বুঝি—তাঁহাদের মধ্যে কেহ এইরূপ প্রশ্ন করিল।

বাস্তবিক টাকা নৃপেনের নিকট হইতে আসিয়াছিল, তিনি যে, লাকাটি যাইয়াও টাকা পাঠাইবেন, নিরুপমা তাহা কখনও মনে চিন্তা করেন নাই। নিরুপমা মহা লজ্জিত হইলেন, এবং এই টাকার জন্য এখনই যে কণ্টকাঘাতের ন্যায় কতকগুলি কষ্টপ্রদ বচন তাঁহাকে শুনিতে হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, এবং সে আঘাত সহ্য করিবার জন্য নিজকে প্রস্তুত করিবার প্রয়াস পাইলেন।

"নেপেন বুঝি তোমায় মাঝে মাঝে টাকা দিয়ে থাকে। তা বেশ, আহা রাম বড় ভাল লোক ছিল—"

নিরুপমা প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরেই বলিলেন,—"আমার যে দশা, তা' আর কি বলবো দিদি! আমার সংসার তো দশ জনের দয়ার উপরই চল্‌ছে, নতুবা কি আমার দাঁড়াবার যো ছিল, নৃপেনের টাকাত শুধু আজ পেলাম্ তিনি বাড়ী থাকতে বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে গিয়াছিলেন—দরিদ্র-ভাণ্ডার থেকেই আমাদের সাহায্য করবে।"

যদু ঘোষের স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন,—"সে কি কথা! আমরা কি আর কিছু জানিনে: পরে তিনি চক্ষু দুটী উপরে উঠাইয়া, মুখ-মণ্ডল বিকৃত করিয়া প্রত্যেক কথাগুলি যেন পশ্চিমা ধরণে টেনে টেনে বলিতে লাগিলেন,—আমরা কি কিছু জানিনে দিদি, নেপেন বাড়ী থাকতে রোজ সন্ধ্যা বেলা আস্‌তো, টাকা দিত আরও—

"যা যা, তোর যত ন্যাকামো"—পদীর পিসি এই বলিয়া যদুর গৃহিণীকে তাড়া দিলেন, কিন্তু পদদলিতা ফণিনীর ন্যায় তিনি গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন—"কি, আমার সঙ্গে ন্যেকামো? এত বড় কথা? এ কি শুধু আমি বলি, পাড়ার কোন্ বেটা বেটী না জানে? দেখ, সকলের মুখে এই কথা। এ কি আর "ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্" আছে যে আমি চুপ্ করবো, দেশ শুদ্ধ লোকের মুখ একবার বন্ধ ক'রে দেও দেখি, কেমন ক্ষমতা বোঝা যাবে।" ঘোষ-গৃহিণী তখন ও গর্জ্জন করিতেছিলেন। তাহার যত রাগ এবার পদীর পিসির ঘাড়ে চাপিল।

ভানীর মা বলিয়া উঠিলেন—"সে কথা ঠিক দিদি, রাস্তায় তো বেরুবার যোটি নেই, পাড়ায় ঢি ঢি প'ড়ে গেছে, আহা নেপেন এত খাসা ছেলে ছিল, আমরা কিন্তু কোন দিনই তাহার নামে কিছু শুনিনি।"

শ্যামার মা তাহাতে যোগ দিলেন—"আহা! কি কুক্ষণেই যে তার বৌ মারা গেল: এই বলিয়া ফোঁস্ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

নিরুপমা মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় শুনিয়া যাইতেছেন, তাঁহারত কিছুই বলিবার নাই, তিনি কি বলিলেন, এতক্ষণে বুঝিলেন, কেন আজ দুই দিন ধরিয়া কেহ তাহার সহিত আলাপ করে না, কেন তাহাকে দেখিলেই সকলে মুখ ফিরাইয়া লয়। হা! জগদীশ্বর! এত শাস্তি তাহাকে নীরবে সহ্য করিবার ক্ষমতা দিয়েছ, কিন্তু এ শাস্তির উপায় কি? এ তো সহ্য করিবার নহে।

কিছু পূর্ব্বে মৌন ধর্ম্মাবলম্বন তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়া ছিল, কিন্তু সে শান্তি ও ইহার নিকট সাগরের কাছে গোষ্পদ তুল্য। যে তাঁহাকে মাতার ন্যায় ভক্তি করে, মাতার দুঃখে যে সন্তানের হৃদয় গলিয়া গিয়াছে, মাতার দুঃখ বিমোচনে যাহাকে তাহার নিকট টানিয়া আনিয়াছে; এই দুঃসময়ে সেই সাক্ষাৎ দয়া-মূর্ত্তি সন্তানকে ডাকিয়া দুটী বিপদের কথা বলিয়া একটু তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। এই তো তাহার অপরাধ! হায় এ কি কলঙ্কের বোঝা উভয়েরই ঘাড়ে চাপিল। এই কি পল্লীর রীতি? এ বাজারে কলঙ্কের পশরা কি এতই শস্তা? একটু তৃপ্তির সহিত কাহারও দুঃখ বিমোচন করিবার উপায় নাই। কাহাকেও দুটী স্নেহের কথা বলিতেও কি এত দোষ? হায়রে! বিধাতা কে আগে এমন জানিত! কিন্তু চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না, এ ক্ষেত্রে নীরবতার বাতাস কলঙ্কের অগ্নিকে ভীষণ হইতে ভীষণতর করিয়া তুলে, তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলে নিরুপমার চলিবে না। কিন্তু নিরুপমা তো সে প্রকৃতির স্ত্রীলোক নহেন, কোন দিনই তিনি চেঁচাইয়া কাহাকেও একটা কথা বলিতে পারেন নাই, নিরুপমার চক্ষে জল আসিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এককালে সহস্র বৃশ্চিক দংশন তাহার নিকট যেন একান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—

"আপনারা কি বল্‌ছেন? নেপেন আমার পেটের ছেলের মতন; তাঁর সঙ্গে শিক্ষক ছাত্রের সম্বন্ধ ছিল—তখন থেকেই সে আমাকে মা ব'লে সম্বোধন করে।"

কেতুর মা বলিল—"তা আমরা কি বুঝি না, দিদি! তবে পাড়ার দশ জনে দশ রকম কথা বলে, তাই শুনি। কারও তো মুখ চেপে রাখা যায় না।"

নিরুপমার আজ ইচ্ছা হইতেছিল, একবার উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া বুকের পাষাণকে একটু হাল্‌কা করিয়া দেন। কিন্তু এত লোকের মধ্যে তাঁহার চেঁচাইবার প্রবৃত্তিও হইল না, তবুও অজস্রধারায় চোক্ দিয়ে জল গড়াইতে লাগিল।

পদীর পিসি, ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বয়স্কা ছিলেন, এবং তাঁর হৃদয়ও বাস্তবিক ইহাদের মত পাষাণ ছিল না, নিরুপমার মনের অবস্থা তিনি কতক বুঝিতে পারিলেন এবং নিরুপমাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—না মা তুমি কেঁদো না, এত কি একটা কথা! দশজনে দশরকম বলে, তাতে কি যায় আসে। আর "মেয়ে মানুষের কথা, আগে বেরোয় হাত পা, শেষে বেরোয় তার মাথা।"

কিন্তু এই বৃদ্ধার আশ্বাস বাণীতেও নিরুপমার মন কিছুমাত্র শান্তিলাভ করিল না, বর্ষাকালীন তটিনীর একটানা স্রোতের ন্যায় অবিরল অশ্রুধারা তাহার রক্তগোলাপবৎ গণ্ডদ্বয়কে ভাসাইয়া দিতে লাগিল।

(১২)

বৈশাখের প্রথম। শেষ চৈত্রে কাল-বৈশাখীর প্রভাবে সমস্ত পগার, নালা, ডোবার পরিপূর্ণতার সহিত সে অঞ্চলের লোককে নৈদাঘ রাত্রেও লেপ ব্যবহার করাইয়া ছাড়িয়াছে। বিজ্ঞানবিদ্ বলিবেন, action এর পরেই reaction অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং আজ কয়েকদিন ধরিয়া এমন গরম পড়িতেছে যে, দুপুর বেলায় ঘর ছাড়িয়া গাছের তলায় আশ্রয় লইতে হয়। পুকুরের জল গরম হইয়া যেন 'টক্‌বক্' করিয়া ফুটিবার উপক্রম করিতেছে; দ্বিপ্রহর গতে সূর্য্যদেব গগনে হেলিয়া পড়িয়াছেন, দক্ষিণ হইতে মৃদুমন্দ বাতাসও বহিতেছে, কিন্তু তাহা হইলেও মাঝে মাঝে এমন একটী গরম বাতাসের ঝলক্ আসিতেছে যে, তাহাতেই বোধ হয় কে যেন এক একটী আগুণের হল্‌কা সমস্ত গায়ের উপর ছড়াইয়া দিতেছে।

শশধর বাবুর ফুলবাগানে মালী কাজ করিতেছে, এবং তিনি নিজে তাহারি মধ্যে একটী টগর ফুল গাছের নীচে একখানি চেয়ার পাতিয়া বসিয়া তাম্রকুট সেবা করিতেছেন—এমন সময় এক বৃদ্ধ সেখানে উপস্থিত হইলেন। শশধর বাবু "এস এস, দাদা!" বলিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া মালীকে আর এক খানি চেয়ার ও কায়স্থের হুকাটি আনিতে বলিলেন, মালীও তৎক্ষণাৎ সে আদেশ পালন করিল, বৃদ্ধ স্থিরচিত্তে উপবেশন করিলেন। বৃদ্ধের গাত্রের রং (কৃষ্ণ) সীবর্ণতুল্য, তুলনা দিতে হইলে, দুর্গাপুরবাসীরা দক্ষিণের আবাদ-অঞ্চলের জাতি-বিশেষের উল্লেখ করিত, বৃদ্ধের মস্তকের প্রায় সমস্ত চুলগুলিই পাঁকিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ দেহের উপর শুভ্রমস্তকটী যে কি অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; বার্দ্ধক্যবশতঃ তাহার সমস্ত দেহের চামড়াই ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহার কপোলদ্বয় এমনভাবে কোটরগত হইয়াছে, দেখিলেই মনে হইত কে যেন দুই গালে দুইটী চড় মারিয়া মুখখানিকে একেবারেই ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। বৃদ্ধ একটু কুঁজো হইয়া হাটিতেন, চেয়ারে বসিবার সময়ও সামান্য কুঁজোভাবে বসিলেন, তাহার চরণে একজোড়া চটিজুতা ছিল, কিন্তু তাহা হইতে পায়ের অর্দ্ধেক বাহির হইয়া পড়িয়াছে, কারণ সেরূপ সৈদপুরী পায়ের ন্যায় গোদা পায়ের জুতা কখনও বাজারে মিলিতে পারে না।

এই বৃদ্ধই নটবর বিশ্বাস এবং ইনি শরৎসুন্দরীকে সহধর্ম্মিণীরূপে প্রাপ্ত হইবার বলবতী ইচ্ছা এখনও মনে পোষণ করিতেছেন। শরৎসুন্দরীর বিবাহের ভার নৃপেন্দ্র নিজের ঘাড়ে লইবার পর থেকে শশধর বাবু এই বৃদ্ধকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে আর দেখিতে পারিতেন না, কিন্তু তাহা হইলেও ইহাকে রসিকতা ও ঠাট্টাবিদ্রূপের আধার মনে করিয়া অনেক সময় আগ্রহের সহিত আলাপাদি করিতেন, আজিও তিনিই প্রথমে প্রশ্ন করিলেন—"কি দাদা! কি মনে ক'রে?"

"এই তো ভায়া, সবই তো জান্‌তে পাচ্ছ, তবে আর লজ্জা দাও কেন? বিয়েটা ঠিক করেই দাও না?" তোমরা পাঁচজন আমার আপনার লোক থাক্‌তে শেষকালে দুঃখকষ্ট পেয়ে মরবো?"

শশধর বাবু ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত অথবা বিরক্ত না হইয়া রসিকতার সূত্র পাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"আচ্ছা দাদা! তুমি তো অবুঝ নও, তোমার বয়সের গাছ পাথর নেই, এক পা' তো বাড়িয়ে দিয়েই বসে আছ। আমি বলি, এখন পরকালের চিন্তা ক'রবে, না আবার একটা পাপের বোঝা ঘাড়ে কর্ত্তে যাচ্ছ।"

"তুমি কি বুঝবে ভায়া। যদি তুমি আমার অবস্থায় পড়্‌তে, তবেই বুঝ্‌তে পার্‌তে, বুড়ো বয়সে লোকে কেন বিয়ে করে।"

"না দাদা! সে আশীর্ব্বাদ আর ক'রো না, এই বেশ আছি!"

"তবে?"

আচ্ছা, আমার এই কথাটার উত্তর দাও তো দাদা, দু'দিন পরে যে, তোমার পটল তুল্‌তে হবে, এটা জেনে শুনেও তুমি একটা বালিকার বৈধব্যের কারণ হচ্ছো, এতে কি তোমার ভাল হবে?"

বিশ্বাস মহাশয় উত্তর করিলেন,—"অত শত বুঝি না ভায়া, বুঝ্‌তেও চাই না, দুদিন যদি ব্যারামে পড়ে থাকি আমাকে কে দেখ্‌বে? অন্ততঃ তাই মনে করেও আমাদের বে' করা উচিত।"

"উচিত সে কথা জানি, কিন্তু তোমাদের জন্য নয়, আমি যা বলি, যাহারা খুব অল্পবয়সে স্ত্রীবিয়োগ হয়, তাহাদের পুনরায় বিবাহ করা কর্ত্তব্য হতে পারে। তোমাদের হাতে মেয়ে দেওয়া, আর তাকে বলি দেওয়া কিম্বা হাত বেঁধে সাগরের জলে ভাসিয়ে দেওয়া একই কথা!

শশধর বাবু আসল বিষয়ের কিনারা দিয়াও যাইতেছেন না দেখিয়া বিশ্বাস মহাশয়ের [illegible] ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছে, [illegible] তিনি একটু উত্তেজিত [illegible]

বলিলেন, "কেন? আমরা কি আর মানুষ নই, আর আমাদের এমনই বা কি বেশী বয়স হ'য়েছে, এ বয়সে কি কা'রও বিয়ে হয় না?"

"কেন হবে না? আমি যা বলি, গরীব দুঃখীর মেয়েরা যখন স্যায়না হ'য়ে উঠে, তখন মানুষতো মানুষ, মেয়েটাকে উৎসর্গ করিয়া ঘোড়া, গাধার গলায় ঝুলাইয়া দিতে পারিলেও যেন মা বাপ হাফ্ ছাড়িয়া বাঁচে। অথচ মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে, নতুবা জাত থাকে না।"

বিশ্বাস মহাশয় আরও একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "এখন নাও, ঠাট্টা আর ভাল লাগে না। আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, আমার এ বিপুল সম্পত্তির অধিকারী কে হবে?"

শশধর বাবু উত্তর করিলেন—"আমার পরামর্শ শুন্‌বে দাদা! নিজের জন্য কোন চিন্তা ক'রোনা; 'যার কেউ নাই—ঈশ্বর তার সহায়'; অসময়ের জন্য কিছু ভেবোনা। আর সম্পত্তির কথা বল্‌ছো—আমি যা বলি, উইল কর! গভর্ণমেণ্টের হাতে দাও, মৃত্যুর পরে কিছু দরিদ্রের ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ব্যয় হবে, কিছু গ্রামের রাস্তাঘাটের উন্নতিকল্পে ব্যয় হো'ক, কিছু বা অন্য কোন ভাল কাজেই ব্যয় হউক।" ঈষৎ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বিশ্বাস মহাশয় উত্তর করিলেন—"হাঃ! তোমার যেমন বুদ্ধি আর আমার বংশটা একেবারে লোপ হ'য়ে যাক্।"

এবার শশধর বাবুর উচ্চ হাসিতে সমস্ত ফুলবাগান কম্পিত হইয়া উঠিল। বিশ্বাস মহাশয়ের এইরূপ অদ্ভুত আশার কথা শুনিয়া তাঁহার হাসি আর থামিতেই চাইল না; হাসিতে হাসিতে যখন পেটের নাড়ী-পর্য্যন্ত ব্যথা হইয়া আসিল, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে দাদা, বংশ রক্ষার জন্যই বিবাহ কর্‌ছো?"

"কর্‌ছি বৈ কি? কেন এ বয়সে কি ছেলে হ'তে পারে না, মনে ক'রেছো?"

"না, তাই কি মনে কর্‌তে পারি? তবে তোমার ছেলে হ'তে হ'লে—থাক্ সে কথায় আর কি হবে?"

"যাও! যাও! আর ঠাট্টা ভাল লাগে না, এখন কাজের কথা বল, এ বিয়ে ঠিক ক'রে দিতে পার্‌বে কি না?

"কোন বিয়ে?"

"রামলাল মিত্রের মেয়ের সঙ্গে?"

"আমার দ্বারা হবে না দাদা! জানইতো তোমার কথা মত আমি সেখানে একবার গিয়েছিলাম, সে ঠাকুরুণ, নিঃসম্বল হ'য়ে বিধবা হ'য়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর মনের বল যথেষ্ট, বংশগত তেজ যাবে কোথায়? আমি যা বলি,—সাপ বিপদে পড়লেও তার বিষের কোন ব্যত্যয় হয় না। বিশেষতঃ নৃপেন যখন সে ভার নিয়েছে—"

বিশ্বাস মহাশয় অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিলেন—"সে গুড়ে বালি।"

শশধর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কি রকম? "শোন নি বুঝি ভায়া! নৃপেনের সঙ্গে রামলালের স্ত্রীর এক নূতনতর সম্বন্ধ বেরিয়ে পড়েছে, এবং তিনি আমাকেই মেয়ে দিতে মনঃস্থ ক'রেছেন। নৃপেনের নাম ত আর করছেন না।"

"সেও তোমার কাজ দাদা! কিন্তু, আমি যা' বলি, শুন—নৃপেন সোজা লোক নয়, একবার বাড়ী এসে শুনতে পেলেই তোমার হাড় গুঁড়িয়ে দেবে।"

"অতো ভয় ক'ল্লে চলে না।"

"যতই করো না কেন, এ বিয়ে কিছুতেই হচ্ছে না।"

"এই বিয়ে হবেই ভায়া! রামলালের স্ত্রীর মন ফিরেছে।"

"তা, ফির্‌তে পারে—দশ জনের চক্রান্তে প'ড়ে। কথায় বলে—'দশচক্রে ভগবান ভূত'—কিন্তু নৃপেন একবার এসে প'ড়লেই হয়।"

"তার আগে বিয়ে হয়ে যাবে, মোট কথা—তুমি একবার চেষ্টা ক'রলেই হয়।"

"আচ্ছা, আমি একবার যাব সেখানে।" এই বলিয়া শশধর বাবু বৃদ্ধকে বিদায় করিলেন। বৃদ্ধ ও দ্বিতীয় পক্ষের মধুর কল্পনায় বিভোর হইয়া চেলিতে তুলিতে শশধর বাবুর পুষ্পোদ্যান ত্যাগ করিলেন। হায় রে বাঙ্গালীর মেয়ে! কুক্ষণেই তোমরা এদেশে জন্মেছিলে!

(১৩)

পরদিন সকালেই শশধর বাবু নিরুপমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। শশধর বাবুকে দেখিয়া নিরুপমা কাঁদিয়া ফেলিলেন, এক এক করিয়া তিনি যে দুঃখ কষ্টই সহ্য করিতেছেন; যখন যেটি উপস্থিত হয়, তখনই তিনি মনে করেন ইহা বুঝি অসহ্য, কিন্তু সে কষ্ট স্তরে স্তরে অসহ্য হইতে অসহ্যতর হইয়া চরিত্রের উপর দোষারোপ, সতী রমণীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা [illegible] আর কি আছে? এ কলঙ্ক-ডালি তিনি জীবন ভরিয়া কেমন করিয়া বহন করিবেন? তাই শশধর বাবুকে দেখিয়াই তিনি কান্দিয়া বলিলেন—"আপনার যে কথা, সেই কাজ।"

থাকিতে আমার এ কি গতি হইল! এ যে একেবারেই অসহ্য!"

শশধর বাবু আশ্বাস দিয়ে বলিলেন—"আমি সব শুনেছি, কিছু ভেবোনা দিদি! আমি যা বলি এ জলের দাগ, কতক্ষণ স্থায়ী হইবে?"

নিরুপমা—"আমার এখনকার উপায় কি?"

শশধর—"অতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন? নৃপেন বাড়ী আসুক না।"

নিরু—"না, তার কথা আর বল্‌বেন না, আমি তার সাহায্য চাই না, আমি নটবর বিশ্বাসকেই মেয়ে দেবো, মেয়ের তো খাওয়া পরার কোন কষ্ট হবে না।"

শশধর—"পাগ্‌লী আর কি?"

নিরু—'কেন? আপনিও ত' একদিন আমাকে এ কাজের জন্য অনুরোধ করেছিলেন?"

শশ—"ক'রেছিলাম সত্য, কিন্তু সে কথা মনে হ'লে এখনও আমি মহালজ্জিত হই, আর তুমি যে অসম্মত হ'য়েছিলে সে জন্য আমি মহাসুখীই হ'য়েছি কেন না, রামলাল মিত্রের বিধবা পত্নীর যোগ্য কথাই হয়েছিল; আমি যা' বলি, মানুষ যে বিপদে পড়ুক, সে যদি প্রকৃত মানুষ হয়, কখনও নিজের মর্য্যাদা ভুলিতে পারে না। বিপদ কাহারও চির দিন থাকে না, আজ আছে কাল থাকবে না, সময় একটু ধৈর্য্য ধ'র্‌তে হবে বৈ কি?"

নিরু—"সবই বুঝি, কিন্তু ধৈর্য্য ধর্‌বার মত ক্ষমতা আমার কি কেউ রাখছে? বল্‌তে আমার আর কে আছে—বলুন দেখি? সবই পর, সকলেই শত্রু, তাকে অপদস্থ করিতে সকলেই যেন ব্যস্ত" একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শশধর বাবু বলিলেন, "কিন্তু উপস্থিত প্রতিকার কি কর্‌তে পাচ্ছ? দেখ, ঈশ্বরের বিচিত্র বিধান, এ সময় নৃপেন যদি বাটী থাক্‌ত—"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তাকে আজই লিখ্‌ছি, জানা যা'ক সেখানেই বা কতদিন দেরী হতে পারে, তারপর বাটী এলেই ত' আর কোন গোল নাই।"

নিরু—"গোল নাই বা কেমন ক'রে, এ অপবাদ দূর হবে কিসে?"

শশ—"সেজন্য কিছু ভেবো না দিদি, আমি এখন বুঝতে পাচ্ছি, এ কাজও ঐ পাষণ্ড নটবর বিশ্বাসের। তার টাকা খেয়ে হয়ত' কতকগুলা কুচক্রী লোক জুটাইয়াছে। আমি যা বলি, নৃপেন বাটী আস্‌লে সব বেটা জব্দ হ'য়ে যাবে,

নিরু—"আমিও বড় বিশ্বাস ক'র্‌তাম, বাটী হইতে যা'র আগে আমাকে যে

কয়েকটী কথা বলে গেছেন, অমন কথা আমি আমার জীবনে কাহারও নিকট হ'তে পাই নাই, কিন্তু আজ আমার মন কিছুতেই প্রবোধ মান্‌ছে না।"

শশধর বাবু এ কথার কোন উত্তর করলেন না, নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। নিরুপমা পুনরায় বলিলেন,—"দেবীপুরের জমীদার বাড়ী হ'তে লোক পাঠাইয়াছিল, চুণীকে তারা পোষ্য-পুত্র নিতে চায়।"

শশ—"সে কথা শতদলের মুখে একবার শুনেছিলাম।"

নিরু—"আবার ৪।৫ দিন পরে লোক আস্‌বে বলে গেছে, আমার শেষ উত্তর চায়, কিন্তু তাকেইবা কি জবাব দেবো—আমি ত' কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। তিনি যদি থাক্‌তেন, তবে চারিদিক হতে এমন বিপদে পড়তাম না।" নিরুপমা নিঃশব্দে অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিলেন। শশধর বাবু বলিলেন,—"সমস্যার কথা বটে, তোমার মত কি?"

নিরু—"আমার কি মাথার ঠিক আছে যে, বল্‌ব? তবে এইটুকু বুঝতে পাচ্ছি, একটা কিছু অবলম্বন না হ'লে আমার দাঁড়াবার যায়গা কই? ছেলে মেয়েটারই বা কি উপায় হবে, ছেলেমেয়ে যাতে সুখে থাকে, তাই ত' মা বাপ চায়। নটবরকে মেয়ে দেওয়া হয় না হয়, চুণীকে পোষ্য-পুত্র দেওয়া ব্যতীত আমার কি উপায় আছে?"

শশধর—"নটবরের সঙ্গে কাজ করা একরূপ অসম্ভব। তবে পুষ্যি-পুত্তুরের কথা বলিতেছ? বাপের ভিটায় প্রদীপ জ্বলবে না? আমি যা' বলি, ছেলে মানুষ থাকবে বটে, কিন্তু তোমার কোন সুখ হবে না, বরং, যেরূপ দেখা যায়, তা'তে তোমাকে হয়ত সারাজীবন মনঃকষ্টেই কাটাতে হবে।"

নিরু—"আমার জন্য ভাবি না, আমি তো চিরকাল দুঃখ কষ্ট পেতেই সংসারে এসেছি, তবে ছেলে মেয়েটা সুখে আছে এও যদি একবার চোখে দেখ্‌তে পাই, তবেই আমার পরম সুখ।"

"আচ্ছা ২।৪ দিন দেখা যাক্, হঠাৎ কাউকে কোন কথা দিয়ে ফেল না" এই বলে শশধর বাবু উঠিয়া গেলেন।

কোনটারই শেষ মীমাংসা কিছু হল না বলিয়া নিরুপমার অধীরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

(প্রথম অংশ সমাপ্ত)

(ডাঃ) শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু বি
(কাব্যবিনোদ)

কর্ত্তব্য।

সকলের আগে কর্ত্তব্য-নদীর স্রোতে
ভাসাইয়া দাও তব মন প্রাণ।
কর্ত্তব্যের তরে সাধিতে সকল কাজ
মন-প্রাণ বেঁধে হও আগুয়ান।
গিয়া অর্দ্ধপথে কভু ছাড়িও না হাল;
ভেবো না কি হ'বে করমের ফল,
শুধু ক'রে যাও তব কর্ত্তব্য করম
দয়াময়পদে অর্পিয়া সকল।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা

সর্ব্বজীবে সমদয়া।

অনন্ত সংসারমাঝে
ভগবান নানা সাজে
সর্ব্বজীবে করেন বিরাজ।
তুমি ভাব ভিন্ন তিনি,
তুমি "মূর্খ", আমি "জ্ঞানী"।
কিন্তু তাহা অনুচিত কাজ।
ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতম—
ভেবে তাহা নিজ সম,
সযতনে করিবে আদর
ক্ষুদ্রে কভু ঘৃণা নাহি কর।

শ্রীঅখিলচন্দ্র মহলানবাশ

কায়স্থ-সমাচার

উপনয়ন

সাহাজাদপুর হইতে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা জানাইতেছেন,—

গত ১২ই বৈশাখ,রবিবার পাবনা জেলায় সাহাজাদপুরে শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু মোক্তার মহাশয়ের বাটীস্থ কেন্দ্রে উক্ত মোক্তার মহাশয় স্বয়ং স্বীয় পুত্র শ্রী অশ্বিনীকুমার দত্ত বর্ম্মা ও ভ্রাতুষ্পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা, শচীন্দ্রনাথ দ বর্ম্মা ও সুধীরচন্দ্র দত্ত বর্ম্মার সহিত মহাসমারোহে যথানিয়মিত ব্র প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষাত্র-উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। পাবনা জেলার জামিরতা-নি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী হোতা, শ্রীযুক্ত গৌরমোহন চক্রবর্ত্তী ব্রহ্মা ও আ দ্বারিয়াপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় সদস্য, ভট্টকাক-নি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় বর্ম্মা বি,এ মহাশয় তত্ত্বাবধায়করূপে ব্রতী হইয়াছিলে

উক্ত কেন্দ্রে মাদ্‌লা-নিবাসী শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল দেব, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রাহা বর্ম্মা মহাশয়গণও ঐ দিবস যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চি ক্ষত্রিয়াচারে সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন।

১৩ই বৈশাখ তারিখে বসিরহাট কায়স্থ-পরিষদের প্রচেষ্টায় এখান সরকারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকমল গুহ রায় মহাশয়ের বাটীতে নিম্ন কায়স্থমহাশয়গণ ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকমল গুহ, ২। স্বর্ণকমল গুহ, ৩। ফণীন্দ্রকমল ৪। মণীন্দ্রকমল গুহ, ৫। ভোলানাথ বসু ৬। সুনীলচন্দ্র বসু, ৭। সু বসু—ইহারা সকলেই বঙ্গজ কায়স্থ।

বিগত ১৮ই বৈশাখ মানিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত চাবিপাড়া গ্রামে বাড়ীতে একটী কেন্দ্র করিয়া নিম্নলিখিত কায়স্থগণ যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চি সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন :—

১। চৌধুরী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ; ২। নিবারণচন্দ্র ; ৩। অমর ৪। ঘোষ নিয়োগী শ্রীযুক্ত শশধর, সাং চারিপাড়া ; ৫। গুহ শ্রীযুক্ত সুধন্য সাং নালী ; ৬। সরকার শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ, সাং পাইকাইল বরংঙ্গাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোমোহন দেবশর্ম্মণঃ বিশ্বাস মহাশয় এবং শ্রী

নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহবর্ম্মা মজুমদার মহাশয়ের দ্বারা এই উপনয়ন-যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভাস্থলে শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (মিতয়ার অর্দ্ধকালী- বংশোদ্ভব) শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দেবশর্ম্মা বিশ্বাস মহোদয়গণ উপস্থিত থাকিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

বিগত ৩০শে বৈশাখ চারিরশী (ফরিদপুর) গ্রামে ৺চন্দ্রকুমার ঘো'ষ বর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ মুকুন্দলাল ঘোষের ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন সম্পাদিত হইয়াছে ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আচার্য্য কার্য্যে বৃত ছিলেন।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার বরঙ্গাইল-নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ বর্ম্মা লিখিয়াছেন,—

বিগত ৩০শে বৈশাখ মাণিকগঞ্জের (জেলা ঢাকা) অধীন সারাসিন- নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার দেব বর্ম্মা মহাশয়ের বাড়ীতে কেন্দ্র করিয়া নিম্নলিখিত দুই জন কায়স্থ ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। বরঙ্গাইল-নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোমোহন দেবশর্ম্মা বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়দ্বয় পুরোহিত ও তন্ত্রধারকের কার্য্য করিয়াছেন। উপবীতি- গণের নাম-ধাম :—১। শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল সরকার দেববর্ম্মা, সাং বাওলী- নন্দী। ২। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা, সাং বানিয়ারা। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া এই কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন ; ১। শ্রীযুক্ত রেবতীরঞ্জন সরকার দেববর্ম্মা, ২। শ্রীযুক্ত মেঘলাল মিত্র মজুমদার, ৩। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদর দেববর্ম্মা খাসনবিশ।

বিগত ২রা জৈষ্ঠ মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন ঘিঐর থানার অন্তর্গত কুণ্ডা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ভোজ বর্ম্মা মহাশয়ের বাড়ীর কেন্দ্রে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন :—

১। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ভোজ বর্ম্মা, ২। বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা, ৩। প্রিয়নাথ দাস বর্ম্মা, ৪। অক্ষয়কুমার সরকার বর্ম্মা, ৫। অশ্বিনীকুমার সরকার বর্ম্মা, ৬। মণীন্দ্রভূষণ সরকার বর্ম্মা, ৭। রাজকুমার দাস বর্ম্মা, ৮। অক্ষয়কুমার ধর বর্ম্মা, ৯। হেমন্তকুমার পাল বর্ম্মা, ১০। গিরিশচন্দ্র পাল বর্ম্মা, ১১। দীনেশচন্দ্র পাল বর্ম্মা, ১২। মাখনচন্দ্র পাল বর্ম্মা, ১৩। শশিভূষণ গুহ বর্ম্মা, ১৪। ভুবন- মোহন গুহ বর্ম্মা, ১৫। বিজয়গোবিন্দ গুহ বর্ম্মা, সর্ব্ব সাং ঘিঐর। ১৬। যোগেন্দ্র- কুমার পাল বর্ম্মা, ১৭। প্রিয়নাথ নন্দী বর্ম্মা, ১৮। সতীশচন্দ্র হোড় বর্ম্মা, সাং কুকুরতারা। ১৯। দেবেন্দ্রকুমার দাস বর্ম্মা ২০। বিজয়গোবিন্দ দাস বর্ম্মা।

বরশাইল-নিবাসী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

বিগত ৯ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার বাতানল-কায়স্থ-সমিতির ব্যয়ে ডাঃ শ্রীযুক্ত ভূপাল চন্দ্র দেব বর্ম্মা সরকার মহাশয়ের বাড়ীর কেন্দ্রে নিম্নলিখিত বালক ও যুবকগণ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

এই কার্য্যে আচার্য্য হইয়াছিলেন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়।

বাতানল—১। শ্রীকানাইলাল দত্ত বর্ম্মা, ২। শ্রীঅমরভূষণ দত্ত বর্ম্মা, ৩। শ্রীপশুপতি দেব সরকার বর্ম্মা, ৪। শ্রীসুচারুচন্দ্র দেব সরকার বর্ম্মা, ৫। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু বর্ম্মা। তেলুয়া—৬। শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, ৭। শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ বর্ম্মা, ৮। শ্রীদুর্গাপদ বসু বর্ম্মা, ৯। শ্রীযোগীন্দ্র সরকার বর্ম্মা।

বিগত ১০ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার গ্রাম্য কুল-পুরোহিত শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র দেব মজুমদার মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের তন্ত্রধারকতায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন,—

বাতানল—১। শ্রীনলিনীকান্ত দেব সরকার বর্ম্মা ২। শ্রীশম্ভুশেখর সরকার বর্ম্মা, ৩। শ্রীগোবিন্দমোহন দেব সরকার বর্ম্মা, ৪। শ্রীমতি কুমার দত্ত বর্ম্মা, কেশবপুর—৫। শ্রীপুলিনবিহারী সিংহ চৌধুরী বাছানড়ী—৬। শ্রীনবকুমার ভঞ্জ বর্ম্মা, হরালিও—৭। শ্রীকৃষ্ণসাধন মল্লিক তেলুয়া—৮। শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, ৯। শ্রীঅনিলকুমার সরকার ১০। শ্রীচণ্ডীচরণ সরকার বর্ম্মা, ১১। শ্রীললিতমোহন সরকার ছনবাগপুর—১২। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় বর্ম্মা, ভোলুয়া—১৩। শ্রীললিত সরকার বর্ম্মা ১৪। শ্রীসন্তোষকুমার সরকার বর্ম্মা, ১৫। শ্রীবিভূতি মিত্র বর্ম্মা।

বাজিতপুর হইতে শ্রীযুক্ত বাণীকান্ত চৌধুরী মহাশয় জানাইয়াছেন,—

বিগত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে বাজিতপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মহাশয়ের বাটীতে কেন্দ্র করিয়া স্থানীয় নিম্নলিখিত কায়স্থগণ যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তান্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। বাদারিপুর-নিবাসী চিন্তাহরণ পাঠক এবং কেন্দুয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত অতুলবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য ও তন্ত্রধারকের কার্য্যে ব্রত ছিলেন। উপবীতগণের নাম ধাম:—

১। ঘোষ শ্রীযুক্ত অতুলবিহারী; ২। অমূল্যরঞ্জন; ৩। সীতানাথ; ৪। অক্ষয়কুমার; ৫। রমণীমোহন; ৬। নলিনীরঞ্জন; ৭। জাহ্নবীকুমার; ৮। বসু শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার; ৯। রঞ্জনকুমার; ১০। নরেন্দ্রনাথ; ১১। গুহ শ্রীযুক্ত আশুতোষ; ১২। মাখনলাল; ১৩। দত্ত শ্রীযুক্ত অমূল্যরঞ্জন; ১৪। পাঁচুগোপাল; ১৫। কালীপদ; ১৬। নাগ শ্রীযুক্ত পাঁচু গোপাল; ১৭। দাস শ্রীযুক্ত কালীমোহন; ১৮। ললিতমোহন; ১৯। সুবোধচন্দ্র; ২০। নিশিকান্ত; ২১। গোপালগোবিন্দ; ২২ উপেন্দ্র নাথ; ২৩। বিভূতিভূষণ; ২৪। মাখনলাল; ২৫। মনসারঞ্জন; ২৬। ২নং বিভূতিভূষণ; ২৭। রসিকলাল; ২৮। সুরেন্দ্রনাথ; ২৯। গোপালচন্দ্র; ৩০। যামিনীকান্ত; ৩১। অতুলবিহারী; ৩২। অশ্বিনীকুমার; ৩৩। শ্রীবনবিহারী; ৩৪। বাসুদেব; ৩৫। ভগবতীচরণ; ৩৬। রমানাথ; ৩৭। অতুলচন্দ্র; ৩৮। উজীর শ্রীযুক্ত প্রাণকুমার; ৩৯। শক্তিকুমার; ৪০। দেব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ; ৪১। সরকার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ;

বিগত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বাজিতপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র করিয়া কালারায়েরচর নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত ৺পার্ব্বতীচরণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন:—

১। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ; ২। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ; ৩। শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ;

বিগত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, বাজিতপুর নিবাসী ৺ শ্রীনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে তদীয় পৌত্র শ্রীমান্ তারানাথ ঘোষের উপনয়ন সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়াচারে বিনাপণে বিবাহ।

বিগত ৩০শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার সুবিখ্যাত বিশ্বকোষ-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্ত-বারিধি, শব্দরত্নাকর, তন্ত্র-চিন্তামণি, এম্-আর-এ-এস্ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ বিশ্বনাথ বসু বর্ম্মার সহিত রামবাগানের মিত্র বংশের শ্রীযুক্ত সুবোধচাঁদ মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী রেণুকাবালা দেবীর শুভ-বিবাহ উক্ত মিত্র মহোদয়ের ৭।৪নং বিডন ষ্ট্রীটস্থ ভবনে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। নান্দীমুখ, (আভ্যুদয়িক), সম্প্রদান

ও কুশণ্ডিকা, লাজহোম, সপ্তপদীগমন, ধ্রুবদর্শন প্রভৃতি ক্রিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যানিধি মহাশয়দ্বয়ের তত্ত্বাবধানে যথারীতি শাস্ত্রিয়োচিত বিধানে সম্পাদিত হইয়াছে। বর এবং কন্যা উভয় পক্ষই দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের মুখ্যকুলীন। এই উভয় বংশের পূর্ব্ব পুরুষ সুপ্রসিদ্ধ দশরথ বসু এবং কালীদাস মিত্র মহাশয়দ্বয় প্রায় নয়শত বৎসর পূর্ব্বে যুক্ত প্রদেশের কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে আগমন করেন। এই উভয় বংশের পর্য্যায়ক্রমে বংশ ইতিহাস (কুলপঞ্জিকা) সুন্দর কবিতায় ধারাবাহিক মুদ্রিত হইয়া বিবাহ সভায় সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে এই বিবাহে পাত্র পক্ষ কোন প্রকার যৌতুকাদির দাবী অথবা নগদ টাকা গ্রহণ করেন নাই। গত ১লা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার স্বজাতীয় আত্মীয় স্বজন ও ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য জাতীয় বন্ধু বান্ধবের জন্য এক বৃহৎ ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত অসুস্থতাসত্ত্বেও বহু সংখ্যক নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধানে সর্ব্বদা মনোযোগী ছিলেন।

বিগত ২১শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার ফরিদপুর জেলার অধীন বাইশরসী গ্রামে স্বজাতিহিতপরায়ণ প্রেমিক কর্ম্মী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা (কায়স্থ-সভা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য, "ভাঙ্গা আর্য্য কায়স্থ সভা ও ফরিদপুর প্রচার সমিতির" এবং "সদরপুর আর্য্য কায়স্থ-সমিতি" শাখা সভাদ্বয়ের সম্পাদক মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুবোধবালা দেবীর শুভ বিবাহ মাণিকদহ-নিবাসী শ্রীযুক্ত পতাকিচরণ বিশ্বাস মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ প্রমথনাথ দেববর্ম্মা বিশ্বাসের সহিত মহাসমারোহে ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল দেববর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত দীননাথ মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয়ের তত্ত্বাবধানে সম্প্রদান, কুশণ্ডিকা, শিলারোহণ, সপ্তপদী গমন, লাজহোম ও ধ্রুব-দর্শনাদি সমস্ত ক্রিয়া যথানিয়মে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে এবং ক্ষত্রিয়াচারে সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। কায়স্থ জাতির শুভানুধ্যায়ী ব্রাহ্মণবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দেবশর্ম্মা মজুমদার মহাশয় পুরোহিতের কার্য্যে এবং যোগেশ বাবুর গুরুদেব আর্য্য-দত্তপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সদস্যপদে বৃত ছিলেন। বিবাহ সভায় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া সভার সৌষ্ঠবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। এই বিবাহোপলক্ষে যোগেশ বাবু দিনত্রয় যাবৎ ব্রাহ্মণ এবং স্বজাতি ও অন্যান্য নানা জাতীয় বহু সংখ্যক

ব্যক্তিকে চব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ আহার্য্য দ্রব্যের দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছেন। তাঁহার নিজ এবং ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন ও শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা এবং ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বর্ম্মা মজুমদার বি-এ ও শ্রীমান্ কিরণচন্দ্র বর্ম্মা মজুমদারের সৌজন্য ও অমায়িক ব্যবহারে সমাগত ব্যক্তিগণ অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।

আমরা নব দম্পতীর দীর্ঘজীবন ও সুখ সম্পদ শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ।

টাঙ্গাইল মহকুমার ইচাইল-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত নবকুমার দত্ত বর্ম্মা মহাশয় তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধ করিতে ঘটনাচক্রে নৈহাটী আসিয়াছিলেন, তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধ যথারীতি দ্বিজাচারে গত ৫ই বৈশাখ চন্দ্রকুমার দেবশর্ম্মা কাব্যতীর্থ মহাশয়ের দ্বারা অন্নপিণ্ডাদিসহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। গীতা ও বিবাট এবং দানাদিকার্য্য যথারীতি হইয়াছে। স্বেচ্ছা-প্রচারক শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেন বর্ম্মা মহাশয়ের সহায়তায় নবকুমার বাবুর মাতৃশ্রাদ্ধ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে।

বাতানল, হুগলি।

হুগলি, বাতানল হইতে বাতানল কায়স্থ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ননীলাল দত্ত বর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন :—

বাতানল কায়স্থ সমিতির উদ্যোগে গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিবস এস্থানে একটী কায়স্থ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ৩০।৩৫ খানি গ্রামের কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ-মহোদয়গণ আগমন করিয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সভার আয়োজন করা হইয়াছিল বলিয়া সভায় আশানুরূপ জন সমাগম হয় নাই।

তেলুয়া কায়স্থসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও যশাপুরের তালুকদার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা মহাশয়ের অনুমোদনে শ্রদ্ধেয় প্রবীন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এম, এ মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

সভার প্রারম্ভে মাননীয় দিনাজপুর মহারাজ বাহাদুরের অশেষশাস্ত্রবিৎ সভাপণ্ডিত নবদ্বীপ-নিবাসী মহামোহপাধ্যায়কল্প পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীশশিভূষণ স্মৃতি-

রত্ন মহাশয় দেবভাষায় একটী সুমধুর মঙ্গলাচরণ পাঠ করিয়া সভাস্থ জনসাধারণকে বঙ্গভাষায় তাহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন।

সুগায়ক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত বর্ম্মা কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বন্দনা গীতি ও মিলন সঙ্গীত গীত হয়।

শ্রীমান পুলিনবিহারী সিংহ চৌধুরী, শ্রীমান গোবিন্দমোহন দেব সরকার ও শ্রীমান নলিনীকান্ত দেব সরকার প্রভৃতি বালকগণ কর্ত্তৃক জাতীয় ভাবোদ্দীপক তিনটী পৃথক্ কায়স্থ-গাথা আবৃত্তি হয়।

পূতদর্শন শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় সভাস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য সকল জাতিকে বিমুগ্ধ করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া একটী ২৫০ বৎসরের অতি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি প্রদর্শন করেন। উদ্বোধন-সঙ্গীতের "তখনও দুলিত যজ্ঞোপবীত বর্ম্মকৃপাণে বেড়িয়া কায়" এই অতীতের কায়স্থ গৌরবশাস্ত্র ও পুরাণেতিহাস হইতে আরও প্রমাণ করেন যে, "আজও দুলিছে যজ্ঞোপবীত বর্ম্মকৃপাণে বেড়িয়া কায়"। এখনও ক্ষত্রিয়াচারসম্পন্ন ও ক্ষত্রোচিত গুণশালী বহু প্রাচীন কায়স্থ-বংশ ও কায়স্থবীর যাহারা বঙ্গের কায়স্থ-গৌরব বৃদ্ধি করিয়া অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ বঙ্গে বিরাজ করিতেছেন—তাঁহাদের ব্যক্তিগত ও বংশগত ক্ষত্রিয়ত্বের বিবরণ সভায় প্রচার করেন। জড়াগ্রস্ত শূদ্রাচারী কায়স্থসন্তানের হৃদয়ে পূজনীয় স্মৃতিরত্ন মহাশয় সুপ্ত ক্ষত্রিয় শক্তি সঞ্চারিত করিয়া স্বীয় রোমাঞ্চিত শরীরে—"সেদিনও দুলিত যজ্ঞোপবীত বর্ম্মকৃপাণে শোভিয়া কায়"—এই পদটী পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিয়া তিনি উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে তদ্ভাবাবিষ্ট করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি সভায় উপস্থিত স্থানীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণকে বলেন যে, আপনারা কায়স্থগণকে উপবীত দিয়া শূদ্রযাজী অপবাদ হইতে বিমুক্ত হউন, তাতে আপনারা পতিত হইবেন না, বরং আপনাদের পদগৌরব বৃদ্ধি হইবে

স্থানীয় নারাণপুর-টোলের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সমর্থন করিয়া একটী সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন ও উপস্থিত উপনীত কায়স্থগণকে শাস্ত্রীয় উপদেশ দেন।

বাতানল-টোলের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামপদ স্মৃতিরত্ন মহাশয় অসুস্থতা-নিবন্ধন সভায় কিছু বলিতে না পারিলেও দয়া করিয়া উপস্থিত ছিলেন।

বাতানল-কায়স্থ-সমিতির সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রচন্দ্র দেব সরকার বসু মহাশয় স্থানীয় কায়স্থ সমাজের আর্থিক ও নৈতিক অবনতির প্রতিকার সম্বন্ধে বিশেষভাবে মনোযোগ দিবার জন্য উপস্থিত কায়স্থ প্রতিনিধিগণের নিকট সাদর আবেদন জানান। প্রত্যেক কায়স্থ বালকবালিকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এবং বেকার কায়স্থসন্তানদিগকে ব্যবসা-পথে অগ্রসর হইবার জন্য সাদর আহ্বান করেন। এবং দুঃস্থা ও অনাথা কায়স্থ-মহিলাগণের মধ্যে কুটির-শিল্প প্রবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করেন। বাতানল-কায়স্থ-সমিতির উদ্যোগে কয়েকজন বিধবা কায়স্থ-মহিলা প্রতিদিন সামান্য ৩।৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া চার আনা হইতে ছয় আনা উপায় করিতেছেন, নমুনাস্বরূপ তিনি কয়েক খানি সতরঞ্চ-আসন সভায় প্রদর্শন করেন। তিনি আরও বলেন, 'ভিক্ষায়-দাতার মন গর্ব্বে এবং গৃহীতার মন নীচতায় ভরিয়া উঠে। সুতরাং তিনি প্রত্যেক চিন্তাশীল সমাজহিতৈষী কায়স্থসন্তানকে অর্থ-সমস্যা সমাধানের জন্য বদ্ধ পরিকর হইতে অনুরোধ করেন।

সভাপতি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বসু মহাশয় কায়স্থ-সমাজ ও হিন্দু-সংগঠন বিষয়ে সুন্দর হৃদয়গ্রাহী সুদীর্ঘ বক্তৃতাদ্বারা বর্ত্তমান হিন্দু ও কায়স্থ-সমাজের দুর্দ্দশার চিত্র উপস্থিত ভদ্র-মহোদয়গণের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দেন। তাঁহার সরল ও যুক্তিপূর্ণ বাগ্বিন্যাসে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

দুলালবাটী-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ চৌধুরী সভাপতি মহাশয়কে এই সুদূর পল্লীগ্রামে অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া আগমনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন ও শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন এবং শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়দ্বয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

বাতানল-কায়স্থ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ননীলাল দত্ত বর্ম্মা সভায় যোগদানের জন্য- -উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

সভান্তে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় সভায় উপস্থিত মহিলাগণকে স্ব স্ব স্বামী, ভ্রাতা ও পুত্র প্রভৃতিকে উপনয়ন দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কয়েকটী মহিলা আপনাপন পুত্রের ও ভ্রাতার নাম স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট লিখিয়া পাঠান, এবং তাঁহার আহ্বানে ১০ই জ্যৈষ্ঠ কুলপুরোহিতগণ তাঁহাদের যজমানগণকে উপবীত দিবেন স্বীকার করেন। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় উভয় দিনই অনুগ্রহপূর্ব্বক উপস্থিত থাকিয়া উপনয়ন কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

বাজিতপুর কায়স্থ-সভা।

ফরিদপুর জেলায় মাদারিপুর সবডিভিসনের অন্তর্গত বাজিতপুর একটী বৃহৎ ভদ্রপল্লী। এই গ্রামে বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় শ্রেণীর অনেক ব্রাহ্মণ এবং বহু সংখ্যক কায়স্থের বাস। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানা জাতীয় বহু হিন্দু এবং মুসলমান এথায়

বাস করিতেছে। এই সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা কুমারনদের তটভূমিতে নানা সমাজ হইতে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বহু পুরুষ হইল আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছেন। দেশবিখ্যাত, অশেষ গুণের আধার, সর্ব্বজনপ্রিয় ময়মনসিংহের স্বনামধন্য স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের এবং কায়স্থ বংশাবতংশ বর্ত্তমানে স্বর্গগত স্বামী পূর্ণানন্দের (হিমালয়ের অত্যন্ত দুর্গমস্থান ও বহুতীর্থ পর্য্যটক—শেষ জীবনে কাশীবাসী) ও বাবা গম্ভীরনাথের প্রিয় শিষ্য, শ্রীশ্রীস্বামী ভোলানন্দগিরি মহারাজের অশেষ কৃপাপাত্র. সেবাধর্ম্ম প্রচারের জলন্ত আদর্শ এবং নানাস্থানে সেবাশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা কায়স্থ-কুলোদ্ভব শ্রীমৎ প্রণবানন্দ স্বামীর (ব্রহ্মচারী বিনোদ) জন্ম ও পৈতৃক বাসস্থান বলিয়া এই বাজিতপুর সমধিক গৌরবান্বিত।

বিগত ৯ই এবং ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে বাজিতপুর গ্রামে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত তালুকদার, স্বধর্ম্মানুরাগী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে স্বজাতিহিতৈষী শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের এবং কায়স্থ-জাতির উন্নতিকামী আচার্য্যপ্রবর শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাঠক মহাশয়ের সভাপতিত্বে দুইটী কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে স্থানীয় গণ্যমান্য বহু কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। অনেক আলোচনান্তে নিম্নলিখিত ৭টী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে ;—

১ম প্রস্তাব—যাঁহারা অদ্যাপিও উপবীত গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের প্রত্যেক ঘর হইতে অন্ততঃ ১ জনকেও আগামী ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার মধ্যে উপনয়ন গ্রহণ করিতে হইবে।

২য় প্রস্তাব –যদি কেহ উপবীত গ্রহণে অনিচ্ছুক হন, অথবা বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না থাকা সত্ত্বেও উক্ত নির্দ্ধারিত দিবস মধ্যে উপবীত গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহার সহিত কোন প্রকার সামাজিক সংস্রব রাখা হইবে না।

৩য় প্রস্তাব—যাঁহারা স্ব স্ব বাটীতে নিজ ব্যয়ে উপবীত গ্রহণে বর্ত্তমানে অসমর্থ তাঁহারা শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাটীস্থ কেন্দ্রে আগামী ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার প্রাতে উপস্থিত হইয়া উপবীত গ্রহণ করিবেন।

৪র্থ প্রস্তাব—উপবীত গ্রহণ করার পর উপবীতী কায়স্থগণের অনুকূলাচারী ব্রাহ্মণগণ দ্বারাই যজন যাজন ইত্যাদি করাইতে হইবে। এবং যাহারা কায়স্থোপনয়নের প্রতিকূলাচারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাঁহাদিগের সহিত সর্ব্বপ্রকার সামাজিক সম্বন্ধ বর্জ্জন করা হইবে।

৫ম প্রস্তাব—উপবীতধারী কায়স্থগণ যথার্থ উপনয়নোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং ক্ষত্রিয়াচার ইত্যাদি করিতে ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ বাধ্য থাকিবেন।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—যাঁহারা পূর্ব্ব-সভার নির্দ্দেশানুযায়ী এখনও উপবীত গ্রহণ করেন নাই—তাঁহাদের আরও এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হউক। যদি উক্ত সময় মধ্যেও তাঁহারা উপবীত গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহাদের প্রতি পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত সামাজিক অনুশাসন বাহাল থাকিবে।

৭ম প্রস্তাব—এই সমাজের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য উপযুক্ত দ্বাদশ-জন কর্ম্মী লইয়া একটী কার্য্যকরী-সমিতি গঠিত হউক। এবং ইহাও স্থির হইল যে, আগামী ৩১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে অত্রত্য শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নাগ মহাশয়ের বাটীতে যে বিরাট অধিবেশন হইবে; উক্ত অধিবেশনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়কে উপস্থিত থাকিবার জন্য আহ্বান করা হউক।

বিগত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকার সময় বাজিতপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে উলপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী পরামর্শ-সভা হয়। উক্ত সভায় বাজিতপুরের গণ্যমান্য কায়স্থগণ উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় সভার উদ্দেশ্য বিষয় বিশদভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর আগামী কল্য যে বিরাট অধিবেশন হইবে, তাহার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে এবং আলোচ্য বিষয় স্থির করিয়া রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় বাজিতপুর-গ্রামে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নাগ মহাশয়ের বাটীর সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ ময়দানে স্থানীয় বহু কায়স্থের সম্মেলনে এক বিরাট অধিবেশন হইয়াছে। উক্ত সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রাচীন শ্রীযুক্ত বিপিন-বিহারী নাগ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় সভারম্ভে শ্রীভগবানের মধুর স্তোত্র পাঠ করিয়া সভার মঙ্গল প্রার্থনার পর বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার উদ্দেশ্যগুলি প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। কায়স্থ-সমাজের সর্ব্ববিধ সংস্কারের ও ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সুললিত বক্তৃতা দ্বারা বিশদভাবে ব্যক্ত করেন। তিনি শাস্ত্র এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া কায়স্থ মাত্রেরই উপনয়ন গ্রহণের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন।

অতঃপর স্থির হইল—বাজিতপুরস্থ কায়স্থ প্রত্যেকেই ক্ষত্রিয়োচিত আচার প্রতিপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিবেন।

প্রচারক মহাশয় "বাজিতপুর আর্য্য কায়স্থ-সমিতি"টীকে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার অন্তর্ভুক্ত (শাখা সভায় পরিণত) করিবার প্রস্তাব করেন ;—সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভাপতি ও প্রচারক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

পুস্তক পরিচয় ও আলোচনা

মনের কথা—ডাক্তার সরসীলাল সরকার এম,বি প্রণীত, মূল্য ৸৹ বার আনা। সরসী বাবু একজন প্রবীণ সিভিল সার্জ্জন এবং আমাদের কায়স্থ সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য। তাঁহার মনের কথা আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। গ্রন্থখানি যে নূতন ধরণের এবং সকলের পাঠোপযোগী হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বিলাত যাত্রাকালে জাহাজে বসিয়া সুয়েজের মুখ হইতে গত ৩রা জুন 'মনের কথা' সম্বন্ধে গ্রন্থকারকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"মনের কথা" ডেকে বসিয়া কয়দিন পড়িতেছি। গ্রন্থকার রসায়ন শরীর বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; তা ছাড়া আজীবনব্যাপী অভিজ্ঞতামূলক ঘটনাবলীর (Psycho-analysis মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। গরীব আচার্য্য রায় সংসৃষ্ট দৃষ্টান্ত গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

প্রায় দুই বছর অতীত হইল আমি অনধিকার চর্চ্চা করিয়া "বসুমতী"তে কয়েকটা প্রবন্ধে দেখাই যে সাহিত্য সম্রাট রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি জন্মিয়াছেন বটে, কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্য নিতান্ত দীন—থোড় বড়ি খাড়া ও খাড়া বড়ি থোড়। নভেল, কবিতা ও চুটকা গল্প ভিন্ন আর কিছুই দেখিনা। বাস্তবিক গিরীন্দ্রশেখর ও তুমি বাঙ্গালা সাহিত্যের এই দৈন্য দূর করিতেছ। তোমার পুস্তকখানির কলেবর ক্ষুদ্র হইলেও চিন্তা প্রসূত বলিয়া মূল্যবান; আশা করি এই ধরণের নব নব পুষ্প চয়ন করিয়া "গার্থিনে নূতন মালা"। তোমার "স্বপ্ন" অধ্যায় পড়িয়া আমার জীবনে কত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহার কিছুটা ব্যাখ্যা করিতে এখন সমর্থ হই, আর অধিক কি লিখিব।"

কায়স্থ-পত্রিকা

২৫শ বর্ষ | শ্রাবণ—১৩৩৩ | ৪র্থ সংখ্যা

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা

চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক অধিবেশন।

স্থান— যুক্ত পশুপতিনাথ দেব মহোদয়ের ভবন,
P. ১৬ নং পোর্টুগীজ চার্চ্চ-ভিসিউ নর্থ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
তারিখ—৯ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

বিগত ৯ই শ্রাবণ, রবিবার, বেলা ১টার সময় কলিকাতা মহানগরীতে স্বর্গীয় রামতুলাল সরকার মহাশয়ের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ দেব মহাশয়ের বিডন্ ষ্ট্রীটস্থ নবনির্ম্মিত সৌধে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই দিন প্রাতঃকাল হইতে অনবরত বর্ষণজন্য যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা সত্ত্বেও স্বজাতির উন্নতিও হিত কামনায় অনুপ্রাণিত বহুসংখ্যক কায়স্থ সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। কলিকাতার এবং বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার বহু প্রতিনিধি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় কতিপয় সভ্যও উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সমাগত ব্যক্তিগণের নাম যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ ঘোষ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, দিনাজপুর
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস্
» কিরণচন্দ্র দে বর্ম্মা আই-সি-এস্, সি-আই-ই
» নিবারণচন্দ্র দত্ত, অপার সার্কুলার রোড
» নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত, অপার সার্কুলার রোড
» জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র এম-এ, (ভূতপূর্ব্ব একাউণ্টেণ্ট জেনারেল)

রায় শ্রীযুক্ত বটবিহারী বসু, বাগবাজার ষ্ট্রীট
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, অমৃতবাজার
„ পীযুষকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, ঐ
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ
„ অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এম. এ
„ হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম-এ (ইনস্‌পেক্টর অব স্কুল্‌স্)
„ দেবেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক (এডভোকেট, হাইকোর্ট), সার্পেণ্টাইন লে
„ মহিমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, দর্জ্জিপাড়া—মিত্রবাটী
„ কিরণচন্দ্র দত্ত, 'লক্ষ্মীনিবাস', বাগবাজার
„ ললিতমোহন দত্ত, ঐ
„ সুধাংশুমোহন দত্ত, ঐ
„ কালীকৃষ্ণ দত্ত, ঐ
„ রামশঙ্কর দত্ত, ঐ
„ ব্রহ্মগোপাল দত্ত, ঐ
„ উমাশঙ্কর দত্ত, ঐ
„ বিমলানন্দ রায়, 'শ্রীনগরভিলা' ঘুঘুডাঙ্গা
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম-এ, বি-এল, এম-এল-এ, ভবানীপুর
„ নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা এম-এ (বারএট-ল), ঐ
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পাদক 'জন্মভূমি'), মাণিকবসুরঘাট ষ্ট্রীট
„ বিশ্বনাথ বসু বর্ম্মা, ৮নং বিশ্বকোষ লেন
„ নরেন্দ্রনাথ সেন, ১০।এ বিশ্বকোষ লেন
„ বিধুভূষণ সরকার বর্ম্মা, ৬৯নং বেলেঘাটা মেন রোড
„ গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন, ঐ
„ দীননাথ বসু, ঐ
„ মণীন্দ্রমোহন বর্ম্মা মজুমদার, নন্দরাম সেন লেন
„ ললিতমোহন মিত্র বর্ম্মা, গড়পার রোড
„ জিতেন্দ্রনাথ সেনবর্ম্মা, নর্থ শিয়ালদহ রোড
„ রসময় মিত্র, রামকৃষ্ণ লেন
„ নীলমণি ঘোষ, নিলমণি মিত্র ষ্ট্রীট
„ রামপদ ঘোষ বর্ম্মা, ঐ

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, নিলমণি মিত্র ষ্ট্রীট
„ চণ্ডীচরণ ঘোষ, ঐ
„ বসন্তকুমার পালিত, ঈশ্বর মিল লেন
„ কৃষ্ণচন্দ্রনাথ সরকার, বিডন ষ্ট্রীট
„ হেমেন্দ্রলাল কর, ঐ
„ বিমলেন্দ্রলাল কর, ঐ
„ নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ঐ
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, দর্জ্জিপাড়া
„ কে-সি-বসু, (বিস্কুট ফ্যাক্টরী) শ্যামবাজার
„ সুরোধচন্দ্র বসু, বেথুন রো
„ তিনকড়ী বসু, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট
„ অমরনাথ বসু মল্লিক, প্যারী সুর লেন
„ পশুপতিনাথ দেব, পি. ১৬নং সেন্ট্রাল এভিনিউ নর্থ
„ সুহিতকুমার দেব, ঐ
„ সুচিৎকুমার দেব, ঐ
„ সুনীতকুমার দেব, ঐ
„ দৈবচরণ ঘোষ, অনাথনাথ দেব লেন
„ হরিপদ ঘোষ, নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট
„ সরোজকুমার ঘোষ, ঐ
„ সতীশচন্দ্র বসু, হোগলকুড়িয়া লেন
„ পদ্মনাথ ঘোষ বর্ম্মা, ভীম ঘোষ লেন
„ সতীশচন্দ্র বসু, বেনেপাড়া লেন
„ শ্যামলাল দেব, আহিরীটোলা লেন
„ পূর্ণচন্দ্র মল্লিক, অপার চিৎপুর রোড
„ জহরলাল মিত্র, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট
„ শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন
„ বীরেন্দ্রনাথ বসু, বতীন মিত্র লেন, শ্যামবাজার
„ মদনমোহন ঘোষ, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট
„ বিজয়কুমার নাগ, নন্দকিশোর ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার
„ দ্বিজবর মিত্র ঐ

শ্রীযুক্ত শ্রীপদ মিত্র, নন্দকিশোর ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার
,, বিজয়চন্দ্র বসু, গালিফ ষ্ট্রীট
,, যোগেন্দ্রচন্দ্র দেব, বিডন রো
,, দেবীপ্রসাদ ঘোষ, কম্বুলিয়াটোলা
,, অক্ষয়কুমার রায়, সুবলচন্দ্র লেন, ঝামাপুকুর
কবিরাজ অতুলবিহারী দত্ত, বি-এস-সি, কবিরত্ন ১৯নং অপার চিৎপুর রো
শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ক্যানিং হোষ্টেল, স্কট লেন
,, নৃপেন্দ্রনাথ রায়, কার্ত্তিক বসুর লেন
,, মহীতোষ রায় চৌধুরী (সহঃসম্পাদক 'অমৃতবাজার') রামকান্ত বা
,, গণেশচন্দ্র ঘোষ, ঐ
,, কৃষ্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা, সুবলচন্দ্র লেন
,, ননীগোপাল মিত্র, শুঁড়া খাড লেন, বেলেঘাটা
,, শরচ্চন্দ্র দত্ত, ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপুর
,, বরদাকান্ত মজুমদার, (সম্পাদক 'শিশু'-পত্রিকা) পঞ্চানন ঘোষ লে
,, মহেন্দ্রনাথ সরকার, গোপাল বসু লেন
,, রসরাজ সরকার, ঐ
,, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, অপার সার্কুলার রোড
,, গণেশচন্দ্র দত্ত, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
,, গণেশচন্দ্র দেব ঘটক, ঐ
,, প্রভাসচন্দ্র বসু, রামপ্রসাদ রায় লেন
,, প্রফুল্লচন্দ্র বসু বি-এল, রামপ্রসাদ রায় লেন
,, নেপালচন্দ্র ঘোষ, চাষাধোবাপাড়া
,, কৃষ্ণপ্রসাদ মুস্তফা, ভবানীপুর
,, জিতেন্দ্রনাথ দাস, সুবল চন্দ্র লেন
,, ধীরেন্দ্রনাথ দাস, ঐ
,, শশাঙ্কশেখর সিংহ, বলাই সিংহ লেন
,, ক্ষেত্রনাথ বসু (চিকিৎসক), গোপাল নিয়োগী লেন, বাগবাজ
,, হরিপদ গুহ, রাজবল্লভ ষ্ট্রীট
,, ধীরেন্দ্রকুমার গুহ, ঐ
,, বিনয়কৃষ্ণ দেব, ঐ

শ্রীযুক্ত সন্তোষকৃষ্ণ বসু, পাইকপাড়া রোড
,, আশুতোষ ঘোষ পালপাড়া, বরাহনগর
,, রসময় ঘোষ, ঐ
,, নিরাময় ঘোষ, ঐ
,, প্রেমময় ঘোষ, ঐ
,, সুখময় ঘোষ, ঐ
,, আনন্দময় ঘোষ, ঐ
,, সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্র, কাকুনিয়া রোড, বালিগঞ্জ
,, প্রতুলচন্দ্র বসু, কলিকাতা
,, নরেন্দ্রনাথ দেব, ঐ
,, শচীন্দ্রমোহন মিত্র, ঐ
,, শিবকৃষ্ণ দত্ত, ঐ
,, নরেন্দ্রনাথ দাস, ঐ
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুহ, ঐ
,, সুধীরচন্দ্র দত্ত, ঐ
,, যাদবচন্দ্র গুহ, ঐ
,, অমূল্যভূষণ ঘোষ, ঐ
,, সুরেশচন্দ্র ঘোষ, ঐ
,, আর-এন-চন্দ্র, ঐ
কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্মা এম-এ প্রাজ্ঞ, ত্রিবেনী, হুগলী
শ্রীযুক্ত পি-এল-মিত্র, কোন্নগর, ঐ
,, কানাইলাল দত্ত বর্ম্মা, বাতানল, ঐ
,, নলিনীকান্ত দেব বর্ম্মা সরকার, বাতানল, ঐ
,, লাবণ্যকৃষ্ণ বসু বর্ম্মা, মৃজাপুর, তারকেশ্বর, ঐ
রায় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় এম-এ, বি-এল বাহাদুর এম-বি-ই, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন (প্রচারক), নবদ্বীপ
,, রণেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কুমারী, নদীয়া
,, অনিলকৃষ্ণ বসু, এতমামপুর, নদীয়া
,, সতীশচন্দ্র ঘোষ, মাধব ঘোষের রোড, খুরুট, হাওড়া
,, চণ্ডীচরণ দত্ত চৌধুরী, আন্দুল, হাওড়া

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন দত্ত, বর্দ্ধমান

„ ভূজঙ্গভূষণ সিংহ বর্ম্মা, কণকপুর, বীরভূম

লেপ্টেন্যাণ্ট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক এম-এস্-সি, বি-এ
পাঁচথুপী, মুর্শিদাবা

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ, কান্দী (মুর্শিদাবাদ), হাং নিবাস ২২নং ঘোষেক

„ গিরিজাপ্রসন্ন সিংহ বর্ম্মা, আলুগ্রাম মুর্শিদাবাদ

„ নীলনীকান্ত ঘোষ বর্ম্মা, ছয়জান, ঐ

„ যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, বড়খড়ি ঐ

„ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা এম-এ, বি-এল, বাসরহাট, ২৪ পরগণা

„ শরচ্চন্দ্র দেববর্ম্মা বিশ্বাস বি-এল, ঐ

„ জিতেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা বি-এল, ঐ

„ চারুচন্দ্র বসু, ঐ

„ নৃপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা রায় চৌধুরী এম-এ, কবিভূষণ, শ্রীফলতলা

„ হরেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা রায় চৌধুরী শ্রীফলতলা

„ বীরেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা রায় চৌধুরী ঐ

„ যতীন্দ্রনাথ মৌস্তফী, সেনহাটী, খুলনা

„ সীতেশরঞ্জন ঘোষ, খুলনা

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা বি-এ, পাইকপাড়া, যশোহর

শ্রীযুক্ত গোপালহরি ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী, রামনগর, যশোহর

„ অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র বর্ম্মা (প্রচারক), শ্রীরাজকাঠী, যশোহর

„ চন্দ্রকান্ত বসু বিদ্যাবিনোদ, শঙ্করপাশা, ঐ

„ পূর্ণচন্দ্র বসু, নড়াইল, ঐ

„ বৈদ্যনাথ ঘোষ, রায়গ্রাম, ঐ

„ কামাখ্যাপ্রসাদ রাহা বর্ম্মা, বারাসিয়া, ঐ

„ বসন্তকুমার দেব বর্ম্মা সরকার, শ্রীরামপুর, ঐ

„ ইন্দুভূষণ রায়, নহাটা, ঐ

„ অবিনাশচন্দ্র রাহাবর্ম্মা, সালিখা, ঐ

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার, চাঁদশী, বরিশাল

„ দুর্গামোহন গুহ বর্ম্ম ঠাকুরতা, কুন্দিহার, বানরীপাড়া

„ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, অলঙ্কারকাঠী, বরিশাল

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ, কাশীপুর, বরিশাল

„ অনন্তমোহন দত্ত এম-বি, লতা, ঐ

„ সুধীররঞ্জন দত্ত, ঐ

„ সত্যরঞ্জন দত্ত, ঐ

„ ভূপেশনারায়ণ বসু, দেহেরগতি ঐ

„ মাখনলাল সরকার, বরিশাল

„ হরিপদ ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী এম-এ, বি-এল, টেংরা, ইদিলপুর ফরিদপুর

„ মাখনলাল ধর বর্ম্মা (প্রচারক), দোলকুণ্ডী, ফরিদপুর

„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, ঐ

„ রমেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, ঐ

„ গণেশচন্দ্র ঘোষ রায় বর্ম্মা, ঐ

„ নিরদরঞ্জন গুহ রায় বর্ম্মা, আর্য্যদত্তপাড়া, ফরিদপুর

„ অবলাকান্ত বসু বর্ম্মা, „

„ ইন্দুভূষণ ঘোষ রায় বর্ম্মা, „

„ অমূল্যচন্দ্র মহলানবীশ, „

„ যশোদাজীবন বসু বর্ম্মা, „

„ গিরীন্দ্রমোহন বসু বর্ম্মা, আলগী, ফরিদপুর

„ জিতেন্দ্রনাথ বসু, „

„ রসিকলাল দেব বর্ম্মা, নিলখী, „

„ মণীন্দ্রনাথ দেব বর্ম্মা, বর্ণী, „

„ মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা, লক্ষ্মণদীয়া, „

„ আশুতোষ বিশ্বাস বর্ম্মা, „

„ বিভূতিভূষণ বসু, „

„ জিতেন্দ্রনাথ গুহ এম-এ, বি-এল, লক্ষ্মীপুর, ফরিদপুর

„ নরেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা, রামনগর, „

„ পূর্ণচন্দ্র ধর বর্ম্মা, „

„ রাসবিহারী দাস বর্ম্মা, চণ্ডীদাসদী, „

„ সুকুমার ঘোষ বি-এ, জাহাঙ্গি, „

„ সুধীরকুমার ঘোষ, „

„ নির্ম্মলচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, ব্রাহ্মণদী, „

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন নাগ বি-এ, জ্ঞানদীয়া, ফরিদপুর
" যতীন্দ্রমোহন বিশ্বাস বর্ম্মা, কল্যাণপট্টি, "
" কুঞ্জবিহারী দেব এম-বি, (হোমিও) রায়পাশা, ফরিদপুর
" যতীন্দ্রমোহন বসু, হোসেনপুর, ফরিদপুর
" অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, "
" জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত, দীঘলিয়া-কাশিমপুর, ফরিদপুর
" শ্রীশচন্দ্র দাস, "
" ক্ষিতীশচন্দ্র দাস বর্ম্মা বি-এ, "
" লক্ষ্মীকান্ত দাস বর্ম্মা, "
" কামিনীকুমার বসু বর্ম্মা, "
" রাজেন্দ্রনাথ দত্ত বর্ম্মা, "
" হীরালাল দেব বর্ম্মা, "
" সুরেশচন্দ্র দেব, মস্তফাপুর, ফরিদপুর
" যশোদারঞ্জন বসু মজুমদার, কেন্দুয়া, ফরিদপুর
" বিশ্বেশ্বর সেন, বাজিতপুর, ফরিদপুর
" নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শাখারপাড়, ফরিদপুর
" লালবিহারী গুহ, আলীপুর, ফরিদপুর
" অমৃতলাল বিশ্বাস বর্ম্মা, নয়ানগর, ফরিদপুর
" মণীন্দ্রমোহন দত্ত বর্ম্মা, "
" মহেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত, প্রসন্নপুর, "
" শরচ্চন্দ্র কর বর্ম্মা, রাঘদী "
" নরেন্দ্রচন্দ্র দাস বর্ম্মা, সরমঙ্গল, "
" হরিপদ দাস, "
" মনদীশচন্দ্র দাস, খালিয়া, "
" বসন্তকুমার বসু বর্ম্ম ঠাকুর এম-এ, বি-এল, মালখানগর, ঢাকা
" রসিকলাল বসুঠাকুর, হাসাং ৬৯নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট
" যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি-এল (উকীল ও টী-প্ল্যান্টার, জলপাইগুড়ী
বরঙ্গাইল, ঢাকা
" রাজেন্দ্রচন্দ্র রায় সরকার, কোলাপাড়া, ঢাকা
" উৎফুল্লচিত্ত গুহ বর্ম্ম রায় চৌধুরী, সিমুলিয়া, ঢাকা

শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ বসু বর্ম্ম রায় চৌধুরী, আলোয়া, ময়মনসিংহ
" শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, ভাদ্রা, টাঙ্গাইল
" সুরেশচন্দ্র রায়, "
" যোগেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা, চামারী, টাঙ্গাইল
" গণেশচন্দ্র সরকার, চেঁচুয়াজানি, "
" কানাইলাল গুহ বর্ম্মা, পেঙ্গুয়া, পাবনা
ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদলাল দেব এম্-বি, ডি-টি-এম, ঘাটাবাড়ী, পাবনা
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন ঘোষ বর্ম্মা এম-এ বি-এল (উকীল জলপাইগুড়ী).
আউড়িয়া, যশোহর
" রাইমোহন সিংহ, গোপীনাথপুর, মেদিনীপুর
" অমৃতলাল সিংহ, গোপালনগর " "
" যতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, চট্টগ্রাম
" উমাকান্ত মিত্র, লাক্ষ্ণৌ (U. P.)
" যশোদানন্দন আখৌরী, বেহার
" উমাশঙ্করলাল বর্ম্মা, সহকারী সম্পাদক, 'কায়স্থ-মিত্রমণ্ডল'
" ভগবতী প্রসাদ, বেহার

কায়স্থ ব্যতীত যে সকল ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের যে কয়টী নাম পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, শ্যামবাজার, শ্রীযুক্ত এন্ এল্ চাটার্জ্জী, ১৮নং হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার দাসগুপ্ত, তাজপুর, বিক্রমপুর, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার (প্রজাপতি, ও মজলিস্-সম্পাদক) এবং শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য

গৃহীত প্রস্তাবাবলি

১ম প্রস্তাব—সভাপতি-বরণ।

বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী মহাশয় অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে অসমর্থ হওয়ায়, ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্ম এম এ বি এল মহাশয়ের প্রস্তাবে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মূল্যচরণ ঘোষবর্ম্ম বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মহারাজা জগদীশনাথ ঘোষ রায় বর্ম্ম মহোদয় সভাপতি পদে বৃত হন। তৎপর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্ম আই-সি-এস্, সি-আই-ই মহাশয়ের প্রস্তাবে সভাপতি মহাশয়ের

অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্ম বিদ্যাভূষণ মহাশয় অনুপস্থিত সভাপতি মহাশয়ের মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহা ক—পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

২য় প্রস্তাব—বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হউক।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার প্রস্তাব করেন যে, ১৩২।৩৩ সালের কার্য্য-বিবরণ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পঠিত হউক।

মাননীয় কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্ম মহাশয়ের প্রস্তাবে সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্ম বিদ্যাভূষণ মহাশয় কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন এবং প্রস্তাব করেন যে, উহা গৃহীত হউক। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেব বর্ম্মা প্রস্তাব সমর্থন করেন। বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী ক—পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

তৎপর কায়স্থ-পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কার্য্যবিবরণীর ১২ পৃষ্ঠায় "কায়স্থ-পত্রিকা" সম্বন্ধীয় মন্তব্যে যে "অবৈতনিক পত্রিকা-সম্পাদক" কথাটী লিখিত হইয়াছে তাহাতে আপত্তি করিয়া বলেন যে, "সভার সকল কার্য্যকারীই যখন অবৈতনিক তখন একজনকে 'অবৈতনিক' বিশেষণ দিবার যুক্তি কি? এজন্য 'অবৈতনিক" শব্দটী বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেন, এবং ১৯ পৃষ্ঠায় সভ্য আয় কমিয়া যাওয়ার যে কয়টী হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে তন্মধ্যে (৪) হেতু সম্বন্ধে বলেন যে, পত্রিকা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত না হওয়ার কারণ বহু ভিঃ পিঃ ফেরত আসিয়াছে বলা হইয়াছে, কিন্তু পত্রিকা কেন নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয় নাই তাহার কারণ উক্ত হয় নাই—'সভার সম্পাদক মহাশয়ের পীড়ার কারণ ও সময়ে কলিকাতা-ত্যাগ ও পারিবারিক বিপদে কর্ম্মাধ্যক্ষের পুনঃ পুনঃ অনুপস্থিতি হেতু পত্রিকা যথাসময়ে প্রকাশিত হয় নাই'—তাহাও লিপিবদ্ধ হউক। মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্ম মহাশয় দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবিত সংশোধনসহ কার্য্য-বিবরণী গৃহীত হওয়ার প্রস্তাব করিলে, তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

তৎপর সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক যাঁহারা সভার কার্য্যে সহানুভূতি জানাইয়া পত্র ও তার প্রেরণ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাঁহাদের নাম উল্লেখ করেন। নিম্নে প্রদত্ত হইল—

টেলিগ্রাম।

পাটনা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা এম, এ, বি, এল এবং দিনাজপুরের উকীল শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র এম, এ, বি, এল টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন।

পত্র

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতাচরণ তর্কতীর্থ, কলিকাতা।
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম-এ, পি-আর-এস্, সি-আই-ই, পাটনা।
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী, ইদিলপুর, (সভাপতি)
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী, নিমাতিতা
,, প্রভাতকুমার রায় চৌধুরী, ঐ
,, ডাক্তার সরসীলাল সরকার, সিভিল সার্জ্জন, নোয়াখালি
,, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি,এল, ভাগলপুর
,, ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র বসু বর্ম্মা, এলাহাবাদ
,, রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্ম চৌধুরী, রাজসাহি
,, যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, উকীল, ভাঙ্গা
,, অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী, ইদিলপুর
,, তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, কাশীপুর, বরিশাল
,, অক্ষয়কুমার রায় বর্ম্মা, মণিগ্রাম, মুরশিদাবাদ
,, প্যারীমোহন ঘোষ বর্ম্মা, পোপারা ,,
,, মাধবচন্দ্র শিকদার বর্ম্মা বি,এল, দিনাজপুর
শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী, পাটনা
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু বর্ম্মা, সোনারী, আসাম
,, নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ১৪২ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট
,, নূতনচন্দ্র দেব বর্ম্মা চৌধুরী, চট্টগ্রাম
,, মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্ম তত্ত্বনিধি, ভেলানগর, ত্রিপুরা
,, বিজয়চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, ইতিনা, যশোহর
,, মধুসূদন সরকার বর্ম্মা, ইলুহার, বরিশাল
,, হৃদয়নাথ বসু বর্ম্মা, চাটগ্রাম, ফরিদপুর
,, কে-এন্-মিত্র, ভবানীপুর

ইঁহারা পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকখানি পত্র সভায় পঠিত হয়। তৎপরে সভার সম্পাদক মহাশয় অসুস্থতা-নিবন্ধন বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া "সম্পাদকের নিবেদন" শীর্ষক যে লিখিত বক্তব্য প্রেরণ করেন তাহা সভাপতি মহোদয়ের অনুমত্যনুসারে সম্পাদক মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বিনয়নাথ বসু বর্ম্মা পাঠ করেন।

সম্পাদকের নিবেদন—

সভাপতি মহাশয় ও সমাগত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ,

আজ কায়স্থ-সভায় বার্ষিক অধিবেশন। এই বার্ষিক অধিবেশনে বর্ষে বর্ষে উপস্থিত হইতে পারি আর না পারি, কিন্তু আপনাদের সমক্ষে বরাবর আমার নিবেদন জানাইয়া আসিতেছি। এবারও সেই সনাতন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদের সমীপে আমার কিছু নিবেদন জানাইতেছি।

গতবর্ষের বার্ষিক সভায় আপনারা এই অকর্ম্মণ্য ব্যক্তির উপর গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী হইতে সকলে বুঝিতে পারিতেছেন যে আমার কর্ত্তব্য পালন করিতে আমি সমর্থ হই নাই। নিতান্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি, বিশেষভাবে যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিবেন আশা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে এবং যাঁহাদের কথায় এই মহাদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাঁহারা কেহই আমাকে সাহায্য করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে অতি শোকসন্তপ্তহৃদয়ে স্বর্গীয় মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী এবং আমার চির অন্তরঙ্গ বন্ধু স্বর্গীয় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের নাম বিশেষ দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতেছি। উভয় মহাত্মার অভাবে কেবল আমি বা কায়স্থ সভা বলিয়া নহে, সমস্ত বঙ্গদেশ যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। অপর যাঁহাদের নিকট বেশী সাহায্য আশা করিয়াছিলাম, কার্য্য-কালে তাঁহাদের দর্শনলাভেও সমর্থ হই নাই। নিতান্ত খেদের সহিত এ কথা বলিতে হইল।

প্রকৃত প্রস্তাবে গত ভাদ্র মাস হইতে আমি সম্পাদক পদ গ্রহণ করি। দায়িত্ব গ্রহণের পর হইতে নানা উদ্বেগে আমার পীড়া বৃদ্ধি হইতে থাকে, এমন কি মধ্যে মধ্যে আমার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। শারীরিক ও মানসিক এই দারুণ অশান্তির মধ্যে আমার দক্ষিণহস্ত সভার কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার মাতা ও ভ্রাতার কঠিন পীড়া ও মৃত্যুরকারণ অনেক সময়ে অনুপস্থিত থাকায় সভার কার্য্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। এ কারণ সভার কার্য্যভার গ্রহণকালে যেরূপ আশা করিয়াছিলাম সেরূপ সভার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারি নাই। [illegible] বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী হইতে তাহার পরিচয় পাইবেন। আমার অসুস্থতা ও অযোগ্যতার কারণ এবার সভায় অনেক ত্রুটী বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। আশা করি আপনারা সকলে আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

কয়েকবর্ষ হইতে এই পীড়িত অবস্থায় আমার আবেদন ও নিবেদন জানাইয়া আসিতেছি। প্রতিবর্ষেই আমার মৃতকল্প অবস্থা জানাইতেছি। তৎপরবর্ত্তী বার্ষিক অধিবেশনে আবার যে আপনাদের নিকট নিবেদন করিতে পারিব তখন সে আশাও করিতে পারি নাই। এরূপ অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক দুর্ব্বহ জীবন কেন এই দীর্ঘকাল রহিয়াছে? সম্প্রতি এই প্রশ্ন আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে। আমাদের পরমাত্মীয় মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এবং রায় বিনোদবিহারী বসু মহাশয় বর্ষাধিককাল যে হৃদ্‌রোগ ভোগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন আমিও সেই হৃদ্‌রোগে ছয় বৎসরের উপর পীড়িত ও গৃহমধ্যে আবদ্ধ আছি।

এই দীর্ঘকাল ভোগেও আমার প্রাণ কেন বহির্গত হইতেছে না? বোধ হয় ভগবানের কিছু অভিপ্রায় আছে! কায়স্থ-সভার সৃষ্টি হইতে আজ ২৫ বৎসরের উপর আমি আমার স্বজাতি কায়স্থ-সমাজের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছি; এই সুদীর্ঘকাল কায়স্থ-সমাজের চিন্তা একদিনের জন্য আমার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। এই দীর্ঘকালব্যাপী সেবা-সাধনার মধ্যে সারা ভারতবর্ষ মধ্যে কায়স্থ-জাতি-বিষয়ক যে কোন শাস্ত্র, যে কোন শিলালিপি ও তাম্রশাসন, যে কোন কুলগ্রন্থ ও কুলপঞ্জী, যে কোন ইতিহাস ও ইতিকথা, যে কোন গাথা বা লৌকিক কথার সন্ধান পাইয়াছি সেই সমুদায় মন্থন করিয়া কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব ও কায়স্থের অতীত গৌরবের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছি ও সঙ্কলন করিতেছি। আমার আত্মীয় স্বজনকে বুঝাইবার জন্য আমার এই অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করিয়াছি। একটু মন দিয়া পাঠ করিলে নিঃসন্দেহে সকলেই বুঝিতে পারিবেন কায়স্থ-জাতি ক্ষত্রিয় বর্ণ স্তুতি, কায়স্থ দ্বিজাতি। বঙ্গীয় কায়স্থের পূর্ব্বপুরুষগণ দ্বিজোচিত সংস্কারসম্পন্ন ছিলেন, নবগুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। কায়স্থ আদি কুলীনগণের নবধাকুল-লক্ষণই দ্বিজত্বের পরিচায়ক, এ কথা শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালী কায়স্থ সন্তান এক সময়ে নিঃসন্দেহে ক্ষত্রিয় সন্তান বলিয়া পরিগণিত ছিলেন; এমন কি 'বঙ্গক্ষত্রাব্জভানু', অর্থাৎ, বঙ্গীয় ক্ষত্রিয় কমলের সূর্য্যস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। এমন কি আমাদের দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের প্রথম গোষ্ঠীপতি পুরন্দর খাঁ পশ্চিমাগত বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের নিকট পূজিত হইয়াছিলেন। কুলগ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে। শাস্ত্র, ইতিহাস, কুলগ্রন্থ, লোকাচার সকল দিক হইতেই বঙ্গীয় কায়স্থ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও আজ বাঙ্গলার কায়স্থ—প্রধান ধর্ম্মাধিকরণ High Court এ তন্তুবায়, এমন কি ডোমের

সমতুল্য শূদ্রজাতি বলিয়া গণ্য হইতেছেন; উপবীত ও গায়ত্রী ত্যাগ হেতু এবং শূদ্রোচিত 'দাস' 'দাসী' উপাধি-ব্যবহারেই বঙ্গের কায়স্থগণ মূলতঃ ক্ষত্রিয় হইলেও যে অবনমিত হইয়াছেন, তাহা High Court এর বিচারপতিগণও ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং দাস দাসী পদবী ত্যাগ ও যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ ব্যতীত কায়স্থের কায়স্থত্ব ও পূর্ব্ব-গৌরব কিছুতেই রক্ষা হইতেছে না। সেই জন্যই প্রায় ২৪ বৎসর হইল, আমি যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিয়াছি। আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে, এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে বাঙ্গালার নানা স্থানে আমাদের দক্ষিণরাঢ়ীয়, উত্তররাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই চারি সমাজের মধ্যে এ পর্য্যন্ত প্রায় দেড়শত কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় মফঃস্বলবাসী আমাদের আত্মীয় স্বজনগণ স্বজাতির সম্মান ও গৌরব রক্ষার জন্য উপবীত গ্রহণ করিলেও কলিকাতাবাসী আত্মীয় স্বজন ও প্রসিদ্ধ কায়স্থগণ এখনও নিদ্রিত রহিয়াছেন! তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না তাঁহাদের অমনোযোগিতার কারণ কায়স্থ জাতির পূর্ব্ব-সম্মান লোপ পাইতে বসিয়াছে। রাজদ্বারে ও অন্য সকল সমাজে পদে পদে কায়স্থ নিন্দিত, অবহেলিত ও ঘৃণিত হইতেছে, তথাপি আমাদের কলিকাতাবাসীর কি চৈতন্য হইবে না?

কলিকাতার অভিজাত কায়স্থগণ যে আপনাদের জাতীয় ও সামাজিক সম্ভ্রম রক্ষা করিতে জানেন না—এ কথা আমি মানিনা। বলিতে কি আজ আপনি যাঁহার ভবনে সম্মিলিত হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ দেব মহোদয়ের পিতৃব্য স্বনামধন্য স্বর্গীয় অনাথনাথ দেব—দাদা মহাশয় পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া আমাদের দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনগণের একজাই করিয়া দক্ষিণরাঢ়ী সমাজের শেষ গোষ্ঠীপতি হইয়া গিয়াছেন মহাত্মা অনাথনাথ কুলীনগণের গৌরব বর্দ্ধন এবং নিজ সামাজিক সম্মান বৃদ্ধির আশায় যে কাজ করিতে পারিয়াছিলেন, তদপেক্ষা গুরুতর কাজ অর্থাৎ বাঙ্গলার সমগ্র কায়স্থ জাতির মানসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শ্রদ্ধাস্পদ পশুপতিনাথ দেব প্রমুখ আত্মীয় স্বজনগণ নিজ সমাজের সংস্কার প্রবর্ত্তনে কেন না উদ্যোগী হইবেন? আমার বিশ্বাস তাঁহারা যাহা করিবেন কলিকাতার কায়স্থ-সমাজের সকলেই তাহার অনুগামী হইবেন। আমি মনে করি কায়স্থ-সভার সদিচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভগবান্ আমাদিগকে আজ এখানে সম্মিলিত করিয়াছেন। আশা করি খুড়া মহাশয় মন দিয়া এই অনুরোধ শ্রবণ করিবেন। সেদিন তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবেন, আবার পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় পরম পবিত্র যজ্ঞোপবীতে বিভূষিত হইতে

সেই শুভদিন দেখিবার জন্যই আমি এখনও বুঝি জীবিত আছি। অবশেষে আমার স্বজাতীয় আত্মীয় স্বজনের নিকট আমার করযোড়ে প্রার্থনা আমাদের সমাজের অধঃপতনের বিষয় একবার ভাবিয়া দেখুন; পবিত্র সংস্কারে সংস্কৃত হউন; আবার আমাদের কায়স্থ-সমাজ সকলের অপেক্ষা গৌরবস্পর্দ্ধী হউক; ইহাই আমার অন্তিম বাসনা, ইহাই মা জগদম্বার নিকট আমার শেষ প্রার্থনা।

—*—

৩য় প্রস্তাব—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম বিদ্বৎকুলবরেণ্য পরলোকগত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ মহাশয়ের, বহুগুণের আধার স্বজাতিবৎসল নিমতিতার জমিদার স্বর্গগত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী মহাশয়ের এবং সভার পরম হিতৈষী স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ের মৃত্যুতে অদ্যকার এই জাতীয় মহাসভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়

সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব করিলে সমাগত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত মহাত্মগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

৪র্থ প্রস্তাব—নূতন-সভ্য-মনোনয়ন।

(ক) শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দেব, শ্রীযুক্ত কমলচরণ সেন, ও শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র দাস—বরপেটা, শিলচর, আসাম। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের প্রেরিত এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় উপস্থিত করেন, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন মহাশয় সমর্থন করেন।

(খ) শ্রীযুক্ত রায় সাহেব যদুনাথ সেন, ৪৮।৪ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট

" রায় বাহাদুর নীলমণি দে, ডেপুটী রেজিষ্ট্রার, কো-অপারেটিভ্ সোসাইটী, কটক।

শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর ডাক্তার হরিনাথ ঘোষ এম, ডি, ৮নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট

" রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র বসু, গভর্ণমেণ্ট উকীল, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট,

" রায় ললিতকুমার মিত্র, জমিদার, স্বর্গীয় মোহনলাল মিত্র মহাশয়ের বাড়ী, শ্যামবাজার কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ, বার-এট-ল, ৫নং রমানাথ ভট্টাচার্য্য লেন

" সুশীলগোপাল দত্ত, ২নং আনন্দচাটার্জ্জি লেন

" দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, এড্‌ভোকেট্‌, হাইকোর্ট,৬৯ সারপেনটাইন লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা

সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

(গ) শ্রীযুক্ত ডাক্তার দুর্গাচরণ সরকার, আমালগঞ্জ, বগুড়া শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার ডি, এম্‌, লাইব্রেরী, ৬১নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, মেটকাফ প্রেস ৭৫নং নয়ানচাদ দত্ত ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সিংহ, ৩২নং আশুতোষ দেব লেন, শ্রীযুক্ত সুবোধচাঁদ মিত্র, ৭৬নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন

সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

(ঘ) শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু রায়চৌধুরী বি,এ, কবিভূষণ ৮৫নং বেচুচাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত সুধেন্দুমোহন ঘোষ বি,এল, উকীল, রঙ্গপুর

" যতীন্দ্রমোহন বসু, জমিদার, হোসেনপুর, ফরিদপুর

" অক্ষয়কুমার দত্ত বি,এ, ক্লার্ক, ১ম মুন্সেফকোর্ট, ভাঙ্গা, ফরিদপুর

" গোপালচন্দ্র চৌধুরী, বাজিতপুর, ফরিদপুর

" মহেন্দ্রচন্দ্র দাস, সাধনপুর, রায়সটা কাছারী, চট্টগ্রাম

" সুরেশচন্দ্র দাস, ছানুয়া কাছারী, চট্টগ্রাম,

" হীরালাল দাস বর্ম্মা, ২৭নং সেণ্ট্রাল এভিনিউ

" উমেশচন্দ্র ঘোষ, ২২নং নাথেরবাগান লেন

" গঙ্গাধর দেববর্ম্ম মহলানবীশ, ১০৬নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা

সমর্থক—শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেববর্ম্মা

(ঙ) ডাঃ শ্রীযুক্ত অনন্তমোহন দত্ত এম্‌,বি, ৫ নং সেণ্ট্রাল এভিনিউ

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন দত্ত এম্‌,এস্‌,সি, ঐ

" কবিরাজ অতুলবিহারী দত্ত বি,এস্‌,সি কবিরত্ন ২৯নং অপার সিং রোড, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মজুমদার, "শিশু"-সম্পাদক ২৬নং পঞ্চানন ঘোষের লে

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি,এল

সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

(চ) শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ দেব, পি ১৬, সেণ্ট্রাল এভিনিউ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা বি,আই,ই,

সমর্থক—শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়বর্ম্ম এম,এ

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৫ম প্রস্তাব—পরলোকগত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের ট্রাষ্ট-পত্রের মর্ম্মানুসারে "সারদাচরণ আর্য্য-বিদ্যালয়" বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পত্তি এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভাই সর্ব্বতোভাবে তাহার পরিচালক, তথাপি বিদ্যালয় যদ্যপি হস্তচ্যুত হইয়াছে, অতএব এই সভা উক্ত বিদ্যালয়টীকে সভার কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে সাধারণ তহবিল বা স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে আবশ্যক অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা এবং তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থার ভার অর্পণ করিতেছেন। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত

সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা।

প্রস্তাব উত্থাপিত হইতেই কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্ম মহাশয় আপত্তি করিয়া বলেন যে,এখন 'সভা' ও 'সমাজের' মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হওয়াই ভাল, আর কলহ বৃদ্ধি না করিয়া বিদ্যালয় শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত, বিদ্যালয়ের অবস্থাও শোচনীয়। উহা লইয়া কি লাভ হইবে? দেবরাণী ভাণ্ডারের মোকদ্দমায় সভার বহু টাকা লোকসান হইয়াছে, আবার স্কুল লইয়া মোকদ্দমা করিলে সভার বহু খরচ হইবে। মাননীয় কিরণচন্দ্র দেববর্ম্ম মহাশয়ও এই মত সমর্থন করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় মূল প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলেন—'সমাজের' সহিত আর্য্য বিদ্যালয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, উহা 'কায়স্থ-সভার' সম্পত্তি, শরৎ বাবু তাহাতে কায়স্থ-সভার কর্তৃত্ব ও অধিকার অস্বীকার করিতেছেন এজন্য তাঁহার সহিত কায়স্থ-সভার বিরোধ, সমাজ ও সভার মধ্যে প্রীতি অপ্রীতির কথা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক। এই সময়ে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম,এ, বি,এল, এম্‌,এল্‌,এ এটর্ণী মহাশয় কায়স্থ-সভার সহিত ঐ বিদ্যালয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে কিরণবাবু গত ফাল্গুন সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সম্পাদিত Trust-পত্র পাঠ করেন। তাহাতে সকলে দেখিতে পাইলেন যে মিত্র মহাশয় কায়স্থ-সভাকে আর্য্য বিদ্যালয়ের স্বত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে দান করিয়াছেন,

"absolute powers of maintenance, management & contr
তিনি সভাকে দিয়াছেন। কিরণবাবু আরও জানাইলেন যে দেবরাণী-মহে
ভাণ্ডারের মোকদ্দমা করিয়া সভার লোকসান হয় নাই, লাভই হইয়াছে, ন্যূনা
১০০৲ টাকা খরচ হইয়াছে, ৯৭৲ টাকা খরচা সমেত ৬৫৭৲ টাকা ডি
হইয়াছে। শরৎবাবু কায়স্থ-পত্রিকার সম্পাদকের নামে মানহানির মোক
করিয়াছিলেন, তাহাতে বহু টাকা খরচ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সহিত দেব
ভাণ্ডারের মোকদ্দমার কি সম্বন্ধ ?

তৎপর ঘোষ মহাশয় বিদ্যালয়ের বিষয় ভালরূপে বুঝিবার জন্য পুনরায়
করিলে ১৩২৭।২৮ সন হইতে বিদ্যালয় সভার কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিবার জন্য
করা হইয়াছে তৎপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলে
শরৎবাবু সভার সভ্যপদ ত্যাগ করিলে ১৩২৭ সনে কাঃ নিঃ সমিতি বিদ্যা
পরিচালনের জন্য এবং তাহার ম্যানেজিং কমিটী সম্বন্ধে নূতন নিয়ম প্র
করিয়া তাহার প্রতিলিপি শরৎ বাবুকে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাকেই (
বাবুকে) বিদ্যালয়ের সম্পাদক নিয়োগ করিয়া তাঁহার হস্তে বিদ্যালয়ের
বুঝাইয়া দিতে শরৎ বাবুকে অনুরোধ করেন। শরৎ বাবু প্রত্যুত্তরে লিখে
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সারদাচরণ-আর্য্য-বিদ্যালয় পরিচালন সম্বন্ধে নূতন
প্রবর্ত্তনের, ম্যানেজিং-কমিটী-গঠনের, বা নূতন সম্পাদক নিয়োগের
অধিকার নাই, অতএব কাঃ নিঃ সমিতির প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করিতে
না। তৎপর ১৩২৮ সনের শ্রাবণ মাসে কাঃ নিঃ সমিতি দেবরাণী
ভাণ্ডারের টাকার জন্য এবং সারদাচরণ আর্য্য বিদ্যালয়ের জন্য মোকদ্দমা
তাঁহার (গিরিশ বাবুর) উপর অর্পণ করেন। স্মল্‌কজ কোর্টে মো
করিয়া দেবরাণী-মহেন্দ্র-ভাণ্ডারের টাকা (মাত্র খরচা ৬৫৭৲ টাকা)
করা হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যালয় সম্বন্ধে মোকদ্দমা পরিচালনের জন্য অর্থ
সমিতি না দেওয়ায় তিনি মোকদ্দমা করিতে পারেন নাই। সভা ও
মিলনের জন্য এই ৪ বৎসর যাবৎ যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাতেই বিদ্যালয়
মোকদ্দমা স্থাপন বিষয়ে কাঃ নিঃ সমিতি বিরত রহিয়াছেন। শরৎ বাবু
সম্পাদক ছিলেন এবং তজ্জন্য বিদ্যালয়েরও সম্পাদক ছিলেন।
মহেন্দ্র-ভাণ্ডারের টাকাও সম্পাদকরূপে তিনি নিজ দায়িত্বে রাখিয়াছি
সভার নূতন সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলে তিনি তাঁহাকে চার্জ বুঝাইয়া দি
দেবরাণী-মহেন্দ্র-ভাণ্ডারের টাকা দিলেন না, বলিলেন—ঐ টাকা সভা

ইচ্ছা নহে, উহা সভার টাকা নহে। পরে সভার সংস্রব ত্যাগ করিলেন,
আর্য্য-বিদ্যালয়ের সম্পাদকতা ছাড়িলেন না, উহাতে সভার কর্ত্তৃত্বই
স্বীকার করিলেন। এইরূপ অযুহাতে সম্পাদক যদি সভার ন্যস্তধন বা সম্পত্তি
তাকে না দিয়া পারেন, সভা যদি এইরূপ Endowment বা Trust রক্ষা
করিতে না পারে, তবে তাহা সভার কর্ত্তব্যের ত্রুটী ও কলঙ্ক বলিতে হইবে।
রূপ হইলে সভাকে কেহ কোন দান আর কখনও করিবে না, সভার প্রতি
তাহারও আস্থাও থাকিবে না। তিনি আরও বলেন যে বিদ্যালয়ের অবস্থা কুমার
বাবুর যেমন শোচনীয় বলিতেছেন, বাস্তবিক অবস্থা সেরূপ নহে। বৎসরের
বাদে উদ্‌বৃত্ত তহবিল থাকে, ইহা কোন কোন বর্ষের হিসাবে দেখা গিয়াছে।
বহু টাকার পুস্তক আছে, আস্‌বাব্ পত্রও যথেষ্ট আছে।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বি,এল মহাশয় বলেন—সভাতে এত বিদ্বান্,
মান ও ধনবান্ সভ্য রহিয়াছেন, তাঁহাদের সমবেত শক্তি কি একজন
কের সঙ্গে যুঝিতে পারে না ? তিনি জোর করিয়াই সভাকে তাহার ন্যায্য
হইতে বঞ্চিত করিবেন, আর আপনারা তাহারই প্রশ্রয় দিবেন ? দুই দিক্
করা কখনও চলে না। দুই নৌকায় পা দিয়াও চলা যায় না। সকল
ই দৃঢ়তা ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা আবশ্যক। কায়স্থ-সভা ও কায়স্থ-সমাজ
দুইটা সভাই বা কেন থাকিবে ? দেখিতেছি সভার বর্ত্তমান অবস্থা নিতান্ত
নীয়। আপনাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়াই তাহারা বাঁচিয়া আছে, আর সেই
আপনারা ক্রমে ধ্বংসমুখে যাইতেছেন। এইরূপ দুইটী সভা যখন সমাজের
কল্যাণকর, তখন তাহাদের মিলাইতেই হইবে। আপনারা ন্যায় ও দৃঢ়তা অবলম্বন
, কল্যাণ লাভের 'নান্যঃ পন্থা', 'নান্যঃ পন্থা' ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষবর্ম্ম মহাশয় বলেন—আর্য্য-বিদ্যালয় সভার সম্পত্তি,
বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাহা জোর করিয়া কেহ কাড়িয়া লইবে, সভা
রূপে তাহা অনুমোদন করিবেন ?

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রস্তাবটী ভোটে দিলে তাহা অধিকাংশের মতে
হয়। ৩।৪জন মাত্র বিরুদ্ধে ভোট দেন।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—সভার নিয়মাবলীতে নিম্নলিখিতরূপ পরিবর্ত্তন করা হউক—
কী সভার প্রচারক বা অন্য কোন কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা হইতে বৃত্তি বা
পাইলেও সভার সভ্য হইলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হইতে
রিবেন। (২৮ই নিয়ম দ্রষ্টব্য)।

(খ) ৫ই নিয়মে—"একজন প্রধান সম্পাদক" শব্দের পর "প্রয়োজন হইলে দুই জন প্রধান সম্পাদক" বসিবে। (২৭ই নিয়ম দ্রষ্টব্য)

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার

(ক) অংশের সমর্থক—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা

(খ) অংশের সমর্থক—শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম, এম, এ, বার-এট-ল

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বি,এল মহাশয়দ্বয় প্রস্তাব মতে (ক) অংশের সহিত নিম্নলিখিত বিশেষ নিয়ম যুক্ত হয়;—

"কিন্তু কোন অধিবেশনে তাঁহার কার্য্য আলোচ্য বিষয় হইলে, তিনি সভায় তদ্বিষয়ের আলোচনাকালে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।"

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় (খ) অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া সম্পাদকীয় দায়িত্ব একজনের উপর থাকাই উচিত, দুই জন প্রধান সম্পাদক নিয়োগের প্রয়োজন কিছু দেখিতে পাই না। রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভররাও এবং আরও অনেকে এই মত সমর্থন করেন। তখন শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বি,এল্ মহাশয় প্রস্তাব করেন "সভায় একজন প্রধান সম্পাদক, দুই জন সহযোগী সম্পাদক এবং দুই জন সহকারী সম্পাদক থাকিবেন", ২৭—ই এইরূপ পরিবর্ত্তন করা হউক। প্রস্তাবক গিরিশ বাবু এই সংশোধন করিয়া লইলে সংশোধিত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৭ম প্রস্তাব—আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ মঞ্জুর করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আয়-ব্যয় বিবরণ পাঠ করিয়া সভার গোচর করিলেন।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। গৃহীত বজেট্ খ-পরিশিষ্টের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৮ম প্রস্তাব—আগামী বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি-গঠন এবং সম্পাদক প্রভৃতি মনোনয়ন বিষয়ক বর্ত্তমান কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গৃহীত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্ম বিদ্যাভূষণ

(ক) সভাপতি—

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম,এ ; পি,আর,এস্ ; সি,আই,ই

(খ) সহকারী সভাপতি—

শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা এম,এ, প্রাক্তন।

" স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম,এ ; এল্,এল্,ডি ; সি,বি,ই,

" যামিনীনাথ বসু বর্ম্ম রায়চৌধুরী, (অলোরা, ময়মনসিংহ)

" বিনয়কুমার রায় বর্ম্ম বি,এল্ ; এড্‌ভোকেট্, পাবনা।

(গ) সদস্য—

শ্রীযুক্ত মহারাজা জগদীশনাথ ঘোষ বর্ম্ম রায় (দিনাজপুর)

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্ম আই,সি,এস্ ; সি,আই,ই,

(সিনিয়র্ মেম্বর অব্ দি বোর্ড অব রেভিনিউ, বেঙ্গল।)

(ঘ) কোষাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম,এ ; বি,এল্ ; এম্,এল্,সি ; এটনী-এট-ল

(ক), (খ), (গ) ও (ঘ) প্রস্তাব শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু এম,এ, বি,এল্-প্রমুখ সভ্যগণের সমর্থনে ও অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই সময়ে সভাপতিমহোদয় মাননীয় কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্ম মহাশয়কে তাঁহার স্থলে সভাপতির কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়া অনিবার্য্য কারণে স্থল ত্যাগ করেন এবং দেববর্ম্ম মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

(ঙ) সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বি,এল্।

সম্পাদকপদে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়কে নির্ব্বাচিত করিবার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় বলেন—প্রতিবর্ষেই দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজ হইতে সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইতেছে; তাহাতে মফস্বলে অন্যান্য সমাজের লোক অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে, আমরা এরূপ পত্র দেখিয়াছি, অতএব এবার বঙ্গজ সমাজ হইতে সম্পাদক মনোনীত করা হউক। তাহাতে শ্রীযুক্ত কিরণবাবু বলেন—বঙ্গজ সমাজ বা অন্য সমাজ হইতে সম্পাদক নির্ব্বাচিত হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু মফস্বলের অসন্তোষজ্ঞাপক পত্রের কথা নীতীশ বাবুই জানেন, আমরা কিছুই জানিনা। তথাপি তাঁহার কথা আমরা মানিয়া লইতে অপ্রস্তুত নহি, কিন্তু মফঃস্বলের এই অনুযোগ যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ

নীতীশ বাবু (বঙ্গজ) এবং যোগেশ বাবু (উত্তররাঢ়ীয়) দক্ষিণরাঢ়ীয় ধরং স
সঙ্গে একত্র সম্পাদক ছিলেন। তদুত্তরে নীতীশ বাবু শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র আঢ্য
মহাশয়ের এক পত্রের উল্লেখ করেন এবং বলেন যে একবার তিনি সম্প
হইয়াছিলেন কিন্তু কোন কাজ করিবার ক্ষমতা পান নাই। গণপতি বাবু বলে
অন্য সমাজের উৎসাহী ও কর্ম্মী লোক পাওয়া যায় না বলিয়াই দক্ষিণ
সমাজের লোক সম্পাদক হইয়া থাকেন, অন্য সমাজের কায়স্থদের বাদ দে
অভিপ্রায়ে তাহা করা হয় না।

তখন শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু ঠাকুর এম-এ বি-এল মহাশয় বলেন—"
অধিক যাঁহাদের বয়স, তাঁহাদের সম্পাদক করা ঠিক নহে। সম্পাদক কর্ম্মী
হওয়া দরকার। অতএব আমি প্রস্তাব করি, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘো
বি-এল মহাশয় সম্পাদক হউন। সভার কার্য্যালয় চিরকাল কলিকাতায়
ভাগে রহিয়াছে, আমাদের ভবানীপুর হইতে আসিয়া কাঃ নিঃ সমি
যোগদান করা অতিশয় অসুবিধাজনক ; সম্পাদক যোগেশ বাবু হইলে ভবা
তাঁহার বাড়ীতেই সভার কার্য্যালয়ের স্থান হইবে, তাহাতে বাগবাজার অ
সদস্যগণের অসুবিধা হইবে সত্য, কিন্তু আমি বলি, আমরা বহুকাল ভু
আমাদের অসুবিধা আপাততঃ দূর হউক"।

শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় যোগেশ বাবুকে সম্পাদক নি
প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলেন—"শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় যদি
সম্পাদক পদে মনোনীত হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তবেই
যোগেশ বাবুকে সম্পাদক করিতে পারি"। তখন মৃণাল বাবু বলেন—"
সম্পাদক পদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলাম না, আমি জানি—যোগেশ
সম্পাদক নিয়োগের কথা হইয়াছিল, যোগেশ বাবু তাহাতে সম্মত
যদি যোগেশ বাবু সম্মত হইয়া থাকেন, তবে তিনি সম্পাদক হউন, ত
আমার আপত্তি নাই।"

যোগেশ বাবু বলেন—"আমি সকল সময় কলিকাতায় থাকিতে
বিষয় কার্য্যের জন্য অনেক সময় আমাকে জলপাইগুড়ি থাকিতে হয়, অতএ
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে আমার সহকারিরূপে নিযুক্ত
তবে আমি এই পদ গ্রহণ করিতে পারি।" তখন সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণ
বর্ম্ম মহাশয় বলেন—"তাহাই করা হইবে।" তৎপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে
যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বি-এল মহাশয় সম্পাদক মনোনীত হন।

(চ) সহযোগী সম্পাদক।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক এম্,এস্-সি ; বি,এল্

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার

সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্ম সি,আই,ই,

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় বলেন শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার বর্ম্ম
মহাশয় সহযোগিসম্পাদক-পদ গ্রহণ করিলে বোধ হয় ভাল হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র
ঘোষবর্ম্ম মহাশয়ও বিধুবাবুকেই উক্তপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন।
বিধু বাবু তাহাতে অসম্মত হইলে পূর্ব্ব প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(ছ) সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার

শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম এম-এ, বার-এট-ল

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস
বর্ম্ম মহাশয় সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় বলেন—"সভার নিয়মানুসারে গিরিশচন্দ্র
বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে বেতনভোগী সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করা হউক।"
তাহাতে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্ম মহাশয় বলেন—"কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি তাহা
করিতে পারিবেন।" গিরিশ বাবু বলেন—"তিনি বেতনভোগি-সহকারি-সম্পাদক-
পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন কি না তদ্বিষয়ে এখন কিছু বলিতে পারেন না, যদি
Conditions favourable হয় তবে গ্রহণ করিবেন।

(জ) অডিটর (আয়-ব্যয়-পরীক্ষক)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, Superintendent, Military Accounts Department এবং শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা এম্, আর্, এ, এস্।

অমূল্য বাবুর প্রস্তাবে এস্থলে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ের ও ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্ম মহাশয়ের নাম ছিল। যোগেশ বাবু সম্পাদক মনোনীত হওয়াতে তিনি প্রস্তাব করেন যে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার স্থলে আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হউন। গিরিশ বাবু প্রস্তাব সমর্থন করিলে সুরেন্দ্র বাবু ও ললিতাপ্রসাদ বাবু অডিটর মনোনীত হইলেন।

(ঝ) পত্রিকা-সম্পাদকীয় সমিতি।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম-এ, বি-এল, পি,আর,এ

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্ম বিদ্যাভূষণ
„ কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্ম প্রাজ্ঞ, এম, এ
„ গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার
„ মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা ও সভার সম্পাদক

অমূল্য বাবুর প্রস্তাবে কুমার শরদিন্দুনারায়ণ ও মৃণাল বাবুর নাম ব্যতীত আর পাঁচটী নাম ছিল। তৎসহ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামও ছিল। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার বর্ম্ম মহাশয় প্রস্তাব করেন,—গিরিশ বাবুর নাম কাটিয়া তৎস্থলে কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় মহাশয়ের নাম দেওয়া হউক। গণপতি বাবু বলেন—গিরিশবাবুর নাম কাটিবার দরকার কি, কুমার বাহাদুরের নাম যোগ করা হউক। পরে কিরণবাবু পত্রিকা-সম্পাদক মনোনীত হইলে তিনি তাঁহার নাম বাদ দিয়া মৃণালবাবুর নাম যোগ করিবার প্রস্তাব করিলে উপরিলিখিতরূপ সম্পাদকীয়-সমিতি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গঠিত হয়।

(ঞ) পত্রিকা-সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে পত্রিকা-সম্পাদক নিয়োগের কথা ছিল না। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রস্তাব করেন,—"শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় পত্রিকা-সম্পাদক নির্ব্বাচিত হউন।" সভাপতি মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার বর্ম্ম মহাশয় তাহা সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম মহাশয় এই প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া বলেন,—কিরণবাবু যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন নাই। মফস্বলের বহু কায়স্থ অনুপনীত পত্রিকা-সম্পাদক নিয়োগে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সুতরাং কিরণবাবুকে পত্রিকা-সম্পাদক করা ঠিক হইবে না, বরং কেবল 'পত্রিকা-সম্পাদন-সমিতি' থাকুক।" বিধুবাবু বলেন,—"আইন অনুসারে সম্পাদক রাখিতেই হইবে।" তাহাতে গিরিশবাবু বলেন—"তবে কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্ম মহাশয় অথবা গণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন মহাশয় সম্পাদক হউন।" উভয়েই অসম্মত হইলে গিরিশবাবু বলেন—"তবে প্রয়োজন হইলে সম্পাদক নির্ব্বাচনের ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর অর্পিত হউক।" তাহাতে বিধুবাবু বলেন—"সম্পাদক নিয়োগ সভার নিয়মানুসারে বার্ষিক অধিবেশনেই হইবে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপর ভার দেওয়া যাইতে পারে না।" শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু পত্রিকা-পরিচালন বিষয়ক নিয়ম প্রদর্শন করিয়া বলেন,—"নিয়মানুসারে পত্রিকা-সম্পাদকীয়-সমিতি

একজন পত্রিকা-সম্পাদক ও একজন সহকারী পত্রিকা-সম্পাদক নিযুক্ত হইতে পারে।" গিরিশবাবু বলেন—"নিয়মানুসারে সম্পাদকীয়-সমিতি এবং পত্রিকা-সম্পাদক দুইই হইতে পারে না।" সভাপতি মহাশয় গিরিশ বাবুকে বলেন তাঁহার আপত্তি চলিতে পারে না। তাহাতে আর কেহ আপত্তি না করায় কিরণ বাবু সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

তৎপর চারিশ্রেণী হইতে আরও যে সকল ব্যক্তি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হন, তাঁহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

(উত্তর-রাঢ়ীয়)

মহাশয়জী শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ, জমিদার (চম্পানগর), কুমার কুমারেন্দ্র-দেব রায় মহাশয় (বাঁশবেড়িয়া), কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্ম বাহাদুর (দিনাজপুর), শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা বি,এ, (কান্দি), প্যারীমোহন ঘোষ বর্ম্মা (পোঁপাড়া), দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্ম রায় (দিনাজপুর), গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র এম,এ; বি,এল (দিনাজপুর), যতীন্দ্রনাথ মিত্র (মাহাতা), নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা এম,এ, বি,এল (পাটনা), হরচন্দ্র দাস বর্ম্মা (দিনাজপুর), ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি,এল (ভাগলপুর), ডাঃ মানদাকান্ত রায় বর্ম্মা এম,বি, (কলিকাতা), কিঙ্কর রায় বর্ম্মা (বহরান), শশাঙ্কভূষণ সিংহ বর্ম্ম বার-এট-ল (কলিকাতা), দাস মজুমদার বি,এল (রামপুরহাট), শরচ্চন্দ্র সিংহ (কান্দি), শৈলেন্দ্রমোহন সিংহ বর্ম্মা (কান্দি), ক্যাপটেইন রমানাথ সিংহ এম বি, (চুঁচুড়া)।

দক্ষিণ-রাঢ়ীয়

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম সিদ্ধান্ত-বারিধি (কলিকাতা), রেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম-এ, পি, আর, এস, (কলিকাতা), ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (কলিকাতা), গোলাপলাল ঘোষ বর্ম্মা, অমৃতবাজার-সম্পাদক, অমূল্যচরণ ঘোষবর্ম্ম বিদ্যাভূষণ (কলিকাতা), বিধুভূষণ সরকার বর্ম্মা (বেলেঘাটা), গণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন (বেলেঘাটা), রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি,এ, (ফরিদপুর), রায় বাহাদুর অমৃতলাল বাহা (খুলনা), শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা বি,এল, (বসিরহাট), বিজয়চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (ইতিনা, যশোহর), রাধিকা-প্রসাদ ঘোষ বর্ম্ম চৌধুরী (রাজসাহী), নিবারণচন্দ্র দত্ত অপার সার্কুলার রোড), নিদ্ধেশ্বর ঘোষ (পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট), যতীন্দ্রনাথ দত্ত (জন্মভূমি-সম্পাদক), প্রবোধকুমার দত্ত (নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট), মণীন্দ্রমোহন মজুমদার দেব বর্ম্মা (ইটালী),

হৃদয়নাথ বসু বর্ম্মা (হাটগ্রাম, ফরিদপুর), নূতনচন্দ্র দেববর্ম্মা চৌধুরী, (চট্টগ্রাম), মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা (বান্ধব-বস্ত্রালয়, বৌবাজার), রায় সাহেব অমৃতলাল মিত্র বর্ম্ম বি,এ, এফ,এস,এস (টালা), মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা (আনন্দ চাটার্জ্জি লেন), মৃণালকান্তি বসু বর্ম্ম এম,এ বি,এল বাগবাজার), রায় বিপিনবিহারী বসু (বাগবাজার), রায় রামশঙ্কর বসু বর্ম্ম বাহাদুর, বি,এল, কটক।

বঙ্গজ

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্ম ঠাকুর, এম-এ, বি-এল, উকিল হাইকোর্ট, কুমার সৌরীন্দ্রমোহন গুহরায় বর্ম্মা (লক্ষ্মীকোল, ফরিদপুর), সুরেশচন্দ্র গুহ (মুক্তি ষ্ট্রীট), বিরাজমোহন দাস এম, এস, সি-লীড্‌স্ (কালীঘাট), কেদারনাথ দে বর্ম্মা (মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট), রসিকলাল দেব বর্ম্মা (বোসপাড়া লেন), সুরেন্দ্রলাল দাস বর্ম্মা (অপার চিৎপুর রোড), যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম রায়চৌধুরী (ইদিলপুর), রাজেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা বি-এল, (সিরাজগঞ্জ), তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম (কাশীপুর, বরিশাল), রায় সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, জমিদার (বরাহনগর), রায় বাহাদুর শ্রীনাথ রায় বর্ম্ম বি-এল (ঢাকা), যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্ম উকিল (ভাঙ্গা) মনোরঞ্জন ঘোষ বর্ম্ম চৌধুরী বি-এল (ঢাকা), হরিপদ ঘোষ বর্ম্ম রায়চৌধুরী এম,এ, বি,এল, (উকীল, আলিপুর), দুর্গাকুমার গুহ, উকিল (নোয়াখালী) মোহিনীমোহন বসু বর্ম্মা (শোভাবাজার ষ্ট্রীট), বিষ্ণুচরণ সেন বর্ম্মা, জমিদার (বহরমপুর), রায় প্রিয়নাথ বসু বর্ম্ম চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ, জমিদার (মালুচ ঢাকা), নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী বর্ম্ম এম,এ, বি,এল্, (উকিল, হাইকোর্ট)।

বারেন্দ্র

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী এম-বি-ই, (কাকিনা), কুমার ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বর্ম্ম বাহাদুর জমিদার, (তাড়াশ), কুমার রাধিকাভূষণ রায় বর্ম্ম বাহাদুর জমিদার (তাড়াশ), রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়, এম-এ, বি-এল, (কৃষ্ণনগর) শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র সরকার বর্ম্ম এম-এ বি-এল, (কৃষ্ণনগর), যাদবানন্দ রায় (ঘুঘুডাঙ্গা), বৃন্দাবনচন্দ্র রায় বর্ম্মা জমিদার (পয়োরা), জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী জমিদার (নিমতিতা), যোগেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা (সাদ্‌লা), প্রভাতকুমার বর্ম্ম চৌধুরী, জমিদার (নিমতিতা), কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা (তাহেরপুর), মাখনলাল সিকদার বর্ম্মা, উকিল (দিনাজপুর), হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্ম এম-এ, ইন্‌স্‌পেক্টর অব্ স্কুল্‌স্, প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্ম বি,এল, (বগুড়া), রামগোপাল মজুমদার বর্ম্ম বি,এ, কুটিয়া), ডাক্তার বসন্তকুমার ভৌমিক বর্ম্মা, সিভিল সার্জ্জন (কৃষ্ণনগর), প্রি

বিজয়নাথ সরকার বর্ম্মা (রাজসাহী), ত্রৈলোক্যনাথ নন্দী বর্ম্মা, মোক্তার (নাটোর) বিংলানন্দ রায়, (ঘুঘুডাঙ্গা), ডাক্তার সরসীলাল সরকার, সিভিল সার্জ্জন, (নোয়াখালী), শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বর্ম্ম মজুমদার বিদ্যারত্ন, (নবদ্বীপ), অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার বর্ম্ম এম এ (পাটনা)

৯ম প্রস্তাব—(ক) বাঙ্গলার কায়স্থ-জাতির সকল সমাজের সর্ব্বাংশে উপনয়ন-সংস্কার প্রবর্ত্তন, উপবীতী ও অনুপবীতি-নির্ব্বিশেষে নারী ও পুরুষের নামান্তে দেবী ও বর্ম্মা উপাধি ব্যবহার, দ্বাদশাহ অশৌচ পালন ও ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ সম্পাদন এবং শ্রাদ্ধ ও সংস্কারাদি সমস্ত কার্য্যে সম্যক্ দ্বিজোচিত আচার ও পদ্ধতির অনুসরণ করিতে,

(খ) চারি সমাজের কায়স্থগণমধ্যে পরস্পর আদান প্রদান ও মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ প্রচলন করিতে, এবং

(গ) সমাজের অশেষ অকল্যাণকর পণ-প্রথার উচ্ছেদ ও বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ায় অযথা ব্যয়-বাহুল্য নিবারণ করিয়া কায়স্থ-সমাজকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিতে—কায়স্থমাত্রকেই এই সভা অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্ম প্রাজ্ঞ, এম-এ

সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চন্দ্র বর্ম্মা

" " রমণীমোহন নাগ বি-এ

" " গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা

সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১০ম প্রস্তাব—কায়স্থ-সভার গৃহ নির্ম্মাণ, দরিদ্র কায়স্থ বালকবালিকাগণের সুশিক্ষা লাভের উপায় বিধান, অসহায়া দরিদ্র কায়স্থ-বিধবাগণকে সাহায্য দান সভার কার্য্যালয় ও পুস্তকালয় রক্ষা, সভায় প্রচারক, কর্ম্মচারী ও ভিন্ন স্থানীয় আগন্তুক কায়স্থগণের অবস্থানের যথাসম্ভব সুবিধান, শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা ও অর্চ্চনা প্রভৃতি মহদুদ্দেশ্যে বহুবৎসর যাবৎ চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে, এই সভা তদ্ ভাণ্ডারে অর্থদান করিতে স্বজাতি-হিতৈষী, সহৃদয় কায়স্থবর্গের নিকট সানুনয় প্রার্থনা জানাইতেছেন, এবং বিবাহাদি সামাজিক উৎসব ও শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কার্য্যোপলক্ষে যাহাতে কায়স্থমাত্রই এই ভাণ্ডারে অবস্থানুরূপ অর্থদান করেন, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে সভার সভ্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম-এ ; বি-এল ; পি-আর-এস্

সমর্থক— „ সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক এম-এস্-সি ; বি-এল

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১১শ প্রস্তাব—এই সভা কায়স্থ-সমাজে সংস্কৃত-ভাষা-শিক্ষা এবং সংস্কৃত-ভাষা-নিবদ্ধ উচ্চ-শিক্ষা, বিবিধ অর্থকরী পাশ্চাত্য শিল্পবিজ্ঞানাদি শিক্ষা, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-শিক্ষা, এবং স্ত্রী-শিক্ষার বহুল বিস্তার অত্যাবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং সমগ্র কায়স্থ-সমাজকে এ সকল বিষয়ে মনোযোগী হইয়া কায়স্থ-জাতিকে উন্নতিপথে অগ্রবর্ত্তী করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্ম এম, এ

সমর্থক— „ গোপালহরি ঘোষ বর্ম্ম চৌধুরী

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১২শ প্রস্তাব—এই সভা শিক্ষা ও বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে সমুদ্রযাত্রা ও বিদেশ-গমন এবং বিদেশাগত কায়স্থগণকে সমাজে গ্রহণ সম্যক্ সমর্থন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা

সমর্থক— „ গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১৩শ প্রস্তাব—এই সভা সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দেশীয় শিল্পপ্রসূত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে, সূত্র-নির্ম্মাণ ও বস্ত্র-বয়নাদি দেশীয় লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার বিষয়ে যত্নবান্ হইতে এবং দেশের কল্যাণকর সর্ব্বপ্রকার শিল্পানুষ্ঠানের সহায়তা করিতে কায়স্থ-সমাজকে অনুরোধ করিতেছেন এবং বেকার কায়স্থ যুবকগণকে কৃষিও ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে সনির্ব্বন্ধ উপদেশ দিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বি, এল

সমর্থক— „ কৃষ্ণচন্দ্র বসু (কে, সি, বসু—বিস্কুট খ্যাতি প্রস্তুতকারক)

অনুমোদক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম রায় চৌধুরী এম-এ, কবিভূষণ

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। যোগেশবাবু এই প্রস্তাব সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সুবিখ্যাত কে, সি, বসু মহাশয় স্বাবলম্বী হইয়া কিরূপে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করা যায় তদ্বিষয়ে নিজ অভিজ্ঞতা সাহায্যে কয়টী উপাদেয় কথা বলিয়াছিলেন।

১৪শ প্রস্তাব—এই সভা বাঙ্গলার কায়স্থজাতির সকল সমাজের সর্ব্বাংশে অন্ততঃ দুই বৎসরকাল অবিশ্রান্তভাবে প্রচারকার্য্য পরিচালনের এবং তজ্জন্য প্রচুর অর্থ-সংগ্রহের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিতেছেন ; এবং সাধারণ ভাবে কায়স্থমাত্রকে এবং বিশেষভাবে সভার সভ্যমহোদয়গণকে তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহে শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদি বৃহৎ কার্য্যে কায়স্থ-পণ্ডিত ও প্রচারকগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বিদায় প্রদান করিতে অনুরোধ জানাইতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্ম এম, এ

সমর্থক—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বি, এল

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রস্তাব গৃহীত হইলে কুমার বাহাদুর বলেন, "শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রি-মহাশয়কে প্রচারের জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি দেওয়া আবশ্যক, তজ্জন্য আমি ১২ জন সভ্য হইতে ১০০ টাকা হিসাবে ১২০০৲ টাকা প্রার্থনা করি।" তাঁহার অগ্রেই যাঁহারা চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে বর্ম্ম সি,আই,ই	১০০৲
„ যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি-এল	১০০৲
লেফ্‌টেন্যাণ্ট সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক	১০০৲
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন	১০০৲
„ যামিনীনাথ বসু বর্ম্ম রায়চৌধুরী	১০০৲
„ মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা	১০০৲
„ গোপালহরি ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী	১০০৲
„ কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা	২০০৲
„ মহারাজা জগদীশনাথ রায়বর্ম্মা বাহাদুর	২০০৲
"লক্ষ্মী-নিবাস", বাগবাজার	১০৲

মহারাজা অনুপস্থিত থাকিলেও তিনি এই চাঁদা দিবেন আশা করিয়া তাঁহার নামে ২০০৲ শত টাকা ধরা হইল।

১৫শ প্রস্তাব—(ক) এই সভা হিন্দুসাধারণের দেবপ্রতিমা-বিসর্জ্জন, নগর-সংকীর্ত্তন ও বিবাহের চলনাদি উপলক্ষে গীতবাদ্যসহ রাজপথে শোভাযাত্রা বাহির করিবার চিরাগত অধিকার রক্ষা করা অত্যাবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

(খ) কলিকাতা, পাবনা, নোয়াখালি, বগুড়া, বরিশাল, মৈমনসিংহ প্রভৃতি স্থানে যে মুসলমানগণ নিরপরাধ হিন্দুগণের দেববিগ্রহ ভগ্ন ও অপবিত্র করিতেছে, অনেক স্থলে তাহাদের ধন, মান ও প্রাণ হরণ করিতেছে এবং স্থানে স্থানে বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে মুসলমান করিতে উদ্যত হইয়াছে—এই সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।

(গ) এই সভা নিপীড়িত হিন্দুদিগকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন

এবং সমগ্র কায়স্থ-সমাজকে তাহাদের রক্ষাকল্পে শক্তি নিয়োগ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

(ঘ) এই সভা মুসলমান নেতৃগণকে এই সকল পাপকার্য্য হইতে তাঁহাদের স্বজাতীয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া দেশের মহা-অকল্যাণ নিবারণ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

(ঙ) এই সভা হিন্দুসাধারণকে সর্ব্বপ্রকার গর্হিত প্রতিশোধ-নীতি ত্যাগ করিয়া কেবল দৃঢ়তার সহিত আত্মরক্ষা করিতে উপদেশ দিতেছেন।

(চ) উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের অল্পসংখ্যক হিন্দু বহুসংখ্যক মুসলমানের অত্যাচারে এবং সতত অত্যাচারের আশঙ্কায় যে ঘোর সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছে—অবিলম্বে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে এই সভা বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট ও ভারত গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত

সমর্থক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্ম এম,এ,

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

অধ্যাপক বসু মহাশয় প্রস্তাবের সমর্থনে একটী উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ গুহ এম-এ, বি-এল মহাশয় বলেন যে, "কোন হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করিলে তাহাকে হিন্দু সমাজে পুনর্গ্রহণের বিধান করা আবশ্যক।" তখন টাঙ্গাইলের শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্ম সাহিত্য-সরস্বতী মহাশয় বলেন, (খ) প্রস্তাবের সহিত এই কথা যুক্ত হউক :—

"এই সভা ইহাও দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে, কোন হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করিলে তাঁহাকে সংস্কারপূর্ব্বক সমাজে লওয়া হইবে।" অলোয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ বসু বর্ম্ম রায়চৌধুরী মহাশয় বলেন যে, "সংস্কার পূর্ব্বক" কথাটী পরিত্যাগ করা উচিত, কারণ সংস্কার বলিলেই ব্রাহ্মণ ছাড়া হইবে না, আর তাহা করিতে হইলেই অনেক স্থলে বিষম মুস্কিল ঘটিবে।" তাঁহার আপত্তি সমীচীন বিবেচিত হওয়ায় "সংস্কার পূর্ব্বক" কথাটী পরিত্যক্ত হয়। শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসুবর্ম্ম মহাশয় বলেন, "ধর্ম্ম বিশ্বাসের বিষয়, বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তর প্রদান করা যায় না। বলপূর্ব্বক কল্মা পড়াইলে বা অখাদ্য খাওয়াইলেই মুসলমান করা যায় হহা স্বীকার করা যায় না। এ অবস্থায় যে হিন্দু থাকে, তাহাকে সমাজে গ্রহণ করা হইবে, ইহাই মাত্র আমাদের নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।" শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় বলেন, "নির্য্যাতিত নাগাকেও সমাজে ও তাহার নিজ পরিবারে গ্রহণের বিধান করা আবশ্যক।" যাহা হউক, সভাপতি মহাশয় বলেন, (খ) সংশোধনের সহিত নিম্নলিখিত অংশ যোগ করিলেই যথেষ্ট হইবে—

"এই সভা ইহাও দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে, কোন হিন্দুকে বা কোন হিন্দু সন্তানকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করিলে তাহাকে সমাজচ্যুত করা হইবে না।"

এই সংশোধন সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন, (ক) প্রস্তাবে "সভা পুনঃ বলি

নির্দ্দেশ করিতেছেন" বলাই যথেষ্ট নহে, ঐ প্রস্তাবের সহিত এই কথা যুক্ত হউক :—"এবং তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হিন্দুসাধারণকে অনুরোধ করিতেছেন।"

সভাপতি মহাশয় বলেন,—"ইহা যুক্ত হইতে পারে।" এইরূপে সংশোধিত হইয়া ১৫শ প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পাবনায় কায়স্থ-নির্য্যাতনের মামলা।

তৎপর পাবনার শ্রীযুক্ত কানাইলাল গুহ বর্ম্ম মহাশয় একখানা মুদ্রিত আবেদন পাঠ করেন, তাহাতে তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ উপনীত কায়স্থদিগকে নির্য্যাতনের জন্য যে মোকদ্দমা চালাইতেছেন, তদ্বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় আবেদন পত্র গ্রহণ করিয়া বলেন যে, উহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে উপস্থিত করা হইবে, সমিতি বিবেচনাপূর্ব্বক যাহা সঙ্গত হয় করিবেন।

১৬শ প্রস্তাব—সভায় উপস্থিত হিতৈষী ব্রাহ্মণগণ, স্বজাতিবর্গ, স্বেচ্ছাসেবকগণ, গতবর্ষের সভাপতি, সম্পাদকগণ, পত্রিকা-সম্পাদক, প্রচারক ও স্বেচ্ছা-প্রচারকগণ, অন্য কর্ম্মচারিগণ, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ এবং সভার কার্য্যে আর যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, এই সভা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন। এই বর্ষে সভার কার্য্যালয়ের স্থান দান, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ব্যবস্থা এবং প্রচারকগণের কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁহাদের আহার্য্যাদির ব্যবস্থা করায় সভা বিশেষ ভাবে প্রধান সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন এবং তাঁহার রোগ-মুক্তির জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন; এবং বর্ত্তমান বার্ষিক অধিবেশনের স্থান দান ও সুব্যবস্থার জন্য এই সভা শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ দেব মহাশয়কে ও তাঁহার সহকারিগণকে সবিশেষ ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১৭শ প্রস্তাব—সভাপতি মহাশয়দ্বয়কে ধন্যবাদ প্রদান।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অখিলভারত-কায়স্থ-মহাসভা।

পরে শ্রীযুক্ত সীতাশ বাবু কলিকাতায় আহূত অখিলভারত-কায়স্থ-মহাসভার সফলতার জন্য ভারত সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্ম এম্-এ মহাশয় তাঁহার সমর্থন করেন।

অতঃপর সভা ভঙ্গ হয়।

প্রেরিত পত্র।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সম্পাদক মহাশয়

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার গত বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত সভাপতি মহা[illegible] মুদ্রিত অভিভাষণ এবং মুদ্রিত বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী দেখিলাম। সভা[illegible] মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে কায়স্থজাতির আভিজাত্য প্রমাণপক্ষে ইদি[illegible] সমাজের কতিপয় চিরাগত রীতির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি একটী [illegible] কথার উল্লেখ করেন নাই। চন্দ্রদ্বীপ, ইদিলপুর, বিক্রমপুর প্রভৃতি [illegible] 'ঘোষ-ঠাকুর', 'বসু-ঠাকুর', 'গুহ-ঠাকুর' বলিয়া সম্বোধনের রীতি স্মরণ[illegible] কাল হইতে চলিতেছে। ইহা কায়স্থজাতির আভিজাত্যের একটী [illegible] প্রমাণ। প্রাচীন শিলালিপিতে "ঠক্কুর-ধর্ম্মযুক্ত" কায়স্থের উল্লেখ দৃষ্ট[illegible] বাঙ্গলার বাহিরে অনেক স্থানে ক্ষত্রিয়দের "ঠাকুর" বলিতে দেখা যায়। [illegible] এই সম্মান ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য বর্ণের দেখা যায় না।

কার্য্য-বিবরণীতে গত বর্ষে উপনীত বিশিষ্ট কায়স্থগণের নাম মধ্যে [illegible] মহোদয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ এম-এ, বি-এল, উকীল (ভাগল[illegible] এবং শ্রীযুক্ত দীপনারায়ণ সিংহ, ধ্রুবনারায়ণ সিংহ ও কমলনারায়ণ [illegible] মহাশয়গণের নাম থাকা সঙ্গত ছিল। আর একটী কথা বাদ পড়িয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসে বঙ্গীয় কায়স্থজাতির উৎপত্তি ও সামাজিক অবস্থা অনুস[illegible] জন্য নিখিল-ভারত-কায়স্থ-মহাসভা হইতে একটী ডেপুটেশন আসিয়াছিল, [illegible] রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের ভবনে [illegible]সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারি[illegible] সভাপতিত্বে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য একটী সভা হইয়াছিল, কায়স্থসভার [illegible] পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ইংরেজী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধে [illegible] সকল প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর দান করিয়াছিলেন, ফলে ভারতীয় কায়স্থ-মহা[illegible] জৌনপুর-অধিবেশনে বঙ্গীয় কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তসন্তান এবং পশ্চিম [illegible] কায়স্থগণের স্বজাতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন এবং পরস্পরের মধ্যে আদান[illegible] কর্ত্তব্য ও হিতজনক বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। ইহা গতবর্ষের একটী [illegible] উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কিন্তু কার্য্য-বিবরণীতে তাহা উল্লিখিত হয় নাই। ইহা সত্য যে এবারের কার্য্য-বিবরণী সুলিখিত এবং সভার প্রকৃত অবস্থা[illegible] এবং মন্তব্য সমুদয় সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী হইয়াছে। এই পত্র প্রকা[illegible] হইলে আশা করি কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে ইতি।

শ্রীহরিপদ ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী এম-এ, বি-এল (উকীল, [illegible]

৩০।৪।৩[illegible]

এই পত্রে বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীর যে ত্রুটী প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা [illegible] সমীচীনবোধে পত্র প্রকাশিত হইল। ভরসা করি ইহাতে ঐ ত্রুটী [illegible] সংশোধিত হইল।

কায়স্থ-সভার সম্পাদক।

(পরিশিষ্ট ক)

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক অধিবেশন

সভাপতির অভিভাষণ।

—):*:(—

ওঁ শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণুং দ্বিভুজং পীতবাসসম্।
প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধরিম্॥

সমাগত সভ্যমণ্ডলী ও স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ! আজ বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক অধিবেশন। এই শুভদিনে আমি প্রারম্ভে সেই শঙ্খচক্রধারী [illegible]-মঙ্গলময় বিষ্ণুর নাম হৃদয়ে স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে আমার যথাযোগ্য [illegible]স্কার ও অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

এই বিপন্ন কায়স্থ জাতিকে রক্ষা করিয়া তাহার প্রাচীন মান ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ [illegible]খার উদ্দেশ্যে বঙ্গের কায়স্থকুলগৌরব কতিপয় মনীষী স্বনামধন্য মহাত্মার ঐকা[illegible]ন্তিক উদ্‌যোগ ও চেষ্টায় প্রায় ২৫ বৎসর উত্তীর্ণ হইল এই কায়স্থ সভা প্রতিষ্ঠিত [illegible]ইয়াছে। সভার নিয়মানুসারে আমাদের উত্তর রাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও [illegible]রেন্দ্র এই ৪ সমাজের এক এক সমাজ হইতে প্রত্যেক ৩ বৎসর পর ১ বৎসরের [illegible]ন্য ১ জন সভাপতি মনোনীত হইবার প্রথা প্রচলিত আছে। ঐ নিয়মানুসারে [illegible]বিগত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে আমাকে বঙ্গজ কায়স্থশ্রেণী হইতে সভাপতি [illegible]নোনীত করা হয়। অনিবার্য্য কারণে আমি ঐ সভায় উপস্থিত থাকিতে [illegible]পারিবনা বলিয়া যথাসময়ে সম্পাদক মহাশয়কে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। অধি[illegible]বেশনের ৩।৪ দিন পর পরমশ্রদ্ধাস্পদ মাননীয় শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই, সি, এস্, সি, আই, ই মহোদয় এবং ভক্তিভাজন প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুত নগেন্দ্র নাথ বসুবর্ম্ম মহাশয় পত্রদ্বারা আমাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু এই মহোচ্চপদের কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে আমার অক্ষমতা ও অযোগ্যতার বিষয় চিন্তা করিয়া আমার প্রাণে বড়ই আশঙ্কা উপস্থিত হয় এবং কি করিব কিছুই ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিয়াছিলাম না। কিন্তু স্বজাতীয় ভ্রাতৃমণ্ডলীর এইরূপ মূল্যবান্ অযাচিত দান অবনত মস্তকে গ্রহণ না করাও আমার পক্ষে গুরুতর অন্যায় ও

অভদ্রতার কার্য্য মনে করিয়া উল্লিখিত মহোদয়দ্বয় নিকট ২ খানা পত্র লিখি[illegible] তদুত্তরে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে নানাপ্রকার সদুপদেশ ও উৎসাহ[illegible] বাক্যে উৎসাহিত করায় আমি এই দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদ গ্রহণ করিতে সা[illegible] হইয়াছিলাম। তাঁহাদের কার্য্য ও ব্যবহারে আমি তাঁহাদের নিকট চির[illegible] এই ২৪ বৎসর কাল যে সকল কায়স্থকুলপ্রদীপ মহাত্মগণ এই সভার সভা[illegible] পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সভার কার্য্য পরিচালন করিয়াছেন এবং যে সকল স্বর্গ[illegible] খ্যাত মনীষী এখনও এই সভা উজ্জ্বল করিতেছেন তাঁহাদের তুলনায় আ[illegible] যোগ্যতা অতি অল্প হইলেও আমাকে এই উচ্চাসনে নিয়োজিত করায় আ[illegible] আমার স্বজাতীয় ভ্রাতৃমণ্ডলীর নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিয়াছি।

করুণাময় পরমপিতা পরমেশ্বরের কৃপায় এবং স্বজাতিবৃন্দের ঐকান্তিক [illegible] ও চেষ্টায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা এই পঞ্চবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিতে চলি[illegible] বার্ষিক অধিবেশন কালে সভাপতির একটা অভিভাষণ পাঠের নিয়ম প্র[illegible] আছে। সেই নিয়মানুসারে শারীরিক অসুস্থতা স্বত্ত্বেও এই অভিভাষণ লি[illegible] পাঠাইতে বাধ্য হইলাম। শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন প্রায় ২ মাসের উ[illegible] যাবৎ একপ্রকার শয্যাগত ছিলাম, এখনও শরীর সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা লাভ [illegible] নাই, কোন কার্য্যে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিবার ক্ষমতা এখনও [illegible] নাই। তথাপি কর্ত্তব্যবোধে কয়েকটী বিষয় আপনাদের নিকট সংক্ষেপে নি[illegible] করিতেছি।

এই এক বৎসর কাল কায়স্থ-সভা কি কি কার্য্য করিয়াছেন তাহার বি[illegible] বিবরণ সভার কার্য্য-বিবরণী হইতে আপনারা অবগত হইবেন। আলোচ্য [illegible] সহকারী সভাপতি কায়স্থ জাতির একনিষ্ঠ হিতৈষী বন্ধু নিমতিতা নি[illegible] মহেন্দ্র নারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী এবং কায়স্থ সভার প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম, স্বর্গ[illegible] প্রেমিক শ্রদ্ধেয় রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে সভা যে[illegible] পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে তাহা আমি ভাষায় বুঝাইতে অক্ষম। এ[illegible] মহাত্মার অভাবে কায়স্থ সভার যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ হ[illegible] ভরসা অতি কম।

আজ ২৫ বৎসর যাবৎ কায়স্থ সভা বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণকে সঙ্ঘবদ্ধ ক[illegible] একতারূপ মহাশক্তি সঞ্চয় ও স্ববর্ণোচিত ধর্ম্ম সংস্কার প্রবর্ত্তন দ্বারা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট [illegible] জাতিকে সঞ্জীবিত করিয়া এই পতিত কায়স্থ জাতির জাগরণের যথাসাধ্য [illegible] করিতেছেন। বঙ্গের গ্রামে গ্রামে শাখা সভা স্থাপন এবং মধ্যে মধ্যে সভা [illegible]

করিয়া কায়স্থ জাতির উন্নতিকল্পে চেষ্টার ত্রুটী করিতেছেন না; কিন্তু আমাদের [illegible] বর্ত্তমান অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে এই ২৫ বৎসরের চেষ্টায় [illegible] এখনও পর্য্যন্ত আশানুরূপ কোন ফলই হয় নাই। আমরা এমনই ঘোর [illegible] নিদ্রায় নিদ্রিত যে, কায়স্থকুলতিলক রমানাথ, মতিলাল, সারদাচরণ, ঈশ্বরচন্দ্র, [illegible] কালীপ্রসন্ন, কিরণচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, গিরিজানাথ, বনমালী, যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি [illegible] মহাত্মগণের ডাকেও আমাদের ঘুমের নেশা ভাঙ্গিতেছে না। কায়স্থ জাতির [illegible] এরূপ দুরবস্থা দেখিয়া এই পতিত জাতির ভাবী উন্নতি সুদূরপরাহত বলিয়াই [illegible] মনে হয়।

কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন সম্বন্ধে বহুকাল যাবৎই আন্দোলন চলিতেছে। [illegible] প্রায় ৪৫ বৎসর হইল আমাদের ফরিদপুর জেলার কতিপয় কায়স্থ সন্তান এই [illegible] সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং ফরিদপুর জেলার নানা গ্রামে [illegible] সভা করিয়া কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় তাহা বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন [illegible] এবং ঐ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সহ "আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা" নামে একখানা [illegible] পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের সেই শুভ চেষ্টায় [illegible] সময় বিশেষ ফল হয় নাই। তথাপি ঐ আন্দোলনের বীজের দ্বারা কালক্রমে [illegible] কিয়ৎ মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম-প্রাচ্যবিদ্যা [illegible] মহার্ণব-প্রণীত "কায়স্থের বর্ণনির্ণয়" নামক পুস্তকে এবং শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র বসু বর্ম্ম [illegible] বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "কায়স্থ সমাজের সংস্কার" নামক পুস্তকে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও [illegible] উপনয়নার্হত্ব সম্বন্ধে বহু বহু শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণ অকাট্য যুক্তিতর্ক [illegible] সহকারে নিবদ্ধ হইয়াছে এবং বঙ্গের বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঐ সকল গ্রন্থোক্ত প্রমাণ [illegible] আলোচনা করিয়া কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় ইহা একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন; [illegible] কিন্তু কতিপয় বিদ্বেষপরায়ণ অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই সম্বন্ধে কোন বিষয় না [illegible] শুনিয়া ও জানিতে চেষ্টা না করিয়া নিজ নিজ প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় [illegible] নানাপ্রকার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া দেশের ও সমাজের গুরুতর অমঙ্গলের সৃষ্টি [illegible] করিতেছেন। উহাদের বুদ্ধি এতই বিকৃত যে কায়স্থকে শূদ্র প্রতিপাদন করিয়া [illegible] শূদ্রাজী ব্রাহ্মণ হইতেও তাঁহারা প্রস্তুত, তথাপি ভূরি ভূরি প্রমাণ সত্ত্বেও [illegible] কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। এপর্য্যন্ত যে সকল [illegible] অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ সংগ্রহ হইয়াছে ইহাতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণতা সম্বন্ধে [illegible] সন্দেহ করার কোনই কারণ নাই। আমি শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি বিশেষ কিছু [illegible] বলিলাম না, বলিবার প্রয়োজন কিছুই নাই। এ বিষয়ে ২৫ বৎসরে যে বৃহৎ সাহিত্য

রচিত হইয়াছে তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেরই সকল সন্দেহ বিদূরিত করিবে। সামাজিক আচার সম্বন্ধে আমি একটী কথা বলিব।

আমাদের ইদিলপুরের রায় চৌধুরী পরিবার ও অন্যান্য কায়স্থ পরিবার যে সকল আচার ও নিয়ম বহুকাল যাবৎ প্রচলিত আছে তাহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে আমরা ক্ষত্রিয়। আপনাদের অবগতির জন্য কয়েকটী উদাহরণ উল্লেখ করিতেছি :—(১ম) যে দশবিধ সংস্কার দ্বিজাতির জন্য শাস্ত্রে বিহিত তন্মধ্যে একমাত্র উপনীত হওয়ার বিধান ভিন্ন অন্য সমস্ত সংস্কারই আমাদের এখানে সকল কায়স্থ পরিবার মধ্যে প্রচলিত আছে। (২য়) বিধবা কন্যাগণের এবং আমাদের কায়স্থ পরিবারস্থ বিধবাদের আচারে পার্থক্য নাই। (৩য়) ব্রাহ্মণেরা ও আমরা একই দেব দেবীর উপাসক এবং মন্ত্রে দীক্ষিত। উল্লিখিত ৩টীর ১টীও কোন শূদ্র পরিবার মধ্যে দেখা যায় এবং শাস্ত্রেও শূদ্রের জন্য ঐরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। (৪র্থ) শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজার সময় মস্যাধার ও লেখনীর সঙ্গে তরবারি ইত্যাদি অস্ত্র সাজাইয়া পার্শ্বে রাখা প্রথা আমাদের পরিবার মধ্যে চিরকাল প্রচলিত দেখিতেছি। এখনও শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজার সময় ঐ নিয়মানুসারে মস্যাধার ও লেখনীর পার্শ্বে তরবারি ও রাখা হয়। উল্লিখিত সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার কোনই কারণ দেখিনা। (৫ম) আরএকটী বিশেষ কথা যে যে নবগুণে ব্রাহ্মণের কৌলীন্য সেই নবগুণেই আমাদেরও কৌলীন্য হইয়াছে। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণই বহু শতাব্দি যাবৎ আমাদের বংশকীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন ইহাও কায়স্থজাতির আভিজাত্য ও দ্বিজাতিত্বের বিশিষ্ট প্রমাণ।

প্রকৃত অবস্থা এইরূপ হইলেও বর্ত্তমানে আমাদের বড়ই দুঃসময় উপস্থিত। কায়স্থ সমাজদেহের উপর সর্ব্বদা কিরূপ বেদনাদায়ক শেল পতিত হইতেছে। আমরা আত্মমর্য্যাদাহীন হইয়া তাহা কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। কায়স্থ জাতির প্রতি ক্ষত্রিয়েতর ৩ বর্ণেরই সর্ব্বদার জন্য বিষদৃষ্টি রহিয়াছে। তদুপরি ভিন্নধর্ম্মী ও দেশীয় হাইকোর্টের বিচারকগণ মধ্যে অনেকেই কায়স্থগণকে শূদ্রত্ব অবধারণ করিয়াছেন, এমন কি কায়স্থগণকে তাঁতী ও ডোমের সমান নির্দ্ধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কায়স্থের ঔরসজাত দাসীগর্ভজ পুত্র তাহার সম্পত্তি পাইবে ইহাও অবধারিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি বিপদের কথা হইয়াছে স্বজাতি-প্রীতি ও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানের অভাব, আত্মবিরোধ ও বিচ্ছেদ। কোথায় আমরা কায়স্থ জাতির প্রাচীন গৌরব রক্ষার জন্য

তাহার পরিবর্ত্তে এখনও আমরা নানাপ্রকার ভিত্তিহীন ও অলীক প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া কায়স্থ জাতির শূদ্রত্ব প্রতিপাদনেরই সহায়তা করিতেছি। এমন কি আমরা অনেকে প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা মাতার নামের সঙ্গে দাস, দাসী শব্দ যোগ করিয়া লোক সমাজে গৌরবান্বিত হইতেছি বলিয়া মনে করি। ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? বিনয়াদি সদ্‌গুণ ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই অনুকরণীয়, কিন্তু পিতামাতাকে দাস দাসী বলা কি বিনয়? বিশেষতঃ যখন হিন্দু আইন মতে (শ্যামাচরণ সরকার প্রণীত ব্যবস্থা-দর্পণে) এবং সর্ব্বোচ্চ আদালতে অনুপনীত থাকা এবং নামের পরে দাস দাসী শব্দ প্রয়োগই শূদ্রত্ব প্রতিপাদনের প্রধান কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এমতাবস্থায় আত্মমর্য্যাদা-বোধসম্পন্ন কোন ব্যক্তিরই নামের সঙ্গে দাস দাসী শব্দ ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে। সেই কারণে অনুপনীত থাকাও কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

হে কায়স্থ ভ্রাতৃমণ্ডলী! এইত হইল কায়স্থ সমাজের অবস্থা। এই দুরবস্থা দূরীকরণ জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা না করিয়া উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে এই পতিত জাতির পূর্ব্বাবস্থা লাভের কোনই সম্ভাবনা আছে কি? আমি আপনাদের নিকট বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি আসুন আমরা এই বিপন্ন কায়স্থ জাতির প্রাচীন লুপ্তপ্রায় গৌরব রক্ষার জন্য একতাবদ্ধ হই এবং বঙ্গের গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে শাখা সভার সৃষ্টি করিয়া যাহাতে প্রচার কার্য্য বহুল ভাবে চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করি। বর্ত্তমান সময়ে যাহাতে প্রচার কার্য্য বহুল ভাবে চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই কায়স্থ সভার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া সঙ্গত মনে করি। উপযুক্ত ভাবে প্রচার কার্য্য চলিলে সঙ্গে সঙ্গে উপনয়ন সংস্কার এবং সামাজিক অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন প্রচলনের ব্যবস্থাও চলিতে পারিবে। বর্ত্তমান প্রয়োজনের অনুপাতে প্রচারকের সংখ্যা খুবই কম। অতিবিলম্বে প্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বহুল ভাবে প্রচারের বন্দোবস্ত করিতে আমি সভ্যমণ্ডলীকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। বিগত আদমসুমারী হইতে জানা যায় যে বর্ত্তমানে বাঙ্গালায় প্রায় ১২ লক্ষ কায়স্থের বাস। ইহার মধ্যে ১ লক্ষ কায়স্থেরও যদি বর্ত্তমান দুরবস্থা দূরীকরণ জন্য শুভ ইচ্ছা হয় তবে অতি সহজেই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ হইয়া সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। এই নিদ্রিত ও নিশ্চেষ্ট জাতির অলসতা ও ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করাইবার জন্য প্রচারের একান্ত প্রয়োজন। আমি পুনরায় বলিতেছি আপনারা সকলে সম্মিলিত শক্তি দ্বারা কায়মনোবাক্যে এই দুর্গতিপ্রাপ্ত মহৎ জাতির উন্নতিকল্পে অগ্রসর হউন।

আমি এই সভার সভাপতিপদোপযুক্ত কোন কার্য্যই করিতে পারি নাই, তবে বিগত আশ্বিন মাসের শেষ ভাগ হইতে চৈত্র মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত কে, সি, দেব বর্ম্ম সি, আই, ই, মহোদয়ের উপদেশ ও পরামর্শ লইয়া সভার উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছি—এবং স্বজাতীয় ভ্রাতৃমণ্ডলীর পাঠের এবং অবগতির জন্য সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সহযোগে একখানা পত্র ছাপাইয়া তাহাতে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আমাদের বক্তব্য ও মন্তব্য সংক্ষেপে নিবেদন করিয়াছি। শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন আরকিছুই করিতে পারি নাই, তজ্জন্য আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শারীরিক অসুস্থতা হেতু আমি অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া আন্তরিক দুঃখিত রহিলাম। সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি সভার এই বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হউক, সভার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক, সকল উদ্দেশ্য সাধিত হউক। ভগবৎ সমীপে আরও প্রার্থনা করিতেছি আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ও অধিকতর স্বাস্থ্যবান্ কোন ব্যক্তি আগামীবর্ষের সভাপতিত্বে বৃত হইয়া জাতির যথার্থ কল্যাণ সাধনে ব্রতী হউন ইতি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী,
ইদিলপুর।

(পরিশিষ্ট খ)

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

বার্ষিক কার্য্য বিবরণী।

চতুর্ব্বিংশবর্ষ—১৩৩২ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩৩৩ সালের ৮ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত।

বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের অপার করুণায়, কায়স্থ-জাতির আদি পিতা ভগবান্ শ্রীচিত্রগুপ্তদেবের শুভাশীর্ব্বাদে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের শুভেচ্ছায় এবং স্বজাতীয় মহোদয়গণের সহানুভূতিতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা গত শ্রাবণ মাসে চতুর্ব্বিংশবর্ষ অতিক্রম করিয়া পঞ্চবিংশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। স্বজাতিপ্রেমিক, স্বধর্ম্ম-পরায়ণ সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক সমাজসংস্কারক সভ্যগণের প্রাণপণ সাধনার ফলে নানাপ্রকার সামাজিক উৎপাত, বাদ-বিসম্বাদ ও হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতি অচিন্তনীয় বহু বিপদ্ আপদের মধ্য দিয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা যখন ২৫ বর্ষ অতিক্রম করিতেছেন, তখন আশা হইতেছে এই সভা ক্রমে মহতী প্রতিষ্ঠালাভ করিবে এবং পূর্ব্বগৌরবে জাতিকে গৌরবান্বিত করিতে সমর্থ হইবে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে প্রদীপ্ততেজা স্বাধীনচিত্ত কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণের জাতীয়তার উজ্জ্বল আন্দোলন আজ বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। তাহাতে যে কেবল অচিরে বাঙ্গলার কায়স্থগণের হীনপ্রভ গৌরব উজ্জ্বলীকৃত হইয়া উঠিতেছে এমন নহে, আপামর হিন্দুমাত্রেই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও বৈদিক সদাচার অবলম্বনে আজ যত্নবান্ হইতেছে। এই পঞ্চবিংশ বর্ষকাল স্বজাতির হিতকল্পে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা এই বিশাল বঙ্গদেশের সমাজহৈতৈষী কায়স্থগণকে স্বীয় মহৎ উদ্দেশ্যসকল সাধন করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছেন, শিক্ষিত কুলীনগণ তাঁহার অপরিহার্য্য আকর্ষণী শক্তিপ্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া সমাজের প্রকৃত কল্যাণকর উদ্দেশ্যসকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া ক্রমে ক্রমে এই আন্দোলনে যোগদান করিতেছেন। ফলে নানাস্থানে নূতন নূতন সভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং এই কলিকাতা সহরেও সমউদ্দেশ্য বিশিষ্ট আর একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে।

আলোচ্যবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এবার ১০টী অধিবেশন হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯ অধিবেশন সম্পাদক মহাশয়ের ৮নং বিশ্বকোষ লেনস্থিত বাটীতে এবং এক মহারাজা জগদীশ নাথ রায় বাহাদুরের ৪২নং হাজরা রোড স্থিত ভবনে আহূত হইয়াছিল। কোরামের অভাব কখনও হয় নাই; কিন্তু অনেক অধিবেশনে উপস্থিতি আশানুরূপ হয় নাই।

কায়স্থ সভার পরম হিতৈষী বান্ধব, কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নিমতিতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী ও টাকির রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়দ্বয় অকস্মাৎ পরলোকগমনে সভার যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা প্রথমেই উল্লেখ করিতেছি। তাঁহাদের অকাল মৃত্যুজনিত শোক সংবাদ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্যবিবরণীতে এবং কায়স্থ পত্রিকায় বিশদভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সভার অকৃত্রিম বন্ধু, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ৺গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ের মৃত্যুতেও সভা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজা ও জাতীয় সম্মেলন

আলোচ্যবর্ষে ২রা কার্ত্তিক সোমবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পুণ্যতিথিতে সভার উদ্যোগে ৮নং বিশ্বকোষ ভবনে কায়স্থ-বীজপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজামহোৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা ও মফঃস্বলের প্রায় পাঁচশত কায়স্থসন্তান এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বহু কায়স্থমহিলাও পিতৃগৃহে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ষোড়শোপচারে পূজা ও ভোগরাগাদি সমাপনান্তে উপস্থিত সকলকে প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। কোটালীপাড়ার বৈদিক গোষ্ঠীপতি সুপ্রসিদ্ধ হরিহর চক্রবর্ত্তীর বংশীয় শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীবিগ্রহের পূজা এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তন্ত্রধারকের কার্য্যে বৃত হইয়াছিলেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বর্ম্ম রায় চৌধুরী মহাশয় স্বজাতিবর্গের প্রতিনিধিরূপে আচার্য্যবরণ এবং সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিয়াছেন। মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় ছয়জন কায়স্থ সন্তানের যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন সংস্কার ও বেদারম্ভ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহার বিস্তৃত বিবরণ গত কার্ত্তিকের সংখ্যা কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্পাদিত হইয়াছে। সন্ধ্যার পর বহুসংখ্যক কায়স্থ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এক জাতীয় সভা হয়। উহাতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণের আবশ্যকতা বিশেষ ভাবে আলোচিত হওয়ার পরে "চিত্রগুপ্ত অভ্যুদয়" নাটিকার অভিনয়ে সকলে আনন্দ উপভোগ করেন।

ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা যে সকল বিষয়ের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন তন্মধ্যে প্রধান উদ্দেশ্য ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত সংস্কার প্রবর্ত্তন। এ বিষয়ে সভা এবার বিশেষ ফল্য লাভ করিয়াছেন। ইহা বড়ই আনন্দের বিষয় যে, এক্ষণে বঙ্গের অনেক নেরই বহু কৃতবিদ্য কায়স্থ সন্তান—কি যুবা কি বৃদ্ধ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। বৎসর এমন মাস অতিবাহিত হয় নাই, যাহাতে কোথাও না কোথাও বহু সংখ্যক কায়স্থসন্তান যথারীতি উপবীত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু এক্ষণে মফঃস্বলে যেরূপ নীত কায়স্থের সংখ্যা ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতেছে, কলিকাতা সহরে তাদৃশ তেছে না। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় বটে এবং মফঃস্বলবাসীরাও এই কথা য়া সহরবাসীদিগকে, বিশেষতঃ সভার অনুপবীতী নেতৃবর্গকে অনেক দোষারোপ রিয়া থাকেন।

কলিকাতাবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য মাননীয় কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা শয়ের সভাপতিত্বে বহুবাজারে বি. সরকার মহাশয়ের প্রসিদ্ধ 'গিনী হাউসে' র একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার বিবরণ যথাসময়ে কায়স্থ কায় প্রকাশিত হইয়াছে।

নিম্নে আলোচ্যবর্ষের সংস্কার বিবরণ যথাসম্ভব প্রদত্ত হইল। দিনাজপুরের রাজার দ্বার পণ্ডিত প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, প্রচারক শ্রীযুক্ত ধনলাল ধর বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম অগ্নিহোত্রী, এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয়গণের প্রচারফলে বিভিন্ন জেলার বহুস্থানে উপনয়ন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ফরিদপুর—বেজনিসার, ধীপুর, বাইশরসি, রাজরাড়ী ও বেণীনগর। পাবনা—গোপালা; ভেড়াকোলা, পংরোহা, বড়ধুল, পাঁড়কোনা। বরিশাল—কাশীপুর। ময়মনসিংহ—টাঙ্গাইল, অলোয়া, সিরাইল, ঢাকা—ঢাকাসহর ও মালুচী। বেতকা। নদীয়া—এত্‌মামপুর। ২৪ পরগণা—বসিরহাট। দিনাজপুর —শ্রীশ্রীশ্যামরায় জীউর বাটী। মালদহ—মকদুমপুর ও বাচামারি। বর্দ্ধমান—

মহতা, দেন্দুর। কলিকাতা—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার আফিস, বিশ্বকোষ কুটীর ও ২৮।৪ অখিল মিস্ত্রি লেন,। উড়িষ্যাতে কটক ও যাজপুর প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বসমেত সহস্রাধিক কায়স্থের যথাশাস্ত্র উপনয়ন-সংস্কার হইয়াছে।

প্রাপ্ত উপনয়ন বিবরণ যথাসময়ে পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। সংস্কার প্রবর্ত্তন বিষয়ে সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী (সম্পাদক, ইদিলপুর কায়স্থ সভা), শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্ম, উকীল (সম্পাদক, ভাঙ্গা আর্য্যকায়স্থ সভা ও ফরিদপুর প্রচার সমিতি), অলোয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ বসু বর্ম্ম রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু বর্ম্ম মজুমদার বিত্র (চাঁদশী, বরিশাল), শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসু বর্ম্ম বিদ্যাবিনোদ, (মালুচী, ঢাকা), শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা বি, এ উকীল (বহিরহাট), শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বসু বর্ম্মা (সভাপতি, দক্ষিণ টাঙ্গাইল কায়স্থ সমিতি), শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ ঘোষ বর্ম্মা (বরঙ্গাইল, ঢাকা), শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ ঘোষ বর্ম্মা (টাঙ্গাইল), শ্রীযুক্ত মাধবলাল চৌধুরী বর্ম্মা (টাঙ্গাইল), শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্ম মজুমদার (পাবনা) ও শ্রীযুক্ত শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বি, এল্ (জলপাই গুড়ি), প্রভৃতি মহাশয়গণ নানাভাবে উৎসাহ প্রদান ও সহায়তা করিয়া সভার বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

সভার প্রচারকগণ ও উপরোক্ত স্বজাতিহিতপরায়ণ মহাশয়গণের সাহায্যে এবৎসর অনেক গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত কায়স্থ, ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া সভার মান রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে চন্দ্রদ্বীপ সমাজের প্রসিদ্ধ কুলীন নরোত্তম নিবাসী রায় বাহাদুর বরদাকান্ত ঘোষ রায় (ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জন) চাঁদসীর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু মজুমদার (অনারারি প্রেসিডেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট) পাবনা পাঁড়কোলার জমিদার শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চাকী ও অখিল নাথ বর্দ্ধমান দেন্দুড়ের ব্যাসাবতার শ্রীমদ্ ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের শ্রীপাটের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন দেব বর্ম্ম কাব্যতীর্থ এবং উৎকল-যাজপুরের গোবিন্দপ্রসাদ বসু বর্ম্মার নাম বিশেষভাবেউল্লেখযোগ্য।

ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ।

প্রচারক মহাশয়গণের তত্ত্বাবধানে ও সভার সহযোগিতায় এবারেও বহুসংখ্যক বিবাহ যথাশাস্ত্র দ্বিজাচারে এবং যথারীতি ক্ষত্রোচিত বিধানে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তদ্বিবরণ যথাসম্ভব পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বিনাপণে বিবাহ

সমাজ হইতে বরপণগ্রহণরূপ দুর্নীতি আজও দূরীভূত হয় নাই। তথাপি সভার আন্দোলনের ফলে এই হইয়াছে যে অনেক বিশিষ্ট কায়স্থ এখন প্রকাশ্যে পণ দাবি করিতে সংকোচ বোধ করেন এবং অপেক্ষাকৃত কম পণ লইয়াও পুত্রের বিবাহ দেন। কেহ কেহ আদৌ গ্রহণ করেন না এমনও দেখা যায়। দেশের বিশেষতঃ আশাস্থল শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে অনেকে বিনাপণে বিবাহ করিবার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন।

আন্তর্গণিক বিবাহ।

এবার আমরা বহু আন্তর্গণিক বিবাহের সংবাদ পাইয়াছি; তন্মধ্যে তিনটীর বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ।

এ বিষয়ে এখন কোথাও বড় একটা আপত্তি শুনা যায় না। দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে এই বিষয়ে বিশেষ প্রতিবন্ধক ছিল, বর্ত্তমানে তাহা ক্রমশই বিদূরিত হইতেছে। কলিকাতায় ও মফস্বলে মৌলিকে মৌলিকে কয়েকটী বিবাহ সুনির্ব্বাহ হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।

সভার প্রচারকগণের চেষ্টায়, সভার সহযোগিতায় এবং শিক্ষিত কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিগণের সহানুভূতিতে এবং ক্রিয়াকুশল শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের অনুকম্পায় সহরে ও মফস্বলের নানা স্থানে এ বৎসর বহু সংখ্যক শ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে; তন্মধ্যে মাত্র ২৩টীর সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল শ্রাদ্ধ মধ্যে জলপাইগুড়ির স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী দক্ষিণাকালী দেবীর, নিমতিতার স্বজাতিবৎসল মহানুভব ৺মহেন্দ্র নারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরীর এবং কলিকাতায় আমাদের সভার সদস্য মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দেব বর্ম্মা আই-সি-এস্, সি-আই-ই মহোদয়ের পিতৃদেব স্বর্গীয় নিলমণি দেব মহাশয়ের শ্রাদ্ধ মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই সকল শ্রাদ্ধে কাশীর সুবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় হরিচরণ তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায়

চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ প্রমুখ বহুসংখ্যক অধ্যাপক উপস্থিত হইয়া ভোজ্য ও বিদা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল শ্রাদ্ধে কায়স্থপণ্ডিত ও প্রচারকদিগকে অধ্যাপকের ন্যায় সম্মান প্রদান করা হইয়াছিল।

শাখা-সমিতি।

আলোচ্যবর্ষে শাখা সমিতি সমূহের কার্য্যতৎপরতা বিশেষ পরিলক্ষিত নাই। পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ-সভা (ঢাকা), ইদিলপুর ও সদরপুরের কায়স্থ (ফরিদপুর) এবং বহরমপুর, খুলনা ও নোয়াখালী শাখা-সভা সমূহের নি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা আগামী বর্ষে বহু সাফল্যের আশা করেন।

সভার সভ্য-সংখ্যা।

বর্ত্তমানে সভার সভ্য সংখ্যা কলিকাতায় ৩৩৬ জন এবং মফস্বলে ৩৮০ মোট ৭১৬ জন মাত্র। আলোচ্যবর্ষে ১২২ জন নূতন সভ্য সভায় যোগ করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসর ৮৭ জন নূতন সভ্য হইয়াছিলেন। ইহা বলা অক যে কায়স্থ-সমাজে আশানুরূপ স্বজাতি-প্রীতি আজও জাগ্রত হয় নাই। প্রচার দ্বারা স্বজাতি-প্রীতি সম্যক্‌রূপে জাগাইতে না পারিলে কায়স্থ স সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন সম্ভবপর হইবেনা।

কায়স্থ-পত্রিকা।

বর্ত্তমানবর্ষে সভার মুখপত্র কায়স্থপত্রিকা প্রায় কোন মাসেই যথ প্রকাশিত হয় নাই। ইহা সভার সভ্য-সংখ্যা হ্রাসের এক প্রধান ক কায়স্থ সমাজে বহু প্রতিভাশালী সাহিত্যিক ও লেখক আছেন, কিন্তু তাঁহার জাতীয় এই পত্রিকা খানির প্রতি যথোচিত কৃপাদৃষ্টি করেন না ইহা প পরিতাপের বিষয়। অবৈতনিক পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মহাশয় এই একবৎসর কাল পত্রিকা সম্পাদনের জন্য যে শ্রম করিয়াছেন তিনি সভার ধন্যবাদার্হ। অতঃপর যাহাতে কায়স্থ-পত্রিকা নিয়মি প্রতিমাসে প্রকাশিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রচার।

বর্ণতত্ত্ববিদ্, স্বজাতিপ্রেমিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যা স্বজাতিবৎসল সুবক্তা শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম অগ্নিহোত্রী, পণ্ডিতব্য শ্র

র্ত্ত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন এবং সভার একনিষ্ঠ প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল র্ম্মা প্রচার কার্য্য এবং কায়স্থ সমাজে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার প্রবর্ত্তন বিষয়ে স্থলে নানাস্থানে অক্লান্ত ভাবে শ্রম করিয়াছেন এবং শত শত কায়স্থকে সবর্ণো-চিত সংস্কার গ্রহণ করাইয়াছেন। এজন্য তাঁহারা সভার ধন্যবাদ ভাজন। আলোচ্য র্ষে প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন মহাশয়ও কতিপয় স্থানে প্রচার করিয়াছেন। যেরূপ বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা আবশ্যক, অর্থাভাবে এবং তাহা হইয়া উঠে নাই। এই বিপুল সমাজকে সম্যক্ উদ্বোধিত করিতে হলে ৮।১০ জন শিক্ষিত প্রচারক নিযুক্ত করিয়া সারা বৎসর সারা বঙ্গে প্রচার কার্য্য পরিচালন করিতে হইবে। ক্রমে ২।৩ বৎসর এইরূপ প্রচারে বহুল অর্থ ব্যয় করা জাতির কল্যাণের জন্য অত্যাবশ্যক বোধ করিতেছি। সভা তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন।

সভা সভ্যগণের নিকট হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া প্রচার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার মন্তব্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তজ্জন্য বিশেষ অর্থ সংগ্রহ না হওয়ায় সভার তহবিল হইতেই প্রায় সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছে।

কিন্তু প্রচার বাবতে চাঁদা আদায় বিশেষ না হইলেও খরচ এবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর হইতে অধিক হইয়াছে। গত ৮ই কার্ত্তিক তারিখের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির তৃতীয় অধিবেশনের নির্দ্ধারণ অনুসারে শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে গত কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ মাসের জন্য ৩০০৲ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়কেও ঐ সময়ের জন্য ৩০০৲ শত টাকা বৃত্তি দেওয়া স্থির হইয়াছিল, কিন্তু বৈষয়িক প্রয়োজনে সভার কায করিতে পারিবেন না বলিয়া তিনি বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই।

সভার গৃহ ও কার্য্যালয়।

ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয় যে কায়স্থসমাজে এত মনীষী, বদান্য ও ধনবান্ লোক থাকিতেও আজ পর্য্যন্তও সভার মাথা রাখিবার একটু স্থান হইল না। এই ৪ বৎসর যাবৎ সভার গৃহ নির্ম্মাণের জন্য বার বার কিঞ্চিৎ উৎসাহ উদ্দীপিত হইয়া অচিরেই তাহা নিবিয়া গিয়াছে। এই একান্ত বাঞ্ছিত বিষয়ে কিরূপে সফলতা লাভ করা যাইবে স্বজাতিবৎসল মনীষিগণ তাহা নির্ণয় করুন। আপাততঃ ৯নং বিশ্বকোষ লেনে বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের একাংশে সভার কার্য্যালয় রহিয়াছে।

বিশেষ দান।

আলোচ্যবর্ষে প্রচার কার্য্যে, চিত্রগুপ্ত পূজায়, স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ে অভ্যর্থনায়, এবং দুঃস্থকায়স্থের সহায়তার জন্য কতিপয় কায়স্থ মহোদয়ের দা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিনাজপুরের মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বর্ম্ম বাহাদু চিত্রগুপ্ত পূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ১০০৲, জৌনপুরের অখিল-ভারত-কা মহাসম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য ৫০৲, মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ মি মহোদয়ের সম্বর্দ্ধনার জন্য ১০০৲ এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত কে, সি, দেব বর্ম্মা, সি আই, ই মহোদয়ের সম্বর্দ্ধনার জন্য ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এস্থলে ই বলা আবশ্যক যে দেবমহোদয়ের সম্বর্দ্ধনা নানাকারণে এযাবৎ হইয়া উঠে নাই তজ্জন্য মহারাজা যে ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন তাহা সভার সহযোগী সম্পাদ শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট-ল-মহাশয়ের নিকট আছে। ঢাকা-বরদা নিবাসী জলপাইগুড়ির উকিল ও টী-প্ল্যান্টার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি এ মহাশয় ভবানীপুরে তাঁহার মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচার-পরিষদ্‌কে কা সভার অঙ্গীভূত জানিয়া পরিষদের সাহায্যার্থ ১৫০৲ এবং দুঃস্থকায়স্থদের সাহা কল্পে কায়স্থ-সভার হস্তে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। প্রচার ভাণ্ডারে পরলো গত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল শ্রীকণ্ঠ মহাশয় ৫০৲ টাকা, স সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় ৫০৲, শ্রী সুরেশচন্দ্র গুহ ২৫৲ টাকা এবং শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দাস এম, এস, সি মহো ২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। লেপ্টেনাণ্ট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলি এম, এস, সি বি, এল মহোদয় জৌনপুরে প্রতিনিধি প্রেরণজন্য ২৫৲ টাকা এ চিত্রগুপ্ত পূজার জন্য ২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। জৌনপুরে প্রতিনি প্রেরণজন্য সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বার-এট-ল মহো ১২৫৲ টাকা আদায় করিয়া তাহা সম্পাদক মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিয়াছি কিন্তু উল্লিখিত ৭৫৲ টাকা ব্যতীত অবশিষ্ট ৫০৲ টাকা কাহার কাহার নি হইতে আদায় করিয়াছিলেন তাহার তালিকা হারাইয়াযাওয়ায় কায়স্থ-পত্রিকা তাহা এযাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। যাহা হউক শ্রীযুক্ত নীতীশ বাবু এই অর্থ সং করিয়া দেওয়াতেই নিখিল-ভারত-কায়স্থ-সম্মেলনে উপযুক্তসংখ্যক প্রতিনি প্রেরণ করা সম্ভব হইয়াছিল, তজ্জন্য নীতীশ বাবু সভার ধন্যবাদভাজ মোট ৮জন প্রতিনিধি সভার পক্ষ হইতে নিখিলভারত কায়স্থ-সম্মেলনে যোগ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তপূজা মহোৎসবে মোট ৩৬০/১৫ গণ্ডা টাকা

হইয়াছে এবং তজ্জন্য ৩৫৪৲ টাকা সভ্যগণ হইতে চাঁদা আদায় হইয়াছে। জন্য যে যাহা দান করিয়াছেন তাহা গত কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণের পত্রিকায় বিশেষ উল্লিখিত হইয়াছে।

মাননীয় স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র কে, সি, আই, ই মহোদয় ভারতগভর্ণমেণ্টের শাসন-পরিষদের সদস্য পদ লাভ করার তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য বিগত ৫ই পৌষ পাইকপাড়া রাজের বেলগাছিয়া ভিলায় এক বিরাট সান্ধ্যসম্মেলন হইয়াছিল। সভার সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীতীশ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বার এট ল মহাশয়ের উদ্যোগে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সম্বর্দ্ধনা সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এজন্য অর্থসংগ্র হের ভার তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ন্যূনাধিক ৫০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া এই আনন্দোৎসব সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি সকলের বিশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। এই সম্বর্দ্ধনার জমা খরচ নীতীশবাবুর নিকট আছে, শ্রাবণের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে আশাকরি।

অখিল ভারত কায়স্থ-মহাসভা।

গত ১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই পৌষ বড়দিনের বন্ধে জৌনপুর নগরে অখিল-ভারত কায়স্থ-মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহার বিশেষ বিবরণ মাঘ সংখ্যার কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে! সভার প্রতিনিধিরূপে আট-দশ সভ্য ঐ মহাসভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সভার সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বার-এট-ল এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয়দ্বয় উক্ত মহা-সভাকে আগামী বড়দিনের বন্ধে বঙ্গদেশের কোন নগরে সম্মিলিত হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। মহাসভা তাঁহাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থির হইয়াছে আগামী বড়দিনের বন্ধে কলিকাতা নগরে উক্ত মহা-সভার অধিবেশন হইবে। আশাকরি শ্রীযুক্ত মহারাজ জগদীশনাথ রায় বর্ম্ম বাহাদুর এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত কে, সি, দেববর্ম্মা, সি, আই, ই প্রমুখ নেতৃগণের, সভার সকল সভ্যগণের এবং বঙ্গদেশের সমুদয় স্বজাতিহিতৈষী সহৃদয় কায়স্থবর্গের প্রযত্নে ও সহায়তায় মহাসভার অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে এবং বাঙ্গালার কায়স্থ-সমাজের মান ও গৌরব রক্ষিত হইবে। এ বিষয়ে এখন হইতেই আমাদের যত্নপর হওয়া আবশ্যক।

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার

আলোচ্যবর্ষে—চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে ১৫৲ টাকা মাত্র দান পাওয়া গিয়াছে। দুইটী ছাত্রের সাহায্য বাবদ ৫৮৲ টাকা এবং একজন দরিদ্রা অনাথা বিধবাকে ১জোড়া খদ্দর ক্রয় করিয়া দেওয়ার জন্য ৫৲ টাকা মোট ৬২ টাকা দুঃস্থ কায়স্থের সাহায্য বাবদ খরচ হইয়াছে। চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে গচ্ছিত টাকার সুদ ১৬৯৷৵০ টাকা আদায় হইয়াছে এবং পূর্ব্ব বর্ষের আদায়ী সুদ ৪৫৲ টাকা, মোট ২১৪৷৵০ সভার সধারণ তহবিলে আনিয়া খরচ করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কার্য্য নিঃ সমিতির অনুমত্যনুসারে সম্পাদক মহাশয় ১০০৲ টাকা এই ভাণ্ডার হইতে সাধারণ তহবিলে হাওলাত লইয়াছিলেন, তাহা গত আষাঢ় মাস মধ্যে শোধ করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের সময় হইতে ১৩৩১ সাল পর্য্যন্ত চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার হইতে সাধারণ তহবিলে গৃহীত হাওলাতের পরিমাণ ৯৬৬৷৶৬ পাই, আলোচ্যবর্ষে তাহার কিয়দংশও পরিশোধ করিতে পারা যায় নাই। বর্ত্তমানে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের মজুদ তহবিল ৩৬২৭৷৵১০ পাই মুদ্রিত হিসাবে সবিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

সভা ও সমাজের মিলন বিষয়ক প্রস্তাব

বর্ত্তমানবর্ষের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির গত ২০ শ্রাবণের ১ম অধিবেশনে গৃহীত মাননীয় শ্রীযুক্ত কে সি দেব বর্ম্ম মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে সভা ও সমাজের কতিপয় সভ্য পরলোকগত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্ম মহাশয়ের বাটীতে মিলিত হইয়া মিলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ঐ সভায় মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীশ নাথ, মাননীয় শ্রীযুক্ত কে, সি, দেব বর্ম্মা, পরলোক গত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, পরলোকগত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, "বঙ্গীয়-কায়স্থ সমাজের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুকায় মিত্র বর্ম্ম, শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষ বর্ম্ম এবং সমাজের আর একজন সভ্য মোট এই ৯ জন উপস্থিত ছিলেন। ঐ মিলন আলোচনায় মিলনের সর্ত্ত সম্বন্ধে কোন মীমাংসা না হওয়ায় স্থির হয় যে শরৎ বাবু তাঁহাদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির মত লইয়া মিলন বিষয়ক সমুদয় সর্ত্ত লিখিয়া পাঠাইবেন। তৎপর গত ভাদ্রমাসে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয় যে

বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সহিত মিলিত হইতে পারে তাহার সবিশেষ উল্লেখ করিয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট এক পত্র লেখেন। সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির গত ১৪ই ভাদ্র তারিখের অধিবেশনে ঐ সমুদয় সর্ত্ত বিশেষরূপে আলোচিত হয়, উক্ত অধিবেশনেও মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ, মাননীয় শ্রীযুক্ত কে, সি, দেববর্ম্মা, সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। শরৎবাবুর লিখিত কতিপয় সর্ত্ত নিতান্ত অযৌক্তিক ও অসঙ্গত বিবেচিত হওয়ায় তৎসম্বন্ধে সভার সুচিন্তিত মন্তব্যের প্রতিলিপি শরৎ বাবুকে প্রেরণ করা হয়। যে যে সর্ত্ত গ্রহণ করিতে সভার কোন আপত্তি নাই তাহাও তাঁহাকে জানান হয়। তাহার আর প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় নাই।

এতদ্বিষয়ক সমুদয় বিবরণ মাঘ সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকার মুদ্রিত কার্য্য-বিবরণীতে দ্রষ্টব্য। স্থূলকথা সভা ও সমাজের মিলনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, মিলনের আর কোনও সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় না। এই মিলনের প্রতীক্ষায় গত ৪ বৎসর যাবৎ সভার মঙ্গলজনক বহু কার্য্য ও চেষ্টা স্থগিত রাখা হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহাতে সভার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ক্ষণ আশাকরি শ্রীযুক্ত মহারাজ জগদীশনাথ ও মাননীয় কে, সি, দেববর্ম্ম প্রমুখ সভার যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নেতৃগণ সভার গৃহনির্ম্মাণ, সভার উদ্দেশ্যের বিস্তৃত প্রচার এবং সভার মুখপত্র কায়স্থ পত্রিকার যথোচিত উন্নতিসাধন বিষয়ে দৃঢ়প্রযত্ন হইয়া সভাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও গৌরবান্বিত করিবেন।

আনন্দ প্রকাশ

আলোচ্যবর্ষে—মাননীয় স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র কে, সি, আই, ই—মহোদয়ের ভারত-গবর্ণমেণ্টের শাসনপরিষদ (Executive Council) এর সদস্য পদলাভে, মাননীয় শ্রীযুক্ত কে, সি, দেববর্ম্মা সি, আই, ই মহোদয়ের রিক্রুটিং বোর্ডের প্রধান সদস্যপদ লাভে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ, পি, আর, এস মহোদয়ের সি, আই, ই উপাধি লাভে, মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এম, এ, বি, এল মহোদয়ের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভে, স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম, এ, ডি, এল মহোদয়ের সি, বি, ই উপাধি লাভে, কুমার রাধিকাভূষণ রায় মহোদয়ের এবং শ্রীযুক্ত

গৌরগোপাল রায় মহোদয়ের রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্তিতে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি যথাসময়ে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী, ইংলিশম্যান, ফরওয়ার্ড, সার্ভেণ্ট, আনন্দবাজার, বসুমতী প্রভৃতি যে সকল পত্রিকায় আমাদের সভার বার্ষিক অধিবেশন, প্রচার কার্য্য ও অন্যান্য বিষয়ের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে সেই সকল পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষগণকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সভার মুখপত্র কায়স্থ-পত্রিকার বিনিময়ে আমরা যে সকল মাসিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদ পত্র পাইয়াছি তাহার পরিচালকগণকেও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বার্ষিক আয় ব্যয়—

নিম্নে আলোচ্যবর্ষের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ২ বৎসরের হাওলাত বাদে প্রকৃত মোট আয় ও ব্যয় প্রদর্শিত হইল :—

সাল	আয়	ব্যয়
১৩৩০—৩১	২৭০০।৶১০	৩২১৮৶৫
১৩৩১—৩২	২৯৭৭৶১০	৩০২৩৶১৫
১৩৩২—৩৩	২৭৩৯৷৷১০	৩১৯৫৷৷৶১০

উক্ত তিন বর্ষে সভ্যগণের দেয় বার্ষিক চাঁদা বাবত আয় ও প্রচার বাবত আদায় যাহা হইয়াছে তাহাও নিম্নে পৃথক্ রূপে প্রদর্শিত হইল :—

সাল	বার্ষিক চাঁদা বাবত আয়	প্রচার বাবত	মোট
১৩৩০—৩১	১৬১১৷৷০	৫১১৲	২১২২
১৩৩১—৩২	১৯২৮৲	৪৫১৲	২৩৭৯
১৩৩২—৩৩	১৬৭৯৲	১৫৫৲	১৮৩৪৲

কেবল চিত্রগুপ্ত পূজা বাবতে এবার অধিক আয় ও তদনুরূপ ব্যয় হইয়াছে। বার্ষিক চাঁদা ও প্রচার বাবতে আয় নিতান্ত কম হওয়াতে এবার সভার যথেষ্ট দেনা বাকি পড়িয়াছে। সম্যক্ বিবরণ মুদ্রিত হিসাবে দ্রষ্টব্য।

সভার আয় কম হওয়ার কারণ—

(১) সম্পাদকপদ গ্রহণের পর হইতেই সম্পাদক মহাশয়ের শরীর অসুস্থতা বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত কলিকাতা হইতে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি।

(২) কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়ের মাতা ও ভ্রাতার গুরুতর পীড়া ও মৃত্যু এবং তজ্জনিত পুনঃ পুনঃ অনুপস্থিতি।

(৩) বৎসরের শেষ ভাগে কলিকাতায় অনেক টাকা আদায় হয়, ঠিক সেই সময় কলিকাতায় দাঙ্গা হাঙ্গামার কারণ টাকা আদায় করিতে পারা যায় নাই।

(৪) কায়স্থ-পত্রিকা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত না হওয়ায় মফঃস্বলের বহু সভ্য কর্ত্তৃক ভিঃ পিঃ প্রত্যাখ্যান।

(৫) সভা ও সমাজের মিলনের অপেক্ষায় প্রচারাদি কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহে শৈথিল্য।

সভার বার্ষিক আয় ব্যয়ের সবিশেষ বিবরণ এতৎ সহ প্রদত্ত হইল।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ১৩৩২।১১ই শ্রাবণ হইতে ১৩৩৩।৩১শে আষাঢ় পর্য্যন্ত আয়-ব্যয়-বিবরণ।

যে যে খাতে জমা	১৩৩২ সনের ১১ই শ্রাবণ হইতে ১৩৩৩ সনের ৩১এ আষাঢ় পর্য্যন্ত জমা।	যে যে খাতে খরচ	১৩৩২ সনের ১১ই শ্রাবণ হইতে ১৩৩৩ সনের ৩১এ আষাঢ় পর্য্যন্ত খরচ
চাঁদা আদায়	১৬৭৯৲	বেতন	৫৩৫৸১০
জৌনপুর যাওয়ার পাথেয় বাবদ	১২৫৲	জৌনপুর সম্মেলনে উপস্থিতি এবং প্রত্ন তত্ত্বানুসন্ধান বাবদ পাথেয়াদি	১৪২৲৫
প্রবেশিকা আদায়	৯৩৲	দপ্তর সরঞ্জামী	১০৸৶০
পত্রিকারবার্ষিক মূল্য আদার	১৬৲	বিবিধ মুদ্রণ	১৫৷৷০
ডাকমাশুল ফেরত আদায়	৩০৸১০	ডাকমাশুল	১১৯৶৫
বিবিধ আদায়	৪৬৷৷১০	প্রচার ও প্রচার পরিষদ্	৮৭১৸৶১০
প্রচার জন্য	১৫৫৲	কমিশন	২৬১৶১০
প্রচার পরিষদ বাবদ	১৫০৲	পত্রিকা	৭৬৭৷৷৶১৫
শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের সূদ বাবদ	২১৪৷৷৶০	বার্ষিক অধিবেশন	৭৯৷৷৶১০
চিত্রগুপ্ত পূজার সাহায্য	৩৫৪৲	চিত্রগুপ্ত পূজা	৩৬০৶১৫
বিজ্ঞাপনের আয়	২১৲	বিবিধ ব্যয়	২৫৷৶১০
হাওলাত জমা	৫৫৫৲	উপনয়ন সাহায্য	১১৷১০
উপনয়ন সাহায্য	১০৲	হাওলাত শোধ	৫০৫৲
পত্রিকা বিক্রয়	১৪৲	সম্বর্দ্ধনা	২৫৸৶০
দাতব্য জন্য	৫৬৲		
সম্বর্দ্ধনা বাবদ	২০৲		
	৩৫৩৯৸৶০		৩৭৩১৷৷০

প্রাপ্য বাকি		দেনা দেয়	
সভ্যগণের চাঁদা	৮০০৲	কর্ম্মচারী ও প্রচারকগণের প্রাপ্য	১১৲
পত্রিকার বিজ্ঞাপন	১৭৫৲	পত্রিকা	৪৩১৸৶০
	৯৭৫৲	বার্ষিক অধিবেশন সংক্রান্ত ব্যয়	৫৲
		হাওলাত	৫৲
			৭০১৸৶০

কৈঃ—

আদায়ী মোট জমা ৩৫৩৯৸৶০।১৩৩২ সনের ১০ই শ্রাবণের খরচ বাদে ২০৸১০ পূর্ব্ব তহবিল হইতে গত ১৩৩২।২৬শে পৌষ তারিখের চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক কার্য্য নির্ব্বাহকসমিতির ৪র্থ অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্যানুযায়ী দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ ভাণ্ডার তহবিল ৫২৪৸১০ বাদে অবশিষ্ট ৩৯৫৷৶০ সহ মোট ৩৯৩৫৷৶০

বাদ খরচ ৩৭৩১৷৷০

২০৩৸৶০

বিতং—

হাওলাত—

১৩২৭ সনের চিত্রগুপ্ত পূজার ২০০৲

সম্পাদক মহাশয়ের হস্তে ৩৸৶০

এই হিসাব পরীক্ষা করা গেল

(স্বাক্ষর) যোগেশ চন্দ্র ঘোষ

৪ঠা শ্রাবণ ১৩৩৩

হিসাব পরীক্ষায় নির্ভুল দেখা গেল

স্বাক্ষর শ্রীমৃণালকান্তি বসু

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

১লা শ্রাবণ ১৩৩৩

স্বাক্ষর—শ্রীনগেন্দ্র নাধ বসু

সম্পাদক

৪।৪।৩৩

স্বাক্ষর শ্রীবসন্তকুমার বসু

কাঃ নিঃ সমিতির ১০ম অধিবেশনের

সভাপতি ৪।৪।৩৩

স্বাক্ষর শ্রীগিরীন্দ্রমোহন বসু বর্ম্মা

হিসাব রক্ষক।

১৩৩২।৩৩ সনের চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের জমা খরচ

জমা—		খরচ—	
দান প্রাপ্তি	১৫৲	কোম্পানীর কাগজের সুদ সাধারণ	
সুদ আদায়	১৬৯৷৷৶০	তহবিলে গৃহীত	১৫২৸৹
হাওলাত আদায়	১০০৲	পোষ্টাল সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হইতে	
	২৮৪৷৷৶০	সাধারণ তহবিলে গৃহীত	১০০৲
সাবেক তহবিল	৪৬৮৭৷৷৶৪	পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ	
		সাধরেণ তহবিলে গৃহীত	৬১৸০
	৪৯৭২।৪	ছাত্র সাহায্য (পাথেয় ৷৷৶০ সহ)	৬৩৷৷৶০
			৩৭৮৸০
বাদ খরচ	৩৭৮৸০		
	৪৫৯৪৸৪		

বিতং

মজুত

জিম্বা রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নামে কোম্পানীর কাগজ ১৭০০৲

দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডার জিম্বা ঐ দঃ ওয়ারবণ্ড ৫০০৲

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নামে পোষ্টাল সেভিংস্‌ব্যাঙ্কে ২০০৲

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহায়ের নামে ইম্পিরিয়াল্ সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ১১০০৲

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদক মহাশয়ের হস্তে ১২৭৷৵১০

৩৬২৭৷৵১০

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক

(স্বাক্ষর) শ্রীবসন্তকুমার বসু
সভাপতি

হাওলাত

ভুতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের সময়ে সাধারণ তহবিলে গৃহীত ৩৩৪৷৬ পা

১৩২৭ সালে চিত্রগুপ্ত পূজায় গৃহীত ২০৲

১৩৩০ সালের মোকদ্দমায় সাধারণ তহবিলে গৃহীত ৩৩২৲

১৩৩২ সনে সাধারণ তহবিলে গৃহীত ১০৲

৯৬৬৷৵৬ পা

হিসাব পরিক্ষায় নির্ভুল দেখা গেল
(স্বাক্ষর) শ্রীমৃণালকান্তি বসু,
আয়ব্যয় পরীক্ষক ১লা শ্রাবণ, ১৩৩৩

পরীক্ষা করা গেল—
(স্বাক্ষর) শ্রীযোগেশ চন্দ্র ঘোষ
৪ঠা শ্রাবণ ১৩৩৩

(স্বাক্ষর) শ্রীগিরীন্দ্রমোহন বসু
হিসাব রক্ষক

আনুমানিক আয় ব্যয়ের বিবরণ (বজেট)

১৩৩৩ সালের শ্রাবণ হইতে এক বৎসরের।

আনুমানিক আয়—

প্রবেশিকা আদায়	৩০০৲		
সভ্যগণ হইতে চাঁদা আদায় (বকেয়া সহ)	৩২০০৲		
পত্রিকার গ্রাহক হইতে পত্রিকার বার্ষিক মূল্য আদায়	১০০৲		
বিজ্ঞাপনের আয়	৪০০৲		
ভিঃ পিঃ হইতে ডাকমাশুল আদায়	১০০৲		
পত্রিকাদি নগদ বিক্রয়	২৫৲		
	৪১২৫৲		
প্রচারার্থে চাঁদা আদায়	২০০০৲		
	৬১২৫৲		

আনুমানিক ব্যয়—

১।	কার্য্যালয়ের খরচ—		
(ক)	কর্ম্মচারীদের বেতন বাবত		১৬০০৲
(খ)	দপ্তর সরঞ্জামী বাবত		৫০৲
(গ)	বিবিধ মুদ্রণ-নিমন্ত্রণপত্র, সভ্য তালিকা, পত্রিকা প্রেরণার্থে সভ্যদের নাম ঠিকানা (address slip) জমা খরচ বহি প্রভৃতি বাবত		১১৫৲
(ঘ)	ডাকব্যয়—নিমন্ত্রণপত্র, পত্রিকা প্রেরণ ও পত্র লেখা (Correspondence) বাবত		২৫০৲
(ঙ)	কমিশন বাবদ (কলিকাতায় চাঁদা আদায় ও সভ্য সংগ্রহ বাবত)		২৩১৫৲
২।	কায়স্থ পত্রিকা		
(ক)	কাগজ	৬০০৲	
(খ)	মুদ্রণ	৮০০৲	
(গ)	দপ্তরী খরচ (পত্রিকা বাঁধান, রেপার মোড়াই ও তাহা ডাকে পাঠাইবার মুটে বাবত	১২০৲	
			১৫২০৲
৪।	পাথেয় খরচ	১০০৲	
	পার্ব্বনী পুরস্কারাদি খরচ	১০৲	
	বার্ষিক অধিবেশনের খরচ	১০০৲	
			২১০৲
			৪০৪৫৲
৫।	প্রচার বাবত	২০০০৲	
			৬০৪৫৲

BLANK PAGE(S)

কায়স্থ-পত্রিকা

২৫শ বর্ষ | ভাদ্র—১৩৩৩ | ৫ম সংখ্যা

পুণ্যনামস্তোত্রম্

স্রষ্ট্যাদৌ বিশ্বনির্ম্মাতা ধাতাসীদ্ যোগনিশ্রয়ঃ।
তস্মাদাবির্বিরাড়াসী ত্ততো মনুঃ স্বয়ম্ভুজঃ ॥ ১
স্বায়ম্ভুবমনোর্জাতঃ প্রিয়ব্রতো নৃপোত্তমঃ।
মন্বন্তরাধিপানাস্তু জনকো লোকবন্দিতঃ ॥ ২
"আসীন্মহীক্ষিতামাদ্যো মাননীয়ো মনীষিণাম্"।
বৈবস্বতো মনুর্নাম প্রজানাং রক্ষকঃ প্রভুঃ ॥ ৩
তদুদ্ভবো হরিশ্চন্দ্রঃ সগরশ্চ ভগীরথঃ।
লোকললামভূতস্তু সীতাপতি র্মহাভুজঃ ॥ ৪
সোমজো ভরতঃ খ্যাতো যযাতিশ্চ পুরূরবাঃ।
শান্তনবো হৃষীকেশো বন্দিতো দেবমানবৈঃ ॥ ৫
পুণ্যা দাক্ষায়ণী দেবী পিতা যস্যাঃ প্রজাপতিঃ।
দেবাসুরমনুষ্যাণাং জনকঃ কশ্যপঃ পতিঃ ॥ ৬
পুণ্যস্ত্রিবিক্রমো বিষ্ণু রাদিত্যো লোকপালকঃ।
বৈরোচনো বলিঃ পুণ্যো দৈত্যেশো দদতাং বরঃ ॥ ৭
পুণ্যশ্লোকো মহাদেবঃ কৃত্তিবাসাঃ পিণাকধৃক্।
যোগীন্দ্রজুষ্টপাদাব্জো ধূর্জটিরিন্দুলাঞ্ছনঃ ॥ ৮
পুণ্যস্ত্বষ্টা মহাভাসঃ শিল্পকলাবিভাবকঃ।
চিত্রগুপ্তঃ স ধর্ম্মরাট্ লেখবৃত্তেরুদ্ভাবকঃ ॥ ৯
সুশ্রুতশ্চরকঃ পুণ্য আয়ুর্বিজ্ঞানভাবকঃ।
পুণ্যায়ুর্ব্বেদকৃদ্রাজা ধন্বন্তরির্মহাপ্রভঃ ॥ ১০

পুণ্যশ্লোকো বশিষ্টশ্চ পুণ্যশ্লোকশ্চ গাধিজঃ।
পুণ্যশ্লোকঃ সুদাসশ্চ পৃথুর্বৈ নৃপসত্তমঃ॥ ১১
পুণ্যশ্লোকস্তু মান্ধাতা হ্যগস্ত্যো দক্ষিণাপথী।
পুণ্যশ্লোক ঋষির্ব্যাসো জনকো মিথিলাপতিঃ॥ ১২

পুণ্যশ্লোকা হি শৈলজা পুণ্যশ্লোকা হ্যরুন্ধতী।
পুণ্যশ্লোকা চ সাবিত্রী পুণ্যশ্লোকা বিদর্ভজা॥ ১৩

পুণ্যশ্লোকা শকুন্তলা সুধাংশুবংশপাবনা।
পুণ্যশ্লোকা হি বৈদেহী রঘুকুলসমুজ্জ্বলা॥ ১৪
বিশ্ববারাত্রিজা পুণ্যা ঘোষা কাক্ষীবতী হি যা।
পুণ্যা গার্গী চ মৈত্রেয়ী বেদবিদ্যাবিমণ্ডিতা॥ ১৫
পুণ্যশ্লোকস্তু বাল্মীকিঃ পুণ্যো দেবর্ষিনারদঃ।
"পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ"॥ ১৬
পুণ্যশ্লোকো মহাভূতিঃ সিদ্ধার্থঃ করুণাময়ঃ।
পুণ্যশ্লোকো মহাবীরো জিনাধীশোঽমিতপ্রভঃ॥ ১৭
দর্শনপ্রণেতা বেত্তা পুণ্যো ব্যাসশ্চ জৈমিনিঃ।
কপিলো গৌতমঃ পুণ্যঃ কণাদো বৈ পতঞ্জলিঃ॥ ১৮

ব্যাখ্যা

সৃষ্টির আদিতে বিশ্বনির্ম্মাতা বিধাতা যোগমগ্ন ছিলেন, তাহা হইতে বি[illegible] উৎপন্ন হন, বিরাট্ হইতে স্বায়ম্ভুব মনু জাত হন॥ ১

তস্মাৎ বিরাট্ আবিরাসাৎ=তাঁহা হইতে বিরাট্ আবির্ভূত হইয়াছি[illegible]

স্বায়ম্ভুব মনু হইতে নৃপশ্রেষ্ঠ প্রিয়ব্রত সম্ভূত হন, যিনি লোকপূজিত [illegible] মন্বন্তরাধিপতিগণ (স্বারোচিষ, উত্তম, তামস ও রৈবত মনু) যাঁহার অপত্য॥ ২

বিবস্বতের পুত্র মনু (বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে) মনীষিগণের মাননীয়, মহী[illegible] গণের আদি (পৃথিবীর প্রথম রাজা), প্রজাগণের পালক ও প্রভু ছিলেন॥ ৩

১—মনুসংহিতা ১ম অধ্যায় দেখুন। ২—বিষ্ণু পুরাণ ও দেবীভাগবত দেখু[illegible] সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই ৪ চারি যুগ, ১২০০০ চতুর্যুগে এক দিব্যযু[illegible] দিব্যযুগে এক মনুর অধিকার কাল বা মন্বন্তর, ১৪শ মন্বন্তরে এক কল্প [illegible]

তদীয় সূর্য্যবংশে মহাকীর্ত্তিশালী রাজচক্রবর্ত্তী হরিশ্চন্দ্র, সগর ও ভগীরথ এবং [illegible]কুলের শিরোভূষণ মহাবাহু সীতাপতি রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন॥ ৪

চন্দ্রবংশে প্রথিতনামা পুরূরবাঃ, ভরত, যযাতি, শান্তনুনন্দন ভীষ্মদেব এবং দেবমানববন্দিত হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন॥ ৫

শ্রেষ্ঠপ্রজাপতি দক্ষ যাঁহার পিতা এবং দেব, দৈত্য, দানব ও মানবের জনক, মহর্ষি মরীচির পুত্র কশ্যপ যাঁহার পতি সেই দাক্ষায়ণী দেবী অদিতি পুণ্যশ্লোকা॥ ৬

অদিতিপুত্র লোকপালক ত্রিবিক্রম বিষ্ণু পুণ্যশ্লোক। বিরোচনপুত্র বদান্যবর দৈত্যনরপতি বলি পুণ্যশ্লোক॥ ৭

পিণাকধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম যাঁহার বসন, যোগীন্দ্রগণ যাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করেন, যিনি স্বীয় জটায় গঙ্গার ভার বহন করেন, যাঁহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত সেই মহাদেব পুণ্যশ্লোক॥ ৮

বিবিধ শিল্পকলার উদ্ভাবক, বিমান-পুষ্পকরথাদিনির্ম্মাতা, মহাদীপ্তিশালী ত্বষ্টা (বিশ্বকর্ম্মা) পুণ্যশ্লোক। মসি ও লেখনীযোগে লিপি-কৌশল আবিষ্কার করিয়া যিনি আর্য্যসভ্যতায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন, যিনি অশেষ ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্

এক সৃষ্টিকাল। কল্পের অবসানে প্রলয়, তৎপর সন্ধিকাল, তৎপরে আবার নূতন সৃষ্টি। পুরাণমতে বর্ত্তমান কল্পের স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ এই ৬ মন্বন্তর অতীত হইয়াছে, এক্ষণ বৈবস্বত মন্বন্তর চলিতেছে। কথিত আছে দেবমাতা অদিতি অসুর নাশের জন্য উগ্রতপস্যায় লিপ্ত হইলে সূর্য্যদেব তুষ্ট হইয়া তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারই নাম বিবস্বৎ। বিবস্বতের পুত্র মনুই বর্ত্তমান মন্বন্তরের অধিপতি, তদ্বংশই সূর্য্যবংশ। ৫—ব্রহ্মার মানস পুত্র অত্রি হইতে চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরূরবা, তদ্বংশই চন্দ্রবংশ। ৬—মরীচির পুত্র কশ্যপ দক্ষপ্রজাপতির অদিতি, দিতি, দনু প্রভৃতি ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের সন্ততিগণ হইতেই জগৎ প্রজাপূর্ণ হইয়াছে। অদিতির পুত্র আদিত্যগণ (ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু, বিবস্বানাদি দেবগণ), দিতির পুত্র দৈত্যগণ, দনুর পুত্র দানবগণ এবং আদিত্য বিবস্বানের পুত্র মনু হইতে মানবগণ —সকলেই কশ্যপের অপত্য এবং পরস্পরের জ্ঞাতি। ৭—ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যে বিষ্ণু তিনবার পৃথিবী বিক্রমণ (পর্য্যটন) করিয়াছিলেন। এইরূপে ভূয়োদর্শন দ্বারা তিনি দেবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। পুণ্যশ্লোক= পবিত্র চরিত্র, যাঁহার নাম স্মরণে জীবের পাপ নাশ হয়।

পুণ্যশ্লোকো বশিষ্ঠশ্চ পুণ্যশ্লোকশ্চ গাধিজঃ।
পুণ্যশ্লোকঃ সদাবশ্চ পৃথুর্বৈ নৃপসত্তমঃ ॥ ১১
পুণ্যশ্লোকস্তু মান্ধাতা হ্যগস্ত্যো দক্ষিণাপথী।
পুণ্যশ্লোক ঋষির্ব্যাসো জনকো মিথিলাপতিঃ ॥ ১২

পুণ্যশ্লোকা হি শৈলজা পুণ্যশ্লোকা হরুন্ধতী।
পুণ্যশ্লোকা চ সাবিত্রী পুণ্যশ্লোকা বিদর্ভজা ॥ ১৩
পুণ্যশ্লোকা শকুন্তলা সুধাংশুবংশপাবনা।
পুণ্যশ্লোকা হি তুলসী [illegible] ॥ ১৪
বিশ্ববারাত্রিজা পুণ্যা ঘোষা কাঞ্চীবতী হি যা।
পুণ্যা গার্গী চ মৈত্রেয়ী বেদবিদ্যাবিমণ্ডিতা ॥ ১৫
পুণ্যশ্লোকস্তু বাল্মীকিঃ পুণ্যা দেবর্ষিনারদঃ।
"পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ" ॥ ১৬
পুণ্যশ্লোকো মহাভূতিঃ সিদ্ধার্থঃ করুণাময়ঃ।
পুণ্যশ্লোকো মহাবীরো জিনাধীশোঽমিতপ্রভঃ ॥ ১৭
দর্শনপ্রণেতা বেত্তা পুণ্যো ব্যাসশ্চ জৈমিনিঃ।
কপিলো গৌতমঃ পুণ্যঃ কণাদো বৈ পতঞ্জলিঃ ॥ ১৮

ব্যাখ্যা

সৃষ্টির আদিতে বিশ্বনির্ম্মাতা বিধাতা যোগমগ্ন ছিলেন, তাহা হইতে [illegible] উৎপন্ন হন, বিরাট্ হইতে স্বায়ম্ভুব মনু জাত হন ॥ ১

তস্মাৎ বিরাট্ অধিরাসাৎ—তাঁহা হইতে বিরাট্ আবির্ভূত হইয়াছি[illegible]

স্বায়ম্ভুব মনু হইতে নৃপশ্রেষ্ঠ প্রিয়ব্রত সম্ভূত হন, যিনি লোকপূজ্য [illegible] মন্বন্তরাধিপতিগণ (স্বারোচিষ, উত্তম, তামস ও রৈবত মনু) যাঁহার অপত্য

বিবস্বতের পুত্র মনু (বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে) মনীষিগণের মাননীয়, [illegible] গণের আদি (পৃথিবীর প্রথম রাজা), প্রজাগণের পালক ও প্রভু ছিলেন।

১—মনুসংহিতা ১ম অধ্যায় দেখুন। ২—বিষ্ণু পুরাণ ও দেবীভাগবত [illegible] সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই ৪ চারি যুগ, ১২০০০ চতুর্যুগে এক [illegible] দিব্যযুগে এক মনুর অধিকার কাল এই মন্বন্তর, ৭১৪ মন্বন্তরে এক [illegible]

তদীয় সূর্য্যবংশে মহাকীর্ত্তিশালী রাজচক্রবর্ত্তী হরিশ্চন্দ্র, সগর ও ভগীরথ এবং মনুকুলের শিরোভূষণ মহাঋদ্ধ সীতাপতি রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪

চন্দ্রবংশে প্রথিতনামা পুরূরবাঃ, ভরত, যযাতি, শান্তনুনন্দন ভীষ্মদেব এবং দেবমানববন্দিত হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৫

শ্রেষ্ঠপ্রজাপতি দক্ষ যাঁহার পিতা এবং দেব, দৈত্য, দানব ও মানবের জনক, মহর্ষি মরীচির পুত্র কশ্যপ যাঁহার পতি সেই দাক্ষায়ণী দেবী অদিতি পুণ্যশ্লোকা ॥ ৬

অদিতিপুত্র লোকপালক ত্রিবিক্রম বিষ্ণু পুণ্যশ্লোক। বিরোচনপুত্র বদান্যবর দৈত্যনরপতি বলি পুণ্যশ্লোক ॥ ৭

পিণাকধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম যাঁহার বসন, যোগীন্দ্রগণ যাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করেন, যিনি স্বীয় জটায় গঙ্গার ভার বহন করেন, যাঁহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত সেই মহাদেব পুণ্যশ্লোক ॥ ৮

বিবিধ শিল্পকলার উদ্ভাবক, বিমান-পুষ্পকরথাদিনির্ম্মাতা, মহাদীপ্তিশালী ত্বষ্টা (বিশ্বকর্ম্মা) পুণ্যশ্লোক। মসি ও লেখনীযোগে লিপি-কৌশল আবিষ্কার করিয়া যিনি আর্য্যসভ্যতায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন, যিনি অশেষ ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্

এক সৃষ্টিকাল। কল্পের অবসানে প্রলয়, তৎপর সন্ধিকাল, তৎপরে আবার নূতন সৃষ্টি। পুরাণমতে বর্ত্তমান কল্পের স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ এই ৬ মন্বন্তর অতীত হইয়াছে, এক্ষণ বৈবস্বত মন্বন্তর চলিতেছে। কথিত আছে দেবমাতা অদিতি অসুর নাশের জন্য উগ্রতপস্যায় লিপ্ত হইলে সূর্য্যদেব তুষ্ট হইয়া তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারই নাম বিবস্বৎ। বিবস্বতের পুত্র মনু বর্ত্তমান মন্বন্তরের অধিপতি, তদ্বংশই সূর্য্যবংশ। ৫—ব্রহ্মার মানস পুত্র অত্রি হইতে চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরূরবা, তদ্বংশই চন্দ্রবংশ। ৬—মরীচির পুত্র কশ্যপ দক্ষপ্রজাপতির অদিতি, দিতি, দনু প্রভৃতি ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের সন্ততিগণ হইতেই জগৎ প্রজাপূর্ণ হইয়াছে। অদিতির পুত্র আদিত্যগণ (ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু, বিবস্বানাদি দেবগণ), দিতির পুত্র দৈত্যগণ, দনুর পুত্র দানবগণ এবং আদিত্য বিবস্বানের পুত্র মনু হইতে মানবগণ একারণেই কশ্যপের অপত্য এবং পরস্পরের জ্ঞাতি। ৭—ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যে বিষ্ণু তিনবার পৃথিবী বিক্রমণ (পর্য্যটন) করিয়াছিলেন। এইরূপে ইন্দ্রদর্শন দ্বারা তিনি দেবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। পুণ্যশ্লোক= [illegible] পবিত্র, যাঁহার নাম স্মরণে জীবের পাপ নাশ হয়।

এবং ধর্ম্মরাজ যম (চতুর্দ্দশ যমের অন্তর্গত) বলিয়া উক্ত হইয়াছেন সেই চির
পুণ্যশ্লোক ॥ ৯

আয়ুর্ব্বিজ্ঞানপ্রবর্ত্তক মহামুনি চরক ও সুশ্রুত পুণ্যশ্লোক। কাশীর
মহাপ্রতিভাশালী ধন্বন্তরি পুণ্যশ্লোক, যিনি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন দ্বারা চিকি
বিস্তার অশেষ উন্নতি বিধান করিয়া আর্য্য সমাজে বরেণ্য হইয়াছিলেন এবং
বিষ্ণুর অবতাররূপেও কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥ ১০

বেদের শ্রেষ্ঠ ঋষি, রঘুপতি রামচন্দ্রের গুরু ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব পুণ্যশ্লো
গাধিসুত অতুল প্রতিভাবান্ বৈদিক ঋষি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র পুণ্যশ্লোক। সতা
ব্রহ্মাবর্ত্তের অধিপতি বেদপ্রসিদ্ধ যাজ্ঞিক ও দানশীল রাজা সুদাস পুণ্যশ্লো
পৃথিবীপালক, ধর্ম্মসংস্থাপক রাজা পৃথু পুণ্যশ্লোক ॥ ১১

মহাবীর, রাজচক্রবর্ত্তী, ইন্দ্রসখা মান্ধাতা পুণ্যশ্লোক, দক্ষিণাপথে সন
বিস্তারকারী মিত্রাবরুণ-পুত্র মহর্ষি অগস্ত্য পুণ্যশ্লোক, মহাভারতপ্র
জ্ঞানমহার্ণব মহর্ষি বেদব্যাস পুণ্যশ্লোক, মিথিলাপতি পরম ব্রহ্মজ্ঞানী
জনক পুণ্যশ্লোক ॥ ১২

গিরিরাজ-সুতা শিবপত্নী, অসুরবধের দ্বারা দেবমানবকুলের ত্রাশনা
দেবী ভগবতী পুণ্যশ্লোকা। কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা, বশিষ্ঠ-পত্নী,
ধর্ম্মরহস্যবেত্রী অরুন্ধতী দেবী পুণ্যশ্লোকা। মদ্রদেশের রাজা অশ্বপতির
হৃতরাজ্য শাল্বরাজকুমার সত্যবানের ভার্য্যা, অলৌকিকচরিত্রা, পতিব্রতা
দেবী পুণ্যশ্লোকা। বিদর্ভরাজকন্যা, নিষধপতি নলের ভার্য্যা, পতিব্রতা
পুণ্যশ্লোকা ॥ ১৩

চন্দ্রবংশকে যিনি পবিত্র করিয়াছেন সেই বিশ্বামিত্রকন্যা, দুষ্মন্তমহিষী
জননী পতিব্রতা শকুন্তলা পুণ্যশ্লোকা। রঘুকুলকে যিনি উজ্জ্বল করিয়াছেন
বিদেহরাজকন্যা পতিব্রতা রামভার্য্যা সীতাদেবী পুণ্যশ্লোকা ॥ ১৪

মহর্ষি অত্রির কন্যা ঋগ্বেদের ঋষি বিদুষী বিশ্ববারা পুণ্যশ্লোকা।
কক্ষীবানের কন্যা ঋগ্বেদের ঋষি বিদুষী ঘোষা পুণ্যশ্লোকা। ব্রহ্মচক্রু ঋষি
বেদবিদ্যাবতী ব্রহ্মনিষ্ঠা গার্গী পুণ্যশ্লোকা। যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী বেদবিদ্যা
মৈত্রেয়ী পুণ্যশ্লোকা ॥ ১৫

রামায়ণপ্রণেতা মহাকবি বাল্মীকি পুণ্যশ্লোক। পরম বৈরাগ্য
সর্ব্বলোকহিতৈষী মহর্ষি নারদ পুণ্যশ্লোক। নিষধরাজ, সাবিত্রীপতি, পরম
রাজা নল পুণ্যশ্লোক। পাণ্ডুপুত্র, কুরুক্ষেত্রজয়ী, পরমজ্ঞানী, ধর্ম্মরাজ
পুণ্যশ্লোক ॥ ১৬

কপিলাবাস্তুর রাজকুমার গৌতম, যাঁহার অপর নাম সিদ্ধার্থ, যিনি জরা-ব্যাধি-মৃত্যু হইতে জীবের পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণে রাজগৃহ ও ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়া যোগী হইয়াছিলেন এবং বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মমত স্থাপন করিয়াছিলেন, জগতে যাঁহার মহান্ আবির্ভাব, সেই বুদ্ধদেব পুণ্যশ্লোক। জৈনধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাবীর, বৈশালী নগরে ক্ষত্রিয় কুলে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই অহিংসধর্ম্মবাদী করুণার্দ্রচিত্ত অমিতপ্রভান্বিত মহাপুরুষ পুণ্যশ্লোক ॥ ১৭

বেদান্তদর্শন-প্রণেতা ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ বেদব্যাস, মীমাংসাদর্শন-প্রণেতা জৈমিনী, সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা কপিল, ন্যায়দর্শন-প্রণেতা গৌতম, বৈশেষিকদর্শন-প্রণেতা কণাদ এবং যোগদর্শন-প্রণেতা পতঞ্জলি পুণ্যশ্লোক ॥ ১৮

এই স্তোত্র অনুষ্টুভ্ ছন্দে রচিত। অষ্টাক্ষরযুক্ত ৪ পাদে ১ শ্লোক। প্রত্যেক পাদের পঞ্চমবর্ণ লঘু ও ষষ্ঠবর্ণ দীর্ঘ হইবে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের সপ্তমবর্ণ লঘু হইবে, অপরাপর বর্ণ নিয়মাধীন নহে—ইহাই অনুষ্টুভের সাধারণ নিয়ম। অনেকের মতে প্রথম ও তৃতীয় পাদের সপ্তমবর্ণ দীর্ঘ হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যের অধিকাংশ ভাগ অনুষ্টুভ্ ছন্দে রচিত, কিন্তু তাহাতে এই সকল নিয়মের বহু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। মহাকবি কালিদাসের দোষলেশহীন মনোহারী শ্লোকে অনুষ্টুভের চরম উৎকর্ষ বিকশিত হইয়াছে। তাহার অনুকরণ বোধ হয় আর কেহ করিতে পারেন নাই। মহাভারতাদি গ্রন্থে প্রথম ও তৃতীয় পাদে প্রায়শঃ তথা নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। বৈদিক অনুষ্টুভ্ ছন্দে এবং কোন কোন কাব্যে অনেকস্থলে পঞ্চমবর্ণ দীর্ঘ দৃষ্ট হয়। দীর্ঘস্বরযুক্ত এবং অনুস্বার ও বিসর্গযুক্ত বর্ণ দীর্ঘ এবং সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণ দীর্ঘ, আর সকলবর্ণ হ্রস্ব—ইহাই হ্রস্ব-দীর্ঘ বা লঘু-গুরু নির্ণয়ের নিয়ম। র-ফলাযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণ হ্রস্ববর্ণরূপে গণিত হইতে পারে।

ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে অধুনা (মুসলমান রাজত্বকালাবধি) কায়স্থসন্তান-গণ সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চ্চা একরূপ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই সংস্কৃত-বিমুখতা এই মহান্ জাতির বর্ত্তমান দুর্গতির এক বিশেষ কারণ। সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্যার্থী কায়স্থসন্তানগণকে সংস্কৃত ভাষায় কবিতা রচনা করিতে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়েই এস্থলে অনুষ্টুভ্ ছন্দের বিষয় বিশেষ রূপে বলা হইল।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র ঘোষ

ও

তাঁহার পরিবার।

ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ উপবিভাগের অন্তঃপাতী বরঙ্গাইল গ্রামে ১২৬৯ বঙ্গাব্দের শেষ ভাগে (১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে) স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কমলাকান্ত ঘোষ মহাশয়ের তালুকদারী ভূসম্পত্তি ছিল, তাহাতেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। কমলাকান্ত ক্রমে তিন বিবাহ করেন। প্রথমা পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র গোপালচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র, দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে এক কন্যা এবং তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে দুই কন্যা এবং দুই পুত্র নলিনীকান্ত ও নবকুমার জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং কমলাকান্তের বৃহৎ পরিবার এবং সংসারে বিস্তর খরচ ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপাল বাল্যকালে গ্রামের বঙ্গবিদ্যালয়ে যথাসম্ভব লেখাপড়া শিক্ষা করেন, পরে ঢাকা সহরে তাঁহার মাতুল স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র ভৌমিক মোক্তার মহাশয়ের বাসা বাটীতে থাকিয়া ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে ত্রৈবার্ষিক পর্য্যন্ত পাঠ করেন। সেকালে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ সুবিধা খুব অল্প ছিল, আজকালের মত গ্রামে গ্রামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল না, পরন্তু ধর্ম্মহানির ভয়ে ইংরেজী বিদ্যালয়ে বহুলে পড়াইতেও অনেকেই ইচ্ছা করিতেন না। গোপালের বয়স যখন মাত্র ১৭ বৎসর তখন স্নেহপরায়ণ পিতা ঢাকা জেলার রামনগর গ্রামের দিননাথ ভৌমিক মহাশয়ের কন্যা দক্ষিণাকালী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ করাইলেন। বিবাহের পর তাঁহার আত্মোন্নতি সাধনের পিপাসা বলবতী হইয়া উঠিল। ত্রৈবার্ষিক-পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি পুনরায় ঢাকা যাইতে উদ্যোগী হইলেন, এমন সময় দয়ালহরি গুহ নামক এক যুবক বন্ধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া ঢাকা যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন এবং সার্দ্ধচতুরানকমাত্র সম্বল লইয়া দয়ালহরির সহিত কারাগোলা দারজিলিং রোড ধরিয়া পদব্রজে চলিতে চলিতে দিনাজপুরে পৌছিলেন। তথা হইতে রংপুর ও কুচবিহার ঘুরিয়া জলপাইগুড়িতে উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে দয়ালহরি একটি অস্থায়ী চাকরী পাইয়া কুচবিহারে থাকেন। তখন জলপাইগুড়ি একটি জেলা হয় নাই, তখন ময়নাগুড়িতে বিভাগীয় শাসনকেন্দ্র

(Divisional Head Quarters) ছিল, রাজসাহী বিভাগের কমিশনারও তথায় থাকিতেন। এখানে গোপাল কমিশনার অফিসে রেকর্ড রুমে অস্থায়ী ক্লার্কের পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিছুদিন পরেই জলপাইগুড়িতে কমিশনারের অফিস চলিয়া আসে এবং তথায় তিনি শ্রমশীলতা ও কর্ম্মদক্ষতাগুণে সহকারী মহাফেজ (রেকর্ড-কীপার) পদ লাভ করেন এবং পরে মহাফেজের (রেকর্ড-কীপারের) পদে উন্নীত হন।

কিন্তু তাঁহার অন্তরে যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল এই সামান্য চাকরিতে তাহার পরিতৃপ্তি হইতে পারে না। তখন কুচবিহার রাজ্য কোর্ট-অফ ওয়ার্ডের অধীন ছিল এবং বিভাগীয় কমিশনারই কুচবিহার রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক ও গভর্ণমেণ্টের রাজনীতিক প্রতিনিধি (Superintendent & Political Agent) ছিলেন। তাঁহার অনুমতি পাইলেই তখন কুচবিহারের আদালতে ওকালতি করা যাইত। গোপালবাবু কুচবিহারে ওকালতি করিতে সঙ্কল্প করিয়া কমিশনার সাহেবের অনুমতি চাহিলেন এবং চাকরী হইতে ছয়মাসের ছুটীর প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতায় কমিশনার বাহাদুর অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহার ওকালতি করিবার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াই তিনি তাঁহার পারসনাল্ এসিষ্টাণ্ট (Personal Assistant) দিননাথ বাবুকে বলিলেন—"বালক গোপাল উকিল হইতে চাহিতেছে, তাহা ভালই, তাহাকে পড়িতে বলুন, এখন ছুটী দেওয়া হইবে না, ওকালতি পাশ করিতে হইবে, কুচবিহারের উকিল হইলে চলিবে না।" সুতরাং কুচবিহার যাওয়া হইল না। কিন্তু ওকালতি পরীক্ষা দিবারও উপায় নাই, পুথি পুস্তক কিছুই নাই। তখন রংপুরে পরীক্ষা গৃহীত হইত। পরীক্ষার একমাস পূর্ব্বে গোপাল ছুটী লইয়া রংপুরে যাইতে চাহিলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"রংপুর যাইয়া কোথায় থাকিবে, পড়িবার পুস্তক কোথায় পাইবে?" গোপাল তাহা জানিতেন না, কিন্তু রংপুর যাইতে হইবে, পরীক্ষা দিতে হইবে। সাহেব তখন রংপুরের গভর্ণমেণ্ট প্লীডারকে দুইখানা পরোয়ানা দিলেন—তথায় গোপাল বাবুর থাকিবার ব্যবস্থা করিতে এবং তাঁহাকে আবশ্যক মত আইন গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া দিতে। একমাস পড়িয়াই তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তৎপর জলপাইগুড়িতে উকিল হইলেন এবং অল্প দিন মধ্যেই ওকালতি ব্যবসায়ে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

এখন তিনি জলপাইগুড়িতে সপরিবার অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার দুই কন্যা ও এক পুত্র হইল। প্রথমা কন্যা কাদম্বিনী দেবীকে মাণিকগঞ্জ-

স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র ঘোষ

ও

তাঁহার পরিবার।

ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ উপবিভাগের অন্তঃপাতী বরঙ্গাইল গ্রামে বঙ্গাব্দের শেষ ভাগে (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে) স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺কমলাকান্ত ঘোষ মহাশয়ের তালুকদারী ভূসম্পত্তি ছিল, তাহাতেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। কমলাকান্ত ক্রমে তিন বিবাহ করেন। প্রথমা পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র গোপালচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র, দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে এক কন্যা এবং তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে দুই কন্যা এবং দুই পুত্র নলিনীকান্ত ও নবকুমার জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং কমলাকান্তের বৃহৎ পরিবার এবং সংসারে বিস্তর ঋণ ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপাল বাল্যকালে গ্রামের বঙ্গবিদ্যালয়ে যথাসম্ভব লেখাপড়া শিক্ষা করেন, পরে ঢাকা সহরে তাঁহার মাতুল স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র ভৌমিক মোক্তার মহাশয়ের বাসা বাটীতে থাকিয়া ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে ত্রৈবার্ষিক পর্য্যন্ত পাঠ করেন। সেকালে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ সুবিধা খুব অল্প ছিল, আজকালের মত গ্রামে গ্রামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল না, পরন্তু ধর্ম্মহানির ভয়ে ইংরেজী বিদ্যালয়ে ছেলে পড়াইতেও অনেকেই ইচ্ছা করিতেন না। গোপালের বয়স যখন মাত্র ১৭ বৎসর তখন স্নেহপরায়ণ পিতা ঢাকা জেলার রামনগর গ্রামের দিননাথ ভৌমিক মহাশয়ের কন্যা দক্ষিণাকালী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ করাইলেন। বিবাহের পর তাঁহার আত্মোন্নতি সাধনের বলবতী হইয়া উঠিল। ত্রৈবার্ষিক-পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি পুনরায় যাইতে উদ্যোগী হইলেন, এমন সময় দয়ালহরি গুহ নামক এক যুবক বন্ধু তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া ঢাকা যাওয়ার সঙ্কল্প করিলেন এবং সাধ্যচতুর্থানকমাত্র সম্বল লইয়া দয়ালহরির সহিত কাঁদিয়া দারজিলিং রোড ধরিয়া পদব্রজে চলিতে চলিতে দিনাজপুরে পৌঁছিলেন। তথা হইতে রংপুর ও কুচবিহার ঘুরিয়া জলপাইগুড়িতে উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে দয়ালহরি একটি অস্থায়ী চাকরী পাইয়া কুচবিহারে থাকেন। জলপাইগুড়ি একটি জেলা হয় নাই, তখন ময়নাগুড়িতে বিভাগীয় (Divisional Head Quarters) ছিল, রাজসাহী বিভাগের কমিশনারও তথায় থাকিতেন। এখানে গোপাল কমিশনার অফিসে রেকর্ড রুমে অস্থায়ী ক্লার্কের পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিছুদিন পরেই জলপাইগুড়িতে কমিশনারের অফিস চলিয়া আসে এবং তথায় তিনি শ্রমশীলতা ও কর্ম্মদক্ষতাগুণে সহকারী মহাফেজ (রেকর্ড-কীপার) পদ লাভ করেন এবং পরে মহাফেজের (রেকর্ড-কীপারের) পদে উন্নীত হন।

কিন্তু তাঁহার অন্তরে যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল এই সামান্য চাকরিতে তাহার পরিতৃপ্তি হইতে পারে না। তখন কুচবিহার রাজ্য কোর্ট-অফ ওয়ার্ডের অধীন ছিল এবং বিভাগীয় কমিশনারই কুচবিহার রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক ও গভর্ণমেণ্টের রাজনীতিক প্রতিনিধি (Superintendent & Political Agent) ছিলেন। তাঁহার অনুমতি পাইলেই তখন কুচবিহারের আদালতে ওকালতি করা যাইত। গোপালবাবু কুচবিহারে ওকালতি করিতে সঙ্কল্প করিয়া কমিশনার সাহেবের অনুমতি চাহিলেন এবং চাকরী হইতে ছয়মাসের ছুটীর প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতায় কমিশনার বাহাদুর অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহার ওকালতি করিবার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াই তিনি তাঁহার পারসনাল এসিষ্টাণ্ট (Personal Assistant) দিননাথ বাবুকে বলিলেন—"বালক গোপাল উকিল হইতে চাহিতেছে, তাহা ভালই, তাহাকে পড়িতে বলুন, এখন ছুটী দেওয়া হইবে না, ওকালতি পাশ করিতে হইবে, কুচবিহারের উকিল হইলে চলিবে না।" সুতরাং কুচবিহার যাওয়া হইল না। কিন্তু ওকালতি পরীক্ষা দিবারও উপায় নাই, পুথি পুস্তক কিছুই নাই। তখন রংপুরে পরীক্ষা গৃহীত হইত। পরীক্ষার একমাস পূর্ব্বে গোপাল ছুটী লইয়া রংপুরে যাইতে চাহিলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"রংপুর যাইয়া কোথায় থাকিবে, পড়িবার পুস্তক কোথায় পাইবে?" গোপাল তাহা জানিতেন না, কিন্তু রংপুর যাইতে হইবে, পরীক্ষা দিতে হইবে। সাহেব তখন রংপুরের গভর্ণমেণ্ট নীলকরকে দুইখানা পরোয়ানা দিলেন—তথায় গোপাল বাবুর থাকিবার ব্যবস্থা করিতে এবং তাঁহাকে আবশ্যক মত আইন গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া দিতে। একমাস পড়িয়াই তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তৎপর জলপাইগুড়িতে উকিল হইলেন এবং অল্প দিন মধ্যেই ওকালতি ব্যবসায়ে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

এখন তিনি জলপাইগুড়িতে সপরিবার অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার দুই কন্যা ও এক পুত্র হইল। প্রথমা কন্যা কাদম্বিনী দেবীকে মাণিকগঞ্জ-

দিয়াবাড়ীনিবাসী শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ রায় মহাশয়ের সহিত বিবাহ দেন। তারিণী বাবু এক্ষণে জলপাইগুড়ির প্রধান উকিল ও সুবিখ্যাত চা-কর (Tea-planter)। তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা সৌদামিনী দেবীকে ঢাকা-জলসীননিবাসী শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন ধর এম্ এ, বি, এল, মহাশয়ের সহিত বিবাহ দেন। মোহিনী বাবু অধ্যাপক, উকিল, ময়ূরভঞ্জের ব্যবহারসচিব, প্রধান বিচারপতি এবং পরে দেওয়ান হইয়াছিলেন। ঘোষ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র যোগেশচন্দ্র ১২৮৬ সনে (১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে) জলপাইগুড়িতে ভূমিষ্ঠ হন। এই প্রবন্ধের শেষ ভাগে তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা নারীকুলভূষা স্বর্গীয়া সৌদামিনী দেবীর জীবনকথা এবং তাঁহার কৃতী পুত্র যোগেশচন্দ্রের চরিতকথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে।

স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কর্ম্মজীবনের ইতিহাস প্রধানতঃ জলপাইগুড়ীর চা-ব্যবসায়ের ইতিহাস। জলপাইগুড়িতে আজ যে বাঙ্গালীদের চায়ের বহুসংখ্যক যৌথ-ব্যবসায় প্রভূত সমৃদ্ধি লাভ করিয়া বহুসংখ্যক বাঙ্গালীর অন্নসংস্থানের উপায়ভূত হইয়াছে তাহার আদি-প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। ১৮৭০ হইতে ৭৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে জলপাইগুড়ি ডুয়ার্সে য়ুরোপীয়গণ কয়টী চায়ের বাগান স্থাপন করেন। দূরদর্শী গোপালচন্দ্রের এই নূতন ব্যবসায়ের সন্ধান লইতে বিলম্ব হইল না। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে (তাঁহার পুত্র যোগেশচন্দ্রের জন্মবর্ষে) জলপাইগুড়ির আদালতের সেরেস্তাদার স্বর্গীয় শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ও অন্য কতিপয় বন্ধুসহ তিনি জলপাইগুড়ি টী-কোম্পানী লিমিটেড্ ও তদধীন মোগলকাটা চা-বাগান (Mogalkata Tea Estate) স্থাপন করেন। তখন লোকে চা-ব্যবসায়ের মর্ম্ম জানিত না, যৌথ-ব্যবসায় (Joint Stock Company) কি তাহাও বুঝিত না, সুতরাং ৫০ হাজার টাকার অংশ (Share) বিক্রয় করিতে তাঁহাদের বহু বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাঁহাদের অদম্য অধ্যবসায়ে এই কোম্পানী ক্রমে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। এক্ষণ এই কোম্পানী শতকরা ৩২৫৲ টাকা হারে লাভ (dividend) দিতেছে। তৎপর ১৮৮২ সনে নর্দার্ন্ বেঙ্গল টী-করপোরেশন লিমিটেড্ (Northern Bengal Tea Corporation Limited) ও তদধীন নিদাম চা-বাগান (Nedam Tea Estate) প্রতিষ্ঠা করেন। এই কোম্পানী এখন শতকরা ৬০৲ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড্ দিতেছে। ইহার দুইবৎসর পরে তিনি জ্বর ও আমবাত রোগে বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন। তিনি জলপাইগুড়ি হইতে একরূপ চিরবিদায় লইয়া চিকিৎসার জন্য দেশে যাইতে প্রস্তুত হইলেন, এমন সময় তাঁহার প্রাণ

ত্যাগত বাগান মোগলকাটার সেক্রেটারি আসিয়া জানাইলেন—"অবিলম্বে ৫০০০৲ টাকা না হইলে বাগান রক্ষা করা অসম্ভব, কোথাও টাকা মিলিতেছে না।" তৎক্ষণাৎ কোম্পানীর ডিরেক্টরগণকে এবং কালু কাইয়া নামক এক জন ধনী মারবারীকে ডাকাইলেন। তাঁহারা আসিলে তিনি মারবারীকে বলিলেন—"১৫০০০৲ টাকা আমাদের বাগানের জন্য তোমাকে কর্জ্জ দিতে হইবে, আমরা ডিরেক্টরগণ নিজ দায়িত্বে হ্যাণ্ড নোট দিতে প্রস্তুত আছি।" ঘোষ মহাশয়ের সততা ও সুনাম এমন ছিল যে তাঁহাকে রোগশয্যায় শায়িত দেখিয়াও সেই মহাজন বলিলেন—"মহাশয় একা হ্যাণ্ড নোট দিলেই আমি ১৫০০০৲ টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।" সে কালে ১৫০০০৲ টাকা কর্জ্জ লওয়া বা কর্জ্জ দেওয়া সাধারণ ব্যাপার ছিল না। একজন ডিরেক্টর হ্যাণ্ড-নোট সহি করিতে আপত্তি করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অবসর দিয়া তাঁহার স্থলে অন্য একজন ডিরেক্টর নিযুক্ত করিয়া, ডিরেক্টরগণের সহিযুক্ত হ্যাণ্ডনোট দিয়া টাকা কর্জ্জ লইলেন, কোম্পানী বিপদ হইতে মুক্ত হইল। ঘোষ মহাশয় বলিলেন—"আর দুইমাস মাত্র বাগান চালাইতে পারিলেই লাভ দাঁড়াইবে, তখন আর টাকার অভাব হইবে না। আমি তিন মাসের ব্যবস্থা করিয়া গেলাম, যদি আর না ফিরি তথাপি বাগান থাকিবে।" তৎপর দেশে আসিয়া সাভারের স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় গুরুচরণ কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করেন। আটমাস পরে জলপাইগুড়িতে প্রত্যাগমন করিলে বন্ধু বান্ধবগণের আনন্দের সীমা রহিল না।

মোগলকাটা ও নিদাম চা-বাগান ক্রমে উন্নতি লাভ করিলে তিনি ১৮৮৯ সালে পেস্কার রহিমবক্স সাহেবের অনুরোধে আঞ্জুমান টী-কোম্পানী লিমিটেড্ ও তদধীন মাকরাপাড়া ও মুজনাই চা-বাগান প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার ৭।৮ বৎসর পরে পত্নীর অসুস্থতার জন্য ঘোষ মহাশয় ৬।৭ মাস কাল স্থানান্তরে অবস্থান করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে তৎকালীন জলপাইগুড়ীর উকিল স্বর্গীয় শ্রীনাথ রায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে আঞ্জুমানের অবস্থা খুব সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে, কোম্পানীর বহু টাকা লোকসান হয়। ঘোষ মহাশয় ফিরিয়া আসিয়াই পরলোকগত জয়চন্দ্র সান্যাল, যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ রায় প্রভৃতি ডিরেক্টরগণের সহযোগে তাঁহাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বে ৯০০০০৲ টাকা কর্জ্জ করিয়া বাগান দুইটী উদ্ধার করেন। ১৯২৪ সনে এই বাগান শতটাকা ১০০৲ টাকা ডিভিডেণ্ড্ দিয়াছে, তৎপূর্ব্বে কোন কোন বর্ষে আরও অধিক দিয়াছে। ইহার পর শ্রীনাথ রায়

মহাশয়ের উদ্যমে ১৮৯৫ সনে প্রতিষ্ঠিত কাঠালগুড়ি টী-কোম্পানী ও কাঠালগুড়ি চা-বাগান দুরবস্থায় পতিত হয়, তখন শ্রীনাথ রায় মহাশয় গোপাল বাবু, তারিণী বাবু প্রভৃতির হস্তে তাহার পরিচালন ভার অর্পণ করেন। এখন কাঠালগুড়ির খুব ভাল অবস্থা, ১৯২৪ সনে শতকরা ৩৪০৲ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড দিয়াছে। তারপর ১৯০০ সনে প্রতিষ্ঠিত আটিয়াবাড়ী বাগান চালাইতে না পারিয়া শ্রীনাথবাবু এটীও ইহাদের হস্তে অর্পণ করেন। ক্রমে আটিয়াবাড়ী অসাধারণ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, গত ১৯২৪ সনে শতকরা ৩৫০৲ টাকা ডিভিডেণ্ড দিয়াছে, যাহা এ যাবৎ আর কোন কোম্পানী দিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার পর ১৯০৭ সনে ঘোষ মহাশয় জামাতা তারিণী প্রসাদ ও ৺শশিকুমার নিয়োগী প্রভৃতির সহযোগিতায় রামঝোরা টী-কোম্পানী ও চা-বাগান স্থাপন করেন। তিনি তাহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। রামঝোরার অবস্থাও এখন খুব ভাল, শতকরা ২০০৲ টাকা ডিভিডেণ্ড দিতেছে। তৎপর ১৯১২ সনে তাঁহার নামে গোপালপুর টী-কোম্পানী ও গোপালপুর টী-এষ্টেট প্রতিষ্ঠিত হয়, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ইহারও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। গোপালপুর এক্ষণ শতকরা ১২৪৲ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড দিতেছে। এই চা-বাগান ঘোষ মহাশয়ের জীবনের শেষ কীর্ত্তি।

১৯২২ সালের ৮ই মার্চ্চ (১৩২৮ সনের ফাল্গুন মাসে) ৮৭ বৎসর বয়সে প্রচুর সম্পত্তি ও যোগ্য পুত্র যোগেশচন্দ্রকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া ঘোষ মহাশয় পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইলে জলপাইগুড়ির সকল টী-কোম্পানীর অফিস, সকল বিদ্যালয়, সকল গভর্ণমেণ্ট অফিস, এমন কি ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কও বন্ধ হইয়াছিল। য়ুরোপীয় চা-কর সমিতি (The European Duars Planters' Association) এবং ভারতীয় চা-কর সমিতি (Indian Tea Planters' Association) তাঁহাদের বার্ষিক সভার অধিবেশনে ও বার্ষিক বিবরণীতে (Annual Report এ) জ্বলন্ত ভাষায় তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের ও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, অধ্যবসায়, কর্ম্মদক্ষতা ও দূরদৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভারতীয় ও য়ুরোপীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী হইতে সাধারণ লোক পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন। তিনি পূর্ব্বে ইংরেজী জানিতেন না, কিন্তু পরে বেশ শিখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পিতার পুণ্যস্মৃতি সতত জাগরূক রাখার অভিপ্রায়ে তাঁহার জলপাইগুড়ির বৃহৎ আবাসবাটীকে "গোপাল ভবন" নাম দিয়াছেন এবং তাঁহার জন্মভূমি বরঙ্গাইল গ্রামে "গোপাল চন্দ্র হাইস্কুল" প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

অতঃপর ঘোষ মহাশয়ের ভ্রাতা ও পুত্রকন্যাদের কথা বলিব। তাঁহার সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৈলাস চন্দ্র গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিতেন, পরে পেন্সন লইয়া নবদ্বীপ ধামে কতিপয় বৎসর সুপ্রতিষ্ঠার সহিত বাস করিয়া পরিণত বয়সে স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ নিতাই চন্দ্র ঘোষ বর্ত্তমান আছেন। তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীমৎ নলিনীকান্ত ঘোষ বর্ম্ম গুণাকর পরম হরিভক্ত, তপোনিষ্ঠ, গৈরিক বেশধারী সাধুপুরুষ। তিনি বরঙ্গাইলে সর্ব্বদা বাস করেন। কায়স্থসমাজে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার প্রবর্ত্তনে তিনি সতত উদ্যমশীল, তাঁহার চেষ্টায় মাণিকগঞ্জ অঞ্চলে শত শত কায়স্থ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম কার্য্যাদিতে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে কায়স্থসাধারণকে তিনি নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা সতত উৎসাহিত করিয়া থাকেন। তাঁহার পাঁচটী পুত্র, জ্যেষ্ঠ অবনী। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবকুমার ঘোষ, তাঁহার একটী পুত্র হইয়াছে। বরঙ্গাইলের ঘোষ পরিবার এক সময়ে জনবহুল ছিল, কিন্তু তাঁহার অনেক শাখা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে।

ঘোষ মহাশয়ের প্রথমা কন্যা জলপাইগুড়ীর তারিণী প্রসাদ রায় মহাশয়ের প্রথমা পত্নী কাদম্বিনী দেবী একটী মাত্র কন্যা রাখিয়া ১৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। দ্বিতীয়া কন্যা সৌদামিনী ১২৬৩ সালের ১২ই ফাল্গুন মাতুলালয়ে রামনগর গ্রামে ভূমিষ্ঠা হন এবং ১৩২৯ সনের ৪ঠা ভাদ্র ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার জীবন নারীজাতির এক মহান আদর্শ। ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে তাঁহাতে হিন্দু নারীজীবন চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। পতি-পরায়ণতা, ঈশ্বর-পরায়ণতা, দেশপ্রীতি, আতিথেয়তা, পরদুঃখকাতরতা, লোকসেবা, শিক্ষা, সৌজন্য, কর্ম্মঠতা, গৃহিণীপনা, সন্তান পালন, রন্ধননৈপুণ্য—যেদিক্ দিয়া বিচার করিতে যাই, অপূর্ণতা কোথাও নাই। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ, সাধ্বী সৌদামিনী নামক পুস্তকে তাঁহার পুণ্য জীবনের আলেখ্য সুন্দর ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন। এই পঞ্চশত পৃষ্ঠা ব্যাপী জীবনচরিতে সৌদামিনী দেবীর স্বালিখিত ডায়েরী ও পত্রাবলী মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার ধর্ম্মভক্ত জীবনের আদর্শ কত উচ্চ ছিল এই ডায়েরী ও পত্রাবলী তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে।

তিনি বিদুষী ছিলেন। মাতৃভাষা ব্যতীত ইংরেজী এবং সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন, গীতাশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্না ছিলেন, এবং সতত নিষ্কাম কর্ম্মের চিন্তা ও সাধনায় রত থাকিতেন। তিনি মাতার উপদেশে বাল্যে তপস্যা করিয়া বিদ্বান্ ও চরিত্রবান্ মোহিনীমোহনকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ছায়ার

মহাশয়ের উদ্যমে ১৮৯৫ সনে প্রতিষ্ঠিত কাঁঠালগুড়ি টী-কোম্পানী ও কাঁঠালগুড়ি চা-বাগান দুরবস্থায় পতিত হয়, তখন শ্রীনাথ রায় মহাশয় গোপাল বাবু, তারিণী বাবু প্রভৃতির হস্তে তাহার পরিচালন ভার অর্পণ করেন। এখন কাঁঠালগুড়ির খুব ভাল অবস্থা, ১৯২৪ সনে শতকরা ৩৪০৲ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড দিয়াছে। তারপর ১৯০০ সনে প্রতিষ্ঠিত আটিয়াবাড়ী বাগান চালাইতে না পারিয়া শ্রীনাথবাবু এটীও ইহাদের হস্তে অর্পণ করেন। ক্রমে আটিয়াবাড়ী অসাধারণ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, গত ১৯২৪ সনে শতকরা ৩৫০৲ টাকা ডিভিডেণ্ড দিয়াছে, যাহা এ যাবৎ আর কোন কোম্পানী দিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার পর ১৯০৭ সনে ঘোষ মহাশয় জামাতা তারিণী প্রসাদ ও ৺শশিকুমার নিয়োগী প্রভৃতির সহযোগিতায় রামঝোরা টী-কোম্পানী ও চা-বাগান স্থাপন করেন। তিনি তাহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। রামঝোরার অবস্থাও এখন খুব ভাল, শতকরা ২০০৲ টাকা ডিভিডেণ্ড দিতেছে। তৎপর ১৯১২ সনে তাঁহার নামে গোপালপুর টী-কোম্পানী ও গোপালপুর টী-এষ্টেট প্রতিষ্ঠিত হয়, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ইহারও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। গোপালপুর এক্ষণ শতকরা ১২৪৲ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড দিতেছে। এই চা-বাগান ঘোষ মহাশয়ের জীবনের শেষ কীর্ত্তি।

১৯২২ সালের ৮ই মার্চ্চ (১৩২৮ সনের ফাল্গুন মাসে) ৮৭ বৎসর বয়সে প্রচুর সম্পত্তি ও যোগ্য পুত্র যোগেশচন্দ্রকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া ঘোষ মহাশয় পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইলে জলপাইগুড়ির সকল টী-কোম্পানীর অফিস, সকল বিদ্যালয়, সকল গভর্ণমেণ্ট অফিস, এমন কি ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কও বন্ধ হইয়াছিল। য়ুরোপীয় চা-কর সমিতি (The European Duars Planters' Association) এবং ভারতীয় চা-কর সমিতি (Indian Tea Planters' Association) তাঁহাদের বার্ষিক সভার অধিবেশনে ও বার্ষিক বিবরণীতে (Annual Report এ) জ্বলন্ত ভাষায় তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের ও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, অধ্যবসায়, কর্ম্মদক্ষতা ও দূরদৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভারতীয় ও য়ুরোপীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী হইতে সাধারণ লোক পর্য্যন্ত সকলে তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন। তিনি পূর্ব্বে ইংরেজী জানিতেন না, কিন্তু বেশ শিখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পিতার পুণ্যস্মৃতি জাগরূক রাখার অভিপ্রায়ে তাঁহার জলপাইগুড়ির বৃহৎ আবাসবাটীকে "ভবন" নাম দিয়াছেন এবং তাঁহার জন্মভূমি বরঙ্গাইল গ্রামে "গোপালচন্দ্র হাসপাতাল" প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

অতঃপর ঘোষ মহাশয়ের ভ্রাতা ও পুত্রকন্যাদের কথা বলিব। তাঁহার সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৈলাস চন্দ্র গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিতেন, পরে পেন্সন লইয়া নবদ্বীপ ধামে কতিপয় বৎসর সুপ্রতিষ্ঠার সহিত বাস করিয়া পরিণত বয়সে স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ নিতাই চন্দ্র ঘোষ বর্ত্তমান আছেন। তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীমৎ নলিনীকান্ত ঘোষ বর্ম্ম গুণাকর পরম হরিভক্ত, তপোনিষ্ঠ, গৈরিক বেশধারী সাধুপুরুষ। তিনি বরঙ্গাইলে সর্ব্বদা বাস করেন। কায়স্থসমাজে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার প্রবর্ত্তনে তিনি সতত উদ্যমশীল, তাঁহার চেষ্টায় মাণিকগঞ্জ অঞ্চলে শত শত কায়স্থ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম কার্য্যাদিতে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে কায়স্থসাধারণকে তিনি নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা সতত উৎসাহিত করিয়া থাকেন। তাঁহার পাঁচটী পুত্র, জ্যেষ্ঠ অবনী। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবকুমার ঘোষ, তাঁহার একটী পুত্র হইয়াছে। বরঙ্গাইলের ঘোষ পরিবার এক সময়ে জনবহুল ছিল, কিন্তু তাহার অনেক শাখা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে।

ঘোষ মহাশয়ের প্রথমা কন্যা জলপাইগুড়ীর তারিণী প্রসাদ রায় মহাশয়ের প্রথমা পত্নী কাদম্বিনী দেবী একটী মাত্র কন্যা রাখিয়া ১৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। দ্বিতীয়া কন্যা সৌদামিনী ১২৬৩ সালের ১২ই ফাল্গুন মাতুলালয়ে রামনগর গ্রামে ভূমিষ্ঠা হন এবং ১৩২৯ সনের ৪ঠা ভাদ্র ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার জীবন নারীজাতির এক মহান আদর্শ। ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে তাঁহাতে হিন্দু নারীজীবন চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। পতি-পরায়ণতা, ঈশ্বর-পরায়ণতা, দেশ-প্রীতি, আতিথেয়তা, পরদুঃখকাতরতা, লোকসেবা, শিক্ষা, সৌজন্য, কর্ম্মঠতা, গৃহিণীপনা, সন্তান-পালন, রন্ধননৈপুণ্য—যেদিক দিয়া বিচার করিতে যাই, অপূর্ণতা কোথাও নাই। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ, সাধ্বী-সৌদামিনী নামক পুস্তকে তাঁহার পুণ্য জীবনের আলেখ্য সুন্দর ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন। এই পঞ্চশত পৃষ্ঠ ব্যাপী জীবনচরিতে সৌদামিনী দেবীর স্বালিখিত ডায়েরী ও পত্রাবলী মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার ধর্ম্ম ও জীবনের আদর্শ কত উচ্চ ছিল এই ডায়েরী ও পত্রাবলী তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে।

তিনি বিদুষী ছিলেন। মাতৃভাষা ব্যতীত ইংরেজী এবং সংস্কৃতও শিখিয়াছিলেন। গীতাশাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপন্না ছিলেন, এবং সতত নিষ্কাম কর্ম্মের চিন্তা ও সাধনায় রত থাকিতেন। তিনি মাতার উপদেশে বাল্যে তপস্যা করিয়া বিদ্বান্ ও চরিত্রবান্ মোহিনীমোহনকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ছায়ার

মত পতির অনুসরণ করিয়াছেন। ১২৯৭ সনে যখন মোহিনীমোহন ময়ূরভঞ্জের ব্যবহারসচিব (Judicial Adviser) ও মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেবের শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়া ময়ূরভঞ্জে গমন করেন, তখন সৌদামিনীও চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে পতির সহিত সংসার করিতে ময়ূরভঞ্জে গমন করেন এবং বারিপদা পল্লীতে আবাস স্থাপন করেন। এই বারিপদাই তাঁহার সংসারধর্ম্ম পালনের প্রধান ক্ষেত্র, ২৩ বৎসর কাল তিনি স্বামীর সহিত এখানে অবস্থান করেন। ১৩১২সালে মোহিনী বাবু ময়ূরভঞ্জের প্রধান বিচারপতির পদ হইতে রাজ্যের উচ্চতম পদে—দেওয়ান পদে—উন্নীত হন।

১২৯৮ সনে তাঁহাদের প্রথমাকন্যা স্নেহলতা, ১৩০০ সনে প্রথম পুত্র সুধীর মোহন, ১৩০২ সনে দ্বিতীয় পুত্র ধীরেন্দ্র মোহন এবং ১৩০৫ সনে তৃতীয় পুত্র সত্যেন্দ্র মোহন ভূমিষ্ঠ হন। কন্যা ও প্রথম পুত্র শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হয়। মোহিনীবাবু ১৩১২ হইতে ১৩১৯ সন পর্য্যন্ত মাত্র ৭ বৎসর কাল দেওয়ান পদে কার্য্য করিয়া পুত্রদ্বয়ের শিক্ষাবিধান ও ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ধীরেন্দ্র মোহন শিক্ষালাভার্থে ইতিপূর্ব্বে বিলাতে গিয়াছিলেন। এক্ষণ পতি পত্নী উভয়ে কনিষ্ঠ পুত্র সত্যেন্দ্রমোহনকে সঙ্গে লইয়া বিলাতে যাইয়া পুত্রদ্বয়ের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ১৩২১ সনের মাঘ মাসে দেবী সৌদামিনী বারিপদার নরনারীবর্গকে মাতৃহারা করিয়া তথা হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। ১৩২১ সনের চৈত্র মাসে তাঁহারা লণ্ডনে পৌঁছিলেন। সৌদামিনী দেবীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ক্ষিতীশ পিশীমার কাছে বারিপদাতেই থাকিত। স্নেহময়ী পিশীমা পুত্রের সহিত ভ্রাতুষ্পুত্রকেও বিলাতে লইয়া গেলেন। মাতাপিতা, পিতামহপিতামহী সকলকে ছাড়িয়া এই ১২ বৎসরের বালক পিশীমার সঙ্গে বিলাতে গেল!

পতিপত্নী উভয়েই নিরামিষাশী। বিলাত যাইতে পথিমধ্যে বা বিলাতে সুদীর্ঘ প্রবাসকালে একদিনের জন্যও তাঁহারা এই ব্রত ভঙ্গ করেন নাই। বিলাতেও মিসেজ্ ধর আর্য্য সধবানারীর সিন্দুরের কৌটা, দেবতার পূজা, সুখাদ্য অন্নব্যঞ্জন রন্ধন, স্বদেশের আচার, ও বঙ্গমহিলার বেশভূষা ত্যাগ করেন নাই। সেখানেও অল্পদিন মধ্যেই লোকে তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্বা পতিভক্তি, ভগবৎপ্রীতি ও লোকহিতৈষণার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। এজন্য বিলাতের সজ্জনসমাজে মিসেজ্ ধর বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধীরেন্দ্র মোহন লণ্ডন

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি এস্-সি পাশ করিয়া এবং বার্-এট্-ল হইয়া ১৩২৫ সনে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে সৌদামিনী দেবী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্তা হন। পরে রোগমুক্তা হইয়া ১৩২৬ সনে পুত্র সত্যেন্দ্রমোহন ও ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষিতীশকে বিলাতে রাখিয়া পতিসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সত্যেন্দ্রমোহন সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৩২৮ সনে প্রত্যাবৃত্ত হন। কিন্তু দেশে ফিরিবার দুই বৎসর মধ্যেই সৌদামিনী দেবী পুনরায় সেই রোগে আক্রান্তা হন, এবার বহু চিকিৎসাতেও তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না। এই সময়ে (১৩২৮ সনের ফাল্গুন মাসে) তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন। পিতৃবিয়োগব্যথা বুকে লইয়া ১৩২৯ সনের ৪ঠা ভাদ্র তিনি কলিকাতার বীডন্ ষ্ট্রীটস্থ আবাসবাটীতে শতসহস্র বন্ধুজনকে কান্দাইয়া, চিরারাধ্য পতি ও কল্যাণীয় পুত্রদ্বয়কে, বৃদ্ধা মাতা ও প্রাণাধিক ভ্রাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া মহাপ্রস্থান করেন।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার অশেষ গুণের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। কেবল দুই একটী কথা বলিয়া তাঁহার মহাপ্রাণতার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। তিনি ময়ূরভঞ্জের দেওয়ানের পত্নী, একদা তাঁহার একটী চাকরাণীর একটা ঘৃণিত রোগ হইল, অন্য চাকর চাকরাণী বা আর কেহই ঘৃণায় অভাগিনীর কাছে যায়না। তজ্জন্য তিনি কাহাকেও তিরস্কার করিলেন না, নিজেই অশেষ প্রেমে তাহার শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে রোগমুক্তা করিলেন। তাহার দূষিত বস্ত্রাদি ও মলমূত্র পরিষ্কার করিতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। বড় ছোট, বিদ্বান্ মূর্খ সকলকেই তিনি প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসতেন। কোল ভিল যে কোন জাতীয় লোক তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইত তিনি তাহাদের উত্তম আহার্য্য দানে পরিতৃপ্ত করিতেন এবং শিশুদের উত্তম বস্ত্রাদি পরাইয়া, পয়সা দিয়া, কোলে লইয়া আদর করিতেন। মানুষ অবস্থাধীনে বড় বা ছোট হয়, বস্তুতঃ কেহ বড় বা কেহ ছোট নহে—এই বিশ্বাস তাঁহার বদ্ধমূল ছিল। কোন সৎকার্য্যের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করিতে গেলেন, কেহ সাহায্য দান করিলেন, কেহ করিলেননা। কিন্তু যাঁহারা দিলেননা তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া কেহ কিছু বলিলে তিনি অতিশয় ব্যথিত হইতেন, তিনি বলিতেন—"কেহ এই কার্য্যে অর্থ দান করিলেন না বলিয়া তাঁহার প্রতি বিন্দুমাত্রও অশ্রদ্ধার ভাব আমাদের মনে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, লোকে সাহায্য না করিলে বুঝিতে হইবে আমাদেরই ঐকান্তিকতার অভাব। আর ফলাফল ত ভগবানের হাতে, আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা কর্ত্তব্য বুঝিব

তৎসাধনে যত্ন করিব এই মাত্র, আমরা কোন কার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হইলে অন্য লোকের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসার অভাব কদাচ আমাদের না হউক।"

ভয় তাঁহার ছিলনা। শ্রীভগবানে যিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাঁহার আবার ভয় কি? য়ুরোপীয় মহাসমরের কালে যখন জর্ম্মাণ বিমান হইতে কলিকাতা সহরের উপর ভীষণ বিস্ফোরক গোলা পতিত হইতেছিল, তখন নরনারীগণ তাহার আবির্ভাবের সংবাদ পাইয়া প্রাণ রক্ষার জন্য নিরাপদ স্থানের অন্বেষণে ছুটা ছুটি করিত, কিন্তু মেসেজ ধর কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আপন কার্য্য করিয়া যাইতেন এবং ইংরেজ মহিলাগণকে ভীতি ও দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে উপদেশ দিতেন। যখন রোগে যখন তাঁহার অতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হইল এবং জীবনের আশাই রহিল না তখন ডাক্তারগণ বলিলেন শিশু-শরীরের রক্ত হরাঁর দেহে প্রবেশ (Injection) করাইতে হইবে, শিশুদের আহাতে বিশেষ কিছু কষ্ট হইবে না। রুগ্ন বাবার জীবন রক্ষার জন্য তাঁহাদের শিশুসন্তানদিগকে আগ্রহের সহিত আসিলেন, দেবী সৌদামিনী তাহা জানিবা মাত্র বলিলেন—"আহা, তাও কি পারে? আমার জীবনের জন্য শিশুরা কষ্ট পাইবে? এ কলঙ্ক আমি অর্জ্জন না। মৃত্যু ত হইবেই, তার জন্য আর ভয় কি? সকল যাতনার অবসান একদি হইবেই।" এই ব্যবস্থায় তিনি কোন রূপেই সম্মত না হওয়াতে এই শেষ চে ব্যর্থ হইল।

এইরূপ শত শত জ্ঞান, ধর্ম্ম ও পুণ্যের কথা তাঁহার স্মৃতিকে অমর ও উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। শত শত বিদ্বান্ ও সজ্জন ব্যক্তি তাঁহাকে মা ডাকিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। সেই সূত্রে তাঁহার প্রাণাধিক অনুজ যোগেশ আজও তাঁহাদের মামা এবং আত্মীয় হইতেও আত্মীয় হইয়া রহিয়াছেন। ও ভগ্নীর মধ্যে এক দেবদুর্লভ প্রীতি ও স্নেহের বন্ধন ছিল। শ্রীযুক্ত মো মোহন ধর মহাশয় নারীললামভূতা মহীয়সী পত্নীর স্মৃতি বুকে লইয়া এক বাসভূমি জলসীন গ্রামে এক লোকসেবানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার তত্ত্বাব কালাতিপাত করিতেছেন। স্বর্গীয় ঘোষ মহাশয় কন্যা ও জামাতাকে গোপ পুর বাগানের যে অংশ দিয়াছিলেন তাহার বার্ষিক আয় ২৫০০৲ টাকা মোহিনী বাবুর নিজ অংশের বার্ষিক আয় ৫০০০৲ টাকা। এই সেবাব্রতে উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঘোষ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র যোগেশচন্দ্র

জলপাইগুড়ি নগরে জন্মগ্রহণ করেন। জীবিত ব্যক্তির জীবনের আলোচনা নিরাপদ নহে, তথাপি স্বর্গীয় ঘোষ মহাশয়ের পারিবারিক কথা বলিতে যাইয়া তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সম্বন্ধেও দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক। ১৩০৯ সনে বি, এ, ও তাহার ২।৩ বৎসর পরে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যোগেশ বাবু জলপাইগুড়িতে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত চা-বাগানের তত্ত্বাবধানেও মনোনিবেশ করেন। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি স্বয় কর্ম্ম-কুশলতায় চা-বাগান পরিচালনে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ১৩০৬ সনে তিনি রাইসর-নিবাসী ঢাকার উকিল শ্রীযুক্ত নিরাপণচন্দ্র গুহ মোস্তফা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুভাষিণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

তিনি বহু সদনুষ্ঠানের সহায়ক। তাঁহার পরিবারে সকলেই খদ্দর পরিধান করেন, কুমিল্লার অভয়াশ্রমের তিনি অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। বরঙ্গাইল গ্রামে তিনি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়, সহৃদয়সম্প্রদায় নামে সেবকমণ্ডলী, গোপালচন্দ্র হাইস্কুল, দক্ষিণাকালী বালিকা বিদ্যালয়, সুভাষিণী প্রাইমারী স্কুল এবং বরঙ্গাইল হরিসভা স্থাপন করিয়াছেন। এই হরিসভার এক বিশেষত্ব এই যে হইতে স্থানীয় মুসলমানগণও যোগদান করিয়া থাকেন। হরিসভার বার্ষিক উৎসবে ৩।৪ হাজার লোক সমবেত হয়।

তিনি তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র শ্রীমান দেবেশচন্দ্র ও বীরেন্দ্রচন্দ্রকে এবং ষোড়শবর্ষীয়া প্রথমা কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবীকে (All India Licence লইয়া) ভাল ভাল বন্দুক কিনিয়া দিয়াছেন। বাড়ীতে শিক্ষক রাখিয়া পুত্র কন্যা সকলকে এবং পুত্রবধূ শ্রীমতী গীতাদেবীকেও লাঠিখেলা শিখাইতেছেন। বস্তুতঃ তিনি তাঁহার পরিবারে নানা বিষয়ের উত্তম আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। এই দুর্দ্দিনে হিন্দু জাতির রক্ষা ও কল্যাণের জন্য ধনী দরিদ্র হিন্দু পরিবার মাত্রকেই আমরা এই আদর্শের যথাশক্তি অনুসরণ করিতে বলি।

তাঁহার স্বজাতি-প্রীতিও অনুকরণীয়। তিনি বহু বন্ধুজন সহ ১৩২৯ সনে জলপাইগুড়ী নগরে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্রগণ এবং জ্ঞাতিবর্গও উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। কায়স্থ-সমাজের সর্ব্বাংশে উপনয়ন সংস্কার প্রবর্ত্তন তাঁহার একান্তিক উৎসাহ। সম্প্রতি তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক-পদ গ্রহণ করিয়া সভার উন্নতিসাধনে ব্রতী হইয়াছেন।

শ্রীঅখিলচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্ম বেদার্থচিন্তামণি।

তৎসাধনে যত্ন করিব এই মাত্র, আমরা কোন কার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হইলে [illegible] লোকের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসার অভাব কদাচ আমাদের না হউক।"

ভয় তাঁহার ছিলনা। শ্রীভগবানে যিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, [illegible] আবার ভয় কি? য়ুরোপীয় মহাসমরের কালে যখন জর্ম্মাণ বিমান হইতে [illegible] সহরের উপর ভীষণ বিস্ফোরক গোলা পতিত হইতেছিল, তখন নরনারী [illegible] তাহার আবির্ভাবের সংবাদ পাইয়া প্রাণ রক্ষার জন্য নিরাপৎ স্থানের অনুসন্ধান ছুটা ছুটি করিত, কিন্তু মিসেজ্ ধর কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আপন [illegible] করিয়া যাইতেন এবং ইংরেজ মহিলাগণকে ভীতি ও দুর্ব্বলতা ত্যাগ [illegible] শ্রীভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে উপদেশ দিতেন। [illegible] রোগে যখন তাঁহার অতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হইল এবং জীবনের আশাই [illegible] তখন ডাক্তারগণ বলিলেন শিশু শরীরের রক্ত ইহাঁর দেহে প্রবেশ (Inject[illegible] করাইতে হইবে, শিশুদের তাহাতে বিশেষ কিছু কষ্ট হইবে না। বন্ধু [illegible] তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য তাঁহাদের শিশুসন্তানদিগকে আগ্রহের সহিত [illegible] আসিলেন, দেবী সৌদামিনী তাহা জানিবা মাত্র বলিলেন—"আহা, তাও কি [illegible] পারে? আমার জীবনের জন্য শিশুরা কষ্ট পাইবে? এ কলঙ্ক আমি অর্জ্জন [illegible] না। মৃত্যু ত হইবেই, তার জন্য আর ভয় কি? সকল যাতনার অবসান একদিন হইবেই।" এই ব্যবস্থায় তিনি কোন রূপেই সম্মত না হওয়াতে এই [illegible] ব্যর্থ হইল।

এইরূপ শত শত জ্ঞান, ধর্ম্ম ও পুণ্যের কথা তাঁহার স্মৃতিকে অমর [illegible] উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। শত শত বিদ্বান্ ও সজ্জন ব্যক্তি তাঁহাকে [illegible] ডাকিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। সেই সূত্রে তাঁহার প্রাণাধিক অনুজ [illegible] আজও তাঁহাদের মামা এবং আত্মীয় হইতেও আত্মীয় হইয়া রহিয়াছেন [illegible] ও ভগ্নীর মধ্যে এক দেবদুর্লভ প্রীতি ও স্নেহের বন্ধন ছিল। শ্রীযুক্ত [illegible] মোহন ধর মহাশয় নারীললামভূতা মহীয়সী পত্নীর স্মৃতি বুকে লইয়া [illegible] বাসভূমি জলসীন গ্রামে এক লোকসেবানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার [illegible] কালাতিপাত করিতেছেন। [illegible] মহাশয় কন্যা ও [illegible] পুত্র বাগানের [illegible] তাহার বার্ষিক [illegible] মোহিনী বাবুর নিজ অংশের বার্ষিক আয় [illegible] টাকা [illegible] উৎসর্গীকৃত [illegible]।

[illegible]

জলপাইগুড়ি নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। জীবিত ব্যক্তির জীবনের আলোচনা নিরাপৎ নহে, তথাপি স্বর্গীয় ঘোষ মহাশয়ের পারিবারিক কথা বলিতে হইলে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সম্বন্ধেও দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক। ১৩০৯ সনে বি, এ, ও তাহার ২।৩ বৎসর পরে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যোগেশ বাবু জলপাইগুড়িতে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত চা-বাগানের তত্ত্বাবধানেও মনোনিবেশ করেন। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি স্বয়ং কর্ম্ম-কুশলতায় চা-বাগান পরিচালনে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ১৩০৬ সনে তিনি রাইসুরর-নিবাসী ঢাকার উকিল শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র গুহ মোস্তফা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুভাষিণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

তিনি বহু সদনুষ্ঠানের সহায়ক। তাঁহার পরিবারে সকলেই খদ্দর পরিধান করেন, কুমিল্লার অভয়াশ্রমের তিনি অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। বরঙ্গাইল গ্রামে তিনি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়, সহৃদয়সম্প্রদায় নামে সেবকমণ্ডলী, গোপালচন্দ্র হাইস্কুল, দক্ষিণাকালী বালিকা বিদ্যালয়, সুভাষিণী প্রাইমারী স্কুল এবং বরঙ্গাইল হরিসভা স্থানীয় সর্ব্বশ্রেণীর লোক লইয়া স্থাপন করিয়াছেন। এই হরিসভার এক বিশেষত্ব এই যে ইহাতে স্থানীয় মুসলমানগণও যোগদান করিয়া থাকেন। হরিসভার বার্ষিক উৎসবে ৩।৪ হাজার লোক সমবেত হয়।

তিনি তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র শ্রীমান দেবেশচন্দ্র ও বীরেন্দ্রচন্দ্রকে এবং ষোড়শবর্ষীয়া প্রথমা কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবীকে (All India Licence [illegible]) ভাল ভাল বন্দুক কিনিয়া দিয়াছেন। বাড়ীতে শিক্ষক রাখিয়া পুত্র কন্যা [illegible] এবং পুত্রবধূ শ্রীমতী গীতাদেবীকেও লাঠিখেলা শিখাইতেছেন। বস্তুতঃ তিনি তাঁহার পরিবারে নানা বিষয়ের উত্তম আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। এই [illegible] হিন্দু জাতির রক্ষা ও কল্যাণের জন্য ধনী দরিদ্র হিন্দু পরিবার মাত্রকেই [illegible] এই আদর্শের যথাশক্তি অনুসরণ করিতে বলি।

তাঁহার স্বজাতি-প্রীতিও অনুকরণীয়। তিনি বহু বন্ধুজন সহ ১৩২৯ সনে [illegible] গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্রগণ এবং জ্ঞাতিবর্গও [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন। কায়স্থ সমাজের সর্ব্বাংশে উপনয়ন সংস্কার প্রবর্ত্তন [illegible] উৎসাহ। সম্প্রতি তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক-পদ [illegible] সভার উন্নতিসাধনে রত হইয়াছেন।

শ্রীঅখিলচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্ম বেদার্থচিন্তামণি।

বিবাহ-ব্যয়-সংক্ষেপ।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বিবাহ-ব্যয়-সংক্ষেপ বিষয়ক প্রস্তাবটী সভা সংস্থাপনের প্রথম হইতেই প্রস্তাবিত, সমর্থিত, অনুমোদিত ও গৃহীত হইয়া আসিতেছে। পণ-প্রথা দূরীকরণ মানসে একাধিক বার 'পণ গ্রহণ করিবনা' উল্লেখে প্রতিজ্ঞা পত্রে বিভিন্ন স্থানের বহু কায়স্থ স্বাক্ষরও করিয়াছেন এবং কায়স্থ-পত্রিকায় বিতীয় পণ-প্রথার উচ্ছেদ মানসে বহু প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও আমরা সাফল্য লাভ করিয়াছি কতটুকু! এতদিনের চেষ্টাতেও সমাজ বিন্দুমাত্র আশ্বস্ত হয় নাই, কন্যাভার-নিপীড়িতের উষ্ণ অশ্রু আদৌ শুষ্ক হয় নাই বরকর্ত্তার বরকে নীলামে চড়াইয়া ডাক বাড়াইবার ঘৃণিত জঘন্য ইচ্ছা আদৌ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে।

কায়স্থসভার বহুবৎসরব্যাপী আবেদন নিবেদনেও পণপ্রথা দূরীকরণ বা বিবাহ-ব্যয়-সংক্ষেপ কিছু মাত্র হয় নাই, তদুপরি আর একটা "মনকে আঁখি ঠারা" "শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি" আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ স্থানের কায়স্থসম্প্রদায় সাধারণ্যে নাম জাহিরের জন্য আর একটী নূতন উপসর্গ উদ্ভাবিত করিয়াছেন। কতকগুলি ধনকুবের মহানুভবেরা বড় ঘরেই—আর গরীবের ঘরের সুন্দরী সুশিক্ষিতা মেয়ে পাইলেও তাহা উপেক্ষা করত বড় ঘরেই—যৌন-সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছেন। তাঁহারা মস্তক পরিবেষ্টন করত নাসিকা স্পর্শের ন্যায় পণের নাম মুখে না আনিয়া উদারতার পরিচয় দেন এবং বলিয়া থাকেন বিবাহে দাবী দাওয়া করিবনা, অবস্থার অনুরূপ অলঙ্কার দান-যৌতুকাদি দিলেই চলিবে। ঈদৃশ মনুষ্যত্বের পরিচয় দিবার লোভ এবং নাম করিবার আশা আজ কাল বিরল নহে এবং ইহা সমাজে আর এক নূতন উপসর্গ আনয়ন করিয়া কন্যাকর্ত্তাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

এইযে "দাবী-দাওয়া নাই ও অবস্থানুসারে দান যৌতুকাদি" দিবেন বলা ইহাতেও কন্যাকর্ত্তাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইতেছে। দাবী-দাওয়া থাকিলে যদি ৫ হাজার, ৭ হাজার বা ১০ হাজারের মধ্যেই কার্য্য শেষ করা যাইত, কিন্তু দাবী দাওয়া না থাকায় এবং বরপক্ষের মনস্তুষ্টির জন্য কন্যাপক্ষ সময় সময় ৫।৭।১০ হাজারেরও অধিক আয়োজন করিতে বাধ্য হইতেছেন। কারণ কিসে বা কত দান যৌতুক পাইলে যে বরপক্ষ সন্তুষ্ট হইবেন ইহা না জানিতে পারায় বাধ্য হইয়া অনেক সময় অবস্থার অতিরিক্ত খরচ করিতে হয় আর সেই হিসে

যে সকল দরিদ্র ও দরিদ্রগৃহিণী নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন অলঙ্কারের চাকচিক্যে ও যৌতুকাদির মনোহারিত্বে তাঁহারা এমনই মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, স্ব স্ব পুত্র বা কন্যার বিবাহে সেইরূপ প্রাণমনোমুগ্ধকর সামগ্রী-সম্ভার যৌতুক না পাইলে বা না দিতে পারিলে তাঁহাদের আর মনস্তুষ্টি হয়না। ফলতঃ সহররাজ কলিকাতার এই নূতন রোগটী বহুস্থানে বিস্তৃতি লাভ করিয়া সমাজকে আর এক নূতন উপসর্গ উপহার দিয়া বাহবা লইতেছে ও সংবাদপত্রে "বিনা-পণে" বিবাহ-সংবাদ ছাপাইয়া নাম জাহির করিতেছে। যে পাপ বা যে কলুষিত প্রথা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় লোক-সমাজে প্রচলিত হইয়া সমাজকে ধ্বংসের দিকে লইবার নূতন উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছে পূর্ব্বের প্রকাশ্য "দাবী-দাওয়া" হইতেও উহাকে অধিকতর সমাজের অনিষ্টকারী বলিয়া মনে হয়।

কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ স্থানে আর এক প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে যেখানে আজ কাল ঘটকের সম্ভ্রান্ত আসন এখন নবোত্থিতা একদল ঘটকীকে দিয়া ছেলের বাপ-মা মেয়ের বাপ-মার কাছে নগদ পাওনা ও অলঙ্কারাদির ফর্দ্দ পাঠাইয়া থাকেন। বরকর্ত্তা ফাঁকে ফাঁকে থাকিয়া গৃহিণীর দ্বারাই আপনার অভিপ্রেত বিষয় ব্যক্ত করিয়া থাকেন এবং জলৌকার স্বভাব অবলম্বন করতঃ ক্রমশঃই কন্যাকর্ত্তার রক্ত শোষণের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কৃত করেন। যাহাকেই বলে "ধরি মাছ না ছুই পানি।" এরূপ ব্যবসাদারী যে দুই এক স্থানে চলিতেছে তাহা নহে, বড়বরের "বিনা-পণে-বিবাহ" বলিয়া যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হয় তাহার অধিকাংশই এইরূপ।* আর বড় দরের বাবুদের দেখা দেখি মধ্যবিত্ত ও আমাদের ন্যায় দরিদ্রের ঘরেও আজকাল এই রোগ সংক্রামিত হইয়া সমাজকে অধঃপতনের এক বিকট নূতন পথ দেখাইয়া দিতেছে। সমাজ রক্ষার দিকে আদৌ দৃক্‌পাত না করিয়া স্বার্থ-লোলুপ হইয়া চলিলে হয়, অদূর ভবিষ্যতে সমাজ পিশাচলীলার শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইবে, সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ চিন্তাশীলগণ তাহা দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন।

দশজনকে লইয়াই সমাজ এবং পরস্পরের বিপদ আপদে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদানেই সমাজের সার্থকতা। কিন্তু কালের, শিক্ষার, ধর্ম্মভাবের ও সমাজের চর্চ্চানুশীলনের দোষে এবং অভাবে আমরা সমাজের সংগঠন ও তৎপ্রতি আমাদের নৈতিকর্ত্তব্যতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দিন দিন শূন্যগর্ভ সাপের খোলসে পরিণত

* প্রমাণ সহ প্রতিবাদ পাঠান আবশ্যক। পত্রিকা-সম্পাদকের এ বিষয়ে সংবাদ দাতার উপর নির্ভর ব্যতীত উপায় কি? 'কাঃ পঃ সঃ'

হইতেছি। আমাদের সমাজ আছে—সামাজিকও আছে, অথচ প্রকৃত পক্ষে কিছুই নাই। সমাজ সেবা আজকাল আভিধানিক শব্দ বিশেষে পরিণত হইয়াছে। ইদৃশ অন্তঃসার-শূন্যতা আমাদের পক্ষে বড়ই অশুভ জনক, কারণ আমরা প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি কার্য্যে সমাজকে উপেক্ষা করত যথেচ্ছাচারের পরিচয় প্রদান ধর্ম্মের ও সমাজের বিশাল বক্ষে পদাঘাত করিতেছি।

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার চিন্তাভারবিনত বিশুষ্ক বদনের দিকে আমর কয়জন তাকাইয়া দেখিবার সদিচ্ছা পোষণ করি? তাহার অভাব অনটন দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা কয়জন মহাপুরুষ বিনা ব্যয়ে বা অল্প ব্যয়ে কন্যাকে পাত্রস্থা করিয়া দিবার জন্য সচেষ্ট হই? যাহার সহিত পবিত্র বি সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছি কোন্ প্রাণে কোন্ সহি প্রণোদিত হইয়া তাহাকে ঋণদায়ে আবদ্ধ করাইয়া স্বার্থ-সাধনের চেষ্টা করিতেছ এই পাপ ও পীড়া আজকাল সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই চলিতেছে, তাহাতে আমরা বক্র দৃক্‌পাত করিতেছি? ফলতঃ আজকাল সকলেরই মুখে মধু, মনে বিষ।

সমাজের উন্নতি করিতে হইলে—সামাজিক বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে সমাজের কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করিতে হইলে—সকলেরই কিছু না কিছু ত স্বীকার করিতে হইবে। বিনা স্বার্থত্যাগে কিছুতেই সমাজের উন্নতি হইতে পারে ন ত্যাগ স্বীকার বর্ত্তমানে আমরা বিস্মৃতির অতল তলে বিসর্জ্জন দিয়াছি। সুত আবার সেই লুপ্তরত্নের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। স্বার্থপরতার পূতিগ ন্ধকারময় নিরয় হইতে পরার্থপরতার দিব্যজ্যোতিপূর্ণ মনুষ্যত্বব্যঞ্জক স্ব ভাবে হৃদয় মন প্রপূরিত করিতে হইবে। তাহা হইলেই মনুষ্যত্ব অর্জ্জিত, স উন্নত এবং কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দুঃখের অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকার বি হইবে—নচেৎ নহে। কেবল মুখের কথায় আর কলমের খোঁচায় সমাজ হইবে না—সমাজের দুর্নীতি বিদূরিত হইবে না—কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার উষ্ণ শুষ্ক হইবে না। আর এই সমাজ-কলঙ্ক অপনোদন করিতে হইলে সমা যাঁহারা 'বড়লোক' অভিধায় অভিহিত—অন্য দশ জনে যাঁহাদের মুখপে করে—তাঁহাদেরই অগ্রণী হইতে হইবে। তবেই সুফলের আশা করা যে পারে, নচেৎ আমাদের তথা কায়স্থ-সভার সাগ্রহ চিৎকার অরণ্যে রোদনে অলীকত্বে পর্য্যবসিত হইবে। আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা চৌধুরী,
রাজসাহী।

মুস্কিল-আসান

(দ্বিতীয় অংশ)

সন্ধ্যার পরেই নিরুপমা ছেলেমেয়েকে খাওয়াইয়া বিছানায় শুইয়া চুনীলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবা চুনি, তোমার এখন বিদেশে গিয়ে থাকতে হবে, আমাকে না দেখে থাক্‌তে পারবে?

এই কয়েকটা কথা বলিতেই নিরুপমার গলা ধরিয়া আসিল, চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল, বুকের মধ্যে ঘন ঘন হৃৎস্পন্দন হইতে লাগিল, তিনি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন, চুনীলাল জিজ্ঞাসা করিল—কোথা যাব মা?

"দেবীপুর"

"কেন মা?" চুনীলালের কথাও ভার হইয়া আসিল, মাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে শুনিয়া তাহার শিশুহৃদয় যে কেমন করিয়া উঠিল তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন, পুত্রের আর্দ্রস্বরে নিরুপমার মর্ম্ম ভেদ করিল, তিনি অতিকষ্টে উত্তর করিলেন—লেখাপড়া শিখিতে যাবে, লেখা পড়া না শিখ্‌লে কি বড়লোক হওয়া যায়?

শরতসুন্দরী বড় বুদ্ধিমতী, সে পূর্ব্ব হইতেই সব জানিত, এবং জননীর কথায় এখন সমস্তই বুঝিতে পারিল, কিন্তু তবুও সহজে ধরা দিবে না বলিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল—কেন মা, এই স্কুলে প'ড়ে কত লোক মানুষ হয়ে যাচ্ছে, চুনীকে কেন বিদেশে যেতে হবে?

মাতা উত্তর করিলেন—তা হলে কি হয়, এখানে ওকে কে পড়াবে বলত? দেবীপুরের জমিদার যত্ন করে বাড়ীতে রেখে লেখা পড়া শিখাবেন, দেবীপুরের স্কুলও এখানকার স্কুলের চেয়ে অনেক ভাল।

কন্যা চুপ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল, মাতার কথায় আর কোন উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করিল না। কিন্তু চুনী বড় বিষণ্ণ হইয়াই বলিল—আমি তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারবোনা।

নিরুপমার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল, চুনী ত তাঁহার কোলের সন্তান, সে যে তাঁহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছে, মায়ার অচ্ছেদ্যবর্ম্মে যে তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, সে যে কত যত্নের সাগরসেচা মাণিক তাঁহার ন্যায় অবস্থাপন্ন লোক তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিবে, অন্য লোকের বুঝিবার ক্ষমতা নাই, সে তো ঠিক উত্তরই দিয়াছে, মাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিবে?

এ উত্তরে নিরুপমাও অসন্তুষ্টা নহেন, কিন্তু তবুও এই উত্তরই তাঁহার হৃদয়কে আঘাত করিল, কি জানি ঈশ্বর না করুন যদি দেবীপুরের জমিদারগৃহে পুত্রকে দিতে একান্তই তিনি বাধ্য হন তবে উপায়? সুতরাং পুত্রের কথাতে নিরুপমা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না, তিনি পুনরায় তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন—সে কি বাছা। লেখা পড়া শিখতে হ'লে কত কষ্টই করতে হয়, তোমার মত কত ছেলে বিদেশে থেকে লেখা পড়া শেখে।

"আমার যে প্রাণ কেমন করে মা"

নিরুপমার ত প্রাণ কেমন করতে ছিল, স্নেহের ভাইটির কথা শুনিয়া শরতসুন্দরীও বালিশে মুখ গুজিয়া অজস্রধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে ছিল। নিরুপমা পুনরায় অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া পুত্রকে শান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"ছি! ওকথা বল্‌তে নেই, যখন প্রাণ পোড়ে, তখন বাড়ী এসে আমাকে দেখে যেও।"

"কার সঙ্গে আস্‌বো?"

"তাদের বোলো, তারাই রেখে যাবে।"

"আচ্ছা তা হলে বোধ হয় পার্‌বো।"

নিরুপমা কতকটা আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে, তিনি বলিতে লাগিলেন—তাহাদের মস্ত বাড়া, কত দালান কোটা, সেই দালানে থাকবে, ভাল ভাল মাছ খাবে, বাটি বাটি দুধ, ঘী, মাখন খাবে। খিদে পেলে সন্দেশ, রসগোল্লা, আরও কত কি ভাল ভাল খাবার খাবে, সেই বাড়ীর যে গিন্নী তাকে মা বলে ডেকো, তিনি আমারই মত তোমাকে কত যত্ন করবেন।

"আচ্ছা"

চুনীলাল উত্তর করিল "আচ্ছা," কিন্তু এই শব্দটী তাহার মুখ হইতে জ্ঞাতসারে বাহির হয় নাই, ইতি মধ্যেই নিদ্রাদেবী তাহার মনকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহারই কুহকে তাহার মুখ হইতে অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়াছে "আচ্ছা", কিন্তু নিরুপমা উপদেশ প্রদানে এতই তন্ময়া হইয়া গিয়াছেন যে সে দিকে তাঁহার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই, তিনি কিছু বুঝিতে পারিলেন না, পূর্ব্বের ন্যায় বলিতে লাগিলেন—

"কষ্ট কি? দেবীপুর তো আর বেশীদূর নয়, যখনই প্রাণ কেমন করবে অমনি সে বাড়ীর "ঝি" কে কি চাকরকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে দেখে যেয়ো, কেমন, তা' হলে আর কোন কষ্ট হবে না?

কিন্তু নিরুপমা এ প্রশ্নের কোনই উত্তর পাইলেন না, চুনীলালের নাসিকা

ধ্বনি তখন রীতি মত শুনা যাইতেছিল। সে রাত্রির মত নিরুপমাও চুপ করিয়া নিদ্রাদেবীর ধ্যানে মনঃসংযোগ করিলেন, যদিও নিদ্রাদেবী তাঁহার ন্যায় অভাগিনীর উপর অতদূর কৃপা করিতে সম্মতা নহেন।

১৬

দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, প্রচণ্ড মৈদাঘসূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তাঁহার তেজের কিছু মাত্র খর্ব্বতা হয় নাই। "জয় রাধেকৃষ্ণ" বলিয়া এক কৃষ্ণকায়া প্রৌঢ়া বৈষ্ণবী নিরুপমার ঘরের বারান্দায় উঠিয়া বলিল, "উঃ কি গরম! মাঠাক্‌রুণ একটু জল দেও না খাই।" তৃষ্ণাতুরের পিপাসা শান্তির জন্য নিরুপমা তাড়াতাড়ি একটা ছোট ঘটির একঘটি খুব ঠাণ্ডা জল আনিয়া দিলেন, ঢক্ ঢক্ করিয়া প্রায় সমস্তটাই বৈষ্ণবী উদরস্থ করিয়া, একটা আরামের নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "উঃ বড় শেতল হওয়া গেল। কি গরমই যে পড়েছে মা!" বৈষ্ণবীর পরণে একখানা লালপেড়ে ধুতি, কিন্তু তাহার বিধবার বেশ, হাতে চুড়ি বা শাঁখা কিছুই নাই। তাহার কাল কুচকুচে চুলের রাশি পৃষ্ঠদেশে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার নাসিকার প্রান্তভাগ হইতে ললাটশীর্ষাঙ্কিত শ্বেত তিলক বায়সপক্ষীর সদ্যত্যক্ত বিষ্ঠার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

তুলসীর মালা তাহার গলদেশ ও দুই বাহু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বেষ্টন করিয়া আছে, বৈষ্ণবীর স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি এবং হস্তে একটী ঘট ভিক্ষাপাত্র রূপে বিরাজিত। পাত্রটী ভিক্ষার চালে প্রায় পূর্ণ হইয়া আছে, বৈষ্ণবীর বয়স প্রায় চল্লিশ। কৃষ্ণকায়া হইলেও দেখিতে কুৎসিত নহে, বরং তাহার পটলচেরা ভাসা ২ চোখ্ দুটী অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। বয়স একটু বেশী হইলেও সে দেহে যৌবনের ঢল ঢল ভাব এখনও বেশ সুস্পষ্ট রহিয়াছে।

বৈষ্ণবী ঝুলি হইতে ছোট একটী থলিয়া বাহির করিল এবং তাহার মধ্য হইতে পান শুপারি চূণ ও খয়ের লইয়া একত্র করিয়া কৃষ্ণপ্রাচীরসদৃশ তামাকের গুড়ায় লিপ্ত দন্তশ্রেণীর মধ্যে প্রক্ষেপ করিল, নিরুপমা ইত্যবসরে তাহার সম্মুখে একটু দূরে আসিয়া বসিয়াছেন।

তাম্বুলটী উত্তমরূপে চর্ব্বিত হইলে বৈষ্ণবী বলিল—"উঃ? কি গরম, কোথাও আর যেতে ইচ্ছে করে না, বেশ বাতাস, কিন্তু মা তোমার এখানে প্রাণটা যেন একেবারে শেতল হয়ে গেছে।" অমনি দয়ামূর্ত্তি নিরুপমা বলিয়া উঠিলেন —"এত রোদে আর কোথায় যাবে মা, এইখানেই একটু বিশ্রাম কর, রোদ পড়লে পরে যেও।"

নিরুপমার কথা শুনিয়া বৈষ্ণবীর মুখ প্রফুল্ল হইল, সে তৎক্ষণাৎই মেজের উপর আচল খানি বিছাইয়া শুইয়া পড়িল, কিন্তু রৌদ্রে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইলেও সে ঘুমাইল না।

নিরুপমা জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার বাড়ী কোথায় মা ?

"হায়রে আমার কপাল, আমায় চিন্‌লে না মা, আমিতো প্রায়ই এদিকে আসি"

"তাতো দেখেই থাকি। কিন্তু বাড়ী কোথা তাহা কি জানি ?"

"বাড়ী ঐ পশ্চিম পাড়ায়। ঐযে বিশ্বেসদের বাড়ীর কাছে মা।"

"কোন্ বিশ্বাস ?"

"তা আর চিন্‌লে না ? নটবর বিশ্বেস।"

"নটবর বিশ্বাস ?"

"হাঁ মা"

নিরুপমা নিতান্ত আগ্রহ সহকারেই জিজ্ঞাসা করিলেন—নটবর বিশ্বাসের তাহলে তুমি চেন, তিনি কেমন লোক ?

বৈষ্ণবী অত্যন্ত বিস্মিতার ন্যায়ই নিরুপমার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল পরে বলিল—তাঁকে আর চিনিনে ? তাঁর বাড়ীর পাশেইতো আমার বাড়ী।

"কেমন লোক তিনি ?"

"মাটীর মানুষ মা ! মাটীর মানুষ।'

"কি রকম ?"

"খুব ভাল লোক, অমন লোক কি আর হয় মা, আহা ! আর বছর ছেলে বউ মারা যায়, তাতে বেচারা বড় বিপদে পড়েছে—

নিরুপমা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁর বয়স কত, তিনি নাকি আবার বিয়ে কর্‌বেন।

বৈষ্ণবী হাত মুখ ঘুরাইয়া বলিতে লাগিল—"বয়স আর কত ? কিসেই বা বয়েস তার, আর বিয়ে না করেই বা কি কর্‌বেন, আচ্ছা ঠারুণ সে ছেলে, অমন লোক কি আর হয় মা ! তা' বিশ্বেস মশায়ের কপালে সইল না।"

"অবস্থা কেমন ?"

"অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছো মা ? তিনি তো জমীদার, বাড়ীতে দালান কোটা, পুকুর, বাগ-বাগিচে, ধান কলাই কিসের অভাব তার ?

নিরুপমা বলিলেন—আমার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে উপস্থিত হচ্ছে, কেমন হবে বল দেখি ?

বৈষ্ণবী যেন হঠাৎ আকাশ হইতে পড়িল, এরূপভাব দেখাইয়া বলিল—আপনার মেয়ের সঙ্গে ? আপনার পুণ্যির জোর, মা ! বড় পুণ্যির জোর। আপনার মেয়ে রাজরাণী হবে গো রাজরাণী হবে।

"বয়স নাকি খুব বেশী হয়েছে।"

"কে তা' বলে ?"

"দশ জনের মুখেই তো শুনি"

"রেখে দেও মা তোমার দশজন। অমন ঢের ঢের লোকে বলে থাকে।"

"তা হলে—তুমি বল—বয়স বেশী নয়।"

"কিসের বয়েস তাঁর—মেয়ে মানুষ তো নয় যে কুড়িতেই বুড়ী, বেটা ছেলে—তার আবার বয়েস কি ?"

"তা' হলে তুমি একাজ কর্‌তে বলো ?"

"তাঁর হাতে যদি তোমার মেয়ে পড়ে—বড় পুণ্যির জোর মা তোমার মেয়ের।"

সামান্য এই বৈষ্ণবীটার কথাতেই নিরুপমার মন একেবারেই গলিয়া গেল, তাঁহার মনে হইতেছিল—যে নৃপেন্দ্রের জন্য আমার অখ্যাতি, তাহার কথা আমি কিছুতেই শুনিতে পারিব না, নটবরের সহিতই মেয়ের বিয়ে দেবো, মেয়ে তো সুখে থাক্‌বে, চুনীলালেরও একটা উপায় হ'বে।

নিরুপমার চিন্তাসূত্র আজ আবার বাড়িয়া চলিল। তিনি বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবী আর অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন মনে করিল না। সে সুচতুরা বুঝিল—যে বীজ ছড়াইয়া গেলাম তাতেই বেশ কাজ হ'বে, সুতরাং সে ভিক্ষা লইয়া চলিয়া গেল।

১৭

লাকাটী কৃষকপ্রধান একখানি গণ্ডগ্রাম, এ গ্রামে প্রায় আজ কাল অনেকেই সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া কৃষি কাজকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে, এবং তাহাদের মধ্যে কেহ ছোট আদালতের পেয়াদা হইয়াছে, কেহ কেহ কন্‌ষ্টেবলের পদপ্রাপ্তিকেই শ্রেয় জ্ঞান করিয়াছে. কেহ বা নিজপল্লীতে একটী ক্ষুদ্র পাঠশালা স্থাপন করিয়া মাসে ২।৩ টাকা আয় করিতেছে, মোট কথা যাহাদের বর্ণপরিচয় হইয়াছে, তাহারা আর লাঙ্গলের মুঠা ধরে নাই।

সনাতন মণ্ডলের কনিষ্ঠ পুত্র পীতাম্বর মণ্ডল এনট্রান্স পাশ করিয়া লাকাটির মুখোজ্জ্বল করিয়াছে, তাহার পাশের সংবাদ বাহির হইবার পরেই ঘরে ঘরে আড্ডা বসিয়া গেল। সেখানকার আলোচ্য বিষয়ই পীতাম্বর, কেহ বলে এবার পীতাম্বর

"দারোগা" হইবে, কেহ বলে জেলার বড় হাকিম করিয়া দিবে কেহ মেজেষ্টার তাহাকে খবর দিয়া লইয়া গিয়াছে। কেহ বলে পীতাম্বর ডেপুটী হইবে কেহ বা বলে উকিল হইবে, তাহাদের মালি মোকর্দ্দমার জন্য আর পয়সা খরচ হইবে না, ইত্যাদি। পীতাম্বরের হৃদয়নৌকাখানিও এরূপ আন্দোলন প্রবল জোয়ারে ভাসাইয়া লইয়া গেল। বাস্তবিকও এনট্রান্স পাশ করিবে পরে জেলার আদালতের মধ্যে ২৫৲ টাকা মাহিনায় ১টী কাজ তাহার অনায়াসে জুটিয়াছিল, কিন্তু সে এনট্রান্স পাশ করিয়াছে, অন্ততঃ পক্ষে একটা ডিপুটীগিরি ভিন্ন সে চাকরী করিতে পারে না, এরূপ বিবেচনা করিয়া আদালতের চাকরী ছাড়িয়া দিল। পীতাম্বর এক্ষণে তাঁতি ও বৈষ্ণব দুইকুলই হারাইয়া বাটীতে বসিয়া আছে। বাড়ীর অবস্থা ভাল, অন্যান্য ভাইয়েরা কৃষি কর্ম্মে বেশ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। পীতাম্বর সকলের ছোট ভাই, সংসারের চিন্তা তাহার করিতে হয় না, কিন্তু তাহা হইলেও একটা অবলম্বন চাই, শুধু খাইয়া পরিয়া ত দিন কাটে না, পীতাম্বর স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পরহিতে মন দিল।

কিছুদিন পূর্ব্বে দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে দেশে ধান্য হইয়া দুর্ভিক্ষ কিঞ্চিৎ কমিলেও তাহার তেজ সম্পূর্ণরূপে যায় নাই. প্রজা অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে, চৈত্র কিস্তির খাজনা তাহারা দিতে পারে নাই কিন্তু নায়েব মহাশয়ও খাজনার জন্য অত্যন্ত জ্বালাতন করিতেছেন। এ অবস্থায় কি পীতাম্বর চুপ করিয়া থাকিতে পারে?

সে হাটে বাজারে যাইয়া লোক জড় করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিল:—

দেখ ভাইগণ, জমিদার প্রজাদের বাপ-মা, পিতামাতা যেমন শিশুদের দুঃখ ও সুখের ভাগী হইতে বাধ্য তদ্রূপ দরিদ্র প্রজাগণের উপর দৃষ্টি রাখা জমিদারের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, নিজ পুত্রের ন্যায় লালন পালন করা জমিদারের প্রধান কর্ত্তব্য। প্রজার দুঃখ কষ্টের উপর লক্ষ্য না রাখিয়া যে জমিদার প্রজাকে নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করিতে পারে সে হিংস্র পশু অপেক্ষাও অধম। তাহার বিরুদ্ধাচরণে কোন পাপ নাই, দুর্দ্দমনীয় দুর্ভিক্ষে লাকাটির ছয় সের প্রজা হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া মরিতেছে, এমন পাষাণ হৃদয় কে আছে যে দেশের দুঃখে যে দ্রবীভূত না হয়? তাহাদের দুঃখে বনের পশুপক্ষী কাঁদে আকুল, অথচ জমীদারের নিষ্ঠুর কর্ম্মচারী মরার উপর খাড়ার ঘা দিয়ে খাজনা আদায় করিতে প্রজার ভিটামাটি উচ্ছন্ন দিতেছে। ভাইগণ! আমরা কত অত্যাচার সহ্য করিবে, তোমাদের কি রক্ত মাংসের শরীর নহে? তোমরা

মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া—জমীদারের পায় ডালি দিতেছ, জমিদার সেই পয়সায় দালান ইমারত দিতেছে, সে পয়সা কত ভাবে বাবুগিরি করিয়া উড়াইতেছে, অথচ তবুও তাহার তৃপ্তি নাই, সব বিষয়ের একটা সীমা আছে অত্যাচারের কি সীমা নাই? ভাই সব! প্রতিজ্ঞা কর যে জমীদার ইহার প্রতিবিধান না করিলে কখনই তাহাকে খাজনা দিব না। তোমরা যদি এক হইয়া খাজনা বন্ধ কর, জমিদার তোমাদের কি করিবে? তাহার কি করিবার ক্ষমতা আছে? অতএব এস ভাইগণ! আজ এক সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করি যতদিন দুর্ভিক্ষের প্রতিবিধান না হয়, জমীদারকে কিছুতেই খাজনা দিব না। যদি আমাদের উপর অত্যাচার হয়, সকলে একত্র হইয়া তাহার প্রতিকার করিব, ভয় কি ভাই, ঈশ্বর আমাদের সহায়।"

পীতাম্বরের বলিবার ক্ষমতা ছিল, তাহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় দেশশুদ্ধ লোক মাতিয়া উঠিল, নায়েব মহাশয় কাহাকেও ডাকাইয়া পাঠাইলে, পল্লীর প্রধান প্রধান মাতব্বর যাইয়া উপস্থিত হইত।

খাজানার কথা উত্থাপিত হইলে তাহারা নায়েবকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিত। নায়েব মহাশয়ও সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি এখনও তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে ছাড়িলেন না। অবশেষে একদিন তিনি উত্তমরূপে প্রস্তুত হইলেন। পরে চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল তাহাকে শীঘ্রই গুলি করিয়া মারা হইবে। বেগতিক দেখিয়া নায়েব মহাশয় নৃপেন্দ্রনাথকে সংবাদ দিয়া সরিয়া পড়িলেন।

নৃপেন্দ্রনাথ কাছারীতে পৌঁছিয়াই মাতব্বরদের ডাকিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু কেহই আসিলনা। পীতাম্বরকেও ডাকাইলেন, কিন্তু সেও "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এই নীতির অনুবর্ত্তী হইল। নৃপেন্দ্রনাথ তিন দিন চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, কিন্তু সংবাদ পাইতে লাগিলেন পীতাম্বরের বক্তৃতা ওজস্বিনী ভাষাতেই চলিতেছে, গ্রামের অনেক মাতব্বর তাহার কথাই মানিতেছে, এমন কি শীঘ্রই তাহারা কাছারী লুঠ করিবে এমন সংবাদও তিনি পাইলেন। তিনি এইরূপভাবে কালবিলম্ব করা উচিত বিবেচনা করিলেন না, এক দিন সকালে দুজন বরকন্দাজ ও একজন মুহুরী লইয়া তিনি গ্রামের অন্যতম মাতব্বর বাবুরাম ঢালির বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বাবুরাম আদর অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে বসাইলেন।

বাবুরামকে সম্বোধন করিয়া নৃপেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন—"শুন্‌তে পাই

নায়েব মহাশয় তোমাদের উপর খুব অত্যাচার আরম্ভ করেছেন, তাই শুনেই আমি ছুটে এসেছি। নালেকের খাজনা দিতে অবশ্য টাকা কড়ির বিশেষ দরকার, কিন্তু দুর্ভিক্ষের বৎসর বলিয়া প্রজার যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রেখে খাজনা আদায় করতে আমরা তাহাকে পরামর্শ দিয়াছিলাম, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি তিনি সে উপদেশ মত কাজ করেন নি। যাহা হোক আমরা তাকে এখান থেকে বদলি করে দিয়েছি। এখন আমি জান্‌তে চাই তোমরা কি ভাবে দিন যাপন করছো। এর জন্য যদি বাড়ী বাড়ী ঘুরতে হয় তাতেও আমি রাজি আছি, আর তোমাদের কষ্টের যাতে কিছু প্রতিকার হয়, সাধ্যমত চেষ্টা করবো।

নৃপেন্দ্রনাথের মিষ্ট কথায় বাবুরাম একেবারে গলিয়া গেল, তাহার চোখের কোণে আনন্দাশ্রু দেখা গেল। বাবুর কথায় কি উত্তর দিবে ক্ষণকালের মধ্যে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে অস্পষ্ট ভাঙ্গাস্বরে বলিল—"আহা! বাবুর যেন দয়ার শরীল, বাবু না হলে আমাদের দুঃখু বোঝে কেডা? নায়েব বাবুকে আমরা কত মিনতি করছি, বাবু দু'টা দিন একটু সবুর কর, আমরা ছা পোষা মানুষ, একটু যোগার যন্ত্র ক'রে দিতেছি, তিনি কি তাই শোনবার লোক? তার বিপক্ষে কত লোক জুটে গেল, তবু আমরা অনেক সয়ে চলিছি। আহা বাবু আপনি কেন কষ্ট করে আইছেন, আমাগো খবর দিলে আমরা যাতাম।"

কিন্তু একথাটী সম্পূর্ণ মিথ্যা, নৃপেন্দ্র নাথ অনেক সংবাদ দিয়াও কাহাকেও কাছারীতে উপস্থিত করাইতে পারেন নাই, সুতরাং বাবুরামের কথায় তিনি একটু হাসিলেন মাত্র, পরে বলিলেন—তাতে আর কি হয়েছে, এতো আমারি বাড়ীঘর, তোমরা ত আর আমার পর নও।

বাবুরাম ঃ—তা' বাবু, আমাদের উপর রাগ করবা না, আমাদের কোন দোষ নেই।

নৃপেন্দ্র ঃ—না না, তাই কি করতে পারি? চলনা একবার গ্রামটা ঘুরে দেখে যাক্।

বাবুরামকে সঙ্গে লইয়া নৃপেন্দ্রনাথ আরও দুএকজন মাতব্বরের বাড়ী গেলেন মাত্র, সমস্ত গ্রাম পরিদর্শন করা অনেক সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। নৃপেন্দ্র নাথের সরলতায় সকলেই মহা খুসী হইল এবং সন্ধ্যার মধ্যে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল—বাবুর ন্যায় লোক এ পৃথিবীতে আর দেখা যায় না। কোন স্বর্গের দেবতা বুঝি শাপভ্রষ্ট হইয়াই তাহাদের মুনিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

সন্ধ্যার পরে প্রত্যেক মাতব্বরের বারান্দায় আড্ডা বসিয়া গেল এবং সেই আড্ডাতেই এই সব আলোচনা হইতে লাগিল। আজ পীতাম্বরের আস্ফালনটাই কিছু বেশী ভাবে অনুভব করা গেল। সে মাথা নাড়িয়া হাত ঘুরাইয়া বলিতে লাগিল ঃ—দেখ আমার বক্তৃতার জোর, কি কর্‌বো তোমরাই কেবল আমাকে চিন্‌তে পাল্লে না, আমার বক্তৃতার জোরে আজ রাজার সিংহাসন টলে গেছে। আজ বাবু নিজে এসেছেন তদারক্ কর্‌তে। তোমরা কি কখনও স্বপ্নেও ভেবেছ?

আড্ডার মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল তা তো ঠিকই বটে।

অপর একজন বলিল—আচ্ছা বাবু এমন খাসা লোক, আর তার নায়েব কিনা—

বাধা দিয়া অপর একজন বলিল—হারামজাদা গু'খেকোর বেটা, পাজী, নচ্ছার।

প্রথম আড্ডাধারী বলিয়া উঠিল—যাই হোক, তাজ্জব ব্যাপার কিন্তু।

পীতাম্বর ইহাতে কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া বলিয়া উঠিল—এতে আর তাজ্জব কি? এই মজাতো আমি বরাবরই লক্ষ্য করে আস্‌ছি! আরে ভাই, সূর্য্যের উত্তাপ যতই হোক্ মাথায় সহ্য হয়, কিন্তু সেই তাপে তাপিত বালিতে গা'য় ফোস্কা পড়ে।

'ঠিক, ঠিক' বলিয়া অনেকে চেঁচাইয়া উঠিল, কিন্তু জের এখানে মিটিল না, রামচরণ বলিয়া উঠিল, পিতিমের কথা কেন ঠিক হবেনা; হাজার হোক্ লেখাপড়া শিখেছে।

গৌরব অনুভব করিয়া পীতাম্বরের জ্যেষ্ঠ বিশ্বম্ভর বলিল—সে কি যে সে লেখা পড়া ভাই, ওতো বিদ্যের জাহাজ, ঐ দেয়াড়া গ্রামের বাবুরা বলে—ওগো পীতেম্বর একখানি হীরের টুক্‌রো।

রাম—তাকি আর বল্‌তে, ওর বাকি কেন বেদ বাকি হবে না?

* * * * *

শিশুপাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছি—

মহৎ যাহার মন চরিত উদার
এসংসারে সকলেই আপনার তার

নৃপেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে খাটিয়া গেল, যে প্রজারা নায়েবকে প্রহার করিয়াও মারিতে পারে, গুলি করিয়া মারিতে চাহিয়াছিল,

তাহারাই আবার নৃপেন্দ্রনাথের ব্যবহারগুণে বশীভূত হইয়া গেল। নৃপেন্দ্রনাথের জন্য ভাল ভাল মাছ, বড় বড় হাসের ডিম, পাকা পাকা বেল, পেপে, লিচু, কলা ইত্যাদি ফল, কখন ও বা কঁচি কঁচি পাঠাও উপঢৌকন আসিতে লাগিল অথচ দুর্ভিক্ষের জন্য গ্রামের অধিকাংশ প্রজার অবস্থা শোচনীয় বলিয়া শুনা যাইতেছে। নৃপেন্দ্রনাথ কাহারও খাজনা ৬মাসের জন্য রেয়াত করিলেন, কাহাকেও বা ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত সময় দিলেন। যাহাদের অবস্থা ভাল তাহারা বিনা ওজর আপত্তিতে কাছারীতে আসিয়া খাজনা মিটাইয়া দিয়া গেল। প্রজাদের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি একজন নূতন নায়েব বহাল করিলেন।

এক্ষণে সকল গোল মাল মিটিয়া গেলেও নৃপেন্দ্রনাথ বাড়ী যাইতে পারিলেন না। গ্রামের মাতব্বররা তাহাকে আরও কিছু দিন থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বসিল, বিশষতঃ এই স্থানটী তাহার অত্যন্ত ভাল লাগিতেছিল, সুতরাং সমস্ত গ্রীষ্মকালটা তিনি এই স্থানে কাটাইয়া দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

১৮

বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ অতীত না হইতেই একদিন বৈকালে পুনরায় দেবীপুরের জমীদার বাড়ী হইতে ক্ষেমী দাসী আসিয়া উপস্থিত হইল, নিরুপমা ইহার সম্বন্ধে একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন; কয়েক দিবস পরে আবার ইহাকে দেখিয়া তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, তাঁহার কেবলই মনে হইতে ছিল, এই রাক্ষসী বেটীই হৃদয়ের অতি গুহ্যতম প্রদেশ হইতেও তাঁহার অঞ্চলের নিধিকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু উপায় কি? তিনি তো একে অভিভাবকশূন্যা নারী তাহাতে দরিদ্রা, দরিদ্রা নারীর বুঝি মনুষ্যত্ব থাকিতে নাই, বুঝি তাহার কিছুই থাকিতে নাই!

ক্ষেমী দাসী বসিতে বসিতে বলিল কৈ মা, কিছু ঠিক কর্‌তে পার্‌লে? আর তো দেরী নাই মা!

আশীবিষের বিষের তীব্র জ্বালা তখনও নিরুপমার হৃদয়কে দহন করিতেছিল। মুখের হাসিতে হৃদয়ের জ্বালা লুকাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া নিরুপমা উত্তর করিলেন—কিছুই তো ঠিক কর্‌তে পারিনি মা।

"আর তো দিন নেই মা, তুমি যদি সম্মত না হও, কুসুমাবতীর বিবাহ ঘোষের ছেলেই ঠিক হবে।"

"তবে তাকেই ঠিক করনা কেন?"

"বাবু বল্লেন তোমরা বাবুর নিজের লোক। বাগেরহাটে তোমাদের যে কুটুম্ব আছে, তারা আবার বাবুদের কুটুম্ব। তোমাদের পেতে কি অপর লোক নিতে পারেন?" বাবুরা আত্মীয়, তবে বুঝি ইহাতে কোন দোষ নাই। নিরুপমার মন একটু নরম হইল, তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার ছেলেটী নেবে, কিন্তু আমার তাতে কি উপকার হবে?"

সে দিন তো তোমাকে বলেছি মা, তুমি রাজার মা হবে, সেখানে গিয়েও থাকতে পার, আর যদি বাড়ী থাক সমস্ত খরচ পত্র পাবে। তোমার মেয়ের ভার ও তারা নেবে।

"আচ্ছা আজ এখন থাক। রাত্রে যাহা হয় ঠিক করবো।" সে রাত্রি নিরুপমার বাড়ীতে থাকিতে ক্ষেমী সহজেই স্বীকৃতা হইল। এই দালালীতে সে একশত টাকা বক্‌সিস্ পাইবে।

সন্ধ্যার পরে রাধিতে যাইয়া শরত্‌সুন্দরী চাউলের কলসীতে হাত দিয়া দেখিল মোটেই চাউল নাই। তখনই মাকে এ সংবাদ জানাইল, নিরুপমা সমস্তই জানিতেন, কিন্তু তিনি কি করিবেন, নৃপেন্দ্রনাথ যে টাকা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা খরচ হইয়া গিয়াছে, তারপরে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, নৃপেন্দ্রনাথের সাহায্য আর লইবেন না। কিন্তু এখন উপায় কি? উপস্থিত বিদেশিনী একজন বাড়ীতে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "হাড়িতে ভাত আছে?" শরত্ উত্তর করিল—"আছে শুধু চুনীর ভাত।"

নিরুপমা যাহা পছন্দ করেন না, তাঁহার ভাগ্যে কেবল তাহাই ঘটিতেছে। চাউল ধার করিবার জন্য পাত্র হাতে করিয়া প্রতিবেশীর দ্বারে যাইতে হইবে, নিরুপমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। কিন্তু অন্য উপায় কৈ? আজ না হয় ধার করিয়া চলিল, তিনি অসহায়া রমণী হইয়া এমন ভাবে কেমন করিয়া দারিদ্রের কষাঘাত সহ্য করিবেন? তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—হয় পুত্রকে দত্তক দান, নতুবা বিশ্বাসের সহিত কন্যার বিবাহ আজ রাত্রেই ঠিক করিবেন। এরূপ ভাবেতো আর দিন চলেনা।

রাত্রে মায়ে ঝিয়ে বাদানুবাদ হইল। নিরুপমা বলিলেন, আর এমন করিয়া তো চলিবেনা, সকালে দাসীকে বলিয়া দি চুনীলালকে দত্তক দিব।

শরৎ প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল—তা হ'তে পারে না মা!

"তবে আর এক উপায়, নটবরের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়া, তাও বা আমি কোন প্রাণে দিব?"

এ কথার উত্তর শরৎ কি দিবে? কিন্তু সে তের বৎসরের বালিকা হইলেও উপযুক্ত পিতামাতার সন্তান, স্বার্থ ত্যাগ কাহাকে বলে সে জানিত, স্নেহের পুতলী প্রাণের ভাইকে রক্ষা করিতে নিজের জীবনকে বলি দিতে সে সকল সময়ই প্রস্তুত। একবার তাহার মনে হইতে লাগিল মার পা ধরিয়া বলে—বৃদ্ধের সহিত আমার বিবাহ দেও, অম্লান বদনে আমি তাহা স্বীকার করিব, কিন্তু প্রাণের ভাইকে এমন করিয়া পরের হাতে সঁপিয়া দিওনা। কিন্তু সে কোন কথা বলিতে পারিলনা, আতপতাপিত বৃন্তচ্যুত সদ্য প্রস্ফুটিত কলিকা যেমন সম্পূর্ণ ফুটিতে পারেনা, লজ্জানম্র কিশোরীর মুখকমলও ফোটো ২ হইয়া ফুটিতে পারিল না, শরৎ চুপ করিয়া রহিল। নিরুপমাও আর কোনও কথা বলিলেন না।

পরদিন সকালে নিরুপমা ক্ষেমী-দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন—"এসো গে বছ আমি ছেলে দত্তক দেবোনা। ক্ষেমী বিনাইয়া বিনাইয়া বলিল—"তায় ঠিক মা! তোমার ছেলে, তোমার যদি অসুবিধা হয় তবে দেবে কেন? আ বল্‌ছিলাম কি, তোমাদের কুটুম্, বড় সুখে থাক্‌তে পার্‌তো।"

ক্ষেমীর কথায় কাণ না দিয়া নিরুপমা মুখ ফিরাইয়া অন্য কাজে গেলে এক্ষণে কোন সুবিধা হবেনা মনে করিয়া ক্ষেমী আষাঢ়ের জলদাক্রান্ত আকাশে ন্যায় মুখখানি গম্ভীর করিয়া সরিয়া পড়িল।

১৯

দুপুর বেলায় শশধর বাবুকে নিরুপমা ডাকাইয়া বলিলেন—আমি আর কা কোন কথা শুনতে চাইনা, নটবর বিশ্বাসকেই মেয়ে দেবো, এই বৈশাখের যে শুভদিন থাকে সেই দিনেই যাতে বিয়ে হয় এরূপ বন্দোবস্ত করে দিন।

শশধর বাবু স্তম্ভিত হইয়া নিরুপমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পর্ব্বতে ন্যায় অটলতা তাহার চোখ ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতেছে। নিরুপমার এমন গাম্ভীর্য্য, এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছায়া তিনি বুঝি পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই, সুতরাং তিনি ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। কিন্তু এইমা বলিলেন—"যদি ইহাই তোমার দৃঢ় সংকল্প হ'য়ে থাকে তবে এতে আমার কিছু আর বল্‌বার নাই, শুধু এই বলি নৃপেন্দ্র বাটী আসা পর্য্যন্ত দেরী ক উচিত ছিল।"

"না, আমি আর কোন কথা শুনতে চাই না, এইমাসের মধ্যেই যে কায হয়, এইরূপ বন্দোবস্ত ক'রে দিন।"

শশধর আর কোন কথা বল্‌তে সাহস করিলেন না, বিবাহ ঠিক করিয়া দিবেন, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া তিনি চলিয়া আসিলেন।

এক দিন পরে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, নটবর বিশ্বাসের সহিত শরৎ সুন্দরীর বিবাহ, আগামী সোমবারে পাকা দেখা, ৩১শে বৈশাখ তারিখে বিবাহ হইবে। এই সংবাদ যথা সময়ে নৃপেন্দ্রের নিকটেও পৌছিল, নিরুপমার সমস্ত ভার বিশ্বাস মহাশয় লইতেছেন এবং বিবাহের সমস্ত ব্যয় এমন কি পাকা দেখার ব্যয় পর্য্যন্ত তিনি বহন করিতেছেন।

এই বিবাহ লইয়া মেয়ে মহলে খুব আন্দোলন চলিতে লাগিল, পল্লীগ্রামে যেরূপ হইয়া থাকে। পুকুরের ঘাটে জল আনিতে যাইবার পথে, প্রধানাদের বাটীর দালানে যেখানে দুজন স্ত্রীলোক একত্রিত হয় সেই খানেই এই কথার আলোচনা। কেহ বলে "এমন সুন্দর কচি মেয়েটীকে একখানা বৃষকাঠের গলায় ঝুলিয়ে দিচ্ছে।" কেহ বলে "হাত পা বেঁধে ভৈরবের জলে ভাসিয়ে দিলে না কেন?" অপরা নিরুপমার পক্ষ লইয়া বলিল "শরতের মা একা মেয়ে মানুষ। কি ক'র্‌বে ভাই, দেখে শুনে বিয়ে দেওয়ার তা'র আর কে আছে? রামলাল যদি থাক্‌ত তবে সে কথা বল্‌তে পার্‌তে।" ইত্যাদি।

এ সমস্ত জল্পনা নিরুপমার কানে পৌছিতে অধিক বিলম্ব হইল না। কিন্তু ইহা শুধু "মরার উপর খাড়ার ঘা" রূপে কলেরা রোগীর মাড়ীর ন্যায় তাহার মনকে দমাইয়া দিল। স্বর্গগত স্বামীর উদ্দেশে অনবরত চক্ষের জল ফেলাই তাহার এখনকার একমাত্র কার্য্য হইয়া দাঁড়াইল।

* * * * *

সোমবারে দ্বিপ্রহরের পরেই নিরুপমার গৃহবারান্দায় একে একে শশধর বাবু, শ্যামাচরণ ঘোষ, যদুনাথ ঘোষ, শ্যামহরি বসু, রজনীকান্ত মিত্র এবং রামলালের নিকট জ্ঞাতিভ্রাতা নিশিকান্ত মিত্র উপস্থিত হইলেন, ক্ষণপরে বরকর্ত্তা স্বয়ং বরমহাশয় নটবর বিশ্বাস লাঠিভর দিয়া পুরোহিত নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত আসিলেন। বলা বাহুল্য নিরুপমার গৃহমধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোকের সমাগমও হইয়াছিল। বিশ্বাস মহাশয় উপস্থিত হইবামাত্র গৃহের মধ্যে জামাই দেখার হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। অল্পবয়স্কা কিশোরী ও যুবতীরা বড় গোল আরম্ভ করিল। একজন অপরকে ঠেলিয়া দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। যে পিছনে পড়িয়া রহিল সে পদদলিতা ফণিনীর ন্যায় ফোস্ করিয়া অগ্রগামিনীর চুলের মুঠি ধরিল, সে ইতোমধ্যেই জামাইকে একনজর দেখিয়া

লইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাহার তৃপ্তি নাই, সুতরাং সে তাড়াতাড়ি গিয়া জানালা খুলিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে সেই জানালায় ৪।৫ খানা নূতন সুন্দর মুখের উদয় হইল। তাহাদের দেখা শেষ হইলে প্রৌঢ়ারা দেখিলেন, কেহ নাক সিটকাইলেন, কেহ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, কে মুচ্‌কি হাসিলেন। কেহ বা কিছুই করিলেন না, নিরুপমা অপরদিকে বারান্দায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ছিলেন। যদু ঘোষের স্ত্রীর সহিত পাঠক পূর্ব্বেই পরিচিত হইয়াছেন, তাহারা ঘরে বাহিরে দুইজনেই এই পাকা দেখার সভায় যোগ দিয়াছেন। তিনি তাড়াতাড়ি নিরুপমার নিকট যাইয়া বলিলেন, "জামাই দেখিলে না মা? খাসা জামাই, একবার দেখে যাও, এস"—এই বলিয়া তিনি নিরুপমার হাত ধরিলেন। নিরুপমা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন,—"না ভাই, তোমরাই দেখ, বিয়ের আগে জামাই দেখ্‌তে নেই—"

"সেই কথাই ঠিক কাকা মা! তুমি এখন দেখো না।" নিশিকান্ত মিত্রের কন্যা সরসী বালা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিল।

যদু-গৃহিনী সরসীকে আস্তে একটী ধাক্কা মারিয়া বলিলেন—"যা যা ছুঁড়ি, তোর আর পাকামো কর্‌তে হবে না।"

সরসী বালা এই কালের মেয়ে হলেও এখনকার মেয়েদের কোন দোষ গুণই তার ছিল না, সুতরাং সে যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—"তা আমি যাচ্ছি, কিন্তু বলে রাখলুম কাকামা, জামাই তোমার না দেখাই ভাল।"

নিরুপমা সেখান হইতে উঠিলেন না, যদু-গৃহিনী অগত্যা রণে ভঙ্গ দিয়া গেল। কিন্তু নিরুপমা সেখানে অধিক সময় বসিতে সমর্থ হইলেন না, এখন লগ্নপত্র স্থির করিয়া "পাকা দেখা" দেখিতে হইবে। তিনি প্রথমতঃ আপত্তি করিলেন। পশ্চিমের বাড়ীর ভাসুর ঠাকুর (সরসীর পিতা নিশিকান্ত মিত্র) দেখিলেই চলিবে, কিন্তু সে আপত্তি গ্রাহ্য হইল না, সুতরাং তাহাকে উঠিয়া আসিয়া দরজার আড়ালে বসিতে হইল।

ঠিক এই সময় নৃপেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভূপেন্দ্রনাথ একখানা পত্র হস্তে হাপাইতে হাপাইতে সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। পত্র খানা সভার মধ্যে ফেলিয়া বলিল—"এই দেখুন দাদা চিঠি লিখেচেন, এ বিয়ে হতেই পারে না"।

ক্রমশঃ।

ডাঃ খগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, কাব্য-বিনোদ

সামাজিক কথা

যদুনাথ-সম্বর্দ্ধনা

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ, পি, আর, এস, সি, আই, ই, মহোদয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর পদে নিয়োজিত হওয়ায় ১১ই সেপ্টেম্বর শনিবার অপরাহ্ণ ৫টিকার সময় বারেন্দ্র কায়স্থসমাজের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করার জন্য কলেজষ্ট্রীটস্থ ওভারটুন হলে একটি মহতী সভা হইয়াছিল। নদীয়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রাজসাহা, বগুড়া, কুষ্টিয়া, রংপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে বহু বারেন্দ্র কায়স্থ কলিকাতায় আসিয়া সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, কলিকাতারও বিভিন্ন শ্রেণীর অনেক কায়স্থ নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় সমাগত হইয়াছিলেন। সমবেত কায়স্থগণের মধ্যে কতিপয় নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

সার্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এল্, এল্, ডি, সি, আই, ই, সি, বি, ই, রাজা মহেন্দ্রঞ্জন রায় বাহাদুর এম বি ই (কাঁকিনা), রায় কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায় বাহাদুর (তাড়াস্) রায় কুমার রাধিকাভূষণ রায় বাহাদুর (তাড়াস্), রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর (অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট), শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার (ইন্‌স্‌পেক্টার অফ্ স্কুলস্), শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস (সবজজ, আলিপুর), হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত যাদবানন্দ রায়, শ্রীযুক্ত বাঁশরী লাল সরকার, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (লক্ষ্মী-নিবাস), শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন রায় (পোতাজিয়া), শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ সরকার, (অবসরপ্রাপ্ত এন্‌জিনিয়ার, রাজসাহী), শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গচন্দ্র সরকার, (উকিল, কুষ্টিয়া), শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ রায়, (ঘুঘুডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় (ঘুঘুডাঙ্গা) শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ নন্দী (বগুড়া) ও শ্রীযুক্ত শশীলাল রায় (উকীল, সিরাজগঞ্জ)।

রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের সমর্থনে কাকিনার রাজা মহেন্দ্রঞ্জন সভাপতি পদে বৃত হন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ রায় মহাশয় নানাস্থান হইতে আগত সহানুভূতি জ্ঞাপক পত্র ও তাড়িতবার্ত্তার উল্লেখ করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত সীতেশচন্দ্র ঘোষ সুললিত কণ্ঠে স্বাগতসঙ্গীত গান করিলে

অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি কুমার রাধিকাভূষণ একখানি সুলিখিত হৃদয়গ্রা অভিনন্দন পাঠ করিয়া রৌপ্যাধার সহ তাহা অধ্যাপক যদুনাথের হস্তে অর্প করেন। সভাপতি মহাশয়ও এই বিখ্যাত ঐতিহাসিকের বিদ্যা ও গুণগ্রামের উল্লে করিয়া একটি ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যদুনাথ কয়েকটী সারগ কথায় তাহার উত্তর প্রদান করেন। তিনি বলিয়াছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ভিতর দিয়া দেশের কিঞ্চিৎ কল্যাণ সাধনের সুযোগ পাইতেছেন বলিয়া বয়সে ভাইস্ চ্যান্সেলরের অবৈতনিক ও বহুশ্রমসাধ্য কার্য্য গ্রহণ করিয়া এবং সাধ্যানুরূপ এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধনে যত্ন করিবে তিনি উপস্থিত প্রায় পঞ্চশত কায়স্থ ছাত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলে "তোমরা লক্ষ্যহীনভাবে জীবন পথে চলিও না, প্রত্যেকেই জীবনের ল স্থির করিয়া নানারূপ বিঘ্নবিপত্তির ভিতর দিয়াও সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁ যত্নবান্ হইবে। কায়স্থ-সমাজে বহু শ্রেষ্ঠ লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ব তোমরা গৌরব বোধ করিতে পার, কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে, তোমরাও ঐরূপ শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া কায়স্থজাতির মান বাড়াইতে পার, জ্ঞানলাভে সেইরূপ অধ্যবসায় করিতে হইবে। ফাঁকি দিয়া কোন বড় কাজ হয় বিবেকানন্দের এই মহাবাক্য তোমরা কখনও ভুলিও না।"

তৎপর বহুবিধ মধুর সঙ্গীত ও বাদন এবং তাহার মধ্যে নানাবিধ চিত্তর ক্রীড়া কৌতুক চলিয়াছিল। অধ্যাপক গুপ্তের ম্যাজিক ও স্বরচাতুর্য্য প্র এবং সর্ব্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বি, সি, ঘোষ, রেণু রায় ও কে, বি, গুপ্তের শারীরিক বল ও মাংসপেশীর ক্রীড়া প্রদর্শন অতীব আনন্দ হইয়াছিল। তৎপর শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন রায় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্র করিলে তিনি তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর দান করিয়া সভা ভঙ্গ করেন। স নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে প্রচুর জলযোগের দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

সম্পাদকীয়।

রাজসাহী কায়স্থ-সমিতির সাধারণ অধিবেশন

রাজসাহীর গৌরব স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, আর, এস, সি, আই, ই মহোদয়ের "ভাইস্চ্যান্সেলার"-পদপ্রাপ্তি ও কায়স্থ-সভার সভাপতিপদে নির্ব্বাচনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও আনন্দ প্রে জন্য বিগত ৩০শে আগষ্ট সোমবার পূর্ব্বাহ্ন ৭॥ টার সময় স্থানীয় জমিদার হী

লাল ঘোষ মহাশয়ের বাসায় উক্ত সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। অবসর-প্রাপ্ত পুলিস সুপারিন্টেন্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত রায় ভবানীনাথ নন্দী বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রামপদ মজুমদার এম, এ, শ্রীযুক্ত রাইচরণ বিশ্বাস এম, এ, শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরী এম, এ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় উকিল সরকার, শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রসুন্দর মজুমদার বি, এল, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রসুন্দর মজুমদার বি, এল, জমিদার, শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ সরকার অবসরপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সরকার মোক্তার, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দেব এম এ, প্রধান শিক্ষক কলেজিয়েট্ স্কুল, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায় বি, এল জমিদার, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এ, প্রধান শিক্ষক বি, এম্ একাডেমী প্রভৃতি সহরস্থ প্রায় সমুদয় কায়স্থই যোগদান করিয়াছিলেন। শিক্ষাবিষয়ক ও সভাসংক্রান্ত নানারূপ উপদেশপূর্ণ আলাপ আপ্যায়নের পর শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত যদুবাবুকে পুষ্পমাল্যে বিশোভিত করেন। তৎপরে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রীযুক্ত শশিকুমার বসু বর্ম্ম মহাশয় বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা তাঁহার দীর্ঘজীবন ও অনাময় কামনা করেন। এই সময় সভাস্থ সকলেই যুক্তকরে দণ্ডায়মান ছিলেন। তৎপর বেলা ৯॥ টার সময় সভা ভঙ্গ হইলে, ভ্রাতা, পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সহিত হীরালাল বাবু স্বজাতীয় ও সমাগত ভিন্নজাতীয় সকলকে চা ও উৎকৃষ্ট জলখাবার দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন। শ্রীযুক্ত হীরালাল বাবু ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের স্বজাতি-প্রীতি প্রশংসনীয়।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী, সম্পাদক।

আর্য্য-কায়স্থ-সমিতি, সাহসপুর

১১।৫।৩৩ তারিখে সাহসপুর, (বরিশাল) হইতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় জানাইতেছেন যে, বিগত ৮ই আশ্বিন, ১৩৩২ বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গত সাহসপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী রামানন্দী, ভাগ্যনগর ও সাওড়া প্রভৃতি গ্রামসমূহের কায়স্থগণের একতায় 'আর্য্য-কায়স্থ সমিতি' নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন বাবু ঐ সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

তিনি আরও লিখিতেছেন—"গত ২রা ভাদ্র, রবিবার, উক্ত সমিতির ৩য় অধিবেশন হইয়াছে এবং ঐ দিনকার সভায় শ্রীযুত রসিকচন্দ্র কর মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় কায়স্থ জাতির জাতিতত্ত্ব, একতা, উপনয়নসংস্কারের আবশ্যকতা ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে উপস্থিত সভ্যগণ মধ্যে শ্রীযুত রসিকচন্দ্র কর,

শ্যামাচরণ বসু, প্রভাতচন্দ্র চন্দ, মহেন্দ্রনাথ দেব, নিবারণচন্দ্র কর, ও সভাপতি প্রভৃতি মহাশয়গণ বক্তৃতা করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে স্থানীয় কায়স্থগণ ক্রমে ক্রমে উপনয়ন গ্রহণ করিবেন। উপস্থিত প্রায় ৬০ জন সভ্য মধ্যে ৪২ জন সভ্য আগামী পূজার বন্ধের মধ্যে উপনয়ন গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।"

খোলাচিঠি।

বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের জাতীয় উন্নতি ও কল্যাণকামী অনেক গুলি কায়স্থ সভার পরিচয় আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম। ঐ সকল সভা সমিতির সকল গুলিই বর্ত্তমানে জীবিত আছে কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। শ্রাবণ সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায়, সভার চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক অধিবেশনের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে উহাতে মাত্র ৭টী সভার (অবশ্য মহাসভার শাখা বলিয়া) উল্লেখ দেখিলাম। এই কয়েকটী ব্যতীত এমন সভার সংখ্যাও কম হইবে যাহারা মূলসভার শাখা নহে। এই অ-শাখা সভা গুলির নামও প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল। মূল সভার শাখা নহে বলিয়া সে গুলিকে ত্যাগ করা বলিয়া মনে হয় না। মূল সভার উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য করাই যখন ঐ সকল সভা উদ্দেশ্য এবং একমাত্র তদনুরূপ কার্য্যই করিয়া আসিতেছে তখন সে গুলি নামোল্লেখ না করিয়া মূল সভা ভুল করিয়াছেন। ঐ সকল সভা শাখা কি গণ্য হউক বা না হউক, সকলকে লইয়া একযোগে লক্ষ্য স্থির করতঃ অগ্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ব্যষ্টিতে শক্তি সঞ্চিত না হইয়া ব্যয়িত হয় এবং সমষ্টিতে শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; ইহা যে মূল সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ না জানেন তাহা নয় তবে বৎসরে সামান্য ৫টি মাত্র টাকার অপ্রাপ্তিতে প্রভূত শক্তি, সহানুভূতি সাহায্যকে উপেক্ষা করা সমীচীন কিনা কর্ত্তৃপক্ষ চিন্তা করিয়া দেখিবেন। মফঃস্বলের সভাগুলির যথাসম্ভব নাম সংগ্রহ করতঃ পত্রিকাস্থ করিয়া সে গুলি পূর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্তব্যে দৃঢ়া হইবার জন্য অনুরোধ করিলে যথেষ্ট উপকার হয়। যে সকল সভা মূলসভার শাখা নহে এবং যে সকল কায়স্থ মূলসভার সভ্য নহে তাঁহাদিগকে কি কর্ত্তৃপক্ষ বাদ দিতে চাহেন? তাঁহাদিগকে কর্ত্তৃত্ব না দিতে পারেন কিন্তু একমতাবলম্বী সকলকে লইয়া একযোগে কার্য্য করিতে বাধ্য বলিয়াই মনে হয়। ফলতঃ আমরা আশা করি, বর্ত্তমানের বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় ও কাঃ নিঃ সভার সভ্যমহোদয়গণ, বিশেষতঃ প্রচারক অগ্নিহোত্রী ও বিদ্যালঙ্কার মহাশয়দ্বয় প্রত্যেকেই চেষ্টা করিয়া মফঃস্বলের সভা সমিতি গুলির নাম ও ঠিকানা প্রকাশিত করিবেন। মূলসভার কর্ত্তৃপক্ষগণের এই রূপ ভ্রান্তি বশতঃই মূলসভা ক্রমশঃই উন্নতির পরিবর্ত্তে হীনা ও দীনা হইয়া পড়িতেছে।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা চৌধুরী, রাজসাহী।
কাঃ নিঃ সমিতির অন্যতম সভ্য।

বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে শাখাসভা সমূহের কার্য্যের উল্লেখ করা আবশ্যক মফস্বলের যে সকল সভা "বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার" শাখা নহে তাহাদের উল্লেখ বার্ষিক বিবরণীতে না থাকলেই তাহাদের বাদ দেওয়া হইল বা তাহাদের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে সভার কোন আপত্তি আছে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখিতেছিনা। তাহাদের উল্লেখ না করা ভুল হইয়াছে, একথাও বলা যাইতে পারে না। ঐ সকল সভা তাহাদের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ প্রেরণ করিলে তাহা "কায়স্থ-পত্রিকায়" প্রকাশিত হইতে পারে এবং সভার বার্ষিক বিবরণীতেও তাহার উল্লেখ থাকিতে পারে। যে সকল কায়স্থ মূলসভার সভ্য নহেন তাঁহাদিগকে বাদ দেওয়া হইতেছে কিরূপে তাহা বুঝা গেলনা। বার্ষিক সভাতে কায়স্থমাত্রই যোগদানের অধিকার পাইয়া থাকেন এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোন কায়স্থ-সমাজ তাঁহাদের প্রতিনিধি বার্ষিক সভায় প্রেরণ করিতে পারেন। সভার হিতৈষী, পুরাতন সভ্য, শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয়কে অনুরোধ করি যাহাতে কায়স্থমাত্রই বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন এবং কায়স্থ সমিতিমাত্রই সভার শাখাশ্রেণীভুক্ত হন তদ্বিষয়ে তিনি আমাদিগকে সহায়তা করুন এবং তদুদ্দেশ্যে কি করিতে হইবে তাহার পরামর্শ প্রদান করুন। তাহাই সভাকে শক্তিশালী, সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়, ইহা বোধ হয় তিনি অস্বীকার করিবেন না।

সম্পাদকীয়

বিনাপণে-বিবাহ।

১

গত ১৮ই আষাঢ় শনিবার ঢাকা বরঙ্গাইলনিবাসী জলপাইগুড়ির উকিল ও বিখ্যাত টী-প্ল্যাণ্টার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্ম মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান দেবেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মার সহিত বিক্রমপুর শ্যামসিদ্ধিনিবাসী স্বর্গীয় শ্রীকান্ত মিত্র এম, এ, মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী গীতাদেবীর শুভ বিবাহ ঢাকা সহরে দ্বিজাচারে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। জলপাইগুড়ি, বরঙ্গাইল, মাণিকগঞ্জ, কলিকাতা ও ঢাকা হইতে প্রায় তিনশত বরযাত্রী বিবাহ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। কুমার সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের "সুসঙ্গভিলা" নামক বৃহৎ বাটীতে এবং স্বর্গীয় লালমোহন সাহা শঙ্খনিধি মহাশয়ের মনোহর বাগানবাটীতে আত্মীয় স্বজনসহ পাঁচদিন অবস্থান করিয়া যোগেশ বাবু পুত্রের বিবাহ উৎসব সমাপন করিয়াছেন। তিনি পুত্রের বিবাহে কোনরূপ দাবী দাওয়া করেন নাই। নিজে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন কিন্তু কন্যাপক্ষ হইতে পণ বা অন্য কোন বাবতে কোন অর্থ গ্রহণ করেন নাই কেবল তাহাই নহে, বর ও বরযাত্রিগণের যাতায়াত ও তাঁহাদের ঢাকায় অবস্থানের ব্যয়—বঙ্গজ-কায়স্থসমাজের নিয়মানুসারে এসকল ব্যয় কন্যাপক্ষের বহনীয় হইলেও—তিনি নিজেই বহন করিয়াছেন। তাহা ব্যতীত ঢাকার বন্ধুবান্ধবগণ ও কন্যাপক্ষের আত্মীয়গণকে বৃহৎ ভোজে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। সকল সমাজেরই ধনবান্ ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্বজাতীয়গণের কন্যা গ্রহণে এইরূপ উদারতা প্রদর্শন করিলে সমাজের বহু অনিষ্ট অচিরে দূরীভূত হইতে পারে।

এই বিবাহ উপলক্ষে একটী ঘটনা আমার বিশেষ প্রীতিকর বোধ হইয়াছে। বিবাহের দিন বরপক্ষের কন্যাপক্ষের গৃহে অধিবাস (তত্ত্ব) পাঠাইবার নিয়ম আছে। অনেকে বড়মানুষী দেখাইবার জন্য এই ব্যাপারে বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। বরের মাতুল হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু মৌস্তফি মহাশয় অধিবাসের প্রসঙ্গে যোগেশ বাবুকে বলিলেন—"তুমি নিজের তোমাকে অবস্থানুরূপ বড়রকমের অধিবাস পাঠাইতে হইবে।" যোগেশ বাবু উত্তরে বলিলেন—"আমি সেই জন্যই মনে করিয়াছি কেবল সামান্য রকম অধিবাস পাঠাইয়া নিয়মরক্ষা করিব। তত্ত্বের বাহুল্য ও আড়ম্বরে সমাজ উৎসন্ন যাইতেছে। বিশেষতঃ বরপক্ষ বড় তত্ত্ব দিলে কন্যাপক্ষেরও হয়ত সাধ্যের অতিরিক্ত বড় তত্ত্ব দিতে হয়। আমি সমাজের পক্ষে অহিতকর এই প্রথার প্রশ্রয় দিতে পারি না।" বস্তুতঃ তিনি সাধারণ রকমের অধিবাস পাঠাইয়াই নিয়ম রক্ষা করিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গে যাত্রামঙ্গল, অধিবাস, শুভরাত্রি ও দশমঙ্গলের তত্ত্ব অনেক স্থলে পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। এই সকল ব্যয়বাহুল্য সমাজ হইতে অচিরে দূরীভূত হয় ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শ্রীআশুতোষ দাশ গুপ্ত।

২

ইদিলপুর কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষবর্ম্ম রায় চৌধুরী মহাশয় ২৩।৪।৩৩ তারিখে লিখিয়াছেন—

গত ১৩ই শ্রাবণ—ইদিলপুর-ধীপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র বি, এল, উপাধিধারী শ্রীমান ভবরঞ্জন ঘোষের সহিত উলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রামগোপাল রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী রেণুকা দেবীর শুভবিবাহ ঢাকা নগরে সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে যৌতুক অথবা গহনা ইত্যাদি কোন প্রকারের দাবী দাওয়া ছিলনা। পাত্র উঠাইয়া নেওয়ার সময় যাতায়াত খরচ ইত্যাদি বাবদ কৈলাস ঘোষ ঠাকুরকে রামগোপাল বাবুর ৩০১৲ টাকা মাত্র দেওয়ার কথা ছিল এবং ঐ টাকা দেওয়াও হইয়াছিল, কিন্তু পরম সুখের বিষয় এই যে উক্ত ঘোষ ঠাকুর ঢাকা যাইয়া প্রণামী এবং যাতায়াতের প্রকৃত খরচ বাবদ ১০১৲ মাত্র রাখিয়া বাকী ২০০৲ টাকা রামগোপাল বাবুকে ফেরত দিয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত কায়স্থসমাজে অতি বিরল। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ঠাকুর সাধারণ অবস্থার লোক, এরূপ অবস্থায় তিনি যে সদৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

৩

বিনাপণে ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ

ভাঙ্গার উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্ম মহাশয় জানাইয়াছেন,—

বিগত ১৮ই আষাঢ় ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চাঁওচা গ্রামে শ্রীযুক্ত

মুকুন্দলাল ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী বীণাপাণি দেবীর শুভ বিবাহ উক্ত জেলার অধীন বান্ধব-দৌলতপুর নিবাসী স্বর্গীয় বেণীকান্ত দেব বর্ম্মা মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ রমাপ্রসাদ দেববর্ম্মার সহিত যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সম্প্রদান সময়ে কন্যাপক্ষের পুরোহিত বাটিকামারী নিবাসী শ্রীযুক্ত নিখিল চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিরোধীদিগের পরামর্শে মন্ত্রাদি পাঠ করাইতে ব্যতিক্রম করিতে থাকায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা এবং ঢাকা আর্য্যকায়স্থ-সভার ও ফরিদপুর প্রচারসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশ গুহ বর্ম্ম মহাশয় প্রতিবাদ করেন, বারংবার বলিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তিনি ইচ্ছা করিয়া অযথা বিলম্ব করিতে থাকেন; অতঃপর বরপক্ষের পুরোহিত ঈশিবপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথারীতি বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে সম্প্রদান, কুশণ্ডিকা, চরুহোম প্রভৃতি ক্রিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

এই বিবাহোপলক্ষে বরের জ্যেষ্ঠতাত স্বজাতিহিতপরায়ণ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা (কায়স্থ-সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য) মহাশয় কোন প্রকার দাবী দাওয়া না করিয়া বিশেষ মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন; এজন্য তিনি সমাজের চির ধন্যবাদার্হ।

৪

ক্ষত্রিয়াচারে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ।

বাতানল-কায়স্থসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ননীলাল দত্ত বর্ম্ম মহাশয় লিখিয়াছেন—

গত ২৮শে শ্রাবণ শুক্রবার জেলা হুগলি বাতানল নিবাসী শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র শ্রীমান প্রমথ নাথ দত্ত বর্ম্মার সহিত স্বর্গীয় অমৃতলাল চন্দ্র মহাশয়ের একমাত্র কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী বীণাপাণি দেবীর ক্ষত্রিয়োচিত পদ্ধতিতে বিবাহ হইয়াছে। উভয় পক্ষেরই কুলপুরোহিত এই কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

উপনয়ন

১

টাঙ্গাইল হইতে শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মিত্র দেব বর্ম্ম মহাশয় লিখিয়াছেন:—

গত ২রা আষাঢ় বৃহস্পতিবার অলোয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত যামিনী নাথ বসু বর্ম্ম রায় চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে তাঁহার দৌহিত্র, দেহেরগতিনিবাসী ধানবাদের উকিল শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দেব বর্ম্মা এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের পুত্র ত্রয়োদশবর্ষবয়স্ক শ্রীমান ক্ষিতীন্দ্রমোহন ঘোষ বর্ম্মা ও একাদশ বর্ষবয়স্ক শ্রীমান সুবীন্দ্রমোহন ঘোষ বর্ম্মার উপনয়ন সংস্কার মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই কার্য্যোপলক্ষে রায়চৌধুরী মহাশয় সহস্রাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং ছয় শতাধিক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে অতি উপাদেয় ভোজ্যদানে আপ্যায়িত করিয়াছেন। পুত্রদ্বয়ের উপনয়ন কার্য্যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ ধীরেন্দ্র বাবু নিজ ব্যয়ে নিজেই সম্পাদন করিয়াছিলেন। রায়চৌধুরী মহাশয়ের দ্বারপণ্ডিত বরিশাল-সোহাগদলনিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় উপনয়নে আচার্য্য পদে, ঘাটাইলনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় সদস্যপদে, টাঙ্গাইল-মেরুয়াযোনানিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী হোতৃপদে, এবং স্থানীয় পুরোহিত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্রহ্মার কার্য্যে ব্রত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার বেদার্থচিন্তামণি এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দেব বর্ম্ম সাংখ্য-ব্যাকরণতীর্থ ভিষক্‌শাস্ত্রী কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কায়স্থ-সমাজের সংস্কারের পক্ষপাতী টাঙ্গাইলের প্রায় ৫০ জন যাজনিক ব্রাহ্মণ এই কার্য্যে নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত টাঙ্গাইলের সিনিয়র উকিল শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র বর্ম্ম রায়, প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল, ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী এম্ বি, প্রসিদ্ধ নন্-কো-অপারেটিং মোক্তার মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ মৈত্র এবং মোক্তার শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ এই উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করিয়াছিলেন। টাঙ্গাইল কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মাধবলাল চৌধুরী বর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ বর্ম্ম বিদ্যাবিনোদ বি, এল, শ্রীযুক্ত রামলাল চৌধুরী বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ দাস বর্ম্মা মোক্তার, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা শিক্ষক, প্রসিদ্ধ নেতা শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ বর্ম্মা প্রভৃতি শতাধিক সম্ভ্রান্ত কায়স্থও এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ মৈত্র এবং শ্রীযুক্ত রামলাল চৌধুরী বর্ম্মা রন্ধনকার্য্যের এবং নিমন্ত্রিতগণের ভোজনের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন।

এই উপনয়ন উপলক্ষে আররানিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বি, এ, এবং শিরাইলনিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষ মহাশয় প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে রায়চৌধুরী মহাশয় আনন্দের সহিত নিজ ব্যয়ে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে তাঁহাদের উপনয়ন সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

২

গত ৯ই আষাঢ় টাঙ্গাইলের সমীপবর্ত্তী বেতকা গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ দাস, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ বর্ম্ম বি, এ, বি, টি, প্রমুখ ৩১ জন কায়স্থ বিহিত প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। তন্ত্রধারপদে বৃত হইয়া শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয় উপনয়ন সম্পাদন করাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় হোতৃপদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

৩

বসিরহাট কায়স্থসভার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—গত ১৭ই শ্রাবণ খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত রতনপুর গ্রামে স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত মনোমোহন মিত্র মহাশয়ের ভবনে বসিরহাট কায়স্থ-পরিষদের চেষ্টায় রতনপুর, ধনবাড়ীয়া ও গড়মুকুন্দপুর গ্রামের নিম্নলিখিত ৬১জন দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থসন্তান যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন :—

রতনপুর

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীযুক্ত বিজয়াকুমার বসু
„ তারকনাথ মিত্র	„ অবিনাশচন্দ্র বসু
„ ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র	„ কেশবলাল বসু
„ হারাণচন্দ্র মিত্র	„ ননীগোপাল বসু
„ হেমনাথ মিত্র	„ ধীরেন্দ্রনাথ বসু
„ যতীন্দ্রনাথ মিত্র (১ম)	„ অজিত কুমার বসু
„ বিজয়াকুমার মিত্র	„ গিরিজানাথ বসু
„ অমূল্যরতন মিত্র	„ নটবর বিশ্বাস
„ চারুচন্দ্র মিত্র	„ সুধীরকৃষ্ণ বিশ্বাস

„ যতীন্দ্রনাথ মিত্র (২য়)	„ দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
„ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র	„ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ বসন্তকুমার বসু	„ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ অক্ষয় কুমার বসু	„ অতুলকৃষ্ণ ঘোষ
„ যতীন্দ্রনাথ বসু	„ অতুলকৃষ্ণ দত্ত
„ হরিপদ বসু (১ম)	„ ললিতমোহন কুণ্ড
„ হরিপদ বসু (২য়)	„ তারাপদ কুণ্ড

ধনবাড়ীয়া

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ঘোষ	শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ঘোষ
„ ফণিলাল ঘোষ	„ ললিতবিহারী ঘোষ
„ অক্ষয়কুমার ঘোষ	„ সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ
„ মাখনলাল ঘোষ	„ কৃষ্ণচরণ ঘোষ
„ হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ	„ নরেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ অজিতকুমার ঘোষ	„ শিবপদ বসু
„ ননীগোপাল ঘোষ	„ অজিত কুমার সেন

গড়মুকুন্দপুর

শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী ঘোষ	শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ
„ অনিলবিহারী ঘোষ	„ কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ
„ কালীপদ ঘোষ	„ ভূপেন্দ্র নাথ দাস
„ যতীন্দ্রনাথ দাস	„ চুনীলাল দাস
„ চারুলাল দাস	„ হেমলাল দাস
„ অরবিন্দলাল দাস	„ অবনীকুমার দাস
„ বিমানভূষণ দাস	„ শচীন্দ্রনাথ দাস
„ যতীন্দ্রনাথ দাস	

এই উপনয়ন কেন্দ্রে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ স্মৃতিভূষণ মহাশয় আচার্য্য পদে বৃত হইয়াছিলেন। গত বড়দিনের বন্ধে বসিরহাট মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব বর্ম্ম বিশ্বাস বি, এল, এবং বসিরহাটের খ্যাতনামা উকিল ও বসিরহাট কায়স্থ-পরিষদের নেতা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্ম বি, এল, মহোদয়দ্বয় মহারাজা প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তিগৌরবমণ্ডিত গড়মুকুন্দপুর, ধনবাড়ীয়া, রতনপুর প্রভৃতি

শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ মৈত্র এবং শ্রীযুক্ত রামলাল চৌধুরী বর্ম্মা রন্ধনকার্য্যের এবং নিমন্ত্রিতগণের ভোজনের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন।

এই উপনয়ন উপলক্ষে আররানিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বি, এ, এবং শিরাইলনিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষ মহাশয় প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে রায়চৌধুরী মহাশয় আনন্দের সহিত নিজ ব্যয়ে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে তাঁহাদের উপনয়ন সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

২

গত ৯ই আষাঢ় টাঙ্গাইলের সমীপবর্ত্তী বেতকা গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ দাস, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ বর্ম্ম বি, এ, বি, টি, প্রমুখ ৩১ জন কায়স্থ বিহিত প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। তন্ত্রধারপদে বৃত হইয়া শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয় উপনয়ন সম্পাদন করাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় হোতৃপদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

৩

বসিরহাট কায়স্থসভার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—গত ১৭ই শ্রাবণ খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত রতনপুর গ্রামে স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত মনোমোহন মিত্র মহাশয়ের ভবনে বসিরহাট কায়স্থ-পরিষদের চেষ্টায় রতনপুর, ধনবাড়ীয়া ও গড়মুকুন্দপুর গ্রামের নিম্নলিখিত ৬১জন দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থসন্তান যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন :—

রতনপুর

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র
„ তারকনাথ মিত্র
„ ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র
„ হারাণচন্দ্র মিত্র
„ হেমনাথ মিত্র
„ যতীন্দ্রনাথ মিত্র (১ম)
„ বিজয়াকুমার মিত্র
„ অমূল্যরতন মিত্র
„ চারুচন্দ্র মিত্র
শ্রীযুক্ত বিজয়াকুমার বসু
„ অবিনাশচন্দ্র বসু
„ কেশবলাল বসু
„ ননীগোপাল বসু
„ ধীরেন্দ্রনাথ বসু
„ অজিত কুমার বসু
„ গিরিজানাথ বসু
„ নটবর বিশ্বাস
„ সুধীরকৃষ্ণ বিশ্বাস

„ যতীন্দ্রনাথ মিত্র (২য়)
„ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র
„ বসন্তকুমার বসু
„ অক্ষয় কুমার বসু
„ যতীন্দ্রনাথ বসু
„ হরিপদ বসু (১ম)
„ হরিপদ বসু (২য়)
„ দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
„ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ অতুলকৃষ্ণ ঘোষ
„ অতুলকৃষ্ণ দত্ত
„ ললিতমোহন কুণ্ড
„ তারাপদ কুণ্ড

ধনবাড়ীয়া

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ঘোষ
„ ফণিলাল ঘোষ
„ অক্ষয়কুমার ঘোষ
„ মাখনলাল ঘোষ
„ হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ অজিতকুমার ঘোষ
„ ননীগোপাল ঘোষ
শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ঘোষ
„ ললিতবিহারী ঘোষ
„ সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ
„ কৃষ্ণচরণ ঘোষ
„ নরেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ শিবপদ বসু
„ অজিত কুমার সেন

গড়মুকুন্দপুর

শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী ঘোষ
„ অনিলবিহারী ঘোষ
„ কালীপদ ঘোষ
„ যতীন্দ্রনাথ দাস
„ চারুলাল দাস
„ অরবিন্দলাল দাস
„ বিমানভূষণ দাস
„ যতীন্দ্রনাথ দাস
শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ
„ কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ
„ ভূপেন্দ্র নাথ দাস
„ চুনীলাল দাস
„ হেমলাল দাস
„ অবনীকুমার দাস
„ শচীন্দ্রনাথ দাস

এই উপনয়ন কেন্দ্রে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ স্মৃতিভূষণ মহাশয় আচার্য্য পদে বৃত হইয়াছিলেন। গত বড়দিনের বন্ধে বসিরহাট মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব বর্ম্ম বিশ্বাস বি, এল, এবং বসিরহাটের খ্যাতনামা উকিল ও বসিরহাট কায়স্থ-পরিষদের নেতা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্ম বি, এল, মহোদয়দ্বয় মহারাজা প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তিগৌরবমণ্ডিত গড়মুকুন্দপুর, ধনবাড়ীয়া, রতনপুর প্রভৃতি

শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ মৈত্র এবং শ্রীযুক্ত রামলাল চৌধুরী বর্ম্মা রন্ধনকার্য্যের এবং নিমন্ত্রিতগণের ভোজনের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন।

এই উপনয়ন উপলক্ষে আররানিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বি, এ, এবং শিরাইলনিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষ মহাশয় প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে রায়চৌধুরী মহাশয় আনন্দের সহিত নিজ ব্যয়ে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে তাঁহাদের উপনয়ন সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

২

গত ৯ই আষাঢ় টাঙ্গাইলের সমীপবর্ত্তী বেতকা গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ দাস, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ বর্ম্ম বি, এ, বি, টি, প্রমুখ ৩১ জন কায়স্থ বিহিত প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। তন্ত্রধারপদে বৃত হইয়া শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয় উপনয়ন সম্পাদন করাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় হোতৃপদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

৩

বসিরহাট কায়স্থসভার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—গত ১৭ই শ্রাবণ খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত রতনপুর গ্রামে স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত মনোমোহন মিত্র মহাশয়ের ভবনে বসিরহাট কায়স্থ-পরিষদের চেষ্টায় রতনপুর, ধনবাড়ীয়া ও গড়মুকুন্দপুর গ্রামের নিম্নলিখিত ৬১জন দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থসন্তান যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন :—

রতনপুর

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীযুক্ত বিজয়াকুমার বসু
„ তারকনাথ মিত্র	„ অবিনাশচন্দ্র বসু
„ ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র	„ কেশবলাল বসু
„ হারাণচন্দ্র মিত্র	„ ননীগোপাল বসু
„ হেমনাথ মিত্র	„ ধীরেন্দ্রনাথ বসু
„ যতীন্দ্রনাথ মিত্র (১ম)	„ অজিত কুমার বসু
„ বিজয়াকুমার মিত্র	„ গিরিজানাথ বসু
„ অমূল্যরতন মিত্র	„ নটবর বিশ্বাস
„ চারুচন্দ্র মিত্র	„ সুধীরকৃষ্ণ বিশ্বাস

„ যতীন্দ্রনাথ মিত্র (২য়)	„ দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
„ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র	„ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ বসন্তকুমার বসু	„ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ অক্ষয় কুমার বসু	„ অতুলকৃষ্ণ ঘোষ
„ যতীন্দ্রনাথ বসু	„ অতুলকৃষ্ণ দত্ত
„ হরিপদ বসু (১ম)	„ ললিতমোহন কুণ্ড
„ হরিপদ বসু (২য়)	„ তারাপদ কুণ্ড

ধনবাড়ীয়া

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ঘোষ	শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ঘোষ
„ ফণিলাল ঘোষ	„ ললিতবিহারী ঘোষ
„ অক্ষয়কুমার ঘোষ	„ সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ
„ মাখনলাল ঘোষ	„ কৃষ্ণচরণ ঘোষ
„ হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ	„ নরেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ অজিতকুমার ঘোষ	„ শিবপদ বসু
„ ননীগোপাল ঘোষ	„ অজিত কুমার সেন

গড়মুকুন্দপুর

শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী ঘোষ	শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ
„ অনিলবিহারী ঘোষ	„ কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ
„ কালীপদ ঘোষ	„ ভূপেন্দ্র নাথ দাস
„ যতীন্দ্রনাথ দাস	„ চুনীলাল দাস
„ চারুলাল দাস	„ হেমলাল দাস
„ অরবিন্দলাল দাস	„ অবনীকুমার দাস
„ বিমানভূষণ দাস	„ শচীন্দ্রনাথ দাস
„ যতীন্দ্রনাথ দাস	

এই উপনয়ন কেন্দ্রে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ স্মৃতিভূষণ মহাশয় আচার্য্য পদে বৃত হইয়াছিলেন। গত বড়দিনের বন্ধে বসিরহাট মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব বর্ম্ম বিশ্বাস বি, এল, এবং বসিরহাটের খ্যাতনামা উকিল ও বসিরহাট কায়স্থ-পরিষদের নেতা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্ম বি, এল, মহোদয়দ্বয় মহারাজা প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তিগৌরবমণ্ডিত গড়মুকুন্দপুর, ধনবাড়ীয়া, রতনপুর প্রভৃতি

পল্লীতে প্রচারার্থে গমন করেন। তাঁহাদের প্রচারের ফলে তত্রত্য কায়স্থ সাধারণের ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার গ্রহণের ইচ্ছা বলবতা হয়। তৎপর গত মহরমের বন্ধে শরৎবাবু ও জিতেন্দ্রবাবু পুনরায় রতনপুর গ্রামে গমন করিয়া উপনয়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।

৪

বরঙ্গাইল হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ দেববর্ম্মগুণাকর মহাশয় লিখিয়াছেন—

গত ১৩ই ভাদ্র বরঙ্গাইল গ্রামে তাঁহার নিজ বাটীতে নিম্নলিখিত তিনজন কায়স্থ যথারীতি উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন :—

(১) শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দেব বর্ম্মা, বক্চর

(২) „ ত্রৈলোক্য নাথ সরকার দেব বর্ম্মা, বক্চর

(৩) „ রাধাচরণ নন্দী বর্ম্মা, মহাদেবপুর।

———০———

পুস্তক-পরিচয়

১। **শ্রীশ্রীরাসলীলা ও পদাঙ্ক-দূত**—'ব্রহ্মবোধিকা'-প্রণেতৃ' শ্রীদুর্গাদাস ঘোষ, বি,-এল-কৃত-১৭নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩), মূল্য আট আনা—আকার ডবল ক্রাউন ১০১ পৃষ্ঠা।

কায়স্থ-পত্রিকার পাঠকগণ গ্রন্থকাররচিতপ্রথমগ্রন্থ সরল সংস্কৃত খণ্ড-কাব্য 'ব্রহ্মবোধিকা'র পরিচয় ইতঃ পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। ব্যবসায়ে ইঁনি একজন ব্যবহারজীবী, কিন্তু তিনি জ্ঞানী, প্রেমিক ও ভক্ত। তাঁহার নিভৃত শাস্ত্রচর্চ্চা সফল হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীশ্রীরাসলীলার প্রাঞ্জল অনুবাদ, প্রথমে গদ্যে অনুবাদ করিয়া পরে এক সুন্দর পদ্যানুবাদ এবং 'পদাঙ্ক-দূত' নামক সংস্কৃত কাব্যের পদ্যানুবাদ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন—যিনি ইহাঁর প্রথম পুস্তক 'ব্রহ্মবোধিকা' পাঠ করিবেন তিনি বুঝিবেন গ্রন্থকার একজন বেদান্ত-প্রেমিক। বেদান্তরত্ন শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় উহা পাঠে লিখিয়াছেন,—"অদ্বৈত-বেদান্তে আপনার বেশ প্রবেশ আছে বোধ হইল।" কিন্তু দুর্গাদাস বাবুর কৃত শ্রীভগবানের 'শ্রীরাস-হল্লীষ-লীলা, ও পূর্ণানন্দবতী শ্রীমতীর বিরহানন্দ ব্যথার

প্রকাশক 'পদাঙ্কদূত'-সাধনা পাঠে সকলে তাঁহাকে ভক্ত মনে করিয়া ভক্তির চক্ষে দেখিবেন। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার বি, এল (সবজজ্)-কৃত শ্রীকৃষ্ণরাজ-শিক্ষা (২য় ভাগ)-পঞ্চাধ্যায়ের সরল ও প্রাঞ্জল গদ্য অনুবাদ একসময়ে পড়িয়া আনন্দ পাইয়াছিলাম, আজ আমরা সতীর্থ ঘোষ মহাশয়ের কৃত রসিক-কুলচূড়া নাট্যসম্রাটের শ্রেষ্ঠ নাট্যলীলা ও আনন্দবনরসময়ী শ্রীরাধিকার বিরহানন্দতত্ত্ব পাঠে মহানন্দ পাইলাম। আজ কালের সাহিত্য-বাজারের বিপণিতে যে সাহিত্যরসের বিক্রয় হয়, তাহা অফুরন্ত মধুচক্রের আনন্দদায়ক চিরসঞ্জীবন অমৃতরস নহে—সে মোদক-প্রস্তুত শর্করারসমাত্র যাহা এক দিনেই বিকৃত হয়, আর শ্রীভগবান্ শ্রীভগবতার লীলা-কাহিনী হইতে দুর্গাদাসপ্রমুখ ভক্ত কবিগণ প্রেম-লীলা-রসের মধুচক্রজাত যে আনন্দ-সুধা বিতরণ করিতেছেন, তাহা সনাতন, সঞ্জীবন ও চির অবিকৃত। মাত্র দুইটী পদ দুই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই আলোচনা শেষ করিলাম—পুস্তক খানির বহু অংশ উদ্ধৃত করিয়া না শুনাইলে, আলোচনা পূর্ণ হয় না।

'শ্রীশ্রীরাসলীলা' হইতে,—

"শ্রীরাস-হল্লীষ-লীলা
নহে বহির্মুখী খেলা,
নহে বিষয়ের সহ ইন্দ্রিয় সংঘাত,
মুরারির রাসোদ্যোগ,
নহে শরীরের ভোগ,
এ নহে চরম ধাতু পৌরুষ নিপাত।"

'পদাঙ্ক-দূত' হইতে,—

* * * * * *

নিখিল জগৎ যদি হত ক্ষণবিনশ্বর,
হরির বিরহ তাপ কেন জ্বলে নিরন্তর ?
শুধুই ক্ষণিকবাদী প্রপঞ্চে রয়েছে ভুলে,
সার [redacted] অবহেলি কাচ ল'য়ে মণি ফেলে ;
জানে না সে প্রপঞ্চের সার শুধু হরিনাম,
যে নাম গাহিয়া বিশ্ব চলিতেছে অবিরাম,

* * * * * *

যে নাম গাহিয়া সতী পতি করে আলিঙ্গন,
যে নাম গাহিয়া যতী ভাবরসে নিমগন
যে নাম গাহিয়া দেখ প্রকৃতি সেজেছে রাণী,
যে নাম গাহিয়া অঙ্ক, আমি চির পাগলিনী।
জানিও সে নাম অঙ্ক, নিত্য, সত্য, সনাতন,
প্রপঞ্চের কেন্দ্র নাম, নামে বিশ্ব-প্রস্ফুরণ ;
গরজি গাহিয়া নাম যাও তুমি মথুরায়,
কেমনে না আসে ফিরে, দেখি আমি শ্যামরায় ;
যার মনে হবে দেখা, বোলো তারে অবিরাম,
গোপিকার কৃষ্ণ-প্রেম,
আর এই হরিনাম।

২। **অন্ধদেবতা**—(উপন্যাস) শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মজুমদার প্রণীত ; আকার—ডবল ক্রাউন (১৬ পেজি) ৩৭০ পৃষ্ঠা—মূল্য আড়াই টাকা; প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম্, লাইব্রেরী, ৬১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকার বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কায়স্থসভার সভ্যগণের ও কায়স্থ-পত্রিকা পাঠকগণের সবিশেষ পরিচিত। গ্রন্থারম্ভে 'নিবেদনে' গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "গ্রন্থখানির কতক অংশ প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, তারপর হইতে বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক জেলা, মহকুমা ও অসংখ্য গ্রামে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য প্রচারার্থে দীন সেবকরূপে ভ্রমণ করিতে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছি। সেই জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে আমার যৌবন কালের লেখা উপন্যাস খানিকে পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত করিয়াছি।" আরও লিখিয়াছেন,—"আমি বহু অনুসন্ধান করিয়া শত বৎসর পূর্ব্বের খাঁটী বাংলার কথা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাই এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিলাম।"

'অন্ধদেবতা' সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে,, গ্রন্থখানি উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক হইলেও প্রধানতঃ এতদ্দেশের সামাজিক পূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান প্রচলিত দোষ গুণের ইতিকথাপূর্ণ—দোষের কথা বা পাপের কথা অধিক এবং উহা গ্রন্থকার যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং নিবেদনে সে কথা স্বয়ংই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে সমাজদেহে যে পাপ বর্ত্তমান আছে তাহা গোপন করিয়া কোন লাভ নাই, বরং সে পাপের উৎপত্তি কেমন করিয়া হয়, এবং

কি ভাবে তাহা নিবারণ করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। সে জন্য আমি কোন কোন চরিত্রের বিষয়ে খোলাখুলি ভাবে সব কথা বলিয়াছি। শিক্ষাদ্বারা মেয়েদের মন হইতে কুসংস্কার বিদূরিত করিতে না পারিলে, তাহাদের সময়ে সময়ে কি ভীষণ সর্ব্বনাশ হয় তাহাও দেখাইয়াছি।" গ্রন্থকারের নিবেদনে যে উদ্দেশ্যের কথা আলোচনা করিয়াছেন তাহা কার্য্যে আনিলে বেশ সুবিধা হইত। তিনি সমাজব্যাধিগুলি প্রবীন চিকিৎসকের মত উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন যাহাতে উহা গোপন থাকিয়া ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে আরও বিশেষ ক্ষতি, এমন কি পরিণামে সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত, আনয়ন না করে। কিন্তু ভেষজ বা অস্ত্রোপচার দ্বারা সেই উৎকট ব্যাধি বা ক্ষত যাহাতে নিবারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা কোথাও বিশেষ করেন নাই। করিলে ভাল হইত, গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত, গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইত, মাত্র শিক্ষা সহায়ে এই ব্যাধি হইতে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে এই কথা নিবেদনে উল্লেখ করিয়া নিশ্চিন্ত! কিন্তু সে যাহাই হউক গ্রন্থকার চরিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত, তাঁহার সকল চিত্রগুলিই সজীব, আধুনিক এবং পুরাতনের সংমিশ্রণে সুপটু পটুয়ার ন্যায় সুক্ষম রেখাপাতে তিনি চিত্রগুলিকে উজ্জ্বল করিয়াছেন।

পড়িতে বসিলে মনে হয় চিত্রগুলি নয়নসমক্ষে দেদীপ্যমান, তাঁহার 'সুবাসিনী' দেবীর মত ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভদ্র ডাকাতগণের গৃহে এই শতদল ফুটিয়াছিল, বিধাতার বিধানে পাঁকে পঙ্কজিনী জন্মায়—A Ministering Angel Thou" 'সরযূ'কে যে ভাবে গ্রন্থকার আঁকিয়াছেন, তাহাতে তাহার পাপ মার্জ্জনীয় নহে। প্রথমে পর-প্ররোচনায় পরিণামচিন্তায় অক্ষমের ন্যায় পাপাচরণে প্রবৃত্তা, পরক্ষণেই অভ্যস্তা নায়িকার মত ব্যবহার, শেষে অত্যন্ত মহৎ, উদার বা দুষ্টলোকের মতে স্ত্রৈণ, দেবেন্দ্রনাথরূপ স্বামী পাইয়া অত পাপ একদিনে এক কথায় ভুলিয়া গিয়া, সতী সাজা অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। দেবেন্দ্রের সাম্নে প্রথম দিন ঐরকম সামান্য একটু অনুশোচনা দেখাইলে জ্ঞানকৃত অতবড় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কখনই হয় না। সুবাসিনীর পাশে সরযূ কিছুতেই মেলেনা—দেবতা-নিবেদিত নির্ম্মাল্যের সহিত, নর-বিদলিত নহে, নরাধমসেবিত কুসুমের একত্র সমাবেশ কোন মতেই শোভনীয় নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে—তবে গ্রন্থকারের দোষ নাই, সমাজে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই তিনি দেখাইয়াছেন। 'কুমুদিনী' শয়তানী, কঠোর শাস্তি পাইবার উপযুক্ত, এরূপ চিত্র সমাজে আছে, কিন্তু এরূপ চরিত্র চিত্রণে অপকার বেশী হয়, ইহার

প্রায়শ্চিত্ত অতীব কঠোর না দেখাইলে সমাজের আদর্শ বিগরাইয়া যায়। 'হিরণ', 'কুসুম' ও অন্যান্য স্ত্রীগণ বেশ স্বাভাবিক। 'বিনোদের মা'ও 'রাইমণি' প্রভৃতি দাসী-চরিত্রগুলি, জ্যাঠীমা, গিন্নীমা প্রভৃতি স্ত্রী চরিত্রগুলি বেশ স্বাভাবিক এবং যথাযথ। সুবাসিনীর মা, জ্যেঠাই, ভগীর কথা যাহা গ্রন্থকার লিখিয়াছেন তাহা ভালই হইয়াছে। 'দেবেন্দ্র' খুব ভাল—তবে একটু যাহা লক্ষিত হয় তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সেটী দোষ বলিয়া বিচারিত না হইলে অত্যন্ত মহৎ বা উদার, এ রকম সুবাসিনী ও দেবেন্দ্র দেশে দরকার, গোপাল বাবু বেশ স্বাভাবিক, গিরীশ বাবুর ভুল সমাজে অস্বাভাবিক নহে, কারণ রূপের মোহ, যৌবনমোহ দ্বিতীয় দারপরিগ্রহকারী প্রৌঢ়কে অনেক স্থলে এইরূপ অন্ধকারে, পরিণামে গিরীশ বাবুর ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া ফেলে।

সতীশ, বিনোদ, জগা, রহমন প্রভৃতি নায়কীগুলির চরিত্রও স্বাভাবিক, হরিপদ চমৎকার ফুটিয়াছে। ন্যায়পঞ্চানন অতি স্বাভাবিক, সচরাচর পাওয়া যায়,—শাস্তির রকমটা নূতন এবং মন্দ নহে। শ্যাম বাবু, রাম বাবু ঠিক সেকালের ভদ্র ডাকাত—যেমন কর্ম্ম তেমনই প্রতিফল।—মা জগদম্বা যথার্থই নরবলি লইলেন—একটি আধটি নহে—তিন চারিটি। সঙ্গে সঙ্গে বাকী লোকদের মনের পরিবর্ত্তন। কানাইটী বেশ—ডাকাইত সর্দ্দারগণ বেশ স্বাভাবিক—যে সকল নানা ঘটনা ও স্থানীয় সামাজিক এবং দেশীয় বিবরণ গ্রন্থকার বিবৃত করিয়াছেন তাহা বেশ নিপুণতার সহিত বলা হইয়াছে—নবদ্বীপের আখড়ার কথা স্পষ্ট এবং বহু 'যুবতীদাস' বাবাজী ও তাহার আখ্‌ড়ার জীবগুলি বেশ সরস এবং ঠিক ঠিক। ডাকাতির পদ্ধতি বা তৎসংক্রান্ত তৎকালীন প্রচলিত উপায় অবলম্বন বেশ ঐতিহাসিক। সাহেবের সঙ্গে সুবাসিনীর হাতে হাতে ধস্তাধস্তি তখন স্বাভাবিক ছিল কিনা জানিনা, তবে শুন্‌তে পাই দু'একজন মেয়ে ডাকাত পুরুষ ডাকাতের চেয়ে কম ছিল না।

শেষ কথা—পূরা সমালোচনা করতে গেলে এই গ্রন্থকারের অনেক নিপুণতার কথা, অনেক কৃতিত্বের বিষয় উদ্ধৃত ক'রে দেখাতে হয়, সমাজের যে অংশটী তিনি চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে অসাধারণ নৈপুণ্য আছে, যে রূপ দেখান উচিত সেইরূপই দেখাইয়াছেন। কুসুমেষু শাস্ত্রবর্ণিত অন্ধদেবতাই বটে—তাঁহার অমোঘ শরসন্ধানে দেবতা দানব হয়, মানব মানবীর কোন্ কথা! বুড়া বয়সে পাকা ময়রার ন্যায় যে রসের খুলি গ্রন্থকার নামাইয়াছেন তাহার আজকালকার বাজারে অনেক ক্রেতা জুটিবে অনায়াসে বলা যায়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

DOUBLE COLOUR

কায়স্থ-পত্রিকা

২৫শ বর্ষ | আশ্বিন—১৩৩৩ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভারতকল্যাণপ্রার্থনাস্তোত্রম্।

"যে ত্রিষপ্তাঃ পরিয়ন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ।
বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে" ॥ ১
স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির্ভবেশ মে।
পাশবদ্ধা রুরোদিনী মুক্তপাশাং করোতু তাম্ ॥ ২
দেহি দেব বলং দেহে বিজ্ঞানমকুতোভয়ম্।
মুঞ্চেয়ং যেন মাতরং জগৎকৃৎস্নাং পয়োধরাম্ ॥ ৩
জন্মান্নচ্ছাদনৈর্বিনা ব্যাধিজীর্ণাঃ ক্ষিতায়ুষঃ।
গচ্ছন্তি ভ্রাতরঃ সর্ব্বে প্রতিক্ষণং যমালয়ম্ ॥ ৪
ত্রাহি দেব বিমোহিতান্ ম্রিয়মাণাংস্ত মামকান্।
কৃপাপস্তে জগন্নাথ "সংযোরভিস্রবন্তু নঃ" ॥ ৫
দেহি তীব্রাং জিজীবিষামৈক্যবলং সুদুর্লভম্।
দেশাত্মভাবনং সাম্যং সমিতিসাধনোত্তমম্ ॥ ৬
দেহি দার্ঢ্যং জয়ং ক্ষেমং ধর্ম্মমতিঞ্চ পৌরুষম্।
লভেম যেন স্বারাজ্যং সন্ততীনাং সুখাশ্রয়ম্ ॥ ৭
আধিব্যাধিপাপৈর্মুক্তমহিংসনীতিবাহকম্।
আত্মজ্ঞানত্যাগাদর্শং জগদ্ধিতপ্রসাধনম্ ॥ ৮

বঙ্গানুবাদ।

ত্রিসংখ্যক ও সপ্তসংখ্যক শক্তিনিচয় যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার রূপ ধারণ করিয়া জগতে বিরাজ করিতেছেন, বাক্‌পতি পরমেশ্বর তাঁহাদের সমষ্টিভূত বল অদ্য আমার দেহে প্রদান করুন। ১

হে ভবেশ, স্বর্গ হইতেও গরীয়সী আমার জন্মভূমি অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধা ও রুরোদ্যমানা, তাঁহাকে তুমি বন্ধনমুক্তা কর।২

হে দেব আমার দেহে বল দান কর, আমাকে বিজ্ঞানবল ও ভয়শূন্যতা দাও, যাহাতে আমি মাকে মুক্ত করিতে পারি, যিনি জগতের সাকল্যরূপিণী ও প্রভূত পয়োধারিণী। ৩

জল, অন্ন ও আচ্ছাদনের অভাবে ব্যাধিজীর্ণ ও অল্পায়ুঃ আমার ভ্রাতৃগণ প্রতিক্ষণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ৪

হে দেব, মোহাচ্ছন্ন মৃতকল্প আমার স্বজাতীয়গণকে ত্রাণ কর। হে জগন্নাথ, তোমার কৃপাবারি আগত রোগাদির নিরাকরণ ও অনাগত রোগাদির নিবারণের জন্য আমাদের প্রতি বর্ষিত হউক। ৫

বাঁচিয়া থাকিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সুদুর্লভ ঐক্যবল, দেশের ও আমার স্বার্থ এক—এইরূপ ভাবনা; সকলের প্রতি সমভাব ও উত্তম সমিতিবন্ধনশক্তি আমাদের দাও (যেন আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে, নগর ও জনপদের উন্নতি বিধানে, সমাজসংস্কার কার্য্যে ও দেশকল্যাণকর সকল অনুষ্ঠানে স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সমবেতভাবে শক্তি নিয়োগ করিতে পারি)। ৬

আমাদিগকে কর্ম্মে দৃঢ়তা (অধ্যবসায়), জয় (সফলতা), জিত বস্তুর রক্ষাকরার শক্তি, ধর্ম্মবুদ্ধি ও পুরুষোচিত বীর্য্য দেও যাহাতে আমরা স্বরাজ্য লাভ করিতে পারি—যাহা সন্ততিগণের সুখের আশ্রয়, যাহা মানসিক যন্ত্রণা, শারীরিক ব্যাধি ও পরপীড়নাদি পাপ হইতে বিমুক্ত, অহিংসনীতির বহনকারী, ব্রহ্মজ্ঞান ত্যাগের আদর্শ স্বরূপ এবং জগতের হিতসাধনের উপায়ভূত হইবে॥ ৭ ৮

ব্যাখ্যা।

প্রথম শ্লোক।

অন্বয়—যে ত্রিষপ্তাঃ বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ পরিয়ন্তি, বাচস্পতিঃ তেষাং ঋ মে তন্বো অদ্য দধাতু॥

ত্রিষপ্তাঃ ত্রিসংখ্যকাঃ সপ্তসংখ্যাকাশ্চ যে সন্তি। ত্রিসংখ্যাক্রান্তা যথা ভূঃ ভাবিবর্ত্তমানকালাঃ, ভূর্ভুবঃস্বর্লোকাঃ, সত্ত্বরজস্তমোগুণাঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণ্য শক্তয়ঃ, ঋগ্‌যজুঃসামবেদাঃ, সপ্তসংখ্যাক্রান্তাশ্চ যথা সপ্তগ্রহাঃ, সপ্তলোকাঃ, সপ্তস্বরাঃ সপ্তব্যাপাঃ সপ্তচ্ছন্দাংসি ইত্যাদ্যা যে সন্তি তে সর্ব্বে চ। পরিয়ন্তি পর্য্যাবর্ত্তন

বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ—সর্ব্বাণি রূপাণি ধারয়তঃ। বাচস্পতিঃ বেদাত্মিকায়া বাচঃ পতিঃ, পরমেশ্বরঃ।

সরলার্থ—ত্রিসংখ্যাবিশিষ্ট ও সপ্তসংখ্যাবিশিষ্ট শক্তিনিচয় যাহারা সর্ব্বপ্রকার রূপ ধারণ করিয়া জগতে বিরাজ করিতেছেন, বেদবাক্‌পতি পরমেশ্বর তাঁহাদের সমষ্টিভূত বল অদ্য আমার দেহে প্রদান করুন।

পরমেশ্বরের বাক্যমাত্রেই কার্য্য সাধিত হয়, এজন্য পরমেশ্বরকে এখানে বাক্‌পতি বলা হইয়াছে। কি অসাধারণ প্রার্থনা! কত বড় মনোবল থাকিলে এত বড় প্রার্থনা করা যায়, ভারতসন্ততিগণ আজ তাহা ভাবিয়া দেখুন। দুর্ব্বলকে বলবান্ করার জন্য, শক্তিহীনকে শক্তিদানের জন্যই ভগবৎপ্রেরিত অথর্ব্ব বেদ। দেহবল, অর্থবল, বিজ্ঞানবল, মনোবল, ধর্ম্মবল—আজ সকলই ভারতের লুপ্তপ্রায়, অতএব আজ বেদের এই মহাবাক্যে ভারতসন্তানগণের অন্তর হইতে করুণাময় বিশ্বেশ্বরের চরণোপান্তে সকল বল লাভের জন্য গভীর প্রার্থনাধ্বনি উত্থিত হউক।

৫ম শ্লোক।

এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের অন্বয়—হে জগন্নাথ, তে কৃপাপঃ সংযোঃ নঃ অভিস্রবন্ত।

কৃপাপঃ=কৃপা অপঃ, কৃপারূপ জল, কৃপাবারি। 'সংযু' এই বৈদিক শব্দের অর্থ—অনাগত রোগাদিভয়ের নিবারণ এবং আগত রোগাদি বিপদের দূরীকরণ, ইংরেজিতে যাহাকে prevention and cure বলে। 'সংযোঃ' নিমিত্তার্থে পঞ্চমী—for prevention and cure. নঃ অভিস্রবন্ত=আমাদের প্রতি বর্ষিত হউক।

অথর্ব্ববেদের ১ কাণ্ড, ১ অনুবাক, ৬ সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি এইঃ—

শন্নো দেবী রভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। সংযোরভিস্রবন্তু নঃ॥

শুক্লযজুর্ব্বেদেও এই মন্ত্রটি দৃষ্ট হয়—৩৬ অঃ ১২ কঃ। পশ্চিম ভারতে জলরূপী ব্রহ্মশক্তির নিকট অনাময়প্রার্থনামূলক এই মন্ত্র আচমনে ব্যবহৃত হয়। এই বেদমন্ত্রের শেষাংশই ৫ম শ্লোকে ধৃত হইয়াছে।

অপরাপর শ্লোক সুগম।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

স্বাগতম্

প্রকৃতির্হসতি নিত্যং শারদীয়প্রভাতে।
বিকশতি রক্তিমার্কশ্চারুহাস্যং মধুরং॥
মেঘহীনাম্বরতলং রক্তভালং সুদৃশ্যং।
অহো খলু রমণীয়া শোভা শরৎপ্রভাতে॥
সুশোভতে সরসি চ সরোজশ্চারুগন্ধঃ।
সুশোভিতবনপ্রান্তং স্থলপদ্মৈঃ প্রফুল্লৈঃ॥
শেফালিকারাশয়শ্চ বিস্তৃতাঃ পৃথ্বীপৃষ্ঠে।
অহো খলু রমণীয়া শোভা শরৎপ্রভাতে॥
সরসি সলিলমতি নির্ম্মলং চারুদৃশ্যং।
শশিতারাখচিতঞ্চ সুনীলং খমণ্ডলং॥
স্ফুটয়তি নলিনীশ্চ কৌমুদী শুক্লপক্ষে।
জবাপরাজিতাদীনাং সর্ব্বত্রৈব বাহুল্যম্॥
এহি মাত রেহি বঙ্গে এবং শরৎপ্রভাতে।
স্বাগতং স্বাগতং মাতর্ভবনে হাস্মদীয়ে॥
পূজয়ামঃ সদা ভক্ত্যা দুর্ব্বাদিগন্ধপুষ্পৈঃ।
বৃদ্ধপ্রৌঢ়তরুণানাং সন্তোষায় এহোহি॥
নববেশভূষাপ্রাপ্তিকামেন তুষ্টিমন্তঃ।
লোভনীয়াহারলাভাশয়া চ ধৈর্য্যবন্তঃ॥
পঠনাদিবিরহিতা বালাঃ সদা মোদিতাঃ।
এহি এহি বালকানাং মধুরৈ রাহ্বানৈশ্চ॥
দুর্ব্বৃত্তপীড়নশঙ্কা দূয়তে হৃদয়ং নঃ।
জানামো ন তবপূজা বিঘ্নহীনা বা ন বা॥
সুদূরীক্রিয়তামন্ত ভাবনামমাকঞ্চ
দূরীকুরু ভেদবুদ্ধিবৈষম্যাদিঞ্চ মাতঃ।

শ্রীআশুতোষ দাসগোপ্তা।

আগমনী

উঠেছে শীতল রবি
আকাশে শীতল চাঁদ,
বহিছে তটিনী কুলু কুলু স্বনে
টুটিয়া সকল বাঁধ।
বঙ্গ ভরিয়া উঠিতেছে ঐ
মা'র আগমনী গান,
গগনে, পবনে, কোয়েলা কূজনে
উঠেছে সে গীত' তান।
শরৎ এনেছে শেফালী, কাশের ফুল,
রজনীগন্ধা, মালতী, বেলী, বকুল,
মায়ের পূজার বরণের ডালা
এনেছে গো তার সঙ্গে,
চাঁদের কিরণে উজলিয়া দেহ
সে যে দেখা দিছে বঙ্গে।
মলিন মূরতি প্রকৃতিরে আজ হাসি,
দিয়াছে শরৎ বাঁদলের পরে আসি;
কৃষকের আশা খেতভরা ধান
দিয়াছে শরৎ রাণী,
পল্লী পথে আজ সকলে হরষে
গাহিতেছে আগমনী
আয় আয় তোরা আয়রে সবাই ছুটে,
আয়রে ভিখারী অন্ধ আতুর জুটে;
সকলে মিলিয়া বরণ করিতে
জগজ্জননী মা'য়,
আজিকের দিনে দুঃখী জনেরাও
বাদ যেন নাহি যায়।

শ্রীপাঁচুগোপাল মিত্র

বৈদিক সভ্যতার আয়ুঃ।

"কাশীপুর-নিবাসীর" ১৪।৭।২৬ তারিখের সংখ্যায় পণ্ডিত অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ সাহিত্যরত্নের "ভারতের প্রাচীনত্ব" ৬ষ্ঠ প্রবন্ধে লিখিত আছে—"হিন্দু শাস্ত্র ও পুরাণাদিতে কালবিভাগ এই ঃ—

সত্য যুগ ১৭, ২৮০০০ বৎসর
ত্রেতা „ ১২, ৯৬০০০ „
দ্বাপর „ ৮, ৬৪০০০ „
কলি „ ৪, ৩২০০০ „

৪ যুগ=১ দিব্য যুগ
৭১ দিব্য যুগ=১ মন্বন্তর
১৪ মন্বন্তর=১ কল্প।"

ইহা দেখাইয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ত্রেতার শেষে রামরাজত্ব ধরিলে (আমরা কিন্তু ত্রেতার মধ্য সময়ে রামরাজত্বের কথা শুনিয়া আসিতেছি) বর্ত্তমান সময় হইতে ৮,৬৯,০২২ বৎসর পূর্ব্বে অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র জীবিত ছিলেন ও দশানন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা যে পৌরাণিক মত তাহা আমরা জানি। এই মতানুসারে মহাভারতের যুদ্ধ ন্যূনকল্পেও ৮,৬৪০০০ বৎসর পরে—অর্থাৎ রাবণের সহ রামের যুদ্ধের পরে—ঘটিয়াছিল।

তথা তেষু সর্ব্বেষু তূষ্ণীম্ভূতেষু রাজসু
জামদগ্ন্য ইদং বাক্য মব্রবীত্ কুরুসংসদি॥

জমদগ্নির পুত্র কুরুসভায় এই বাক্য বলিয়াছিলেন। এই পুত্রটির নাম পরশুরাম; তিনি ত্রেতার রামচন্দ্রের সহিতও যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার বয়স ৮,৬৪০০০ বৎসরের কম কিছুতেই হইতে পারে না। বোধ হয় এই জন্য লোকে তাঁহাকে অমর বলে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। এত বড় অমর যোদ্ধার এই সময় বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছিল ইহাও কল্পনা করা চলে না। এই যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ক্ষত্রিয় প্রায় সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তখন ক্ষত্রিররক্তলোলুপ এই পরশুরাম কি প্রকারে তাঁহার রক্তপিপাসা সম্বরণ করিয়া বসিয়া রহিয়াছিলেন!

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, রঘুবংশীয় হরিশ্চন্দ্র রাজা যে যজ্ঞে রুধিতের পরিবর্ত্তে শুনঃশেফের বলি দেওয়ার আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞের বিবরণে আছে—তাহার হোতা ছিলেন বিশ্বামিত্র, ব্রহ্মাবসিষ্ঠ, অধ্বর্য্যু জমদগ্নি এবং উদ্গাতা অয়াস্য। এই চারিজন ঋষিরই মন্ত্র ঋগ্বেদে আছে এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই কোন কোন সূক্ত আমি অনুবাদ করিয়াছি। ঐ ব্রাহ্মণখানিও ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণ। এই চারিজন ঋষি যে সমসাময়িক ইহাতে কেহ সন্দেহ করিতে পারে না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্‌কালে যে পরশুরামকে দেখা গিয়াছে, তাহাতেও কোন পৌরাণিকের সন্দেহ করার উপায় নাই।

৭।৯৬।৩ ঋকে বসিষ্ঠ জমদগ্নির উল্লেখ করেন; সুতরাং তিনি উপরোক্ত যজ্ঞে উপবিষ্ট যাজ্ঞিকগণের পরবর্ত্তী হইতেই পারেন না। সমকালবর্ত্তী হওয়ারই (উক্ত ব্রাহ্মণ ছড়িয়া দিলেও) সম্ভাবনা। ঋগ্বেদের ৩য় মণ্ডলের ৬২ সূক্ত জগদ্বিখ্যাত, ইহার ১০ম ঋক্ প্রসিদ্ধ সাবিত্রীমন্ত্র। সূক্তটিতে ১৮টি ঋক্ আছে। তাহার শেষ তিনটি (১৬।১৭।১৮) ঋকের ঋষি "বিশ্বামিত্রো জমদগ্নি র্বা" অবশিষ্টের ঋষি বিশ্বামিত্র।

এই যে "বিশ্বামিত্রো জমদগ্নি র্বা" উক্তি—ইহা বিশ্বামিত্রের পৌত্র কাত্যায়নের উক্তি; কেন না তিনি বেদের সর্ব্বোপক্রমণির রচয়িতা। উক্ত পুস্তক হইতেই সূক্তের ঋষি, ছন্দ ও প্রয়োগের উল্লেখ হইয়া থাকে; কাত্যায়ন বিশ্বামিত্রের পুত্র মতের অপত্য।

৭।১৮।২১ ঋকে বসিষ্ঠের মন্ত্রে "পরাশরঃ" শব্দ দৃষ্ট হয়; সুতরাং বসিষ্ঠ পরাশরের বিষয় অবগত ছিলেন। ব্যাসোপাধিক পরাশরপুত্র বেদবিভাগ করেন এবং মহাভারতেরও আদিকবি। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে জীবিত ছিলেন, ইহা মহাভারত হইতেই জানা যায়। বেদ-বিভাগের পরেই কাত্যায়নের সর্ব্বোপক্রমণি সংকলিত হইয়াছে,—ইহা বিশ্বামিত্রের ৩য় পুরুষে ঘটিয়াছে। আমিই অশীতি বৎসরের সীমায় পদার্পণ করার পূর্ব্বে কোন কোন ব্যক্তির পাঁচ পুরুষ নয়নগোচর করিয়াছি। পিতামহ পৌত্রকে, বোধ হয় অনেকেই কার্য্যক্ষেত্রে বার্য্য করিতে দেখিয়া থাকেন। সুতরাং কাত্যায়ন যখন সর্ব্বোপক্রমণি সংগ্রহ করেন তখন তাঁহার পিতামহ বিশ্বামিত্র জীবিত থাকা সম্ভব। ইনি জমদগ্নিকে ১৬।১৭।১৮ ঋকের ঋষি বলিয়া সন্দেহ করেন। না করিয়া উপায় নাই। ৩।৬২।১৮ ঋকে "জমদগ্নি কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর" স্পষ্ট উক্তি আছে। কাত্যায়ন সম্ভবতঃ জমদগ্নিকে বিশ্বামিত্রের সহযোগিতা করিতে দেখিয়া

থাকিবেন ; নচেৎ এই শেষোক্ত তিনটি ঋকের রচক বা দ্রষ্টা সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ হইবে কেন ? এ কথাগুলির উল্লেখের প্রয়োজন এই যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ছাড়িয়া দিলেও বেদের মূল মন্ত্রের আলোচনায় বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠ ও জমদগ্নির সমসাময়িকত্ব প্রমাণিত হয়।

আমরা দেখিয়াছি জমদগ্নির ২য় পুরুষে কুরুক্ষেত্রে বা কুরুপাঞ্চালে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। আবার ইহাও সত্য যে এই যুদ্ধের ২য় প্রধান সেনাপতি দ্রোণাচার্য্যের এক পুরুষ ঊর্দ্ধে ভরদ্বাজ আছেন, কেননা দ্রোণাচার্য্য ভরদ্বাজের পুত্র। ভরদ্বাজেরা ৬ষ্ঠ মণ্ডলের রচয়িতা বা দ্রষ্টা। এজন্য ভরদ্বাজ হরিশ্চন্দ্র রাজার যজ্ঞে উপবিষ্ট হইয়া না থাকিলেও তাঁহাকে বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠ ও জমদগ্নির সমকালবর্ত্তী মনে করিতে হইবে। পরাশরেরও ২য় পুরুষে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। এজন্য আমরা বলিতে বাধ্য যে বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠ, জমদগ্নি পরাশর, ভরদ্বাজ ও অন্যান্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এক পুরুষ ঊর্দ্ধে স্থিত।

রামায়ণানুসারে পরশুরাম রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং দ্বাপরের শেষেও তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। সমুদায় দ্বাপর যুগটা (৮,৬৪০০০ বৎসর) বরঞ্চ তদধিক সময় তাঁহার কর্ম্মজীবন পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধু ৩।১৭-১৮ সূক্তের ঋষি ; ৭।৩৩ সূক্তের ঋষি বসিষ্ঠপুত্রগণ এবং ৬।৪৮ সূক্তের ঋষি ভরদ্বাজ শংযু। কিন্তু এত সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যেও পরশুরামের বেদের সহিত কোন সংস্রব ছিল দৃষ্ট হয় না। ৩।৫৩।২৪ ঋকে বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠেরা যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন স্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে ; শ্যামবর্ণদিগের রাজা ত্রসদস্যু যেমন যোদ্ধা তেমন ঋষি ; অঙ্গিরা বংশীয় কুৎস যেমন একজন যোদ্ধা তেমন ঋষি ; মুদ্গল যোদ্ধা ও ঋষি এবং একযুদ্ধে মুদ্গলানিনী তাঁহার পত্নী সারথিনী হইয়াছিলেন। এমন কি জমদগ্নির মন্ত্রেও তিনি ক্ষত্রধর্ম্মচ্যুত ছিলেন, ইহা বুঝা যায় না। এই অবস্থায় পরশুরামের বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক ভাবে গ্রহণ করিতে হইলে, তাহাকে কি প্রকারে বর্ণভেদবহিষ্কৃত মনে করা যায় ? ফলে সেই বর্ণভেদ-শূন্য বৈদিক যুগে বর্ণ-ব্রাহ্মণ, বর্ণ-ক্ষত্রিয়ের ভাব সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই ; কেহই তখন অবারিত স্বাধীন জন্মসত্ব খর্ব্বীকৃত করিয়া সাম্প্রদায়িকতার ভিতরে ঢুকে নাই। পরশুরামের চরিত্র সম্পূর্ণই পৌরাণিক ; এজন্য আমার প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয় কেহ কি পরশুরামের উপনয়ন সংস্কারের কোন বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ উদ্ধার করিতে পারেন ?

এক্ষণ পরশুরামের আয়ুর কথা। তাঁহার জীবন পৌরাণিক মতে আমাদের

দেশের দুইটি বৃহৎ যুদ্ধ ব্যাপিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার আয়ুঃ স্থির করিতে পারিলে এই দুই যুদ্ধের ব্যবধানও স্থির করা যাইতে পারিবে।

৩।৩৬।১০ ঋকে বিশ্বামিত্র বলিতেছেন ;—

(১) অস্মে শতং শরদো বা অস্মে বীরাঞ্চ শত ইন্দ্র শিপ্রিন্।

অর্থ। আমাদের জীবনের জন্য শতবৎসর প্রদান কর। হে সুন্দর চঞ্চু বিশিষ্ট ইন্দ্র ! আমাদের শত বীর (পুত্র) প্রদান কর। রমেশ।

(২) ভরদ্বাজবংশীয় শংযু বলিতেছেন—(অগ্নির স্তবে)—

সমস্ত মানুষীবিশ-গৃহপতি তুমি।
করিতেছি তোমা ইন্ধ শত হিম আমি॥

মৎকৃত ২য় বেদসংহিতা ৬।৪৮

(৩) গৃৎসমদ অথবা তৎপুত্র কুর্ম্ম ঋষি বলিতেছেন—

যেবা হয় দেব কিম্বা মর্ত্ত্য হয়,
অসুর বরুণ ! তুমি রাজা সকলের।
দেখিবারে দাও শত শারদ সময়,
পাই যেন আয়ু মোরা প্রাচীনগণের।

মৎকৃত ২য় বেদসংহিতা ২।২৭।১০।

এই অনূদিত ২টি ঋকের মূল আর উদ্ধৃত করিলাম না।

(৪) ঈশোপনিষদের ২য় শ্লোকের ১ম অর্দ্ধ এই :—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।

অর্থ। মনুষ্য কর্ম্ম করিয়াই ইহলোকে শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে।

সীতানাথ দত্ত।

(৫) কঠোপনিষৎ ১মা বল্লী ২৩ শ্লোকে আছে—

"শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব।"

অর্থ। (যম নচিকেতাকে বলিলেন) শতবর্ষায়ুঃ পুত্র পৌত্র প্রার্থনা কর।

(৬) যজুর্ব্বেদীয় কান্বশাখীয় সন্ধ্যার ৩য় মন্ত্র এই প্রকার ;—

"ওঁ তচ্চক্ষু র্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ।
পশ্যেম শরদঃ শতং। জীবেম শরদঃ শতং।
শৃণুয়াম শরদঃ শতং। প্রব্রবাম শরদঃ শতং।
অদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং। ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ।"

হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা ৩৭ পৃষ্ঠা

মহামহোপাধ্যায় হলায়ুধের মতই হিন্দু-সৎকর্ম্মমালায় গৃহীত হইয়াছে, কেন না ইহাই এই অঞ্চলে প্রচলিত। পণ্ডিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সন্ধ্যার মধ্যে এই শেষোক্ত নিত্যব্যবহৃত মন্ত্র পাঠ করেন কিনা জানি না। আমাদের শ্রদ্ধেয় সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলেন সামবেদীয় ও ঋগ্বেদীয় সংধ্যার মধ্যেও উক্ত "শতশরৎ" বাঁচিবার কামনা আছে; থাকিতে পারে, কিন্তু উক্ত সংকর্ম্মমালায় তাহা আমি দেখিলাম না। সে যাহা হউক উপরে উদ্ধৃত বেদবেদান্তের উক্তিগুলি হইতে (এরূপ আরও অনেক মন্ত্র আমি উদ্ধৃত করিতে পারি) পরিষ্কারই বুঝা যায় মানুষের পরমায়ু শতবর্ষের বড় অধিক ছিল না। কেহই কখন লক্ষ লক্ষ বৎসর জীবিত থাকে নাই। এজন্য পরশুরামের দুই যুদ্ধ ব্যাপক জীবিত কালের উপন্যাস পরিত্যাগ করিলেও মহাভারতকে ও রামায়ণকে বিশ্বাস করিলে ভরদ্বাজের ২য় পুরুষে, পরাশরের ২য় পুরুষে, সুতরাং বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রাদির ৩য় পুরুষে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ ব্রহ্মাবর্ত্তে সংঘঠিত হইয়াছিল, সিদ্ধান্ত করিতেই হইবে।

অতএব রামায়ণের যুদ্ধের একশত বৎসরের মধ্যে মহাভারতের যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে যে আর একটি তদপেক্ষা বৃহত্তর যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহার ত হাওয়া বহিতেছে। গত ২৯শে আগষ্ট মহাযুদ্ধে গতাসু জার্ম্মাণ বীরবর্গের সম্মানার্থে যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে ব্যাভেরিয়ার যুবরাজ রূপ্রেক, কৈসরের পুত্র যুবরাজ অচ্‌কর, ভন্ ম্যাকেন্‌সেন্, ভন্ স্কীয়ার, ভন্ ডার্‌ফ্লিঞ্জ প্রভৃতি পূর্ব্বযুদ্ধের বীরবর্গ "পুনশ্চ যুদ্ধ হইবে না" (No more war) এই শান্তি পক্ষের উক্তি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রীয় দুইটি বৃহৎ যুদ্ধ এক শত বৎসরের মধ্যে ঘটিয়াছিল বলিলে অসম্ভব মনে করা হইবে কেন? পরশুরামের অলীক ক্ষত্রিয়ধ্বংস বাদ, তদপেক্ষা অলীক তাঁহার অমরত্ব এবং তদপেক্ষা অলীক লক্ষ লক্ষ বৎসরব্যাপী যুগথিওরী ভিন্ন ইহার প্রতিকূল কোন যুক্তি নাই।

পরশুরাম, ত্রেতায় রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত এবং দ্বাপরে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ত তাঁহাকে দেখা যায় নাই। তাহার ক্ষত্রিয়ধ্বংসবাদ সমর্থন করা যায় কি প্রকারে? তাঁহাকে অমর স্বীকার করিলে, তাঁহার এক পুরুষ উর্দ্ধস্থ বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজাদি ঋষিদিগকে বা তাঁহাদের পুত্রদিগকেও অমর না বলিলে লক্ষ লক্ষ বৎসরব্যাপী যুগথিওরী সমর্থিত হয় না।

বিশ্বামিত্রের অপত্য মধুচ্ছন্দাই বলিতেছেন—

মর্ত্তাগণ যেন না করে হনন
আমাদের তনু হে স্তুতিভাজন!
বধ নিবারণ কর ঈশান! ১।৫।১০ ঋক্ বে-স-১ম

এ স্থলে মধুচ্ছন্দা আপনাকে মর্ত্ত্য (মানুষ) গণ হইতে পৃথক্ মনে করিতেছেন, আপনাকে দেব বা আর্য্যজাতীয় মনে করিতেছেন, কিন্তু আপনাকে অমর মনে করিতেছেন না। মানুষেরাই তাঁহাকে বধ করিতে পারে এজন্য ঈশান ইন্দ্রের স্তব করিতেছেন!

দেব বা দেবতা দ্বিবিধ—(১) অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য, আদিত্যাদি—ইহারা অমর। ৪।৩।৩ ঋকে, ৫।১৮।১ ঋকে অগ্নিকে অমর বলা হইয়াছে। এইরূপ ইন্দ্রাদির অমরত্ব মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখান যায়। (২) ভূতলবাসী প্রধানতঃ পার্ব্বতীয় শ্বেতবর্ণ লোক, যথা কুরুজাতি। এই জাতি হইতে অনেক ঋষির উদ্ভব হইয়াছে। বায়ুপুরাণের মতে সপ্তর্ষিরা কুরু বলিয়া খ্যাত:—

"সপ্ত ব্রহ্ম মহাভাগাঃ কুরব ইতি বিশ্রুতাঃ"। এই ঋষিবংশীয় লোক, তাঁহারা যুদ্ধেই নিযুক্ত থাকুন বা কৃষি বাণিজ্যই করুন, বর্ণগৌরববশতঃ তাঁহারা মর্ত্ত্য, নর, মানুষ, মানব হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ মনে করিতেন (যথা উদ্ধৃত মধুচ্ছন্দার মন্ত্রে দেখা যায়, তদ্রূপ আরও মন্ত্র উদ্ধৃত করা যায়)। কিন্তু তাঁহারা অমর দেব নহেন, তাঁহারা মানবদেহধারী মরণশীল দেবজাতীয় লোক। আমাদের বিবেচ্য পরশুরাম ও তাঁহার উর্দ্ধতন পিতৃপিতামহগণ কেহই অমর নহেন। এই অমর-বাদ সম্পূর্ণই অলীক। এজন্যে আমরা বলিতে বাধ্য রাম যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব অর্থাৎ লঙ্কার ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এক শত বৎসরের মধ্যে ঘটিয়াছিল।

ইহা হইতেই যুগথিওরি—লক্ষ লক্ষ বৎসর পরিমিত সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি থিওরী—পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপিত যুগোৎপত্তি থিওরীর মূল শিথিল হইয়া গেল। তথাচ আমরা একটি বেদের প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি:—

একবার মাত্র দ্যৌ উৎপন্ন হয়েছে,
একবার জন্ম পৃথ্বী তেমনি রয়েছে,
পৃশ্নির পয়োদোহন মাত্র একবার
হয়েছে; তাছাড়া কিছু হয় নাই আর। ঋ ৩।৪৮।২২ বেঃ সঃ।

নিরুক্ত মতে পৃশ্নি আকাশ এবং মরুদ্গণের মাতা; মরুতেরাই বৃষ্টি আনয়ন

করে। একবার মাত্র পৃশ্নির পয়োদোহন হইয়াছে বলাতে বোধ হয় সেমিটিক সাহিত্যের এবং আমাদের মৎস্যপুরাণোক্ত মহা জল-প্লাবনের কথারই উল্লেখ হইয়াছে। এইরূপ জলপ্লাবনও মাত্র একবার হইয়াছে।

এই ঋক্ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কল্প, প্রলয়, পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির উপাখ্যান গুলির কোন মূল্য থাকিল না। বেদে ইহার অঙ্কুরমাত্রও দৃষ্ট হইতেছে না! তবে পঞ্জিকোক্ত যুগথিওরী কোথা হইতে আসিল? পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিরা ইহার কিছুই জানিতেন না। ইহা পরবর্ত্তী পুরাণকারগণের কল্পনা।

যদি পণ্ডিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু শাস্ত্রের মূল ও ধর্ম্মের মূল বেদ বেদান্ত আলোচনা করিয়া দেখিতেন তাহা হইলে,—

"সুতরাং বৈদিক সভ্যতা যে অনাদি কাল হইতে, বিশ হাজার বৎসর কেন, বিশ লক্ষ বৎসরেরও অধিক কাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয় না"—এরূপ উক্তি তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইত না। বৈদিক সভ্যতা খুব প্রাচীন এবং সমস্ত জ্ঞাত ও বর্ত্তমান সভ্যতা হইতে প্রাচীন এ কথা বলিতে আমাদেরও সাহস হয়, কিন্তু ইহা বিশ লক্ষ বৎসরেরও অধিক প্রাচীন ইহা বলিতে আমাদের সাহস হয় না।

গত বৃহৎ যুদ্ধের একতম পরিণাম এই যে ওয়াসিংটন-সন্ধি অনুসারে সমর সজ্জা সকলেরই কমাইতে হইবে—যুদ্ধ-প্রবৃত্তি হ্রাস করিতে হইবে, ক্ষাত্রভাবের ক্রমশঃ নিরসন করা চাই। খৃষ্টীয় শতাব্দীর উদয়ের কিছু পূর্ব্বে অনেক রক্ত পাতান্তে যখন বৌদ্ধরাজত্ব স্থাপিত হইল তখনই অহিংসাবাদিগণের হৃদয়ে প্রতিক্রিয়া বশতঃ "No war" নীতি জাগিয়া উঠিল এবং শান্তিরাজ যুদ্ধের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই, বোধ হয়, ক্ষত্রিয়নির্ম্মূলবাদ পরশুরামচরিত্র দ্বারা প্রচারের সুবিধা ঘটিল। যুদ্ধ-প্রবণ, বর্ণ-ভেদ-শূন্য, সমগ্র জাতিময় ক্ষত্রজীবনকে যুগথিওরী আসিয়া এমন স্বপ্নাতীত অতীতের গর্ভে নিক্ষিপ্ত করিল যে উহার প্রণোদিকা শক্তি বেদবিলুপ্তির সহিত পার্থিব দৈনন্দিন জীবনে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এ জন্য পরশুরামের অলীক উপন্যাস ও কল্পিত যুগথিওরী লোকচরিত্রে এত শিকড়াইয়া গিয়াছে, যে বৈদিক হিন্দুর বিশেষতঃ কায়স্থের ক্ষাত্র জীবন অসার হইয়া পড়িয়াছে, আত্মরক্ষার শক্তি নিস্তেজ হইয়াছে, দুঃসময়ের কালে মনুষ্যত্বের উদয় হইতেছে না। এজন্য আমরা পণ্ডিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যুগথিওরীর এত আলোচনা করিলাম।

শ্রীমধুসূদন সরকার বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যরত্ন

এই প্রবন্ধের শ্রদ্ধাস্পদ লেখক একস্থলে লিখিয়াছেন—"আমাদের শ্রদ্ধেয় সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলেন সামবেদীয় ও ঋগ্বেদীয় সংধ্যার মধ্যেও উক্ত শত-শরত্ বাঁচিবার কামনা আছে; থাকিতে পারে, কিন্তু উক্ত সংকর্ম্মমালায় তাহা আমি দেখিলাম না।" এ বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমার যতদূর স্মরণ হয় আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম —"যজুর্ব্বেদীয় 'তচ্চক্ষুর্দেবহিতং'-মন্ত্র যাহা নিত্যসন্ধ্যায় ব্যবহৃত হয় তাহাতে শত-শরৎ বাঁচিবার বলবতী কামনা রহিয়াছে, আপনার 'বৈদিক সভ্যতার আয়ুঃ'-প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিলে ভাল হয়। ঋগ্বেদে ও সামবেদেও এইরূপ মন্ত্র আছে।" আমার পত্র পাওয়ার পরে সুপণ্ডিত মধুসূদন তাঁহার প্রবন্ধে উক্ত মন্ত্রের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ কিঞ্চিৎ বড় করিয়া পুনরায় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহাই কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইল।

উক্ত শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকিবার প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী শুক্ল যজুর্ব্বেদের ৩৬ অধ্যায়ের ২৪ মন্ত্র। ঋগ্বেদে ও অথর্ব্ববেদে যে অনুরূপ মন্ত্র দেখিয়াছি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ঋগ্বেদে—মণ্ডল ৭, অধ্যায় ৪, সূক্ত ৬৬—

"তচ্চক্ষু র্দেবহিতং শুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্॥"

অথর্ব্ববেদে ১৯ কাণ্ড, ৭ অঃ, ৬০ সূক্ত—

"পশ্যেম শরদঃ শতম্। জীবেম শরদঃ শতম্। বুধ্যেম শরদঃ শতম্। রোহেম শরদঃ শতম্। পূষেম শরদঃ শতম্। ভবেম শরদঃ শতম্। ভূয়েম শরদঃ শতম্। ভূয়সীঃ শরদঃ শতাৎ॥"

অনুসন্ধান করিলাম, সামবেদে এইরূপ মন্ত্র পাইলামনা। আমি সামবেদের কথা লিখিয়া বোধ হয় ভুল করিয়াছি। তথাপি অপর তিন বেদেই যখন শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিবার ঐকান্তিক আগ্রহসূচক এমন সুস্পষ্ট দৃঢ় বাক্য রহিয়াছে তখন প্রাচীন বৈদিক যুগেও যে মানবের পরমায়ু শতবর্ষের অধিক ছিলনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। বর্ত্তমানের সাধারণ আয়ুঃকাল অপেক্ষা সেই কালের মানবের আয়ুঃ কিঞ্চিদধিক ছিল, এই মাত্র। আর একটী কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। উপরিলিখিত ঋগ্বেদীয় মন্ত্রটীর ঋষি বশিষ্ঠ। অতএব বশিষ্ঠই শত বৎসর চক্ষু দ্বারা দেখিবার ও শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিবার প্রার্থনা করিতেছেন। বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, তৎপুত্র পরাশর, তৎপুত্র ব্যাস। ঋগ্বেদের উক্ত সপ্তম মণ্ডলেই উক্ত আছে যে সত্য যুগের ব্রহ্মর্ষি

দেশের রাজা সুদাসের যজ্ঞে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ঋত্বিক্ ছিলেন। আর ব্যাস দেব কুরুক্ষেত্রযুদ্ধকালে জীবিত ছিলেন। সুতরাং সত্যকালের সুদাসের যজ্ঞ এবং দ্বাপরশেষের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের মধ্যে ব্যবধান ২০০ শত বৎসরের অধিক হইতে পারে না।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার।

শ্রীশ্রীনাগমহাশয় *

আমরা আজ এক মহাপুরুষের জীবনবেদ আলোচনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে যে মহৎ জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহা আমরা যতই আলোচনা করিব ততই আমাদের মঙ্গল। বাস্তবিকই আধ্যাত্মিক জগতে শ্রীশ্রীনাগমহাশয় একটী অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় চিরদিন কিরণ বিতরণ করিবেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অনুরাগ সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। শৈশবকালে তাঁহার খেলাধূলায় তেমন অনুরাগ ছিল না, কখনও কখনও বা সঙ্গীদের আগ্রহে খেলিতে হইত। খেলিবার সময় কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না, যদি কেহ বলিত তবে সে অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা না চাহিলে তিনি আর তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। একবার মিথ্যা কথা বলার ফলে তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে ধানের ক্ষেতের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যায়, কিন্তু ঐ কষ্টকে তিনি ভ্রুক্ষেপের মধ্যেই আনেন নাই। ১২৮১ বৎসরের সময়ে তিনি স্বীয় গ্রাম হইতে ঢাকার বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতেন, ইহাতে তাঁহাকে নিত্য দশক্রোশ পথ হাটিতে হইত।

পরের উপকার করা শ্রীশ্রীনাগমহাশয়ের জীবনের ব্রত ছিল, শৈশব কাল হইতেই অন্যের দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদিত। মানুষের ত কথাই নাই, বন্য পশু পক্ষী পর্য্যন্ত ক্ষুধায় কাতর হইয়া ডাকিলে তিনি তাঁহাদিগকে নিজের আহার দিয়া দিতেন। ধীবরেরা জীবন্ত মৎস্য বিক্রয় করিতে আসিলে, তিনি কিনিয়া পুকুরে ছাড়িয়া দিতেন। বৃদ্ধ জীবনেও তিনি নারায়ণজ্ঞানে অতিথিসেবা করিতেন। অতিথিসেবায় তিনি নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে একবারে

* এক-অশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে এলবার্ট হলে শ্রীশ্রীনাগমহাশয়-স্মৃতি সভায়, ২৪শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার দিন পঠিত।

তাকাইতেন না। একবার তাঁহার শূল বেদনা ধরিয়াছে, এমন সময়ে কয়েকজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত। কি করিবেন ঐ বেদনার মধ্যেই বাজারে চলিলেন। বাজার করিয়া পথে মোট নিয়া আসিতে আসিতে শরীর অবশ হইল, পড়িয়া গেলেন। পড়িয়া যাইয়া বলিতে লাগিলেন—"হায়! হায়! ভগবান্ আজ এ কি করিলেন, গৃহে নারায়ণ উপস্থিত, তাঁহাদের সেবায় বিলম্ব হইল।" পরে বেদনার উপশম হইলে মোট লইয়া বাড়ী ফিরিয়া অতিথিদের বলিলেন—"আপনাদিগের নিকটে সেবাপরাধী হইলাম।" অন্য এক সময়ে রাত্রিতে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে কয়েক জন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদের ভাল ঘরখানা ছাড়িয়া দিয়া নিজে দুর্য্যোগের মধ্যে কাটাইলেন।

শ্রীশ্রীনাগমহাশয় গাছের একটী পাতা ছিঁড়িতেও হৃদয়ে বজ্রবেদনা অনুভব করিতেন। অন্য কাহাকেও ছিঁড়িতে দেখিলে বলিতেন 'আহা এদেরও ত সুখ দুঃখ আছে'। ঘাসের উপর দিয়া চলিতে পারিতেন না। বাড়ীতে আমগাছ হইতে আম পাকিয়া পড়িয়া গেলে লোকে খাইতে পারিত, কাহাকেও গাছ হইতে ছিঁড়িতে দিতেন না। এই প্রসঙ্গে তাঁহার পিতা বলিতেন—"দুর্গাকে দশ টাকা দিলেও গাছের একটী পাতা ছেড়ান যায় না।"

শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়ের বাল্যসুহৃদ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ৺সুরেশ চন্দ্র দত্ত বলেন "নাগ মহাশয়ের জীবন বাল্যকাল হইতেই একবারে কালিমাশূন্য। ধর্ম্মভাব শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় তাঁহার সহজাত ছিল।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদর্শনে যাইবার পূর্ব্বে তিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া আত্মহারা হইয়া ধ্যান করিতেন। একবার গঙ্গায় জোয়ার আসিয়া তাঁহার দেহ ভাসাইয়া লইয়া যায়, পরে জ্ঞান হইলে সাঁতরাইয়া ফিরিয়া আসেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া জানিতেন এবং তাঁহারই আদেশে গৃহেতে রহিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন তুমি গৃহেই থেক, যেমন তেমন করে মোটা ভাত মোটা কাপড়ে দিন চলে যাবে। শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, "গৃহে কিরূপে থাকা যায়, পরের দুঃখ কষ্ট দেখে কিরূপে স্থির থাকা যায়?" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন—"ওগো আমি বল্‌ছি, মাইরি বল্‌ছি, ঘরে থাক্‌লে তোমার কোন দোষ হবে না। তোমায় দেখে লোকে অবাক্ হয়ে যাবে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়কে বলিতেন, 'তোমার ত খুব উচ্চ অবস্থা'।

কাশীপুরে যখন গলরোগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কষ্ট পাইতেছিলেন, তখন

দেশের রাজা সুদাসের যজ্ঞে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ঋত্বিক্ ছিলেন। আর ব্যাস দেব কুরুক্ষেত্রযুদ্ধকালে জীবিত ছিলেন। সুতরাং সত্যকালের সুদাসের যজ্ঞ এবং দ্বাপরশেষের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের মধ্যে ব্যবধান ২০০ শত বৎসরের অধিক হইতে পারে না।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার।

শ্রীশ্রীনাগমহাশয় *

আমরা আজ এক মহাপুরুষের জীবনবেদ আলোচনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে যে মহৎ জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহা আমরা যতই আলোচনা করিব ততই আমাদের মঙ্গল। বাস্তবিকই আধ্যাত্মিক জগতে শ্রীশ্রীনাগমহাশয় একটী অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় চিরদিন কিরণ বিতরণ করিবেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অনুরাগ সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। শৈশবকালে তাঁহার খেলাধূলায় তেমন অনুরাগ ছিল না, কখনও কখনও বা সঙ্গীদের আগ্রহে খেলিতে হইত। খেলিবার সময় কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না, যদি কেহ বলিত তবে সে অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা না চাহিলে তিনি আর তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। একবার সত্য কথা বলার ফলে তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে ধানের ক্ষেতের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যায়, কিন্তু ঐ কষ্টকে তিনি ভ্রুক্ষেপের মধ্যেই আনেন নাই। ১২।১৩ বৎসরের সময়ে তিনি স্বীয় গ্রাম হইতে ঢাকার বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতেন, ইহাতে তাঁহাকে নিত্য দশক্রোশ পথ হাটিতে হইত।

পরের উপকার করা শ্রীশ্রীনাগমহাশয়ের জীবনের ব্রত ছিল, শৈশব কাল হইতেই অন্যের দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদিত। মানুষের ত কথাই নাই, বন্য পশু পক্ষী পর্য্যন্ত ক্ষুধায় কাতর হইয়া ডাকিলে তিনি তাঁহাদিগকে নিজের আহার্য্য দিয়া দিতেন। ধীবরেরা জীবন্ত মৎস্য বিক্রয় করিতে আসিলে, তিনি কিনিয়া পুকুরে ছাড়িয়া দিতেন। বৃদ্ধ জীবনেও তিনি নারায়ণজ্ঞানে অতিথিসেবা করিতেন। অতিথিসেবায় তিনি নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে একবারে

* এক-অশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে এলবার্ট হলে শ্রীশ্রীনাগমহাশয়-স্মৃতি সভায়, ২৪শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার দিন পঠিত।

তাকাইতেন না। একবার তাঁহার শূল বেদনা ধরিয়াছে, এমন সময়ে কয়েকজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত। কি করিবেন ঐ বেদনার মধ্যেই বাজারে চলিলেন। বাজার করিয়া পথে মোট নিয়া আসিতে আসিতে শরীর অবশ হইল, পড়িয়া গেলেন। পড়িয়া যাইয়া বলিতে লাগিলেন—"হায়! হায়! ভগবান্ আজ এ কি করিলেন, গৃহে নারায়ণ উপস্থিত, তাঁহাদের সেবায় বিলম্ব হইল।" পরে বেদনার উপশম হইলে মোট লইয়া বাড়ী ফিরিয়া অতিথিদের বলিলেন—"আপনাদিগের নিকটে সেবাপরাধী হইলাম।" অন্য এক সময়ে রাত্রিতে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে কয়েক জন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদের ভাল ঘরখানা ছাড়িয়া দিয়া নিজে দুর্য্যোগের মধ্যে কাটাইলেন।

শ্রীশ্রীনাগমহাশয় গাছের একটী পাতা ছিঁড়িতেও হৃদয়ে বজ্রবেদনা অনুভব করিতেন। অন্য কাহাকেও ছিঁড়িতে দেখিলে বলিতেন 'আহা এদেরও ত সুখ দুঃখ আছে'। ঘাসের উপর দিয়া চলিতে পারিতেন না। বাড়ীতে আমগাছ হইতে আম পাকিয়া পড়িয়া গেলে লোকে খাইতে পারিত, কাহাকেও গাছ হইতে ছিঁড়িতে দিতেন না। এই প্রসঙ্গে তাঁহার পিতা বলিতেন—"দুর্গাকে দশ টাকা দিলেও গাছের একটী পাতা ছেড়ান যায় না।"

শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়ের বাল্যসুহৃদ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ৺সুরেশ চন্দ্র দত্ত বলেন "নাগ মহাশয়ের জীবন বাল্যকাল হইতেই একবারে কালিমাশূন্য। ধর্ম্মভাব শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় তাঁহার সহজাত ছিল।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদর্শনে যাইবার পূর্ব্বে তিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া আত্মহারা হইয়া ধ্যান করিতেন। একবার গঙ্গায় জোয়ার আসিয়া তাঁহার দেহ ভাসাইয়া লইয়া যায়, পরে জ্ঞান হইলে সাঁতরাইয়া ফিরিয়া আসেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া জানিতেন এবং তাঁহারই আদেশে গৃহেতে রহিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন তুমি গৃহেই থেক, যেমন তেমন করে মোটা ভাত মোটা কাপড়ে দিন চলে যাবে। শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, "গৃহে কিরূপে থাকা যায়, পরের দুঃখ কষ্ট দেখে কিরূপে স্থির থাকা যায়?" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন—"ওগো আমি বল্‌ছি, মাইরি বল্‌ছি, ঘরে থাক্‌লে তোমার কোন দোষ হবে না। তোমায় দেখে লোকে অবাক্ হয়ে যাবে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়কে বলিতেন, 'তোমার ত খুব উচ্চ অবস্থা'।

কাশীপুরে যখন গলরোগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কষ্ট পাইতেছিলেন, তখন

তিনি একদিন শ্রীশ্রীনাগমহাশয়কে ডাকাইয়া বলিলেন—"ওগো তুমি কিছু ঝাড় ফুক জান, দেখ যদি রোগ সারাতে পার, ডাক্তার কবিরাজেরা ত সব হার মেনে গেছে।" শ্রীশ্রীনাগমহাশয় নতমুখে চিন্তা করিলেন যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাংঘাতিক ব্যাধি মানসিক শক্তিবলে নিজ দেহে আকর্ষণ করিয়া লইবেন। এই ভাবিয়া যেমনি শ্রীশ্রীনাগমহাশয় অগ্রসর হইবেন অমনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "তা তুমি রোগ সাড়াতে পার, তোমার শক্তি আছে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অসুখের সময়ে আমলকী খাইতে ইচ্ছা করাতে শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় বাগানে বাগানে ঘুরিয়া আমলকী আনিয়া দিতেন, অথচ তখন আমলকীর সময় নহে। একবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে তাঁহাকে প্রসাদ দেওয়াতে যে পাত্রে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল তাহা পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব লীলাসম্বরণ করিলে শ্রীশ্রীনাগমহাশয় কয়েক দিন নিরম্বু উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকেন, পরে স্বামী বিবেকানন্দ লোকপরম্পরায় ইহা শুনিতে পাইয়া বলিয়া কহিয়া কৌশলে উপবাস ভঙ্গ করান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—"ফুল ফুটিলে মধুপান করিবার নিমিত্ত ভ্রমরকে ডাকিয়া আনিতে হয় না। ভ্রমর নিজেই আসিয়া মধুপান করে।" শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়ের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল এবং সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে শ্রীশ্রীনাগমহাশয় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যান। তখন বেলুড় মঠ নির্ম্মিত হইতেছে। স্বামীজী তাঁহাকে বলেন, "দেখুন, এই যে মঠ ফট হচ্ছে, এ সব কি ঠিক হচ্ছে? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, যখন যে দিকে খেয়াল আসে কার্য্য করে যাই।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "জহরী না হইলে জহর চেনা যায় না।" শ্রীশ্রীনাগমহাশয় কি ছিলেন, তাহা স্বামীজী বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন "পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু নাগ মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।" তিনি আরও বলিতেন "ইন্দ্রিয়সংযমে ইনি আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" স্বামীজী স্বীয় বাগ্মিতায় পাশ্চাত্য জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পূর্ব্ববঙ্গে যাইবার পূর্ব্বে জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "ওদেশে গিয়ে বেশী কিছু বলবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন নাই, যে দেশ নাগমহাশয়ের চন্দ্রালোকে আলোকিত, তথায় গিয়ে আমি আর কি বলিব?"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের শ্রীশ্রীনাগমহাশয়ের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা

দেখিলে ব্যস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ন্যায় নিষ্ঠাবান্ কেহ কোনও দিন দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজায় বিল্বপত্র-ব্যতিক্রম হইলে তিনি বিশেষ ক্রুদ্ধ হইতেন। একবার শ্রীশ্রীনাগমহাশয় মধ্যাহ্নে ঠাকুরের শয়নের পরে মঠে যান। শ্রীশ্রীনাগমহাশয়ের আহারাদি হয় নাই শুনিয়া নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া ঠাকুরকে শয়ন হইতে উঠাইয়া ভোগ দেওয়া হয়। পূর্ব্বে মঠের নিয়মের এইরূপ ব্যতিক্রম কোন রাজা মহারাজার অনুরোধেও করা হয় নাই।

শ্রীশ্রীনাগমহাশয়ের জীবনের একটী প্রধান ঘটনা তাঁহার পিতৃদেবকে গঙ্গা আনিয়া দেখান। ঘটনাটী এইরূপ হইয়াছিল। একবার শ্রীশ্রীনাগমহাশয় অর্দ্ধোদয় যোগের পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে বাড়ী যান। তাঁহাকে এই সময়ে বাড়ী যাইতে দেখিয়া তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলেন—"কতলোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া এই সময়ে গঙ্গায় স্নান করিবার জন্য কলিকাতা যাইতেছে, আর তুই কিনা গঙ্গাতীর হইতে বাড়ী চলিয়া আসিলি?" তিনি ইহাতে উত্তর করেন—"মনে যদি যথার্থ অনুরাগ থাকে তবে আর তাহাকে কোথাও যাইতে হয় না, মা ভাগীরথী নিজ গুণে আসিয়া কৃতার্থ করেন, "মনমে চাঙ্গা ত কোঠরমে গঙ্গা।" পরে যোগের সময় সত্য সত্যই বাড়ীর অগ্নিকোণ ভেদ করিয়া কল কল নাদে জল উঠিয়াছিল। শ্রীশ্রীনাগমহাশয়, তাঁহার পিতা, ভগ্নী, সহধর্ম্মিণী সকলেই উহাতে স্নান করেন। পরে জল সমস্ত বাড়ী প্লাবিত করিবার উপক্রম করিলে, শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় 'জয় গঙ্গে' বলিয়া হাত চাপা দিলেন, অমনি গঙ্গা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই ঘটনা শ্রবণে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "তার আর আশ্চর্য্য কি? তিনি সিদ্ধসংকল্প মহাপুরুষ, ইহাতে আমি কিছু মাত্র আশ্চর্য্য মনে করি না। ইঁহাদের অমোঘ ইচ্ছাশক্তিবলে জীব উদ্ধার হইয়া যাইতে পারে।"

শ্রীশ্রীনাগমহাশয় "তৃণাদপি সুনীচেন" ভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন "এরই ঠিক ঠিক দীন ভাব।" কিন্তু তিনি প্রয়োজন হইলে সিংহের চেয়েও বেশী তেজীয়ান হইতে পারিতেন। একবার এক ব্যক্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিন্দা করাতে তাহাকে ছাতাদ্বারা প্রহার করিয়াছিলেন। এক সাহেব তাঁহার গ্রামে পক্ষিশিকার করিতে আসিলে তাহার হস্ত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীনাগমহাশয় গার্হস্থ্য আশ্রমের আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাঁহার অতিথি সৎকারের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতিথি অভ্যাগতদের স্নেহময়ী জননীর ন্যায়

আদর যত্ন করিতেন। বারমাসে তের পার্ব্বণ—শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা সবই করিতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে সচ্চিদানন্দময়ী মা বলিয়া জানিতেন এবং সতত সহধর্ম্মিণীর ইষ্ট চিন্তা করিতেন। এই বিষয় পরমারাধ্যা শ্রীযুক্তা বিনোদিনী মিত্র প্রণীত "শ্রীশ্রীনাগমহাশয়" গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। একবার এক ব্যক্তি তাঁহার দর্শন করিতে যাইয়া মনে মনে বলিয়াছিল, "সাধুর আবার স্ত্রী কেন?" তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করেন—"দোষ কি, মা অন্নপূর্ণা রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেছেন।"

শ্রীশ্রীনাগমহাশয় কি ছিলেন তাহা এই অল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা করা কঠিন। তাঁহার অলৌকিক চরিত্র "শ্রীশ্রীনাগমহাশয়"-গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ সকলেই শ্রীশ্রীনাগমহাশয়ের জন্মস্থান দেখিবার নিমিত্ত দেওভোগ গ্রামে গিয়াছিলেন।

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র (বি, এ, বি, এস্-সি)

(৬।১এ পাঁচুখানসামা লেন, কলিকাতা)

শ্রীশ্রীনাগমহাশয়

এস হে ভাদর সিত প্রতিপদ তিথি,
বঙ্গের জীবনে নব প্রেমগীতি,
জাগিয়া উঠিল আজি পুনরায়।
দেবধাম সম দেবভোগ গ্রাম,
সার্থক হইল আজি সেই নাম,
প্রেমের আকর প্রকাশ পাইল ধরি নরকায়।
নাগকুলে এল কে এ অনুরাগী,
সংসার আশ্রমে বিষয়ে বিরাগী,
পত্নী মনোরম এ কি রে সংযম মোহে না ভুলায়
নৃপ বিষধর সমান আদর,
ঘৃণ্যবাণী কভু বলে নি অধর,
বঞ্চনা বুঝিয়া কাঞ্চনে ত্যজিয়া দূরে যে পলায়॥
দৈন্য ভাবে ধন্য, দীন নামে মান্য,
নিজ অন্নদানে সতত বদান্য,
ভগবান্ বিনা অন্য কিছু নাহি ভাবনায়॥
(সেই) নাগ মহাশয়, নাগ মহাশয়,
(আজি) হও মানসে উদয়, মানসে উদয়,
বিনা ভক্ত অবতার কেবা করে পার,
রামকৃষ্ণ পদে দৃষ্টি রাখ অনিবার,
নাগ নাগ বলে জাগ, রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল রসনায়।

শ্রীঅমৃতলাল বসু

কায়স্থপণ্ডিতসম্প্রদায়গঠনপ্রসঙ্গে আলোচনা।

"কায়স্থপণ্ডিতসম্প্রদায়গঠন"-শীর্ষক একটী প্রবন্ধ গত ফাল্গুন মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। কায়স্থ পণ্ডিতসৃষ্টির আমরা বিরোধী না হইলেও এ সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা হয় তদ্রূপই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।* কায়স্থজাতিতে পূর্ব্বে উপাধিধারী পণ্ডিত বহু ছিলেন; সংখ্যায় অল্প হইলেও এখনও এমন শাস্ত্রজ্ঞ কায়স্থ পণ্ডিত আছেন যাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণেরও প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্য—একথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থের প্রতিগ্রহের অটল প্রমাণ লেখক কিছুই দিতে পারেন নাই। বিশেষ কারণে বর্ত্তমানে কায়স্থসমাজে সংস্কৃত চর্চ্চার প্রসার করা প্রয়োজন বোধ হইলেও, ধর্ম্মশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানার্জ্জনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিলেও, প্রতিগ্রহের যুক্তি দুর্ব্বল। কায়স্থের প্রতিগ্রহের তিনি যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা শুধু কায়স্থ নহে, সর্ব্ব জাতির সম্বন্ধেই সমান। স্কুল কলেজে বৃত্তি ও পদকাদি গ্রহণ সর্ব্ববর্ণের লোকই আজকাল করিয়া থাকে; সর্ব্ববর্ণের লোকেরই তাহা হইলে প্রতিগ্রহের অধিকার স্বীকার করিতে হয়। শাস্ত্রের অনুসরণ করিলে কায়স্থের (ক্ষত্রিয়-বর্ণান্তর্গত) অধ্যাপনার অধিকার স্বীকার করিলেও প্রতিগ্রহের অধিকার প্রতিপন্ন হয় না। "আপৎকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বৈশ্যের নিকট অধ্যয়ন করিবে, অধ্যয়ন-

* দুঃখের বিষয় কায়স্থ পণ্ডিতগণের নাম, ধাম, উপাধি ও তৎপ্রাপ্তির বিবরণ এবং বর্ত্তমান উপজীবিকার সংবাদ এখনও পাওয়া গেল না। পঃ সঃ।

কালে গুরুর অনুগমন ও শুশ্রূষা করিবে”—ইহাতে ব্রাহ্মণের আপৎকালের ব্যবস্থা পাওয়া যায়, ক্ষত্রিয়বৈশ্যের অধ্যাপনার অধিকার সপ্রমাণ হয়, কিন্তু প্রতিগ্রহের প্রমাণ কোথায়? ক্ষত্রিয় বৈশ্যের প্রতিগ্রহের প্রমাণ দেখিতেছিনা, অধ্যয়ন অধ্যাপনের অধিকার সুস্পষ্ট। বর্ত্তমান প্রয়োজনে আমরা যদি শাস্ত্রানুসরণ না করিয়া নূতন ব্যবস্থা কিছু করিতে যাই, সে স্বতন্ত্র কথা। কায়স্থজাতির মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার প্রলোভন স্বরূপ যদি স্বজাতির মধ্যে মর্য্যাদা গ্রহণের প্রথার প্রবর্ত্তন করি, আর সেই মর্য্যাদার অনুরূপ প্রাপ্ত অর্থ কায়স্থ পণ্ডিতগণ স্বজাতির হিতার্থেই ব্যয় করেন, তবে কোন দোষ দৃষ্ট হইবে না। উদরান্নের জন্য উহা গৃহীত হইলেই ভবিষ্যতে কায়স্থজাতিকে কায়স্থধর্ম্মবর্জ্জিত করিয়া তুলিবে, এবং একখানা নিমন্ত্রণপত্রী পাইবার জন্য আজ কাল অনেক ব্রাহ্মণের ন্যায় কায়স্থগণমধ্যেও অপ্রীতিকর কাকুতি মিনতি যে দেখিতে হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। “দান করিতে আছে, গ্রহণ করিতে নাই”—এই যে উচ্চভাব ক্ষত্রিয়জাতির সম্মুখে রহিয়াছে, এই উচ্চভাবপরিভ্রষ্ট হইলে কায়স্থের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যাইবে। সত্য বটে কায়স্থের মধ্যে দারিদ্রের পীড়নে গ্রহণের প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, উহাকে দমন করা না হইলে কায়স্থের উদারতা সঙ্কীর্ণতায় রূপান্তরিত হইবে। বর্ত্তমানের প্রয়োজনের জন্য ভবিষ্যৎ চিন্তা একেবারে দূর করা সমীচীন নহে। সংস্কৃত ভাষায় আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র। শাস্ত্রজ্ঞান লাভের জন্য প্রত্যেক কায়স্থেরই বা বলি কেন—সমস্ত হিন্দুর সংস্কৃত শিক্ষা প্রয়োজন, কিন্তু তাহা সহজসাধ্য নহে, তজ্জন্যই জাতির অন্তর্গত কতগুলি লোককে শাস্ত্রজ্ঞ করা কর্ত্তব্য এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার উপায় সামাজিক একরূপ বিশেষ সম্মান তাঁহাদিগকে প্রদান। দুই শ্রেণীর কায়স্থপণ্ডিতকে আমরা সম্মানিত করিতে পারি। এক শ্রেণী যাঁহারা শ্রুতি, স্মৃতি বা ষড়দর্শনে অভিজ্ঞ হইয়া টোল খুলিয়া কায়স্থ ছাত্রদের অধ্যাপনা করিবেন, আহার যোগাইয়া তাঁহাদের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য সম্পন্ন কায়স্থেরা মাসিক বৃত্তি ও ক্রিয়াকলাপে উচ্চদান করিবেন। আর এক শ্রেণীর যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহাদিগকে বৃহৎ ক্রিয়াদিতে নিমন্ত্রণ করে সম্মান স্বরূপ যে অর্থ প্রদত্ত হইবে, তাহা তাঁহারা জাতীয় সভায় বা কায়স্থ-টোলে বা কায়স্থ-হিতকর-অনুষ্ঠানে প্রদান করিবেন। বিষয়কর্ম্ম করিয়া সম্মানে টাকা গ্রহণ করা বিধেয় নহে। টোলের রক্ষক অধ্যাপক কায়স্থের দানগ্রহণ সমর্থনযোগ্য হইতে পারে, যে হেতু তিনি তাহা কায়স্থ জাতির পণ্ডিতস্থষ্টির

জন্যই ব্যয় করিবেন। আর এক কথা,—শাস্ত্রজ্ঞান-বিহীন স্বয়ংসিদ্ধ কোন উপাধিধারীকেই পণ্ডিতযোগ্য সম্মান প্রদান কর্ত্তব্য হইবে না। আমরা ভ্রমবশে সেইরূপ অবিবেচনার কার্য্য করিলে পণ্ডিতস্থষ্টির অন্তরায় হইবে। মাত্র উষার আলো দেখা যাইতেছে, ইহাতেই দেখিতেছি পণ্ডিতের সহিত অপণ্ডিতের, শাস্ত্রজ্ঞের সহিত অশাস্ত্রজ্ঞের সমভাবে সম্মান লাভ কিরূপ লোকচক্ষুতে ধাঁ ধাঁ উৎপাদন করিতেছে!

অতি সতর্কতার সহিত আমাদের পথ চলিতে হইবে। যাহাতে প্রকৃত শাস্ত্রদর্শী কায়স্থপণ্ডিতগণ (যাঁহারা শ্রুতি, স্মৃতি বা দর্শনের উপাধি কোন সুপ্রতিষ্ঠ পরীক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা কোন নিঃস্বার্থ বিখ্যাত পণ্ডিত বা পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন) পাণ্ডিত্যের তারতম্যানুসারে সম্মানিত হন, তদ্রূপ ব্যবস্থাও করিতে হইবে। এইরূপ পণ্ডিতের সংখ্যা অল্প হইলেও ক্ষতি নাই, কারণ কোনরূপ ভেজাল মিশ্রণ বাঞ্ছনীয় নহে। সংখ্যাল্পতা অল্প দিনেই বিলুপ্ত হইবে—গুণের আদর করিলে গুণীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবেই। যাহাতে প্রকৃত পণ্ডিত কায়স্থজাতিকে অলঙ্কৃত করে, আমাদের তদনুরূপ কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন সমীচীন।

প্রবন্ধলেখক, কায়স্থ-পণ্ডিতসমাজগঠনপ্রসঙ্গে কায়স্থ-পুরোহিত স্থষ্টিরও আভাস দিয়াছেন। পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ পুরোহিতশ্রেণীকে আততায়িরূপে বর্ণনা করিয়াছেন! তাঁহারা কায়স্থসংস্কারসঙ্কল্পকে বধ করিতে যত্নবান্, কায়স্থকে শূদ্রত্বপঙ্কে নিমজ্জিত রাখিতে দৃঢ় অধ্যবসায়সম্পন্ন, সুতরাং কায়স্থজাতির আততায়ী, অতএব তাঁহাদের হস্ত হইতে পৌরোহিত্য কাড়িয়া আনাই কর্ত্তব্য!

এই সকল কথার মধ্যে কতখানি সত্য ও কায়স্থ-হিত নিহিত আছে, তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

স্থল-বিশেষে পুরোহিতগণ ও ব্রাহ্মণসমাজ যে উপবীতী কায়স্থকে নিপীড়িত করিতেছেন, শূদ্রত্বে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য শক্তিপ্রয়োগ করিতেছেন, এ কথার মধ্যে মিথ্যার স্থান নাই। ব্রাহ্মণসমাজের এইরূপ প্রতিকূল ব্যবহারের জন্য আমাদের কষ্ট ও মর্ম্মপীড়িত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু আমরা ধীরভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাইব, ব্রাহ্মণের প্রতিকূল ব্যবহারের মূলে আছেন আমাদের অসংস্কৃত সজ্ঞাতিগণ। যে গ্রামে কায়স্থগণ একমত হইয়া উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ ও দ্বিজাচার পালন করিতেছেন, অথবা যেখানে অনেক কায়স্থ

দ্বিজাচার পালন করিতেছেন এবং অপর গ্রামবাসী সজাতিগণ নিজেরা দ্বিজাচারী না হইয়াও তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে কৃপণতা করিতেছেন না, তথায় অপরিণামী ব্রাহ্মণসমাজের অত্যাচার করিবার প্রবৃত্তি মনে উঠিয়া মনেই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। যেখানে সজাতিগণ সংস্কারের বিরুদ্ধাচারী তথায়ই পুরোহিতগণ ও ব্রাহ্মণসমাজ বিশেষ সুবিধা পাইতেছেন, লাঞ্ছনা করিবার সুযোগ লাভ করিতেছেন। বহু দোষ কায়স্থজাতির নিজের, ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের অল্প। সমস্ত বিশ্ব স্বার্থের দাস। বহুকে ছাড়িয়া অল্পকে লইয়া কে থাকিতে চায়! মনে করুন, কোন গ্রামে তিনশত ঘর কায়স্থের বাস। একমত হইয়া সকলে সংস্কার গ্রহণ করিলেন না, ১০।১২ ঘর লোক সংস্কৃত হইলেন। অধিকের দল সংস্কৃত অল্পকে পরিত্যাগ করিল—জাতির সংস্কার চাহিল না। অল্পকে সাহায্য করা দূরে থাক্, নির্য্যাতনের সংকল্পে প্রণোদিত হইল। পুরোহিত তখন কি করিবেন? তিনি কখনই বহুকে পরিত্যাগ করিবেন না, সুতরাং অল্পকে নিপীড়িত হইতে হইবে। কিম্বা আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া আত্মসম্মান বজায় রাখিতে হইবে। এই ত অবস্থা। আমরা আপনার ঘর সামলাইতে পারিব সংস্কারবিরোধী হইয়া কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। 'আততায়ী মনে করা ভুল। আত্ম-সংশোধনই আত্মোন্নতির উপায়। (১) আমরা যাজন ক্রিয়া স্বহস্তে গ্রহণ করিলেও আমাদের জাতীয় অভ্যুদয় হইবে না, বরং সংস্কার গ্রহণে অনিচ্ছুক কায়স্থগণ আর একটা নূতন স্বেচ্ছাচারিতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দূরে থাকিতে সক্ষম হইবে। যাজন ক্রিয়া স্বহস্তে আনিলেই যে আমাদের সংস্কার ক্রিয়া বিনাবাধায় সমস্ত কায়স্থ-সমাজে পরিব্যাপ্ত হইতে পারিবে, এমত প্রত্যয় আমাদের নাই, এরূপ প্রথা অবলম্বন হিতকর কিনা তাহাও জানি না। একের অধিকারে অন্যের হস্তক্ষেপ কখনও কল্যাণকর নহে। ব্রাহ্মণসমাজকে আমরা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যদি কায়স্থ অভ্যুদয় চাহি, তবে তাহা আমাদিগকে সমুন্নত না করিয়া অতিক্রম করিয়াই তুলিবে, বিরাট হিন্দু সমাজের সহিত সংস্রব রাখিয়াই আমাদিগকে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার ও গুণগ্রামে ভূষিত হইতে হইবে। বিরাটকে ছাড়িয়া স্বাতন্ত্র্য আমাদের মৃত্যু ঘটিবে। ধীরতার সহিত এ সকল আমাদের ভাবিয়া দেখা

(১) এই সঙ্গে ইহা মনে রাখা উচিত স্থলবিশেষে অত্যাচরিত হইয়া অনেক স্থলে উদার মনীষী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কায়স্থকে সংস্কৃত করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন এবং সংস্কৃত করিতেছেন। পত্রিকা-সম্পাদক।

প্রয়োজন। ক্ষত্রিয়ের যজনে অধিকার আছে। প্রত্যেক উপবীতী কায়স্থের উচিত স্বয় ক্রিয়াকলাপ নিষ্পন্ন করিবার মত শাস্ত্রীয় পদ্ধতি শিক্ষা করা। বিদ্বেষ বশে যখন কোন পুরোহিত যাজন ক্রিয়ায় অসম্মত হইবেন, তখন নিজের কার্য্য নিজেই করিবেন—আপৎকালে ব্রাহ্মণাভাবে কোন ক্রিয়ানভিজ্ঞ কায়স্থের সাময়িক যাজনক্রিয়াও করিবেন, কিন্তু দক্ষিণাদি গ্রহণ করিবেন না। কায়স্থসমাজ এইটুকু সমর্থন করিলেই হইবে। কায়স্থ সমাজে পুরোহিতসৃষ্টির কল্পনা পরিহার করাই সমীচীন। (২) কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে হইতে হইবে ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের বাহুবল, ক্ষত্রিয়ের চরিত্র, ক্ষত্রিয়ের মনীষা তাহাকে অর্জ্জন করিতে হইবে। পৌরোহিত্যের তাহার অবকাশ নাই; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরেও ক্ষত্রিয়েরা পৌরোহিত্য ব্রাহ্মণহস্তেই ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন। জাতীয় উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া জাতির উন্নতির কোন অর্থ নাই। ব্রাহ্মণকে জব্দ করিবার অভিপ্রায় সংযত করিয়া যাহাতে কায়স্থজাতির একতা বর্দ্ধিত হয়, শিক্ষা দীক্ষার সমুন্নতি হয়, শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়, কুসংস্কার নষ্ট হয়, স্বজাতিহিতৈষী ব্যক্তিগণ তদ্রূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করুন, দেখিবেন, কেহই আমাদের আততায়ী নহে—সকলেই আমাদের যা ছিলেন তাই আছেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

(২) ব্রাহ্মণাভাব না হইলে বাহাদুরির জন্য একার্য্য করা কোন মতেই বিধেয় নহে। পঃ সঃ

ব্রহ্মচারী সোমেশচন্দ্র বসু।

অসাধারণ মস্তিষ্কবান্ শ্রীযুক্ত সোমেশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ১৭ই আশ্বিন তারিখে (১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে) ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তঃপাতী রায়যোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা এবং তাঁহার অশিতীবর্ষীয় জ্যেষ্ঠতাত শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু বসু দেববর্ম্মা বি.এ, (অবসর প্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর অফ্ স্কুলস্) অদ্যাপি জীবিত আছেন। চারি ভ্রাতার মধ্যে সোমেশচন্দ্র জ্যেষ্ঠ। অধুনা অলৌকিক মানসিকগণনা-শক্তিপ্রভাবে তিনি য়ুরোপ ও আমেরিকায় সুপরিচিত হইয়াছেন। কিরূপে তাঁহার এই শক্তি বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাই প্রথমে বলিতেছি।

অতি শৈশবেই তাঁহার অসাধারণ মেধার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। শিশু সোমেশ ৪ বৎসর বয়স হইতেই অতিশয় পেটুক ছিলেন, নিমন্ত্রণ কোন বাটী হইতে আসিয়াছে জানিলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন। ৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার বর্ণপরিচয় হইল না, তাঁহার একমাত্র মনোযোগের বিষয় ছিল খাওয়া। একদিন নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবেন বলিয়া সোমেশ দুইবার পায়খানায় যাইয়া পেট খালি করিয়া লইলেন। তখন পিতা রাগ করিয়া বলিলেন—"তোমার আজ উপবাস, ৬ বৎসর বয়স হইল, আজও তুমি ক খ শিখিলেনা, আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ খাইতে কিছুতেই দিব না।" অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া সোমেশ "প্রথমভাগ" হাতে লইলেন এবং এক ঘণ্টার মধ্যে স্বর ব্যঞ্জন সমস্ত বর্ণমালা এবং "অজ অম" প্রভৃতি শব্দও শিখিয়া ফেলিলেন। তৎপর পাঠ বলিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে গেলেন। ৮ বৎসর বয়সে তিনি স্বগ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই সময়ে একজন পরিদর্শক তাঁহার অসাধারণ মানসিক গণনাশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। পরিদর্শক ৪ রাশিকে ৪ রাশি দ্বারা মনে মনে গুণ করিতে বলিলে সোমেশচন্দ্র ২ মিনিটেই শুদ্ধ ফল বলিয়া দিলেন। তখন গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহার দ্বারা বড় বড় গুণ অঙ্ক করাইয়া আমোদ উপভোগ করিতেন। ক্রমে ৫ রাশিকে ৫ রাশি, ৬ রাশিকে ৬ রাশি ও ৭ রাশিকে ৭ রাশি দ্বারা গুণ করিতে তিনি সমর্থ হইলেন। যখন ৮ রাশিকে ৮ রাশি দ্বারা গুণ করিতে বলা হইল তখন সোমেশ আপত্তি করিয়া বলিলেন—"আমার ইহাতে কি লাভ, আপনাদের আমোদের জন্য আমি কেন এত শ্রম করিব।" সোমেশ কত বড় পেটুক তাহা সকলেরই জানা ছিল। সুতরাং তাঁহাকে আধসের রসগোল্লা খাইতে দেওয়া হইবে বলাতে তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া ৮ রাশিকে ৮ রাশি দ্বারা মনে মনে গুণ করিয়া ফল বলিয়া দিলেন। সোমেশ চন্দ্রের রসগোল্লা খাওয়ার লোভ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। যেদিন ১১ রাশিকে ১১ রাশি দ্বারা গুণ করিতে বলা হইল সেইদিন তিনি বলিলেন—একসের রসগোল্লা না পাইলে তিনি এত বড় গুণ করিতে পারিবেন না। সেইদিন হইতে একসের রসগোল্লাই নিয়ম হইল। ক্রমে তিনি ১৪ রাশিকে ১৪ রাশি দ্বারা গুণ করিতেও সমর্থ হইলেন। তখনও তাঁহার বয়স মাত্র ৮ বৎসর। গ্রামে থাকিতে এতদপেক্ষা বড় অঙ্ক কেহ করিতে দেন নাই। ৯ বৎসর বয়সে যখন তিনি ইংরাজি প্রথম পুস্তক (First Book) মাত্র পড়িতেছিলেন তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু বসু মহাশয় একদিন "Paradise Lost

পড়িতেছিলেন। সোমেশ চন্দ্র তন্ময় ভাবে তাহা শুনিয়া প্রথম হইতে ২০০ শত ছত্র অনর্গল বলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য কুমুদ বাবু ভ্রাতুষ্পুত্রের এই শক্তিদর্শনে যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন ও আনন্দিত হইলেন।

১৯০৬ সনে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট্ স্কুল হইতে এনট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা জগন্নাথ কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নে তাঁহার আসক্তি বিশেষ ছিল না। ১৯০৮ সনে তিনি এফ, এ, পরীক্ষায় ফেল করিলেন। ১৯০৯ সনে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন এবং উথুরীনিবাসী পরলোকগত শচীন্দ্রমোহন বল মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সরযূবালা দেবীকে বিবাহ করেন। ঐ সন হইতেই আই-এ, ও আই-এস্সি পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়। সোমেশচন্দ্র ১৯১২ সনে আই, এস্সি, পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু তখন বিশ্ব-বিদ্যালয় নিয়ম করিলেন, যাহারা এফ্ এ ফেল করিয়াছে, তাহাদের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া দুই বৎসর পড়িয়া আই এ, বা আই,-এস্সি, পরীক্ষা দিতে হইবে। সোমেশচন্দ্র অগত্যা কলিকাতায় সার্ আশুতোষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাহাতে দুই বৎসর না পড়িয়া ১৯১২ সনেই পরীক্ষা দিতে পারেন তাহার অনুমতি চাহিলেন। ফলে অনুমতি না পাইয়া আশুতোষের সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন। তাহার ৫ বৎসর পরে (Accountantship) একাউন্-টেণ্ট্ সিপ্ পরীক্ষা দিলেন, পরীক্ষার প্রশ্ন পত্রে ২০টী অঙ্ক ছিল, ৪ ঘণ্টায় উত্তর দিতে হইবে। সোমেশ চন্দ্র ১ ঘণ্টায় সমস্ত উত্তর লিখিয়া, আধঘণ্টায় উত্তর গুলি পরিদর্শন করিয়া চলিয়া আসিলেন। অপর পরীক্ষার্থিগণ (তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় গ্রাজুয়েট্ও ছিল) ৪ ঘণ্টাতেও সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। যাহা হউক এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সোমেশচন্দ্র চাকরী আরম্ভ করিলেন। গভর্ণমেণ্ট অফিসে ও অন্যত্র অনেক বার চাকরী পাইলেন। কিন্তু অতিশয় স্বাধীনচিত্ততা হেতু কোথাও দীর্ঘকাল কায করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, এজন্য বাল্যাবধি তাঁহাকে দারিদ্রের পীড়ন বিশেষরূপেই অনুভব করিতে হইয়াছে।

বিবাহের পরে অনেকে বলিয়াছিলেন—"এখন হইতে সোমেশ আর বড় অঙ্ক করিতে পারিবে না, দেখিবে আর এক বৎসর পরে সে ৪ রাশিকে ৪ রাশি দ্বারা গুণ করিতেও পারিবে না।" এই তিরস্কার সোমেশের প্রাণে বড় লাগিল, তিনি সঙ্কল্প করিলেন সকলকে দেখাইবেন যে বিবাহের দ্বারাই শক্তির অপচয়

হইতে পারে না। এই সঙ্কল্প লইয়া ১৯০৯ হইতে ১৯১৫ সন পর্য্যন্ত ৬ বৎসর কাল তিনি মানসিক গণনাশক্তির অসাধারণ চর্চ্চা করেন। অভ্যাসের দ্বারা তিনি ক্রমে ১০০ শত রাশিকেও ১০০ শত রাশি দ্বারা গুণ করিতে সমর্থ হইলেন। প্রচলিত গণিতের পুস্তকে বর্গমূল ও ঘনমূলমাত্র নির্ণয় করিবার প্রণালী লিখিত আছে, তিনি প্রথমে চতুর্থ হইতে পঞ্চদশ মূল (Fifteenth Root) পর্য্যন্ত নির্ণয় করিবার প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন এবং মানসিক গণনা দ্বারা ২।৩ মিনিট সময়ে বড় বড় রাশির পঞ্চদশ মূল নির্ণয় করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেন। পরে এই গবেষণাপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া তিনি ১০৯ম মূল (109th root) পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে পারিতেন।

অতঃপর বঙ্গদেশের নানাস্থানে তিনি তাঁহার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কলিকাতার য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টীটিউট গৃহে ৩।৪ বার, সিটি কলেজে ও সিটি কলেজ হোষ্টেলে, প্রেসীডেন্সী কলেজে, জলপাইগুড়ী, কুমিল্লা, সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বড় বড় সম্মিলনীতে সহস্র সহস্র লোক তাঁহার শক্তিদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছেন। ১৯১২ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক ডাক্তার হ্যারিসন্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে তিনি মানসিক গণনাশক্তি প্রদর্শন কালে ৩০টী রাশিকে ৩০টী রাশি দ্বারা আধ ঘণ্টায় গুণ করিয়া শুদ্ধ ফল বলিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে অধ্যাপক হ্যারিসন্ বলিয়াছিলেন যে এ যাবৎ একমাত্র জর্ম্মনীর গস্ সাহেব (Goss) ৩০টী রাশিকে ৩০ রাশি দ্বারা ৩ ঘণ্টায় গুণ করিতে পারিয়াছেন, মিঃ বসু তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছেন। সোমেশচন্দ্র সঙ্কল্প করিলেন। এতদপেক্ষা অনেক বড় অঙ্ক তিনি করিয়া দেখাইবেন। ১৯২০ সনে শ্রীযুক্ত রাজা হৃষীকেশ লা মহোদয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ লাভ করিয়া বঙ্গীয় জাতীয়ব্যবসায়সমিতিকে (Bengal National chamber of Commerceকে) নিজ গৃহে প্রীতি উৎসবে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সোমেশ বাবুও এই সভায় আহূত হইয়া তাঁহার গণনানৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। বাঙ্গালী ও মারবারী বহু বড় লোক এই দিন উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকার ভ্রমণকারী শ্রীযুক্ত সি, জে, লিউয়ারী (C. J. Lewerry) ও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মিঃ বসুর শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া "ষ্টেট্‌সম্যান্" পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন যে জগতের পূর্ব্ববর্ত্তী সকল মস্তিষ্কবান্ ব্যক্তিদিগকে তিনি অতিক্রম করিয়াছেন (He has eclipsed the records of all former prodigies of the world), কারণ জর্ম্মনীর গস্ ৩০টী রাশিকে ৩০টী রাশি দ্বারা গণনা করিতে পারিলেও,

মিঃ লিউয়ারী (Flewerry) বর্গমূল ও ঘনমূল এবং কোন অতীত বৎসরের তারিখ ও বার মাত্র গণনা করিতে পারিতেন, কিন্তু মিঃ বসু অনেক বৃহত্তর অঙ্ক অল্পতর সময়ে করিতে পারেন এবং সর্ব্ব প্রকার অঙ্কই করিতে পারেন।

ইহার পর সোমেশ চন্দ্র বন্ধুগণের উৎসাহে বিলাত যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু কিরূপে যাইবেন? তিনি যে নিরামিষাশী নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ব্রহ্মচারী। তিনি পূর্ব্বেই আহার সংযত করিয়া অতি অল্পাহারে দিন কাটাইতে শিখিয়াছিলেন। প্রয়োজন হইলে ৭।৮ দিন উপবাস করিতে পারিবেন কি না তাহা পরীক্ষার জন্য তিনি ১৩২১ সনে হ্যারিসন্ রোডের আবাসে ৭ দিন নিরম্বু উপবাস করেন। ৮ম দিনে কোন বন্ধু বলিলেন—"আজ তুমি নিশ্চয় চলৎশক্তি-রহিত হইয়াছ"। তিনি তখনই হ্যারিসন রোড হইতে কতিপয় বন্ধুসহ হাটিয়া কালীঘাটে যাইয়া আবার হ্যারিসন রোডে ফিরিয়া আসেন, বন্ধুগণের মধ্যে কেহই তাঁহার অপেক্ষা দ্রুত হাটিতে পারেন নাই। ১৯১৯ সনের ২৯শে পৌষ তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়, তদবধি তিনি নিরামিষাশী। কেবল তাহাই নহে, তিনি ভাতই ত্যাগ করিয়াছেন, এক-আনার নবেম্বর ছাতু বা চিনা বাদাম হইলেই তাঁহার দিন রাত্রি চলিয়া যায়। ফল, দুগ্ধ বা দধি কেহ দিলে গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতেও বৈনিষ্ঠা, কোনরূপে আমিষস্পৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে কোন খাদ্যই গ্রহণ করেন না। এই কৃচ্ছ্রসাধন সমস্তই তাঁহার পরলোকগতা প্রেমময়ী পত্নীর জন্য। যদি নারী বিধবা হইলে পতির স্মৃতি অন্তরে লইয়া তাঁহার আমরণ ব্রহ্মচারিণী থাকা কর্ত্তব্য হয়, তবে পুরুষেরও পত্নীবিয়োগ হইলে তাঁহার স্মৃতি বরণ করিয়া আমরণ ব্রহ্মচারী থাকা কর্ত্তব্য। এই নৈতিক কর্ত্তব্য তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেছেন। যদিও পত্নীবিয়োগ হেতুই নিরামিষাশী হইয়াছিলেন, তথাপি নিরামিষ আহার মানবমাত্রেরই কর্ত্তব্য, মানসিক শক্তিবিকাশের পক্ষে তাহাই অনুকূল এবং স্বল্পাহারই শরীররক্ষার পক্ষে যথেষ্ট, নিজ অভিজ্ঞতা হইতে এই বিশ্বাস তাঁহার বদ্ধমূল হইয়াছে। এই বিশ্বাস লইয়াই সোমেশচন্দ্র বিলাতে যাত্রা করেন।

১৯২২ সনের ৩০শে মে তিনি কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন, ৫ই জুন কলম্বোতে জাহাজে উঠেন এবং ২৭শে জুন লণ্ডন নগরে উপস্থিত হন। পাঁচসের ছাতু, কিছু আমসত্ত্ব ও কিছু তেঁতুল মাত্র সঙ্গে লইয়া জাহাজে উঠিয়াছিলেন এবং মাত্র আড়াই সের ছাতু খাইয়া ২২ দিন জাহাজে ছিলেন। লণ্ডনে পৌঁছিয়া

প্রথম একমাস মধ্যে মাত্র ১৪ বার নিজে জল আনিয়া ইক্ মিক্ কুকারে মাংস চাল ও আলু সিদ্ধ করিয়া লবণ ছাড়া আহার করিয়াছিলেন। তাহার পর যে ২১ মাস প্রবাসে ছিলেন তখন দিবা রাত্রির মধ্যে কেবল তিন পোয়া দুগ্ধমাত্র আহার করিয়াছেন। সোমবারের উপবাসের পরে মঙ্গলবার প্রাতে কিছু তিন বাদাম ও আঙ্গুর খাইতেন। প্রতি সোমবার তিনি নির্জ্জল নির্ঘুম উপবাস করিয়া থাকেন। এই দিন তাঁহার বিশ্রামের দিন। আর একটী বিস্ময়ের বিষয় এই দ্বাবিংশতি মাসব্যাপী প্রবাসকালে তিনি একবারও জল পান করেন নাই।

১৯২২ সনের ২৭শে জুন হইতে ২০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রায় তিন মা কাল তিনি লণ্ডনে ছিলেন। এই সময় মধ্যে তিনি নানাস্থানে আহূত হইয়া অদ্ভুত গণনাকুশলতা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। একদা লণ্ডনে অনধি ২৫ মিনিট্ সময়ে ৪০ রাশিকে ৪০ রাশিদ্বারা গুণ করিয়া উপস্থিত বিদ্বজ্জনগণ চমৎকৃত করিয়াছিলেন। বিলাতের বন্ধুগণের পরামর্শে তিনি ২১শে সেপ্টেম্ব আমেরিকা যাত্রা করেন এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর কানাডা রাজ্যের কোইবেক্ নগ উপস্থিত হন। ভূমিতে পদার্পণ করিতেই তাঁহাকে একটী ঘরে প্রবেশ করি বলা হয়, তিনি সেই ঘরে গিয়া একাকী বসিয়া রহিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে য়ুরোপে নানা দেশের বহু নরনারী সেই ঘরে আসিলেন। ক্রমে পঞ্চশতাধিক লো তথায় সমবেত হইল, তন্মধ্যে তিনিই একমাত্র কৃষ্ণকায় ব্যক্তি। শ্বেতাঙ্গ নারীগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া হাসি ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা গা ধরিলেন, পুরুষ রমণীতে মিলিয়া "ডুয়েল" গাহিতে লাগিলেন, আর তাঁহার দি চাহিয়া নানা ভঙ্গী করিতে লাগিলেন। সোমেশচন্দ্রের পক্ষে ইহা নীরবে স করা সম্ভব হইল না। তিনিও গান ধরিলেন, একবার পুরুষের সুরে ও একবা নারীর সুরে বাঙ্গলা "ডুয়েল" গাহিতে লাগিলেন। শ্বেতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গীরা এই নীরব হইলেন এবং হাঁ করিয়া কৃষ্ণাঙ্গ গায়কের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সোমেশচন্দ্র প্রায় তিন ঘণ্টা এইরূপে কাটাইলেন, ইত্যবসরে সকলকে এ একে প্রকোষ্ঠান্তরে ডাকিয়া নিয়া বিদায় করা হইল। সর্ব্বশেষ তাঁহার ঘ পড়িল, যদিও সর্ব্বপ্রথমে তিনিই ঐ ঘরে নীত হইয়াছিলেন। সব লো চলিয়া গেলে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তিনি আনীত হইলেন, তথায় ৬টী পুরু একটী মহিলা আছেন। ঐ প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইবা মাত্রই তাঁহার মনে হ যেন তিনি বধ্যভূমিতে নীত হইয়াছেন। একজন পুরুষ তাঁহাকে গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন—"ক্যান তুমি এদেশে আসিয়াছ? কোথায় থাকিবে? কতদি

থাকবে?" ইত্যাদি। সোমেশ চন্দ্র উত্তরে বলিলেন তিনি একজন ভ্রমণকারী, যে দেখিতে চাহিলে তিনি মানসিকগণনাকুশলতা প্রদর্শন করিবেন, কোইবেক্, অটোয়া, টরণ্টো প্রভৃতি নগরে দুই সপ্তাহ কাল থাকিয়া তিনি যুক্তরাজ্যে যাইতে ইচ্ছা করেন। তদুত্তরে সেই পুরুষ বলিলেন, "তোমাকে ৪০০ ডলার এই মুহূর্ত্তে এইখানে জমা দিতে হইবে, যদি ১৪ দিনের অধিক ১ দিন ক্যানাডায় থাক তবে এ টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।" সোমেশচন্দ্র এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, অগত্যা তাঁহাকে বন্দী হইতে হইল। পরদিন ক্যাপ্টেন্ জোন্স্ নামক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একখানা কেবলগ্রাম দেখাইয়া বলিলেন—ইংল্যাণ্ড হইতে তিনি এই অনুরোধজ্ঞাপক তার পাইয়াছেন, তাঁহাদের ক্যানাডার ভদ্রসমাজ হইতে মিঃ বসুকে অভ্যর্থনা করার জন্য এবং সকল প্রধান নগরে তাঁহার অসাধারণ শক্তি বিদ্বন্মণ্ডলীকে প্রদর্শন করাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য, কিন্তু ষ্টেশনে আসিয়া তিনি তাঁহাকে পান নাই, তাই অদ্য তাঁহার সন্ধান লইতে এখানে আসিয়াছেন। উত্তরে মিঃ বসু বলিলেন, "আমার অভ্যর্থনা অতি উত্তম হইয়াছে, ক্যানাডায় ভারতবাসীর অভ্যর্থনা বোধ হয় এইরূপই হইয়া থাকে।" তখন জোন্স্ ক্যানাডার আইন ও বিধিব্যবস্থা সমর্থন করিয়া কথা বলিলে তেজস্বী সোমেশচন্দ্র আর সহিতে না পারিয়া বলিলেন—"স্যার ক্যাপ্টেইন্ জোন্স্, যদি আমি পরাধীন ভারতবর্ষের লোক না হইতাম, আর যদি আমি কৃষ্ণাঙ্গ না হইতাম, যদি এই শক্তি লইয়া আমি য়ুরোপ বা আমেরিকার কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিতাম, তবে এই সকল বিলাতের বড় বড় লোকের পত্র (credentials) প্রদর্শন সত্ত্বেও, ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্র সমূহের উচ্চ প্রশংসাবাক্য সত্ত্বেও আমাকে বন্দী করার সাহস ক্যানাডার হইত না, সেরূপ ইচ্ছারও উদয় হইত না। ক্যানাডা ও ভারতবর্ষ এক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত, তাহাতেই এই অবস্থা! ইহার সমর্থন তোমরা ত করিবেই, কিন্তু আমাকে তুমি ইহার বৈধতা কিরূপে বুঝাইবে? ভারতবাসী অতিথির প্রতি এই ব্যবহারকে সভ্যতা বলিয়া কদাচ স্বীকার করিতে পারে না।" তখন ক্যাপ্টেইন্ জোন্স্ স্বদেশের নিন্দায় বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। সোমেশচন্দ্র বন্দী হইয়াই রহিলেন। ক্যানাডার দারুণ শীতে তাঁহাকে ২খানা মাত্র কম্বল শীত নিবারণের জন্য দেওয়া হইল। তিনি দিনে তিনপোয়া দুগ্ধমাত্র আহার করিতে চাহিলেন, তাঁহাকে তিনপোয়া মাখন তোলা দুগ্ধ মাত্র দেওয়া হইত। ইহা খাইয়াই তিনি ৪৫ দিন আবদ্ধ রহিয়াছিলেন।

আমেরিকার সংবাদ পত্রে পূর্ব্বেই তাঁহার অসাধারণ মস্তিষ্কশক্তি, স্বল্পাহার

এবং আমেরিকায় যাত্রার বিষয় ঘোষিত হইয়াছিল। প্রচণ্ড বিদ্বেষ বশে কোন অকারণ সন্দেহে অথবা কৃষ্ণকায় ব্যক্তির এইরূপ অসাধারণত্ব অসহনীয় বোধে তাঁহাকে এইরূপ ভাবে নির্য্যাতন করা হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। পয়তাল্লিশ দিনের পর ১১ই নভেম্বর এই চুক্তিতে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় যে তিনি আমেরিকার কোথাও চাকরী গ্রহণ করিবেন না, টিকেট বিক্রয় করিয়া গণনানৈপুণ্য প্রদর্শন (Demonstration) করিবেন না, অথবা তদ্দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিবেন না, কেবল কেহ সন্তুষ্ট হইয়া কিছু দিলে তাহাই মাত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন। মুক্তি পাইয়াই তিনি যুক্তরাজ্যে চলিয়া যান, কিয়দ্দিন পরে তিনি অর্থকষ্টে পতিত হন, এই সময়ে আমেরিকার এক ভদ্রলোক তাঁহাকে নিজগৃহে আহ্বান করিয়া তাঁহার মানসিকগণনাকুশলতা দর্শনে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া ১০০০ ডলার (৩০০০৲ টাকা) দান করেন এবং আর একজন তাঁহাকে ঐরূপ ৭০০ ডলার (২১০০৲) দিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার অর্থাভাব দূর হইল কিন্তু এই টাকারও কিয়দংশ কতিপয় বিপন্ন বন্ধুকে ধার দিয়া আর ফিরিয়া পান নাই। অনেকে টাকার চুক্তি করিয়া তাঁহার গণনানৈপুণ্য দেখিতে চাহিতেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তিনি কদাচ ঐরূপ প্রস্তাবে সম্মত হইতেন না। আমেরিকার বিবিধ-ক্রীড়া-কৌতুক-রঙ্গমঞ্চে (Variety Performance এ) মানসিক গণনা প্রদর্শনের জন্য তাঁহাকে সপ্তাহে ১০০ শত, ২০০ শত, ৩০০ শত ডলার পর্য্যন্ত দেওয়ার প্রস্তাব আসিয়াছে কিন্তু তিনি কখনও তাহা গ্রহণ করেন নাই, প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের পরিবারের লোকেরা ১৫০০৲ টাকা মাসিক বেতনে তাঁহাকে চাকরী দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও তিনি গ্রহণ করেন নাই, আরও অনেক বড় বড় লোক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে অর্থগ্রহণ করিয়া গণনাপ্রদর্শন করিলে তিনি কোন শাস্তি প্রাপ্ত হইবেন না, কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে তাহার সমাধান তাঁহারাই করিবেন। কিন্তু তিনি বাক্যরক্ষা করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া তাঁহাদের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়াছেন।

আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি যে কোন বৃহৎরাশির পঞ্চদশ মূল পর এক সেকেণ্ড মধ্যে গণনা করিয়াছেন, বড় বড় পূরণ, ভাগ, সরলীকরণ প্রশ্ন ৫টী অঙ্ক একত্র লিখিয়া দিলে অনধিক ৫ মিনিট মধ্যে সবগুলি সমাধান করিয়া একত্রে ফল বলিয়া দিতেন। তাঁহার এই সকল শক্তি আমরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি এই সেদিন জলপাইগুড়ীর যুবকসম্মিলনীতে ১৩টী রাশিকে ১০টী রাশিদ্বারা গুণ ২২ রাশিকে ১০ রাশি দ্বারা ভাগ, ২২ রাশির বর্গমূল নির্ণয় এবং দুই দুই ঘণ্টা

একটী দশমিকের সরলীকরণ ৭ মিনিটে সমাধান করিয়া একত্রে ফল বলিয়াছিলেন। আমেরিকায় একবার ৯০ রাশির একটী সংখ্যার পঞ্চদশ মূল এক সেকেণ্ডে বলিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তরাজ্যে অবস্থানকালের বৃত্তান্ত ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসের "Scientific American" নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রে নিউইয়র্ক (Newyork) নগরের প্রভূতধনশালিনী অধ্যাপিকা শ্রীমতী পারসন্‌স্ (Elsieclews Parsons M.A.P.H.D.) ১৩ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন।

১৯২৩ সনের ২৮শে অক্টোবর আমেরিকার নেবার্ক (Newark) নগরে তথাকার কতিপয় Ph. D. ও অন্য বহু পণ্ডিত ব্যক্তির অনুরোধে তিনি ৬০ রাশিকে ৬০ রাশিদ্বারা গুণ করিয়া বিশুদ্ধ ফল বলিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত পণ্ডিতগণ ১৪ ঘণ্টায় ঐ পূরণটী করিয়া ও বার বার তাহা পরীক্ষা করিয়া পরে তাঁহাকে ঐ প্রশ্ন দিয়াছিলেন। তিনি ৪৫ মিনিটে গণনা শেষ করিয়া ফল বলিয়া গেলেন, তাঁহারা বলিলেন ডাঃ বসুর ভুল হইয়াছে, ফলের ১২০টী রাশির মধ্যে ১৯টী ভুল হইয়াছে। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সোমেশচন্দ্র বলিলেন তাঁহার ভুল হয় নাই, তাঁহারাই বোধ হয় ভুল করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি পূরণের ৬০টী ক্রম (steps) ক্রমে ক্রমে বলিতে লাগিলেন এবং পণ্ডিতগণ যে বৃহৎ কাগজে অঙ্ক করিয়াছিলেন তাহার সহিত মিলাইয়া যাইতে লাগিলেন। অষ্টাদশ ক্রমের পরে তাঁহাদের একটী ভুল ধরা পড়িল, তথাপি পণ্ডিতগণ ১৯ স্থলেই তাঁহাদের ভুল হইয়াছে এবং ডাঃ বসুর এক স্থলেও ভুল হয় নাই ইহা স্বীকার করিলেন না। অগত্যা সোমেশচন্দ্রকে তাঁহাদের ১৯টী ভুলই ক্রমে ক্রমে প্রদর্শন করিতে হইল। পণ্ডিতগণ তাঁহার শক্তি পরীক্ষার জন্য আরও প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"পঞ্চাশৎ ক্রমের একত্রিংশ রাশি কি? পঞ্চচত্বারিংশৎ ক্রমের উনবিংশ রাশি কি?" ইত্যাদি। তিনি অবলীলাক্রমে এই সব প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর করিয়াছিলেন। কথা ছিল তিনি ৬০টী রাশিকে ৬০টী রাশি দ্বারা শুদ্ধরূপে গুণ করিতে পারিলে পরে ১০০ রাশিকে ১০০ শত রাশি দ্বারা গুণ করার প্রশ্ন তাঁহারা দিবেন, কিন্তু তাঁহারা আর সেই অধ্যবসায় করেন নাই।

এই অসাধারণ মস্তিষ্ক আলোড়নের পরে ক্রমে দ্বাদশ রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হয় নাই। এরূপ দীর্ঘ নিদ্রাহীনতার আর একটি কারণ ঘটিয়াছিল। ইহার পাঁচ দিন পরে ৩রা নভেম্বর তিনি আমেরিকা হইতে উৎল্যাণ্ডে ফিরিতেছিলেন। তাঁহার জিনিষপত্র জাহাজে নীত হওয়ার পরে তিনি জাহাজে উঠিতে যাইতেছেন এমন

সময় তাঁহাকে আটক করা হইল, জাহাজ তাহার জিনিষপত্র সহ বন্দর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এই জাহাজে বিলাতের প্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রী লয়েড্ জর্জ য়ুরোপীয় মহাসমরের অবসানে আমেরিকায় যাইয়া প্রভূত সম্মান পাইয়া স্বদেশে ফিরিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে এক জাহাজে সোমেশচন্দ্রকে যাইতে দেওয়া বিপজ্জনক বিবেচিত হইয়াছিল। কেন তাঁহাকে জাহাজে উঠিতে দেওয়া হইল না তিনি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে বলা হইল, সম্ভবতঃ তিনি লয়েড্ জর্জের পশ্চাদনুসরণ করিতেছেন। তদুত্তরে তিনি তাঁহার টিকেট্ দেখাইয়া বলিলেন, লয়েড জর্জ আমেরিকায় আসার বহু পূর্ব্বে তিনি টিকেট ক্রয় করিয়াছিলেন, তিনি তখন কিরূপে জানিতেন যে লয়েড্ জর্জ আমেরিকায় আসিবেন এবং এই জাহাজে ইংল্যাণ্ডে যাইবেন? তদুত্তরে তাঁহাকে বলা হয়—"যে মাত্র তিন পোয়া দুধ খাইয়া থাকিতে পারে এবং যাঁহার এত বড় মাথা সে সবই গণনা করিতে পারে।" জিনিষপত্র সমস্ত চলিয়া যাওয়াতে তিনি কিরূপ বিপন্ন ও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা অনুভব করা কঠিন নহে। যাহা হউক ৭ দিন পরে ১০ই নভেম্বর অন্য জাহাজে উঠিয়া তিনি বিলাত যাত্রা করেন।

এইবার ইংল্যাণ্ডে যাইয়া তিনি প্রায় ৪ মাস তথায় অবস্থান করেন, তৎপর দেশে ফিরিবার পথে ফ্রান্সে একমাস কাল থাকেন। প্যারী সহরে জনৈক গণিতশাস্ত্রবিদ্ সোমেশচন্দ্রকে প্রশ্ন করেন—"১৮৭৩ খৃঃ ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ১৯১৪ খৃঃ ফেব্রুয়ারী, শেষ দিনের বেলা ১০টা পর্য্যন্ত কত সেকেণ্ড্?" ২ মিনিট চিন্তার পর তিনি সহাস্য-বদনে যথাযথ উত্তর বলিয়া দিলেন।

১৯২৪ সনের মার্চ্চ মাসের প্রথম ভাগে তিনি ভারতাভিমুখী জাহাজে উঠিলেন। উঠিয়া ২ দিন চিনা বাদাম খাইয়া থাকিলেন, তারপর তাঁহার খাওয়ার যোগ্য কিছু জাহাজে না থাকায় ৭ দিন নিরম্বু উপবাস করেন। পরে পোর্ট্ সৈয়দে জাহাজ পৌঁছিলে তীরে খাওয়ার যোগ্য বস্তু পাইলেন। ১৯২৪ সনের ২৮শে মার্চ্চ তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগত হন। তিনি বলেন আবশ্যক হইলে একমাস নিরম্বু উপবাস করিতে পারেন। বর্ত্তমানে কলিকাতায় তাঁহার আহারের ব্যয় মাসে ২৲ টাকার অধিক নহে। স্ত্রীবিয়োগের পূর্ব্বে তিনি খুব খাইতে পারিতেন, চার সের মাংস অক্লেশে আহার করিতেন এবং নিমন্ত্রণ ভোজনের পর আড়াই সের রসগোল্লা খাইতে পারিতেন। তখন তাঁহার শরীরের ওজন ছিল একমণ তের সের মাত্র। এক্ষণ এই অল্পাহার সত্ত্বেও তাঁহার ওজন একমণ সাতে সের। অতএব অল্পাহারে যে শরীর শীর্ণ হয় বা মানসিক শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ইহা

তিনি বিশ্বাস করেন না। বরং অল্পাহারে মনের সংযম (Concentration) অধিক হয় ইহাই তিনি অনুভব করিতে পারিয়াছেন।

বর্গমূল, ঘনমূল, এমন কি দ্বাদশ বা পঞ্চদশ মূল তিনি প্রশ্ন করা মাত্রই কিরূপে নির্ণয় করেন তাহা জিজ্ঞাসা করাতে বলেন—বর্গমূল হইতে পঞ্চদলমূল পর্য্যন্ত এখন আর তাঁহার মনে মনে ও অঙ্ক করিতে হয় না, প্রশ্নটি মস্তিষ্কে স্থান পাইলেই তৎক্ষণাৎ যেন (Intuitionএ) তন্মুহূর্ত্তেই ফল নির্ণীত হইয়া আসে, অতীত বা ভবিষ্যৎ অব্দের কোন মাসের তারিখ বলিলে বার ও বার বলিলে তারিখ প্রশ্ন করা মাত্রই নির্ণীত হইয়া যায়। এ দুইটাই যেন Intuitive হইয়া গিয়াছে। বড় পূরণ, ভাগ বা সরলীকরণ অপর সকলের মতই তিনি ক্রম অনুসারে করেন, তবে তাঁহার ক্রমগুলি (Steps) অতি দ্রুত তাঁহার মস্তিষ্কের সাজান হইয়া যায় ও নির্ভুল হয়। লক্ষ বর্ষ বা কোটি বর্ষ পূর্ব্বে বা পরে কোন মাসের কোন্ তারিখে কি বার, বা কোন্ বারে কি তারিখ ছিল বা হইবে তাহাও মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি বলিতে পারেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার অসীম গণনাশক্তির পরীক্ষা করিতে পারে এমন মানুষও কেহ নাই। তিনি একশত রাশিকে একশত রাশি দ্বারা গুণ করিতে পারিলেও তাহা পরীক্ষা করিবার অধ্যবসায় কাহারও নাই। এইরূপ বৃহৎ অঙ্ক কাগজে কষিয়া শুদ্ধরূপে ফল নির্ণয় করার শক্তি সাধারণ মানুষের নাই। এই জন্য য়ুরোপে বা আমেরিকায় অতবড় বৃহৎ অঙ্ক করিতে কেহ তাঁহাকে আহ্বান করেন নাই। লক্ষবর্ষ পূর্ব্বের বার তারিখ সম্বন্ধেও সেই কথা। সংপ্রতি তিনি ভবানীপুরে বার-এট্-ল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ দাস গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে ৪৫ রাশির পঞ্চদশ মূল প্রশ্ন করা মাত্রই বলিয়াছিলেন। আর তিনি বলিয়া দিয়াছেন এইরূপ সামান্য অঙ্ক করিতে এখন আর তাঁহার উৎসাহ হয় না, কেহ যদি ৩, ৪ বা ৫ রাশির কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যাদ্বারা ১০৮ বার গুণ করিতে পারেন তবে ৩২৭ হইতে ৫৪৫ রাশির একটা সংখ্যা পাওয়া যাইবে। এই বৃহৎ সংখ্যার ১০৯ম মূল (109th root) সেই ক্ষুদ্র সংখ্যা। কেহ শুদ্ধরূপে এইরূপ পূরণ করিতে পারিলে তিনি 109 th root অবিলম্বে বলিয়া দিবেন। এ কথায় সাড়া দেওয়ার কেহ আছেন কি? দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে ২০০ শত বৎসরের পূর্ব্বের কতিপয় বার তারিখ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাহা তিনি প্রশ্ন বলামাত্র বিশুদ্ধরূপে বলিয়াছিলেন। দার্শনিক হীরেন্দ্র নাথের "কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ" গ্রন্থে সোমেশ চন্দ্রের শক্তির উল্লেখ আছে, তাহাতে লিখিত

হইয়াছে যে তিনি সপ্তম মূল (7th root) পর্য্যন্ত অনায়াসে বলিতে পারেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের শিষ্য। তাঁহার সঙ্কল্প ছিল পরলোকগতা পত্নীর সহিত দীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হইলেই তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। একদা গিরিমহারাজ তাঁহাকে এক নিভৃত স্থানে লইয়া যান। তখন সোমেশচন্দ্র দেখিলেন সত্য সত্যই তাঁহার পত্নী আসিয়া তাঁহার বামে উপবেশন করিয়াছেন। গিরি মহারাজ তখন উভয়কে দীক্ষা দান করেন। এই অলৌকিক ব্যাপারের মূলে কি রহস্য নিহিত আছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তিনি বলেন পুরুষের দ্বিতীয়দার গ্রহণ ব্যভিচারমাত্র। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার এইরূপ সংস্কার হইয়াছিল। যখন তাঁহার বয়স-মাত্র দশ বৎসর তখন স্বগ্রামের এক ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের পুনর্ব্বিবাহে গ্রামের সকলের নিমন্ত্রণ হইল। সোমেশচন্দ্র অত্যন্ত পেটুক হইলেও এই নিমন্ত্রণে যান নাই। তিনি সকলকে বলিয়াছিলেন, যাঁহারা এইরূপ বিবাহে নিমন্ত্রণ ভোজন করিতে যান তাঁহারা সকলেই এই পাপের সহায়তাকারী বলিয়া নিশ্চয় শাস্তি প্রাপ্ত হইবেন।

এই অসাধারণ প্রতিভাবান্ পুরুষের জীবনের বহু কথা তাঁহার নিজমুখে এবং অন্তরঙ্গ কৃতবিদ্য বন্ধুদের মুখে কোন কোন কথা যেমন শুনিয়াছি তেমনি লিপিবদ্ধ করিলাম। ইনি সরল ও নিরহঙ্কার। যে অলৌকিক মনঃসংযম শক্তি লাভ করিয়াছেন আধ্যাত্মিক সাধনায় তাহার প্রয়োগ করিতে এখন তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে সংস্কৃত জানিতেন না, এক্ষণ ধর্ম্মচর্চ্চার অনুরোধে সংস্কৃত বেশ শিখিয়াছেন এবং কোন কোন শাস্ত্রে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছেন। একটি কথা যথাস্থানে বলা হয় নাই। তিনি খুব অভিনয়পটু এবং থিয়েটার দর্শনে একসময় প্রমত্ত ছিলেন। বস্তুতঃ এক এক খানা নাটক প্রায় আদ্যোপান্ত অভিনয় করিয়া দেখাইতে পারিতেন, ব্যঙ্গ (Caricature) চমৎকার অভিনয় করিতে পারিতেন বেশ গান গাহিতেও পারিতেন এখন এ সকলই একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহার দশ বৎসরের একটি পুত্র এবং মাতা পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আছেন।

যুক্তরাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ কালে সভাপতি উইল্‌সনের পরিবারস্থ—এর্ল রীডিং মহোদয়ের জ্ঞাতিবংশীয় অনেক পদস্থ লোক তাঁহাকে পুনরায় যুক্তরাজ্যে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনিও তাহাতে সম্মত হইয়া আসিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণ তিনি পুনরায় একবার আমেরিকা যাইতে ইচ্ছা করেন। পূর্ব্বোক্ত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছেন

এইবার তাঁহাদের সংবাদ দিয়া যেন তিনি যাত্রা করেন, আমেরিকার কোন ষ্টেশনে ১ মিনিট কালও তাঁহাকে কেহ আবদ্ধ না করে বা কোন অবৈধ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ না করে, তাহার ব্যবস্থা তাঁহারা করিবেন। কিন্তু পুনরায় আমেরিকায় যাওয়ার একান্ত বাসনা সত্ত্বেও অর্থাভাবে তিনি যাইতে পারিতেছেন না। আমাদের দেশের বড় লোকেরা তাঁহার কৃতিত্ব দর্শনে মুগ্ধ হন, অশেষ প্রশংসাও করেন, কেহ কেহ দেশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাঁহার আমেরিকা যাত্রার ব্যয় বহন করিবার অভিপ্রায়ও জ্ঞাপন করেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কেহই কিছু করেন না। শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র সিংহ মহাশয় বলেন—পুরাকালে কোন যোগী ঋষি এতদপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিলেন না, স্বর্গের দেবতারাও অধিকতর বিস্ময়জনক কোন শক্তি ধারণ করিতেন না। কায়স্থসমাজে এত গুণগ্রাহী ও ধনবান্ ব্যক্তি থাকিতেও এই কৃতী বঙ্গসন্তানকে আমেরিকায় যাওয়ার সম্বল দান করিতে কেহই কি অগ্রসর হইবেন না? আমরা আশাকরি ভারতের, বঙ্গের, তথা বাঙ্গালী কায়স্থ জাতির মান বাড়াইবার জন্য শ্রদ্ধাস্পদ বিজয় বাবুর ন্যায় হৃদয়, সম্পন্ন কায়স্থগণ অচিরেই ব্রহ্মচারী সোমেশচন্দ্রের আমেরিকাযাত্রার উপায় করিয়া দিবেন। য়ুরোপ বা আমেরিকাতে এইরূপ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার কত বড় প্রতিষ্ঠা হইত, ভারতে আসিয়া এই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াই কত লক্ষ টাকা লইয়া যাইতেন। কিন্তু সোমেশচন্দ্রকে দেশের বড় লোকেরা ডাকিয়া নিয়া তাঁহার অদ্ভুত শক্তি দর্শন করিয়া ২।৪টী মিষ্ট কথা বলিয়াই বিদায় করিয়া দেন। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? শুনিয়াছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃস্থানীয় কোন কোন ব্যক্তির নিকট এইরূপ প্রস্তাব কেহ করিয়াছিলেন যে শ্রীযুক্ত সোমেশচন্দ্র বসু মহাশয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান টেবুলেটর পদে নিযুক্ত করা হউক, ৫।৬ জন টেবুলেটর ও কন্‌ট্রোলরের কাজ তিনি একাই নির্ভুলরূপে করিতে পারিবেন; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবে কান দেন নাই। এইরূপ কার্য্যের পক্ষে তাঁহার যোগ্যতা যে অসাধারণ তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু স্বদেশের বিশ্ববিদ্যালয় কি তাঁহার কৃতিত্বের আদর করিবেন?

তিনি মানসিক গণনাশক্তিতে যেমন অদ্বিতীয়, স্বল্পাহার ও ব্রহ্মচর্য্যসাধনায়ও তেমনই অদ্বিতীয়। প্রথমোক্ত শক্তি অনুকরণ দ্বারা আয়ত্ত করা মানুষের সাধ্যাতীত হইতে পারে, কিন্তু এই শেষোক্ত সংযমশক্তি সমস্ত জগৎ তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতে পারে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার।

আগমনী

এস মা ভগবতি, আবার বঙ্গের ঘরে ঘরে তুমি এস। গতবর্ষের শারদীয় শুক্লাদশমীতে "সংবৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ" বলিয়া আমরা তোমারে গলদশ্রুলোচনে বিদায় দিয়াছিলাম। আজ পুনরায় এস মা আনন্দময়ি! তোমার বঙ্গসন্তানগণের গৃহে গৃহে, হৃদয়ে হৃদয়ে আজ আবার তুমি অধিষ্ঠিতা হও।

কিন্তু তোমার পূজার এই মহামন্দিরে, তোমার প্রিয় নিকেতন বঙ্গভূমিতে আজ একি ঘোর উপদ্রব উপস্থিত হইল মা! দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচারে আজ যথা তথা দেবীপ্রতিমা নগ্না, ভগ্না ও অপবিত্রীকৃতা, গৃহস্থের সম্পদ্ অপহৃতা, বিপণি লুণ্ঠিতা, কুলবধূ লাঞ্ছিতা! তোমার আগমনে বঙ্গসন্তানের এ দুঃখ দৈন্য দুর্গতি আজ অবসান হইবে না কি? যে দুর্ব্বল বাঙ্গালী আজ তোমার বিগ্রহ রক্ষার জন্য, তোমার মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য, নারীর মান রক্ষার জন্য আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে না, ঘৃণায় লজ্জায় আজ তার গৃহে তুমি আসিবে নাকি? না না, এস মা শক্তিদায়িনি, তবু এস, ঘৃণা লজ্জা পরিহার করে এস, দুর্ব্বল ম্রিয়মাণ সন্তানকে বল দান করিতে, সঞ্জীবিত করিতে আজ আবার এস।

অধিকারবাদ ও জাতিবাদ লইয়া তোমার বঙ্গসন্তানগণ আজ শতধা ছিন্ন, শতধা ভিন্ন; অপ্রীতি, অবজ্ঞা, অনৈক্য সমাজের স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত; উচ্চবর্ণাভিমানী জাতিসকল আজ তাঁহাদের দীন ভ্রাতৃগণকে যুগযুগান্তের অবহেলাজনিত মলিনতা মুছিয়া কোলে তুলিয়া না লইলে, মানবের ভ্রাতৃত্ব ও সমত্বজ্ঞান আজ তাঁহাদের চিত্ত অধিকার না করিলে, বাঙ্গলার দুর্ব্বল হিন্দুসমাজ আপন অস্তিত্ব রক্ষায়, দেশ ও সমাজ রক্ষায় সমর্থ হইবে কি? মা তোমার আগমনে আজ বঙ্গসন্তানগণের হৃদয়ে এই শুভবুদ্ধির উদয় হউক। বাঙ্গলার হিন্দুসমাজের মেরুদণ্ড, ইতিহাস-প্রথিতকীর্ত্তি, প্রতিভাদীপ্ত, চিরভাস্বর কায়স্থজাতির ন্যায্য স্থান ও অধিকার স্বীকার করিয়া বঙ্গের ব্রাহ্মণ, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এই দুই মহাজাতির মধ্যে একদিন যে মহতী প্রীতি ছিল, ধর্ম্মে কর্ম্মে যে মহৎ ঐক্য ছিল, তাহার পুনরুদ্ধার করিবেন কি? মা, তোমার আগমনে এই শুভবুদ্ধি, এই সত্য ও ন্যায়ের সম্মানরক্ষার বুদ্ধি ব্রাহ্মণসমাজে বিস্তৃতি লাভ করুক। যে সত্য ও ন্যায় ব্রাহ্মণ্যের, ধর্ম্মের ও সমাজের ভিত্তি সেই সত্য ও ন্যায়কে হৃদয়ে ধারণ করিয়া দূরদৃষ্টি অবলম্বনে দেশকালোপযোগী সমাজগঠনে আত্মনিয়োগ করিতে ব্রাহ্মণ

আজ সমর্থ হউন। মা, তোমার আগমনে আজ সকল অপ্রেম ও অপ্রীতি দূরীভূত হউক, সমাজ প্রকৃতিস্থ ও ঐক্যবলসম্পন্ন হউক. বঙ্গসন্তান আত্মরক্ষায় ও ধর্ম্মরক্ষায় সমর্থ হউক।

দেশকল্যাণব্রত নেতৃদলও আজ শতধা ছিন্ন ভিন্ন. আত্মপ্রতিষ্ঠাবুদ্ধি আজ তাঁহাদের চিত্ত অপহরণ করিয়াছে, জাতীয় মহাসভা আজ বিপন্না, সকল মঙ্গল-পথ আজ কণ্টকিত। এস মা দুর্গে, তুমি এস, আমাদের কর্ম্মী ও নেতৃদলের অন্তর হইতে আত্মাভিমান দূর করিয়া ঐকান্তিকী দেশাত্মভাবনার সঞ্চার কর, দেশের সকল দুর্গতি তোমার পাদস্পর্শে আজ তিরোহিতা হউক।

শারীরবল, মনোবল, জ্ঞানবিজ্ঞানবল ও ধনবল সর্ব্ববিভবে ভারত আজ পরাভূত! শত শত আধিব্যাধিতে, অন্ন, জল ও বস্ত্রাভাবে ভারতসন্তান আজ ম্রিয়মাণ। এস মা অপরাভবে হৈমবতি এস তোমার জয়া বিজয়া শক্তিদ্বয় সঙ্গে লয়ে এস, আজ পরাজিত সন্তানগণকে জয়শক্তি দাও, ধ্বংসমুখ হইতে উদ্ধারলাভের শক্তি দাও।

এস মা শঙ্করগৃহিণি তোমার বরপুত্র লেখক চূড়ামণি বিনায়ককে সঙ্গে লয়ে বঙ্গের ঘরে ঘরে আজ এস। সত্যপ্রকাশে কুণ্ঠিতা, জ্ঞানবিজ্ঞান-প্রকটনে অসমর্থা, ধর্ম্মার্থদর্শনে পরাঙমুখী বঙ্গসন্তানের দুর্ব্বলা লেখনী আজ শক্তিমতী হউক। এস তুমি, দেবগণতার অধিনায়ক তোমার বরপুত্র সিদ্ধিদাতা গণপতিকে সঙ্গে লয়ে এস, বঙ্গের হিন্দু সমাজে আবার গণশক্তি প্রতিষ্ঠিত হউক, তাহাদের সকল মঙ্গলানুষ্ঠান সিদ্ধিমণ্ডিত হউক। হিন্দুধর্ম্মী, ইস্‌লামধর্ম্মী, খৃষ্টধর্ম্মী, বৌদ্ধধর্ম্মী, জৈনধর্ম্মী, শিখধর্ম্মী সকলে আজ দেশকল্যাণের জন্য গণধর্ম্মের পতাকামূলে মিলিত হউক। মা, তোমার আগমনে এই শুভ বুদ্ধি আজ সকলের অন্তরে সঞ্জাত হউক। ইস্‌লামধর্ম্মী সাধুজনগণ তাঁহাদের অবোধ সমধর্ম্মিগণকে সুবুদ্ধিদানে সমর্থ হউন।

মা এস তুমি, তোমার প্রিয় পুত্র দিব্যাস্ত্রধারী দেবসেনাপতি কুমারকে সঙ্গে লয়ে আবার বঙ্গের ঘরে ঘরে এস, অস্ত্রব্যবহারপরাঙমুখ বঙ্গসন্তান দস্যুহস্ত হইতে ধন, প্রাণ ও নারীর মান রক্ষণের জন্য অস্ত্রধারণশক্তি আবার লাভ করুক।

এস মা তোমার বরকন্যা জ্ঞানধাত্রী, বাগ্‌দেবী, সরস্বতীকে সঙ্গে লয়ে— ব্রহ্মজ্ঞানমূল পরাবিদ্যায় পরাঙমুখ, সংসারসুখহেতু অপরাবিদ্যায় অনাসক্তচিত্ত বঙ্গসন্তান আবার জ্ঞানবিজ্ঞানে সমুন্নত হউক। এস তোমার অপরাকন্যা

দেবীকুলললামভূতা দেবমানববন্দিতা শ্রীকে সঙ্গে লয়ে—সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির ঘরে ঘরে আবার ধন ধান্য, সুখ সম্পদ, স্বাস্থ্য ও শান্তি বিরাজিত হউক, আবার ঘরে ঘরে অনাময় ও দীর্ঘজীবন ফিরিয়া আসুক।

এস মা, আবার এস, তোমার প্রেমময় পতি, দেবাদিদেব আশুতোষকে সঙ্গে লয়ে এস, আমরা তোমার সহিত সেই রজতগিরিনিভং বরাভীতিহস্তং বিশ্বস্য বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং মহেশকে বন্দনা করিয়া সকল দুঃখ দুর্গতি হইতে আশু পরিত্রাণ লাভ করি।

এস মা দশভুজে, দশপ্রহরণধারিণি, দশদিকের সকলরিপুনাশিনি, সর্ব্বসন্তাপহারিণি, তোমার পাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া, সকল দৈন্য, সকল দুর্ব্বলতা বলি দিয়া আজ আমরা ধন্য হই।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ॥

শ্রীজগদ্বন্ধু ঘোষাল দেবশর্ম্মা

বরপণ-প্রতিকার

"বরপণের দায়ে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য সমাজ একান্ত বিপন্ন" এ কথা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য সমাজের প্রত্যেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, অথচ বরপণ প্রথা যেরূপ ভাবে চলিতেছিল, সেইরূপ ভাবেই চলিতেছে, ভীষণ হইতে ভীষণতর ভাবে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য সমাজের ত কথাই নাই, অন্যান্য সমাজেও, যে সমস্ত জাতির মধ্যে ইহার অস্তিত্ব আদৌ ছিল না, সেই সমস্ত জাতির মধ্যেও অপ্রতিহত প্রভাবে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে

আমরা সকলেই ইহার অনিষ্টকারিতা দেখিতেছি, বুঝিতেছি, মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি, কত কত লিখিত প্রবন্ধে, কত কত সভা সমিতিতে তারস্বরে ইহার বিরুদ্ধে কত কত যুক্তি তর্কের অবতারণা দ্বারা সমাজে ইহার প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিবার কত না চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু কৈ কিছুই ত হইতেছেনা। একজন বিপন্ন কন্যার পিতারও ত ইহার কবল হইতে উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। কন্যার পিতার সেই একান্ত বিমর্ষ ভাব, সেই সর্ব্বক্ষণব্যাপী অস্বস্তি ও অশান্তি সেই বরের পিতার কৃপা-কটাক্ষ লাভ করিবার জন্য একান্ত আয়াস এবং সতত উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকা, এই সমস্ত ভাবের ত কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে ইহার প্রভাব ও প্রসার যে বর্দ্ধিত আকারে বিভিন্ন ভাবে প্রকটিত হইতেছে তাহার পরিচয় পাইবার যথেষ্ট সুযোগ ঘটিতেছে। বরপণ প্রথমে নিবদ্ধ ছিল বস্ত্রাভরণ, কন্যার গহনা এবং নগদ টাকায়। তাহার পর ইহার সহিত যুক্ত হইল বার মাসে তের পার্ব্বণের তত্ত্ব, এখন আবার শুনিতেছি বিবাহের পর হইতে বর যথেষ্ট উপায়ক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার ভরণ পোষণের ভারও কন্যার পিতাকে লইতে হইবে! ইহা বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার একটা বিশেষ বিভাব বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। সভ্যতালোক নিত্য নূতন ভাবে বিকীর্ণ হইয়া মানবের উন্নতিমার্গ আলোকিত করিতেছে, বরপণও সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি সাধনোদ্দেশে নিত্য নূতন বিশেষ বিভাবে বিকাশ প্রাপ্ত না হইবে কেন? তা হউক, কিন্তু সমাজ যায় যে! সমাজে দারিদ্র্যপেষণে পিষ্ট হইবার অনেক কারণ থাকিলেও বরপণ যে একটা প্রধান কারণ ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য।

আমার জনৈক আত্মীয়ের কন্যার বিবাহপ্রস্তাবে বরপক্ষ হইতে এত ভরি সোনা, এত টাকা নগদ, ইত্যাদি ইত্যাদি দাবীর সহিত একটী অভাবনীয় নূতন দাবীর পরিচয় পাইলাম। দাবীটী এই যে পাত্র বি, এল পড়িতেছেন, তিনি বি, এল পাশ করিবার পর অন্ততঃ ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাকে উকিলের সম্ভ্রম রক্ষোপযোগী বাসা খরচ প্রভৃতি মাসিক ব্যয় সঙ্কুলন পক্ষে যাবতীয় ব্যয় পাত্রীর পিতা বহন করিতে প্রস্তুত আছেন কি না! হা দুর্দ্দৈব! আমরা কায়স্থ, ক্ষত্রিয় বলিয়া আমরা মর্য্যাদা বোধ করিয়া থাকি! এইরূপ দীন ভাব প্রকাশ করা কি ক্ষত্রিয়ের কার্য্য? ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? আর ধন্য বর্ত্তমান শিক্ষা, যে শিক্ষার ফলে এইরূপ ভাবে আমাদের চরিত্র গঠিত হইতেছে। এইরূপ ভাবে আমরা শিক্ষার সুফলের পরিচয় দিতে কিছু মাত্র লজ্জা বোধ করিনা! বড় আশা ছিল

কায়স্থসভার প্রচেষ্টায়, কায়স্থসভার আন্দোলনের ফলে কায়স্থের লুপ্ত গৌ[illegible] পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। আবার কায়স্থ স্বগৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ[illegible] সমাজকণ্টকগুলি একে একে উন্মূলিত করিয়া সমগ্র হিন্দু সমাজকে দেখাই[illegible] সক্ষম হইবে কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের স্বরূপ কি, হিন্দু সমাজের আদর্শ কি। ব্রা[illegible] ও ক্ষত্রিয় উদ্ভাবয়িতা হইলেও কার্য্যকরী শক্তি চিরকাল ক্ষত্রিয়েরই নিজ[illegible] ক্ষত্রিয়বর্ণস্থ কায়স্থই কার্য্য দ্বারা দেখাইবে সমগ্র হিন্দু সমাজকে কোন্ পথে চলি[illegible] হইবে। প্রত্যক্ষেই হউক আর পরোক্ষেই হউক এখনও অপরাপর হিন্দুজা[illegible] কায়স্থকেই আদর্শ মানিয়া থাকে। আজ যে অন্যান্য হিন্দুজাতির মধ্যে সমা[illegible] একান্ত অনিষ্ঠকর এই বরপণ প্রথা অবাধ প্রসার লাভ করিতেছে ইহাও কা[illegible] সমাজের অনুকরণে, সুতরাং ইহার কুফলের জন্য কায়স্থ সমাজ অন্ততঃ আ[illegible] ভাবেও দায়ী। অতএব কায়স্থ ভ্রাতৃগণ, আর উদাসীন থাকিয়া সমাজের [illegible] সাধনের সুযোগ প্রদান আপনাদের একান্ত অকর্ত্তব্য, বদ্ধপরিকর হইয়া [illegible] সমাজের দুর্নীতিগুলি একে একে তিরোহিত হয় তৎপক্ষে একান্ত চেষ্টা [illegible] কর্ত্তব্য এবং বাঞ্ছনীয়। এই কুপ্রথার প্রতিকার কল্পে এই কায়স্থপত্রিকাতে [illegible] পূর্ব্ব কতকগুলি উপায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই গুলির মধ্যে যেগু[illegible] যে টী সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার প্রসার ও প্রচার [illegible] যত্ন করা কর্ত্তব্য, আর ঔদাসীন্য প্রকাশ সঙ্গত নয়।

শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ বর্ম্মা,
দ্বিতীয় শিক্ষক, কোট্‌চাঁদপুর হাই[illegible]

মুস্কিল আসান

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চিঠি খানা নৃপেন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রের নিকট লিখিয়াছেন। শশধর [illegible] তাড়াতাড়ি সে খানা হাতে লইলেন, শ্যেনদৃষ্টির ন্যায় প্রত্যেকের চক্ষু [illegible] চিঠির উপরে পতিত হইল। সেই বৃদ্ধ বিশ্বাস মহাশয়ের মুখখানি মু[illegible] মধ্যে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল।

শশধর বাবু পড়িতে লাগিলেন—

কল্যাণীয় বরেষু—

ভূপেন্দ্র, শুনিলাম, শরতের বিবাহ নটবর বিশ্বাসের সহিত স্থির হইয়া [illegible]

পত্র হইয়াছে কি না বুঝিতে পারিলাম না, হোক বা না হোক, এ বিবাহে তুমি যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিবে, মাষ্টার মহাশয় যেরূপ দেবপ্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে আমরা থাকিতে তাঁহার মেয়ে অপাত্রে পড়িবে ইহা কখনই হইতে পারে না। এ বিবাহ নিরাপদে হইতে দিলে ঈশ্বর কখনই আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন না। আমার চেয়ে তাঁহার নিকট আত্মীয় আছে, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে সেরূপ আত্মীয়তা দেখাইতে তাঁহারা কেহই সাহস করিবেন না। অথবা ইচ্ছা করিয়াই করিবেন না, ইহাও তুমি স্থির জানিবে। অধিক লেখা বাহুল্য, এ বিবাহে সর্ব্বপ্রকারে বাধা দিতে তুমি চেষ্টা করিবে। আমি ৭।৮ দিনের মধ্যেই আসিতেছি ইতি।

আঃ—শ্রীনৃপেন্দ্র

পত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে সকলে মুখ চাওয়া চায়ি করিতে লাগিলেন, শশধর বাবু বলিলেন, 'তাইত, কি করা যায়?' বিশ্বাস মহাশয়ের সহিষ্ণুতা ক্রমেই সীমা অতিক্রম করিতেছিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সে যেরূপ নরাধম পাষণ্ড তাহাতে তাহার কথা মত এমন একটা কাজ পণ্ড হয়ে যাবে, এও কি একটা ভাল কথা?"

"কিন্তু তোমাকেও আর কলাতলায় যেতে দিচ্ছি না, তাও তুমি ঠিক জেনো" —এই বলিতে বলিতে নগেন্দ্র ও বিনয় সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারাও নৃপেন্দ্রনাথের দলের লোক, সুতরাং ইহাদিগকে দেখিয়া বিশ্বাস মহাশয়ের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। বিনয় বলিলেন—

"আপনাদিগকে বাহবা দিতে হয়। আপনারা পাঁচ জনে মিলে শরতের মত সোনার চাঁদের হাত পা এমন একটা মড়ার সঙ্গে বেঁধে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। মরি! মরি! কি সুন্দর ব্যবস্থা!"

নৃপেন্দ্রনাথের পত্র নিশিকান্ত মিত্রের মর্ম্মে আঘাত করিয়াছে। তাহার উপর বিনয়ের স্পষ্টবাদিতা যেন জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল। তিনি বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন—"যা যা, এখানে আর বকাম করতে হবে না। 'ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দ্দার'।"

"হা! তা যাব বৈকি! আজ ভট্টিকাব্যের একটা শ্লোক মনে হচ্ছিল—

ইচ্ছন্তং ভীষ্মং ক্ষয় মাত্মনোঽপি
ন জ্ঞাতয়স্তুল্যকুলস্য লক্ষ্মীং।
ন চান্তশত্রূন্ ন চ বন্ধুবৃদ্ধিং
সন্তপ্যমানৈ হৃদয়ৈঃ সহন্তে।

যা হোক, আপনি গুরুজন। আপনাকে আমার কিছু বলা উচিত নয়। কিন্তু আপনার কথাতেও কিছু যায় আসে না। কাকীমা, আপনি কি বলেন, এই মড়ার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিবেন কি? তা হলে ভবিষ্যের জন্য কিছু আলো চাউল মালসাও সঙ্গে দিবেন।"

শশধর বাবু স্থির অথচ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, তুমি বড় বাড়াবাড়ি কচ্ছ বিনয়, অতটা ভাল নহে।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আচ্ছা, শরতের মা কি বলেন, তাঁর কথাই আগে শুনুন না!' ভূপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি বলেন, মা?"

আমি আর কি বল্‌ব বাছা, আমার কি মাথার ঠিক আছে, তবে এই বিয়ে দেবো বলেই ত "ভদ্রলোকদের বাড়ীতে ডেকে এনেছি।"

নটবর বিশ্বাস সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "শুন্‌লেন মহাশয়েরা? মায়ের মত শুন্‌লেন তো, এই তিনটা ছোক্‌রাকে না তাড়ালে এরা সব কাজ মাটি করে দেবে।"

বিনয়—"আচ্ছা চল ভূপেন, চল নগেন, আমিও দশজনের সাম্‌নে বর রাখ্‌ছি বিশ্বাস, তুই কর আর যাই কর, এই বুড়ো বয়সে আবার ছাদ্‌না তলায় যেতে দিয়ে তোমাকে পাপের ভাগী হতে দিচ্ছিনে যাদু।"

এই বলিয়া তাহারা তিন জনে চলিয়া গেল।

কিছু সময় পর্য্যন্ত সেই 'পার্লিয়ামেণ্ট' সভায় বিনয়ের উদ্ধত স্বভাবের আলোচনা চলিল। বিশ্বাস বলিলেন "ছেলেটা একেবারে চাষা। ভদ্রলোকের সঙ্গে কিরূপ আলাপ কর্ত্তে হয় তা পর্য্যন্ত জানে না।" কেহ বলিলেন, "কিন্তু লেখাপড়ায় বেশ বি, এ পড়্‌ছে এ যাবৎ বরাবরই বৃত্তি পেয়ে আস্‌ছে।"

নিশিকান্ত মিত্রের গাত্রদাহ হইতেছিল। সেই জ্বালা কিঞ্চিৎ সাম্য করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন—"ঐ ইংরাজী শিক্ষাইত দেশটাকে ছারে খারে দিল, অন্য বেশ, লেখা পড়া শিখছে, কিন্তু অত উদ্ধত স্বভাব কেন বলত বাপু, গুরু জনকে পর্য্যন্ত মান্‌বে না, এমনই ওদের শিক্ষা?"

কেহ বলিলেন, "নামটা বিনয়, কিন্তু তাহার লেশমাত্র যদি ধরে থাকে।" অপর একজন বলিলেন, "ওটা কলির ধর্ম্ম যে দাদা, আজকাল অনেক মা বাপে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখতে সুরু করেছে যে।"

যাহা হৌক এইরূপ টীকা-টিপ্পনির পর বিবাহের পত্র, পাকা দেখা ইত্যাদি উত্তমরূপেই সম্পন্ন হইয়া গেল। আগামী ৩১শে বৈশাখ বিবাহ। (ক্রমশঃ)

নিখিলভারত-কায়স্থসভার অনুসন্ধান।

১৯২৪ সনের খ্রীষ্টমাসের বন্ধে নিখিলভারত-কায়স্থসভার অধিবেশন গয়ানগরে হইয়াছিল। সেই অধিবেশনে বঙ্গীয় কায়স্থগণের সহিত উত্তরপশ্চিম ও বেহারের কায়স্থগণের আদান প্রদান হইতে পারে কি না এবং বঙ্গীয় কায়স্থগণ তাঁহাদের স্বজাতি কিনা তদ্বিষয়ে তর্ক উত্থাপিত হয়। ফলে এবিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য একটী শাখাসমিতি গঠিত হয়। এই শাখাসমিতির ১০।১২ জন সভ্য গত ১৯২৫ সনের নভেম্বর মাসে (১৩৩২ সনের অগ্রহায়ণে) কলিকাতায় আসেন এবং কলিকাতার অনেক বিশিষ্ট কায়স্থের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা অনুসন্ধেয় বিষয়গুলির বিশেষ সদুত্তর প্রাপ্ত না হইয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার তৎকালীন সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়কে কতিপয় হিন্দিভাষায় লিখিত প্রশ্ন দিয়াছিলেন। ২২শে নভেম্বর স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের ভবনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার পক্ষে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হইয়াছিল। শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিয়া দিতে না পারিয়া ২১শে নভেম্বর অপরাহ্নে আমাকে ঐ প্রশ্নগুলি দেন এবং উক্ত সম্বর্দ্ধনা-সভায় ইংরেজিতে তাহার উত্তর প্রদান করিতে আমাকে বলেন। আমি ঐ সভায় তাঁহাদের অনুসন্ধেয় বিষয়ের উত্তরজ্ঞাপক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম গত ১৬ই আশ্বিন তারিখের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্ধারণ মতে সভার সভ্যগণের অবগতির জন্য কায়স্থপত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইল।

তাঁহাদের প্রশ্নগুলি এই :—

(ক) বঙ্গীয় কায়স্থজাতির উৎপত্তি ও গঠন কিরূপে হইয়াছে?

(খ) বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে উত্তরপশ্চিম ও বেহারের চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণের স্বজাতি তাহার কি প্রমাণ আছে?

(গ) উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র সমাজের কায়স্থকারিকাগুলির মধ্যে উত্তরপশ্চিম হইতে বঙ্গীয় কায়স্থের পূর্ব্বপুরুষদের বঙ্গে আগমন সম্বন্ধে ও উৎপত্তিবিষয়ে অনেক মতবৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে, তাহার কারণ কি?

(ঘ) বসু,ঘোষাদি বংশপদ্ধতি কান্যকুব্জাদি অঞ্চলে নাই, এই সকল পদ্ধতি কিরূপে হইল? পক্ষান্তরে উত্তরপশ্চিমের শ্রীবাস্তব, সূর্য্যধ্বজ, গৌড় করণ প্রভৃতি সংজ্ঞার প্রচলন বঙ্গে নাই কেন?

(ঙ) কুলীন ও মৌলিক এইরূপ ভাগের কারণ কি? যাহারা মৌলিক নামে অভিহিত তাঁহারাও খাঁটি কায়স্থ কিনা? তাঁহারা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন?

আমার লিখিত উত্তরের প্রতিলিপি তাঁহারা লইয়া যান। পরে নিখিলভারত কায়স্থসভার গত জৌনপুর-অধিবেশনে নির্দ্ধারণ হইয়াছে যে বঙ্গীয় কায়স্থগণ উত্তরপশ্চিম ও বেহারের চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণের স্বজাতি এবং বঙ্গীয় কায়স্থগণের সহিত তাঁহাদের আদান প্রদান চলিতে পারে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

Queries Answered. *

With regard to the queries made by our brethren hailing from North-Western India about the origin and position of the Bengali Kayasthas, I, as a member of the Executive Committee of the "Bangadeshiya Kayastha Sabha," beg to make the following statement which I hope will throw some light on the history of our great Community.

Origin of Kayasthas.

From all accounts we come to know that Kayasthas of all parts of India sprang from the great Kshatriya stock of old. The simple truth is that Kshatriyas who in ancient time relinquished the sword for the pen, became separated from Kshatriya-proper on account of their profession and were given the name Kayastha. Lord Chitragupta, a Kshatriya of great genius, invented the art of writing as early in the history of Aryan civilisation as it became necessary for carrying on State

*Read at the Meeting held in honour of the All-India Kayastha Sabha Deputation at Roy Pasupatinath Basu's house under the presidency of Dr. Sir Devaprasad Sarvadhicari, M.A., LL.D., (now also C.B.E.) on 22-11-1925.

craft, and thus inaugurated a great epoch in the advance of that civilisation. So in the figurative language of the Puranas he has been described as coming out of the *Kaya i.e.* body of Brahma, with the pen, the inkpot and the sword. His descendants having followed the profession of the pen became separated from the warrior Kshatriyas and were by common consent given the name Kayastha. The scriptures say that he acquired omniscience and was carried to the abode of Yama, the God of Destiny, and became one of the fourteen Yamas; and it has been enjoined in the Shastras for all castes to give offerings to him before taking meals,* to give libations of water for his pleasure and to worship him like other Gods. He was even among Gods a great authority on "Dharma" i.e. religious practices and his precepts used to be heard with profound respect by the great Gods & the Maharshis of old † Such was Lord Chitragupta whose descendants we are. The history of the Brahma-Kshatriyas and the Chandraseni Prabhus also tell us that they are descendants of Kshatriya Kings of the Solar and Lunar Dynasties and Became Kayasthas by being compelled to take to the th pen.

The Bengal Kayasthas.

Now the first query of our brethren relates to the origin of the Bengal Kayasthas. The simple answer is that they are descendants of Chitragupta as the Kayasthas of Behar and U.P. are. We come to know from the Shastras that Sucharu, one of the twelve sons of Chitragupta, settled in Goura i.e. Bengal and his descendants were classed as Goura-Kayasthas. (1) So there can be no doubt that the primitive Kayasthas of Bengal were descendants of Sucharu. Subsequently during the reign of Raja Adishur 5 Kayasthas of great valour and learning, namely,

*See Ushanah Samhita.

†See Mahabharat—Anushasana Parba, Chap. 130, "Bangabasi" Edition.

(1) See "Ahalyakamadhenu" and "Vyavastha Darpan" 3rd adition by Shyamacharan Sarkar Bidyabhushana.

the founders of the Shoukalina-Gotra Ghosha, Goutama R
Vishwamitra Mitra, Kashyapa Guha and Moudgalya D
families respectively were sent to his court by king Bira-Sin
of Kanyakubja as the result of a treaty. The news of
they were received and honoured by the King of Goura
reached the ears of the people of Kanyakubja. So three
Kayasthas, namely, Deva-datta, Chandrachuda and Cha
bhanu, the founders of the Naga, Dasa and Natha fam
came to Goura and they were soon followed by another
of 19 Kayasthas, namely, Jayadhar, Bhuminjay, Bhudhar,
pal, Chakradhar, Chandradhwaja, Ripunjay, Birabhadra, D
dhar, Tejodhar, Shikhidhwaja, Bashista, Bhadrabahu, Bira
Indudhar, Hari-babu, Lomapada, Bishwa-Cheta and Mohi
founders of the Sena, Kara, Dama, Pala, Palita, Chandra,
Bhadra, Dhara, Nandi, Deba, Kunda, Soma, Singha, Rak
Ankura, Bishna, Adhya and Nandana families respectively.
Bangaja Kula-Karikas tell us that they all came during the
of Adisur and were honorably received by him and 27 vil
were given by him to these 27 Kayasthas for their habit
and maintenance. (2) The Karikas also tell us that these K
thas came with their whole families. At the time of Ad
as we learn from some of the Karikas, Budhism was ra
in Bengal and it was for this reason that he asked the ki
Kanyakubja to send to his court twice-born Sanatani H
of the best blood.

Discripancies Explained.

The Dakshina Rarhiya Kayastha-Karikas tell the
story with differences here and there which are not very ma
The Barendra Kayastha Karikas show that three
Kayasthas, namely, Bhrigu (belonging to Nandigram in K
kubja, founder of the Nandi family of Barendrabhumi) M
hara (belonging to Chakravartu in Kanyakubja, founder o

(2) "সপ্তবিংশতি নামানি গ্রামাণি সমৃদ্ধানি চ। বাসার্থং প্রদদৌ তেভ্য
শূরো নৃপোত্তমঃ।" বঙ্গজকারিকা।

Dhaki family) and Naradas (of Kolancha, founder of the Dasa family) came to Goura at the time of Ballala Sen, sought the help of Raja Jatadhar Naga of Shoulkupa and Raja Karkata Naga of Saragram in Barendra land & with 4 other Rarhiya Kayasthas, namely Parikshit Sinha, Kula Deva, Budha Deva and Narayana Datta formed the Barendra Samaj. The Karikas also prove that they are all descendants of Chitragupta. According to the Uttar Rarhiya Karikas, from different parts of Arya-Bartta there assembled at the court of Kanyakubja 5 Kayasthas, namely, Adidibara of Batshya Gotra, Soma of Shoukalina Gotra, Purushottama of Moudgalya Gotra, Sudarshana of Biswamitra Gotra and Deva of Kasyapa Gotra, the founders of Singha, Ghosha, Datta, Mitra, and Deva families respectively, and they were all descendants of Sreekarna, one of the great sons of Citragupta. The genealogies given in the Uttara Rarhiya Karikas show that Makaranda, founder of the Bangaja and Dakshina Rarhiya Ghosha Family and Kalidasa founder of the same Mitra family, were descendants of Soma (Ghosh) and Sudarshana (Mitra) respectively. In one of the Bangaja Karikas it has been stated that Ghosha belongs to the Suryadhwaja Branch, Basu was descendant of Chandraha a of the Sreevastava Branch, Mitra was descendant of Chandradeha and so forth.

Differences there are many and even one Bangaja Karika differs in some respects from another. At this distance of time it may not be easy to reconcile these differences or to account for them. But the broad fact which these Karikas prove is that the Bengal Kayasthas are descendants of Lord Chitragupta.

Descent from Lord Chitragupta Unquestionable.

As regards their descent from Chitragupta there is another proof which I think is incontrovertible. I think you have heard of the horoscopes of Bhrigu Samhita obtainable at the Dashaswamedha Ghat of Benares city. You need only produce the Rashichakra i. e. the figure showing the position of the different planets at the time of birth and they will give you a

wonderful horoscope giving you particulars about your life and telling you to which caste you belong. Name, caste, parentage, time of Birth &c. are not at all required. They want only the Rashichakra. Lately Rashichakras of Sreejut Jamini Nath Basu Varma Roychoudhuri, zemindar of Aloa, Sjt. Suryakumar Guha Thakurta Varma, Vakil, High Court, and Dhirendra Nath Ghosha Varma, Vakil, were produced to the Bhrigu Samhita Office and horoscopes were obtained. Each of them describes the person to whom the Rashichakra belongs as "Chitragupta bangshajata." This proves that the Basu, Guha and Ghosh families of Bengal are descendants of Chitragupta. The horoscopes thus obtained by members of other families will also prove the same truth. It should be stated here that amongst the Chitraguptaja Kayasthas of Bengal there are some Kshatriyas of the warrior class who at different times settled in Bengal and became by inter-marria ge united with the Bengal Kayasthas. The copper plates of the Sena kings show that they were Brahma-Kshatriyas whose ancestors migrated to Rarh from Karnat. So it may be inferred that some Brahma Kshatriyas also have mixed with the Bengali Kayasthas.

Why sacred thread was given up.

It has been already stated that Budhism was prevalent in Bengal at the time of Adisur. The Sura kings reigned for a short time and the fall of the Sura Dynasty was followed by a period of anarchy and then Gopala, a follower of Budhism was elected king by the people of Goura. The Dynasty founded by him is known as the Pala Dynasty. His powerful descendants reigned for over 300 years, conquered Magadha and carried their triumphant banner up to Allahabad and did all that lay in their power for the spread of Budhism. Thus the efforts of Adisur to re-establish the Sanatan Vedic rituals were frustrated and Budhism again prevailed, so much so that the majority of the Brahmins and all the Kayasthas and Vaisyas of Bengal gradually adopted Budhism and the Kayasthas became the right-hand men of the Pala kings in spreading

Budhism and writing Budhist literature, ample evidence of which is to be found in the "Tenghur" Mahakosh of Tibbet. Under the influence of Budhism the Kayasthas renounced Vedic rituals and the sacred thread as did the Vaisyas and some of the Brahmins. Long before this Lord Buddha had already been admitted to be an incarnation of God, so his teachings could not be unacceptable to Hindus. Moreover, "Kayastha :Raja-ballavah" says the "Mitakshara," Devotion to the King & imitation of the manners of the royal house have been special characteristics of the Kayasthas in all ages. The Pala kings were also Kayasthas. It was for these reasons that all Kayasthas in Bengal were so easily converted to Buddhism. (3)

After the fall of the Pala Dynasty Bijoya Sena, founder of the Sena Dynasty, seized the throne of Goura and Bhoja Varma became king at Vikramapur. Both these families were Sonatanists and they tried to re-establish old Vedic religion and their efforts were in a large measure successful. Ballal, the son of Bijoy Sen, conquered the whole of Bengal and founded Kulinism amongst the Brahmins and the Dakshin Rarhiya and Bangaja Kayasthas on the basis of 9 virtues (4) which the followers of vedic religion should possess. Thus the classification as Kulin and Moulik came into existence. The Moulik is as good a Kayastha as the Kulina, the only difference is that the latter still enjoys to some extent the social honour conferred on his forefather by king Ballal. Under the Sena kings Vedic rituals were gradually re-established and most of the Brahmins who had given up the sacred thread re-adopted it (5) in order to be able to earn a living by priest-hood, but the Kayasthas and Vaisyas whose vocations did not require the wearing of the

(3) "গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ। ততাজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥" বঙ্গজ ধ্রুবানন্দকারিকা।

(4) আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপো দানম্ নবধা কুললক্ষণম্" (কায়স্থ-কারিকা ও ব্রাহ্মণ-কারিকা)

(5) "Rarhi Barendra Dosha Karika"

holy thread, did not care to take it back. Subsequently Raghunandan, a Brahmin Pandit of great learning of Navadwip, seeing the state of things around him, declared that in this Koli age 'Kshatriyas and Vaisyas and Ambasthas, having given up the practices prescribed for the twice-born, have all become Shudras', so there are now only 2 Varnas: the Brahmins and the Sudras'. Raghunandan has still a great hold on the Hindu society of Bengal, but the Kayasthas have to a large extent shaken off his influence by re-adopting the sacred thread and other rites proper to the Kshatriyas.

The Origin of Different Family Names.

The numerous family names of the Kayasthas of Bengal originated mostly from the names of their ancestors. The renowned 5 Kayasthas: Dasharatha, Makaranda, Birata, Purushottama and Kalidasa, who came to the court of Adisur, in describing their social status said that they were descendants of illustrious ancestors named Basu, Ghosha, Guha, (Agni) Datta and Mitra. So to the names of their descendants these words were appended as surnames in order to distinguish them from one another. In ancient times the name of a person consisted generally of only one word, such as, Manu, Rama, Krishna &c. From about two thousand years ago the name became longer and compound words such as, Agni-Mitra, Deva-Dutta, Bishnu-Rakshita, Dharma-Dasa came into use. It was the practice in those days to retain the latter part of the compound name for many generations. So descendants of Dharma-Dasa were successively named Durga-Dasa, Bipra-Dasa, Shiba-Dasa, Divo-Dasa and so on. Subsequently "Dasa" became the family name and another word crept between the two words of the compound and names such as Dharma-Narayana Dasa, Durga Kumar Dasa, Rama Chandra Dasa were adopted. Such is the origin of most of our family names. They had their origin in Bengal and were not brought from outside by our ancestors when they migrated to Bengal.

The Dignity of Bengal Kayasthas.

Though the profession of writing had been assigned to the Kayasthas, our community in Bengal did not confine their activities to the pen only. They wielded the sword and the royal sceptre for long long centuries. It has been stated in the Ain-I-Akbari by the Mahomedan Historian Abul-Fazl that Bengal was at first ruled by a dynasty of Kshatriyas and that after its fall it was ruled over successively by four Kayastha dynasties namely, the Bhoja, the Sura, the Pala and the Sena Dynasties for over thousand years. (6) The Pathans wrested the Kingdom of Goura from the hands of the Sena kings and they were in turn ousted by the Moghals. After the fall of the Sena kings the Kayastha Chiefs of the Deva family continued their struggle for freedom for about two centuries and even when the Moghals were at the zenith of their power the Kayastha Chiefs Protapaditya, Chand Ray, Mukunda Ram and Sita Ram waged war with the Moghals and tried to re-establish independence, which alas, brought about the ruin of their families and estates. To-day, disarmed and emasculated as we have been under British rule, the great intellectual genius of our race has not altogether left us. No community in India can boast of a Vivekananda, a Jagadish Chandra or a Profulla Chandra and any community can well be proud of men like Raja Rajendralal, Sir Rash Bihari, Modhusudan, Shishir Kumar, Aurabindo, R. C. Dutt, Anandamohan, Lalmohan, Manomohan, Bhupendranath, Lord Singha, Dwaraka Nath, Sir Chandramadhav, Sir Ramesh Chandra, Saradacharan, Sir T. Palit, Harinath, Sir Radhakanta, Kaliprasanna Singha, Kaliprasanna Ghosh Vidyasagar, Sir Devaprasad, Prachyavidya-Maharnab Nagendranath and such stalwarts of the medical profession as Dr. Jagadbandhu Bose, Dr. Surjya Prasad, Dr. Sureshprasad, Sir Nilratan, Dr. Kedarnath Das, Dr. B. K. Rai Varma, Dr. Bidhan Roy and Dr. S. K. Mullik. This in brief is

(6) See translation of Ain-I-Akbari by Blochman & Jarrett published by the Asiatic Society or that by Gladween.

the position of our community and I think there can be no bar to the unification of the Kayasthas of Behar and U. P. with those of Bengal.

As I got notice of the queries only Yesterday afternoon I could not prepare a fuller statement. I hope this will be placed before the ensuing All India Kayastha Conference at Jaunpur. There can be no bar to intermarriage between Bengali Kayasthas and Kayasthas in other parts of the country. That will certainly increase the strength and prosperity of the whole community. We may even look forward to the day when the two branches of the Kshatriya stock, the warrior and the pen wielding classes, will unite into a strong community for the uplift and regeneration of mother India. I hope the All India Kayastha Sabha will pass a resolution protesting against the finding of the Calcutta High Court that the Kayasthas of Bengal are Shudras.

Girish Chandra Basu Varma
Bidyalankar Vedarthachintamani.

বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণসম্বন্ধে।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদকমহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

শ্রাবণ-সংখ্যা পত্রিকায় শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী এম-এ-বি-এল মহোদয় কায়স্থসভার গত বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত বার্ষিক কার্য্যবিবরণীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটী বিষয় সংযোগ করিয়া যে পত্র পাঠাইয়াছেন সভার সম্পাদক মহাশয় তাহা কায়স্থপত্রিকায় প্রকাশ করিয়া কার্য্যবিবরণীর ঐ ত্রুটী সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই ধন্যবাদের পাত্র।

অদ্য আমি আপনার নিকট আর একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় লিখিয়া পাঠাইলাম. পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে আর একটী ত্রুটী সংশোধিত হইবে।

কায়স্থপত্রিকার শ্রাবণসংখ্যার পরিশিষ্ট (খ) ১৪ পৃষ্ঠায় গত বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ মধ্যে "বিশেষ দান" প্রসঙ্গে কায়স্থজাতির অকৃত্রিম সুহৃদ, সভার কাঃ নিঃ সমিতির বিশিষ্ট সভ্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম মহাশয়ের দানের

উল্লেখ থাকা সঙ্গত ছিল বলিয়া আমার মনে হয়। তিনি এই সভার একজন আজীবন সভ্য হইয়াও সভার উন্নতির জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবৎসরেও ১২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গত বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার পুত্রের শুভ বিবাহ উপলক্ষে তিনি কিছু টাকা স্বজাতীয় পণ্ডিত, পরিব্রাজক, বিদ্যার্থী ও বিপন্নগণকে মর্য্যাদা স্বরূপ দান করিয়াছেন। এই টাকার পরিমাণ ১০০৲ এক হাজার। আমারই অধ্যক্ষতায় তাহা বঙ্গদেশের বিভিন্নস্থানের কায়স্থ পণ্ডিত, প্রচারক, স্বেচ্ছাপ্রচারক, বিদ্যার্থী ও বিপন্ন উপবীতী পরিবার মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। ভূপেন্দ্র বাবু কায়স্থসভার তৎকালীন সম্পাদক পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথকে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন এবং আমিও, সভার প্রচারক এবং প্রচারপরিষদের সভ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের যথাসম্ভব সহায়তা লইয়া মর্য্যাদার্হ ব্যক্তিগণের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলাম। পণ্ডিত-গণের আমন্ত্রণপত্রও সংস্কৃতভাষায় বিদ্যালঙ্কারমহাশয়ই লিখিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং এই কার্য্যে সভারও কিঞ্চিৎ সহযোগিতা ছিল ইহা বলা যাইতে পারে। সুতরাং এই দান বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার মারফতে না হইলেও সভার বার্ষিক বিবরণে এই মহানুভবতার উল্লেখ করা উচিত ছিল। ইহা বলাই বাহুল্য যে শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্র বাবু তাঁহার স্বজাতিপ্রীতি ও মহানুভবতার জন্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র এবং কায়স্থমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

উপসংহারে হরিপদবাবুর সঙ্গে আমিও জানাইতেছি যে এবারকার কার্য্য-বিবরণী অকপট ভাবে সভার প্রকৃত অবস্থা কায়স্থসাধারণকে জ্ঞাপন করিয়াছে এবং উহা যুক্তিপূর্ণ সত্য কথায় পরিপূর্ণ ইতি। ১৯।৬।৩৩

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

সমীচীনবোধে এই পত্র প্রকাশিত হইল।

সভার সম্পাদক।

বেলফুলিয়ার বিচারসভা প্রসঙ্গে।

গত আষাঢ়ের পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু বি, এ, বেলফুলিয়ার বিচার-সভার বিবরণে লিখিয়াছেন যে একটী স্মৃতির বচনের প্রামাণিকতা লইয়া ঐ সভায় তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল এবং উহা যে যথার্থ শাস্ত্রবচন তাহার প্রমাণ পরে লিখিয়া পাঠাইব আমি এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। এ কথা সত্য। এত-

• দিন অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রমাণ লিখিয়া পাটাই নাই, এই ত্রুটী বেলদুলিস্থ কায়স্থভ্রাতৃগণ ক্ষমা করিবেন আশা করি।

যে বচন লইয়া তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল তাহা এইঃ—

কৃতে ব্রতং সমাদিষ্টং ত্রেতায়াং ধেনুরেব চ।
কৃচ্ছ্রাদীনান্তু সর্ব্বেষাং মূলান্তু দ্বাপরে কলৌ॥

রঘুনন্দনের "প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে" ও শূলপাণির "প্রায়শ্চিত্তবিবেকে" এই ধৃত হয় নাই, কিন্তু "বঙ্গবাসী" পঞ্জিকার প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থায় স্মার্ত্তপণ্ডিত এই বচন ধরিয়াছেন। সুতরাং ইহার প্রামাণিকতাবিষয়ে সন্দেহের নাই। কোন মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্তপণ্ডিত আমাকে বলিয়াছিলেন, কমলা ভট্ট-প্রণীত ধর্ম্মসিন্ধু নামক গ্রন্থে এই বচন ধৃত হইয়াছে। "বঙ্গবাসী"-পঞ্জি এই বচন দেখিতে পাইয়া আমি আর বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক করি নাই।

আমি আর একটী কথা বলিয়াছিলাম যাহা লইয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র সিংহ মহাশয় বিশেষ আপত্তি করিয়াছিলেন। তাহা হইতেছে ভৃগুসংহি কোষ্ঠী যাহাতে বঙ্গীয় কায়স্থমাত্রই "চিত্রগুপ্তবংশজাত" বলিয়া উক্ত হইয়াছে প্রকাশিত বিবরণে এ কথাটি উল্লিখিত হয় নাই। সিংহ মহাশয় আপ করিলেও এই প্রমাণের প্রতিকূলে কি যে বলিবার আছে তাহা ত আমি দেখি পাই না। আমি বলি সিংহ মহাশয় ভৃগুসংহিতাকার্য্যালয় হইতে নিজের দে আনাইয়া আমার কথার সত্যতা পরীক্ষা করুন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

ভ্রমসংশোধন।

(১) গত আষাঢ়-সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত "পদধূলিগ্রহণ ব্যবস্থা"-শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রিমহাশ নাম প্রুফ্-সংশোধন বিভ্রাটে প্রকাশিত হয় নাই। পাঠকবর্গের অবগতির এই সংখ্যায় তাহা বিজ্ঞাপিত হইল।

(২) গত শ্রাবণ সংখ্যা পত্রিকায় গত বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবি মধ্যে ১৫৩ পৃষ্ঠায় পঞ্চমছত্রের পরে নিম্নোক্ত প্রস্তাব থাকিবে :—

"(ট) প্রচারক।

শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অগ্নিহোত্রিমহাশয়কে সভার প্রচারকপদে নিয়োগের প্রস্তাব করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।"

কার্য্যবিবরণ প্রকাশকালে বার্ষিক অধিবেশনের এই নির্দ্ধারণ অনবধানতা-বশতঃ মুদ্রিত হয় নাই।

সম্পাদক, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

সামাজিক কথা

ঘটমাঝি কায়স্থ-সভা

ঘটমাঝি (ফরিদপুর) হইতে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস বর্ম্মা বি, ত্র, মহাশয় জানাইয়াছেন,—

বিগত ৮ই আশ্বিন শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ফরিদপুর জেলার যাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত ঘটমাঝি গ্রামে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত দাস বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে শ্রীশ্রীধর ঠাকুরের শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে কায়স্থ-সভার একটি অধিবেশন হয়। সভাস্থলে স্থানীয় অনেক কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বাবুর প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে কায়স্থজাতির পরমশুভানুধ্যায়ী যাদারীপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাঠক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখন লাল ধর বর্ম্মা মহাশয় সভার উদ্দেশ্য বিষয়ে সুললিত বক্তৃতা দ্বারা সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। তিনি শাস্ত্রীয় এবং ঐতিহাসিক বহু প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া কায়স্থজাতির উপনয়ন গ্রহণ ও ক্ষত্রোচিত আচার প্রতিপালনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় ও শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত দাস বর্ম্মা এবং স্বধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত রায় বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দত্ত রায় বর্ম্ম ব্যাকরণতীর্থ সময়োচিত বক্তৃতা দ্বারা প্রচারক মহাশয়ের বক্তব্য বিষয়ের সমর্থন করিয়াছিলেন।

প্রচারক মাখন বাবু ঘটমাঝি আর্য্যকায়স্থ সভাকে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা শাখায় পরিণত করিবার প্রস্তাব করেন। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত দাস বর্ম্মা মহাশয় সমর্থনে এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই শাখা সভার বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত দাস বর্ম্মা, সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাস বর্ম্মা বি এ. এবং সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বি এল ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বর্ম্মা বি এল। সর্ব্বসমেত ২০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। অতঃপর রাত্রি ঘটিকার সময় সভাপতি ও প্রচারক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

এই ঘটমাঝি গ্রামে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত দাস বর্ম্মা এবং, পরম নিষ্ঠাবান্ শ্রী সীতানাথ দত্ত রায় বর্ম্মা মহাশয়দ্বয় স্ব স্ব ভবনে শ্রীশ্রীশালগ্রাম বিগ্রহের নি সেবা স্বয়ং যে ভাবে সুচারুরূপে সম্পাদন করিতেছেন তাহা প্রকৃতই আ দায়ক।

কেন্দুয়া কায়স্থ-সভা

বিগত ৯ই আশ্বিন রবিবার অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় কেন্দুয়াগ্রা সুপ্রসিদ্ধ দত্ত-মহাশয়দিগের পুরাণ বাটীতে শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর ঠাকুরবাটীর প্রাঙ্গ কায়স্থ-সভার একটী অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থা সর্ব্বপ্রাচীন শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ কর বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় কায়স্থ সভ সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য "স্বধর্ম্মগ্রহণ" অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াচার প্রতিপালনের এবং আ র্গণিক অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেণী কায়স্থের মধ্যে বিবাহাদি প্রচলনের ও বরপণ দুরীক প্রভৃতি বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা সকলকে বুঝা দেন। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাঠক ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ কতি মহোদয় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাদ্বারা প্রচারক মহাশয়ের বক্তব্য বিষয় সমর্থন করেন।

অতঃপর প্রচারক মহাশয় এইস্থানে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার একটী শা সভা গঠনের প্রস্তাব করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় ৺শারদীয়া পূজার স অনেকেই বাটী আসিতেছেন, তৎকালে এই বিষয়ে যাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া য সে বিষয়ে সকলে অবশ্যই যত্নবান থাকিবেন।

মুলাদী কায়স্থ-সভা

বিগত ১১ই আশ্বিন (২৮শে সেপ্টেম্বর) মঙ্গলবার বরিশাল জেলার অন্তর্গত মুলাদী (ইচলী) গ্রামে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের আলয়ে কায়স্থ সভার একটী অধিবেশন হয়। সভাস্থলে স্থানীয় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দত্ত চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দত্ত চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যদুনাথ দত্ত চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মাখনলাল দত্ত চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্ত চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিপিন নারায়ণ বসু (দেহের গতি) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু (বাটাজোড়) প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব এবং উপনয়ন পরিত্যাগের হেতু ও বর্ত্তমানে উপনয়ন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতাদ্বারা সকলের সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ অপনোদন করেন। সভাপতি মহাশয় এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ অচিরকাল মধ্যেই উপবীত গ্রহণ করিয়া জাতীয় গৌরব বর্দ্ধনে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে—নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে সুদূর উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ বক্সার অঞ্চল হইতে বাঙ্গরোরার অন্তর্গত পরগণে জাহাপুর তরপে আজিমপুর ও তরপে হাউলি এই তিন তৌজির পাট্টা লইয়া জহ্নু সিং ও ভগবান্ সিং সুন্দরবন ও জঙ্গল আবাদ করিয়া জাহাপুরে উপনিবেশ স্থাপন করেন। জহ্নু সিংহের বংশধরগণ সমাদ্দার চৌধুরী আখ্যায় রাঢ়ীয় শ্রেণীর শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ-সমাজভুক্ত হইয়া বর্ত্তমানে গৌড়নদীর অধীন পিঙ্গলাকাঠীতে (পিপলাকাঠী) বসতি করিতেছেন। অসিজীবী ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ভগবান সিংহের বংশধরগণ দত্ত পদ্ধতি গ্রহণপূর্ব্বক বঙ্গজ কায়স্থসমাজভুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা প্রথমে জাহাপুর, তৎপরে উপর্য্যুপরি নদী সিকস্তির পরিবর্ত্তনে এই বংশের একশাখা মুলাদী (ইচলী) গ্রামে, এক শাখা গৌড়নদী পালটদী গ্রামে, এক শাখা শিকারপুর গ্রামে, এক শাখা চরামদ্দী ও এক শাখা জুরকাঠী গ্রামে (বরিশাল) বাস করিতেছেন। পিঙ্গলাকাঠির উক্ত ব্রাহ্মণ সমাদ্দার চৌধুরী বংশ ও জাহাপুরের কায়স্থ দত্ত চৌধুরীগণ মূলে একই বংশ এবং অদ্যাপি উক্ত জমিদারী তুল্যাংশে ভোগ করিতেছেন। দত্ত চৌধুরী মহাশয়গণের অনেক ক্রিয়াকলাপ এখনও ক্ষত্রিয়োচিত আচারে চলিয়া আসিতেছে। ইহাঁদের যে যজ্ঞোপবীত ছিল তাহারও

প্রমাণ পাওয়া যায়। মাতাপিতার মৃত্যুতে দ্বিজেতর জাতিমাত্রেই উত্তরী গ্রহণ করিয়া থাকে, দ্বিজাতির উত্তরী লইতে হয় না। ইহাঁরা উপবীত ত্যাগ করা সত্ত্বেও পূর্ব্বাচার অনুযায়ী উত্তরী গ্রহণ আজও করেন না। বিবাহাদি ক্রিয়ায় ক্ষত্রিয়োচিত ঢাল তরবারী ও যুদ্ধের পোষাকে বর অনুগমন প্রথা অদ্যাপিও ক্ষীণভাবে চলিয়া আসিতেছে। এখনও এতদ্দেশে সর্ব্বসাধারণে ইঁহাদিগকে মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন।

উপনয়ন

১

ঘটমাঝি (ফরিদপুর) হইতে শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দেব বর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন,—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববর্ম্মা মহাশয়ের প্রযত্নে বিগত ২৮শে শ্রাবণ শুক্রবার ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ঘটমাঝিনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্রদাস বর্ম্মা মহাশয়ের কলিকাতা, ১৮ নং মদন দত্ত লেনস্থিত বাসা বাটীতে একটি কেন্দ্র হয়; উক্ত কেন্দ্রে মাঁদারিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাঠক (বৈদিক) মহাশয়ের আচার্য্যত্বে আত্মীয়চতুষ্টয় সহ শ্রীশবাবু সপুত্র যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। উপবীতিগণের নাম :—

১। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস, ২। শ্রীমান্ রাধিকাজীবন দাস, ৩। শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস, ৪। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ঘটমাঝি; শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস, ৬। শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র দাস, শাকরাইল (ফরিদপুর)।

২

বিগত ৩০শে আষাঢ় বাজিতপুর গ্রামে (ফরিদপুর জেলার) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে একটী কেন্দ্র করিয়া উক্ত চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার গুহ নিয়োগী প্রভৃতি ৪ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন। কালারায়ের চর নিবাসী শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শিরোমণি মহাশয় এবং মাদারিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাঠক মহাশয় আচার্য্য ও তন্ত্রাধারককার্য্যে ব্রত ছিলেন।

বিনাপণে বিবাহ

প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র বর্ম্মা মহাশয় শ্রীরাজকাটী (যশোহর) হইতে লিখিয়াছেন,—

১

বিগত ৯ই আষাঢ় যশোহর জেলার অন্তর্গত সিদ্ধিপাশা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত

সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুত্রের সহিত কাটপাড়া নিবাসী কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের কন্যার শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। বরের পিতা সমাজহিতৈষী শ্রীযুক্ত সতীশবাবু নিজ হইতে এই বিবাহের যাবতীয় ব্যয় দিয়াছেন।

২

বিগত ১৩ই শ্রাবণ যশোহর শ্রীরাজকাঠী নিবাসী শ্রীযুক্ত রাখাল দাস মিত্র মহাশয়ের পুত্রের সহিত খাসিয়ান নিবাসী শ্রীযুক্ত হীরালাল বসু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রীর শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। কোনপক্ষে কোনপ্রাকর দেনা পাওনার চুক্তি হয় নাই। গত বৎসরও রাখাল বাবু ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহে পাত্রীপক্ষের নিকট হইতে কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। রাখাল বাবুর ন্যায় স্বজাতিপ্রিয়, কর্ত্তব্য পরায়ণ, মহাপ্রাণ ব্যক্তি বর্ত্তমানসমাজে দুর্লভ।

৩

বিগত ২৯শে শ্রাবণ যশোহর জেলার অন্তর্গত বাসগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার ঘোষ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র স্বদেশপ্রেমিক, দরিদ্রসেবক শ্রীমান্ ভুবনমোহন ঘোষ বি-এর সহিত মহেশ্বরপাশা নিবাসী প্রসিদ্ধ মজুমদার বংশের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের কন্যার শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রপক্ষ হইতে কন্যাপক্ষকে জানান হইয়াছিল—সুধু শাখা ও খদ্দরের শাড়ী দিয়া সম্প্রদান করিবেন, উভয়পক্ষে কোনপ্রকার বাজি ও আড়ম্বর পূর্ণ বাজনা আনিবেন না এবং মাত্র ১০ কি ১৫ জনের অধিক বরযাত্রী যাইবেন না। বাস্তবিক বরপক্ষ এই বিবাহে যেরূপ সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, কায়স্থ সমাজ তাহার অনুকরণ করিলে সমাজের অশেষ অকল্যাণ অচিরে দূরীভূত হইবে।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ

১

বিগত ৪ঠা বৈশাখ যশোহর জেলার অন্তর্গত ইতিনা গ্রামে ৺রাজেন্দ্র নাথ দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের আদ্যকৃত্য যথাশাস্ত্র ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

২

বিগত ২২শে বৈশাখ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত দত্তকেন্দুয়া গ্রামে তত্রত্য সুপ্রসিদ্ধ দত্ত বংশীয় ৺তারাশঙ্কর দত্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর আদ্যকৃত্য তদীয় সুযোগ্যপুত্র শ্রীযুক্ত রসরাজ দত্ত বর্ম্মা মহাশয় যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদন করিয়াছেন॥

৩

বিগত ৮ই জ্যৈষ্ঠ ফরিদপুর জেলার শৈলডুবী গ্রামে স্বজাতিহিতপরায়ণ ৺কৈলাসচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের আদ্যকৃত্য এবং দানাদি কার্য্য যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে তদীয় পুত্র শ্রীমান যোগেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা, শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ ও শ্রীমান খগেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ত্রয়োদশাহে সম্পাদিত হইয়াছে।

৪

বিগত ৭ই আষাঢ় কেন্দুয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রসিকলাল বসু মহাশয়ের স্ত্রীর আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

৫

বিগত ২০শে ভাদ্র সোমবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত 'আর্য্যদত্তপাড়া নিবাসী ৺জগদ্বন্ধু গুহ বর্ম্মা ঠাকুরতা মহাশয়ের আদ্যকৃত্য তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী দেবী যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। একোদ্দিষ্ট, বৃষোৎসর্গ ও ষোড়শদানাদি, ব্রাহ্মণ এবং স্বজাতিভোজন যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৬

বিগত ২৪শে ভাদ্র শুক্রবার কৃষ্ণপুর (ফরিদপুর) নিবাসী ৺পূর্ণচন্দ্র দেব বর্ম্মা বিশ্বাস মহাশয়ের আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কৃষ্ণপুর, গৌরচর, রামনগর, দড়িকৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রামের কায়স্থগণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছে। নয়াকান্দি নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয় পুরোহিতের কার্য্যে এবং ব্রাহ্মণদি নিবাসী শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্নশর্ম্ম মজুমদার, হেমচন্দ্র শর্ম্ম মজুমদার, রামনগরের শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধের আনুষঙ্গিক কার্য্যে বৃত ছিলেন।

—০—

কার্য্যবিবরণী।

চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহকসমিতির ৮ম অধিবেশন

স্থান—৮নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার।

তারিখ—রবিবার, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩, ইংরেজী ১৩ই জুন, ১৯২৬

অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা (সভাপতির আসনে)
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (পত্রিকা-সম্পাদক)
শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেব বর্ম্মা
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেব বর্ম্মা
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (সম্পাদক)
শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (সহ-সম্পাদক)

১ম প্রস্তাব। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত হইয়া গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন—নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয় রীতিমত প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া কায়স্থ-সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।

সভ্যের নামঃ—

রায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বরাহনগর।

৩য় প্রস্তাব। আগামী বার্ষিক অধিবেশনের স্থান ও সময় নির্দ্দেশ। নানা কারণে অতিশীঘ্র এই অধিবেশন আহ্বান করিবার সম্ভাবনা না থাকায় স্থির হইল, আগামী ৫ই ও ৬ই শ্রাবণ (১৩৩৩) মহরমের অবকাশে সম্পাদক মহাশয় স্থান ঠিক করিয়া এই অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

৪র্থ প্রস্তাব। প্রচারকগণের বৃত্তি—সভার সাধারণ তহবিলে অর্থাভাবপ্রযুক্ত পোষ্টাল সেভিং ব্যাঙ্কে সভার স্থায়ী ভাণ্ডারের গচ্ছিত অর্থ হইতে উপস্থিত মত ১০৯৲ একশত টাকা ঋণ করিয়া এই বৃত্তি দেওয়া হউক। এবং আরও স্থির হইল যে সভার সাধারণ তহবিলে কিছু টাকা আসিলেই এই ঋণ পরিশোধ করা হউক্।

৫ম প্রস্তাব। বিবিধ—(ক) সভার কর্ম্মচারীর অনুপস্থিতির কারণ সভার কার্য্যের বহু বিশৃঙ্খলা ঘটায় স্থির হইল যে এখনই নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া সভার কার্য্যের শৃঙ্খলা স্থাপিত করা হউক।

(খ) পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্ম মহাশয় কর্ত্তৃক পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য প্রেরিত এক বিস্তৃত অনুযোগ-পত্র দাখিল করিলেন। তাঁহার অনুযোগের বিষয় সভাপতি মহাশয় অনেক আলোচনা করিবার পর স্থির হইল যে, বিগত অধিবেশনে সরল বাবুর অনুযোগ সম্বন্ধীয় পত্রের আলোচনা হইয়া যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে উহাই অদ্য পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট লিখিত পত্রের সম্বন্ধে বহাল থাকে এবং সেই জন্য এই দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা থাকিল না।

(গ) সভাপতি মৃণালকান্তি বাবু জানাইলেন—"আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত বর্ষার কারণ প্রচার কার্য্যের সুবিধা হয় না, এজন্য আমার প্রস্তাব বর্ত্তমান আষাঢ় মাস হইতে আগামী আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত সভার প্রচারকার্য্য স্থগিত রাখা হউক্।" সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও এ বিষয়ে একমত জানাইলেন। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক

শ্রীকিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা
সভাপতি

১৯শে আষাঢ় ১৩৩৩

৯ম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ।

স্থান—৮নং বিশ্বকোষ লেনস্থ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বিশ্বকোষভবন।

১৯শে আষাঢ় ১৩৩৩, (ইং ৪ঠা জুলাই ১৯২৬) রবিবার।

প্রাতে ৮ ঘটিকা।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দত্ত—সহ-সভাপতি (সভাপতির আসনে)

শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দেববর্ম্মা সি, আই, ই, (সহকারী সভাপতি মহাশয়ের উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সভাপতির আসনে)

শ্রীযুক্ত নীতীশ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট্-ল।

শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার।

শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত,

শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি ঘোষ বর্ম্মা,

শ্রীযুক্ত মাখন লাল বিশ্বাস বর্ম্মা

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—সম্পাদক।

১ম প্রস্তাব। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত হইলে শেষ (৬ষ্ঠ) বিবিধ (গ) মন্তব্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গিরিশ বাবু আপত্তি করিয়া বলেন—

"বর্ষাতেই অনেকস্থানে প্রচার করিতে হয়, কারণ তখন নৌকাতে প্রচারের সুবিধা হয়। বিশেষতঃ প্রচারক মাখন বাবুর বৃত্তি বর্ষাকালেও বন্ধ রাখা যাইতে পারে না। সুতরাং বর্ষাকালে প্রচার বন্ধ রাখিয়া সভার কোন আর্থিক উপকারও হইবে না। এই সকল কারণে আমি এই প্রস্তাবে আপত্তি করিতেছি।"

তৎপর উক্ত (গ) মন্তব্য ব্যতীত পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব। গত ৫ মাসের পরীক্ষিত হিসাব প্রদর্শিত ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৩য় প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয় সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেনঃ—

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধরবর্ম্মা এম, এ, বি, এল
গ্রাম জলসীন্, পোঃ নান্নার, জেলা ঢাকা।

৪র্থ প্রস্তাব। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার আগামী বার্ষিক অধিবেশন ত্রিবেণীতে হইতে পারে কিনা তাহা স্থির করার জন্য সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এবং শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়গণকে ত্রিবেণীতে যাইয়া শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়া তাহার ফলাফল সম্পাদক মহাশয়কে যত সত্বর সম্ভব জ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করা হউক। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৫ম প্রস্তাব। পরলোকগত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের স্থলে শ্রীযুক্ত

যতীন্দ্রনাথ বসু এটর্নি-এট-ল মহাশয়কে সভার কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করা হউক। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা সি, আই, ই, সমর্থক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবমতে বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীর খস্ড়া দেখিয়া দেওয়ার ভার শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়গণের উপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে অর্পিত হইল।

৭ম প্রস্তাব। বিবিধ (ক) আনন্দ প্রকাশ। সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সি, বি, ই, উপাধি লাভে এবং শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল রায় মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত কুমার রাধিকাভূষণ রায় মহাশয়ের রায়বাহাদুর উপাধি লাভে সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা সি, আই, ই, সমর্থক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(খ) আগামী বড় দিনের বন্ধে কলিকাতায় অখিল-ভারত-কায়স্থ-মহাসভার অধিবেশন সুচারু রূপে নির্ব্বাহার্থে অভ্যর্থনা সমিতি গঠনের জন্য শ্রীযুক্ত মহারাজা জগদীশনাথ রায় বাহাদুরের স্বাক্ষরিত মুদ্রিত পত্র সত্বর প্রচারিত হয়। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা সি, আই, ই, । এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলেন—মহারাজা জগদীশনাথ এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা সি, আই, ই, উভয়ের স্বাক্ষরিত পত্র প্রদত্ত হউক। এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক

শ্রীবসন্তকুমার বসু
সভাপতি

কায়স্থ-পত্রিকা

২৫শ বর্ষ | কার্ত্তিক—১৩৩৩ | ৮ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত

হে কায়স্থ! জান কি সে অপূর্ব্ব বারতা,
কেমনে জন্মিলা তুমি, কোন্ মহাকুলে
লভিলা জনম তব? আদি পিতা যিনি
জগৎ বিখ্যাত, কেবা সেই গুণধাম,
কি মহাকারণে তাঁর হইল উদ্ভব
এই ভবে, কেন আজও বর্ণচতুষ্টয়,
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র অবিভেদে
করিয়া তর্পণ তাঁর, করি মহা পূজা,
কৃতকৃত্য ভাবে সবে ভক্তি শ্রদ্ধা ভয়ে?
চাও যদি জানিবারে সে মহাকাহিনী
খোল তবে জগতের লুপ্ত ইতিহাস,
খোজ বেদ স্মৃতি মহাপুরাণনিচয়,
পাইবে সে মহাতত্ত্ব কত সমুজ্জ্বল,
হেরিবে বিস্মিত নেত্রে শ্রদ্ধাভক্তিভরে
কায়স্থ মহান্ কত এ তিন ভুবনে!
ছিলনা কখন' দীন—সে আত্মবিস্মৃত—
জগতের ইতিহাসে মহাচিত্রপটে
আছে তার স্থান উচ্চে, চির সমুজ্জ্বল।
জগতের মহাকার্য্যভার ধরিবারে
মহাতপা আদিপিতা চিত্রগুপ্তদেব
কায় হ'তে লভি জন্ম অযোনিসম্ভব
রক্ষিলা সৃষ্টিরে করি লিপি আবিষ্কার।

লেখনী চালনা প্রভু করিলা স্বয়ং
জগতের কর্ম্মসূত্র ধরিলা স্বকরে।
কর্ম্মনিয়ামক দেব বিষ্ণুকলেবর,
প্রাণিবর্গ শুভাশুভ কর্ম্মের রক্ষক,
ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মদণ্ড করেন চালন,
কর্ম্মসংযমনকর্ত্তা যমনামধারী,
চতুর্দ্দশ যম তিনি খ্যাত চরাচরে।
মানব লভিলে জন্ম, কহিছে পুরাণ,
বিধাতাপুরুষ লিখে ভাগ্যলিপি তার
ললাট উপরে, সূক্ষ্ম অবোধ্য ভাষায়।
কেবা সে লেখকশ্রেষ্ঠ ? পাপপুণ্য কর্ম্ম
সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্মরূপে করিয়া বিচার
চিত্রগুপ্তদেব নিজে ললাটলেখক,
জীবকর্ম্মফলদাতা পুরুষ প্রধান।
ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ যেই বিচার আসন,
অলঙ্কৃত করি তিনি শাসেন জগৎ।
দিব্য চারু শ্যামকান্তি মধুর মূরতি,
প্রসন্ন প্রশান্ত আস্য আয়তলোচন,
কম্বুগ্রীব, বৃষস্কন্ধ, ক্ষীণকটিদেশ,
শুভ্র উপবীত শোভে বিস্তৃত উরসে,
লেখনী ও করবালে সুশোভিত কর,
পদ্মাসনে সমাসীন, মহিষ বাহন।
ধর্ম্মরাজ, কর্ম্মচক্ষু, ন্যায়ের পালক,
রক্ষিতে জগৎরাজ্য জনম যাঁহার,
তাঁহার প্রখ্যাতকুলে লভিয়া জনম
কেমনে রয়েছ পড়ি নিশ্চেষ্ট এমন ?
পরিহর মিথ্যামোহ নিদ্রা ঘোর তব,
উঠ জাগি, চাহ নিজ প্রতি, কর ত্যাগ
আলস্য আত্মবিস্মৃতি, চল নিজ পথে,
উঠুক কায়স্থজয় ভারত ভরিয়া।

না জাগিলে বীরজাতি শ্রেষ্ঠজাতি তোরা
কে তুলিবে ভারতের পতিত পতাকা ?
লিপি অসি দুইকর কায়স্থ জাতির
ভারতে তুলিয়াছিল উন্নতি শিখরে,
তখন ক্ষত্রিয় নামে ছিলি পরিচিত।
কালক্রমে কালচক্রে পূজক শিক্ষক
ভুলাল তোদের হায়! জাতিপঙ্কে পড়ি
হইলি কায়স্থজাতি শিক্ষকমায়ায়,
শৌর্য্য বীর্য্য নীতি শিক্ষা দিয়া জলাঞ্জলি,
সমাজ কুহকে পড়ি, ভুলি বর্ণ নিজ
মিথ্যাজাতি খ্যাতি লাভ করিলি ধরায়,
কুলমান দিয়া ডালি শিক্ষক ব্রাহ্মণে।
ভুলে যাও মিথ্যা যাহা, ধর সত্য পথ,
ক্ষত্রবর্ণ তুমি, নহ জাতির কিঙ্কর।
কায়স্থ ছিলনা জাতি, ছিল যে পদবী,
ক্ষত্রিয় লেখক ধরে কায়স্থ আখ্যান,
কালধর্ম্মে জাতি বলে এবে পরিচিত।
অসিজীবী ক্ষত্র শুধু ক্ষত্রজাতি বলি
পরিচিত এবে। বর্ণাশ্রম লুপ্ত হায়!
ত্যাজি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মজেছে ভারত,
মজেছে ভারতবাসী, মিথ্যা শিক্ষা লভি!
ব্রাহ্মণ জাতির হায় প্রভুত্ব কামনা—
ব্রাহ্মণ বর্ণের নহে, নহে বা ঋষির—
সর্ব্বনাশ সাধিয়াছে ভারতভূমির।
সনাতন বেদধর্ম্ম করিয়া বিলোপ
কল্পনাপ্রসূত ধর্ম্ম করিয়া প্রচার
ভারতের প্রাণশক্তি করেছে শোষণ,
বিদেশীর পদানত তাই ত ভারত!
ব্রাহ্মণজাতির কার্য্য সাম্রাজ্যশাসন
নহে কভু, সে শিক্ষায় নহে পুষ্ট তারা,

ক্ষত্রিয়ের কার্য্য তাহা ; নাশি সে ক্ষত্রিয়,
আপন প্রভুত্ব চির করিতে স্থাপন,
ভারতের ভাগ্যরবি আঁধারে ঢাকিল।
কোথা সে ব্রাহ্মণ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি যার ?
নহে সে তো জাতি, সে যে বর্ণ আদি,
মহামানবের দেহে সে যে গো আনন,
ধরিত্রীকল্যাণ শুধু কামনা তাঁহার।
প্রভুত্বকল্পনা কিম্বা লালসা কামনা
নাহি ছিল তাঁর, তাই সে যে বর্ণশ্রেষ্ঠ।
মানবকল্যাণ তরে জনম তাঁহার,
সে মহা আদর্শ হতে কোথায় পতন !
কোথা ত্রিজগৎপূজ্য সে ব্রাহ্মণবর্ণ—
কোথায় ব্রাহ্মণজাতি প্রভুত্বপ্রয়াসী,
লোভ লালসার কামে পূর্ণ বক্ষদেশ,
বর্ত্তমানে সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক !
ভ্রষ্ট ধর্ম্ম, ভ্রষ্ট দেশ, ভ্রষ্ট দেশাচার,
নাহি বর্ণ, নাহি বেদ, বর্ণাশ্রম লোপ,
গেছে শিক্ষা, প্রাণহীন ভারত এখন।
হে কায়স্থ ! ভারতের বর্ত্তমান এই
নেহার প্রকাশি চক্ষু, ত্যাজি মোহজাল ;
ভারতরক্ষার ভার তোমার উপর
ছিল চিরকাল, আছে চিরকাল তরে।
পিতৃপ্রদর্শিত পথ করহে গ্রহণ,
ত্যাজ মিথ্যা ভ্রান্ত পথ, করহ বিচার,
কর সত্য বিজ্ঞানেরে হৃদয়ে ধারণ,
স্নিগ্ধ শান্ত সত্য জ্যোতি ভাতিবে নয়নে,
সত্যপথ সত্যনেত্রে হেরিবে নিশ্চয়।
তোমার পথেতে সবে করিবে গমন,
তব জাগরণসহ জাগিবে ভারত।
তোমার মহিমা লুপ্ত উঠিবে ভাসিয়া,

ভারতের অন্ধকার হবে বিদূরিত।
চিনিলে কি কে বা তুমি, কে বা পিতা তব,
কি সম্বন্ধ জগতের সহিত তোমার ?
কেন বা কায়স্থপিতা চিত্রগুপ্তদেব
অসি হতে লেখনীরে করিলা প্রধান ?
বুঝেছ কারণ তার ? রাজ্য করে জয়
অসি সুনিশ্চয়, কিন্তু রাজ্য সুশাসন
নাহি হয় দণ্ডে কভু, সাম দান ভেদ
লেখনী চালনে হয়, লেখনী প্রাধান্য
পায় রাজ্য সুশাসনে, কায়স্থের বৃত্তি
শ্রেষ্ঠ সেই সে কারণে। লিপি আবিষ্কার
কর্ত্তা যিনি এই ভবে, চিত্রগুপ্তদেব,
জগৎনমস্য ধন্য ধন্য ত্রিভুবনে ॥

শ্রীগণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন।

চিত্রগুপ্ত-স্তব

জয়	বিশ্বসুশাসক	বিশ্ববিনায়ক	বিশ্বনিয়ন্তৃক	বিশ্বগতি।
জয়	ধর্ম্মসুরক্ষক	ধর্ম্মনিয়ামক	ধর্ম্মবিধায়ক	ধর্ম্মমতি ॥
জয়	বিষ্ণুকলেবর	বিষ্ণুরূপধর	বিষ্ণুগুণচর	বিষ্ণুময়।
জয়	ধর্ম্মরাজবর	ধর্ম্মসহচর	ধর্ম্মলোকচর	ধর্ম্মচয় ॥
জয়	কৃতান্তসেবক	কৃতান্তরূপক	কৃতান্তচালক	দণ্ডনেতা।
জয়	কর্ম্মসুদর্শন	কর্ম্মসুনিপুণ	কর্ম্মনিমগন	কর্ম্মদাতা ॥
জয়	লেখনীসৃজক	অক্ষরকারক	ললাটলেখক	কর্ম্মপতি।
জয়	কর্ম্মবিচারক	ধর্ম্মসুদর্শক	কায়স্থজনক	লোকগতি ॥
জয়	অযোনিসম্ভব	কায়সমুদ্ভব	রূপ অভিনব	ক্ষত্রবর।
জয়	চতুর্ভুজধর	কভু দুইকর	লোকমনোহর	বেশধর ॥
জয়	চিত্রগুপ্তনাম	লোক অভিরাম	যমপুরধাম	যমরূপ।
জয়	চতুর্দ্দশযম	সুর অনুপম	গুণমনোহর	ধর্ম্মভূপ ॥

শ্রীগণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন।

চিত্রগুপ্ত-আবাহন।

উজল তপন হাসে সুনির্ম্মল আকাশে,
শেফালী-সুরভি ওই ভেসে আসে বাতাসে।
তটিনী মধুর তানে ডেকে যায় সানন্দে,
গাছ হ'তে ঝরে ফুল আজি কিবা আনন্দে।
ঘরে ঘরে মহানন্দ, আজি ভাই ফোঁটা যে,
লও নমস্কার দিদি, আয় বোন চুমু নে।
হেমন্তের সমীরণ কার করে ঘোষণা,
নিঝুম পরাণে জাগে আনন্দের প্রেরণা!
কায়স্থের আদিপিতা আসিছেন ভারতে,
অমৃত সঞ্চার হবে আজি এই মরতে।
মধুময় পুণ্যময় আজি শুভ-লগনে,
স্বাগত শ্রীভগবান্—নমি তব চরণে।

শ্রীপাঁচুগোপাল মিত্র

চিত্রগুপ্ত-কথা।

আজ ধর্ম্মরাজ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজার পূণ্যা তিথি। চিত্রগুপ্তদেবের উৎপত্তি ও মহিমা শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত আছে আজ তাহা স্মরণ করা কায়স্থ-মাত্রেরই কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যপালনের কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিব ভাবিয়া পূর্ব্বকথার পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

(১)

চিত্রগুপ্তদেবের উৎপত্তিবিষয়ে বাচস্পত্যাভিধান-ধৃত ভবিষ্যপুরাণের বিবরণই প্রথমে বলিতেছি। দত্তাত্রেয় বলিতেছেন—একদা অশেষ শাস্ত্রবিদ্ ভীষ্মদেব ত্রিকালজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ মহর্ষি পুলস্ত্যসমীপে গমন করিয়া বলিলেন, "হে মহামুনে, জগতে কায়স্থোৎপত্তি খ্যাত আছে, আমি তাহা পুনরপি বিশেষরূপ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। বিষ্ণুভক্ত, দানশীল, পিতৃযজ্ঞপরায়ণ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কাব্যালঙ্কারবেত্তা, স্ববর্গপ্রতিপালক, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণপ্রতিপালক যে কায়স্থগণ তাঁহাদের বিষয় আপনি আমাকে বলুন।" তদুত্তরে মহর্ষি বলিলেন, "ব্রহ্ম এই জগৎ ও চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়া দীর্ঘকাল ধ্যানস্থ হইয়া থাকেন, তদবস্থায়

তাঁহার শরীর হইতে এক দিব্যপুরুষ উৎপন্ন হন, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার মুখশ্রী, শঙ্খের ন্যায় তাঁহার গ্রীবাদেশ, তাঁহার শীরা সকল প্রচ্ছন্ন, তিনি মহাবাহু, শ্যামবর্ণ ও কমললোচন, লেখনী, ছেদনী ও মসীপাত্র তাঁহার হস্তে বিরাজিত। তিনি আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মার দৃষ্টিসমক্ষে অবস্থিত রহিলেন। তখন ব্রহ্মার ধ্যানভঙ্গ হইল এবং সম্মুখে ঐ দিব্যপুরুষকে দর্শন করিয়া তিনি অতিমাত্র আনন্দিত হইলেন। ঐ পুরুষ ব্রহ্মার নিকট তাঁহার কর্ত্তব্য ও বর্ণধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা বলিলেন, "আমার শরীর হইতে তুমি নির্গত হইয়াছ অতএব তোমার কায়স্থসংজ্ঞা হইল, চিত্রগুপ্ত নামে তুমি জগতে খ্যাত হইবে, আমার নিশ্চলা আজ্ঞাক্রমে ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারের জন্য ধর্ম্মরাজপুরে তোমার স্থিতি হউক, যথাবিধি ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত ধর্ম্ম তোমার পালনীয়, জগতে তুমি প্রভাবসমন্বিত সন্ততি সৃষ্টি কর।"

(১) দত্তাত্রেয় উবাচ :—

ত্রিকালজ্ঞং মহাপ্রাজ্ঞং পুলস্ত্যমুনিপুঙ্গবম্।
উপসংগম্য পপ্রচ্ছ ভীষ্মঃ শাস্ত্রভৃতাং বরঃ॥
কায়স্থোৎপত্তয়ো লোকে খ্যাতাশ্চৈব মহামুনে।
ভূয় এব মহাপ্রাজ্ঞ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥
বৈষ্ণবা দানশীলাশ্চ পিতৃযজ্ঞপরায়ণাঃ।
সুধিয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু কাব্যালঙ্কারবোধকাঃ॥
পোষ্টারো নিজবর্গাণাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
তানহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে॥

* * * *

পুলস্ত্য উবাচ—

তচ্ছরীরা মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ।
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ॥
লেখনীচ্ছেদনীহস্তো মসীভাজনসংযুতঃ।
নিঃসৃত্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ॥

* * * *

ব্রহ্মোবাচ—

মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূতস্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি॥

ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা,
স্থিতির্ভবতু তে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্ ॥
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি।
প্রজাঃ সৃজস্ব ভো পুত্র ভুবি ভাবসমন্বিতাঃ ॥

* * * *

(২)

পদ্মপুরাণ-সৃষ্টিখণ্ডের বাচস্পত্যধৃত বিবরণ এইরূপ :—

ক্ষণকাল ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলে পর ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে লেখনী ও মসীপ সহ এক দিব্যরূপ পুরুষ বিনির্গত হন। তিনি চিত্রগুপ্তনামে জগতে খ্যাত হ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক তিনি ধর্ম্মরাজসমীপে প্রাণিগণের সদসৎকর্ম্মলেখনে নিযুক্ত হ সেই অতীন্দ্রিয়জ্ঞানিপুরুষ ব্রহ্মার আদেশে দেবাগ্নিতে যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হন, ব্রাহ্মণগণ ভোজনকালে তাঁহাকে আহুতি দিয়া থাকেন। ব্রহ্মকায়োদ্ভব বলি কায়স্থজাতি বলা হয়। তদ্‌বংশীয় কায়স্থগণ পৃথিবীতে নানা গোত্রে বি আছেন।

এই বিবরণ হইতে উপলব্ধি হয় চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মার সর্ব্বকায়ে স্থিত অর্থাৎ কা ছিলেন, তৎপর সেই কায় হইতে বিনির্গত হইয়া "কায়স্থ" এই জাতি প্রাপ্ত হন।

(২) চিত্রগুপ্তধর্ম্মশ্চ তদুৎপত্তিসহিতঃ পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে উক্তো যথা :—

ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াদ্ বিনির্গতঃ।
দিব্যরূপঃ পুমান্ বিভ্রৎ মসীপাত্রঞ্চ লেখনীম্ ॥
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ।
প্রাণিনাং সদসৎকর্ম্মলেখায় স নিরূপিতঃ ॥
ব্রহ্মণাঽতীন্দ্রিয়জ্ঞানী দেবাগ্নের্যজ্ঞভুক্ স বৈ।
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাৎ আহুতিদীয়তে দ্বিজৈঃ ॥
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো জাতিরুচ্যতে,
নানা গোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থা ভুবি সন্তি বৈ ॥

(৩)

বাচস্পত্যাভিধানে পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড হইতেও চিত্রদেব ও তৎস কায়স্থজাতির উৎপত্তিকথা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

সকল বস্তুর আশ্রয় বিচিত্র ভগবান্ জগতের হেতু। তাঁহা হইতে উদ্ভ

বৈচিত্র ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই জগতের সকল তথ্য অবগতির জন্য ব্রহ্মা চিত্র ও বিচিত্র এই উভয়কে সচিবরূপে ধর্ম্মরাজকে প্রদান করেন। তাঁহারা অসৎদিগের দণ্ডদাতা, রাজনীতিবিশারদ, কায়স্থনামে খ্যাত এবং সকল কায়স্থের পূর্ব্বজাত। লেখনবিষয়ে নৈপুণ্যহেতু তাঁহারা শ্রেষ্ঠকার্য্য বরণ করিয়াছিলেন।

চিত্র ও বিচিত্র বর্ণধর্ম্মসম্বন্ধে ব্রহ্মার উপদেশ প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা বলিলেন, "তোমরা দুইজন ক্ষত্রিয়বর্ণস্থ, দ্বিজন্মা ও মহাশয়" ইত্যাদি।

(৩) পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে সূতং প্রতি শৌনকাদ্যুক্তিঃ —

বিচিত্রো জগতাং হেতু র্ভগবচ্ছ্বশ্বদাশ্রয়ঃ।
তদুদ্ভবোপি বৈচিত্রো জগতঃ কৃতবান্ বিধিঃ ॥
চিত্রো বিচিত্র ইতি তদ্‌বিজ্ঞপ্তৌ তাবুভাবপি।
ধর্ম্মরাজস্য সচিবৌ দত্তাবস্য তু বেধসা ॥
অসতাং চণ্ডনেতারৌ নৃপনীতিবিচক্ষণৌ।
কায়স্থসংজ্ঞয়া খ্যাতৌ সর্ব্বকায়স্থপূর্ব্বজৌ ॥
লেখনজ্ঞানবিধিনা মুখ্যকার্য্যপরায়ণৌ।

* * * *

ব্রহ্মোবাচ—
ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ ॥

* * * *

(৪)

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে চিত্রগুপ্তদেবের আর এক প্রকার উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে :—

শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, "হে দেবি, পুরাকালে পৃথিবীতে মিত্র নামে সতত সর্ব্বভূতের হিতে রত এক ধর্ম্মাত্মা কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার চিত্র নামে এক পরমতেজস্বী পুত্র ও চিত্রা নামে এক রূপবতী ও শীলবতী কন্যা জন্মে। এ দুইয়ের জন্মমাত্রেই মিত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার ভার্য্যা তাঁহার সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করেন। ঐ দীন শিশুদ্বয় ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন এবং মহারণ্যে শৈশব হইতেই ব্রতশীল হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া সূর্য্যবিগ্রহ স্থাপন করিয়া পরম তপস্যায় লিপ্ত হন। * * এইরূপে মিত্রকুলোদ্ভব চিত্র সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন। পরমাবুদ্ধিযুক্ত তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ জানিতে পারিয়া

চিন্তা করিলেন—'এই মেধাবী লেখক হইলে আমার সর্ব্বসিদ্ধি এবং পরমাশান্তি লাভ হইবে।' ধর্ম্মরাজ এইরূপে চিন্তা করিতেছেন, এ দিকে চিত্র এক অগ্নিতীর্থে যাইয়া স্নানার্থ লবণসমুদ্রে প্রবেশ করিলেন। এমন সময় ধর্ম্মরাজের আদেশে যমকিঙ্করগণ চিত্রকে সশরীরে যমপুরীতে লইয়া গেলেন। সেই চিত্র বিশ্বচারিত্রলেখক চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হন। * * চিত্রপ্রতিষ্ঠিত সেই সূর্য্যবিগ্রহ প্রভাসক্ষেত্রে চিত্রাদিত্য নামে খ্যাত হইয়াছে।"

মিত্রো নাম পুরা দেবি ধর্ম্মাত্মাভূদ্ধরাতলে।
কায়স্থঃ সর্ব্বভূতানাং নিত্যং প্রিয়হিতে রতঃ॥
তস্যাপত্যং হ্যয়ং যজ্ঞে ঋতুকালাভিগামিনঃ।
পুত্রঃ পরমতেজস্বী চিত্রোনাম বরাননে॥
তথা চিত্রাভবৎ কন্যা রূপাঢ্যা শীলমণ্ডনা।
আভ্যাং তু জাতমাত্রাভ্যাং মিত্রঃ পঞ্চত্বমাপ্তবান্॥
অথ তস্য চ সা ভার্য্যা সহ তেনাগ্নিমাবিশৎ।
অথ তৌ বালকৌ দীনাবৃষিভিঃ পরিপালিতৌ॥
বৃদ্ধিং গতৌ মহারণ্যে বালাবেব স্থিতৌ ব্রতে।
প্রভাসক্ষেত্র মাসাদ্য তপঃ পরমমাস্থিতৌ॥
প্রতিষ্ঠাপ্য মহাদেবং ভাস্করং বারিতস্করম্।
* * * *
ততঃ সর্ব্বজ্ঞতাং প্রাপ্তশ্চিত্রো মিত্রকুলোদ্ভবঃ।
তং জ্ঞাত্বা ধর্ম্মরাজস্তু বুদ্ধ্যা চ পরয়া যুতং॥
চিন্তয়ামাস মেধাবী লেখকোঽয়ং ভবেদ্ যদি।
ততো মে সর্ব্বসিদ্ধিস্তু নিবৃত্তিশ্চ পরা ভবেৎ॥
এবং চিন্তয়ত স্তস্য ধর্ম্মারাজস্য ভামিনি।
অগ্নিতীর্থগতশ্চিত্রঃ স্নানার্থং লবণাম্ভসি॥
স তত্র প্রবিশন্নেব নীতস্তু যমকিঙ্করৈঃ।
সশরীরো মহাদেবি যমাদেশপরায়ণৈঃ॥
স চিত্রগুপ্তনামাভূদ্ বিশ্বচারিত্রলেখকঃ।
* * * *

এসিয়াটিক সোসাইটীর হস্তলিপি ১২৩ অঃ ও "বঙ্গবাসী"—সংস্করণ ১৩৯ অঃ।

(৫)

আবার গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্মা প্রথমে জগৎ সৃষ্টি করেন এবং

বিষ্ণু তাহা পালন করেন; রুদ্র জগৎ সংহার করিলে ব্রহ্মা পুনরায় নির্ম্মাণ করেন। তিনি সর্ব্বগত বায়ু এবং বর্দ্ধনশীলতেজোবিশিষ্ট সূর্য্যকে সৃষ্টি করেন। তৎপর চিত্রগুপ্তকে সহ ধর্ম্মরাজকে সৃষ্টি করেন।

(৫) ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পূর্ব্বং বিষ্ণুনা পালিতং তদা।
রুদ্রঃ সংহারমূর্ত্তিশ্চ নির্ম্মিতো ব্রহ্মণা ততঃ॥
বায়ুঃ সর্ব্বগতঃ সৃষ্টঃ সূর্য্যস্তেজোবিবৃদ্ধিমান্।
ধর্ম্মরাজস্ততঃ সৃষ্টশ্চিত্রগুপ্তেন সংযুতঃ॥

৺রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত গরুড়পুরাণ—প্রেতকল্পে ৭ম অঃ।

(৬)

গরুড়পুরাণে আর এক স্থলে উক্ত হইয়াছে ধর্ম্মরাজপুরীতে বিংশতিযোজন বিস্তৃত চিত্রগুপ্তপুর আছে, তথায় কায়স্থগণ প্রাণিগণের নিখিল পাপপুণ্যদর্শনে নিযুক্ত আছেন।

(৬) চিত্রগুপ্তপুরং তত্র যোজনানান্তু বিংশতিঃ।
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যানি সর্ব্বশঃ॥

২।১৯ অঃ, বঃ সঃ গরুড়পুরাণ।

(৭)

মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বে

চিত্রগুপ্তরহস্যনামক ১৩০ অধ্যায়ে উক্ত আছে যে একদা ঋষিগণ, পিতৃগণ ও দেবগণ তপোবৃদ্ধা অরুন্ধতী দেবীর নিকট ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিতে উপস্থিত হন। দেবী অরুন্ধতী কপিলাদানাদি ধর্ম্মরহস্য বলিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপর যম বলিলেন, আপনার রমণীয় দিব্য ধর্ম্মকথা আমি শ্রবণ করিলাম, এক্ষণ আমার প্রিয় চিত্রগুপ্তকথিত ধর্ম্ম শ্রবণ করুন। এই ধর্ম্মরহস্য মহর্ষিদিগের এবং আত্মহিতকামী মনুষ্যগণের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করা উচিৎ। যম চিত্রগুপ্তকথিত বিভিন্ন ধর্ম্মরহস্য বিবৃত করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া মহাদীপ্তিশালী সূর্য্যদেব পুলকিত হইলেন এবং সমুদয় দেবগণ ও পিতৃগণকে বলিলেন, মহাত্মা চিত্রগুপ্তকথিত ধর্ম্মের গূঢ়রহস্য আপনারা শ্রবণ করিয়াছেন, যে মানব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে এইরূপ দান করে তাহার আর ভয় নাই।

(৭) রমণীয়া কথা দিব্যা যুষ্মত্তো যা ময়া শ্রুতা।
শ্রূয়তাং চিত্রগুপ্তস্য ভাষিতং মম চ প্রিয়ম্॥

রহস্যং ধর্ম্মসংযুক্তং শক্যং শ্রোতুং মহর্ষিভিঃ।
শ্রদ্দধানেন মর্ত্ত্যেন আত্মনো হিতমিচ্ছতা ॥

* * * *

অয়ং চৈবাপরো ধর্ম্মশ্চিত্রগুপ্তেন ভাষিতঃ।
ফলমস্য পৃথক্ত্বেন শ্রোতু মর্হন্তি সত্তমাঃ ॥

* * * *

চিত্রগুপ্তমতং শ্রুত্বা হৃষ্টরোমা বিভাবসুঃ ॥
উবাচ দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পিতৃংশ্চৈব মহাদ্যুতিঃ।
শ্রুতং হি চিত্রগুপ্তস্য ধর্ম্মগুহ্যং মহাত্মনঃ ॥

* * * *

ধর্ম্মরহস্যবেত্তা চিত্রগুপ্ত দেবসমাজে কিরূপ সম্মানিত ছিলেন মহাভারতের এই বাক্য হইতে তাহা জানা যাইতেছে। যাহারা চিত্রগুপ্তকে ধর্ম্মরাজের পাপপুণ্যের লেখকমাত্র মনে করেন এই সকল প্রমাণে তাহাদের ভ্রান্তি দূরীভূত হইবে।

(৮)

চিত্রগুপ্ত যে রণক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হইতেন তাহারও প্রমাণ দৃষ্ট হয়। দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"মহাবল চিত্রগুপ্তও যমধ্বজাসমন্বিত ও মহিষারূঢ় হইয়া এই বজ্রদণ্ড ধারণ করিয়া, নিষ্ঠুর কৃতান্ত সদৃশ দেবাসুরযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।"

(৮) আরূঢ়শ্চিত্রগুপ্তশ্চ কালকেতুসমন্বিতঃ।
কৃতান্তো নিষ্ঠুর ইব বজ্রদণ্ডো মহাবলঃ ॥

দেবীপুরাণ, ৩৯ অঃ, বঃ সঃ

(৯)

প্রসিদ্ধ যমতর্পণমন্ত্র হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে চিত্রগুপ্তদেব চতুর্দ্দশ যমের অন্তর্গত এক যম, এবং সর্ব্ববর্ণের তর্পণীয় ও প্রণম্য।

(৯) যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ ॥
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ ॥

মৎস্যপুরাণ বঃ সঃ, ১০২ অঃ

(১০)

ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্ববর্ণ ভোজনকালে অগ্রে চিত্রগুপ্তদেবকে অন্নবলি দান করিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

(১০) চিত্রগুপ্তবলিং দত্ত্বা তদন্নং পরিষিচ্য চ।
অমৃতোপস্তরণমসীত্যাপোশনক্রিয়াং চরেৎ ॥

উশনঃসংহিতা ৩।৯৮, বঃ সঃ।

(১১)

ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে চিত্রগুপ্তদেবের পূজার বিধান চিরপ্রসিদ্ধ।

(১২)

চিত্রগুপ্তদেবের বংশবিস্তারসম্বন্ধে "ব্যবস্থাদর্পণ"-ধৃত যমসংহিতার বিবরণ এইরূপ :—

ব্রহ্মা স্থাবর জঙ্গম সমুদয় সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মরাজকে প্রাণিমাত্রের পাপপুণ্যের বিচারভার অর্পণ করেন। ধর্ম্মরাজ সেই গুরুভার বহনে অসমর্থ হইয়া ব্রহ্মার সমীপস্থ হইয়া বলিলেন, আমি একাকী এই বিপুল ভার বহনে অসমর্থ, আমাকে উপযুক্ত সহকারী প্রদান করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি স্থির হও, আমি তোমাকে উপযুক্ত সহকারী প্রদান করিতেছি, এই বলিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইলেন। তৎপর তাঁহার কায় হইতে চিত্রগুপ্ত নামে এক পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে ধর্ম্মরাজপুরে তাঁহার সহকারিত্ব গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। চিত্রগুপ্ত তপস্যা করিয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন এবং তদনন্তর ধর্ম্মরাজের সহিত মিলিত হইলেন।

এই সময় ধর্ম্মশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ অপত্যার্থী হইয়া ব্রহ্মার আরাধনা করেন। ব্রহ্মার প্রসাদে তিনি ইরাবতী নামে এক কন্যা লাভ করেন এবং চিত্রগুপ্তের সহিত সেই কন্যার বিবাহ দেন। তাঁহার গর্ভে চিত্রগুপ্তের ৮টী পুত্র হয়—চারু, সুচারু, চিত্র, মতিমান্, হিমবান্, চিত্রচারু, অরুণ ও অতীন্দ্রিয়। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী দেবকন্যা দক্ষিণা। তাঁহার গর্ভে চারি পুত্র হয়—ভানু, বিভানু, বিশ্বভানু ও বীর্য্যবান্। এই বিখ্যাত দ্বাদশ পুত্র মহীতলে বিরাজ করেন। চারু মথুরাতে বাস করিয়া মাথুর নাম প্রাপ্ত হন। সুচারু গৌড়দেশে বাস করিয়া গৌড় আখ্যা, চিত্র ভট্টনদীতীরে বাস করিয়া ভট্টনাগরিক, ভানু শ্রীবাসনগরে বাস করিয়া শ্রীবাস্তব সংজ্ঞা, অম্বাদেবীর আরাধনা করিয়া হিমবান্ মথুর আখ্যা, মতিমান্ ভার্য্যাসহ স্থানান্তরে যাইয়া সখসেন আখ্যা এবং বিভানু সুরসেন প্রদেশে যাইয়া সুরধ্বজ (সূর্য্যধ্বজ) নাম প্রাপ্ত হন।

(১২) ব্যবস্থাদর্পণ-ধৃত যমসংহিতাবচন ঃ—

* * *

এতস্মিন্নেব কালে তু ধর্ম্মশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ।
অপত্যার্থী চ ধাতারমারাধ্য মভজত্তদা॥
পরমেষ্ঠিপ্রসাদেন লব্ধ্বা কন্যামিরাবতীম্।
চিত্রগুপ্তায় তাং দত্ত্বা বিবাহমকরোত্তদা॥
চিত্রগুপ্তেন সা কন্যা অষ্টৌ পুত্রানজীজনৎ।
চারুঃ সুচারু শ্চিত্রাখ্যো মতিমান্ হিমবান্ তথা॥
চিত্রচারু শ্চারুণশ্চ অষ্টমোঽতীন্দ্রিয় স্তথা।
দ্বিতীয়া দেবকন্যা চ দক্ষিণা যা বিবাহিতা॥
তস্যাং পুত্রাশ্চ চত্বার স্তেষাং নামানি বৈ শৃণু॥
ভানুস্তথা বিভানুশ্চ বিশ্বভানুশ্চ বীর্য্যবান্॥
পুত্রা দ্বাদশ বিখ্যাতা বিচেরুস্তে মহীতলে।
মথুরায়াং গতশ্চারু র্মাথুরত্ব মিতোগতঃ॥
সুচারু র্গৌড়দেশে তু তেন গৌড়োঽভবন্নৃপ।
ভট্টনদীং গতশ্চিত্রো ভট্টনাগরিকঃ স্মৃতঃ॥
শ্রীবাসনগরে ভানু স্তস্মাচ্ছ্রীবাস্তসংজ্ঞকঃ।
অম্বামারাধ্য হিমবান্ তেনাম্বষ্ঠ ইতি স্মৃতঃ॥
সভার্য্যো মতিমান্ গত্বা সখসেনত্বমাগতঃ।
সুরসেনং বিভানুশ্চ তেন সুরধ্বজঃ স্মৃতঃ॥

* * *

পূর্ব্বে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু অধুনা স্মৃতিশাস্ত্রে নিম্ন বর্ণের পক্ষে উচ্চ বর্ণের কন্যা বিবাহ করার নিষেধ দৃষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের কন্যা কেন বিবাহ করিলেন, এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। যমসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে ধর্ম্মশর্ম্মা ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া ইরাবতী নাম্নী কন্যা লাভ করেন, এই কন্যা যে ধর্ম্মশর্ম্মার ঔরসজাতা তাহার প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ তিনি ব্রহ্মার মানসজাতা। তাহা হইলে ইরাবতীকে চিত্রগুপ্তের সহিত বিবাহ দেওয়াতে কোন দোষ হয় নাই। পরন্তু "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নে সর্ব্বভুজো যথা।"—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের নিয়মভঙ্গেও দোষ হয় না। তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেন এবং তাহা হইতে যদুবংশের উৎপত্তি হয়। ১৯৩০ সংবতে প্রদত্ত কাশীর পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাতেও এইরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের ব্যবস্থাপত্রে এই উপাখ্যান সবিস্তার উদ্ধৃত করিয়া উহা "অহল্যাকামধেনু" নামক প্রাচীন নিবন্ধের নবমবৎসধৃত যমবচন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আন্দোলনের বহুপূর্ব্বে তদীয় ভুবনবিখ্যাত অভিধানে কায়স্থজাতিবিষয়ক প্রমাণপরম্পরা উদ্ধৃত করিয়া স্বয়ং যে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল ঃ—

"এবং চিত্রগুপ্তবংশ্যানাং চন্দ্রসেনবংশ্যানাঞ্চ ক্ষত্রিয়বদুপনয়নবেদাধিকারে স্থিতে কালবশাৎ তদন্বয়জাতানাং উপনয়নাদিলোপাৎ ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বম্, ব্রাত্যানাঞ্চাকৃতপ্রায়শ্চিত্তানাং উপনয়নাদিরাহিত্যাৎ শূদ্রধর্ম্মত্বম্। + + ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তঞ্চ মিতাক্ষরায়ামাপস্তম্বেনোক্তং যথা যস্য পিতৃপিতামহাবনুপনীতৌ স্যাতাং তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য দ্বাদশবার্ষিকং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং। + + বহুকালপতিতসাবিত্রীকস্যাপি প্রাগুক্ত আপস্তম্ববচনেন প্রায়শ্চিত্তস্য বিধানাৎ তথা প্রায়শ্চিত্তাচরণে চ উপনয়নাদ্যধিকারিতা ভবিতু মর্হতোব।"

অর্থাৎ চিত্রগুপ্তবংশীয়দিগের এবং চন্দ্রসেনবংশীয়দিগের ক্ষত্রিয়বৎ উপনয়ন ও বেদাধিকার ছিল, কালবশে তাঁহাদের সন্ততিগণের উপনয়নাদি লোপহেতু এক্ষণ ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব হইয়াছে। ব্রাত্যগণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণ না করিলে উপনয়নাদিলোপহেতু তাহাদের শূদ্রবৎ ধর্ম্ম পালনীয় হয়। মিতাক্ষরাতে আপস্তম্বোক্ত ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তের এই বিধান রহিয়াছে—

"যাহার পিতা ও পিতামহ অনুপনীত তাহার সংবৎসর ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে। আর যাহার প্রপিতামহাদিরও উপনয়ন স্মরণ হয় না তাহার দ্বাদশবার্ষিক ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যব্রত সম্পন্ন করিলে পর উপনয়ন হইবে।" সুতরাং বহুপুরুষযাবৎ যাহাদের উপনয়ন লোপ হইয়াছে তাহাদেরও পূর্ব্বোক্ত আপস্তম্ববচনমতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়নাদি সংস্কার গ্রহণের অধিকার আছে।

কেহ কেহ বাচস্পত্যাভিধান ও ব্যবস্থাদর্পণ-ধৃত বচনাবলীর প্রামাণিকতা

চারুঃ সুচারু শ্চিত্রাখ্যো মতিমান্ হিমবান্ তথা ॥
চিত্রচারু শ্চারুণশ্চ অষ্টমোঽতীন্দ্রিয় স্তথা ।
দ্বিতীয়া দেবকন্যা চ দক্ষিণা যা বিবাহিতা ॥
তস্যাং পুত্রাশ্চ চত্বার স্তেষাং নামানি বৈ শৃণু ॥
ভানুস্তথা বিভানুশ্চ বিশ্বভানুশ্চ বীর্য্যবান্ ॥
পুত্রা দ্বাদশ বিখ্যাতা বিচেরুস্তে মহীতলে ।
মথুরায়াং গতশ্চারু র্মাথুরত্ব মিতোগতঃ ॥
সুচারু র্গৌড়দেশে তু তেন গৌড়োঽভবন্নৃপ ।
ভট্টনদীং গতশ্চিত্রো ভট্টনাগরিকঃ স্মৃতঃ ॥
শ্রীবাসনগরে ভানু স্তস্মাচ্ছ্রীবাস্তসংজ্ঞকঃ ।
অম্বামারাধ্য হিমবান্ তেনাম্বষ্ঠ ইতি স্মৃতঃ ॥
সভার্য্যো মতিমান্ গত্বা সখসেনত্বমাগতঃ ।
সুরসেনং বিভানুশ্চ তেন সুরধ্বজঃ স্মৃতঃ ॥

* * *

পূর্ব্বে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু অধুনা স্মৃতিশাস্ত্রে নিম্ন বর্ণের পক্ষে উচ্চ বর্ণের কন্যা বিবাহ করার নিষেধ দৃষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের কন্যা কেন বিবাহ করিলেন, এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। যমসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে ধর্ম্মশর্ম্মা ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া ইরাবতী নাম্নী কন্যা লাভ করেন, এই কন্যা যে ধর্ম্মশর্ম্মার ঔরসজাতা তাহার প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ তিনি ব্রহ্মার মানসজাতা। তাহা হইলে ইরাবতীকে চিত্রগুপ্তের সহিত বিবাহ দেওয়াতে কোন দোষ হয় নাই। পরন্তু "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নি সর্ব্বভুজো যথা।"—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের নিয়মভঙ্গেও দোষ হয় না। এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, চন্দ্রবংশী

প্রথমে চিত্রগুপ্তদেবের বর্ণধর্ম্মসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বাচস্পত্য-ধৃত পুরাণবচনের কথাই প্রথমে বলিতেছি। চিত্রগুপ্তদেব ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ব-বর্ণের ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারের অধিকার প্রাপ্ত হওয়াতে নিশ্চিত রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে তিনি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহাকে অসাধুদিগের দণ্ডনেতা ও রাজনীতিবিচক্ষণ এবং তৎসন্ততিগণকে ব্রাহ্মণপ্রতিপালক বলাতে তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব সূচিত হইতেছে। পরন্তু তাঁহার ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়বর্ণে স্থিতি স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে। স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বর্ত্তমান আন্দোলনের বহুপূর্ব্বে তদীয় ভুবনবিখ্যাত অভিধানে কায়স্থজাতিবিষয়ক প্রমাণপরম্পরা উদ্ধৃত করিয়া স্বয়ং যে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :—

"এবং চিত্রগুপ্তবংশ্যানাং চন্দ্রসেনবংশ্যানাঞ্চ ক্ষত্রিয়বদুপনয়নবেদাধিকারে প্রাপ্তে কালবশাৎ তদন্বয়জাতানাং উপনয়নাদিলোপাৎ ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বম্, ব্রাত্যানাঞ্চাকৃতপ্রায়শ্চিত্তানাং উপনয়নাদিরাহিত্যাৎ শূদ্রধর্ম্মত্বম্। + + কৃতপ্রায়শ্চিত্তঞ্চ মিতাক্ষরায়াম্ আপস্তম্বেনোক্তং যথা যস্য পিতৃপিতামহাবনুপ-নীতৌ স্যাতাং তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য দ্বাদশবার্ষিকং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং। + + বহুকালপতিত-সাংব্রীকস্যাপি প্রাগুক্ত আপস্তম্বচনেন প্রায়শ্চিত্তস্য বিধানাৎ তথা প্রায়শ্চিত্তাচরণে উপনয়নাদ্যধিকারিতা ভবিতু মর্হত্যেব।"

অর্থাৎ চিত্রগুপ্তবংশীয়দিগের এবং চন্দ্রসেনবংশীয়দিগের ক্ষত্রিয়বৎ উপনয়ন বেদাধিকার ছিল, কালবশে তাঁহাদের সন্ততিগণের উপনয়নাদি লোপহেতু তাঁহারা ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব হইয়াছে। ব্রাত্যগণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলে উপনয়নাদিলোপহেতু তাহাদের শূদ্রবৎ ধর্ম্ম পালনীয় হয়। মিতাক্ষরাতে আপস্তম্বোক্ত ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তের এই বিধান রহিয়াছে—

"যাহার পিতা ও পিতামহ অনুপনীত তাহার সংবৎসর ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে। আর যাহার প্রপিতামহাদিরও উপনয়ন স্মরণ হয় না তাহার দ্বাদশবার্ষিক ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যব্রত সম্পন্ন করিলে তাহার উপনয়ন হইবে।" সুতরাং বহুপুরুষযাবৎ যাহাদের উপনয়ন লোপ হইয়াছে তাহাদেরও পূর্ব্বোক্ত আপস্তম্বচনমতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়নাদি সংস্কার লাভের অধিকার আছে।

কেহ কেহ বাচস্পত্যাভিধান ও ব্যবস্থাদর্পণ-ধৃত বচনাবলীর প্রামাণিকতা

লইয়া এই তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন যে ঐ সকল বচন বর্ত্তমানের মুদ্রিত পুস্ত
বা হস্তলিপিতে দৃষ্ট হয় না।

এ তর্ক অকিঞ্চিৎকর। কারণ অধুনা পুরাণের যে সকল হস্তলি
মুদ্রিত পুস্তক দৃষ্ট হইতেছে তৎসমুদয় খণ্ডিত। যুগযুগান্তর ধরিয়া কীটদষ্ট
পুস্তক শতশতবার নূতন নূতন লোকের দ্বারা নূতন উপকরণে লিখিত হইয়া
তাহাতে লেখকের অভিরুচি অনুসারে বহু বচনপ্রমাণ শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃ
হইয়াছে এবং নূতন নূতন কল্পিত কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এজন্য দেখ
একই পুরাণের কোন দুইখানা লিপি একরূপ নহে। ৫২ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ
স্বর্গীয় রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় গরুড়পুরাণ সানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তা
সহিত বর্ত্তমান "বঙ্গবাসী" সংস্করণের বহু প্রভেদ লক্ষিত হয়। এশিয়া
সোসাইটীতে বা কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত পুরাণ ও স্মৃতির হস্তলিপির সহ
"বঙ্গবাসী" সংস্করণের বিস্তর অনৈক্য দৃষ্ট হইতেছে।

হিন্দুরাজত্বকালে কায়স্থজাতি রাজ্যশাসনব্যাপারে অতিশয় ক্ষমতাশালী ছি
এবং সেই ক্ষমতার অপব্যবহার যে তাহারা করিতেন তদ্বিষয়ে বহু শাস্ত্রী
ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। এজন্য কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র
বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের উৎকর্ষজ্ঞাপক
প্রমাণাদি শাস্ত্র হইতে উৎক্ষিপ্ত করিয়া এবং স্থলবিশেষে গ্লানিজনক বচন
করিয়া তাহাদের লোকসমাজে হেয় করিতে বিশেষ প্রয়াস করিয়াছেন। তা
স্বরূপ পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ডের এবং ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রনামা অশাস্ত্রের উল্লে
যাইতে পারে।

পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ডের যতগুলি হস্তলিপি ও মুদ্রিত পুস্তক প
তাহার প্রত্যেকটিতেই বিষয়সূচীতে "কায়স্থানাং সমুৎপত্তিং গয়াব্যাখ্যানম
বর্ণিত হইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা আছে, কিন্তু পুস্তকমধ্যে কায়স্থের সম্যক্ উৎ
বিবরণ দূরে থাকুক, কায়স্থের কোন প্রসঙ্গই নাই। যাহারা উৎপত্তি
পুস্তকের ভিতর হইতে তুলিয়া ফেলিয়াছেন তাহারা বিষয়সূচী হইতে "কায়স্থ
সমুৎপত্তিং" কথাটী লোপ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেইজন্য এ
বিদ্বেষ কিঞ্চিৎ ধরা পড়িয়াছে। বাচস্পত্য অভিধানধৃত ভবিষ্যপুরাণীয়
পুরাণীয় ও স্কন্দপুরাণীয় বচনসম্বন্ধেও সেই কথা। উক্ত অভিধান প্রণেতা
বাচস্পতিমহাশয় প্রাচীন হস্তলিপিতে ঐ সকল বচন অবশ্যই দেখিয়াছিলেন,
তাহাও বিলুপ্ত হইয়াছে। তিনি কায়স্থদের বাড়াইবার জন্য ঐ সকল বচন

করিয়া অত বড় নাসিকাপূর্ণ কোষগ্রন্থ প্রণয়নে তাহা ব্যবহার করিয়াছেন, একথা কে বিশ্বাস করিবে?

আমরা দেখিতে পাই মিতাক্ষরা, বীরমিত্রোদয় প্রভৃতি স্মৃতিনিবন্ধে অনেক ব্যাসবচন, অত্রিবচন, যমবচন উদ্ধৃত হইয়াছে যাহা বর্ত্তমান ব্যাসসংহিতা, অত্রি-সংহিতা বা যমসংহিতায় নাই। এমন কি রঘুনন্দন তদীয় অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে বিভিন্ন স্মৃতির যে সকল বচন ধরিয়াছেন তাহারও অনেক বচন বর্ত্তমানের প্রচলিত স্মৃতিসংহিতায় পাওয়া যায় না। তথাপি মিতাক্ষরা, বীরমিত্রোদয়, অষ্টাবিংশতি তত্ত্বপ্রভৃতি নিবন্ধধৃত সমুদয় বচনই প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়। কেন তাহা হয়? কারণ ঐ সকল বচন ঐ সকল সংহিতায় নিশ্চয়ই তাঁহারা দেখিয়াছেন, ইহাই সকলে বিশ্বাস করে। এই কারণে বাচস্পত্যধৃত পুরাণবচনগুলিও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অশেষশাস্ত্রবিদ্ বাচস্পতি মহাশয় ঐ সকল নিবন্ধকার হইতে বিদ্যায় হীন ছিলেন একথা বলা যাইতে পারে না। ঐ সকল নিবন্ধ হইতে তাঁহার বিপুল কোষগ্রন্থ অনেক অধিক গবেষণার ফল ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব বলিতে হইবে বাচস্পত্যধৃত বচনাবলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন যুক্তিসহ তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে না।

অতঃপর চিত্রগুপ্তের বিভিন্ন উৎপত্তিবৃত্তান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

(ক) ভবিষ্যপুরাণীয় বিবরণ এই যে ব্রহ্মার কায় হইতে লেখনী ও মসীপাত্রসহ চিত্রগুপ্ত নামে এক দিব্য পুরুষ উৎপন্ন হন, তিনিই আদিকায়স্থ, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের জন্য তিনি ধর্ম্মরাজের সহকারী হইয়াছিলেন।

(খ) পাদ্ম পাতালখণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে বিচিত্র জগতের সকল তথ্য অবগতির জন্য ব্রহ্মা চিত্র ও বিচিত্র নামক দুই পুরুষকে সচিবরূপে ধর্ম্মরাজকে প্রদান করেন, তাঁহারা কায়স্থ নামে খ্যাত এবং সর্ব্বকায়স্থের পূর্ব্বজাত।

(গ) গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি রুদ্র সংহার করিলে ব্রহ্মা পুনরায় সৃষ্টি করেন এবং বায়ু ও সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়া চিত্রগুপ্তকে সহ ধর্ম্মরাজকে সৃষ্টি করেন। যমলোকে বিংশতিযোজনবিস্তৃত চিত্রগুপ্তপুরে কায়স্থগণ নিখিলজীবের পাপপুণ্য দর্শন করেন।

(ঘ) স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—পুরাকালে মিত্রনামে এক ধর্ম্মাত্মা কায়স্থ ছিলেন, তাঁহার পুত্র চিত্র তপস্যাদ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া সশরীরে যমপুরে নীত হন এবং বিশ্বচারিত্রলেখক চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হন।

ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারে চিত্র বা চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মরাজের সহকারী এবং তিনি কায়স্থ এ

বিষয়ে এ চারিটি পুরাণ প্রায় একমত। ভবিষ্য, পদ্ম ও স্কন্দপুরাণমতে ধর্ম্মরাজ পূর্ব্ব হইতে ছিলেন, চিত্রগুপ্ত পরে উৎপন্ন হইয়াছেন; কিন্তু গরুড়পুরাণমতে চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মরাজের সহজন্মা। তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ইহা দ্বিতীয় সৃষ্টির কথা সুতরাং অন্য পৌরাণিক বৃত্তান্তের সহিত ইহার বিরোধ আছে এমন বলা যাইতে পারে না। কিন্তু ভবিষ্যপুরাণমতে ব্রহ্মকায় হইতে চিত্রগুপ্ত, পদ্মপুরাণমতে ব্রহ্মা হইতে চিত্র ও বিচিত্র এবং স্কন্দপুরাণমতে মিত্র নামক কায়স্থ হইতে চিত্র বা চিত্রগুপ্ত উৎপন্ন হইয়াছেন। এস্থলে বহু প্রভেদ। প্রথমতঃ পদ্মপুরাণোক্ত বিচিত্র নামটী একটা সমস্যা উৎপাদন করিতেছে। প্রভাসখণ্ডে ১২৩ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে চিত্রই পরে চিত্রগুপ্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এই অধ্যায়ে বিচিত্র নামক কোন কায়স্থের উল্লেখ নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী ১৪৩ অধ্যায়ে এক লেখক মহাতপা বিচিত্রের নাম দৃষ্ট হয়:—

বিচিত্রেণ মহাদেবি লেখকেন যমস্য চ
স্থাপিতং তন্মহালিঙ্গং তপঃ কৃত্বা সুদুশ্চরম্ ॥২।১৪৩
প্রভাসখণ্ড, বঃ সঃ

১৪২ অধ্যায়ে চিত্র-প্রতিষ্ঠিত চিত্রেশ্বর শিবলিঙ্গ, ১৪৩ অধ্যায়ে বিচিত্র-প্রতিষ্ঠিত বিচিত্রেশ্বর শিবলিঙ্গ এবং ১৪৬ অধ্যায়ে ধর্ম্মরাজ-প্রতিষ্ঠিত যমেশ্বর শিবলিঙ্গের বর্ণনা রহিয়াছে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে বিচিত্র নামে একজন যমলেখক, তপোবলসম্পন্ন কায়স্থ ছিলেন। তিনি চিত্রের ন্যায় নহেন, কিরূপে তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা প্রভাসখণ্ডে উক্ত হয় নাই। পাদ্ম পাতালখণ্ডে বলা হইয়াছে ব্রহ্মা ধর্ম্মরাজকে চিত্র ও বিচিত্র নামে দুইজন সচিব দিয়াছিলেন, এক্ষণ মুদ্রিত প্রভাসখণ্ডের প্রমাণেও দেখিতেছি চিত্র ব্যতীত বিচিত্র নামেও একজন প্রসিদ্ধ প্রভাবসম্পন্ন যমলেখক ছিলেন। অতএব স্কন্দপুরাণ ও পদ্মপুরাণের প্রমাণে এ বিষয়ে কোন বিরোধ নাই বলা যাইতে পারে। ভবিষ্যপুরাণীয় আখ্যানে কেবল চিত্রগুপ্তেরই কথা আছে, কিন্তু তদ্দ্বারা বিচিত্র নামক অপর একজন যমলেখকের অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হইতেছে না, কারণ গরুড়পুরাণে দেখিতে পাই চিত্রগুপ্তপুরে বহু কায়স্থ নিখিলজীবের পাপপুণ্যদর্শনে নিযুক্ত আছেন।

দ্বিতীয় প্রভেদটী গুরুতর। স্কন্দপুরাণমতে চিত্রগুপ্ত আদি কায়স্থ নহেন, কারণ তাঁহার পিতা মিত্রও কায়স্থ ছিলেন, আর অন্য পৌরাণিক প্রমাণে চিত্র বা চিত্রগুপ্তই আদি কায়স্থ। পরন্তু স্কন্দপুরাণীয় চিত্র ব্রহ্মকায়সম্ভূত নহেন,

ভবিষ্যপুরাণীয় এবং পাদ্ম সৃষ্টিখণ্ডোক্ত চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মকায়োদ্ভব। দুইকল্পের দুই প্রকার উৎপত্তি স্বীকার করিলে এই বিভিন্নতার সমাধান খুব সহজে হয়। শাস্ত্রবিশ্বাসিগণের পক্ষে এই সমাধান অযৌক্তিক বা অপ্রীতিকর নহে। কিন্তু কোন্‌টী কোন্ কল্পের উৎপত্তি পুরাণে তাহার উল্লেখ নাই।

কোন কোন কৃতবিদ্য বন্ধু সময় সময় বলেন, "চিত্রগুপ্ত কাল্পনিক দেবতামাত্র, কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন, তাঁহার উৎপত্তিও একরূপ নহে, তাঁহার সম্বন্ধে এত গবেষণার কি প্রয়োজন? তাঁহাকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ স্বীকার করিলেই বা কি লাভ, না বলিলেই বা কি ক্ষতি?"

তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছি—চিত্রগুপ্ত কাল্পনিক দেবতা নহেন, বিভিন্ন কালের বিভিন্ন ব্যক্তির লিখিত মহাভারত, স্মৃতিসংহিতা, বহু পুরাণ, প্রাচীন কাব্য ও নাটক এবং অধুনাতন বৈষ্ণবশাস্ত্রেও যাঁহার নাম দৃষ্ট হয় তাঁহাকে ঐতিহাসিক কাল্পনিক ব্যক্তি বলা যায় না। আমাদের মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদিশাস্ত্রই প্রাচীন কালের ইতিহাস। অতএব প্রাচীনকালে চিত্রগুপ্ত নামে এক প্রসিদ্ধ প্রতিভাবান্ পুরুষ ছিলেন ইহা অস্বীকার করিবার কোন হেতু নাই। পুরাণাদিতে প্রাচীন ইতিহাস বহু কল্পনাজালে জরিত হইয়া দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে ইহা সত্য, তথাপি তাহা হইতেই প্রাচীন ঐতিহাসিক সত্য কল্পনামুক্ত করিয়া লোকের জ্ঞানগোচরে আনিতে হইবে, তাহাকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। শিব, বিষ্ণু, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী সকল দেবতারই উৎপত্তি-বিষয়ে পরস্পর বিভিন্নরূপ বিবরণ নানা শাস্ত্রগ্রন্থে দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের আরাধনা কেহ ত্যাগ করেন তাই, ঐরূপ নামধেয় মহামহিমময় দেবপুরুষ বা মহাশক্তিমতী দেবনারী ছিলেন না এরূপ মনে করিবারও কোন হেতু নাই। বস্তুতঃ আর্য্যশাস্ত্রের কল্পনার ও অতিরঞ্জনের ভিতরেই প্রাচীন সত্যের সন্ধান লইতে হইবে।

ভবিষ্যপুরাণীয় কায়স্থোৎপত্তিপ্রসঙ্গকে অলঙ্কারমুক্ত করিলে একটী বৃহৎ সত্য প্রতিভাত হয়। তাহা এই যে চিত্রগুপ্তই আদিলেখক, আর্য্যভারতে তিনিই প্রথমে লেখনী ও মসীসংযোগে লিপিকৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র গুরুপ্রমুখাৎ শিষ্যপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল, তখন কিছু লিখিত হইত না। আর্য্যসমাজ ক্ষত্রিয়শ্রেণী গঠন করিয়া তাহার উপর প্রজাপালনের ভার অর্পণ করিলে, রাজ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রজাবৃদ্ধি সহকারে তাহাদের অশেষবিধ ভূমিপরিমাণ, রাজস্বের

হিসাব, সদসৎ কর্ম্মাদি কেবল স্মরণে রাখিয়া রাজ্যপরিচালন অসম্ভব হইয়াছিল। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে এই অসুবিধা প্রজাপালক ক্ষত্রিয়দিগেরই হইয়াছিল। তখন যে প্রতিভাবান্ ক্ষত্রিয় মসী ও লেখনীযোগে লিখনকৌশল আবিষ্কার করিয়া সেই অসুবিধা দূর করিয়াছিলেন, তিনিই পুরাণের আলঙ্কারিক ভাষায় লেখনী, ছেদনী ও মসীভাজনসহ ব্রহ্মকায় হইতে আবির্ভূত হইলেন, এইরূপ বলা হইয়াছে। চিত্র বা লিপি রক্ষা করিতেন বলিয়া তিনি চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি মূলে ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়াই তাঁহার হস্তে অসি দেওয়া হইয়াছে, আর তজ্জন্যই যথাবিধি ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে ইহাও বলা হইয়াছে।

চিত্রগুপ্ত লিপিকৌশল আবিষ্কার করিয়া আর্য্যসভ্যতায় এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন, সশরীরে হিমালয়ের পরপারে যমলোকে নীত হইয়াছিলেন, তথায় ধর্ম্মরাজ যমের সহকারী বিশ্বচরিত্রলেখক পদে আসীন হইয়াছিলেন, তপস্যা দ্বারা দেবত্ব ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপে তিনি আর্য্য মানবের পূজার্হ ও তর্পণীয় হইয়াছিলেন। ইহাতে অবিশ্বাসের কিছু নাই। চিত্রগুপ্তের সন্ততিগণ পুরুষানুক্রমে রাজকীয় গণক, লেখক, অর্থসচিব ও সান্ধিবিগ্রহিক প্রভৃতির কার্য্য পরিচালন করিয়া কালসহকারে অসিজীবী ক্ষত্রিয়সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িলে, তাঁহাদের কায়স্থ এই নাম কল্পিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মার বিভিন্ন অঙ্গ হইতে যেমন চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে, তেমন ব্রহ্মার কায় হইতে কায়স্থের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। *

কায়স্থ যে চিত্রগুপ্তবংশধর ইহা চিরপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে, চিত্রগুপ্তদেবের দ্বাদশ পুত্র হইতে যে দ্বাদশ শাখা হইয়াছিল—শ্রীবাস্তব, সূর্য্যধ্বজ, মাথুর, বাল্মীক,

* অতএব স্কন্দপুরাণে যে চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মাত্মা মিত্রের পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন তাহাও অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু চিত্রগুপ্ত প্রবর্ত্তিত লেখাবৃত্তি হইতে যদি কায়স্থনাম হইয়া থাকে তবে তাঁহার পিতা মিত্রকে পুরাণকার কেন কায়স্থ বলিলেন তাহা ভাবিবার বিষয়। হইতে পারে চিত্রগুপ্ত ও তৎসন্ততিগণ কায়স্থনামে প্রসিদ্ধি লাভ করার বহু পরে পুরাণ লিখিত হওয়ায় পুরাণলেখক কায়স্থপিতা মিত্রকেও কায়স্থ বলিয়াছেন, অথবা মূল পুরাণে ক্ষত্রিয় শব্দই ছিল, পরবর্ত্তী লিপিকর তৎস্থলে কায়স্থ শব্দ বসাইয়া করিয়াছেন। এমন কিছু হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহা কল্পতরুর উৎপত্তি কথা এইরূপ কল্পনা করা অত্যাবশ্যক নহে।

ভটনাগর, অম্বষ্ঠ, নথসেন, করণ, নিগম, ভট্টনাগর প্রভৃতি—তাহা আজও আর্য্যাবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত আছে। বঙ্গীয় কায়স্থগণও আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত গৌড়কান্যকুব্জাদি জনপদ হইতেই বঙ্গে আসিয়াছিলেন। অতি প্রাচীনকালে চিত্রগুপ্তের এক পুত্র সুচারু গৌড়ে বসতি করায় তাঁহার সন্ততিগণ গৌড় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এজন্য ব্যবস্থাদর্পণে পণ্ডিত রামচরণ শর্ম্ম সরকার বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন যে বাঙ্গলার পূর্ব্বতন কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তনয় সুচারুর বংশধর। কাশীর ভৃগু-কোষ্ঠীর কথা অনেকে জানিয়াছেন, বহু বঙ্গীয় কায়স্থের জন্মকুণ্ডলী কাশীর ভৃগু কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া বাছাই লইয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাতে জাতিবিচারে প্রত্যেকেই 'চিত্রগুপ্ত-বংশজাত' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এ অবস্থায় বঙ্গীয় কায়স্থ যে চিত্রগুপ্তসন্তান তাহা অস্বীকার করিবার উপায় কি? আর চিত্রগুপ্তবংশধর বলিলে অগৌরব কি? বরং তাহাতেই অশেষ গৌরব। অমিতপ্রতিভাবান্ যে মহান্ পুরুষ সশরীরে যমলোকে নীত হইয়া নিখিল মানবের ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি সর্ব্বমানবের প্রণম্য, তর্পণীয় ও অর্চ্চনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, যিনি সমাধুগণের দণ্ডদাতা, রাজনীতিবিচক্ষণ, পরমধর্ম্মজ্ঞ, ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, যাঁহাকে দ্বিজগণ ভোজনকালে আহুতি দিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, দেবগণ ও মহর্ষিগণ যাঁহার ভাষিত ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইতেন, সেই সর্ব্বলোকপূজ্য ভগবান্ চিত্রগুপ্তের বংশধর বলিয়া পরিচয়দানের অধিকার নিশ্চয়ই গৌরবজনক।

শাস্ত্রের অনেক কথা কাল্পনিক বা আলঙ্কারিক হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রে যে সত্য ভাবে আছে, তদ্দ্বারাই জাতির পূর্ব্বতন উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করিতে হয়। আর্য্যসমাজে পূর্ব্বকালে কোন্ জাতি কিরূপ মর্য্যাদাসম্পন্ন ছিল তাহার নির্ণয় করিতে হইলে এই সকল শাস্ত্রোক্তিই আমাদের পথপ্রদর্শক আলোকবর্ত্তিকা। প্রতিকূল ও অনুকূল সকল কথার পর্য্যালোচনা করিয়া ঐতিহ্যতত্ত্ব কল্পনাজাল হইতে মুক্ত করিয়া সত্য নির্ণয় করিতে হইবে। চিত্রগুপ্তবংশধর না বলিলে ভয়াবহ ফল। প্রথমতঃ সত্যের অপলাপজনিত পাপ, দ্বিতীয়তঃ আর্য্যসমাজে নিজের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে তৃণের ন্যায় ভাসিতে হয়। যতকাল জাতিভেদ আছে ততকাল আপন জাতির অস্তিত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টা করিতেই হইবে। আকাশস্থ সূর্য্য কোন মানবকুলের বীজপুরুষ হইতে পারে, এ বিশ্বাস বোধ হয় কাহারই নাই। তথাপি যাহারা চন্দ্রবংশীয় বা সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত

হইয়াছেন তাঁহারা স্ব স্ব বংশের অলৌকিক পৌরাণিক উৎপত্তিকথা স্মরণকরিয়া গৌরব বোধ করেন। অবশ্য আজিকার দিনে বুদ্ধিজীবী কায়স্থজাতি এ কোন অন্ধবিশ্বাস লইয়া থাকিতে পারে না. তাহাকে সততই সত্যের অনুসন্ধান সত্যকেই অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু বিনাশ্রমে সত্য উদ্ধারের অসত্যের সহিত সত্যকেও ত্যাগ করিলে বহু অকল্যাণ হইতে আশাকরি আজ সকলে স্বজাতির বীজপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের মহিমা উপ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিবেন এবং এ বিষয়ে এত গবেষণার প্রয়োজন তাহাও সম্যক্ উপলব্ধি করিবেন।

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মান্য "বঙ্গবাসী"-সংস্করণের স্কন্দ ও গরুড় পুরাণে কায়স্থ যে উল্লেখ আছে তদ্দ্বারাও তাঁহার দ্বিজাতিত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বই প্রমাণিত হইতেছে। স্ক পুরাণে উক্ত হইয়াছে—যমলোকে বৃহৎ চিত্রগুপ্তপুরে কায়স্থগণ নিখিলমানব পাপপুণ্য দর্শন করিতেছেন। ব্রাহ্মণাদি সর্ব্বমানবের পাপপুণ্যদর্শনের অধি দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে কায়স্থ দ্বিজাতি এবং ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হইতে নিম্ন হইতে পারেন না। স্কান্দ প্রভাসখণ্ডে ধর্ম্মাত্মা কায়স্থ মিত্রের পুত্র চিত্র অপ ঋষিগণ দ্বারা পালিত এবং ব্রতে ও তপস্যায় দীক্ষিত হইয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভ ক সশরীরে যমলোকে নীত হইয়া বিশ্বমানবের চরিতলেখক ধর্ম্মরাজসহকারি নিয়োজিত হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এইরূপ পরিচয় যাঁর তিনি অদ্বিজ শূদ্র? যদি তাহাই হয় তবে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি সর্ব্ববর্ণের এই শূদ্রত্ব একান্ত স্পৃহণীয় হওয়া উচিত। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হইয়া কেহ ধর্ম্মে কর্ম্মে এতদূর বড় হইতে পারেন নাই। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মরাজের সহকর্ম্মকারী ধর্ম্মবিচারক চিত্রগুপ্তও ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় না হইলে তাঁহাকে, সুতরাং তৎসন্ততি কায়স্থজাতিকে ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে। অকপট বিবেকবান্ ব্যক্তিমাত্রই একথা স্বীকার করিবে

পুরাণে মিত্র ধর্ম্মাত্মা এবং সতত সর্ব্বভূতের হিতে রত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ইহা সত্বগুণান্বিত ব্রাহ্মণের লক্ষণ। ঋতুকালে স্বীয় ভার্য্যাতে অভিগমন করায় চিত্র ও চিত্রা নামে পুত্র ও কন্যা যমজ উৎপন্ন হন। মিত্র তখন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত তাঁহার পত্নীও পতির চিতায় আরোহণ করিয়া সহমৃতা হন। তদবধি চিত্র ও বনে ঋষিগণকর্ত্তৃক পালিত এবং ব্রত ও তপস্যায় দীক্ষিত হন। ইহাও ব্রাহ্মণক্ষ কালক্রমে চিত্র তপস্যা দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া দেবলোকে নীত হইলে চি ভ্রাতৃবিরহে বিষাদিতা হইয়া দেহত্যাগ করিয়া এক পুণ্যতোয়া নদীতে পরি হন। বস্তুতঃ ভ্রাতা চিত্র অপেক্ষা ভগ্নী চিত্রার কথা কম

নহে। "বঙ্গবাসী" সংস্করণ প্রভাসখণ্ডের ১৪০ অধ্যায়ে সেই পুণ্যকথা বর্ণিত আছে। তাহাতে উক্ত হইয়াছে—"মহা প্রাজ্ঞ মহাত্মা চিত্রগুপ্ত সমুদ্র হইতে সশরীরে যমপুরে নীত হইলে পরমদুঃখিতা চিত্রা ভ্রাতার অন্বেষণে এক নদীতে পরিণতা হইয়া সাগরে গমন করেন। দ্বিজাতিগণ এই নদীকেই চিত্রপথা নাম দিয়াছেন। যাহাতে স্নান করিয়া নরনারীগণ চিত্রপ্রতিষ্ঠিত চিত্রাদিত্য নামক সূর্য্যবিগ্রহ দর্শন করিলে সূর্য্যলোকে গমন করিয়া থাকেন। হে দেবী, বর্ত্তমান কলিযুগে সেই নদী অন্তর্ধান করিয়াছে, প্রাবৃট্‌কালে কখনও দৃষ্ট হয়। তাহাতে স্নানদান সর্ব্ব-পাতকনাশন, সর্ব্বকালেই তাহার দর্শন পুণ্যজনক। ঐ নদী দর্শন করিয়া বর্ণাঢ্য পিতৃগণ আনন্দে নৃত্য করেন এবং সামগান করেন, আর বলেন আমাদের কোন বংশধর এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে আমাদের কল্পান্তস্থায়িনী প্রীতি উৎপাদন করিবে। ইহা জানিয়া মানবগণ এই নদীতে স্নান ও পিতৃগণের প্রীতির জন্য শ্রাদ্ধ করিবে।" এই সমস্ত কথাই মিত্রকুলের অসাধারণ উৎকর্ষের পরিচায়ক। ক্ষত্রিয়কুলেও এইরূপ সত্বগুণাধার বহু নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অস্বীকার্য্য নহে। ক্ষুদ্রমনা বিদ্বেষকলুষিতচিত্ত বিদ্যাবারিধিপ্রমুখ বিপ্রগণ শূদ্রবর্ণের যে যে লক্ষণ ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার তুলনা করুন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যে যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে তাহার সহিতও তুলনা করুন। চিত্ত হইতে স্বার্থচিন্তা ও বিদ্বেষবুদ্ধি মুছিয়া ফেলিয়া ক্ষণকালের তরে যথার্থ ব্রাহ্মণ হইয়া এই সকল শাস্ত্রবচনের আলোচনা করুন।" তাহাতে পুণ্যসঞ্চয় হইবে এবং বিপুল ভ্রান্তি দূরীভূত হইবে।

যে চিত্রগুপ্ত স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের মুদ্রিত পৌরাণিক তর্পণমন্ত্রে ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ব মানবের নমস্য ও তর্পণীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, যিনি তাঁহাদেরই প্রকাশিত মহাভারতে দেবগণ ও মহর্ষিগণের মান্য ধর্ম্মবেত্তা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই প্রচারিত ধর্ম্মশাস্ত্রে যাঁহাকে দ্বিজাতিগণ ভোজনকালে অন্নবলি দিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, তিনিও কি দ্বিজাতি নহেন? যমতর্পণমন্ত্রে চিত্রগুপ্ত চতুর্দ্দশ যমের মধ্যে একজন যম বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছেন। শ্রুতিতে যম ক্ষত্রিয়দেবতা বলিয়া উক্ত হওয়াতে তদ্দ্বারা চিত্রগুপ্তেরও ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে কোন সৎ তর্ক এ যাবৎ আমরা শুনিতে পাই নাই।

অনেক কথা বলিয়াছি, বন্ধুগণ তাহার দোষ ত্রুটী ক্ষমা করুন। এক্ষণ আসুন সকলে কায়স্থজাতির যথার্থ বন্ধু, পরমসত্বগুণোপেত, অশেষশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত পরলোকগত আশুতোষতর্কতীর্থমহোদয়কর্ত্তৃক তদীয় "চিত্রগুপ্তপূজাপদ্ধতি"

পুস্তকে সন্নিবেশিত শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের উজ্জ্বল ধ্যানময় স্মরণ করিয়া তাঁহার শ্রী
পদ্মে প্রণিপাত পূর্ব্বক অস্মৎকার এই আলোচনা পরিসমাপ্ত করিঃ—

"চিত্রগুপ্তং ঘনশ্যামং কমলায়তলোচনম্।
কম্বুগ্রীবং বিশালোরঃস্থলহারবিরাজিতম্॥
লেখনীং বজ্রদণ্ডঞ্চ মসীপাত্রমসিং তথা।
চতুর্ভি র্বাহুভির্নিত্যং বিভ্রতং মহিষধ্বজম্॥
বিচিত্রাসনমারূঢ়ং দিব্যাম্বরধরং পরম্।
জীবানাং পুণ্যপাপানি গণয়ন্তমহর্নিশম্॥
বিদ্যুদ্দামসমুদ্ভাসি ত্রিবৃদ্ যজ্ঞোপবীতকম্।
ব্রহ্মঘোষনিনাদেন মুখরীকৃতদিঙ্মুখম্॥
ধীমন্তং ধারণাধীশং ধ্যানস্তিমিতলোচনম্।
গুণাধীশং গুণাতীতং চিন্তয়েচ্চিন্তিতার্থদম্॥"

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার

কায়স্থ-পরিচয়

১

পুণ্য-পাপ ধর্ম্মা-ধর্ম্ম সুবিচার তরে
স্বীয় কায় হ'তে ব্রহ্মা সৃজিলেন যাঁরে,
বঙ্গীয় কায়স্থজাতি সন্তান তাঁহার—
এ মহাগৌরবভাতি কায়স্থ সবার॥

২

জাতমাত্র ব্রহ্মা যাঁরে করিল জ্ঞাপন,
"ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম" করহ পালন,—
কায়স্থ নামেতে বঙ্গে আছে যত জন
সকলেই হয় সেই ক্ষত্রিয়নন্দন॥

৩

অতি পুরাকালে যম তপনকুমার
ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণে ভজি' বারংবার,
পাইলেন যেই বীরে আপন সমান,
অসি মসি বিভূষিত মহাবলবান॥

৪

ধর্ম্মরাজপুরে সেই আদি যুগ হ'তে
এখনো পর্য্যন্ত যিনি বিধি-বিধিমতে,
অচল অটল স্থির হিমাচল মত,
করেন নির্ব্বাহ নিজ কার্য্য অবিরত॥

৫

ক্ষুদ্রতম কীট হ'তে শ্রেষ্ঠতম নর
দৃষ্টিবহির্ভূত নাহি হয় কভু যাঁর,
বঙ্গীয় কায়স্থজাতি সন্তান তাঁহার,
দেব-ক্ষত্র বলি যিনি পূজ্য সবাকার॥

৬

মহাত্মা মিত্রের কুলে পুনঃ জন্ম যাঁর,
কায়স্থ সে চিত্রগুপ্তে কর নমস্কার।
তিনিই কায়স্থ পিতা পুরুষ রতন,
ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ায় হয় যাঁহার পূজন॥

৭

চতুর্দ্দশ যম মধ্যে যাঁহার গণন,
স্পষ্টভাবে শাস্ত্র যথা করিছে কীর্ত্তন,
সেই ধর্ম্মরাজ পিতা কায়স্থ সবার,
ত্রিভুবনে নাহি মিলে তুলনা যাঁহার॥

৮

তর্পণীয় চিত্রগুপ্ত, বন্দিত সবার,
জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে পূজে পদ যাঁর,
তাঁর বংশধরগণ বিশাল জগতে—
পরিচিত চিরকাল কায়স্থ-নামেতে॥

৯

রামভয়ে ভীতা রাজচন্দ্রসেন-নারী
রক্ষিল সন্তানে নিজ তাঁর ধর্ম্ম ধরি।
সেই কুলপতি মহান্ সে সোমরাজ
কায়স্থ নামেতে দানে পরিচয় তাঁর॥

১০

ত্যজি পূর্ব্ব রণবিদ্যা আশ্রয়ে তাঁহার,
ধরি মুখ্য লেখবিদ্যা কায়স্থ আচার,
করিল মধ্যভারতে বংশসংস্থাপন
গৌরবিত প্রভুসংজ্ঞা করিল ধারণ॥

১১

বহু শত ক্ষত্র পূর্ব্বে করিল রক্ষণ,
ধন মান আদি যত স্বজাতিসম্ভ্রম,
ধরিয়া লেখনীশক্তি সমান গৌরবে,
কায়স্থনামেতে তাঁরা খ্যাত এই ভবে॥

১২

বেদশাখা আপস্তম্ব * করে সপ্রমাণ
ব্রহ্মবাহুজাত ক্ষত্র কায়স্থ-সন্তান।
ঐলবৃদ্ † নামে যাঁরা হইয়া কীর্ত্তিত
বহুরূপে লিপিকার্য্যে হন প্রশংসিত॥

১৩

লেখক গণক সান্ধিবিগ্রহিক ব'লে,
পরিচিত যেই জাতি ভারতমণ্ডলে ;
নৃপতি সম্বন্ধযুত মহাবলবান্
বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে যাঁহার বাখান॥

১৪

রাজদণ্ড ধ'রে যাঁরা সাম্রাজ্য শাসন
করিয়াছে কতবার বিক্রমে আপন,
সেই পুরাতন জাতি মহান্, ভাস্বর,
কালচক্রে আজ দীন, লাঞ্ছিত, কাতর!!

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসুবর্ম্মা।

* "বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে॥" আপস্তম্বশাখা

† যে পথাংপথিরক্ষয় ঐলবৃদা আয়ুর্যুধঃ।
তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি॥ যজুর্ব্বেদ ৬০ ১৬।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব

ব্রহ্মা প্রজাপতি মহাধ্যান ধরি'
মানব-সমাজ করিলা সৃষ্টি!
পুনঃ ধ্যানমগ্ন লোক-পিতামহ,
স্থাণুর মতন সুবদ্ধ দৃষ্টি! ১।
নর-সমাজের কল্যাণ-চিন্তায়
বিধাতার মনে বাসনা আসে।
বিরাট সৃষ্টির কে বা কি বা করে,
কে রাখে সন্ধান বিশাল বাসে! ২।
অপরূপ রূপ ধ্যান-ছাঁচে গড়া,
ব্রহ্মকায় হ'তে প্রকট মূর্ত্তি।
দুর্ব্বাদলশ্যাম নয়নাভিরাম
অভিনব কায়া নবীন মূর্ত্তি! ৩।
চতুর্ভুজে শোভে মহাপাশ, অসি,
মস্যাধার সহ লেখনী নব!
দেবের দেবতা এ কোন্ আসিল,
বিস্ময়ে নেহারে দেবতা সব! ৪।
কি কাযে আমারে আনিলে হে প্রভু,
কহ প্রজাপতি, জগৎস্রষ্টা!
কি কার্য্য সাধিব, কি ধর্ম্মে রহিব,
হে লোক-পালক মহান্ দ্রষ্টা! ৫।
তুমি চিত্রগুপ্ত করিবে চিত্রিত
গুপ্ত থাকি' জীব-কর্ম্মের ফল।
তুমি র'বে সাক্ষী নর-অদৃষ্টের,
তোমার বিধান তা'দের বল! ৬।
মম কায় হ'তে উদ্ভব তোমার,
চতুর্বর্ণ তব করিবে পূজা!
ক্ষাত্রধর্ম্মে ধর্ম্মী রহিবে ধার্ম্মিক,
'কায়স্থ'-আখ্যাত তোমার প্রজা। ৭।

অসি-জীবি-জনে মসিজীবি-সনে
র'বে না পার্থক্য জগতী-তলে !
লেখনী-চালনে মেদিনী মোহিয়া,
কীর্ত্তিমান হ'বে প্রতিভা-বলে ! ৮ ।

বিপুল গৌরবে কায়স্থ-সন্তান
কর্ম্মক্ষেত্রে আজ(ও) সদর্পে যায় !
শিক্ষায় দীক্ষায় দান তপস্যায়
আজিও তা'দের মহিমা ভায় ! ৯ ।

'কায়স্থ—ক্ষত্রিয়' ব্রহ্মার বচন,
ইথে নাহি কা'র সংশয় আর !
চিত্রগুপ্ত হ'ন 'ক্ষত্রিয়'-দেবতা,
পুরাণ গাহিছে মহিমা তাঁর ! ১০ ।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া,
১৩৩৩

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

বর্ষাবাস ।

(বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভার প্রবারণা-উৎসবে পঠিত)

কোন এক অতীতের যুগে
কাদম্বিনী আচ্ছাদিল সুনীল অম্বর,
পর্জ্জন্যদেবের রথ চলে তাহে করিয়া ঘর্ঘর,
মেঘে গুরু গরজন, মহাশব্দে শব্দিত ভুবন,
বিজলির সর্প-জিহ্বা কহিল কি ভাষা,
ধরণীর তপ্তবক্ষে কি-যেন-কি জাগিল কি আশা !
কলাপীর কেকারব, সঞ্জীবিত করি' শষ্প-শব,
মিশে গেল ব্যোম-পথে তরঙ্গ সৃজিয়া,
বরষার বারিধারা সেই পথে আসিল ছুটিয়া !

আষাঢ়ের পূর্ণিমা সে-দিন—
"ত্রিরত্নের" বর্ষাবাস সে-দিন সূচিত,
মহাদ্যুতি কাশ্যপেয় সেই হ'তে নয়ন মুদিত,
অবিরল জলধারা, একার্ণবে ভাসাইল ধরা,
মরাগাঙ্গে কূলে কূলে উঠে কুলুতান,
মেঘ মল্লারের সুরে ঝঙ্কৃত গো বরষার গান !
ডুবে গেল পথ ঘাট, ডুবে গেল ত্রিপ্রান্তর মাঠ
আনন্দ-সবুজ-রাজ্যে, নিরানন্দ নরে—
সেইকালে বর্ষাবাসে তথাগত বদ্ধ পুনঃ ঘরে !

"ধর্ম্মচক্র" প্রবর্ত্তন তা'য়—
দুঃখ ও দুঃখের হেতু বিশ্ব-বসুধায়
"মধ্যপথে" হইল প্রচার—নিরোধ উপায়—
বিলাস বর্জ্জন চাই, তাহা ভিন্ন মুক্তি-পথ নাই,
কিন্তু নাহি কোন কায কৃচ্ছ্র সাধনায়—
অকারণে কেন দেহী দুঃখভার সহিবে স্বেচ্ছায়!
মধ্যপথ সারধর্ম্ম, প্রচারিয়া এই মর্ম্ম
মহাজিন নির্ব্বাণের নির্দ্দেশিলা পথ,
যে চাহে সে পারে তাহে চালাইতে জীবনের রথ ।

কোজাগর লক্ষ্মী-পূর্ণিমায়—
"পবারণা"-উৎসবের প্রীতির মিলন,
ঘোষিতে "অর্হৎ"-বার্ত্তা চরাচরে মহাশুভক্ষণ ।
লোকনাথ এই দিনে, ডেকে ডেকে ভিক্ষু জনে জনে
কহিলেন—যাও সবে করিতে প্রচার,
দেব ও নরের হিতে চতুরার্য্য-সূত্র-ধর্ম্ম-সার !
কহিলা যা' মারজিন, চলে সেই প্রথা এতদিন,
চলিবে তা'—যতদিন ধর্ম্মাঙ্কুর র'বে,
প্রবারণা মহোৎসবে ভিক্ষু-সঙ্ঘ প্রীতিবদ্ধ হ'বে ।

বর্ষাবাসে হ'য়ে থাকে যদি—
দোষ ত্রুটী অপরাধ অজ্ঞানে সজ্ঞানে,
ভিক্ষুদল ক্ষমা চাহে জনে জনে, প্রীতির বন্ধনে!
এ বিরাট অনুষ্ঠান অর্হতের যোগ্য অবদান,
অনুদার হে মানব, বুঝে রেখো তাহা,
অহংএর গর্ব্বে যেন ভুলিও না করণীয় যাহা!
প্রীতির বন্ধন আজ, মিলনের পুণ্যক্ষেত্র মাঝে
দূর হও হিংসা দ্বেষ গর্ব্ব অভিমান,
আজ বিশ্বে প্রবারণা, চাই আজ—হিংসা বলিদান।

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

বৈদিক সভ্যতার আয়ু।

গত আশ্বিন মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "বৈদিক সভ্যতার আয়ু" নামক প্রবন্ধে "কাশীপুর-নিবাসীর" ১৪।৭।১৮ তারিখের সংখ্যা হইতে পণ্ডিত অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ সাহিত্যরত্নের ভারতের প্রাচীনত্ব" শীর্ষক ৬ষ্ঠ প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন "হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণাদিতে কালবিভাগ এই—

সত্যযুগ	১৭, ২৮০০০ বৎসর
ত্রেতা যুগ	১২, ৯৬০০০ ,,
দ্বাপর যুগ	৮, ৬৪০০০ ,,
কলি যুগ	৪, ৩২০০০ ,,

৪ যুগ=১ দিব্যযুগ
৭১ দিব্য যুগ=১ মন্বন্তর
১৪ মন্বন্তর=১ কল্প।"

এই চারিযুগের পরিমাণ সম্বন্ধে ১৩১৮ সালে আমার "পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব—সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়তত্ত্ব" নামক গ্রন্থে এবং সম্প্রতি প্রকাশিত "The universe" নামক গ্রন্থে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছি। আমার আলোচনায় এই যুগগণনা-

প্রণালী ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যবিজ্ঞানসম্মত নূতন প্রণালীতে যুগগণনা করিয়া দেখাইয়াছি * :—

সত্য যুগ	২২, ৮৫৫।৬।৮ দিন
ত্রেতা যুগ	১৭, ১৪১।১০।১৯ দিন
দ্বাপর যুগ	১১, ৪২৭।৪।১৭ দিন
কলি যুগ	৫, ০২৬।০।০ দিন
১৩৩২ পর্য্যন্ত	৫৬, ৪৫০।৯।১৪ দিন

এই ৫৬, ৪৫০ বৎসর বা অব্দের নাম আমি সৃষ্টাব্দ রাখিয়াছি। ইহাতে আমি ভূস্তর সন্নিবেশ দ্বারা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে উত্তমরূপে প্রমাণ করিয়াছি যে ঋগ্বেদের ৬।৪৮।২২ ঋক্‌টী ঠিক, অর্থাৎ—

"একবার মাত্র স্বর্গ উৎপন্ন হইয়াছে; একবার মাত্র পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে; একবার মাত্র পৃষ্ণির দুগ্ধ দোহন করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তাদৃশ আর উৎপাদিত হয় নাই।" (রমেশ)

১৩৩২ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত এই এক প্রকার উৎপন্ন পৃথিবীর বয়সের ৫৬, ৪৫০ বৎসর এবং কলিযুগের ৫০২৬ বৎসর গত হইয়াছে। এই প্রণালীতে ইহার পরবর্ত্তী গণনাও চলিবে। ১৩৩৩ সালে ৫৬, ৪৫১ এবং কলিযুগের ৫০২৭ বৎসর চলিতেছে। একটা প্রমাণ এস্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি—

সূর্য্যসিদ্ধান্ত-রচনাকালে ৬ মনু গত হইয়া সপ্তম মনুর ২৮ মহাযুগের ত্রেতা-যুগ চলিতেছিল। সূর্য্যসিদ্ধান্তে ইহার সহিত ৬টী সন্ধিযুগ ধরিয়াছে, কিন্তু পুরাণে তাহা ধরিবার রীতি নাই। আমি যুগসন্ধি বাদ দিয়া গণনা করিয়া নিম্নলিখিত সংখ্যা পাইয়াছি—

এক মহাযুগের পরিমাণ ১২০ বৎসর +। যথা—

"১২ সৌর বৎসর=১ যুগ =১ কলিযুগ=১ বার্হস্পত্য বৎসর।
১০ কলিযুগ=১ মহাযুগ=১২০ (১২×১০) বৎসর।

১ কলিযুগ	=	১ কলিযুগ	=	১২ বৎসর
২ কলিযুগ	=	১ দ্বাপর যুগ	=	২৪ ,,
৩ কলিযুগ	=	১ ত্রেতাযুগ	=	৩৬ ,,
৪ কলিযুগ	=	১ সত্যযুগ	=	৪৮ ,,
১০ কলিযুগ	=	৪ যুগ	=	১২০ ,,

* The Universe—২৩৩ পৃষ্ঠা। + The Universe ২২১ পৃষ্ঠা।

১ মন্বন্তর	=	১২০×৭১	=	৮৫২০ বৎসর।
৬ মন্বন্তর	=	৮৫২০×৬	=	৫১১২০ ,,
৭ম মনুর		১২০×২৭	=	৩২৪০ ,,
সত্য ত্রেতা		৪৮+৩৬	=	৮৪ ,,
দ্বাপর যুগ			=	২৪ ,,
অতএব ৬ মন্বন্তর	=	৫১১২০	বৎসর	
২৭ মহাযুগ	=	৩২৪০	,,	
সত্য ত্রেতা	=	৮৪	,,	
দ্বাপর	=	২৪	,,	
		৫৪৪৬৮	,,	
সংবৎ		১৯৮২	,,	
		৫৬৪৫০	,,	

১৯৮২।৮৩ সংবৎ, বাঙ্গলা ১৩৩২ সাল ও ইংরাজী ১৯২৫।২৬ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর গতাব্দ বা সৃষ্টাব্দ (Era of Creation) ৫৬৪৫০ সহ ঠিক মিল হইতেছে। এই দুই প্রকার গণনাতেই আমরা পৃথিবীর গতাব্দ বা সৃষ্টাব্দ ৫৬৪৫০ পাইলাম। এই গণনা আমাদের মতে "হিন্দুশাস্ত্রসম্মত"। বিস্তারিত ভাবে দেখিতে ইচ্ছা করিলে আমার "পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব—সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়তত্ত্ব" এবং "The Universe" নামক গ্রন্থ দেখিতে অনুরোধ করি। এই গণনায় দেখিলাম ২৮শ মহাযুগের দ্বাপর-যুগের গণনার পর সংবৎ আরম্ভ হইয়াছে।

বর্ত্তমান ১৩৩৩ সালে খৃষ্টাব্দ ১৯২৬।২৭, সংবৎ ১৯৮৩।৮৪ এবং সৃষ্টাব্দ ৫৬৪৫১ চলিতেছে।

গত ১৩২৩ সালের আষাঢ় মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান নামক প্রবন্ধে আমি প্রমাণ করিয়াছি ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ অব্দে ভারতযুদ্ধ হইয়াছে। এই ভারতযুদ্ধের সময় বেদবিভাগকর্ত্তা বেদব্যাস বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং এই বৎসরকেই বৈদিক সভ্যতার বা বৈদিক যুগের শেষ বৎসর বলা যাইতে পারে।

"পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব" দ্বিতীয়খণ্ডে আমি প্রমাণ করিয়াছি, অনুমান ৫৫৯৮ খৃঃ পূঃ তে মহাজলপ্লাবন হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্র বলে ভগবান্ ঐ সময় বেদ রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতেই স্পষ্টই জানা যাইতেছে বেদের কতক অংশ মহাজল-

প্লাবনের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছে। কিন্তু যে ভাষায় আমরা এখন বেদ পাই তাহা সংস্কৃত ভাষা। মহাজলপ্লাবনের পূর্ব্বে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার কতকটা আভাষ পার্শিদিগের জেন্দ-আবেস্তা গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঐ ভাষা সংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান বৈদিক ভাষা হইয়াছে। সম্ভবতঃ বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দার সময় এই সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। সুতরাং ইহা জলপ্লাবনের পরের ঘটনা।

আমরা প্রমাণ করিয়াছি লোকপিতামহ বা আদি আর্য্যমানব ব্রহ্মা অনুমান ৬৯৯৮ খৃঃ পূঃ তে অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৭০তম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।* ইনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নহেন। ইহার পূর্ব্বে আর্য্যমানব ছিল না, সুতরাং বেদের কোন ঋক্‌ই ৬৯৯৮ খৃঃ পূঃ বা ৭০তম খৃঃ পূঃ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হয় নাই। যদি হিন্দুশাস্ত্র সত্য বলিয়া মানিতে হয় তবে একথা মানিতে হইবে। কারণ আমরা রাজবংশাবলীর সাহায্যে এই বিচার করিয়াছি। রাজবংশ সাহায্যে গণনা করিয়া ইহার ঊর্দ্ধে যাইবার উপায় নাই। তবে যাঁহারা দশরথের পরামায়ু ৬০ হাজার বৎসর, রামচন্দ্রের রাজত্ব ১১ হাজার বৎসর বিশ্বাস করেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমার গণনা ঠিক, ইহা আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি না, তবে আমার বিশ্বাস আমার এই গণনা কেহ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে খণ্ডন করিতে পারিবেন না। যদি পারেন তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা সত্য ইতিহাস উদ্ধারের যথেষ্ট সাহায্য হইবে।

যাহা হউক আমার গণনা মতে অনুমান ৬৯৯৮ খৃঃ পূঃ হইতে ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ মধ্যে ক্রমে বেদ রচিত হইয়া থাকিবে। সুতরাং বৈদিক সভ্যতার কাল অনুমান খৃঃ পূঃ ৬৯৯৮ হইতে ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত।

সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—"পরশুরাম ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে পরাজিত এবং দ্বাপরে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। * * এজন্য আমরা বলিতে বাধ্য রাম যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব অর্থাৎ লঙ্কার ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একশত বৎসরের মধ্যে ঘটিয়াছিল। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে পরশুরামকে দেখা যায় নাই।"

হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রগ্রন্থাদি বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে সরকার মহাশয় দেখিতে পাইবেন তাঁহার এই সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। মহাভারতে শান্তি-পর্ব্বে ৪৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে—পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যের পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য ক্ষত্রিয় গণকে সমূলে উন্মূলিত করিলেন। * * সহস্র বৎসর অতীত হইলে ক্রোধপরায়ণ

* The Universe 376 Page.

ভগবান্ জামদগ্ন্য সেই বনমধ্যে ব্রাহ্মণসমাজে নিন্দিত হইলেন। একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পৌত্র পরাবসু সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, রাজা যযাতির দেবলোক হইতে পতননিবন্ধন যে যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই যজ্ঞে প্রতর্দ্দন প্রভৃতি অসংখ্য ভূপতি আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহারা কি ক্ষত্রিয় নন্? তুমি পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তাহা পূর্ণ করিতে পার নাই। * * কোপনস্বভাব পরশুরাম এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় শস্ত্রগ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করিতে লাগিলেন। পরে কশ্যপ ঋষিকে পৃথিবী দান করিয়া সমুদ্রের উপকূলে বাস করিতে লাগিলেন।" ঐ অধ্যায়ে লিখিত আছে—"তিনি এই সময়ে পুরুবংশীয় বিদূরথ, সূর্য্যবংশীয় সৌদাস, রাজা দিবিরথ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণকে বধ করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন।"

এই বিবরণে আমরা দেখিতে পাই, পরশুরাম প্রথম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়কে বধ করেন। তার পরে সহস্র বৎসর গত হইলে পুনরায় বিদূরথ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণকে বধ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ রাজা কার্ত্তবীর্য্যের সহস্র বৎসর পরে বিদূরথ সৌদাস আদি ক্ষত্রিয়গণকে বধ করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে আর ক্ষত্রিয়বধ করেন নাই। ২১ বার নিঃক্ষত্রিয় করা অর্থ তিনি এই সহস্র বৎসর মধ্যে ২১ বার জন্মগ্রহণ ও মানবকলেবরধারণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে প্রত্যেক পরশুরাম একের পরে অন্যে গড়ে ৫৮ বৎসর বর্ত্তমান ছিলেন। তখন মনুষ্য গড়ে ১০০ বৎসর জীবিত থাকিত। সুতরাং প্রত্যেক পরশুরাম গড়ে পর ৫৮ বৎসর বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব নহে। বিদূরথদিগকে বধ করিয়া পরশুরাম কশ্যপকে পৃথিবী দান করিয়া সমুদ্রতীরবাসী হইয়াছিলেন, আর ক্ষত্রিয় করেন নাই। রামচন্দ্রের সহিত তিনি যুদ্ধ করেন নাই, যুদ্ধটা একতরফা হইয়াছিল। ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিয়া ছিলেন বটে। কর্ণ তাঁহার নিকট অস্ত্র শিক্ষা করেন, ভীষ্ম ও কর্ণ ভারতযুদ্ধে ছিলেন, সুতরাং এক পরশুরামও সে সময় ছিলেন। কিন্তু তিনি ভারতযুদ্ধে ছিলেন না। কারণ ভারতযুদ্ধে রাজা ও সেনাপতি আদি ছিলেন, পরশুরাম রাজা ছিলেন না, সেনাপতিও ছিলেন না।

আমরা দেখিলাম পরশুরাম, বিদূরথ ও সৌদাস পর্য্যন্ত পর পর একুশ জন, তৎপরে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ পর্য্যন্ত আরও অনেক পরশুরাম পর পর ছিলেন। কথাটা একটু নূতন হইল বটে, কিন্তু ঋষিদিগের পক্ষে ইহা নূতন কথা নহে। সরকার

মহাশয় লিখিয়াছেন "পরাশরের ২য় পুরুষে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ হইয়াছিল। বশিষ্ঠ জমদগ্নি, পরাশর, ভরদ্বাজ ও অন্যান্য কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের এক পুরুষ ঊর্দ্ধে স্থিত।" ইহা অসম্ভব।

মহাভারতে দেখিতে পাই, বশিষ্ঠ ঋষির পুত্র শক্তির পুত্র পরাশর সূর্য্যবংশীয় রাজা কল্মাষপাদের সময় ছিলেন। এই শক্তি রাজা কল্মাষপাদকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। আর এক শক্তির পুত্র পরাশরের পুত্র বেদব্যাস কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময় ছিলেন। এই দুই পরাশর এক নহে। রাজা কল্মাষপাদের পর ৩১ তম রাজা বৃহদ্বল ভারতযুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। শতকরা ৪ পুরুষ ধরিলে এই ৩১ পুরুষে ৮০০ বৎসর হয়। অতএব প্রথম পরাশরের ৮০০ বৎসর পরে ২য় পরাশর ছিলেন। সুতরাং প্রথম পরাশরের পিতামহ বশিষ্ঠ ঋষির ৮০০ বৎসর পরে দ্বিতীয় পরাশরের পিতামহ বশিষ্ঠ ঋষি বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং এই দুই বশিষ্ঠও এক নহে। পরশুরামের পিতা জমদগ্নি যে একজন নহেন তাহা পরশুরামের বৃত্তান্ত হইতেই বুঝা যায়। ইহারা কেহই অমর ছিলেন না। কিন্তু ঋষিদিগের নাম রক্ষার একটা নিয়ম ছিল। এক বশিষ্ঠের মৃত্যুর পর আর এক জন বশিষ্ঠ হইত, এক বিশ্বামিত্রের পর আর একজন বিশ্বামিত্র হইত। নতুবা যে বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বিশ্বামিত্র ঋষি কি রামচন্দ্রের দ্বারা তাড়কাবধ করাইয়াছিলেন? তাহা নহে। এখন তিব্বতে দলই লামার নাম যেরূপে রক্ষিত হয়, অতি প্রাচীন কালে সেইরূপে কতকগুলি ঋষির নাম রক্ষিত হইত। একজনের মৃত্যুর পর আর একজন তাঁহার স্থানে তাঁহার নাম গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার মত অভিনয় করিতেন।

সরকার মহাশয় মনে করেন যে গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র গায়ত্রীদ্রষ্টা। তাহা নহে। গায়ত্রী তৎপূর্ব্বে অন্য এক বিশ্বামিত্র দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে। গাধিপুত্র তাঁহার সমসাময়িক বিশ্বামিত্রের মৃত্যুর পরে তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন মাত্র। এই কারণেই যুধিষ্ঠির বহুসহস্রবৎসরবয়স্ক মার্কণ্ডেয় ঋষিকে পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়ের ন্যায় দেখিয়াছিলেন। ইহারা নূতন কলেবর ধারণ করিতেন। অর্থাৎ একজনের মৃত্যু হইলে আর একজন তাঁহার স্থান গ্রহণ করিতেন। নূতন নূতন দলই লামার ন্যায় তাঁহাদিগেরও পূর্ব্ব হইতেই এ জন্য এক জনকে প্রস্তুত করা হইত। সম্ভবতঃ মধুচ্ছন্দার পিতা বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে তাঁহার স্থান অধিকার করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠপুত্রত্বপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া বোধ হয়। বশিষ্ঠ, জমদগ্নি,

পরাশর, ভরদ্বাজ, পরশুরাম প্রভৃতি ঋষির নামও এইরূপ ভাবে রক্ষিত হইত। তাই আমরা ইহাদিগের বহু সহস্র বৎসর বাঁচিয়া থাকিবার কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাই। "এ জন্য পরশুরামের দুই যুদ্ধ ব্যাপক জীবিত কালের উপন্যাস পরিত্যাগ করিতে হইবে না ও মহাভারতকে, রামায়ণকে বিশ্বাস করিলে "ভরদ্বাজের ২য় পুরুষে, পরাশরের ২য় পুরুষে সুতরাং বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রাদির ৩য় পুরুষে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল সিদ্ধান্ত করিলে" তাহা ভুল হইবে। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ন্যায় "সত্যকালের সুদাসের যজ্ঞ এবং দ্বাপরের শেষের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মধ্যে ব্যবধান ২০০ বৎসর" (!) সিদ্ধান্ত করিতেও হইবে না। সুদাস ও কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের মধ্যে সূর্য্যবংশের ৩১ জন রাজা গত হইয়াছে, সুতরাং খুব কম হইলেও ৮০০ বৎসরের ব্যবধান হইবে।

অতএব অনুমান খৃঃ পূঃ ৬৯৯৮ অব্দে আদি আর্য্যমানব লোকপিতামহ ব্রহ্মা জন্মিয়াছিলেন। ইনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নহেন। ১৯৩৭ খৃঃ পূর্ব্বে ভারতযুদ্ধ হইয়া থাকিবে। ৬৯৯৮—১৯৩৭ খৃঃ পূঃ মধ্যে ঋষিগণ বেদের সূক্ত দৃষ্টি করিয়া নিজ নিজ ভাষায় লিখিয়া থাকিবেন। সুতরাং উহাই বৈদিক সভ্যতার কাল। এই বৈদিক সভ্যতার মধ্যকালে বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ঋগ্বেদের ছত্রে ছত্রে তাহার প্রমাণ আছে। আবার শেষ সময়ে যে বিজ্ঞানের অবনতি ঘটিয়াছিল তাহারও প্রমাণ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়।

শ্রীবিনোদবিহারী শর্ম্মরায় বেদরত্ন,
কায়স্থ-পত্রিকার লেখক,
পোঃ রাজসাহী।

কায়স্থ-পণ্ডিতসম্প্রদায়-গঠন।

বিগত ফাল্গুনসংখ্যক কায়স্থপত্রিকায় উপরি উক্ত নামে আমার একটী প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ প্রস্তাবের উপর সম্পাদকীয় পাদটীকায় কায়স্থপণ্ডিতগণের নাম ধাম ইত্যাদি তাঁহাকে জানাইবার জন্য পাঠকগণের প্রতি একটী অনুরোধও ছিল। প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার এই প্রারম্ভিক চেষ্টা ধন্যবাদার্হ। তিনি বোধ হয় আশা করিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে কায়স্থহিতৈষিগণের সাড়া পাওয়া যাইবে। কিন্তু আশ্বিন-সংখ্যা কায়স্থ

পত্রিকায় দেখিলাম সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে অন্য একটী প্রবন্ধ উপলক্ষে লিখিতেছেন,—"দুঃখের বিষয় কায়স্থ পণ্ডিতগণের নাম, ধাম, উপাধি ও বংশপ্রাপ্তির বিবরণ এবং বর্ত্তমান উপজীবিকার সংবাদ এখনও পাওয়া গেল না।" সাধুহিতে আমাদের এমনই আগ্রহ! সম্পাদক মহাশয় দুঃখ করিলেও আমরা ইহাতে আশ্চর্য্য হই নাই। যাউক্।

এক্ষণ অন্য প্রবন্ধের কথা যাহা বলিলাম, তাহা আমার উক্ত প্রস্তাবের উপর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মমহাশয়-লিখিত একটী মন্তব্য। সাত মাস পরে যে একজন কায়স্থহিতৈষী এ বিষয়ে একটী মন্তব্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাও কম সৌভাগ্যের কথা নহে। তাঁহার সহিত আমিও একবাক্যে বলিতেছি, "এ সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা হয় তদ্রূপই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।" তাঁহার প্রবন্ধোক্ত মতামত পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝা যায় তিনি প্রস্তাবিত কায়স্থপণ্ডিতসম্প্রদায়—গঠনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন না; তবে তাঁহাকে ইহার পক্ষপাতী বলিয়াই বোধ হয়, কারণ তিনি বলিতেছেন, "জাতির অন্তর্গত কতকগুলি লোককে শাস্ত্রজ্ঞ করা কর্ত্তব্য।" বর্ত্তমান সময়ে যাহা যে অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে তাহাও বোধ হয় তিনি অস্বীকার করেন না। অতএব মূল প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহার কোন বিরুদ্ধ মত নাই। আমার বোধ হয় বিরাট কায়স্থ সমাজে এ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধও নাই।

প্রবন্ধলেখক ঘোষবর্ম্মমহাশয় আমার প্রস্তাবের দুই একটী বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক।

প্রথমমতঃ—তিনি বলেন কায়স্থের প্রতিগ্রহপক্ষে আমার প্রদত্ত যুক্তি দুর্ব্বল এবং কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই। তিনি আমার প্রবন্ধ পুনরায় পাঠ করিয়া দেখিবেন আমি এই প্রশ্নটীর দুইদিকই আলোচনা করিয়াছি, ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ভাল মন্দ উভয়দিকই প্রদর্শিত হইয়াছে। স্কুল কলেজে কায়স্থ ছাত্রদিগকের যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ বৃত্তি পারিতোষিকাদি গ্রহণ আমি দান-গ্রহণের রূপান্তর বলিয়াছি। তাহাতে প্রবন্ধলেখক বলিতেছেন সর্ব্ববর্ণের লোকেরই তাহা হইলে প্রতিগ্রহের অধিকার স্বীকার করিতে হয়। সর্ব্ববর্ণের অধিকার অনধিকার আমার আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যই এস্থলে আমাদের বিচার্য্য। ইহাতে সর্ব্ববর্ণকে টানিয়া আনিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। অপর বর্ণ স্বীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও অধিকার অনধিকার সম্বন্ধে নিজেই নির্ণয় করিবে। প্রশ্ন এইযে

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কায়স্থের এ বিষয়ে কোন করণীয় আছে কি না? আমি এ কথা বলি নাই যে কায়স্থের দান গ্রহণে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। আমি স্পষ্টতঃ বলিয়াছি, "ক্ষত্রিয়ের প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ বলিয়া যে আপত্তি, তাহার মূলে শাস্ত্রযুক্তি আছে।" ইহার উপর "কায়স্থের প্রতিগ্রহের অটল প্রমাণ দেখে কিছুই দিতে পারেন নাই" ঘোষবর্ম্মমহাশয়ের এ উক্তির, এবং "প্রতিগ্রহের প্রমাণ কোথায়?" তাঁহার এই দাবির সার্থকতা কি বুঝিলাম না। গীতা হইতে "ঈশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং" ইত্যাদি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে ক্ষত্রিয়ের করাই অন্যতম কর্ত্তব্য, গ্রহণ করা নহে। এবং ইহাও আমি বলিয়াছি যে কায়স্থের ঈশ্বর অর্থাৎ প্রভু ভাবটি কোন ক্রমে লুপ্ত হয় ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। তার পর, "প্রতিগ্রহ" বা "বিদায়" শব্দটীতে যদি কাহারও আপত্তি থাকে, এই জন্য কায়স্থপণ্ডিতের উৎসাহার্থ তথা-কথিত প্রতিগ্রহ এক মাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করি নাই। আরও দুই একটী উপায়েরও করিয়াছি। এই উপায় গুলি (বাহুল্যভয়ে এখানে পুনরুল্লেখ করিলাম এক মাত্র বিদ্যা ও গুণের উপর স্থাপিত এবং এই অংশে স্কুল কলেজে প্রাপ্ত পুরস্কারাদির সহিত তুলনীয়। পরিশেষে আমি নিম্নোক্ত নিবেদন করিয়াছি

"অবশ্য ইহা দিঙ্‌নির্দ্দেশ মাত্র। প্রতিগ্রহ এবং এ গুলির মধ্যে কোন্‌টি অবলম্বনীয়, এবং সকলই অবলম্বনীয় হইতে পারে কিনা, এবং এ তিরিক্ত আরও অবলম্বনীয় যোগ্য উপায় আছে কি না স্বজাতিহিতৈষী গণের ইহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়।"

যাহা হউক, দেখিয়া সুখী হইলাম লেখক মর্য্যাদা-প্রাপ্ত অর্থ সমাজহিতে করা বিষয়ে আমার প্রস্তাবের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন,—"কায়স্থ মধ্যে সংস্কৃত-শিক্ষার প্রলোভনস্বরূপ যদি স্বজাতির মধ্যে মর্য্যাদা গ্রহণের প্রবর্ত্তন করি আর সেই মর্য্যাদার অনুরূপ অর্থ কায়স্থপণ্ডিতগণ হিতার্থেই ব্যয় করেন, তবে কোন দোষ দৃষ্ট হইবে না।"

মর্য্যাদার অনুরূপ অর্থগ্রহণ ও প্রতিগ্রহে বস্তুগত্যা প্রভেদ কতটুকু বিবেচ্য। প্রতিগ্রহের অর্থ দান-গ্রহণ। শাস্ত্রানুসারে দান বলিলে কি উচিত? ন্যায়ার্জ্জিত অর্থের সৎপাত্রে অর্পণ, অথবা অন্ন ধনাদি নিজ যথোচিত সংবিভাগকে দান বলে,—ইহাই শাস্ত্রদ্রষ্টৃগণের অভিমত। 'সৎপাত্র' এবং 'যথোচিত' এই দুইটী কথার উপর লক্ষ্য রাখা উচিত। ইহা দ্বারা দানের শ্রেষ্ঠত্ব নিকৃষ্টত্ব নিরূপিত হইয়াছে যথোচিত স্থলে,

বলে, যথোচিত পাত্রে, এবং অনুপকারীকে যে দান তাহাই সাত্ত্বিক দান বলিয়া কথিত হইয়াছে। (১) অন্যান্য কথা ছাড়িয়া যথোচিত পাত্র কে তাহাই এস্থলে আমাদের বিবেচ্য। শাস্ত্র বলেন বেদবিদ্যাপারগ, আচারনিষ্ঠ, তপস্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণই সৎপাত্র। এইরূপ পাত্র ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে দান করিলে অপাত্রে দান করা হয়। অপাত্রে দান শাস্ত্রে কেবল যে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে, দণ্ডনীয় বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে (২)। কেন না, তপঃসম্পন্ন ও বিদ্যাবান্ ব্যক্তির প্রাপ্য গ্রহণ করে বলিয়া অপাত্র পরস্বাপহারী চৌর সদৃশ। এই চৌর্য্যের সহায়কারী বলিয়া দাতাও চৌরগ্রহিতার ন্যায় দণ্ডার্হ। প্রতিগ্রহের অধিকারী কে? "বিদ্যাতপোভ্যাং আত্মনো দাতুশ্চ ত্রালনক্ষম এব প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ।" অর্থাৎ বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা নিজকে ও দাতাকে যে ব্যক্তি রক্ষা করিতে সমর্থ, সেই ব্যক্তিই দাতার ধনগ্রহণে অধিকারী। দান ও প্রতিগ্রহ সম্বন্ধে ত এই কথা। এরূপ মর্য্যাদানুরূপ অর্থ দান ও গ্রহণ বলিলে কি বুঝি? ইহাও ঠিক্ উপরি উক্ত সৎপাত্রে দান নয় কি? সৎপাত্র না হইলে মর্য্যাদার কথাই আসিতে পারে না। অসৎপাত্রের মর্য্যাদা নাই। অতএব উভয় ক্ষেত্রেই গুণবত্ত্বাই দান ও গ্রহণের ভিত্তি। এতদতিরিক্ত যে দান তাহা ভিক্ষোপজীবিকে দান বা আর যাহাই হউক, আমার প্রবন্ধোক্ত দান বা প্রতিগ্রহের উদ্দিষ্ট অর্থ নহে। যে কেহ প্রবন্ধ পড়িবেন তিনি অনায়াসেই ইহা বুঝিতে পারিবেন।

কায়স্থের যে দান-গ্রহণে শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই বলিয়া ঘোষবর্ম্মমহাশয়ের আপত্তি, সে দান-গ্রহণ ত মর্য্যাদানুরূপ অর্থগ্রহণেও থাকিয়াই যাইতেছে। এস্থলে তিনি শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিতে কি প্রকারে উদ্যত হইলেন বুঝিতে পারি না। আসল কথা, কায়স্থের উপস্থিত জীবন-মরণ-সমস্যা সময়ে, যাহাকে আমি "আপৎকাল" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া কিছু মাত্র অন্যায় করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, এরূপ সময়ে,—অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করা যেমন আমরা আবশ্যক বুঝিয়াছি, কায়স্থ সভা আবশ্যক বুঝিয়াছেন,—প্রবন্ধলেখকও তেমনি অনুভব করিয়াছেন, ইহা আশা করিতে পারি। আমি এই মর্ম্মেই বলিয়াছি,—"আপৎকালে ব্রাহ্মণের কোন বিষয় বা ক্ষত্রিয় গ্রহণ করিতে পারিবে না কেন"?* (ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষবর্ম্ম.তত্ত্বভূষণ।

(১) গীতা। (২) অত্রিসংহিতা।

* স্কুল-কলেজের বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৃত্তি গ্রহণ করা প্রতিগ্রহ বলিয়া এতাবৎ বিবেচিত হয় নাই। বিবাহশ্রাদ্ধাদিতে পাণ্ডিত্যের সম্মান হিসাবে অর্থ গ্রহণ করা প্রতিগ্রহ-পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। কাঃ পঃ সম্পাদক।

কায়স্থ-পণ্ডিতসম্প্রদায়-প্রসঙ্গে।

মাননীয় কায়স্থপত্রিকা-সম্পাদকমহাশয় সমীপেষু—

গত আশ্বিন মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় ২২৭ পৃষ্ঠায় কায়স্থ-পণ্ডিতসম্প্রদায়-প্রসঙ্গে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ফুটনোটে দেখিলাম যে পণ্ডিত নাম ধাম ইত্যাদি ও উপজীবিকার সংবাদ না পাইয়া মহাশয় দুঃখ করিয়াছে বহরমপুরে কায়স্থপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় বি, এল্, বিদ্যানিধি, বিনোদ দীর্ঘকাল দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিয়া "সমন্বয়" নামে ৩ খণ্ডে একখানি দর্শন-পুস্তক লিখিয়াছেন, ঐ পুস্তকের আদ্যভাগ দৃষ্টি করিয়া দেশের ও বারাণসীধামের পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বিদ্যানিধি ও বেদান্তবি উপাধি দান করিয়াছেন। উক্ত পণ্ডিত মহাশয় পূর্ব্বে ওকালতি করিতেন, এক্ষণে ওকালতি ছাড়িয়া শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেছেন।

আমি যে উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা পাঠাইলাম।

নিবেদক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সরকার,
সম্পাদক, বহরমপুর কায়স্থ

চণ্ডিকাপঞ্চকঃ

দারাপুত্রস্বজনবিরহাত্তৈরপি স্বার্থসিদ্ধ্যৈ
দূরে ত্যক্তৌ সুরথনৃপতি শৈচষ বৈশ্যঃ সমাধিঃ।
ভ্রাম্যন্তৌ তৌ গহনবিপিনে তাপসেন্দ্রাচ্চ দিষ্ট্যা
মাত স্তে শুশ্রুবতু রমলাং পুণ্যমাহাত্ম্যগাথাম্॥ ১॥

মূঢ়ো রাজা তব করুণয়া প্রাপ্য দেবৈরলভ্যম্
আবির্ভাবং নিখিলবরদে নশ্বরং বস্তু বব্রে।
বৈশ্যশ্চাসৌ মনসি গণয়ন্ সক্তিমুজ্ জ্ঞানমাপ্নোৎ
দীনাবেতৌ ত্বয়ি ন পরমাং বব্রতু ভক্তি মেকাম্॥ ২॥

সৃষ্টেঃ কালাজ্জননি কিমপি স্বান্তসৌখ্যাপ্তিহেতো
জীবগ্রামো ভ্রমতি সততং দুঃখিত স্তীব্রতৃষ্ণঃ।
বিচ্ছিন্নোঽসৌ চিররসনিধেস্বচ্চিদানন্দরূপে
ভক্তিস্তে শ্রীচরণকমলে তর্পয়েত্তামভীপ্সাম্॥ ৩॥

আহুস্ত্বাং কেঽপ্যতিগুণগণস্যৈব শক্তিস্বরূপাং
পুংসো যস্যাঃ সমজনি পুরা বিশ্বমেতদ্বিশালম্।
ভেদোঽভেদে ভবতি ভুবনে কল্পনৈবেহ তেষাং
পিত্রো র্ভেদান্ন কিমপি ফলে দ্বহ্নিতদ্দাহশক্ত্যোঃ॥ ৪॥
একত্বেন প্রকৃতিপুরুষৌ চিন্তয়ামো ন ভিন্নৌ
মায়াতীতে ত্রিগুণশরণে রূপবদ্রূপহীনে।
স্ত্রীপুংস্ত্বং ত্বং ভজসি দয়য়া ধ্যাতুরিচ্ছানুরূপম্
একস্যৈবাগণিতবিভবস্যাকৃতে র্ভেদ এষঃ॥ ৫॥

শ্রীস্মরজিৎ দত্ত এম্, এ,

ইদিলপুর-কায়স্থসভা।

বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী।

গত ২রা কার্ত্তিক ইদিলপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ইদিলপুর কায়স্থসভার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের নাম ঃ—

১। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কাশ্যপ (ব্রাহ্মণ)
২। ,, যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী
৩। ,, অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী
৪। ,, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী
৫। ,, শ্যামাপদ ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী
৬। ,, ললিতচন্দ্র বসু বর্ম্মা।
৭। ,, দুর্গামোহন গুহ বর্ম্মা।
৮। ,, সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী বর্ম্মা
৯। ,, যতীন্দ্রমোহন ঘোষ বর্ম্মা।
১০। ,, অতুলচন্দ্র বসু বর্ম্মা।
১১। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুহ বর্ম্মা।
১২। ,, ক্ষিতীশচন্দ্র গুহ (বজ্রযোগিনী)
১৩। ,, দেবেন্দ্রচন্দ্র বসু।
১৪। ,, দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।
১৫। ,, ললিতকুমার বসু।
১৬। ,, দীনেশচন্দ্র রায় চৌধুরী।
১৭। ,, সুরেন্দ্রনাথ বসু রায়।
১৮। ,, ব্রজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।
১৯। ,, অমৃতচন্দ্র ঘোষ (এরিকাঠী)
২০। ,, যশোদাকুমার গুহ (এরিকাঠী)
২১। ,, বীরেন্দ্রচন্দ্র বসু বর্ম্মা
,, বীরেন্দ্রমোহন গুহ এরিকাঠী

সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইদিলপুর-কায়স্থসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

তৎপর আলোচ্যবর্ষের সভার আয়ব্যয়-বিবরণ পঠিত এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১ম মন্তব্য। ইদিলপুর শাখ্যা-নিবাসী মহাপ্রাণ কালীপ্রসন্ন ঘোষ রায় চৌধুরী মহাশয় গত ২০শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় বরিশালে নিজ বাসায় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইদিলপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এক প্রকার তাঁহারই যত্নে স্থাপিত হইয়াছিল। ইনি বরিশাল বি,এম কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল এবং সেক্রেটারী থাকিয়া কলেজটী গঠন করিয়াছেন, কালী প্রসন্ন বাবুর মত বিদ্যোৎসাহী, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়বাদী এবং শ্রমশীল ব্যক্তি কদাচিৎ কোন স্থানে দৃষ্ট হয়। তাঁহার মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

২য় মন্তব্য। আলোচ্য বর্ষে একমাত্র ধীপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস বর্ম্মা উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, উপনয়ন-সংস্কার-প্রবর্ত্তন বিশেষ অগ্রসর হয় নাই বলিয়া সভা দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন।

৩য় মন্তব্য। কলিকাতা ১৩নং হরলালমিত্র-ষ্ট্রীট-নিবাসী মান্য শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা তাঁহার পুত্রের বিবাহোপলক্ষে ইদিলপুর কায়স্থসভার সাহায্যকল্পে ৮৲ এবং ইদিলপুর সিঙ্গাড্ডাহানিবাসী দুঃস্থ, অন্ধ, উপবীতী কায়স্থ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দত্ত বর্ম্ম মহাশয়কে ৮৲ দান করিয়া ইদিলপুর-বাসিগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইদিলপুর-কায়স্থসভা এই মহানুভবতার জন্য তাঁহাকে অশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছেন।

৪র্থ মন্তব্য। সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে সভার আয় অত্যন্ত অল্প হইলেও প্রচারার্থে অনধিক ৫০৲ টাকা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভাকে প্রদানের জন্য অর্থসংগ্রহ করা হউক এবং শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রিমহাশয়কে প্রচার কার্য্যের জন্য অন্ততঃ একমাসের জন্য ইদিলপুরে পাঠাইতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করা হউক।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৫ম মন্তব্য। ইদিলপুর কায়স্থসভার পঞ্চম অধিবেশনে যে উপবীতী কায়স্থগণের ও তাঁহাদের সংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণদিগের সংশ্রব ত্যাগ

করার প্রতিজ্ঞাপত্র সাক্ষরিত হইয়াছিল তদনুসারে বেজনীসারের শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কামিনীকুমার, অশ্বিনীকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়গণ উপবীতী কায়স্থ না হইলেও তাঁহাদের পুরোহিত ত্যাগ করিয়া উপনয়নের সহায়কারী শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কাশ্যপ মহাশয়কে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে ইদিলপুর কায়স্থসভা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

৬ষ্ঠ মন্তব্য। আলোচ্যবর্ষে ইদিলপুরে বিবাহোপলক্ষে যে কিছু টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই ইদিলপুর কায়স্থসভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রযত্নে আদায় হইয়াছে। কায়স্থ সভার পক্ষ হইতে তজ্জন্য অবিনাশ বাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

(স্বাক্ষর) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী বর্ম্মা, সভাপতি

(স্বাক্ষর) শ্রীঅন্নদাচরণ রায় চৌধুরী বর্ম্মা, সম্পাদক

প্রচার-বিবরণ।

বসিরহাট কায়স্থ-পরিষদের পক্ষ হইতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ও বসিরহাট মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দেববর্ম্ম বিশ্বাস বি এল ও পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা, নরেন্দ্রনাথ ঘোষবর্ম্মা, মোহিতকৃষ্ণ বসুবর্ম্মা মহাশয়গণ পণ্ডিত বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া প্রচারার্থে ১লা কার্ত্তিক তারিখে জেলা খুলনার সাতক্ষিরা উপবিভাগের অন্তর্গত গড়মুকুন্দপুর গ্রামে গমন করেন। তৎপর দিবস ঐ স্থানে ১৭ জন কায়স্থসন্তানে উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিবার পরে অপরাহ্ণে স্থানীয় কালীমন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ভট্টাচার্য্য পঞ্চতীর্থ এম এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে কায়স্থদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় প্রধান বক্তা পণ্ডিত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী ও সভাপতি মহাশয় বিরুদ্ধবাদী থাকা সত্ত্বেও কায়স্থপক্ষ হইতে শরৎ বাবু যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রীয় তর্কের দ্বারা বিরুদ্ধবাদের খণ্ডন করতঃ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিতে

সমর্থন হন। তৎপরে পরিষদের সভ্যগণ কায়স্থগৌরব মহারাজা প্রতাপাদিত্যের যশোহর নগরে এবং পার্শ্ববর্ত্তী মামুদপুর, নকীপুর, পানিয়া, ভাড়াশিমলা ও নলতা প্রভৃতি কায়স্থবহুল গ্রামে প্রচার করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। নকীপুরে অস্পৃশ্যতানিবারণ বিষয়ক সভায় শরৎবাবু ও জিতেন্দ্রবাবু বক্তৃতা করেন। নকীপুর ছোট তরফের সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় উপবীতী কায়স্থগণের বন্ধু ও আশ্রয়স্থল। কায়স্থজাতি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। গড়মুকুন্দপুর গ্রামে ৫ই কার্ত্তিক তারিখে প্রচারসভায় বক্তৃতা করিবার পরে পরিষদের সভ্যগণ তৎপর দিবস নলতা গ্রামে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের স্বনামধন্য সেনাপতি কায়স্থবীর বিজয়রাম ভঞ্জচৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার ভঞ্জচৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে নলতা উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ভবনে আহূত অপূর্ব্ব একটী কায়স্থসভায় কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করেন। এতদ্দেশীয় কায়স্থগণ প্রত্যেক নিজ উপনয়নসংস্কার গ্রহণের মন্তব্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়াছেন। বসিয়া কায়স্থ-পরিষদের শিরে ভগবানের অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক ও পরিষদের কার্য্যাবলী জয়যুক্ত হউক।

শ্রীজলধর ঘোষবর্ম্মা
গড়মুকুন্দপুর।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-পূজামহোৎসব।

(১)

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার আয়োজনে গত ২১শে কার্ত্তিক পুণ্যা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মমহাশয়ের ৫৩নং হরি মুখার্জ্জি রোড্স্থিত ভবনে শ্রীশ্রী চিত্রগুপ্তদেবের বার্ষিক পূজা ও কায়স্থ-সম্মিলন সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্নে পূজা এবং অপরাহ্নে কায়স্থ-সম্মিলন হইয়াছে। ডাঃ সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম, এ, এল্‌এল্-ডি, সি-বি-ই, শ্রীযুক্ত ডাক্তার বীরেশ্বর মিত্র এম-আর-সি-এস্, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনারায়ণ দেব (ইটালী), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বসু (উকিল হাইকোর্ট), শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধরবর্ম্মা এম-এ, বি, এল (অবসরপ্রাপ্ত দেওয়ান, ময়ূরভঞ্জ), শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত

গণপতি সরকার বর্ম্মবিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রমোহন কুমুদার বর্ম্মা প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীযুক্ত রায় বিশ্বম্ভর রায়বাহাদুর, ঢাকা-মালুচি হইতে রায় প্রিয়নাথ বসুবর্ম্ম চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ, পাবনা হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহবর্ম্ম মজুমদার, বীরভূম হইতে পণ্ডিত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী, মধুপুর হইতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা (সম্পাদক) এবং পোপাড়া হইতে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষবর্ম্মা উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ জানাইয়া সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্র লিখিয়াছেন।

কোটালীপাড়নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুরোহিতের কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তন্ত্রধারের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। সভার আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, উদারচরিত্র শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত, প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন এবং সভার কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রাহা বর্ম্মা উৎসবের সফলতার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁহার দলের ভদ্রসন্তানগণ অপরাহ্নে ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৬৷৷০ ঘটিকা পর্য্যন্ত অতিমধুর সঙ্গীতালাপ করিয়াছিলেন এবং ইটালীর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনারায়ণ দেব মহাশয়ও সুললিত কণ্ঠে কিঞ্চিৎ ধ্রুপদ আলাপ করিয়াছিলেন। তৎপর শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সভা হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় একটী উদ্দীপনাময়ী কবিতা এবং শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় কায়স্থ জাতির শিক্ষার অবনতি সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রমোহন বর্ম্ম মজুমদার কায়স্থ জাতির পরশ্রীকাতরতা ও স্বজাতিপ্রীতির অভাবের উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ের প্রবন্ধের এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃদ্বয়ের বক্তৃতার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া কায়স্থ জাতির অতীত গৌরব এবং উপবীতহীনতার দরুণ বর্ত্তমান দুরবস্থার সম্বন্ধে একটী বহু তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। সর্ব্বশেষ সভাপতিমহাশয় "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা" ও "বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের" একী-করণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তৎপর সভাপতিমহাশয়কে ধন্যবাদান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

উৎসব-ভবনের দ্বারদেশ ও দ্বিতলের পোর্টিকোতে ঠাকুরের পূজার স্থানটী

বেশ সুসজ্জিত করা হইয়াছিল এবং সমাগত ব্যক্তিবর্গকে চা ও মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়ন করা হইয়াছিল। পরদিন কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তিকেও উত্তম আহার্য্য প্রদান করা হইয়াছিল। এবার চিত্রগুপ্তদেবের বর্দ্ধিতায়তন দিব্য প্রতিকৃতি মঞ্চোপরি স্থাপন করিয়া অর্চ্চনা করা হইয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা বি, এ,

(২)

বীরভূম-চিত্রগুপ্তধামে ধর্ম্মরাজ-চিত্রগুপ্ত পূজা।

বীরভূমের উপরি উক্ত পিতৃধামে বিগত যমদ্বিতীয়ার পুণ্যতিথিতে কায়স্থপিতা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা এবৎসরও যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-আশ্রমটী * পত্রপল্লবপুষ্পে সুশোভিত করা হইয়াছিল। সুসজ্জিত তোরণদ্বার হইতে পূর্ণকুম্ভ ও কদলীবৃক্ষের সারি পূজামণ্ডপ পর্য্যন্ত স্থাপিত হইয়াছিল। যজ্ঞীয় চত্বরটী বৃক্ষলতা ও পল্লবগুচ্ছে এবং নানাবর্ণরঞ্জিত নিশানে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। বালকবালিকাগণের হর্ষকোলাহল শঙ্খ

* এই চিত্রগুপ্ত আশ্রমটী অনুমান চারিশত বিঘা জঙ্গল ও জমি লইয়া অবস্থিত। সিউড়ী ষ্টেশন হইতে সাত মাইল উত্তর-পশ্চিমে ময়ূরাক্ষি-নদীর অপর পারে এই স্থান। আজ ২॥০ বৎসর পূর্ব্বে পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী মহাশয় এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহারই উদ্যোগে আশ্রমের সংলগ্ন একটী দাতব্য হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসালয় হইয়াছে, তিনি স্বয়ং যত্নপূর্ব্বক সমাগত রোগিগণকে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। অবস্থাবিশেষে বিনামূল্যে পথ্যও প্রদত্ত হয়। পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় দশখানি গ্রামের রোগী এ আশ্রম হইতে চিকিৎসিত হইতেছে। রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। পথিক, আগন্তুক ও অতিথিগণকে আশ্রয় ও প্রসাদদানের ব্যবস্থাও ক্রমশঃ হইতেছে।

স্থানটী আরাম ও স্বাস্থ্যপ্রদ। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বিনামূল্যে এ আশ্রমে বালকবালিকাগণ শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। ধর্ম্ম ও সামাজিক উপদেশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ও স্বদেশজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার সম্বন্ধেও নিত্য উপদেশ প্রদত্ত হয়। আশ্রমটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই অনুগ্রহদৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি।

সন্ন্যাসী লক্ষ্মণদাস,
ধর্ম্মরাজ-চিত্রগুপ্তাশ্রম

ঘণ্টাধ্বনিতে মিলিত হইয়া স্থানটিকে আনন্দপরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। সকল হিন্দুসন্তান—বালক যুবক স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে—কায়স্থের এই পিতৃপূজায় যোগদান করিয়া উৎসবটীকে সজীবতা দান করিয়াছিল।

পবিত্র তুলসীমঞ্চের উপর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া পূজা করা হয়। পূজা অন্তে সমবেত হিন্দু নরনারী সমস্বরে আগ্নহোত্রিমহাশয়ের মুখনিঃসৃত "ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায়" ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করেন। পূজাকরণেচ্ছু হিন্দু সন্তানগণ পত্র পুষ্প ফল জল দুগ্ধ ঘৃত মধু প্রভৃতি তুলসীমঞ্চে শ্রীবিগ্রহের উপর ভক্তিভরে অর্পণ করিতে পাইয়া যে আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। প্রাতে ব্রহ্মযজ্ঞ (বেদমন্ত্র-গীতা-চণ্ডীপাট), ষোড়শোপচারে পূজা ও পিতৃযজ্ঞ, মধ্যাহ্নে দেবযজ্ঞ (বৈদিক হোম ও চিত্রগুপ্ত-হোম) ও নৃযজ্ঞ (অতিথিসেবা) এবং অপরাহ্নে ভূতযজ্ঞ (পশু পক্ষিগণকে আহারদান) সম্পন্ন হয়। পরমান্ন, চরু এবং নানা শাক ও আনাজমিশ্রিত খিচুড়ীভোগ দ্বারা অতিথিগণকে ও পশুপক্ষিগণকে পরিতৃপ্ত করা হয়। অভাবগ্রস্ত বালক, স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধগণকে দশ জোড়া স্বদেশী নূতন বস্ত্র বিতরিত হয়। সন্ধ্যার পর আরতি ও কীর্ত্তন এবং লাড্ডু বাতাসা ও বীরভূমের বিখ্যাত শতমূলী ও হরীতকীর মোরব্বা ভোগ সকলকে বিতরিত হইয়াছিল। পূজা-পাঠ-হোম-যজ্ঞ, ভোগরন্ধন ও প্রসাদবিতরণ সমস্ত কার্য্যই আশ্রমাচার্য্য পরিব্রাজক শ্রীমৎ সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় স্বয়ংই সুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

সন্ন্যাসী লক্ষ্মণদাস শ্রীবাস্তব

(৩)

৺চিত্রগুপ্তপূজা ও কায়স্থসম্মিলন

রাজসাহী হইতে শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মচৌধুরীমহাশয় লিখিয়াছেন :—

বিগত ২১শে কার্ত্তিক ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে, রাজসাহী কায়স্থসমিতির উদ্যোগে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রমোহন চৌধুরী বর্ম্ম মহাশয়ের বাসায় শ্রীশ্রী৺ চিত্রগুপ্তদেবের অর্চ্চনা যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূজার সময় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রসুন্দর মজুমদার বর্ম্মা গীতা, শ্রীযুক্ত শশিকুমার বসুবর্ম্মমহাশয় উপনিষদ্, শ্রীযুক্ত মুকুন্দনাথ ঘোষবর্ম্ম মহাশয় ভাগবত পাঠ করেন। পূজান্তে পুষ্পাঞ্জলী প্রদান ও শান্তিজল গ্রহণের পর ব্রাহ্মণভোজন ও সমবেত সভ্যমহোদয়গণকে পরিতোষসহকারে প্রসাদ ভোজন করান হয়। সন্ধ্যার আরত্রিকের পর জাতীয় সম্মেলনে শ্রীযুক্ত শশিকুমার

বসুবর্ম্মমহাশয় ৺চিত্রগুপ্তদেব সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে বিশদ ভাবে উপদেশ প্রদান করেন। তদন্তর কায়স্থ মহিলাগণকে ও সমবেত ভ্রাতৃবৃন্দকে প্রসাদ বিতরিত হয়। বহুসংখ্যক মহিলা দেবদর্শন ও প্রসাদপ্রাপ্তির জন্য আগমন করতঃ সমিতির উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধিত করিয়াছেন। সম্মেলনে শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরী এম, এ অধ্যাপক মহাশয়ের সভাপতিত্বে সমিতির কার্য্যবিবরণ পঠিত হয় ও নিম্নলিখিত সভ্যমহোদয়গণ আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হন :—

শ্রীযুক্ত	ত্রৈলোক্যনাথ রায়বর্ম্মা	সভাপতি
„	শশিকুমার বসুবর্ম্মা	সহঃ ঐ
„	হীরালাল ঘোষ	ঐ
„	রায় ভবানীনাথ নন্দী বাহাদুর	ঐ
„	প্রকাশচন্দ্র সরকার	ঐ
„	রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা ...	সম্পাদক
„	যজ্ঞেশ্বর দাসবর্ম্মা	সহঃ ঐ
„	ফণিভূষণ সেন	ঐ
„	ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বর্ম্মা	ঐ
„	শৈলেন্দ্রসুন্দর মজুমদার বর্ম্মা	হিসাব-পরীক্ষক

(৪*)

পাবনায় শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-পূজা

পাবনার মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্ম মজুমদার মহাশয় জানাইয়াছেন, গত ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-তিথিতে তাঁহার নিজ আবাসে বার্ষিক চিত্রগুপ্তপূজা সুসম্পন্ন হইয়াছে, পাবনা-পেঙ্গুয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত কানাইলাল গুহ বর্ম্মমহাশয় পূজক এবং প্রিয় বাবু নিজে তন্ত্রধার হইয়া স্বজাতির আদিপিতা চিত্রগুপ্তদেবের অর্চ্চনা করিয়াছেন।

(৫)

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-পূজা ও উপনয়ন

হাঁসপুখুরিয়া-নদীয়া হইতে শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দত্ত বর্ম্মমহাশয় লিখিতেছেন উক্ত গ্রামে উপবীতী কায়স্থগণ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষ্যে হাঁসপুখুরিয়ানিবাসী শ্রীমান্ অনিলকুমার দত্ত এবং দাইহাটনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ দত্ত উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। পুরোহিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূজক ও আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা

(১)

যশোহর সিরাজকাঠী হইতে প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র বর্ম্ম মহাশয় লিখিয়াছেন খুলনা মূলঘরনিবাসী শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় এবার স্বয়ং মায়ের পূজা করিয়াছেন, তাঁহার পুরোহিত তন্ত্রধার থাকিয়া যজমানের দ্বারাই পূজা করাইয়াছেন, এজন্য যজমান ও পুরোহিত উভয়ই ধন্যবাদার্হ। প্রতিনিধি দ্বারা পূজা না করাইয়া নিজের পূজা নিজের করাই মুখ্যকল্প ইহা সকলেই অবগত আছেন। যে পুরোহিত যজমানকে এই সৎশিক্ষা প্রদান করেন এবং যে যজমান নিজ কর্ত্তব্য বুঝিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করেন তদুভয়কেই সমাজের প্রকৃত সংস্কারক বলিতে হইবে।

(২)

শ্রীযুক্ত চন্দ্রবর্ম্মমহাশয় আর একটী সংবাদ দিয়াছেন—খুলনা-দামোদর-নিবাসী ৺সারদাপ্রসাদ বসুবর্ম্মমহাশয়ের গৃহে তাঁহার পুত্রগণ নিজেরাই ব্রতী হইয়া মায়ের পূজা করিয়াছেন এবং স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া মায়ের ভোগ দিয়াছেন।

উপনয়ন।

(১)

খুলনা গড়মুকুন্দপুর হইতে শ্রীযুক্ত জলধর ঘোষবর্ম্ম মহাশয় জানাইতেছেন যে গত ২রা কার্ত্তিক উক্ত গ্রামে বসিরহাট-কায়স্থপরিষদের সহযোগিতায় নিম্নোক্ত ১৭ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক উপনীত হইয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ মিত্র
„ নিতাইলাল মিত্র	„ নরেন্দ্রনাথ বসু
„ অনিলকৃষ্ণ মিত্র	„ শশধর বসু
„ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ	„ গিরিশচন্দ্র দাস
„ শিবপদ ঘোষ	„ প্রফুল্লকুমার দাস
„ হরিভূষণ ঘোষ	„ নরেন্দ্রনাথ দাস
„ পুলিনবিহারী ঘোষ	„ তারাপদ দাস
„ প্রকাশচন্দ্র বসু	„ মণিলাল দাস
„ বিজনবিহারী ঘোষ।	ইহারা সকলেই দক্ষিণরাঢ়ীয়।

(২)

বসিরহাট-কায়স্থপরিষদের আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরত্ন মহাশয় ৺শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পরে সাতক্ষীরা কুকরালী গ্রামের ১১ জন কায়স্থসন্তানের উপনয়ন সংস্কার করাইয়াছেন। ইহারাও দক্ষিণরাঢ়ীয়। শ্রীযুক্ত জলধর ঘোষ বর্ম্মমহাশয় তাঁহাদের নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশার্থে প্রেরণ করিবেন জানাইয়াছেন।

(৩)

শ্রীযুক্ত সতীশবন্ধু সরকার বর্ম্মা পাবনা-বাশবাড়িয়া হইতে লিখিয়াছেন :--

"বিগত ৪ঠা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার পাবনা জেলার অন্তর্গত সাহাজাদপুর থানার অধীন যোগীবাড়ী গ্রামে শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত সেন মহাশয়ের বাটীতে একটি ক্ষেত্র করিয়া উক্ত সেন মহাশয় স্বয়ং নিম্নলিখিত কায়স্থগণ সহ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত কেন্দ্রে উথলিনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তনাথ শর্ম্মা তালুকদার ব্রহ্মা ও আচার্য্য, তৎপুত্র শ্রীযুক্ত নলিগোপাল শর্ম্মা তালুকদার হোতা ও স্থলবসন্তপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও বাওইথোলানিবাসী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভৌমিকবর্ম্ম কাব্যতীর্থ মহাশয় তত্ত্বাবধায়করূপে ব্রতী হইয়াছিলেন।

নিম্নে উপবীতিগণের নাম দেওয়া হইল :—

১।	শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত সেন বর্ম্মা	(৫৫ বৎসর)
২।	,, সতীশচন্দ্র সেন বর্ম্মা	(৪৫ ,,)
৩।	,, নাবদচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা	(৮০ ,,)
৪।	,, গোপেন্দ্রনাথ দত্ত বর্ম্মা	(৪০ ,,)
৫।	,, বজ্রবন্ধু দেব বর্ম্মা	(৩০ ,,)
৬।	,, রমণীমোহন দাস বর্ম্মা	(৩০ ,,)
	(সর্ব্ব সাকিন যোগীবাড়ী)	
৭।	,, ভবানীচরণ দাস বর্ম্মা	(৬০ ,,)
৮।	,, রবীন্দ্রনাথ দাস বর্ম্মা	(২৫ ,,)
৯।	,, বৈকুণ্ঠনাথ সরকার বর্ম্মা	(৫০ ,,)
১০।	,, পরমানন্দ সেন বর্ম্মা	(৪৫ ,,)
১১।	,, শ্রীশচন্দ্র দেব বর্ম্মা	(২৫ ,,)
	(সর্ব্ব সাকিন মামুদপুর)	

১২।	শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস বর্ম্মা	(৫০ বৎসর)
১৩।	,, হারাণচন্দ্র দাস বর্ম্মা	(১৫ ,,)
	(সাকিন টেঙ্গাসিয়া)	
১৪।	,, যতীন্দ্রনাথ চন্দ্র বর্ম্মা	(২২ ,,)
	(সাকিন বাঁশবাড়িয়া)	

বিনাপণে বিবাহ ও উপনয়ন।

(১)

প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণচন্দ্র বর্ম্মমহাশয় জানাইতেছেন—খুলনা-থালিসপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালাপদ মিত্র বর্ম্ম মহাশয় তাঁহার ভ্রাতা শ্রীমান্ মৃণালকান্তি মিত্র বর্ম্মার শুভবিবাহ যশোহর-ভবাণিনিবাসী শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র দাস বর্ম্ম মহাশয়ের কন্যার সহিত গত শ্রাবণ মাসে বিনাপণে সম্পাদন করাইয়াছেন। কোনরূপ দাবি দাওয়া তিনি করেন নাই।

(২)

খুলনা-আলকানিবাসী শ্রীযুক্ত বেনোয়ারী লাল সরকার মহাশয় তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অর্দ্ধেন্দুশেখর সরকারের উপনয়ন গত ২৪শে শ্রাবণ সম্পন্ন করাইয়া ২৯শে শ্রাবণ তাহার শুভ বিবাহ কাটপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু মহাশয়ের কন্যার সহিত তাঁহার খুলনার বাটিতে বিনাপণে বিনাচুক্তিতে সম্পাদন করাইয়াছেন।

(৩)

গত ২৭শে আষাঢ় শুভরাড়ানিবাসী ৺সতীশচন্দ্র বসু বর্ম্ম মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র বসু বর্ম্মার শুভবিবাহ ৺গিরিজাভূষণ মিত্র বর্ম্ম মহাশয়ের কন্যার সহিত তাঁহার দমদমা-গোড়াবাজার বাটিতে ক্ষত্রিয়োচিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন হইয়াছে। বর পক্ষের দাবিদাওয়া কিছুই ছিল না।

ইহারা সকলেই দক্ষিণরাঢ়ীয়।

ত্রয়োদশাহ-শ্রাদ্ধ

(১)

প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন গত ৭ই কার্ত্তিক করিদপুর-চারিরশী গ্রামে সদরপুর আর্য্যকায়স্থসমিতির সহযোগিতায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়

কুমার সোমবর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সোমবর্ম্মা তাঁহাদের মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন।

(২)

ঢাকা-বরঙ্গাইল হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী মহাশয় লিখিতেছেন—গত ১৯শে কার্ত্তিক বরঙ্গাইলনিবাসী ৺নবকুমার ঘোষ দেববর্ম্ম মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার পত্নী ত্রয়োদশাহে সম্পাদন করিয়াছেন এবং ২২শে কার্ত্তিক পরলোকগত ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষদেববর্ম্ম গুণাকর মহাশয়ের উদ্যোগে ও আহ্বানে মৌহালী, সাড়াসীন, মহাদেবপুর, বৈন্যা প্রভৃতি গ্রামের উপবীতী কায়স্থগণ এবং আত্মীয়স্বজনগণ সমবেত হইয়া পর্য্যাপ্ত আদর এবং গুণাকরমহোদয়ের আদর আপ্যায়নে অশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। দরিদ্রনারায়ণদিগকেও বিবিধ উপাদেয় আহার্য্যদানে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। চারি বৎসর বয়স্ক একমাত্র শিশুপুত্র, পাঁচটী কন্যা ও পত্নীকে রাখিয়া নবকুমার ঘোষ মহাশয় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় আমরা তাঁহার পরিবারবর্গের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

(৩)

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্রবর্ম্ম মহাশয় লিখিয়াছেন—খুলনা-মহেশ্বরপাশানিবাসী শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র ঘোষবর্ম্ম মহাশয় তাঁহার পিতা ৺হরিচরণ ঘোষবর্ম্ম মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ গত ২০শে কার্ত্তিক ত্রয়োদশাহে মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়াছেন। ঐদিন ব্রাহ্মণভোজন এবং বহু কাঙ্গালীভোজন করাইয়াছিলেন এবং ২৭শে কার্ত্তিক বহু সংখ্যক সজ্ঞাতিভোজন করাইয়াছেন।

(৪)

গত ২০শে কার্ত্তিক বেলফুলিয়া-নন্দনপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বিহারীলাল দত্ত মহাশয় তাঁহার ভ্রাতৃবধূর আদ্যশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পাদন করাইয়াছেন।

(৫)

গত ৩রা কার্ত্তিক ঢাঙ্গাইল-বেরাবুচনীয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার [illegible] নিয়োগি মহাশয়ের পত্নীবিয়োগ হয়, তিনি ১০ই কার্ত্তিক পত্র লিখিয়া জানিতে চাহেন তাঁহার পত্নীর শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিনে কিম্বা একত্রিংশ দিবসে করণীয় হয়। পত্রপ্রাপ্তির পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মপ্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের উপদেশমতে তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়া জানান হয় যে তিনি ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধ করিতে পারেন অথবা ৩১শ দিনেও শ্রাদ্ধ করিতে পারেন। [illegible]

[illegible] জ্ঞাতিগণ অনেকেই যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বসন্তবাবু এ যাবৎ [illegible] করিতে পারেন নাই, এজন্যই তিনি গুরুতর সমস্যায় পতিত হইয়াছিলেন। [illegible] হউক, সভার টেলিগ্রাম পাইয়া তিনি জ্ঞাতিগণের সম্মতিক্রমে ত্রয়োদশাহেই [illegible] ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তৎসংবাদ সভায় জ্ঞাপন করিয়াছেন।

উপনীত কায়স্থের বিপদ।

পাবনা হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্ম মজুমদার মহাশয় জানাইয়াছেন :—

গত ১৩৩০ সালের কার্ত্তিকমাসে পাবনা-জেলার অন্তর্গত পেঙ্গুয়া, সিংহাসন [illegible] ঘোরামারা গ্রামের ২৬ জন কায়স্থ প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক উপবীত গ্রহণ করেন। [illegible] স্থানীয় ব্রাহ্মণসমাজ কায়স্থদের উপনয়নের বিরোধী হওয়ায় তাঁহাদের পুরোহিত [illegible] শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় কায়স্থদের পৌরোহিত্য করিতে অসমর্থ হইয়া [illegible] ব্রাহ্মণসমাজের বিরোধিতা সামরিক মনে করিয়া তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত রাসবিহারী [illegible] চক্রবর্ত্তীকে তাঁহাদের পৌরোহিত্য করিতে দিয়া পৃথকান্ন করিয়া রাখেন। [illegible] অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট রাসবিহারী পৌরোহিত্য উত্তমরূপে করিতে না পারায় কায়স্থগণ [illegible] বিরক্ত হইয়া পরে অন্য পুরোহিত দ্বারা ক্রিয়া করাইতে আরম্ভ করেন। রাস-[illegible] বিহারী ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পাবনার সবজজ আদালতে ১৬৫০৲ টাকা ক্ষতিপূরণের [illegible] দাবীতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন। বাদী বলিতেছেন উপনীত [illegible] কায়স্থেরা তাঁহাকে আজীবন সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবার আশা দিয়া পৌরোহিত্য কার্য্যে [illegible] নিয়োজিত করিয়াছিল, অতএব তাহাকে পরে পৌরোহিত্য হইতে অবসৃত [illegible] করাতে তাহার গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, সেই ক্ষতিপূরণ করিতে বিবাদিগণ বাধ্য। [illegible] শ্রীযুক্ত কানাইলাল গুহ বর্ম্মা, সুরেন্দ্রনাথ রাহুত বর্ম্মা, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, শরচ্চন্দ্র [illegible] গুহ বর্ম্মা, বিপিন বিহারী দত্ত বর্ম্মা প্রভৃতি ১০ জনকে বিবাদী করা হইয়াছে। [illegible] তাঁহারা বলেন বাদীর কথিতরূপ কোনরূপ চুক্তি কখনও তাঁহারা করেন নাই, [illegible] জমান 'ছুটিয়া যায় বলিয়া বাদীর পিতা গরজ করিয়াই বাদীকে তাঁহাদের [illegible] পৌরোহিত্যের জন্য দিয়াছিলেন।

শুনিতেছি পাবনার কোন কোন নামজাদা ব্রাহ্মণ উকিল বাদীর পক্ষে বিনা পয়সায় মোকদ্দমা চালাইতেছেন এবং তাঁহাকে পপার (Pauper) সাব্যস্ত করাইয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ উকিলবর্গই কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত সৌরেন্দ্রমোহন রায় বর্ম্ম মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র রায় বর্ম্ম মহাশয়ের বিরুদ্ধে তাঁহার পিতার রক্ষিতা এক নমঃশূদ্রজাতীয়া স্ত্রীলোককে পপার সাব্যস্ত করাইয়া সম্পত্তির

দাবীতে মোকদ্দমা করাইয়াছিলেন। যাহা হউক বর্ত্তমান মোকদ্দমা বিচারা
সুতরাং আপাততঃ আমরা তাহার বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি
তথাপি এই ব্যাপারে কায়স্থমাত্রেরই বিবাদিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ
কর্ত্তব্য। শুনিতেছি বিবাদীগণ অর্থাভাবে ভাল উকিল নিযুক্ত করিতে
তেছেন না। পাবনাতে অনেক যোগ্য কায়স্থ উকিলও আছেন। তাঁহারা
এই মোকদ্দমায় বিবাদিগণকে সাহায্য করিবেন না?

সম্পাদকীয়।

অখিলভারত কায়স্থমহাসভা

আগামী বড়দিনের বন্ধে ২৯শে ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর অখিল
কায়স্থমহাসভার ৩৩শ অধিবেশন কলিকাতানগরে এল্‌বার্ট হলে সম্পন্ন হ
তজ্জন্য এক মহতী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে, মহারাজা জগদীশনাথ
বর্ম্মা তাহার সভাপতি, মাননীয় কিরণ চন্দ্র দেব বর্ম্মা সম্পাদক এবং লেফ্‌টা
সত্যেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হইয়াছেন। কায়স্থ
মাত্রই অন্যূন ৫৲ টাকা চাঁদা প্রদান করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হ
পারেন। আমরা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার শাখাসভাসমূদয়কে এবং সকল
সমাজ ও সমিতিকে অবিলম্বে মহাসভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে অ
করিতেছি। প্রতিনিধি মাত্রকেই ২৲ টাকা দ্বারা প্রতিনিধি-নিদর্শন (D
gates Badge) লইতে হইবে। মফস্বলবাসী বঙ্গীয় কায়স্থ প্রতিনিধি
বাসস্থান অভ্যর্থনা সমিতি সংগ্রহ করিতে যত্ন করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের নিজ
আহার করিতে হইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যে সকল প্র
নিধি আগমন করিবেন তাঁহাদের যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা ও সৎকারের জন্য
সভাধিবেশনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে পাঁচহাজার টাকা আবশ্যক হইবে। অ
আশাকরি সম্পন্ন কায়স্থমাত্রই এই মহৎ কার্য্যে যথাশক্তি অর্থ
করিবেন।

পত্রাদি অভ্যর্থনাসমিতির অফিসে ১০৬।১নং গ্রেষ্ট্রীট্ রাজা বিনয়কৃষ্ণ
বাহাদুরের ভবনে সম্পাদক মহাশয়ের নামে এবং টাকা কড়ি ৬নং রেইনাপা
বালিগঞ্জ, কলিকাতা এই ঠিকানায় কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নামে পাঠা
হইবে।

সম্পাদকীয়।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি।

১০ম অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ

২রা শ্রাবণ ১৩৩৩ (ইং ১৮ই জুলাই ১৯২৬) রবিবার, প্রাতে ৮ ঘটিকা

স্থান—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম মহাশয়ের
৮ নং বিশ্বকোষ ভবন।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা
„ কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা সি, আই, ই
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ রামলাল দেব বর্ম্মা
„ নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট্-ল
„ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি এল্
„ বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা এম, এ, বি-এল্
„ গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্ম বিদ্যাভূষণ
„ নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম (প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব)

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বসন্ত-
কুমার বসু বর্ম্ম এম, এ বি, এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১ম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে
গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব। বার্ষিক পরীক্ষিত হিসাব প্রদর্শিত হইলে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র
ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় বলেন শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তভাণ্ডারের হাওলাত শোধ হইতেছে না
ইহা দুঃখের বিষয়, যাহাতে হাওলাত শোধ হয় তাহার ব্যবস্থা করা হউক।
সভার সভাপতি মহাশয় বলেন চিত্রগুপ্তভাণ্ডারের মজুত তহবিলের টাকা নানা
জনের হস্তে না থাকিয়া একমাত্র কোষাধ্যক্ষের হস্তে সমস্ত টাকা রাখা উচিত,
চিত্রগুপ্তভাণ্ডারের, দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথগুপ্তভাণ্ডারের এবং অন্য যে
কোন স্থায়ী ভাণ্ডারের যে সমস্ত টাকা আছে তাহা কায়স্থ-সভার নামে কোষাধ্য-
ক্ষের মারফতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ডিপজিট রাখা হউক। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি
ঘোষ বর্ম্মা এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(ক) সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করেন ১৩২৭ সালে চিত্রগুপ্তপূজার খরচ বাবদ চিত্রগুপ্তভাণ্ডার হইতে গৃহীত হাওলাতি যে ২০০৲ টাকা সাধারণ তহবিলে জমার ঘরে রাখিয়া হাওলাত লেখা হইতেছে তাহার প্রকৃত কারণ বুঝা যাইতেছে না, ১৩২৭ সনের খরচের ভাউচার এবং হিসাবাদি দেখিয়া ঐ টাকা কি ভাবে কোথায় আছে তাহা নির্ণয় করার ভার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি, এল মহাশয়ের উপর অর্পিত হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(খ) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয় প্রস্তাব করেন সভার ডিপজিট্ ও লোন্ একাউণ্টের পৃথক্ হিসাব রীতিমত রাখা হউক। এবং ১৩৩৩ সনের ১লা শ্রাবণ হইতে ভাল ফাইলে ভাউচার সমূহ আঁটা দিয়া আটিয়া রাখা হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(গ) প্রদর্শিত বার্ষিক হিসাব ভালরূপে না দেখিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না, তজ্জন্য তাহা আগামী কল্য পর্য্যন্ত স্থগিত থাকুক এবং আগামী কল্য প্রাতে ৮ঘটিকার সময় এই স্থানেই পুনরায় এই সভা মিলিত হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৩য় প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা বি, এল, মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী—ম্যানেজার রামঝোরা, টি-এষ্টেট, পোঃ হাণ্টুপাড় জেঃ জলপাইগুড়ী (বার্ষিক ৬৲)

„ দেবেশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা ৫৫নং হরীশ মুখার্জ্জী রোড্ (বার্ষিক ৪৲)

„ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৯।১ চাউলপট্টি রোড্ ভবানীপুর

৪র্থ প্রস্তাব। আগামী ৯ই শ্রাবণ (২৫শে জুলাই ১৯২৬) রবিবার শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ দেব মহাশয়ের বিডনষ্ট্রীটস্থ ভবনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বার্ষিক অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাব সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৫ম প্রস্তাব। পাবনা জজকোর্টে উপবীতী কায়স্থগণের বিরুদ্ধে এক পুরোহিত ব্রাহ্মণ যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন তদ্বিষয়ক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার মহাশয়ের পত্র সভায় পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা এম, এ, বি, এল এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি, এল মহাশয়দ্বয় কাগজ পত্র দেখিয়া আইন সম্মত যে উপদেশ হয় তাহা প্রদান করিবেন।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব বিবিধ (ক)। আগামী বর্ষে সভার কার্য্য পরিচালনবিষয়ে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের পত্র পঠিত হইলে আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি গঠন এবং কর্ম্মচারিনির্ব্বাচন বিষয়ক শাখা সমিতিতে অনুমোদিত তালিকা এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্ম মহাশয়ের অভিমত সম্পাদক মহাশয় সভার গোচর করিলেন। তদ্বিষয় আলোচিত হইয়া অধিকাংশ সভ্যের মতে স্থির হইল বর্ত্তমান নিয়মানুসারে সভার সম্পাদক দুইজন না করিয়া একজন করা হউক।

(খ) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্ম বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়কে সম্পাদক মনোনীত করা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কে, সি, দেববর্ম্মা সি, আই, ই মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং সকলে তাহা অনুমোদন করেন।

(গ) সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করেন যে সভার সম্পাদক ও পত্রিকা-সম্পাদক উপবীতী কায়স্থ সভ্যগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করা হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(ঘ) শ্রীযুক্ত কে, সি, দেববর্ম্মা সি, আই, ই মহাশয় পত্রিকা-সম্পাদকীয় সমিতিতে (Editorial Boardএ) যে কয়টী নাম দিয়াছেন তৎসহ গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নাম যোগ করার প্রস্তাব সম্পাদক মহাশয় করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলেন—কেবল সম্পাদকীয় সমিতির উপর নির্ভর করা সঙ্গত নহে, কারণ ৫ জনের দায়িত্ব কাহারও দায়িত্ব নহে, অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় পত্রিকার সম্পাদক নিয়োগ করা সঙ্গত বোধ হয়। অধিকাংশের মতে কেবল সমিতি থাকাই স্থির হয়।

(ঙ) শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট্-ল মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি, এল্ মহাশয় আগামী বর্ষের আয়ব্যয়পরীক্ষক (Auditor) মনোনীত হইলেন। তিনি কলিকাতায় থাকেন না বলিয়া আপত্তি করায় শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা এম, এ, এ এস্ মহাশয়কে আয়ব্যয়-পরীক্ষক সর্ব্বসম্মতিক্রমে মনোনীত করা হইল।

এইরূপে সংশোধিত আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ও কর্ম্মচারি-বর্গের তালিকা আগামী বার্ষিক সভায় উপস্থিত করা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল।

এই পর্য্যন্ত সভা হইবার পরে আগামী ৩রা শ্রাবণ সোমবার দিবস বেলা ৮ ঘটিকার সময় অন্যান্য কার্য্যাদির নিমিত্ত এই সভা স্থগিত করা হয়।

পূর্ব্বদিনের স্থগিত সভার অধিবেশন

(Adjourned Meeting)

(৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৩, ১৯শে জুলাই, ১৯২৬ সোমবার)

স্থান ৮নং বিশ্বকোষ ভবন, সময় প্রাতে ৮ ঘটিকা।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা

" যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি, এল্

" নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার্-এট্-ল

" গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার

" নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিহেতু শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি, এল্ মহাশয় সভাপতি মনোনীত হন।

৭ম প্রস্তাব। সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করেন—(ক) ১৩৩২ সনের ১১ই শ্রাবণ হইতে ১৩৩৩ সনের ৩১শে আষাঢ় পর্য্যন্ত সভার যে সমস্ত দেনা ও পাওনা (liabilities & expected receipt dues) আছে তাহার একটী হিসাব (statement) অদ্যই প্রস্তুত করা হউক এবং তাহা বার্ষিক হিসাব ও কার্য্য বিবরণীর (annual statement of account & report) এর অন্তর্ভুক্ত করা হউক।

(খ) বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত কায়স্থ-পত্রিকা বিশেষ চেষ্টা করিয়া শ্রাবণ মধ্যে প্রকাশ করা হউক এবং সেই বাবতে এবং অন্য সমুদয় দেনা প্রভৃতি (liabilities) বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ পরিস্কার করিয়া আগামী বর্ষের সম্পাদক মহাশয়ের হস্তে কার্য্যভার দেওয়া হউক এবং উক্ত দেনা পরিশোধের জন্য যে পরিমাণ টাকার আবশ্যক তাহা আপাততঃ চিত্রগুপ্তভাণ্ডার হইতে হাওলাত লওয়ার অধিকার সম্পাদক মহাশয়কে দেওয়া হউক। শ্রীযুক্ত নীতীশ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট-ল মহাশয় প্রস্তাব সমর্থন করিলে, তৎপর সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন—চিত্রগুপ্তভাণ্ডারের টাকার মধ্যে তাঁহার নিজনামে সেভিং ব্যাঙ্কে ২০০৲

টাকা জমা আছে এবং তাঁহার হস্তে ১২৭।৵১০ পাই আছে, এই ৩২৭।৵১০ পাই দ্বারা উক্ত মন্তব্যানুযায়ী সমস্ত কার্য্য করা সম্ভব হইবে না। তৎপর স্থির হইল শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে চিত্রগুপ্তভাণ্ডারের বিল্ডিং ফণ্ডের যে ১১০০৲ টাকা ইম্পিরিয়াল সেভিং ব্যাঙ্কে জমা আছে তাহার সুদ আদায় করিয়া সম্পাদক মহাশয়ের নিকট সত্বর পাঠাইবার জন্য কিরণ বাবুকে এবং রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয়ের নামে যে কোম্পানীর কাগজ ও ওয়ারবণ্ড আছে তাহার সুদ আদায় করিয়া পাঠাইবার জন্য তৎপুত্র শ্রীযুক্ত রায় ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয়কে অনুরোধ করা হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(গ) প্রচার, চিত্রগুপ্ত পূজা, ছাত্রসাহায্য প্রভৃতি বাবতে বিশেষ দান যে যাহা করেন তাহা বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করার নিয়ম করা হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(ঘ) উক্ত দেনা পাওনার হিসাবাদি দেখিয়া বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব পাশ করা ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য এই সভা আগামী কল্য বেলা ৮টা পর্য্যন্ত স্থগিত থাকুক এবং তৎসময়ে ভবানীপুর হরীশ মুখার্জ্জি রোডে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু এম, এ, বি, এল্, মহাশয়ের বাড়ীতে মিলিত হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

এই সভার নির্দ্দেশ মতে ৪ঠা শ্রাবণ শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি, এল্, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা এম্ এ, বি, এল্ ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয়গণ উক্ত হিসাব পত্র পরীক্ষা করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বি, এল, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা এম, এ, বি, এল, ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু, এম, এ, বি, এল, অডিটার, সভার বার্ষিক জমা খরচ এবং চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের বার্ষিক জমা খরচ সহি করিয়া দেন।

শ্রীবসন্তকুমার বসু

সভাপতি।

সম্পাদক

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা

পঞ্চবিংশবার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির

১ম অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ।

১৬ই শ্রাবণ, ১৩৩৩ (১লা আগষ্ট ১৯২৬) রবিবার অপরাহ্ন ২ ঘটিকা।

স্থান—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বর্ম্ম মহাশয়ের বাটী, ৮নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার বসু বর্ম্ম এম, এ, বি, এল্।
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ বসু বর্ম্ম রায় চৌধুরী, সহকারী সভাপতি,
শ্রীযুক্ত লেফ্‌ট্যানেণ্ট সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক এম, এস্‌-সি, বি, এল, সহযোগী সম্পাদক
শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি, এল, সম্পাদক .
শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন
শ্রীযুক্ত রসিক লাল দেব বর্ম্মা
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস দেব বর্ম্ম বি, এল, (রসিরহাট)
শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন বসু বর্ম্মা
শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত
শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র গুহ
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, অডিটার
শ্রীযুক্ত মাখন লাল বিশ্বাস বর্ম্মা
শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার দত্ত
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা
শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা এম, এ, বার-এট-ল।
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা বি, এ, এফ, এচ্‌, এস্‌, রায় সাহেব।
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন
শ্রীযুক্ত শচীনাথ বসু রায় চৌধুরী (জমিদার, অলোয়া) দর্শক
শ্রীযুক্ত মাখন লাল ধর বর্ম্মা, প্রচারক।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা এম, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতিপদে বৃত হন।

১ম নির্দ্ধারণ। গত অধিবেশন ও তাহার স্থগিত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পাঠ করা হইল।

কার্য্যবিবরণী পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন, গত অধিবেশনের আহ্বানপত্রে আলোচ্য বিষয়ের তালিকায় বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত করার জন্য নূতন কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি গঠনের কথা উল্লিখিত হয় নাই। এইরূপ গুরুতর বিষয় আলোচ্যবিষয়তালিকায় লিখিত না হইলে সভাতে তাহার আলোচনা হইতে পারে না। যাহা হউক যখন তদ্বিষয়ে আলোচনা ও নির্দ্ধারণ হইয়াছে তখন ষষ্ঠ প্রস্তাবে উল্লিখিত সংশোধিত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ও কর্ম্মচারিগণের তালিকা কার্য্যবিবরণমধ্যে সন্নিবেশ করা উচিত ছিল। তাহা না হইলে এই কার্য্যবিবরণ গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

সভাপতি মহাশয় ও শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন মহাশয় এই আপত্তি সমর্থন করেন। পরে আলোচনান্তে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—(ক) বিগত-কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আহ্বানপত্রে আলোচ্য বিষয়ের তালিকায় ষষ্ঠ প্রস্তাবের আলোচিত বিষয়ের উল্লেখ ছিল না, ইহা অন্যায় হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই প্রকার ও অন্যান্য গুরুতর বিষয়ের আহ্বানপত্রের বিষয়তালিকায় উল্লেখ থাকা দরকার।

(খ) বিগত অধিবেশনের ষষ্ঠ প্রস্তাবে উল্লিখিত সংশোধিত কার্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ও কর্ম্মচারিগণের নামের তালিকা নির্দ্ধারণ-বহিতে লিপিবদ্ধ করা হউক এবং তদ্রূপে সংশোধিত কার্য্যবিবরণী মঞ্জুর ও গ্রহণ করা হউক।

২য় নির্দ্ধারণ। নূতন সভ্য ও শাখাসমিতি মনোনয়ন।

(ক)—[১] নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হউক।

শ্রীযুক্ত যামিনী কুমার বসু, মাকরাপাড়া টী এষ্টেট্‌
পোঃ মাকরাপাড়া, জলপাইগুড়ী,
শ্রীযুক্ত শচীনাথ বসু রায় চৌধুরী, জমিদার অলোয়া,
পোঃ কাগমারী, ময়মনসিংহ।
প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বি, এল,
সমর্থক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার

[২] শ্রীযুক্ত তারকনাথ মিত্র, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, হরিচরণ মিত্র, যতীন্দ্রনাথ মিত্র, চারুচন্দ্র মিত্র, কেশবলাল বসু, অক্ষয়কুমার বসু, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও উপেন্দ্রনাথ মজুমদার, গ্রাম ও পোঃ রতনপুর, খুলনা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও ফণিভূষণ ঘোষ, ধনবাড়ীয়া, খুলনা।

শ্রীযুক্ত জলধর ঘোষ (ডাক্তার), ভূপেন্দ্রনাথ দাস ও পুলিনবিহারী ঘোষ, গড়মুকুন্দপুর, খুলনা।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব বর্ম্মা বিশ্বাস বি, এল, উকিল, বসিরহাট

সমর্থক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

(খ) জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত বাজিতপুর আর্য্যকায়স্থসমিতি বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার শাখাসমিতিরূপে গৃহীত হউক।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা, প্রচারক।

সমর্থক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৩য় নির্দ্ধারণ। ১লা শ্রাবণ হইতে ১৬ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত আয়ব্যয়ের হিসাব কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় উপস্থিত করিলে আয়ব্যয়পরীক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় তাহা পরীক্ষা করেন। তৎপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা মঞ্জুর ও গৃহীত হয়।

৪র্থ নির্দ্ধারণ। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার রেজিষ্ট্রেশন জন্য যে memorandum and articles of association & rules of association দাখিল করা হইয়াছিল তাহার certified copy লওয়া হউক এবং রেজিষ্ট্রেশন বিবরণ ও আবশ্যক সংশোধন সহ তাহা মুদ্রিত করিয়া সভ্যগণকে বিতরণ করা হউক।

৫ম নির্দ্ধারণ। সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ বসু বর্ম্ম রায় চৌধুরী মহাশয়ের, বসিরহাটের শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব বর্ম্ম বিশ্বাস মহাশয়ের এবং কলিকাতার ২৬৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্ম মহাশয়ের পত্রগুলি পঠিত ও আলোচিত হইল। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় যজ্ঞোপবীত গ্রহণ না করায় তাহার কায়স্থপত্রিকার সম্পাদক (editor) পদে নিয়োগ বিষয়ে বিশেষ আপত্তি জানাইয়া তাঁহারা কলিকাতা ও মফস্বল হইতে পত্রদ্বারা সভাকে তৎপ্রতিকারার্থে অনুরোধ করিয়াছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে অবিলম্বে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হউক এবং যদি তিনি বিশেষ কোন কারণ বশতঃ এই অনুরোধ রক্ষা করিতে অপারগ হয়েন তবে তাঁহাকে সভার মঙ্গলের জন্য পত্রিকাসম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করা হউক। আরও স্থির হইল যে সভার সম্পাদক মহাশয় বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতিমহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাবিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন।

৬ষ্ঠ নির্দ্ধারণ। বৃত্তিভোগী সহকারিসম্পাদক নিয়োগ। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে মাসিক ১০০৲ বৃত্তিতে ১লা আগষ্ট তারিখ হইতে বৃত্তিভোগী (paid wholetime) সহকারি-সম্পাদকপদে নিযুক্ত করা হউক। বর্ত্তমান কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন বসু বর্ম্ম মহাশয়কে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ পদে রাখা হইবে, তৎপর ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ন্যূনাধিক ২০৲ টাকা বেতনে একজন কর্ম্মচারী (clerk) সভার অফিসের জন্য নিযুক্ত করা হইবে।

৭ম নির্দ্ধারণ। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে মাসিক ১০০৲ টাকা বৃত্তিতে প্রচারকপদে নিযুক্ত করা হইবে, তিনি যে তারিখে কার্য্যে যোগদান করিবেন সেই দিন হইতে তিনি উক্ত বৃত্তি পাইবেন।

৮ম নির্দ্ধারণ। শ্রীযুক্ত রতননাথ দত্ত মহাশয় বার্ষিক অধিবেশনের কোন কোন কার্য্য নিয়মবিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পঠিত ও আলোচিত হওয়ার পর স্থির হইল যে অদ্যকার সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার বসু বর্ম্ম মহাশয়ের নির্দ্দেশমতে সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পত্রের উত্তর দিবেন এবং শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় তাঁহাকে এই বিষয়ে মৌখিক সদুত্তর প্রদান করিবেন।

৯ম নির্দ্ধারণ। সভার কার্য্যালয়ের স্থান সম্বন্ধে আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে স্থির হইল যে আপাততঃ তিনমাসের জন্য সভার কার্য্যালয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ৫৫নং হরীশ মুখার্জ্জি রোড—ভবানীপুরের বাড়ীতে রক্ষা করা হউক। তৎপর কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে সভার অবস্থানুযায়ী সুবিধা-জনক একটী বাড়ী ভাড়া লইয়া সভার কার্য্যালয় তথায় স্থানান্তর করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১০ম নির্দ্ধারণ। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করেন—কার্য্য-নির্ব্বাহকসমিতির যে সকল সভ্যের চাঁদা বাকী আছে তাহাদিগকে জানান হউক যে ১৫দিন মধ্যে তাঁহারা বাকী চাঁদা পরিশোধ করুন, নতুবা সভার নিয়মানুসারে তাঁহাদের নাম কর্ত্তন করিতে হইবে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

১১শ নির্দ্ধারণ।—

(ক) সভার বর্ত্তমান নিয়মাদির কোন কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে সম্পাদকমহাশয় যে লিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া মন্তব্য অবধারণের জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া একটী শাখাসমিতি গঠিত হইল—

(১) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা।
(২) ,, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
(৩) ,, সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক।
(৪) ,, নীতীশ-চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
(৫) মাননীয় কিরণ চন্দ্র দেব বর্ম্মা।
(৬) সম্পাদক ও (৭) সভাপতি—Ex-officio.

তিনজনে কোরম্ হইবে।

(খ) বর্ত্তমান নিয়মাবলীর সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটী শাখাসমিতি গঠিত হইল।

(১) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন।
(২) ,, সুরেশচন্দ্র গুহ।
(৩) ,, মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা।
(৪) মাননীয় কে, সি, দেব বর্ম্মা।
(৫) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
(৬) ,, মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা।
(৭) ,, প্রবোধকুমার দত্ত।
(৮) ,, কিরণচন্দ্র দত্ত।
(৯) ,, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
(১০) সম্পাদক ও (১১) সভাপতি—Ex-officio

তিনজনে কোরম্ হইবে।

অতঃপর সভাপতিমহাশয়কে ধন্যবাদান্তে সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক

শ্রীকিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা
সভাপতি

শ্রীকালীগোপাল নন্দী। কোন্নগর।

কায়স্থ-পত্রিকা

২৫শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ—১৩৩৩ { ৯ম সংখ্যা

বরপণ ও কন্যাদায়। *

অধুনা বঙ্গদেশের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে এবং বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে কায়স্থ-সমাজে যে বরপণপ্রথা চলিতেছে একশত বৎসর পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল না, এবং ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও তাহার এমন কঠোরতা ছিল না। এই পণ-প্রথা নারীজাতির অবমাননাস্বরূপ। কন্যার পিতা বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা কন্যা দান করিতেছেন, বর এই অমূল্য দান গ্রহণ করিতেছেন, এই শ্রেষ্ঠ দান প্রাপ্ত হইয়া তিনি সৌভাগ্যশালী হইতেছেন, ইহাতেই তাহার পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত। তদুপরি স্নেহপরবশ পিতা কন্যা ও জামাতাকে তাহাদের নব দাম্পত্য-জীবনের ও চিরকালের সুখের জন্য আরও কত বসনভূষণ, শয্যাদ্রব্য, তৈজসপত্র-দান করিতেছেন। বরের আজ অসীম সৌভাগ্য, অপার আনন্দ বোধ করা উচিত। এমন দিন ছিল যখন বর এই মহাদান প্রাপ্ত হইয়া নিজকে ভাগ্যবান্ ও চরিতার্থ মনে করিত, বরের মাতাপিতাও নববধূকে ঘরে আনিয়া আনন্দে বিভোর হইতেন। কিন্তু আজ আর সে দিন নাই, এখন বর কন্যাগ্রহণে নিজকে

---

* ১৩৩২ সনের চৈত্রমাসে "টাঙ্গাইল কায়স্থ-সম্মিলনী"তে যাইয়া ২৪শে চৈত্র তথাকার এক সভায় আমি এতদ্বিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম তাহার সার মর্ম্ম শাস্ত্রীয় বিচারসহ পত্রিকায় প্রকাশ করিতে আমাকে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্ম মজুমদার মহাশয় তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। অতএব আমার স্মারক পুস্তিকা অবলম্বনে সেই বক্তৃতার মর্ম্ম এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম। আমার মত সকলেই অনুমোদন করিবেন এমন আশা করিতে পারি না। কৃতবিদ্য বন্ধুগণ সমালোচনা দ্বারা সত্যনির্ণয়ে সহায়তা করিলে বাধিত হইব।

প্রবন্ধ-লেখক।

কিছুমাত্র লাভবান্ মনে করেন না, পত্নীর সহিত কতগুলি নগদ টাকা এবং কি পরিমাণ স্বর্ণ ও মণিমুক্তাদি আদায় হইল তদ্দ্বারাই মাত্র স্বকীয় লাভের গণনা করেন। বরের মাতা ও পিতা এই লাভালাভের বিচার আরও নিপুণভাবে করেন। যতই পান না কেন, তাঁহাদের বদনে আনন্দের রেখাপাতও হয় না। বস্তুতঃ কন্যাটি যেন ঐ সকল অবশ্য প্রাপ্য ধনের সহিত **ফাও** মাত্র আসিয়াছে এবং সেই অকিঞ্চিৎকর কেহ-নিতে-চায়না জীবটিকে গ্রহণ করিয়া তাহারা যেন কন্যার পিতাকে কতই অনুগৃহীত করিয়াছেন, কত বড় **দায়** হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন! এজন্যই বলিতেছি এই পণপ্রথা নারীজাতির অবমাননা। নারীজীবন এই ভাবে ধিক্কৃত ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া সমগ্র জাতিকেই অবসাদগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। মাতৃজাতির এই অবমাননা আমাদের জাতির দেহে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়া ভবিষ্য বংশধরগণের মাতৃ-ক্রোড়ে পরমা স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহের সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার পথ কণ্টকিত করিয়া জাতির যে মহা অকল্যাণ আনয়ন করিতেছে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই আজ তাহা উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রতিকারসাধনে অবহিত হওয়া উচিত। আমি বিশ্বাস করি নারীজীবন ও শিশুজীবনকে আনন্দময় ও স্ফূর্ত্তিপূর্ণ রাখিতে যে জাতি যে পরিমাণে সমর্থ হইবে সেই জাতির ভবিষ্যৎ ততই উজ্জ্বল হইবে।

এমন দিনও ছিল যখন আর্য্যকুমার বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া সমাবর্ত্তন সংস্কার করিয়া গুরুর অনুমতি ক্রমে দারপরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে যাইয়া বলিতেন—আমি অধীতবেদ, আমার ভার্য্যাগ্রহণের কাল উপস্থিত হইয়াছে, আপনি কি আমাকে কন্যাদান করিবেন? তখন কোন ক্ষত্রিয়কন্যা স্বয়ম্বরা হইবেন ঘোষিত হইলে শত শত ক্ষত্রিয়কুমার তাহার পাণি-গ্রহণ-লালসায় ভারতের সকল দূর প্রান্ত হইতে স্বয়ম্বর-সভার প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কন্যার সমক্ষে আপন আপন শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতে শ্লাঘা বোধ করিতেন। তখন কন্যারই বরং মূল্য ছিল। কন্যার পিতাকে গো-মিথুন প্রদান করিয়া কন্যাগ্রহণের প্রথা ঋষিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহারই নাম আর্ষ বিবাহ। এই কন্যাশুল্ক বোধ হয় ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সমাজের বিশেষ অকল্যাণকর হইয়া উঠিয়াছিল; তখনই মনুবচন রচিত হইল—"তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী"। তখন আবার কন্যাপণ দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইল এবং বরকে আমন্ত্রণ করিয়া সবস্ত্রা সালঙ্কারা কন্যাদানই শ্রেষ্ঠ বিবাহ বলিয়া গণ্য হইল। তখন ঋষিরা ভাবিতে পারেন নাই এদিনে, এই কলিনামধেয়

যুগের পঞ্চসহস্র বৎসর অতীত হইলে এমন ভয়াবহ বরপণ প্রচলিত হইবে, রূপবতী ও গুণবতী কন্যাকেও বিবাহ দিতে না পারিয়া কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা দ্বারে দ্বারে গলবস্ত্র হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, আর কন্যা তাহার জন্য পিতামাতা ও ভ্রাতাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে উদ্যত দেখিয়া স্বীয় নারীজীবনে শত ধিক্কার দিয়া, পরিহিত বস্ত্র তৈলসিক্ত করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগপূর্ব্বক আগুনে পুড়িয়া আত্মহত্যা করিয়া নিজের ও আত্মীয়গণের সকল জ্বালাযন্ত্রণার অবসান করিবে! তাহা ভাবিতে পারিলে পূর্ব্বঋষিগণ এই বরপণের বিরুদ্ধে ২।৪টি কথা নিশ্চয়ই লিখিয়া যাইতেন।

বর্ত্তমানে কন্যাদায় বলিয়া যে সংস্কার বা প্রথা সমাজে চলিতেছে তাহাও অভিনব। এই সংস্কারই বরপণের জনক এবং বর্ত্তমান নারীজীবনের বিবিধ দুর্গতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী। সার্দ্ধ চতুঃশতবর্ষ পূর্ব্বে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রচার করিলেন—অষ্টবর্ষা কন্যাদানই প্রশস্ত, তাহাই মহাপুণ্যজনক, আর দশমবর্ষেও কন্যা পাত্রস্থা না করিলে পিতামাতা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের ভয়াবহ নরক-ভোগ করিতে হইবে। রঘুনন্দনের মত যতই প্রচারিত হইতে থাকিল ততই অষ্টমবর্ষে কন্যাদান করিয়া গৌরী-সম্প্রদানের বা নবমবর্ষে বিবাহ দিয়া রোহিণী-দানের মহাপুণ্য সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা বাড়িতে লাগিল, পক্ষান্তরে দশমবর্ষমধ্যে কন্যাদানে অসমর্থতাজনিত নরকভোগের আশঙ্কাও বাড়িতে থাকিল, কন্যা গৃহে ঋতুমতী হইলে পিতৃপুরুষগণকেও মাসে মাসে সেই শোণিত পান করিতে হইবে, এই মহাপাপের চিন্তায় শাস্ত্রবিশ্বাসী ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ উদ্বিগ্ন হইলেন। এই রূপে কন্যাদায়ের সৃষ্টি হইল, দশমবর্ষ মধ্যে কন্যাদান করিতেই হইবে, নতুবা মহাপাপ, এই বিশ্বাস সমাজের চিত্ত অধিকার করিল। কন্যাকে পাত্রস্থা করিবার ব্যস্ততা যেমন বাড়িয়া চলিল, কন্যালাভের জন্য আগ্রহ ততই কমিয়া আসিল। তাহারই বিষময় ফল আজ আমরা ভোগ করিতেছি।

ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজি-শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণের—ইংরেজের দরবারে ও বিষয়কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিপত্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অনেক ধনবান্ ব্যক্তি অত্যধিক পণ দিয়া ঐ রূপ জামাতা লাভের জন্য লালায়িত হওয়াতে বরপণ ইংরেজ রাজত্বেই অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে একথা মিথ্যা নহে। কিন্তু কন্যাদায়ের সংস্কার বদ্ধমূল না হইলে এই প্রথার উদ্ভবই হইত না। জগতের সর্ব্বাংশেই উত্তম বরের সহিত কন্যাকে বিবাহ দিবার আকাঙ্ক্ষা মাতাপিতার মনে বলবতী হইয়া থাকে। কিন্তু আর কোন দেশে ত এই পণপ্রথার সৃষ্টি হয় নাই। যোগ্যপাত্র যখন মিলিবে তখন কন্যার বিবাহ হইবে, যদি না মিলে বিবাহ হইবে না, বরং কন্যা

চিরকুমারী থাকিবে—ইহাই অপরাপর জাতির নিয়ম। এই নিয়ম আছে বলিয়া অন্যান্য দেশে পণপ্রথার উদ্ভব হয় নাই।

ভারতেও এককালে এইরূপ নিয়ম ছিল। তাহা প্রমাণের জন্য এতদ্বিষয়ক শাস্ত্র ও ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আলোচনা এস্থলে করিতে হইতেছে।

রঘুনন্দন ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা তদূর্দ্ধং তু রজস্বলা॥ ইতি অঙ্গিরাঃ।
পিতুর্গৃহে তু যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
ব্রহ্মহত্যা পিতু স্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা॥ ইতি অত্রিকাশ্যপৌ।
কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যাহপ্রাপ্তা গৃহে বসেত্।
ব্রহ্মহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বরয়েৎ স্বয়ম্॥ ইতি যমঃ।

অঙ্গিরোবচনের অর্থ :—

অষ্টবর্ষা কন্যা গৌরীসদৃশা এবং নববর্ষা রোহিণীতুল্যা, অর্থাৎ ইহাদের দানে গৌরীদান ও রোহিণীদানের ফল লাভ হয়। দশমবর্ষীয়াকে কন্যকা বলে, তাহাকে দান করিলে সাধারণ কন্যাদানের ফলমাত্র লাভ হয়। তদপেক্ষা অধিক বয়স হইলে সেই কন্যাকে রজস্বলা মনে করিতে হইবে। অত্রি ও কাশ্যপের বাক্য এই যে বিবাহ দ্বারা সংস্কৃতা হওয়ার পূর্ব্বে যদি কন্যা পিতার গৃহে রজোদর্শন করে তবে তাহার পিতার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে এবং সেই কন্যা ঘৃণিতা শূদ্রা হইয়া যাইবে। যমবাক্য এই যে—কন্যা পাত্রস্থা না হইয়া বার বৎসর পিতার গৃহে থাকিলে পিতার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে এবং সেই কন্যা স্বয়ং পতিনির্ব্বাচন করিবে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রচলিত অত্রি, যম ও অঙ্গিরঃসংহিতায় এই সকল বচন দৃষ্ট হয় না। কাশ্যপ সংহিতা নামে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের সন্ধান এ যাবৎ পাই নাই। উদ্ধৃত প্রথম শ্লোকটী "বঙ্গবাসী"-সংস্করণের পরাশর-সংহিতায় ও সম্বর্ত্ত-সংহিতায় যোজিত হইয়াছে, কিন্তু রঘুনন্দন এই দুই সংহিতার উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ এ সকল প্রাচীন ঋষিদের বচন নহে, দেশের অন্ধকার-যুগে ইহা রচিত এবং ঋষিদের নামে প্রচলিত হইয়াছে।

কিরূপ বয়সে কন্যাকে পাত্রস্থা করিতে হইবে এবং গৌরী ও রোহিণী কাহাকে বলে পরলোকগত সত্যব্রত সামাশ্রমী মহাশয়ের প্রকাশিত গোভিল-গৃহ্যপরিশিষ্টে তাহা নিম্নোক্তরূপ দৃষ্ট হইতেছে :—

নগ্নিকাং তু বদেৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ।
ঋতুমতী ত্বনগ্নিকা তাং প্রযচ্ছেত্ত্বনগ্নিকাম্॥ ১৭।
অপ্রাপ্তরজসা গৌরী প্রাপ্তে রজসি রোহিণী।
অব্যঞ্জিতা ভবেৎ কন্যা কুচহীনা তু নগ্নিকা॥ ১৮।
ব্যঞ্জনৈস্তু সমুৎপন্নৈঃ সোমো ভুঞ্জীত কন্যকাম্।
পয়োধরৈস্তু গন্ধর্ব্বা রজস্যগ্নিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৯।
তস্মাদব্যঞ্জনোপেতাং অরজা মপয়োধরাম্।
অভুক্তাঞ্চৈব সোমাদ্যৈঃ কন্যকাম্ন প্রশস্যতে॥ ২০।

কন্যা যাবৎ ঋতুমতী না হইবে তাবৎ তাহাকে নগ্নিকা (নগ্না বা উলঙ্গ-ভাবযুক্তা) বলে, ঋতুমতী হইলে কন্যা অনগ্নিকা (লজ্জাযুক্তা) হইল। এই ঋতুমতী অনগ্নিকা কন্যাকেই সম্প্রদান করিবে॥ ১৭।

কন্যা রজোবতী না হইতে তাহার নাম গৌরী—রজোবতী হইলে তাহার নাম রোহিণী, যাবৎ নারীলক্ষণ পরিদৃষ্ট না হয় তাবৎ সে কন্যা এবং কুচযুগল উত্থিত না হওয়া পর্য্যন্তই নগ্নিকা॥ ১৮।

সমুৎপন্ন-নারীলক্ষণসমূহ দ্বারা সোম কন্যাকে ভোগ করেন, পয়োধারণক্ষম কোষসমূহ দ্বারা গন্ধর্ব্বেরা কন্যাকে ভোগ করেন, শোণিতনির্গমে অগ্নি ভোগ করেন। অর্থাৎ ওষধিনাথ সোমের শীতকিরণে যেমন ওষধিবৃক্ষলতাসমূহ পুষ্ট হইয়া ফলগর্ভ ধারণের যোগ্য হয়, তদ্রূপ সোমের প্রভাবে কন্যাগণ সকল অঙ্গের পূর্ণতা লাভ করিয়া নারীলক্ষণবিশিষ্টা হয়, তৎপর বিলাসের অধিষ্ঠাতৃদেব গন্ধর্ব্বদের প্রভাবে পয়োধরকোষ সকল সঞ্জাত হয়, তারপর তেজোময় অগ্নি-দেবের প্রভাবে রজোনির্গম হয়। প্রথমে দেবগণ কন্যাকে এইরূপে প্রস্তুত করিয়া মানবপতির সাহচর্য্যের যোগ্য করিয়াদেন॥ ১৯।

অতএব অপ্রাপ্তনারীলক্ষণা, অরজোবতী, অপয়োধরা এবং সোমাদি দেব-গণের অভুক্তা কন্যাকে বিবাহ করিবে না। ২০।

এই গোভিল-বচন নিম্নোদ্ধৃত ঋগ্বেদীয় মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনিমাত্র :—

সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ব্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়ো হগ্নিস্তে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ॥ ম১০।৮৫।৪০
সোমো দদদ্ গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বো দদদগ্নয়ে।
রয়িং চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্ম্মহ্যমথো ইমাম্॥ ম ১০।৮৫।৪১

প্রথমে (ভোগেচ্ছা উপজাত না হইতে) সোম কন্যাকে ভোগ করেন, অর্থাৎ

সোমের কর্ষণভূমি রূপে কন্যা অবস্থান করেন, তদনন্তর গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু ভোগ-করেন অর্থাৎ বিলাসবাসনা সঞ্জননের ক্ষেত্ররূপে গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসুর কর্ষণযোগ্য থাকেন,—কন্যার তৃতীয় পতি (পূর্ণযৌবনলক্ষণে) অগ্নি, তৎপরে তাহার মানবপতি হইয়া থাকে।

সোম গন্ধর্ব্বকে দান করেন, গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দান করেন, তৎপর ইহাকে (কন্যাকে) অগ্নি আমাকে (বরকে) দান করেন এবং তৎসহ ধন ও পুত্র সকলই দান করেন।

এইরূপ দেবদত্তা ভার্য্যাই মানবপতি গ্রহণ করিবে। "অষ্টবর্ষা" প্রভৃতি বচন বেদবিরুদ্ধ সুতরাং অগ্রাহ্য।

অতঃপর আমরা এতদ্‌বিষয়ক মনুবচনের আলোচনা করিব:—

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাৎ যথাবিধি ॥ ৮৮।
কামমামরণাত্তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেৎ তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥ ৮৯।
ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধং তু কালাদেতস্মাৎ বিন্দেত সদৃশং পতিম্ ॥ ৯০।
অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ম্।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি ॥ ৯১।
অলঙ্কারং নাদদীত পিত্র্যং কন্যা স্বয়ংবরা।
মাতৃকং ভ্রাতৃদত্তং বা স্তেনা স্যাদ্ যদি তং হরেৎ ॥ ৯২।
পিত্রে ন দদ্যাৎ শুল্কন্তু কন্যামৃতুমতীং হরন্।
স হি স্বাম্যাদতিক্রামেৎ ঋতূনাং প্রতিরোধনাৎ ॥ ৯৩।
ত্রিংশদ্‌বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বিদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষো দ্বাষ্টবর্ষাং ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ ॥ ৯৪।
দেবদত্তাং পতির্ভার্য্যাং বিন্দতে নেচ্ছয়াত্মনঃ।
তাং সাধ্বীং বিভৃয়ান্নিত্যং দেবানাং প্রিয়মাচরন্ ॥ ৯৫। ৯ম অধ্যা

কন্যা প্রাপ্তরজসা না হইলেও যদি উৎকৃষ্ট, রূপবান্, সদৃশ বর পাওয়া যা তবে সেই বরে যথাবিধি কন্যা সম্প্রদান করিবে ॥ ৮৮।

কন্যা ঋতুমতী হইয়াও বরং আমরণ পিতৃগৃহে থাকিবে, তথাপি তাহাকে কদাচ গুণহীন বরে অর্পণ করিবে না ॥৮৯।

কন্যা ঋতুমতী হওয়ার পরে ৩ বৎসর কাল দেখিবে পিত্রাদি তাহাকে পাত্রস্থা করেন কি না, তৎপরে কন্যা স্বয়ং পতি নির্ব্বাচন করিবে ॥৯০।

পাত্রস্থা করা হইতেছে না দেখিয়া যদি কন্যা স্বয়ং বর নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহিতা হয়, তাহাতে সে কিছুমাত্র পাপভাগিনী হইবে না যে তাহাকে বিবাহ করিবে তাহারও কোন পাপ হইবে না ॥৯১।

স্বয়ংবরা কন্যা পিতৃদত্ত, মাতৃদত্ত বা ভ্রাতৃদত্ত কোন অলঙ্কার গ্রহণ করিবে না করিলে তাহা চৌর্য্য সদৃশ হইবে ॥৯২।

এরূপ ঋতুমতী কন্যাকে হরণ করিয়া তাহার পিতাকেও বর কোন শুল্ক দিবেনা, কারণ কন্যার বহু ঋতুপ্রতিরোধ হেতু তিনি তাহার পালনজনিত স্বামিত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন ॥৯৩। ত্রিংশদ্‌বৎসর বয়স্ক যুবক মনোজ্ঞা বিংশবর্ষীয়া কন্যা বিবাহ করিবে এবং (ত্রি-অষ্ট) ২৪ বৎসর বয়স্ক যুবক (দ্বি-অষ্ট) ষোড়শবর্ষীয়া কন্যা বিবাহ করিবে। ত্বরাযুক্ত হইয়া অল্পতর বয়সে বা অল্পতর বয়সের কন্যা বিবাহ করিলে ধর্ম্মহানি হইবে ॥৯৪।

পতি দেবদত্তা ভার্য্যাকে গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ সোম, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নিদেব কর্ত্তৃক রজোবতী কন্যা মানববরে প্রদত্তা হওয়ার কাল উপস্থিত হইলেই মানবপতি তাহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবে, স্বেচ্ছাচারে অকালে বিবাহ করিবে না। এইরূপে বিবাহিতা সাধুশীলা পত্নীকে সতত ভরণ করিবে এবং তাহার সহিত দেবগণের প্রিয়সাধন করিবে ॥৯৫।

৮৯ শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি বলিতেছেন—"প্রাগৃঋতোঃ কন্যায়া ন দানম্। ঋত্বপি যাবৎ গুণবান্ বরো ন প্রাপ্তঃ॥" অর্থাৎ ঋতু না হইতে কন্যা দান করিবে না, ঋতু হইলেও যাবৎ গুণবান্ বর প্রাপ্ত না হইবে তাবৎ তাহাকে পাত্রস্থা করিবে না। অতএব শ্রেষ্ঠতম আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রমতে কন্যা রজোবতীও প্রাপ্তযৌবনা হইলে এবং যোগ্য বর পাওয়া গেলে তাহাকে বিবাহ দিবে, যোগ্যবর বরং না মিলিবে তাবৎ তাহাকে বিবাহ না দিলেও কোন প্রত্যবায় হইবে না, আমরণ কুমারী থাকিলেও পিতার বা কন্যার কোন পাপ বা পাতিত্য হইবে না।

বর্ত্তমানে যে মনুসংহিতা আমরা পাইতেছি, তাহাতে ৯৪ শ্লোকটি এইরূপ লিখিত আছে:—

ত্রিংশদ্ বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ ॥

এইরূপ পাঠ হইতে পারে না। ইহাতে দ্বি-দশ স্থলে দ্বাদশ (২০স্থলে ১২)

এবং দ্ব্যষ্টবর্ষাং স্থলে অষ্টবর্ষাং (১৬ স্থলে ৮) কন্যার বিবাহের বয়স নিরূপিত হইয়াছে। পূর্ব্ব ও পরের বচনের সহিত এরূপ পাঠের কোন সামঞ্জস্য হয় না। ৮ বৎসর বা ১২ বৎসরের কন্যা দেবদত্তাও হইতে পারে না, প্রাপ্তযৌবনাও হইতে পারে না, এজন্য মেধাতিথি তদীয় ভষ্যে এবং রাঘবানন্দ তদীয় টীকায় এই শ্লোকটিকে স্থানভ্রষ্ট বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা স্থানভ্রষ্ট হয় নাই, বিকৃত হইয়াছে। আমি ভরসা করি চক্ষুষ্মান্ জ্ঞানী ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন যে ইদানীন্তন কালে কোন অভিসন্ধিমূলে "দ্বিদশ" এবং "দ্ব্যষ্টবর্ষাং" এই সঙ্গত পাঠ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তৎস্থলে "দ্বাদশ" ও "অষ্টবর্ষাং বা" এই অসঙ্গত পাঠ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া গৃহ্যসূত্রাদিধৃত বিবাহ-পদ্ধতির বেদমন্ত্রগুলি যাহা এখনও বিবাহে ব্যবহৃত হয়, সে সমুদয়ই কন্যার পূর্ণযৌবনজ্ঞাপক। ঋগ্বেদ ম ১০।৮৫ সূক্ত ও সামবেদীয় কৌথুমী শাখার মন্ত্র-ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহের বহু মন্ত্র গৃহীত হইয়াছে। প্রথম বধূদর্শনে বরের উক্তি, পাণিগ্রহণ-মন্ত্র ও সপ্তপদী-মন্ত্র সমস্তই বধূর যৌবনজ্ঞাপক। সপ্তপদী-মন্ত্রের শেষভাগে বর বধূকে বলিতেছেন—আমি আকাশ, তুমি পৃথিবী, আমি রেতঃ তুমি রেতোধারিণী, আমি মন তুমি বাক্, আমি ঋক্ তুমি সাম, তুমি আমার জীবনব্রতের অনুসঙ্গিনী হও, তুমি আমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা হও, যেন আমরা পুত্র ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা সমৃদ্ধ হইতে পারি।

সকল গৃহ্যসূত্রেই বিবাহের পর চতুর্থী রাত্রিতে চতুর্থী-হোম করার বিধান আছে। সাংখ্যায়ন গৃহ্য, আশ্বলায়ন গৃহ্য, গোভিল সূত্র, আপস্তম্ব সূত্র, পারস্কর গৃহ্য, জৈমিনী, বোধায়ন, হিরণ্যকেশী সকলেই বলিতেছেন—বিবাহের পর ত্রিরাত্রি দম্পতি বেশভূষা করিয়া পরস্পরের নিকটে ভূমিতে শয়ন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিবে, তৎপর দিন মধ্যরাত্রিতে বর-কন্যা চতুর্থী-হোম করিয়া ভোগে রত হইবে। কামসূত্রে আছে—ঐ ৩ রাত্রি পতি পত্নীর সহিত আলাপ করিয়া ঘনিষ্ঠতা করিবে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য অতিক্রম করিবে না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ব্রহ্মচারী বেদপারগ পুত্রলাভের ইচ্ছা করিলে বিবাহের পর ছয় দিন, বার দিন, এক মাস, এক বৎসর বা তদধিক কাল ব্রহ্মচর্য্য করিয়া তবে ভোগে লিপ্ত হইবে। গৃহ্যসূত্র মতে ৪র্থ রাত্রিতে নিশিথে দম্পতী গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসুর আশ্রিত উভয়ের মধ্যবর্ত্তী উড়ুম্বর দণ্ড শয্যাস্থান হইতে সরাইয়া চতুর্থী-হোম করিবেন। মিথঃসমীক্ষণ-মন্ত্রে পত্নী পতিকে বলিতেছেন—তপোজাত, তপোদীপ্ত, জ্ঞানসমৃদ্ধমনা তোমার প্রতি আমি তাকাইয়া আছি, তুমি পুত্রকাম, আমাতে তুমি গর্ভ আধান কর, তুমি

পুত্ররূপে আমাতে প্রজাত হও"। পতিও পত্নীর বাক্যে প্রহৃষ্ট হইয়া তাহাকে যথাযোগ্য উত্তর দিতেছেন। (বোধায়নগৃহ্যসূত্র দেখুন)

অতএব ইহা নিঃসন্দেহ যে যাবৎকাল আর্য্যসমাজে গৃহ্যসূত্র মতে সংস্কারাদি অনুষ্ঠিত হইত তাবৎকাল প্রাপ্তরজসা যুবতীগণেরই বিবাহ হইত, বালিকার বিবাহ কদাচ হইত না

এক্ষণ বৈদিক ও পৌরাণিক কতিপয় উদাহরণের উল্লেখ করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব।

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে সবিতার কন্যা সূর্য্যার বিবাহের কথা আছে। সোম তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইলেন, অশ্বিদ্বয়ও তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইলেন। সূর্য্যা মনে মনে সোমকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছেন জানিয়া সবিতা সোমকেই কন্যা দান করিলেন।

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডলের ৩৯ ও ৪০ সূক্তের ঋষি রাজর্ষি কক্ষীবানের কন্যা ঘোষা। ৪০ সূক্তে ঘোষা বলিতেছেন—আমি ঘোষা নারীলক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া সৌভাগ্যবতী হইয়াছি, আমার বিবাহার্থে বর আসিয়াছে। হে অশ্বিদ্বয়, যে সকল পুরুষ আপন বনিতার প্রাণ অরক্ষণীয় দেখিলে দুঃখে রোদন করে, তাহাদিগকে যজ্ঞ কার্য্যে নিযুক্ত করে, দীর্ঘকাল বাহুপাশে আলিঙ্গন করে, সন্তানোৎপাদন করিয়া পিতৃলোকের যজ্ঞে নিয়োজিত করে, সেই সকল বনিতাই পতির আলিঙ্গনে আনন্দিতা হয়। হে অশ্বিদ্বয়, আমি সেই সুখ অবগত নহি, তোমরা তাহা সম্যক্ বর্ণন কর। যুবা ও যুবতী পত্নী মিলিত হইয়া কিরূপ সুখ ভোগ করে আমাকে তাহা বুঝাইয়া দেও। যেন অনুরক্ত বলিষ্ঠ স্বামীর গৃহে গমন করিতে পারি ইহাই প্রার্থনা করি"।

ঘোষা বিবাহের পূর্ব্বেই ঋষি হইয়াছেন, তাঁহার যখন বিবাহের সময় হইল তখন তিনি নারীলক্ষণপ্রাপ্তা যুবতী। অতএব প্রাচীনতম আর্য্যসমাজে প্রাপ্তবয়স্কা রোহিণীদেরই বিবাহ হইত, ৮ম বা ১২শ বর্ষীয়া কন্যার বিবাহ হইত না, ইহা সুনিশ্চিত। পৌরাণিক যুগেও শৈশবে কোন আর্য্য কন্যার বিবাহ হইয়াছে এমন উদাহরণ পাইতেছি না। দময়ন্তী, সাবিত্রী, কুন্তী, দ্রৌপদী, রুক্মিণী, সুভদ্রা প্রভৃতি আর্য্যনারীগণ সকলেই বিবাহকালে প্রাপ্তবয়স্কা যুবতী ছিলেন। ঐতিহাসিক যুগের সংযুক্তা, তারাবাই প্রভৃতি রাজপুত নারীগণের বিবাহকথাও আপনাদের অবিদিত নহে।

অতএব শৈশবে বা [illegible]

ভিত্তিহীনশঙ্কাজনিত অমঙ্গলরাশি আজ সমাজ হইতে দূরীভূত হউক। কন্যার পিতা, পিতৃব্য, ভ্রাতা আজ সঙ্কল্প করুন নিজের ও নিজ কন্যার, ভ্রাতৃকন্যার বা ভগ্নীর অসম্মানজনক পণপ্রদানের চুক্তিতে আর আবদ্ধ হইবেন না, তাহার জন্য পাত্র অন্বেষণে আর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইবেন না, তবেই অচিরাৎ দেখিতে পাইবেন পাত্রগণই সংসারসুখকামনায় পাত্রীর অন্বেষণে আপনাদের দ্বারস্থ হইবেন, এইরূপে পণপ্রথা সমাজ হইতে দূরীভূত হইবে।

আমি বলি "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। পণ প্রথারূপ সমাজবিধ্বংসী রাক্ষসকে পরাভূত করিবার উপায়ান্তর নাই। "অরক্ষণীয়া কন্যা" এই মিথ্যা কথা আজ আমাদের ভাষা হইতে মুছিয়া যাক্। কন্যা সততই যত্নে, অতি যত্নে রক্ষণীয়া। আপনারা কন্যাদায়গ্রস্ত, কন্যা জন্মিয়াই আপনাদিগকে দায়গ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত করিয়াছে, এই দায়-বুদ্ধি, এই অপবুদ্ধি আপনাদের চিত্ত হইতে দূর হউক, বরপণও সমাজ হইতে দূর হইবে। প্রাণাধিকা কন্যাগণ আমাদের স্কন্ধোপরি ভারস্বরূপা, ওদের নামাইতে পারিলে, ফেলাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচি, এইরূপ ভাবনা আমাদের অন্তর হইতে দূরীভূত হউক। তাহা হইলে সমাজ কলঙ্কমুক্ত হইবে, কন্যাগুলিও মর্ম্মপীড়া হইতে বাঁচিয়া যাইবে। পুত্রগণকে যদি ভার মনে না করি, তবে কন্যাদিগকে কেন ভার মনে করিব? "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" কন্যাকেও অতি যত্নে পালন ও শিক্ষাদান করিব। বরং এমন শিক্ষাদান করিব যাহাতে যোগ্যপাত্রের অভাবে বিবাহ না হইলেও কন্যা বিদুষী হইয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চায়, নারী-শিক্ষাবিস্তারে ও দেশ-মঙ্গলকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রভূত আনন্দলাভ ও জীবন সার্থক করিতে পারে। এমন উৎকর্ষ লাভ যাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না তাহাকেও এমন অর্থকরী বিদ্যা—যথা সূত্র নির্ম্মাণ, বয়নশিল্প, পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ, ফটোগ্রাফী বা হোমিওপ্যাথী—শিক্ষা দিতে আমরা পারি যাহাতে সে নিজের জীবনভার নিজেই বহন করিতে পারে। বিধবা ও কুমারীগণকে ফটোগ্রাফী ও হোমিওপ্যাথি শিখাইলে তাহারা গৃহে গৃহে মহিলা ও শিশুদের ছবি তুলিয়া বা তাহাদের চিকিৎসা দ্বারা নিজেদের প্রতিপালন নিশ্চয়ই করিতে পারে। বর্ত্তমানের দুর্ব্বহ নারীজীবন, দুর্ব্বহ পারিবারিক জীবন ও দুর্ব্বহ জাতীয় জীবনে আনন্দ ও সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য এইরূপ বহু উপায়চিন্তা, বহু সাধুপথ অবলম্বন আজ আমাদের করিতে হইবে।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন—"পাপের ভয় আর কোথায়? এখন বাধ্য হইয়াই ঋতুমতী কন্যা ঘরে রাখিতে হয়।" বাস্তবিক পাপের ভয় কি দূর

হইয়াছে? হিন্দু-সমাজের অধিকাংশ লোক, হাজারে ৯৯৯ জন, আজও ঐ পাপ-ভয়ে অভিভূত রহিয়াছে। ঋতুর পূর্ব্বে কন্যা পাত্রস্থা করিতে অসমর্থ হইয়া কেহ কেহ ঋতুমতী কন্যাই পাত্রস্থা করিতেছেন ইহা সত্য, কিন্তু কন্যা গৃহে ঋতুমতী হইয়াছে একথা বলিবার সাহস তাঁহাদের নাই, কন্যার বয়স গোপন করিতে যাইয়া তাঁহারা মিথ্যাকথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। বিশেষ কথা এই যে কন্যাদায়-বুদ্ধি যাহা একবার জাত হইয়াছে তাহা ত দূর হইতেছে না। কন্যা গৃহে রজোবতী হইলে মাতা কাঁদিয়া আকুল হন, লোকে না জানিতে তাহাকে অবিলম্বে পাত্রস্থা করিয়া দায়মুক্ত হইতে মাতা পিতা উভয়েই ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তখন পাত্রাপাত্র বিচারক্ষমতাও তাহাদের থাকে না। যাবৎ এই দায়বোধ থাকিবে, তাবৎ পণপ্রথাও থাকিবে। অতএব এই দায়বোধ ত্যাগ করিয়াই সমাজকে পণপ্রথার কবল হইতে মুক্ত করিতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটী কথা বলিতেছি। জাতীয় কল্যাণের জন্য, দেশ-মঙ্গলের জন্য আজ আপনাদের চিত্ত বড় করিতে, উদার করিতে হইবে, সঙ্কুচিত হস্ত আজ প্রসারণ করিতে হইবে, ছোটকে আজ বড় করিতে হইবে, পতিতকে আজ উত্তোলন করিতে হইবে। এক কালে আমাদেরই সহিত এক রক্ত বীর্য্য হইতে যাহারা জাত হইয়াছিল তাহারাই আজ আমাদের অস্পৃশ্য, অবজ্ঞাত, শিক্ষায় দীক্ষায় বঞ্চিত, দরিদ্রতায় নিষ্পেষিত হইয়া ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে। ঐ কোটি কোটি নরনারী আজ আমাদের জীবনপথের সঙ্গী হইতেছে না, কোন দেশমঙ্গলকার্য্যে তাহাদের প্রাণভরা সহযোগিতা বা সহানুভূতি আমরা পাইতেছি না। কিন্তু এজন্য তাহারা দায়ী নহে, আমরাই বিশেষভাবে দায়ী। এই ছোটদের আজ বড় করিতে হইবে। ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থকেই প্রধানতঃ এই দুষ্টক্ষত হইতে সমাজকে ত্রাণ করার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। আজ যে পরিমাণে আমরা ছোটকে বড় করিতে পারিব, সেই পরিমাণে আমাদের দেশও বড় হইবে, ইহা বুঝিয়া আমাদিগকে আজিকার কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার

কায়স্থ পণ্ডিতসম্প্রদায় গঠন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২য়তঃ—ঘোষবর্ম্মমহাশয় আমার প্রবন্ধের উপর কায়স্থ-পুরোহিতসৃষ্টির কল্পনা আরোপ করিয়া শোচনীয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং অতিমাত্র আতঙ্কিত হইয়াছেন। স্ব-সমাজে কায়স্থ পৌরোহিত্যে শাস্ত্রতঃ অধিকারী কি না, সে বিচার এস্থলে আদৌ আমার অভিপ্রেত নহে, আমার প্রবন্ধেও সে বিচার আমি উপস্থাপিত করি নাই। আমি এই মাত্র বলিয়াছি, যে স্থলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত কায়স্থকে তাহার স্বজাতিত্ব ও স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য পৌরোহিত্য বন্ধ করিতে উদ্যত, সে স্থলে সেই রূপ পুরোহিতের হস্ত হইতে তাহার পৌরোহিত্য অস্ত্র কাড়িয়া লওয়াই উচিত। ইহা বলাতে যদি আমি দোষী হইয়া থাকি, এবং ইহাই যদি কায়স্থ পুরোহিতসম্প্রদায়সৃষ্টির কল্পনা হয়,—যাহাকে ঘোষবর্ম্মমহাশয় বড়ই নিন্দিত কর্ম্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—তাহা হইলে তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত উক্তির দ্বারা তিনি স্বয়ং দোষী ও স্ববিরোধী হইতেছেন :—

"বিদ্বেষ বশে যখন কোন পুরোহিত যাজন ক্রিয়ায় অসম্মত হইবেন, তখন কায়স্থ নিজের কার্য্য নিজেই করিবেন,—আপৎ কালে ব্রাহ্মণাভাবে কোন ক্রিয়ানভিজ্ঞ কায়স্থের সাময়িক যাজনক্রিয়াও করিবেন, কিন্তু দক্ষিণাদি গ্রহণ করিবেন না (১)। কায়স্থসমাজ এইটুকু সমর্থন করিলেই হইবে।"

আমিও বলি তথাস্তু। কিন্তু তাঁহার "এইটুকু"র পশ্চাতে কতখানি ব্যাপার লুক্কায়িত আছে তাহা ভাবিয়া দেখিলে এস্থলেও তাঁহার আতঙ্কিত হইবার যে কোন কারণ নাই তাহা বলা যায় না। যদি সৌভাগ্যবশতঃ ইহাতে ঐরূপ কোন কারণ না থাকে, তবে আমার প্রস্তাবের মধ্যে "একের অধিকারে অন্যের হস্তক্ষেপ করা", "বিরাট হিন্দু সমাজের সহিত সংশ্রব না রাখা," "ব্রাহ্মণ-সমাজকে একেবারে পরিত্যাগ করা", "ব্রাহ্মণকে জব্দ করার অভিপ্রায়,"—ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ের এই সকল অতিশয়োক্তির স্থান কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। আমার প্রবন্ধের উপর এই সকল গর্হিত কল্পনার আরোপ করিবার কোনই যুক্তি নাই।

ঘোষবর্ম্ম মহাশয় যে বলিয়াছেন স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণের সংস্কারেচ্ছু

(১) আমার প্রবন্ধে দক্ষিণা গ্রহণের কোন কথাই নাই।—লেখক।

কায়স্থকে নিপীড়নের চেষ্টা কায়স্থগণের মধ্যে একতার অভাবজনিত,—ইহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে একথাটা না বলিলেও আমি অন্যত্র একথা বলিয়াছি, এবং জনৈক পণ্ডিত-ব্রাহ্মণের মত উদ্ধৃত করিয়া ইহার সমর্থন করিয়াছি (২)। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছে। এক শ্রেণী প্রকৃত পক্ষে কায়স্থের হিতেচ্ছু হইয়াও নানা সাংসারিক কারণে, এবং হয়ত কায়স্থদের মধ্যে একতার অভাব দর্শনে তাঁহাদের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে অপারগ। তাঁহাদের এই অপারগতা যে কায়স্থ-নিপীড়নচেষ্টা-সম্ভূত নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। ইহাকে অনিচ্ছাকৃত অসহযোগ বলা যাইতে পারে,—ইহার মূলে সমাজভীতি ও মানসিক দৌর্ব্বল্য বর্ত্তমান, অনিষ্টচেষ্টা নহে। ঘোষবর্ম্ম মহাশয় ইহাঁদের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমার প্রবন্ধে ইহাঁদের বিরুদ্ধে কোন কটাক্ষ পর্য্যন্ত নাই। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাহারা কেবল নীচ স্বার্থ-বশে কায়স্থের বর্ণোচিত অধিকার লাভে বাধা দিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে পূজনীয় পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ কমই আছেন,—অধিকাংশ স্থলে শাস্ত্রজ্ঞানহীন পুরোহিতকুল লইয়া এই শ্রেণী গঠিত। ইহাদের কার্য্য কেবল নিরীহ অসহযোগ নহে, কিন্তু ঘোর অনিষ্ট চেষ্টা। যেখানে কায়স্থগণের মধ্যে একতার অভাব নাই (আমি এইরূপ দুই একটী পল্লীর কথা জানি) সেখানেও তাহারা কায়স্থের উপর উপদ্রব করিতে, কায়স্থের উন্নতিপথে কণ্টক রোপণ করিতে সাধ্যমত সতত সচেষ্ট। অবশ্য কায়স্থসমাজ যখন সংঘবদ্ধ হইবে, তখন বিরুদ্ধ চেষ্টা বিফল হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি এই শ্রেণীর বৈরভাবদুষ্ট ব্রাহ্মণকে কায়স্থের জাতিবর্ণধ্বংসকারী বলিয়া আততায়ীর সহিত তুলনা করিয়াছি। ঘোষবর্ম্ম মহাশয় ইহাতে নারাজ। অবশ্য তিনি যদি কোন উপযুক্ততর বিশেষণ দিতে পারেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। শাস্ত্রে যে সকল দুষ্কৃতকারীকে আততায়ী বলা হইয়াছে, ধনাপহারক তাহাদের অন্যতম। ঘোষবর্ম্ম মহাশয় তাঁহার বর্ণধ্বংসকারীকে ধনতস্কর আততায়ী অপেক্ষা উচ্চস্থান দিতে ইচ্ছুক কি ? মহাকবি বলিতেছেন :—

Good name in man & woman, dear my Lord,
Is the immediate jewel of their souls.
Who steals my purse, steals trash, it is
something nothing.

(২) সংকৃত "কায়স্থ-কুমার" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

'T was mine, 't is his, & has been slave to thousands.
But he that filches from me my good name
Robs me of that which not enriches him
And makes me poor indeed— (Shakespeare)

অর্থাৎ, 'যাহারা আমার ধন চুরি করে, তাহারা আমার বেশী কিছু ক্ষতি করে না। ধন আমার ছিল, তাহার হইল। কিন্তু যে আমার যশঃ অপহরণ করে, সে ঘোর অনিষ্টকারী। তাহাতে সে লাভবান্ হয় না, কিন্তু আমাকে বস্তুতঃই দরিদ্র করিয়া দেয়। কারণ যশঃ নরনারীর হৃদয়ের রত্ন'। একটি সমগ্র জাতিকে তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা, অনার্য্য বলিয়া তাহার মান ও যশ নষ্ট করা, ব্যক্তিবিশেষের যশঃ নষ্ট করা অপেক্ষাও যে ঘৃণীয় কার্য্য, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

আমি ঈদৃশ পরানিষ্টকারীদিগের বিরুদ্ধেও কায়স্থ-সমাজকে কোন প্রকার আক্রমণনীতি (offensive) অনুসরণ করিতে বা উহাদের কৃত হিংসার প্রতিহিংসা করিতে বলি নাই। কেবল ব্রাহ্মণাভাবে ধর্ম্মকর্ম্মের বিলোপহেতু আত্মনাশ নিবারণার্থে আত্মরক্ষা নীতির (Defensive) অনুসরণ করিতে বলিয়াছি,—অর্থাৎ নিজের পৌরোহিত্য নিজেকেই করিতে, অথবা উপযুক্ত স্বজাতীয় ব্যক্তি দ্বারা নির্ব্বাহ করাইতে বলিয়াছি। ইহা যে "একের অধিকারে অন্যের হস্তক্ষেপ" নয় —তাহা ঘোষবর্ম্ম মহাশয় অবশ্যই স্বীকার করিবেন। আর এইরূপ আত্মনির্ভরশীল কায়স্থের পক্ষে "ক্ষত্রিয়ের বাহুবল, ক্ষত্রিয়ের চরিত্র, ক্ষত্রিয়ের মনীষা" অর্জ্জন করিতে কি বাধা আছে, তাহা আমরা জানিনা, হয়ত ঘোষবর্ম্ম মহাশয় জানিতে পারেন।

যাহা হউক, আশা করি কায়স্থ-সুধীগণ বিষয়টী পর্য্যালোচনা করিয়া প্রস্তাবের দোষাংশ পরিহার পূর্ব্বক মূল প্রয়োজনীয় অংশটী যাহাতে শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হয়, এবং সমাজের একটী বিশেষ অভাব যাহাতে দূরীভূত হয় তৎপ্রতি মনোযোগী হইবেন *

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষবর্ম্ম তত্ত্বভূষণ।

* কায়স্থের প্রতিগ্রহ করা শাস্ত্রানুমোদিত কিনা সে বিষয়ে বহুল আলোচনার প্রয়োজন, বর্ত্তমানে ঐ আলোচনার বিশেষ আবশ্যক আছে কিনা জানি না। তবে কায়স্থ-পণ্ডিতসম্প্রদায়-গঠন নিতান্ত আবশ্যক বোধ করি এবং সেই জন্য পুনরায় অনুরোধ করি—সংস্কৃত সাহিত্যের কোন না কোন বা নানা বিভাগে

মুস্কিল আসান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২০

নিরুপমা মনে করিয়াছিলেন এই বিবাহ ঠিক হইয়া গেলেই বুঝি তার অশান্তির মেয়াদ ফুরাইয়া যাইবে, আবার শান্তি পূর্ণ তেজে বিরাজ করিবে। কিন্তু কৈ তাঁহার অশান্তি কিছু মাত্র কমিলনা, বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। শরতের জমিদারের সহিত বিবাহ হইতেছে, কোন দিন অন্ন বস্ত্রের জন্য তাহার ভাবিতে হইবে না, সমস্ত গা ভরিয়া অলঙ্কার পরিবে, ছেলেটা মানুষ হইয়া পিতৃপুরুষের নাম রাখিবে, ইত্যাদি বিষয় ভাবিয়া তিনি মনকে যতই প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন ততই যেন তিনি বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। প্রিয়তমা কন্যার অকালবৈধব্যের ভীষণ ছবি তাহার চক্ষুর সম্মুখে যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে দৃশ্য কি ভীষণ, কি কঠোর! ঈশ্বর না করুন যদি তাই হয়, মায়ের প্রাণ কেমন করিয়া তাহা সহ্য করিবে?

হায়, তিনিই ত জানিয়া শুনিয়া এ কাজ করিতেছেন: তিনিই ত ইচ্ছা করিয়া কন্যাকে স্বীয় হস্তে সাগরের জলে ভাসাইয়া দিতেছেন। উপর হইতে তাঁহার স্বামী কি এ দৃশ্য দেখিবেন না? তিনি কি সরল প্রাণে নিরুপমার এই স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারিবেন? কখনই না। তবে নিরুপমার গতি কি হইবে? কিন্তু এখন উপায় কি, এখন কি ইহার কোন প্রতিবিধান আছে? হায়! কেন তিনি নৃপেন্দ্রের কথা শুনিলেন না? নিরুপমা ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থির হইলেন, অথচ কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সমস্ত কাল ধরিয়া ভাবিলেও বুঝি এ চিন্তার শেষ নাই।

প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া যে সকল কায়স্থ-পণ্ডিত উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যথা সম্ভব শীঘ্র নিজ নিজ নাম, উপাধি ও ঠিকানা, অনুগ্রহ পূর্ব্বক কায়স্থ-সভার কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া পণ্ডিততালিকা সংগ্রহকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। এই সঙ্গে একটু বিস্তৃত বিবরণ দিলে ভাল হয়।

—কি কি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া কোথা হইতে উপাধি পাইয়াছেন এবং বর্ত্তমানে তাঁহারা কোন্ ব্যবসায় অবলম্বী।

কায়স্থ-পত্রিকা সম্পাদক।

ভূপেন্দ্র পর দিনই দাদার নিকট পত্র লিখিল,

নটবর বিশ্বাসের সহিত শরতের বিবাহের পাকা দেখা গত কল্য হইয়া গিয়াছে। আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও বিশেষ কোন ফল করিতে পারি নাই।

আগামী ৩০শে বৈশাখ বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। যে রূপ ব্যবস্থা করিবেন। ইতিমধ্যেই বিশ্বাস কিছু টাকা ও জিনিষ পত্র মাষ্টার মহাশয়ের বাটীতে পাঠাইয়া দিয়াছে।

এদিকে ভাবিতে ভাবিতে নিরুপমা শয্যা লইলেন। দুই দিনের মধ্যে তাঁহার শরীর অধখানা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই, চারিদিন পরে নিরুপমার ভয়ানক জ্বর হইল, সেই সঙ্গেই ঘোর বিকারের ভয়ানক প্রলাপ। উৎসব-মুখরিত বিবাহবাটীকে নিরানন্দের ঘোর অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিল। সংবাদ পাইবা মাত্র সকলেই ছুটিয়া আসিলেন, বৃদ্ধ বিশ্বাস মহাশয়ও আসিলেন। হায়! হায়! ঈশ্বরের একি অবিচার! আর দুই দিন পরেই যে বিবাহ! বিশ্বাস মহাশয় দুইজন ডাক্তার ডাকাইলেন। দুই দিনের মধ্যে আরাম করিয়া দিবে এরূপ ভরসা ত তাঁহারা দিতেই পারিলেন না, উপরন্তু রোগিণীর জীবন সম্বন্ধেও তাঁহাদের সন্দেহ উপস্থিত হইল। বিশ্বাস মহাশয় চিকিৎসার বন্দোবস্তে কোনরূপ ত্রুটী করিলেন না, জেলা হইতে সিবিল সার্জ্জনকে আনাইলেন। বিবাহের দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

২৭

২৯শে বৈশাখ নৃপেন্দ্রনাথ বাড়ী আসিতেছিলেন. বৈকালে লাক্ষাটি হইতে রওনা হইয়া প্রায় মধ্য রাত্রে ঝিকরগাছা ষ্টেশনে পৌঁছিলেন, ইচ্ছা খুলনা গেলে বাড়ী আসিবেন। কিন্তু তখন ট্রেনের কিছু বিলম্ব ছিল. ষ্টেশনটি তখন নীরব প্রকৃতির ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছিল। কোথায়ও কাহারও সাড়াশব্দ কিছু মাত্র ছিল না। হঠাৎ যেন কাহার করুণ কণ্ঠস্বর নৃপেন্দ্রনাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। নৃপেন্দ্রনাথ একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন স্ত্রীলোকদিগের বিশ্রামাগার হইতেই এই আর্ত্তনাদ আসিতেছে। তখন কৃষ্ণাসপ্তমীর অর্দ্ধচন্দ্র নিদাঘের ভাসমান মেঘের আড়ালে থাকিয়া ধরাতলে ক্ষীণ জ্যোৎস্না ছড়াইতেছিল।

নৃপেন্দ্রনাথ সেই দিকে অগ্রসর হইতেই এক দীর্ঘকায় হিন্দুস্থানী বেয়ারা পাঁচহাতি লাঠি হস্তে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাকিল, "কোন হ্যায়! হট্ যাও।" নৃপেন্দ্রনাথও "নিকাল যাও, হারামজাদ কাহেকা" বলিয়া দৃপ্ত সিংহের ন্যায় তাহার বুকে পদাঘাত করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া সাক্ষপথাগত ক্ষীণ

চন্দ্রালোকে দেখিলেন এক অসুর ফিরিঙ্গী এক সুন্দরী যুবতীর উপর পাশবিক অত্যাচারে উদ্যত হইয়াছে। গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই যুবতী নৃপেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "কে এসেছ, রক্ষা কর বাবা! দস্যুর হাত থেকে সতীর মান ইজ্জৎ রক্ষা কর!" "কোন ভয় নাই" বলিয়া নৃপেন্দ্রনাথ পায়ের জুতা খুলিয়া ফিরিঙ্গীর পৃষ্ঠে 'উত্তম, মধ্যম' আরম্ভ করিয়া দিলেন। ফিরিঙ্গী "কোন্ হ্যায়, বেহারা, ইধার আও, পুলিশ ডাকো, কনষ্টেবল্‌কো বোলাও" ইত্যাদি যাহা বেদনাজর্জ্জরিত মুখে আসিল, তাহাই বলিতে লাগিল। নৃপেন্দ্রনাথ তখনও প্রহার হইতে বিরত হন নাই, তাহাতে ফিরিঙ্গী প্রায় মূর্চ্ছিতের ন্যায় পড়িয়া গেল। নৃপেন্দ্রনাথ তখন যুবতীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "আসুন মা, আমার সঙ্গে।" রমণী তখনও বাতাহত কদলীপত্রের ন্যায় 'থর থর' কাঁপিতেছিলেন। তাঁহার একপদ অগ্রসর হইবার শক্তিও একেবারে লোপ পাইয়াছিল, তিনি এমনই ভীতা হইয়াছিলেন। নৃপেন্দ্রনাথ তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ আপনার একগাছা চুলও কেহ স্পর্শ কর্ত্তে পার্‌বে না, অপনি নির্ভয়ে চলে আসুন।" রমণী নৃপেন্দ্রনাথের পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইলেন, কিন্তু তখনও তিনি কাঁপিতে ছিলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া নৃপেন্দ্রনাথ জানিলেন, রমণীর পিত্রালয় খুলনা নগরীতে। স্বামীর সহিত খুলনা হইতেই আসিতেছিলেন। এখন নৌকাযোগে শ্বশুরালয়ে যাইতে হইবে। অনেক ক্ষণ হইল স্বামী নৌকা ঠিক করিতে গিয়াছেন। কিন্তু এখনও ফিরেন নাই।

ইতিমধ্যে বেহারা যাইয়া ষ্টেসন মাষ্টারকে ডাকিয়া আনিল। তিনি সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বড় বাবুকে ডাকিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ষ্টেসনে মহা রোল পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে রমণীর স্বামী ললিতমোহন সরকারও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া তিনি নৃপেন্দ্রনাথকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন, এবং সে মহাত্মার নাম কি, বাড়ী কোথায় ইত্যাদি প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। নৃপেন্দ্রনাথ বলিলেন "আমার নাম ধামের আপনার প্রয়োজন নাই, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মই আমি করেছি।" কিন্তু ললিত বাবু কিছুতেই শুনিলেন না। অগত্যা তিনি ললিত বাবুর কি উপকার যে করিয়াছেন তাহা কেমন করিয়া বুঝান যায়। ললিত বাবুর নিকট নৃপেন্দ্রনাথ নাম ঠিকানা বলিতে বাধ্য হইলেন।

সাহেবের তখন জ্ঞান হইয়াছে। কিন্তু সে গুরুতর রূপে আহত, সকলে ধরিয়া তাহাকে ষ্টেশনের ভিতরে লইয়া আসিয়াছিল। নৃপেন্দ্রনাথই যাইয়া

তাহার সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তিনি সাহেবের মস্তকটী তাহার কোলের উপর রাখিয়া জল দিয়া পাখার হাওয়া দিতে লাগিলেন। সকলে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কি মর্ত্ত্যের মানুষ না স্বর্গের দেবতা। সাহেব একটু সুস্থ হইলে নৃপেন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ললিত বাবু বলিলেন, "আমার নৌকা প্রস্তুত, চলুন, আজ আপনি আমার অতিথি। না, না, তা হবে না, না গেলে কিছুতেই শুন্‌বো না।"

ষ্টেসন মাষ্টার বলিয়া উঠিলেন --"আপাততঃ ইনি কোথাও যেতে পারেন না। আমার ষ্টেসনে এত বড় একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল, আর ইনিই তার আসামী। পুলিশে না জানিয়ে আমি কি করে ছেড়ে দিই, যদিও আমি বিশ্বাস করি ইনি একটা মহৎ কাজই করেছেন। বনগাঁর পুলিশে তার করা হয়েছে তারা এই ট্রেণেই আস্‌ছে। তারা এখানে পৌঁছিলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ, তার পরে আপনারা যা হয় কর্‌বেন।"

পুলিশের কথা শুনিয়া ললিত বাবু আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। "কি, আমাদের জন্য আপনার এত নিগ্রহ, ও ভগবন্।"

"দুঃখ করার কিছু নেই, ললিতবাবু!" নৃপেন্দ্রনাথ স্থির গম্ভীর স্বরে বলিলেন। পরে উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"দুর্ব্বৃত্ত মাতা ভগিনীর সতীত্ব অপহরণ কর্ত্তে উদ্যত। এ দৃশ্য দেখে কোন্ পাপিষ্ঠ স্থির থাক্‌তে পারে ললিতবাবু, এজন্য যদি আমার জেলে বা দ্বীপান্তর যেতে হয়, ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয়, তাহাতেও আমি দুঃখিত হব না। কারণ আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি আজ আমার ক্ষুদ্র জীবন সার্থক, আজ আমার সুপ্রভাত। দুর্দ্দান্ত দস্যুর হস্ত থেকে জননীর মান ইজ্জৎ রক্ষা করেছি।" নৃপেন্দ্রনাথ সেইখানেই নিঃশব্দে বসিয়া পড়িলেন, ললিতবাবু একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তাঁহার স্ত্রী নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ক্ষণপরেই মেলট্রেন আসিয়া প্ল্যাটফরমে লাগিল, নৃপেন্দ্রনাথের হাতে হাতকড়ি পড়িল। ললিতবাবু স্থির দৃষ্টিতে দেখিলেন। একটী কথা বলিবার ক্ষমতাও তখন তাঁহার ছিল না।

সাহেবকেও ট্রেণে উঠাইয়া দেওয়া হইল।

২২

ডাক্তারদের চিকিৎসানৈপুণ্যে এবং প্রতিবেশীদের শুশ্রূষার গুণে, সর্ব্বোপরি বিশ্বাস মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টার ফলে নিরুপমা ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

শরীর সুস্থ হইলেও তাহাঁর মানসিক অশান্তি দূর হইল না। তিনি নিয়তই ভাবিতে লাগিলেন, "তিনি ত মরিতে বসিয়াছিলেন, কেন বাঁচিয়া উঠিলেন। তাঁহার মরণই মঙ্গল ছিল, হস্তী যে ভার বহন করিতে অসমর্থ তিনি সামান্যা মানবী হইয়া কোন্ উপায়ে সে ভার বহন করিবেন। তিনি শমনের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিলেন। অথচ তাঁহার মরণ হইল না, এমন ভাগ্য তাঁহার!"

বিশ্বাস মহাশয় প্রায় প্রতিদিনই দেখিয়া যাইতেন, তাহার জন্যই নিরুপমা এযাত্রা রক্ষা পাইয়াছেন। জীবনদাতার ঋণ অপরিশোধ্য; তাহাও তিনি জানেন, কিন্তু তবুও তাহার সাহায্য নিরুপমার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। অনেকে বলিতে লাগিল বিশ্বাস মহাশয় পুত্রের মতই কার্য্য করিয়াছেন। নিরুপমা নিশ্চয়ই ভাগ্যবতী রমণী, তাই এমন জামাতা লাভ করিবেন। কিন্তু দুষ্টের দল বলিয়া বেড়াইতে লাগিল; হায় বিবাহের কি মোহিনী শক্তি, বিবাহের নামে বৃদ্ধও নাচিয়া উঠে, এ বৃদ্ধও বিবাহের জন্য কত কি করিতেছে।

যাহা হউক, পুনরায় বিবাহের দিন ২২শে জ্যৈষ্ঠ স্থির হইল।

এই সময়ে ক্রমে রাষ্ট্র হইল—কোন ফিরিঙ্গী দস্যুর হস্ত হইতে এক অসহায়া রমণীর সতীত্ব রক্ষা করিতে যাইয়া নৃপেন্দ্রনাথ পুলিশে সোপর্দ্দ হইয়াছেন। আগামী ১লা জ্যৈষ্ঠ তাহার বিচারের দিন, এ নিমিত্ত বোধ হয় তাহাঁর জেলই হইবে, কিন্তু সেজন্য তিনি কিছুমাত্র দুঃখিত নহেন, তিনি যে রমণীর সতীত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এজন্যই তিনি নিজের জীবন সার্থক মনে করিতেছেন।

রোগক্লান্তা নিরুপমা রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ঈশ্বর কাহাকে কি উপাদানে সৃষ্টি করেন তাহা মানবের বুঝিবার সাধ্য কি? কেহ সতীর সতীত্ব হরণে দৃঢ়সঙ্কল্প, আবার কেহ সেই সতীত্ব রক্ষায় নিজের জীবনকে বিপন্ন করিতে দ্বিধা বোধ করে না। অথচ উভয়েই একই ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব, কেন এ মতি গতির পার্থক্য কে জানে? সেই ত' প্রকৃত মানুষ যে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেয়, বিপন্নকে উদ্ধার করে। এইরূপ সন্তানের পিতামাতাই ধন্য, এইরূপ হৃদয়বান্ দেবতার হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়াই সহধর্ম্মিনীর গর্ব্ব। বিপদে পড়িয়া যাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় এরূপ দেবতা সংসারে কয়টী মিলে? ওঃ আমি কি ভুলই করেছি, লোকনিন্দার ভয়ে মুহূর্ত্তের উত্তেজনায়—না, না, অতীতের কথা এখন ভাবলে আর কি হবে!

নিরুপমা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, আর বলিলেন—নৃপেন্দ্রনাথের যেন কোন অমঙ্গল না হয়, মা কালী তুমি তাঁকে রক্ষা করো।

ক্রমশঃ—

রামায়ণের যুদ্ধ।

"বৈদিক সভ্যতার আদু"-প্রবন্ধে বলিয়াছি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব্বে একশত বৎসরের মধ্যে এই যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এক্ষণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে এ যুদ্ধ হইল কোথায়?

হিন্দু বা দেবজাতীয় বিজেতারা হিন্দুকুশ-গিরিপথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহাই খুব সম্ভব। চিত্রল নামক স্বর্গতুল্য মালভূমির এই পর্ব্বতময় প্রধানতম আশ্রয়।' এই গিরিপথ হইতে বহির্গত হইয়া পাঞ্জাবের সমতল ভূমিতে পঁহুছিবার পূর্ব্বে, তাঁহারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণের জনপদগুলি অধিকার করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের মন্ত্র মধ্যে প্রায় ২৫টি নদ নদীর উল্লেখ আছে তাহার ২।৩ টি ব্যতীত অন্য নদনদী উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্ব হইতে আসিয়া সিন্ধুনদে সংযুক্ত হইয়াছে।

এইক্ষণে ব্রহ্মাবর্ত্তের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব্বে যদি রামায়ণের যুদ্ধ হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য যদি কোন নদনদী বা তাদৃশ কোন জলাশয় অতিক্রম করা হইয়া থাকে, তাহা অবশ্যই সিন্ধু-সংলগ্ন নদী-ব্যূহের (Indus river system)এর কোন না কোন স্থানে হইয়াছে। কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে এবং তৎপরে অসংখ্য কাব্য, নাটক, পুস্তক, পুস্তিকা, ব্রত-কথা, উপাখ্যান আদি রচিত হইয়াছে তাহাতে এ যুদ্ধ রামেশ্বর-সেতুবন্ধনপূর্ব্বক লঙ্কা বা সিংহল দ্বীপে ঘটিয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; এবং অযোধ্যা হইতে লঙ্কার পথে বিভিন্ন তীর্থস্থানও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে (১৮৭৮ সনে) আমি পরলোকগত বিখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি লঙ্কাতে রামরাবণের যুদ্ধের কোন কিম্বদন্তী কিংবা নিদর্শনের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কি না। তিনি বলিয়াছিলেন "আমি যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়াছি, সেরূপ কিছুই লঙ্কায় নাই, লঙ্কাবাসীরা রামরাবণ যুদ্ধের কিছুই জানে না।"

লঙ্কাবাসীরা বৌদ্ধ। বৌদ্ধ সাহিত্যে দশরথজাতক নামক বুদ্ধজন্ম বৃত্তান্তের এক অংশ আছে। রামায়ণেও বৌদ্ধদের উল্লেখ আছে; অথচ লঙ্কাবাসী বৌদ্ধেরা ইহার কিছুই জানে না!

আমরা দেখিতেছি, আমাদের দেশের মোসলমানেরা না হইলেও আরবের ইশ্লাম-পূর্ব্ব মোসলমানদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা লঙ্কারই অধিবাসী ছিলেন;—

বলিলাম হে আদম সস্ত্রীক এক্ষণে
বেহেস্তে করহ বাস এ রম্য কাননে;
কত ফল-সুশোভিত, কিবা মনোহর,
খাও যাহা ইচ্ছা হয় হে আদিম নর!
কিন্তু এই বৃক্ষ দিকে এসনা কখন,
হইও না অত্যাচারিগণের একজন। ৩৫
অনন্তর উভয়কে করিল পতিত
শয়তান; স্বর্গ হইতে হৈল বহিষ্কৃত।
বলিলাম আমরা—"নামিয়া যাও—যাও,
পরস্পর শত্রু হয়ে দুনিয়া বেড়াও;
দুনিয়াময় তোমাদের আছে বাসস্থান,
কিছু কাল জন্য আছে জীবিকা সংস্থান"। ৩৬

সংকৃত কোরাল (অমুদ্রিত, সুরাবকর)।

রামায়ণে লঙ্কাবিজয়ের এমন জাকাল বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও তথা হইতে উহার প্রমাণসূচক কোন বিম্বদন্তী বা নিদর্শনের কথা শুনা যায় না। কিন্তু কোরাণের তপ্‌সীর ও ব্যাখ্যা হইতে জানা যায় আদি দম্পতীর আদম ঈশ্বরের কোপে স্বর্গচ্যুত হইলে লঙ্কায় পতিত হন এবং তাঁহার একপদ Pico de Adam নামক গিরিশৃঙ্গে পড়ে, অপর পদ সমুদ্রে পড়ে। যে পদ উক্ত শৃঙ্গে পড়িয়াছিল, তাহার চিহ্ন (পদাঙ্ক) তথায় আছে এবং তজ্জন্যই ঐ শৃঙ্গের নামকরণ হইয়াছে। ঐ পদাঙ্ক খৃষ্টান ধার্ম্মিকেরা দর্শন করিতে যাইয়া থাকেন।

কোরাণের তপ্‌সির গুলিতে এমন কিম্বদন্তীও সংগৃহীত হইয়াছে যে আদমের দেহ ৭০ হস্ত পরিমিত উচ্চ ছিল। মন্‌কণীর সমুদ্র-যাত্রা (Voyage of Moncony) হইতে জানা যায় তিনি লঙ্কায় গিয়া দেখিয়াছেন যে ঐ পদাঙ্ক দুই বিঘতের (two spans) বড় বেশী প্রশস্ত নহে। এমন পদের উপর অত উচ্চ দেহ দাঁড়াইত মন্‌কণী সাহেব তাহা বিশ্বাস করেন নাই। (Sale)

ইব্‌ বা হবার কথাও শুনুন। তিনি সক্‌কার বন্দর জেড্‌ডায় পতিত হইয়াছিলেন! তাঁহার মস্তক সক্‌কার নিকটস্থ পর্ব্বতে এবং হাঁটু দুখানি সমতল ভূমিতে এত ব্যবধানে পতিত হইয়াছিল যে, দুইটা কামানের শব্দ যতদূর যায় তত দূরবর্ত্তী। দুই শত বৎসর বাদে আদম গিয়া হবার সহিত মিলিত হন এবং লঙ্কায় প্রত্যাগত হইয়া বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকেন। এই প্রকারে স্বর্গীয় আদি

দম্পতী, আদম ও ইভ্, ইভা বা হভা স্বর্গীয় উদ্যান হইতে ভূ-পতিত হইয়া নর-দম্পতী স্বরূপে ভারতবাসীর পাড়াবাসী আদিম সিংহলবাসী বা লঙ্কাবাসীর উৎপত্তি করিয়াছিলেন।

যাবা ও বালিদ্বীপবাসীরাও রাম-রাবণ যুদ্ধ জানে; কিন্তু যেখানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া রামায়ণে ব্যক্ত, সেইখানকার লোকে আদি মানবদম্পতীর এবং মানব-উৎপত্তির বিষয় জানিয়াও এই যুদ্ধের বিষয় সম্পূর্ণ অনবগত! ইহা কি রকম কথা?

কেহ কেহ বলেন (যেমন প্রফেসর জেকবী) এই যুদ্ধ ঋগ্বেদীয় ইন্দ্র-বৃত্র যুদ্ধের প্রতিচ্ছায়ামাত্র;—রাম ইন্দ্র, হনুমান (মারুতী) ইন্দ্রের সখা, তাহার লম্ফ মারুতী-স্বভাব মাত্র! সীতাও বৈদিক সীতা; বেদে তাহার এইরূপ বর্ণনা আছে;—

হে সীতে সুভগে হও অভিমুখী;
তোমায় আমরা বন্দনা করি;
কর আমাদিগে ধন দানে সুখী;
সুখী কর আর ফল বিতরি। ৬
করুন সীতাকে ইন্দ্র নিগ্রহণ;
পুষাও করুন তাঁকে চালিতা!
বৎসরে বৎসরে শস্যের দোহন
পয়স্বতী হয়ে করুন সীতা। ৭

মৎকৃত বেদসংহিতা ১ম, ৬১ পৃঃ

"সীতা লাঙ্গলপদ্ধতি" মহীধর। সীতা অর্থে লাঙ্গল দ্বারা চিহ্নিত ভূমিতে রেখা।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রধান নেতৃবর্গও এইরূপ বৈদিক দেবতার প্রতিচ্ছায়া;—যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ (বরুণ), ভীম (মরুদ্গণ), অর্জ্জুন (ইন্দ্র) ইত্যাদি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আদত বস্তু (Kernel) যদি একটি মানবযুদ্ধ হয়, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী একশত বৎসরের মধ্যে যে রামায়ণের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল প্রমাণিত হইয়াছে। তাহার একটি অন্তর্নিহিত প্রকৃত ঘটনা থাকিবে না? এও কি সম্ভব? এই জন্যে জিজ্ঞাসা সেই যুদ্ধটি কোথায় হইল? এই দশানন-বধ কোথায় হইল?

ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলে, ইন্দ্র ও বরুণ (ইন্দ্রাবরুণৌ) যুক্ত দেবতার স্তবে বশিষ্ঠ ঋষি বলিতেছেন;—

হে ইন্দ্র-বরুণ! নেতা তোমরা উভয়!
তোমাদের আত্মীয়তা করিয়া আশ্রয়,
গোলাভ আশায় পৃথু-পশু যোদ্ধগণ
পূর্ব্বদিকে সবে তারা করিলা গমন, *
হত কর বৃত্রদাসে আর আর্য্যগণে
এস হেথা সুদাস রাজার সংরক্ষণে। ১
ভূমি-অন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হতেছে লক্ষিত;
হইতেছে কোলাহল দ্যুলোকে উত্থিত;
জন-গণ শত্রু সব মম সন্নিহিত; †
হতেছে বরুণ-ইন্দ্র, যুদ্ধে উপস্থিত;
হবন শ্রবণ-কারী তোমরা উভয়;
কাছে এস, রক্ষা কর, হইয়া সদয়। ৩
যজ্ঞ-হীন দশরাজা হইয়া মিলিত,
নারিলা সুদাস রাজে করিতে বিজিত,
বরঞ্চ সফল হ'ল নেতৃগণ স্তব,
হব্যযুক্ত যজ্ঞে গীত হইল যে সব;
সেই সব স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবগণ
করিয়াছিলেন আসি যজ্ঞ সুশোভন। ৭
যে দেশেতে তৃৎসুগণ শ্বেতাঞ্চল পরি,
অন্নদ্বারা স্তোত্রদ্বারা পরিচর্য্যা করি,
জটাধারী যজ্ঞস্থলে শোভেন ধীমান্;—
সে দেশে সুদাসে বল করিয়া প্রদান,

* মূলে "প্রাচা গব্যংতঃ পৃথুপর্শবো যযুঃ" আছে। এস্থলে যযুঃ শব্দ প্রকৃত "আযযুঃ," আগমন করিয়াছিলেন। আ উপসর্গ 'প্রাচা' সঙ্গে সন্ধি হইয়া গিয়াছে। অনুবাদেও তাহাই হইয়াছে, "করিলা গমন" ইহার অর্থ করিলা আগমন। অর্থ এই—গোলাভ আশায় বিস্তৃত-পশু (এক প্রকার যুদ্ধাস্ত্র—"কাস্তে") হস্ত শত্রুগণ তোমার সখ্যতা (আশ্রয়) পাইয়া পূর্ব্বদেশে আসিতেছে।

† এই সকল শত্রুরা জনগণ-শত্রু—Enemies of the popular party—আমাদের নিকটে উপস্থিত।

তোমরা বরুণ-ইন্দ্র দশরাজাক্রমে
রক্ষিলে তাঁহাকে কিবা ঘোর পরাক্রমে। ৮

মৎকৃতবেদসংহিতা ১ম, ৮৩

এই যুদ্ধবৃত্তান্তটি পাঠকেরা দয়া করিয়া একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করুন।

এই স্তবগুলি "ইন্দ্রাবরুণৌ" (উভয়েই বেদোক্ত রাজকীয় লক্ষণাক্রান্ত) যোদ্ধ দেবতার নিকটে বা উদ্দেশ্যে এমন সময়ে সমর-সঙ্গীত-স্বরূপে যজ্ঞে উদ্গীত হইতেছে যখন "ভূমি-অন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত"-বৎ বোধ হইতেছে, আকাশে কোলাহল উত্থিত হইয়াছে, স্বদেশ-বাসী জনগণের পক্ষ হইতে কোন সহৃদয় ব্যক্তি প্রবল বিদেশাগত শত্রুর ভয়ে সংত্রস্ত হইয়া বলিতেছেন,—"এস ইন্দ্র, এস বরুণ, এই জনগণকে রক্ষা কর।" এ যেন প্রায়-শুষ্কবক্ষা তটিনীতটে লর্ড রবার্টসের বিপুল অনীকিনী দেখিয়া ক্রুঞ্জির রক্ষার ভয়ে বুয়ার-যুদ্ধে কোন ধর্ম্ম-প্রাণ মিশনরি উদ্বাহু হইয়া স্বর্গ-দেবতা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। মূলে ও "ভূম্যা অন্ত" এবং "জনানাম্ অরাতয়ঃ" পদ আছে। ভূমির অন্তসমূহ বলিতে নদীতীরই বুঝাইতেছে। এ সময়ে শত্রুপক্ষ নদীতীরে সেনা সমাবেশ করিতেছে।

বিপাশ ও শুতুদ্রী নদীতীরে ভরত ও তৃৎসুগণের মধ্যে এই যুদ্ধের আয়োজন; ভরতদিগের নেতা বিশ্বামিত্র, তৃৎসুগণের নেতা বসিষ্ঠেরা।

বিশ্বামিত্র নদীদ্বয়কে পারযোগ্য হওয়ার জন্য অর্থাৎ জলশূন্য হওয়ার জন্য স্তব করিতে লাগিলেন;—নদীদ্বয় উত্তর করিলেন;—

এই জলে পূর্ণ হয়ে করি বিচরণ
আমরা করিয়া লক্ষ্য দেব-কৃত স্থান;
গমন উদ্যোগ নাহি হইবে বারণ
কি জন্য এ বিপ্রে করে নদীকে আহ্বান?

৩।৩৩।৪ ঋক্

ইহার পূর্ব্ব ঋকে তিনি বলিয়াছেন—আমি সিন্ধুমাতার নিকটে আসিয়াছি; এই ঋকে বলা হইতেছে (নদীদ্বয়মুখে)—আমরা দেবকৃত স্থান লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছি, আমরা থামিতে পারি না। ইহা দ্বারা বুঝাযায় সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত তখন দেব বা হিন্দুজাতি দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। বিপাশ অপেক্ষাও পূর্ব্ববর্ত্তিনী শুতুদ্রী নদী। বিশ্বামিত্রের পুনঃ পুনঃ স্তুতিতে প্রকাশ হইল, তিনি অনেক দূর হইতে আসিয়াছেন, অনেক দূর হইতে "রথ অশ্ব" আনিয়াছেন (১০ ঋক্)। নদীদ্বয় স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন;—

আসিয়াছ দূর হ'তে শুনিলাম কথা
হে স্তোতা! লইয়া যাও রথ ও শকট,
মাতা স্তন্য দানে, কন্যা আলিঙ্গনে যথা,
অবনত হইতেছি তোমার নিকট। ৩।৩৩।১০ ঋক্

বিশ্বামিত্র আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,—

ইন্দ্র-সূত ভরতেরা যাইবেক পারে,
আজ্ঞা পেলে তোমাদের পারে যায় তারা,
প্রবৃত্ত হতেছে পারে, আমি তোমাদেরে
সর্ব্বত্র করিব স্তব, যজ্ঞার্হ তোমরা। ১১

উত্তীর্ণ হলেন গোধনেচ্ছু ভরতেরা,
বিপ্র করিলেন স্তুতি অতীব সুন্দর;
কৃত্রিম সরিদ্ গণে করি জল-ভরা
গমন কর তোমরা সত্বর সত্বর। ১২

তোমাদের ঊর্ম্মিমালা হ'ক প্রবাহিতা
হেন, যেন যুগকাল ঊর্দ্ধে থাকে তার;
কল্যাণকারিণী অদুষ্কৃতা অনিন্দিতা
বিপাশ্ শুতুদ্রু যেন নাহি বাড়ে আর। ১৩

মৎকৃত বেদসংহিতা ৩।৩৩ সূক্ত

উদ্ধৃত ঋক্‌গুলি হইতে প্রতিপন্ন হয়;—

(১) শত্রুগণ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে আসিয়াছিল (৭।৮৩।৩); দূর হইতে আসিয়াছিল (৩।৩৩।১০); নদীতটে আসিয়া থামিয়াছিল (৩।৩৩।১০)

(২) দশজন শত্রু ছিল (৭।৮৩।৭-৮ ঋক্)

(৩) শত্রুরা আর্য্য ও দাস (অনার্য্য) উভয়বিধ ছিল। (৭।৮৩।১)

(৪) শত্রুদের উদ্দেশ্য গোহরণ (সম্ভবতঃ গোবধের আশঙ্কাও ছিল) ৭।৮৩।১; ৩।৩৩।১২—ইহা উভয় পক্ষের মন্ত্র হইতে দেখা যায়।

(৫) শত্রুরা নদী পার হইয়াছিল কিন্তু বাঁধ দিয়া নহে, কৃত্রিমসরিৎ খনন করিয়া, জল সরাইয়া লইয়াছিল (৩।৩৩।১২)

(৬) আক্রমণকারী ১ম পক্ষ দেবাদেব সৈন্যবিশিষ্ট, প্রবল হইলেও গো-অপহরণে কৃতকার্য্য হয় নাই—(বিজিত); ২য় পক্ষ গোরক্ষক—(বিজেতা) (৭।৩৩।৮)

(৭) যুদ্ধটি প্রধানতঃ ভরত-তৃৎসু-যুদ্ধ (৩।৩৩।১১) ; (৭।৩৩।৮)। এক পক্ষে নেতা বৃদ্ধ ঋষি বিশ্বামিত্র, অপর পক্ষের নেতা বসিষ্ঠ ; তাঁহাকে (৭।১০০।৫) মন্ত্রে যুবক ঋষিই বলা হইয়াছে। উভয়ে স্তোতাও বটে এবং যুদ্ধেও লিপ্ত হইতেন।

যুদ্ধটি বিপাশ বা শুতুদ্রী নদীর তীরেই হইয়াছিল। সে স্থানটিকে "দেবযুধ্যা স্থান" বলা হইয়াছে অর্থাৎ তথায় দেবজাতীয় লোকের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল, সেখানে মনুষ্যগণও অগ্নির সেবা করিতেছিলেন, অর্থাৎ অনেকে দেবধর্ম্ম, যজ্ঞধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (৭।৪।৩ এবং ৫ ঋক্)।

এই যুদ্ধই বাল্মীকির রামায়ণের আদত বস্তু (Kernel)। এই যুদ্ধের বিজেতা সুদাসই রাম, আর দশ-শত্রুর পরাজয়েই দশানন রাবণবধ। বোধ হয় কেহ কখন কোন যাদুঘরে, বা পশুালয়ে দশমুণ্ড কোন জীব দেখে নাই। রামায়ণের দশানন শব্দ রূপকই মনে করিতে হইবে। নদী উত্তীর্ণ হওয়াই রামেশ্বর সেতুবন্ধের কথা। ইহাই বাল্মীকিতে পাল্টাভাবে গৃহীত হইয়াছে। রামায়ণানুসারে যে অনার্য্যেরা (বানরেরা) সেতু বাঁধিয়া ছিল, সেরূপ অনার্য্যগণ সুদাসের বিরুদ্ধেও ছিল। মহাভারতে ইক্ষ্বাকুদিগকে সৌদাস ক্ষত্রিয় বলে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এই যুদ্ধের জের মাত্র। ইহার যেমন অন্তর্নিহিত কারণ গো-হরণ বা গো-তর্ক, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেরও তাহাই। উভয় যুদ্ধই দেবমানব যুদ্ধ, উভয় যুদ্ধেই গোরক্ষক ও লোকপক্ষ (People's party) জয়ী দেখা যায়! বোধ হয় এইরূপ আর একটি যুদ্ধ ফিরিয়া আসিতেছে।

আমরা বলিলাম সুদাস-পক্ষ লোকপক্ষ ও গোরক্ষার পক্ষ ; তাহার কারণ সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

(১) বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা বলিতেন, "হে ঈশান (ইন্দ্র), মর্ত্ত্যগণ যেন আমাদিগকে হনন না করে"। ১।৫।১০

(২) বিশ্বামিত্র নিজে বলিতেছেন, "মর্ত্ত্যগণের দুর্ম্মতি যেন আমাদিগের নিকট আসিতে না পারে"। ৩।১৫।১৬

(৩) গোতমের মন্ত্রে—"মর্তেভ্যঃ" আমাদিগকে শর্ম্ম অর্থাৎ সুখ দাও প্রার্থনা আছে। ১।৯০।৩

(৪) "হে বসুগণ! তোমাদের মধ্যে কে ত্রাণকর্ত্তা? কে দুঃখের নিবারক? হে অখণ্ডনীয় দ্যাবাপৃথিবী, আমাদিগকে রক্ষা কর। হে বরুণ! হে মিত্র! তোমরা অভিভবকারী মনুষ্য হইতে আমাদিগকে ত্রাণ কর।" ইহা বামদেব ঋষির উক্তি ৪।৫৫।১ ঋক্

বসিষ্ঠের মন্ত্রে মনুষ্য (মৃন নৃ) সকলের সহ সহানুভূতিই দেখা যায় (৭।২০।৮), কোন কোন স্থলে যে সকল নৃ (নর) শত্রু পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের বধকামনাও আছে (৭।১৮।৭)। *

অঙ্গিরার বংশীয় হিরণ্যস্তূপ ঋষি বলিতেছেন (অগ্নির স্তবে ১।৩১।১১) "ইলামকৃণ্বন্মনুষস্য শাসনীং"। ইলার এক অর্থ উচ্চভূমি, বেদী (আইল) ; যে পর্ব্বতশ্রেণী দুই দিকে নদী সকল প্রেরণ করিয়াছে সেই river parting পর্ব্বত শ্রেণীই ইলা। ইহার অপর এক নাম পরুষ্ণী। এই ইলাই ইরাবতী নাম ধারণ করিয়া পুরাণে গিয়া চিত্ররথের এক স্ত্রী হইয়াছেন। অগ্নি এই ইলাকে মনুষের (মানুষের) শাসনকর্ত্রী করিয়াছিলেন ;—অর্থাৎ সাগ্নিক পর্ব্বত-বাসীরা ভূতল-বাসী মানুষদিগকে সাগ্নিক করিয়া আপনাদের বাধ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ইলার আর এক অর্থ বাগ্দেবী ; বাগ্দেবী ত্রিবিধ,—(১) স্বর্গের বাগ্দেবী ভারতী, (২) অন্তরীক্ষের বাগ্দেবী সরস্বতী, (৩) ভূতলের বাগ্দেবী ইলা। কায়স্থের লেখ্যবৃত্তি একতম নিদর্শন হইলে, ইনি এই অর্থেও তাহাদের মাতৃস্থানীয়া।

এই ইলার একাংশই হিন্দুকুশ এবং পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহাই বেষ্টিত হইয়া মালভূমি চিত্রলকে ধারণ করিয়াছে। বিপাশ ও শুতুদ্রীতীরে বর্ণিত যুদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে হিন্দু বা দেবজাতি সিন্ধুনদের উপনদীগুলি যাহা পথে পড়িয়াছিল, তাহাতে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে, দেশের বহু লোক তাহাদের পক্ষ হইয়াছে : কেবল পক্ষ হইয়াছে এমত নহে, তাহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে ; এবং সেই ধর্ম্মেতে গো-রক্ষা প্রভৃতি নব পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে (কৃষিকার্য্যের বিস্তার হেতু এই পদ্ধতি তখন অনিবার্য্য)। সেই চিত্রল-বাসী দেবজাতীয় লোকের সঙ্গে যোগে এই যুদ্ধে প্রাণপণ করিতেছে ; সুদাস যুদ্ধের নেতা, বশিষ্ঠেরা তাহার সহায়ক, তৃৎসুরা এই যুদ্ধের লৌকিকভূমি (Popular base)

পক্ষান্তরে ভরতেরা তখন ভারতবাসী নহে ; বিশ্বামিত্রের মিশনারী স্বভাবে ইতঃপূর্ব্বে সুদাসের সঙ্গে পরিচয়, সদ্ভাব ও পুরোহিত-যজমান সম্পর্ক

* বসিষ্ঠের ৭।১৮।৭ ; ৭।২২।৩ ; ৭।৩২।১১ ; ৭।১৫।১৪ মন্ত্রেও নর বা মনুষ্যের শুভ কামনা দৃষ্ট হয়। বিশ্বামিত্র ও তাহার পুত্র মধুচ্ছন্দা, গোতম, বামদেব প্রভৃতি একশ্রেণীর ঋষিরা দেবতাদিগেরই শুভপ্রার্থী কিন্তু বসিষ্ঠের সহানুভূতি মানুষের সঙ্গে। এ জন্যই এই যুদ্ধটি মূলতঃ দেবমানবযুদ্ধ।

থাকিলেও, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে বিদেশী। তিনি "দশজন" শত্রু অর্থাৎ দশানন রাবণ হইয়া বিপাশ শুতুদ্রী নদী পার হইয়াছেন; ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত।

যে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশ হইতে তাঁহারা আসিয়াছে, তাহাও দেব-দেশ, হিন্দুর দেশ, সুরভূমি (Syria বা তদন্তর্গত প্যালেষ্টাইন) এবং তাঁহার সঙ্গে যে দশবৈরী (দশানন) আসিয়াছিল, তন্মধ্যে যাদ্ব ও তুর্ব্বশেরা ছিল, এবং অনুরা ও দ্রুহ্যুরা ছিল—ইহারাও দেবজাতীয় লোক। কিন্তু ইহারা গোহরণ—সম্ভবতঃ বধেরও—পক্ষপাতী। ৭।১৮।১৪ ঋকে অনু ও দ্রুহ্যুর ৬০৬০৬পুত্র গবাভিলাষী হইয়া সুদাসের দ্বারা পরাজিত হইয়াছিল বর্ণনা আছে। ইহা বোধহয় অনেকেই জানেন, ঋগ্বেদে "পঞ্চজন," "পঞ্চকৃষ্টি" বলিয়া যে বারম্বার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাতে ভারত-বিজেতা ৫টি আর্য্য জাতিই বুঝায়। এই সকল জাতির নাম পুরু, তুর্ব্বণ, যদু, অনু এবং দ্রুহ্যু। ইহাদিগকেই পুরাণে যযাতির পাঁচ পুত্র বলা হইয়াছে। যযাতি অবশ্য বেদোক্ত নাম; ইহারা যে যযাতির পুত্র তাহা কোথাও নাই। আমরা দেখিতেছি, ইহাদের ২টি জাতি অনু এবং দ্রুহ্যুরা গোহরণ আশায়ই যুদ্ধ করিয়াছিল; এই পাঁচটি জাতির মধ্যে ৪টি সুদাসের বিরুদ্ধ ছিল। যদু, তুর্ব্বশ, অনু, দ্রুহ্যু এই চারি জাতি বা দল।

আমি অনেক স্থানে বলিয়াছি দ্যু বা হিন্দু-জাতির প্রথমে তিন, পরে সাত স্থানে উপনিবেশের প্রমাণ বেদে আছে; তন্মধ্যে সুরিয়া (Syria) প্রথম তিনেরই একতম! বাইবেলের পুরাতন নিয়মের আদি পুস্তকের ১০ অধ্যায়ের বর্ণনানুসারে নোহের পুত্র হামের এক পুত্র কুশ; তাহার পুত্র নিম্রোদ, ইহার ব্যাধ বলিয়া খ্যাতি ছিল; তিনি সিনিয়র (এক্ষণে মসুল অঞ্চল) দেশে ৪টি প্রধান নগরই হস্তগত করিয়াছিলেন। এই কুশ-পুত্র বা কৌশিকের সহিত আমাদের বিশ্বামিত্রের কেবল পৌরাণিক সাদৃশ্য আছে এমত নহে; বৈদিক সাদৃশ্যও রহিয়াছে। তাঁহাকে সূক্তে "কৌশিক" বলে। এই সুরিয়া বা দেব-দেশে Hittetes, Kittetes, Kusites নামে বৃহৎ, বৃহৎ জনপদ-বাসীর নাম আছে;—ইহারাই যথাক্রমে হিন্দু, কুরু ও কৌশিক জাতি বলিয়া খ্যাত। এই সকল হিন্দু-জাতির আদি স্মার্ত্ত viticus, তিনি খাদ্যাখাদ্য, বলি, অশৌচাদির ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহার ব্যবস্থায় গো-বধ, গো-মাংসাহার নিষিদ্ধ নহে। এজন্য আমরা সন্দেহ করিতেছি যে দশানন বা দশ শত্রু লইয়া বিশ্বামিত্র আসিয়াছিলেন। বেদের মন্ত্র মধ্যে দেখা যায় তাহারা সকলেই প্রায় "গব্যন্তঃ," "গব্যবঃ", বঙ্গানুবাদে "গবাভিলাষী" বলিয়া ব্যক্ত আছে। কিন্তু ইহারা যে কেবল বুয়ার যুদ্ধের বুর মেথুয়েনের ন্যায় গো-হরণ পূর্ব্বক বুয়ার প্রজাদিগকে নিরন্ন করিবার চেষ্টার মত চেষ্টা পাইয়াছেন, গো-বধ ও মাংসাহার জন্য কোন ইচ্ছা ছিল না, তাহা বলা কঠিন।

এজন্য আমরা শুতুদ্রী নদীর বেলাভূমিতে যে সুদাস (রামচন্দ্র), দশশত্রু পরাজয় বা দশানন বধ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার মূলে বশিষ্টদিগের গভীর হিতৈষণা—জনসমূহের পরম উপকার গো-রক্ষা, কৃষিসৌভাগ্য বৃদ্ধি করা, মানুষের প্রতি যে দেবতাদের ঘৃণা ও কোপ দৃষ্টি আছে তাহা দূর করা, দেব-মানব সমন্বয় করা—এই সব উচ্চ লক্ষ্য রহিয়াছে। এই হিতকর উচ্চ লক্ষ্যের জন্যই স্বদেশী বিদেশীর এই ভীষণ যুদ্ধে দরিদ্র সুদাস (৭।১৮।১৭) কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইহা চিত্রদিগেরই কার্য্য। চিত্র কুরুর একতম পুত্র (মহাভারত)। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এই যুদ্ধের জের, শত বৎসর অতীত হইতে না হইতেই ইহা ঘটিয়াছিল পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই শেষের যুদ্ধও চিত্রসন্তানগণের যুদ্ধ; চিত্রবীর্য্য, বিচিত্রবীর্য্য ইত্যাদির সন্তানেরা বোধহয় ঐরূপ উচ্চ্য লক্ষ্য রাখিয়া ইহা ঘটাইয়াছিলেন।

আমার এইক্ষণ নিবেদন এই চিত্র-চরিত্র বৈদিক, আর চিত্রগুপ্ত-চরিত্র পৌরাণিক। বেদের মন্ত্র হইতে শেষোক্তের ঐতিহাসিক জীবনের কোন প্রমাণ উপস্থিত হয় নাই। বিশেষতঃ সমগ্র ভারতের কায়স্থদিগকে এবং এমন কি বঙ্গের সমস্ত কায়স্থকে একরূপে উৎপন্ন মনে করিতে হইলে, ক্ষত্রিয়ত্বকে তাহার ভিত্তি রাখিতে হইলে, পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয়ত্ববাদ যেমন অবজ্ঞা ও অস্বীকারের বিষয়, সেইরূপ চিত্রগুপ্তবাদও বেদ-সম্মত না হইলে পরিত্যজ্য। চান্দ্রসেনী কায়স্থতত্ত্ব পরশুরাম চরিত্রের সহিত এমন দৃঢ় সংলগ্ন যে ইহা বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় নাই। ব্রহ্মক্ষত্রিয় কায়স্থকে পরিত্যাগ করিতে হইলে, বল্লালকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে। বস্তুতঃ সকল কায়স্থই ক্ষত্রিয়, কিন্তু বৈদিক চিত্রই কায়স্থমূল। বৈদিক চিত্র-চরিত্রের বিশেষ আলোচনা আজ কায়স্থদের কর্ত্তব্য। ভারত-মহাসম্মেলনের নেতৃগণকে আমার সানুনয় নিবেদন তাঁহারা কায়স্থের উৎপত্তিমূল চিত্রকে যেন বিস্মৃত না হন। বৈদিক চিত্রই পুরাণে চিত্রগুপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীমধুসূদন সরকার
বিদ্যাবিনোদ বেদরত্ন।

বিজয়া। *

আজ বিজয়া। আমাদের হর্ষ বিষাদ, আনন্দ নিরানন্দের মধ্য দিয়া দেখিতে দেখিতে মহাপূজার সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী চকিতের ন্যায় চলিয়া গেল, আমরা দেখিয়াও দেখিলাম না, বুঝিয়াও বুঝিলাম না। আনন্দময়ীর শুভ আগমনে নিরানন্দ বঙ্গের বিশাল বক্ষে যে আনন্দ উৎসাহ, বিদ্যুদ্দাম বিচ্ছুরিত অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়া ক্ষণিক খেলিয়া গেল, মানসপটে কি তাহার বিন্দুমাত্র চিহ্নপাত হইয়াছে? নিদারুণ অভাবের তীব্রতাড়নায়, দুঃসহ দুঃখের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় যাহাদের শোক, সন্তাপ, জ্বালামালা সংক্ষুব্ধ হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়াছে তাহাদের হৃদয় কুলীশ অপেক্ষাও কঠোর, সুতরাং শান্তিময়ীর শান্তি অনুভব করিবার শক্তি যে তাহারা হারাইয়াছে—দীন দয়াময়ীর দয়ার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতাও যে তাহাদের বিলুপ্ত! কৃপাময়ীর কিরূপ কৃপা আমাদের উত্তমাঙ্গে বর্ষিত হইতেছে, শক্তিদাত্রীর কোন্ শক্তি প্রভাবে আমরা এখনও এই অন্নসমস্যা, অর্থসমস্যা, ধর্ম্মহীনতার দিনেও হিন্দু নাম লইয়া কর্ম্মক্লান্ত কলেবরে দণ্ডায়মান রহিয়াছি তাহা বুঝিবার শক্তিও আমরা দিন দিন হারাইতেছি!

সম্বৎসর পরে মা আমাদের পর্ণকুটীরে শুভ পদার্পণ করেন কেন? মায়ের ফুল্ল কমলাননের মধুর হাস্যে দশদিক হাস্যমুখরিত হয় কেন? ভক্তের প্রাণ ভক্তি-ভরে আনত এবং আমাদের ন্যায় অভক্তের হৃদয় উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতায় পূর্ণ হয় কেন? ইহা আমাদের দগ্ধাদৃষ্টের পরিহাস, কর্ম্মের অব্যর্থ পরিণাম, ভক্তিহীনতার শোচনীয় বিষাদ দৃশ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে! ধিক্কৃত আমাদের শীর্ষোপরি মায়ের শুভ আশীর্ব্বাদ প্রতিনিয়ত বর্ষিত হইতেছে; কিন্তু কল্যাণদাত্রীর অজস্র কল্যাণদানেও কি আমাদের কল্যাণ সাধিত হইয়াছে? হয় নাই—হইতে পারে না! যাহাদের মাতৃভক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, মনুষ্যত্বও যে তাহাদের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ।

মানুষ সর্ব্বপ্রথম আধ আধ স্বরে মা বুলি বলিতেই শিক্ষা লাভ করে; ক্রমশঃ যতই সংসারের দুশ্ছেদ্য আকর্ষণে আবদ্ধ হয় ততই সুধার আধার প্রাণের মা মা বুলি ভুলিয়া যায়। আমাদেরও এখন সেই দশা; আমরা মাকে

* স্থানাভাবে কার্ত্তিক-সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নাই।

ভুলিয়াছি, মায়ের অব্যর্থ আশীর্ব্বাণী ভুলিয়া গিয়াছি, টাকা-কড়ি, ধন-দৌলত, স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি লইয়াই এখন মায়ার খেলায় বিভোর, সুতরাং মাকে মনে পড়িবে কি করিয়া! মায়ের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবার চেষ্টা করিব কেমন করিয়া! আমাদের বর্ত্তমানের চঞ্চল মস্তিষ্কে সে চিন্তা আদৌ স্থান লাভ করে না। সেই জন্যই আমাদের এত হা হুতাশ—এত দীর্ঘশ্বাস—এত মনস্তাপ! আমরা জগজ্জননী মাকে ভুলিয়াছি বটে, কিন্তু সুধার আধার মায়ের কোমল প্রাণ কি সন্তানের অদর্শনে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? মা কি সন্তানকে দেখা না দিয়া থাকিতে পারেন? পাছে তাঁহার অকৃতি অধম সন্তানগণ চিরদিনের জন্য তাঁহাকে ভুলিয়া যায়, তাই কৃপাময়ী মা আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া দর্শন দিবার জন্য আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। বৎসরে তিন দিন মাত্র দর্শন দিয়া চলিয়া যান। মায়ের এই তিন দিনের স্থিতি—তিন দিনের আবির্ভাব—আমরা দেখিয়াও দেখিনা—বুঝিয়াও বুঝিনা। কি এক মোহ-মদিরায় মত্ত হইয়া হিতাহিতজ্ঞানশূন্য অবস্থায়—কালাতিপাত করিতে এমনই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, যে মায়ের আমরা সন্তান সেই মাকে সম্মুখে পাইয়াও মা বলিয়া প্রাণ ভরিয়া,মন খুলিয়া ডাকিবারও অবকাশ দিতে পাই না—ইচ্ছারও একান্ত অভাব! এমনই ঘৃণিত জঘন্য জীব হইয়া পড়িতেছি যে, যাহার করুণা বলে জীবন লাভ করিয়াছি তাঁহার চরণারবিন্দ দর্শনের ইচ্ছা আমাদের ঊষর হৃদয়ক্ষেত্রে একবারও উদিত হয় না! হায়রে মনুষ্যত্বসারশূন্য মোহমুগ্ধ দাবদগ্ধ মানব! এমনই করিয়া কি জগদম্বার শ্রীপাদপদ্ম বিস্মৃত হইতে হয়!

দেখিয়াছ জননি! তোমার সন্তানগণের দুষ্কৃতির ফলে জগৎ জুড়িয়া হাহাকার রব উত্থিত হইতেছে! দেখিয়াছ জননি! প্রবল প্লাবনে তোমার শত শত সন্তান অন্তকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে! আবার দেখিয়াছ মা! অভাবের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তোমার শত শত অকৃতজ্ঞ সন্তান ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে! ঐ যে মা! দেশব্যাপী মহামারীর প্রবল প্রকোপে তোমার অধম সন্তানগণের পাপ-জীবনের অবসান সাধিত হইতেছে! আবার ওদিকে দেখিলে জননি! মনুষ্যত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া—ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধন ছিন্ন করিয়া—তোমার শত শত সন্তান একে অন্যের বক্ষের শোণিতে পৃথীতল কলঙ্কিত করিয়া পশুত্বের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতেছে! তাই বলি মাগো! তোমার সন্তানগণের আছে কি মা! দয়া, মায়া, পরোপকার, পরহিতচিন্তা বর্জ্জন দিয়া তাহারা নরাকারে রাক্ষসের উদ্দাম অভিনয়ে তৎপর হইয়াছে!

স্নেহ-মমতা কথার কথা, ভক্তি-ভালবাসা অর্থহীন শব্দসম্ভার মাত্র; মানুষ হইয়া মানুষ এমনই অমানুষত্বের দাসত্বে আত্মনিয়োগ করিয়াছে যে তাহাকে আর মানুষ বলিয়া চিনিবার উপায় নাই! সেই জন্যই বলিতেছি মাগো! যাহাতে তোমার অধম সন্তানগণ আবার মানুষ হইয়া উঠিতে পারে সেইরূপ আশীর্ব্বাদই কর জননী।

আজ বিজয়া দশমী আজ মিলন-মন্ত্রের পুরশ্চরণের পবিত্র ও প্রশস্ত দিন! আজ শত্রু মিত্র ভুলিয়া—উচ্চ-নীচ ভুলিয়া—ধনি-নির্দ্ধন ভুলিয়া ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠার সুবর্ণসুযোগ! হিন্দুর এমন দিন আর নাই! সেই জন্যই আজ মহামায়ার পবিত্র নাম স্মরণ করতঃ আমরা কাতর কণ্ঠে স্বজাতীয় ভ্রাতৃবর্গকে বন্ধুগণকে অনুরোধ করিতেছি—দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, অভিমান বিস্মৃত হইয়া আসুন, এই পবিত্র দিনে—শুভ মুহূর্ত্তে জগজ্জননী মায়ের নাম স্মরণ করিয়া ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য হৃদয়ে হৃদয়ে মিলাইয়া বিজয়ার কোলাকুলি দ্বারা ভিন্নত্বের পরিহার ও একত্বের উপাসনায় ব্রতী হই! যে ভিন্নত্ব আমাদিগকে উন্নতিমার্গে উন্নীত হইবার বাধা জন্মাইতেছে—যে ভেদজ্ঞান আমাদের শ্রেণী চতুষ্টয়ের মধ্যে পাষাণ প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া সমাকরণের অন্তরায় হইতেছে তাহার আশু উচ্ছেদের জন্য যত্নপর হই! আর ঐ যে সর্ব্বনাশী পণ প্রথা ধীরে ধীরে সমাজের শোণিত শোষণ করিয়া সমাজকে ধ্বংসশ্মশানে নিত্য-নিকেতনে পরিণত করিতেছে তাহার মূলোচ্ছেদ করি! যে সকল সমাজশীর্ষ মহানুভব সংস্কার গ্রহণ কর্ত্তব্য জানিয়াও আজ পর্য্যন্ত পশ্চাৎপদ থাকিয়া স্বকীয় ও তাঁহাদের মুখাপেক্ষী অন্য দশজনের কর্ত্তব্য-ব্যাঘাত জন্মাইতেছেন, আজ আমরা শুভ বিজয়ার মিলনের দিন করজোড়ে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, আর কাল-বিলম্ব না করিয়া তাঁহারা সমাজ-সেবায় উদ্বুদ্ধ হউন। যে সকল সংস্কার-বিরোধী স্বজাতীয়ের দল এখনও সমাজের উন্নতির অন্তরায় উপস্থিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর তাঁহাদের নিকটও আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, অতঃপর তাঁহারা শাস্ত্রাদেশ মান্য করিয়া সমাজকে আশ্বস্ত করুন। আজ এই শুভ বিজয়ার দিন আমরা আমাদের শ্রেণী চতুষ্টয়ান্তর্গত স্বজাতীয় বর্গের নিকট করজোড়ে আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের কোলাকুলি জ্ঞাপিত করিতেছি। পতনোন্মুখ সমাজকে রক্ষার জন্য সকলে একই মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শত বাধা-বিঘ্ন, উপেক্ষা অনাদর পদদলিত করিয়া অগ্রসর হউন! সমাজ আশ্বস্ত হউক—শাস্ত্র বাক্য রক্ষিত হউক—কলঙ্ক-কালিমা বিধৌত হউক, সকল দৈন্য দূর হউক। বঙ্গের গৌরব কলিকাতা মহানগরীতে অখিল-ভারত কায়স্থ-মহা

মিলনের দিন আগতপ্রায়। মা জগদম্বা আমাদের সুদুর্লভ ঐক্যবল ও একাগ্রতা প্রদান করুন যেন আমরা বঙ্গের সকল কায়স্থ দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া মহাসম্মেলনের সাফল্য দ্বারা বঙ্গের মান রক্ষা করিতে পারি, আর যেন সেই পবিত্র মিলনযজ্ঞে পূর্ব্বসঞ্চিত সকল দ্বেষ, সকল অনৈক্য আহুতি দিয়া আমরা কষিতকাঞ্চনবৎ হইয়া, বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ঘরে ফিরিতে পারি।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্ম চৌধুরী,
রাজসাহী।

প্রথম বাঙ্গালী—কায়স্থ। *

পাশ্চাত্যদেশে হিন্দু ধর্ম্মপ্রচারক (প্রথম হিন্দু মিশানেরী)—
আচার্য্য বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ দত্ত)

পাশ্চাত্যদেশে প্রথম হিন্দুমন্দির স্থাপয়িতা (First Hindu Temple in the Western World—Sanfrancisco, America.)—
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ (সারদাপ্রসাদ মিত্র)

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সিল—
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ (লর্ড সিংহ—ব্যারণ অফ্ রায়পুর)

প্রথম অ্যাড্ ভোকেট্ জেনারেল— ঐ

ভারতের বড় লাটের এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিলের প্রথম সদস্য ঐ

ঐ কাউন্সিলের আইন-সদস্য— ঐ

আণ্ডারসেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ ফর্ ইণ্ডিয়া— ঐ

* "প্রথম বাঙ্গালী" নামে মাসিক "বসুমতী" পত্রে যে সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে যে যে বাঙ্গালী সর্ব্বপ্রথমে কোন বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে যাঁহারা কায়স্থ তাঁহাদের নাম এবং উল্লেখযোগ্য আরও কতিপয় কায়স্থের নাম ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সঙ্কলন নিঃশেষে ও নির্দ্দোষরূপে করা হইয়াছে একথা বলিতে পারি না। পাঠকগণ ইহার ত্রুটী ও অসম্পূর্ণতা প্রদর্শন করিয়া পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লিখিলে ভরসা করি তাহা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া এই সঙ্কলনের অসম্পূর্ণতা দূর করিবে।

লেখক।

ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্সে ও লীগ্ অফ্ নেসন্‌স্ এ প্রতিনিধি— ঐ
ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরকারী— ঐ
লণ্ডন ক্যাবিনেটের সদস্য— ঐ
কিংস্ কাউন্সিলের সদস্য— ঐ
লর্ড উপাধিধারী—(একমাত্র ভারতীয়) ঐ
হাউস্ অফ্ লর্ডসের সদস্য—(ঐ) ঐ
ভারতে প্রাদেশিক গভর্ণর (বিহারের প্রথম গভর্ণর) ঐ
লণ্ডন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি এস্‌সি—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু (স্যার জে, সি, বসু)
রয়াল সোসাইটীর ফেলো—(F. R. S.) ঐ
উদ্ভিদের প্রাণ ও অনুভূতির অস্তিত্ব প্রমাণকারী— ঐ
তারহীন টেলিগ্রাফ্‌সিগ্‌ন্যালিং ও সিগ্‌ন্যালিং বিশেষ যন্ত্র-আবিষ্কারক ঐ
বড়লাটের কাউন্সিলের ফাইন্যান্স মেম্বর—স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র
বিলাতে হাই কমিশনর— ঐ(অস্থায়ী)
মিলিটারী ফাইন্যান্সিয়াল এড্‌ভাইজার— ঐ
অধ্যবসায় এবং কৃতিত্বদ্বারা সামান্যপদ হইতে উচ্চ পদোন্নতির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত-
মধ্যপ্রদেশের জুডিসিয়াল্ কমিসনর্— স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু
নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলর— ঐ
সংস্কৃত বিশ্বকোষ-(encyclopaedia)-সঙ্কলয়িতা—স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব
কে সি আই ই উপাধিধারী— ঐ
'স্যার' উপাধি মণ্ডিত— ঐ
পাট্‌না হাইকোর্টের প্রধান জজ (অস্থায়ী)—স্যার বসন্তকুমার বসু মল্লিক
হাইকোর্টের স্থায়ী সিভিলিয়ান জজ— ঐ
ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে 'নাইট' উপাধি প্রাপ্ত— ঐ
বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষরছন্দ প্রবর্ত্তক— মাইকেল্ মধুসূদন দত্ত
ইংরাজি কাব্যলেখক— ঐ
ইংরাজী কবিতায় যশস্বিনী মহিলা— তরুদত্ত
বিলাতে ইংরাজী ভাষার কবি মহিলা— ঐ
ডিভিশনাল্ কমিশনর্— রমেশচন্দ্র দত্ত
লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক— ঐ
পাশ্চাত্য রসায়নে যশস্বী— স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার— রাজেশ্বর মিত্র
ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন— নৃপেন্দ্রনাথ সরকার
ভারতের বাহিরে সৈনিক বিভাগে কৃতিত্ব অর্জ্জনকারী—কর্ণেল্ সুরেশ বিশ্বাস
কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংলার— আনন্দমোহন বসু
কলিকাতা হাইকোর্টের (অস্থায়ী) প্রধান বিচারপতি—স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র
বাঙ্গালা ও হিন্দি ভাষায় বিশ্বকোষ (Encyclopaedia) সঙ্কলনকর্ত্তা
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
বাঙ্গলাভাষায় ঋগ্বেদের অনুবাদক— রমেশ চন্দ্র দত্ত
বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম নাটক রচয়িতা— হরচন্দ্র ঘোষ
সম্পূর্ণ সংস্কৃত মহাভারতের প্রথম অনুবাদক—কালীপ্রসন্ন সিংহ
রেজিষ্ট্রার অফ্ কো-অপারেটিভ্ সোসাইটীজ্—রায় যামিনীমোহন মিত্র বাহাদুর
ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল অফ্ রেজিষ্ট্রেশন (অস্থায়ী)—
রায় তারিণীকুমার ঘোষ বাহাদুর
বিদেশে এঞ্জিনিয়ারিংএ যশোলাভ করেন— মিঃ বীরেন্দ্রকুমার দে
কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ও পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট্—রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর
(১৮৫২)
কলিকাতার স্মল কজ্ কোর্টের জজ—ঐ (১৮৬৮)
কলিকাতার কলেক্টর— পি, কে বসু (১৮৮৮)
ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ্ রেজিষ্ট্রেশন (স্থায়ী)—কুমার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব
প্যারিসের ডি, লিট্— ডাঃ কালিদাস নাগ
আমেরিকার কলেজে অধ্যাপক— ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ বসু
চিফ্ ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার— সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
আইন পরীক্ষোত্তীর্ণা মহিলা— রেজিনা গুহ
এম্-এ-পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারকারিণী মহিলা— ঐ
ইংরাজী ভাষায় কবি— কাশীপ্রসাদ ঘোষ (The Indian Bard)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (অন্যতর প্রথম) গ্রাজুয়েট্— যদুনাথ বসু
এম, এ পরীক্ষোত্তীর্ণা প্রথম মহিলা— চন্দ্রমুখী বসু
এম্, বি, পরীক্ষোত্তীর্ণা প্রথম মহিলা— কাদম্বিনী বসু
এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সভাপতি— ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র
পুরাতত্ত্ব গবেষণায় ভুবন-বিখ্যাত— ঐ

সকল সভ্যদেশের ব্যবহার-বিজ্ঞানে (আইনে) ব্যুৎপন্ন
ডাঃ স্যার রাসবিহারী ঘোষ এল্ এল্ ডি
ইয়োরোপ-আমেরিকা-জয়ী মল্লবীর— যতীন্দ্রচন্দ্র গুহ (গোবর বাবু)
জাতীয় শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সর্ব্বস্বত্যাগী—স্যার তারকনাথ পালিত
ও স্যার রাসবিহারী ঘোষ
পার্লামেণ্টের সভ্যপদলাভের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ—লালমোহন ঘোষ
ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভাইস্‌রিগেল আসনে উপবেশনকারী
ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের সদস্য—ভূপেন্দ্রনাথ বসু
রাজনীতিক বাগ্মিতায় যশস্বী—রামগোপাল ঘোষ
চর্ম্মশিল্পে (Tannery'তে) বিলাতের উচ্চতম ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত—
শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দাস (এম্ এস্-সি, লীড্‌স্)
দীর্ঘ য়ুরোপ-প্রবাসে সতত নিরামিষ-স্বপক্কখাদ্য, সধবার সিন্দুর বিন্দু ও
জাতীয় পরিচ্ছদ ব্যবহারকারিণী রমণী—সৌদামিনী দেবী (জলসিন্)
আকাশযানচারিণী মহিলা—পাইকপাড়ার শ্রীমতী রাণী মৃণালিনী
কলিকাতার সেরিফ— দিগম্বর মিত্র (রাজা)
ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান্— হরিনাথ দে
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-ভাইস্‌চ্যান্সেলার— শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার
রুড়কী এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ— নীলমণি মিত্র
স্ত্রীরোগে অস্ত্র-চিকিৎসায় পাশ্চাত্যমুগ্ধকারী— ডাঃ কেদারনাথ দাস
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিশেষ নিয়মের আবিষ্কর্ত্তা— জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ
বিলাতের এম, ডি— ডাঃ ভোলানাথ বসু
কলিকাতা করপরেশনের ভাইস্ চেয়ারম্যান্—গোপাললাল মিত্র (অস্থায়ী)
ঐ বেসরকারী সভাপতি—(চেয়ারম্যান্) সুরেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক
ঐ নূতন আইনের আমলে চিফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার—সুভাষচন্দ্র বসু
দেশহিতের জন্য স্বেচ্ছায় আই-সি-এস্-পদত্যাগী— ঐ
বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী (অন্যতর) স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র
স্বদেশী আন্দোলনে প্রথম কারারুদ্ধ—যুগান্তরের লেখক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
(বর্ত্তমানে—ত্রম্ এ ; পি এইচ্ ডি)
নিখিলভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতায় প্রথম— বীরেন্দ্রনাথ বসু
ঐ ১৯২৫।১৯২৬ খৃঃ—প্রথম— মনোরঞ্জন বসু

১০০ মাইল বাইসিক্‌ল রেসে ভারতীয়গণের মধ্যে প্রথম—করুণা বসু
(সিটিকলেজ)
বাঙ্গলা ভাষায় (সর্ট্ হ্যাণ্ডের) রেখাক্ষর প্রবর্ত্তক— দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ

কায়স্থের মধ্যে প্রথম

হাইকোর্টের জজ—দ্বারকানাথ মিত্র
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলর স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
এল্ এল্ ডি, সি বি ই
দেশবিদেশে সার্কাসে কৃতিত্ব (প্রফেসর বোস) প্রিয়নাথ বসু ও মতিলাল বসু
শ্রীরমণীমোহন নাগ বি, এ।

স্বাভিমত।

"বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ" নামক একখানি পুস্তিকা অনেকদিন পূর্ব্বে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। লেখক মহাশয়—শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল রায়—একজন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। ইনি আদিশূর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতমের বংশধর বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। লেখক মহাশয় ব্রাহ্মণ সমাজের ইতিবৃত্ত লিখিতে গিয়া অনেক স্থলে বিপথগামী হইয়াছেন ও কায়স্থকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ উপনিবেশী ব্রাহ্মণগণের বংশধর বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন। কেহই সপ্তশতী ব্রাহ্মণ হইতে বা তাহাদের সহিত সংস্রব থাকা স্বীকার করিতে কি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন না। স্বর্গীয় লাল মোহন বিদ্যানিধি (সম্বন্ধনির্ণয়-প্রণেতা) রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে সপ্তশতীর বংশধর ও গৌড়ীয় বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন এবং অতি কষ্টে আপনাদের দায়াদ স্বীকার করিয়া নুলোপঞ্চাননের কারিকার দোহাই দিয়া বলেন :—

এক বাপের দুই বেটা দুই দেশে বাস।
বুদ্ধ পাইয়া জাত খাইয়া কবুল সর্ব্বনাশ॥
পৈতা ছিঁড়িয়া পৈতা চায় বৈদিকে দেয় পাঁতি।
ধর্ম্ম খাইয়া কর্ম্ম পাইল—বারেন্দ্র অখ্যাতি॥

("রাঢ়ী বারেন্দ্র দোষকারিকা" ধৃত)

এদিকে "বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ" লেখক মহাশয়ও "বারেন্দ্র-কুল-পঞ্জিকা" ও "লঘুভারতের" দোহাই দিয়া বলিলেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব পক্ষের পুত্র, আর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ আদিশূর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সপ্তশতীকন্যাগর্ভজাত সন্তান।

যাহা হউক আমরা ব্রাহ্মণ নহি, সুতরাং এই ব্রাহ্মণের বিবাদে মাথা ঘামাইবার আমাদের প্রয়োজনাভাব। তবে এই ব্রাহ্মণ বিবাদে আমাদের ইহাই ধারণা হয় যে, সপ্তশতী দোষ উভয় শ্রেণীর মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এই সপ্তশতী আর কিছুই নহে, ৭০০ ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি ব্রাহ্মণ সাজিয়া আদিশূরের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারই অনুজ্ঞাক্রমে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হন। (ধ্রুবানন্দ কারিকা)। অব্রাহ্মণগণের এইরূপে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হওয়া নূতন নহে। মহাভারতে দেখা যায় স্কন্দের জন্ম সময়ে তাঁহার পার্শ্বে যে সকল নানা জাতীয় লোক উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা স্কন্দের বরে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন এবং পরশুরামও কতকগুলি অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন। অনেক সময় যে অব্রাহ্মণ দ্বারা ব্রাহ্মণ দল পুষ্ট হইয়াছে পুরাণে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। ইহাতে আমাদের মনে হয় পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে সংগৃহীত ব্যাস-সংহিতার বচন বলে যে, হৈহয় বংশীয় রাজা সুভৌম দ্বারা কতকগুলি ব্রাহ্মণের বিনাশ সাধিত হওয়ার কথা লিখিয়াছেন তাহা অব্যর্থ সত্য।

লেখক মহাশয় পুস্তকের ১ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে বৈবস্বত মনু, যম ও যমুনার জন্ম হইয়াছিল।" আমরা মনুসংহিতায় দেখিতে পাই, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা (যাঁহার অপর নাম নারায়ণ) প্রথমতঃ হিরণ্যগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ৮—১০।১ মনু পরে সেই প্রভু (ব্রহ্মা) আপনার দেহকে দ্বিধা করিয়া অর্দ্ধ অংশ দ্বারা পুরুষ ও অর্দ্ধ অংশ দ্বারা নারী সৃষ্টি করিয়া বিরাটকে উৎপন্ন করিলেন। সেই বিরাট পুরুষ তপস্যা করিয়া মনুকে সৃষ্টি করিলেন। সেই মনু মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ এই দশ জন মহর্ষিকে সৃষ্টি করিলেন এবং সেই দশজন সাত জন মনু, দেবতা, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ইত্যাদি সকলকে সৃষ্টি করিলেন। (৩২—৪০।১ মনু) উক্ত শ্লোকে ৮ জন মনু মধ্যে ৭ জন মনু মরীচ্যাদি হইতে উৎপাদিত। কোন্ মনু বিশ্বকর্ম্মা এবং তাহার কন্যার জন্মের পরে উৎপাদিত হইয়াছিলেন উক্ত শ্লোক হইতে তাহা

পাওয়া যায় না এবং উক্ত শ্লোকে বিশ্বকর্ম্মা বা তাহার কন্যার জন্ম কোথাও নাই। উহা পুরাণের প্রমাণ হইলে আমরা বলিব, পুরাণ অপেক্ষা স্মৃতির প্রমাণই অগ্রগণ্য, বিশেষতঃ মনু-স্মৃতির। ভাগবতে ও মনু-স্মৃতিতে ব্রহ্মার শরীরের দ্বিধা বিভাগের কথা আছে। ভাগবতের ঐ দ্বিধা বিভক্ত মূর্ত্তিকে "কায়" বলে। (ভাগবত। স্কন্দ, ১২ অঃ, ৩৪—৩৮ শ্লোক) ব্রহ্মার এই দ্বিধা বিভক্ত "কায়" হইতে বিরাটের উৎপত্তি, সুতরাং এই বিরাটের নামই "কায়স্থ"।

আমরা মনু সংহিতায় দেখিতে পাই, সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ। কিন্তু কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও শূরসেন দেশ উক্ত ব্রহ্মাবর্ত্তে অবস্থিত নহে—ব্রহ্মর্ষি দেশে অবস্থিত। পুরাকালে ক্ষত্রিয়ের নামানুসারে জনপদের নাম হওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। মথুরাদেশে কংশের পিতা শূরসেন নামক ক্ষত্রিয় নৃপতি ছিলেন, ভাগবতে তাহার উল্লেখ আছে। শূরসেন দেশের নামকরণ শূরসেন নামধারী নৃপতি হইতে হইয়াছে ইহা সহজ বোধ্য। এই প্রথানুসারেও শূর ও সেন ক্ষত্রিয় পদবী বলিয়া পরিগণিত। কুল্লূকের টীকা অনুসারে শূরসেন দেশের নামই মথুরা। সুতরাং মথুরাও ব্রহ্মাবর্ত্তদেশভুক্ত নহে। (১৯—১৯।২ মনু) পরন্তু উহা ব্রহ্মর্ষি দেশের অন্তর্গত। কুল্লূক ভট্টের মতে পাঞ্চাল দেশের নাম কান্যকুব্জ। মনুর মতে এই ব্রহ্মর্ষি দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন। সেই জন্যই লেখক রায় মহাশয় পাঞ্চাল, কান্যকুব্জ প্রভৃতি দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ মধ্যে টানিয়া আনিতেছেন। ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে যে আচার ব্যবহার পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে তাহাই সদাচার বলিয়া মনু মহারাজ স্বীকার করিয়াছেন। (১৮।২ মনু) এই সদাচারসম্পন্ন দেশের ব্রাহ্মণগণের নিকট পৃথিবীর সকল মানব চরিত্র শিক্ষা করিবেন অর্থাৎ উক্ত দেশস্থ ব্রাহ্মণগণের চরিত্র দেখিয়া সকল লোক নিজেদের চরিত্র গঠন করিবেন। অতএব মনুর সময়ে যে, এতদ্দেশবাসী ব্রাহ্মণগণ অতি চরিত্রবান্ ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই) কুরুক্ষেত্র, কান্যকুব্জ, মৎস্য, পাঞ্চাল প্রভৃতি দেশের ব্রাহ্মণগণও তৎকালে আদর্শ পুরুষ ছিলেন। এতদ্দেশবাসী অর্থাৎ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের আচার ব্যবহারের সহিত উল্লিখিত দেশের আচার ব্যবহারের আদৌ সামঞ্জস্য নাই, সুতরাং সত্যের অপলাপ না করিলে বলিতে হয় এ দেশের ব্রাহ্মণগণ সদাচারবর্জ্জিত হইয়া কদাচারের দাসত্ব করিতেছেন।

মনু বলেন শ্রুতি ও স্মৃতির অনুমোদিত ধর্ম্মই মানব অনুষ্ঠান করিবে। বেদের নাম শ্রুতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম স্মৃতি। বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মতুষ্টি এই

চারিটী সাক্ষাৎ ধর্ম্মের লক্ষণ। ধর্ম্মজিজ্ঞাসুগণের একমাত্র বেদই প্রমাণ। (৯—১০।২ মনু) আমরা লেখক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি বঙ্গের কয়জন ব্রাহ্মণ বেদমার্গ অনুসরণ করিয়া বা বেদের বিধান মত চলিয়া থাকেন? বাঙ্গালার ব্যবস্থা রীতি, নীতি, পূজা পার্ব্বণ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ব্যবস্থাদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সেই সদাচারসম্পন্ন দেশের ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণেতর জাতির স্পৃষ্ট লুচি তরকারী অম্লান বদনে নিঃসঙ্কোচে আহার করেন; আর এই আচারহীন বেদবর্জ্জিত দেশের ব্রাহ্মণগণ অব্রাহ্মণস্পৃষ্ট আহার করা দূরে থাকুক ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিয়া অশূদ্রপ্রতিগ্রাহিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া অব্রাহ্মণের বাড়ীতে ব্রাহ্মণ-পাচিত অন্নাদি উদরস্থ করিতেও পাশ্চাৎপদ! ধন্য বঙ্গ! আর শত ধন্যবাদ তাহার আচার ব্যবহারের! আচার ব্যবহার ছাড়িয়া দিলেও সংস্কার ও পূজা-পদ্ধতি সম্বন্ধেও এদেশে ও সে দেশে অনেক প্রভেদ। কেশান্ত সংস্কার বলিয়া একটী সংস্কার মনুতে দেখিতে পাই। (৬৫।২মনু) ষোড়শ বর্ষ বয়সে ব্রাহ্মণের তাহা অবশ্য করণীয় এবং এই কেশান্ত সংস্কার উপনয়নের পরের সংস্কার। ৮ম বর্ষ হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের উপনয়ন কাল। কেশান্ত সংস্কার ঐ ষোড়শ বর্ষেই কর্ত্তব্য, মনুর "আষোড়শাৎ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে" (৩৮।২) ও "কেশান্ত ষোড়শে বর্ষে ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে" (৬৫।২) শ্লোক হইতে বুঝা যায়। কিন্তু এই শাস্ত্রীয় সংস্কারটী আমাদের দেশে আদৌ অনুষ্ঠিত হয় না। বঙ্গদেশে রঘুনন্দনী মত পূর্ণ মাত্রায় প্রচলিত, কিন্তু পশ্চিমপ্রদেশে উহা প্রচলিত নাই। বঙ্গের আচার ব্যবহার স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের ও তন্ত্রের মত অনুষ্ঠিত হয়, আর উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বৈদিক মত প্রচলিত। সুতরাং বঙ্গদেশ ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশ এ দুইয়ের মধ্যে আচার-ব্যবহার প্রথা-পদ্ধতির পার্থক্য অনেক, প্রভেদ বহুতর। যখন আচার-ব্যবহারের পার্থক্য চিন্তা করা যায় তখন বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে কোন কালে বঙ্গে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসী ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাস হয় না। আসিলে কোন কোন মত এ দেশে প্রচলিত থাকিত। যে কায়স্থকে লেখক মহাশয় তাঁহার পুস্তকের স্থানে স্থানে শূদ্র বলিয়া গৌরব অনুভব করিয়াছেন সেই কায়স্থই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উপবীতধারী। কায়স্থ শূদ্র হইলে, যে দেশের আচার ব্যবহার অন্যান্য দেশের অনুকরণীয় সেই দেশের কায়স্থগণ কখনই উপবীত ধারণ করিতে পারিতেন না, এবং কায়স্থ শূদ্র হইলে সদাচারসম্পন্ন দেশের সদাচারী ব্রাহ্মণগণ কখনই সে দেশের কায়স্থগণকে উপবীতসম্পন্ন করাইতেন না। কায়স্থবিদ্বেষিগণ

যদি বলেন সে দেশের কায়স্থ ও এদেশে কায়স্থ এক জাতি নহে, তাহাতে আমাদের বক্তব্য—ভিন্ন জাতি হইলে উভয় দেশের কায়স্থই "কায়স্থ" এই এক অভিন্ন সংজ্ঞায় বিশেষিত হইবেন কেন? এক সংজ্ঞায় বিশেষিত জাতির মধ্যে ভিন্নত্ব থাকিলে সংজ্ঞার সার্থকতা কি? এবং তাহা হইলে বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও পশ্চিমের ব্রাহ্মণ ভিন্ন জাতি হইবেন না কেন? আমাদের বক্তব্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বুঝাইতে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয় এবং এই সংজ্ঞার নামই জাতি। ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বুঝানই সংজ্ঞার সংজ্ঞাত্ব।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্ম চৌধুরী,
রাজসাহী।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা ও যজ্ঞকার্য্যে কায়স্থ।

চেৎলার আকি গঙ্গাতীরে, কালীঘাট (কেওড়াতলা) মহাশ্মশানের অপর পারে ভূতপূর্ব্ব আনুষ্ঠানিক কায়স্থ-সভার প্রতিষ্ঠাতা, ৯০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটস্থ কায়স্থ সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীমদভিরাম স্বামী মহান্ত মহারাজ ও শ্রীশ্রীমাতাজী বসন্ত মহারাণীর * অন্যতম মন্ত্রশিষ্য শ্রীমন্নন্দদাস স্বামী বাবা বিগত ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে, রবিবারে, "শ্রীশ্রীসীতারাম-মন্দির" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তথায় বহু সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মার সমাগম হইয়াছিল। অনুমান প্রায় সহস্রাধিক হিন্দু নরনারী এ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রাতে হোম, যজ্ঞ, পূজা ও পাঠ; মধ্যাহ্নে সাধু, মহান্ত, সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দের সেবা; অপরাহ্নে ধর্ম্মোপদেশ ও বক্তৃতা, সায়াহ্নে আরতি ও প্রাণারাম শ্রীরামনাম-সংকীর্ত্তন স্থানটীকে মনুপ্রাণিত ও মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিল। শ্রীশ্রীমাতাজী সমাগত মহিলাগণকে "জ্ঞান ও কর্ম্মে নারীর অধিকার" ঘোষণা করিয়া উপদেশ প্রদান করেন। পবিত্র বেদীতে, কৃষ্ণাজিন আচ্ছাদিত আসনে, চন্দ্রাতপ-নিম্নে উপবিষ্ট জটাজুটসমন্বিত সাধনবিভূতি-বিভূষিত কায়স্থ-সন্ন্যাসী যুগল সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীহর-পার্ব্বতীর ন্যায় শোভমান থাকিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। সমাগত সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দ ভক্তিভরে তাঁহাদিগকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া

* ইঁহারা পরিব্রাজক সারদাচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের মাতাপিতা।

পাদ্যার্ঘ দ্বারা শ্রীচরণ পূজা করেন। চন্দনগন্ধে ও সুরভি যজ্ঞীয় ধূমে ঐ স্থান পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

বীরভূমের ধর্ম্মরাজ-চিত্রগুপ্তাশ্রম হইতে শ্রীমৎ সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী সন্ন্যাসী বৃন্দের আহ্বানে এখানে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার যজ্ঞাদি কর্ম্মে তিনি ব্রতী ছিলেন। পবিত্র অগ্নিহোত্র-প্রতিষ্ঠার কার্য্যও তাঁহার দ্বারা সুসম্পন্ন হয়। শতাধিক সাধু সন্ন্যাসী পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি এই বিরাট যজ্ঞ সুসম্পন্ন করেন। অপরাহ্নে তিনি 'সনাতনধর্ম্ম ও হিন্দুর বর্ত্তমান কর্ত্তব্য'-সম্বন্ধে একটী ওজস্বিনী ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেন। তাঁহাকে একশত টাকা দক্ষিণা ও পঞ্চাশ টাকা প্রণামী সন্ন্যাসি-মণ্ডলী ও ভক্তবৃন্দ প্রদান করিয়াছিলেন।

দক্ষিণা ও প্রণামী স্বর্ণমুদ্রায় প্রদত্ত হইয়াছিল। দক্ষিণার লব্ধ অর্থ তিনি ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তাশ্রমে দান করিয়াছেন। সাধু সন্ন্যাসিগণকে মৃগচর্ম্মাসন, কাষ্ঠ পাদুকা ও উৎকৃষ্ট কম্বল দান করা হয়।

রাত্রি ৮টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত পুরী, তরকারী, হালুয়া, পেঁড়া, দধি প্রভৃতি প্রসাদ-দ্বারা সমাগত নরনারী বালক বালিকাগণকে পরিতৃপ্ত করা হয়। পরদিন দেড়মণ ময়দার পুরী ও তদুপযুক্ত তরকারী, দধি প্রভৃতি প্রসাদ সর্ব্ব সাধারণকে বিতরণ করা হয়।

দিবসদ্বয়ব্যাপী এই উৎসব "শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্ত্তনে" ও "বহুরূপায় বিষ্ণবে"র সেবায় মুখরিত ও পবিত্র হইয়াছিল।

সন্ন্যাসী লক্ষ্মণদাস শ্রীবাস্তব

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজা

বিগত ২১শে কার্ত্তিক রবিবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পুণ্যতিথিতে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত দোলকুণ্ডী গ্রামে শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্ম মহাশয়ের আলয়ে শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্ত দেবের ১৮শ বার্ষিক পূজোৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উপনয়ন।

(১)

বিগত ২১শে কার্ত্তিক রবিবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পুণ্যবাসরে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত দোলকুণ্ডী গ্রামে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ঘোষরায় বর্ম্ম মহাশয়ের ভবনে শিকুয়াইল নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী (বৈদিক) মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্ম মহাশয়ের তন্ত্রধারকতায় নিম্নলিখিত ৯ জন কায়স্থ সন্তানের যথারীতি মুণ্ডনাদি পূর্ব্বক উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে। উপবীতিগণের নাম :—

১। শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্রলাল ঘোষরায়, ২। শ্রীমান্ দেবেন্দ্রলাল ঘোষরায়, ৩। শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রচন্দ্র ঘোষরায়, ৪। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মিত্র, ৫। শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র মিত্র, ৬। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র কর, ৭। শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ দেব, ৮। শ্রীমান্ প্রভাতচন্দ্র দেব, দোলকুণ্ডী; ৯। শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন বসু, আলগী (ফরিদপুর)।

(২)

বিগত ২৮শে শ্রাবণ পাবনা জেলার অন্তর্গত ঘাটাবাড়ী নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদলাল দেব বি-এ, এম্-বি, ডি-টি-এম্ মহাশয় যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বংশীয় শ্রীপাটখরদহ নিবাসী প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং উথুলী নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তকুমার তালুকদার মহাশয়ের তন্ত্রধারকতায় এই উপনয়ন-কার্য্য সুচারু রূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

(৩)

ঘটমাঝি (ফরিদপুর) হইতে শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দত্ত রায়বর্ম্ম ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় লিখিতেছেন,—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্ম মহাশয়ের উদ্যোগে এবং ঘটমাঝি আর্য্যকায়স্থ-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত দাসবর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দাসবর্ম্ম প্রমুখ উক্ত শাখাসভার কতিপয় উৎসাহী সভ্য মহোদয়ের সহযোগিতায় গত ৬ই অগ্রহায়ণ সোমবার ঘটমাঝি গ্রামে শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ রায় মহাশয়ের আলয়ে একটী কেন্দ্র হইয়াছে; উক্ত কেন্দ্রে প্রচারক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত একাদশ জন কায়স্থ যথারীতি মস্তকমুণ্ডন এবং

ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন। মাদারীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাঠক মহাশয় আচার্য্য এবং স্থানীয় শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় তন্ত্রধার কার্য্যে বৃত ছিলেন। উপবীতিগণের নাম ধাম :—

ঘটমাঝি—১। শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ রায়, ২। শ্রীযুক্ত মনোহর রায়, ৩। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাস, ৪। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাস, ৫। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ, ৬। শ্রীমান্ রাধাবিনোদ দাস, ৭। শ্রীমান্ কেশবচন্দ্র দাস, ৮। শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার দাস, ৯। শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র দেব। দোলকুণ্ডী—১০। শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ। দারাদিয়া—১১। শ্রীমান্ বিধুভূষণ দাস।

(৪)

কায়স্থ বালকের উপনয়ন।

স্থান ৯০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্।

শ্রীহট্ট জিলার বদরপুর জংসন হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী শ্রীগৌরী হইতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ৺রত্নগোবিন্দ দেব মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার একাদশ বর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রামকৃষ্ণ দেবের শুভোপনয়ন উদ্দেশে সস্ত্রীক কলিকাতায় আগমন করেন। বিগত ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে যথারীতি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি সহ ঐ বালকের উপনয়ন কার্য্য সমাধা হইয়াছে। পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী মহাশয় আচার্য্য ও হোতৃপদে বরিত হইয়া মুণ্ডিত মস্তক ও গৈরিক বাসশোভিত মানববটুকে বৈদিক গায়ত্র মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। অগ্নিহোত্রি-পরিবারের চিরসংরক্ষিত পবিত্র যজ্ঞাগ্নিতে এই উপনয়ন-যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়। স্বজাতি ও সন্ন্যাসী ভোজন করাইয়া শুভকার্য্য সমাধা হইয়াছিল। আমরা বালকের দীর্ঘজীবন, শক্তি ও সাহস প্রার্থনা করি।

১৬।১৭ বৎসর পূর্ব্বে এই সদ্যঃপ্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে মানবকের পিতা সানুজ উপনীত হন। অতঃপর তাঁহার বিবাহ হয়। মানবকের পিতা বঙ্গজ, মাতা দক্ষিণ-রাঢ়ীয়, ক্ষত্রিয়াচারে উপবীতী পরিবার মধ্যে এই প্রথম আন্তর্গণিক বিবাহ। ইহারা নিরামিষাশী পরিবার।

শ্রীঅমৃতলাল সিংহবর্ম্মা
(প্রচার-পরিষদ্)

(৫)

পাবনা বেলতৈল হইতে কায়স্থসভার সভ্য শ্রীযুক্ত সতীশবন্ধু সরকারবর্ম্ম মহাশয় জানাইয়াছেন :—বিগত ২৪শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার পাবনা জেলার

অন্তর্গত সাহাজাদপুর থানার অধীন ঝাউগড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত প্যারীলাল ভৌমিক মহাশয়ের বাটীতে একটি কেন্দ্র করিয়া উক্ত ভৌমিক মহাশয় নিজ আত্মীয়গণ সহ নিম্নলিখিত ২২জন কায়স্থসন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত কেন্দ্রে উখলি নিবাসী শ্রীযুক্ত ননিগোপাল শর্ম্মা তালুকদার ব্রহ্মা ও আচার্য্য এবং স্থলবসন্তপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সদস্য ও বাওইথোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভৌমিক বর্ম্ম কাব্যতীর্থ মহাশয় তত্ত্বাবধায়ক রূপে ব্রতী হইয়াছিলেন।

উপনীতগণের নাম—

১। শ্রীযুক্ত প্যারীলাল ভৌমিক	২। কার্ত্তিকচন্দ্র ভৌমিক
৩। যোগেন্দ্রনাথ দাস	৪। ভবানীচরণ পাল
৫। গণেশচন্দ্র পাল	৬। শশিভূষণ সরকার
৭। উমেশচন্দ্র সরকার	৮। যতীন্দ্রনাথ সরকার
৯। নিবারণচন্দ্র দেব	১০। যাদবচন্দ্র দত্ত
১১। খুদিরাম দত্ত	১২। জ্যোতিশ্চন্দ্র দত্ত
১৩। সতীশচন্দ্র দত্ত	১৪। অর্জ্জুনচন্দ্র দেব
১৫। সতীশচন্দ্র সরকার	১৬। হরচন্দ্র সরকার

সর্ব্ব সাকিন ঝাউগড়া

১৭। অভয়চরণ নন্দী	(সাকিন যোগীবাড়ি)
১৮। দাশুনাথ সেন	১৯। কেশবচন্দ্র সেন
২০। বসন্তকুমার সেন	(সর্ব্বসাকিন টেঙ্গাসিয়া)
২১। উপেন্দ্রনাথ সরকার	(পাইকুরতলা)
২২। গুণেশচন্দ্র খাসনবীস	(বেতিল)

(৬)

সত্যবতী নিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস বর্ম্ম মহাশয় লিখিয়াছেন :—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্ম মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও প্রচারফলে, ফরিদপুর জেলার হেসেনপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বসু জমিদার ও শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রমোহন বিশ্বাস এবং দীঘলিয়া কাশিমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত প্রমুখ মহাশয়গণের উদ্যোগে বিগত ২০শে অগ্রহায়ণ সোমবার হোসেনপুর গ্রামে স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র বসু

জমিদার মহাশয়ের ভবনে একটী কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র হইয়াছে। উক্ত কেন্দ্রে নিম্নলিখিত বিংশতি জন গণ্যমান্য কায়স্থসন্তান যথারীতি মুণ্ডনাদি করিয়া ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। উপনয়নযজ্ঞে আর্য্যদত্তপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য, প্রচারক ধরবর্ম্ম মহাশয় তন্ত্রধার, মহেন্দ্রদী নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সদস্য ও তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় হোতৃকার্য্যে ব্রত ছিলেন। হোসেনপুর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের প্রসিদ্ধ মহেন্দ্রদী-সমাজের নিকটবর্ত্তী, এজন্য এতকাল হোসেনপুরে ক্ষত্রিয়াচার প্রবর্ত্তিত হইতে পারে নাই। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্ম মহাশয় বহু চেষ্টা করিয়াও হোসেনপুরে পৈতা প্রবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। এক্ষণ আশা করা যায় এতদঞ্চলে বহু কায়স্থ সত্বর উপবীত গ্রহণ করিবেন।

উপবীতিগণের নাম ধাম :—

হোসেনপুর—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বসু, শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র মোহন বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র মোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত অন্নদা মোহন গুহ, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র মোহন গুহ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ নাগ। সমাজ ইশিবপুর—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রমোহন বসু। দীঘলিয়া কাশিমপুর—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস। সত্যবতী—শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গুহ।

(৭)

সিরাজগঞ্জ-রাজাপুর হইতে শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন:—বিগত ৪ঠা পৌষ রবিবার পাবনা জেলার রাজাপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দে মহাশয়ের বাটীতে একটি কেন্দ্র করিয়া রাজাপুর ও আম্বারিয়া গ্রামের সমুদয় কায়স্থ যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। স্থানীয় পুরোহিত শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তিমহাশয় আচার্য্য,—সিরাজগঞ্জের শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তিমহাশয় হোতা এবং ঘাটাবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত কবিরাজ দীনেশচন্দ্র দেবশর্ম্ম কাব্যতীর্থ মহাশয় সদস্যপদে বরিত হইয়াছিলেন।

উপবীতিগণের নাম ধাম পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

বৃহৎ উপনয়নকেন্দ্র।

মাণিকগঞ্জ—নালি গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার বর্ম্ম মহাশয় লিখিয়াছেন:—

গত ২২শে অগ্রহায়ণ বুধবার দিবস বরুরিয়া (প্রকাশ নালী) গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত হরকুমার সরকার দেব বর্ম্ম মহাশয়ের বাটীতে কেন্দ্র করিয়া ৪৫ জন কায়স্থসন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

এই উপনয়ন-ব্যাপারে আনন্দের বিষয় এই—উক্ত শ্রীযুক্ত হরকুমার বাবুর বর্ত্তমান বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। অনেক দিন গত হয় তাঁহার সহধর্ম্মিণী দুই পুত্র রাখিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত অভয়কুমার সরকার ফরিদপুর জিলার হেল্‌থ অফিসার, দ্বিতীয় পুত্র এখনও অধ্যয়নে রত আছেন। উক্ত বৃদ্ধ হরকুমার বাবু দেশে থাকেন না। প্রায়ই নানা তীর্থে পর্য্যটন করিয়া প্রথম পুত্রের নিকট ফরিদপুরে থাকেন। দেশে খামার আছে; উহা একবার দেখিবার জন্য হরকুমার বাবু বাড়ী আসিলেন। এই গ্রামে পূর্ব্বে দুই কেন্দ্র করিয়া উপবীত গ্রহণ করিবার পর যাহারা বাকী ছিলেন তাঁহারা তাঁহার বাটীতে কেন্দ্র করিয়া উপবীত গ্রহণ করিবার অনুরোধ জানাইলে বৃদ্ধ সানন্দে তাহা অনুমোদন করিয়া ২।১ দিনের আয়োজনে এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। আজ যদি বঙ্গের প্রতি গ্রামে এই প্রকার উদারহৃদয়, সরলপ্রাণ এবং সমাজ-হিতৈষী কায়স্থ বৃদ্ধ মাতব্বর থাকিতেন তাহা হইলে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের কতই না উন্নতি হইত। যাহা হউক ভগবৎসমীপে প্রার্থনা বৃদ্ধ হরকুমার বাবু তাঁহার সুযোগ্য পুত্রাদিসহ সুখে ও শান্তিতে কাল যাপন করুন। এই উপনয়ন কেন্দ্রের সফলতার জন্য জনপ্রিয় মালুচির জমিদার শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসু বর্ম্ম চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বিশেষ ধন্যবাদার্হ। গত বর্ষে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় নালীতে যে অসামান্য গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা এত দিনে ফলবতী হইল।

নিম্নলিখিত কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হরকুমার সরকার, ললিত চন্দ্র বিশ্বাস, কেদার নাথ বিশ্বাস, বসন্ত কুমার বিশ্বাস, অবিনাশচন্দ্র বসু, কোকারাম ঘোষ, বিজয়চন্দ্র সরকার ও

প্রমথ কুমার রায়, সাং বরুরিয়া। শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র বসু, কিশোরী মোহন বসু, সুরেশচন্দ্র বসু, মহেন্দ্র নাথ দাস, কেদার নাথ সরকার, মুকুন্দচন্দ্র দাস, জ্ঞানধর দাশ, হরচন্দ্র সরকার, হরেন্দ্রকুমার সরকার, পঞ্চানন সরকার, সুধন্য কুমার বিশ্বাস, ও রসিকচন্দ্র সরকার, সাং নালি। শ্রীযুক্ত উমাচরণ মিত্র, কোকারাম দেব, যোগেন্দ্র কুমার পাল, জুড়াণ চন্দ্র দেব, হেমন্ত কুমার পাল, মাখন লাল মণ্ডল, রসিক চন্দ্র সোম ও বিষ্ণু চরণ সরকার সাং বরুরিয়া। শ্রীযুক্ত অভয় চরণ চন্দ্র, নন্দকুমার চন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র চন্দ্র, অশ্বিনীকুমার চন্দ্র, শরচ্চন্দ্র দেব, ললিতচন্দ্র সরকার, অবিনাশ চন্দ্র পাল, ঈশানচন্দ্র শূর ও মাখন চন্দ্র ঘোষ সাং দড়িকান্দি। শ্রীযুক্ত গিরিজা কান্ত চৌধুরী, ও প্রিয় নাথ দত্ত সাং আরুয়া। শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দেব, প্রিয়নাথ দেব, প্রফুল্ল কুমার দেব, মেঘলাল চন্দ্র, কৈলাস চন্দ্র চাকী ও অমরেন্দ্র নাথ সরকার সাং দড়িকান্দি।

নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত থাকিয়া পুরোহিত এবং তন্ত্রধারের কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী সাং খেরুপাড়া শ্রীযুক্ত গদাধর চক্রবর্ত্তী সাং গাঙ্গধাইর, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চক্রবর্ত্তী গাঙ্গধাইর, শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সাং বরঙ্গাইল। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বিশ্বাস দেবশর্ম্মা, বরঙ্গাইল। শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী সাং মালুচী। শ্রীযুক্ত লোকনাথ চক্রবর্ত্তী সাং নালী, শ্রীযুক্ত গঙ্গাদাস চক্রবর্ত্তী সাং মালুচী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাং মালুচী, শ্রীযুক্ত লোকনাথ চক্রবর্ত্তী সাং নালী, শ্রীযুক্তমনোমোহন চক্রবর্ত্তী সাং নালী।

যে সমস্ত কর্ম্মী ক্ষত্রিয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ দেববর্ম্মা সাং বরঙ্গাইল, সুরেশ চন্দ্র ঘোষ সাং ভাইদাখোলা, সুরেশচন্দ্র সরকার সাং নালী, অবিনাশ চন্দ্র সরকার সাং নালী, যোগেশ চন্দ্র হোড় সাং নালী, রাধিকা লাল ঘোষ সাং বরুরিয়া, মাধবচন্দ্র সরকার সাং মৌহালী, পূর্ণচন্দ্র দত্ত সাং খেরুপাড়া, যোগেশ চন্দ্র নন্দী সাং কুঠিশালজানা, পরেশনাথ ঘোষ সাং আরুয়া, গিরিশ চন্দ্র বসু সাং দড়িকান্দী, মনোমোহন দেব বর্ম্মা, দড়িকান্দী ও বনমালী চন্দ্র দেব বর্ম্মা, দড়িকান্দী।

ত্রয়োদশাহ-শ্রাদ্ধ।

(১)

বিগত ১৪ই আশ্বিন শুক্রবার ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত শ্যামনগর গ্রামে ৺বসন্তকুমার দেববর্ম্ম বিশ্বাস মহাশয়ের আদ্য শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

(২)

ফরিদপুর জেলার সদরপুর আর্য্যকায়স্থ সমিতির সহযোগিতায় বিগত ৭ই কার্ত্তিক রবিবার চারিরশি গ্রামে স্বর্গীয় নন্দকুমার সোম বর্ম্মমহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ৺কালীতারা দেবীর আদ্যকৃত্য তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সোমবর্ম্মা ও (পুলীষসব্‌ইন্‌সপেক্টর) শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সোম বর্ম্ম মহাশয়দ্বয় যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। বৃষোৎসর্গ, ষোড়শ ও সুখাসন দানাদি এবং একোদ্দিষ্টক্রিয়া যথারীতি দ্বিজোচিত বিধানে অন্নের পিণ্ডাদি দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। স্থানীয় শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ও ব্রাহ্মন্দি নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র শর্ম্ম মজুমদার, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন শর্ম্ম মজুমদার, প্রাণপুর নিবাসী বৈদিক পুরোহিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নয়াকান্দা নিবাসী পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যারত্ন, মাণিকদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ এবং সোম মহাশয়দিগের কুলগুরু বিক্রমপুর কাউলিপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য বংশীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (ইঁহারা প্রেমময় শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেবের মাতুল বিষ্ণুদাস চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সন্তান) মহাশয় যথাক্রমে পুরোহিতের এবং হোতা, তন্ত্রধার, ব্রহ্মা, সদস্য ও বিরাট গীতা পাঠ প্রভৃতি কার্য্যে বৃত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা এবং ভাঙ্গা আর্য্য কায়স্থ-সভা ও সদরপুর আর্য্যকায়স্থ-সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা উকীল মহাশয় সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া শ্রাদ্ধাদিকার্য্যের তত্ত্বাবধান ও সকলকে জাতীয় কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। আর্য্যদত্তপাড়া সমাজের উপবীতী কায়স্থগণের পুরোহিত শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্রদী নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য নানাস্থান হইতে অনেক ব্রাহ্মণ এবং আত্মীয় কুটুম্ব শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত ছিলেন; এতদ্ব্যতীত নিকটবর্ত্তী ৫।৭ খানি গ্রামের স্বজাতি ও অন্যান্য নানাজাতীয় বহুসংখ্যক ব্যক্তি শ্রাদ্ধে যোগদান ও ভোজন করিয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৩)

বিগত ১৫ই কার্ত্তিক রবিবার ফরিদপুর জেলায় মাদারিপুর সংডিভিসনের অধীন ঘটমাঝি গ্রামে ৺চণ্ডীচরণ দাস বর্ম্ম মহাশয়ের আদ্যকৃত্য তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাস বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত দাস বর্ম্ম মহাশয় যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধটী এই গ্রামের সর্ব্ব প্রথম ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধ; কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপায় কোন প্রকার গোলযোগ বা অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। ঘটমাঝি আর্য্য কায়স্থ-সভার যোগ্যতম সভাপতি পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত দাস বর্ম্ম মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং তত্ত্বাবধানে ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে;" এজন্য উক্ত শাখাসভার সভাপতি মহাশয়কেও উদ্যোগী কর্ম্মিগণকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমরা আশাকরি অতঃপর এই সমাজে ক্ষত্রিয়োচিত আচার অনুষ্ঠান প্রতিপালনে আর কোন প্রকার ব্যতিক্রম হইবে না।

(৪)

বিগত ২রা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ঘটমাঝি (ফরিদপুর) নিবাসী ৺অমৃতচন্দ্র দাস বর্ম্ম মহাশয়ের আদ্য শ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাসবর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস বর্ম্ম মহাশয়দ্বয় যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্ম প্রচারক মহাশয় উপস্থিত অনুপবীতী কায়স্থগণকে অতিসত্বর উপনয়ন গ্রহণ করিবার জন্য এবং কায়স্থ মাত্রকেই স্ববর্ণোচিত সংস্কার ও স্ব সমাজে ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মাচার প্রবর্ত্তন জন্য বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

(৫)

ইদিলপুর হইতে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—ইদিলপুর-সিঙ্গারডাহা নিবাসী ৺কালীকুমার গুহ ঠাকুর ৮০ বৎসর বয়সে উৎসাহের সহিত উপবীত গ্রহণ করিয়া ৮৫ বৎসর বয়সে গত ২৬শে কার্ত্তিক মানলীলা সম্বরণ করিয়াছেন; তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধ গত ৮ অগ্রহায়ণ বুধবার, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান সুরেন্দ্র নাথ গুহ বর্ম্মা নিজ বাড়ীতে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কাশ্যপ, কাশীকান্ত ভট্টাচার্য্য, কালীকমল বিদ্যারত্ন, গোলোকচন্দ্র বশিষ্ঠ প্রভৃতি বৃষোৎসর্গ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন; বিক্রমপুর হইতে আগত পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাম কিশোর বিদ্যারত্ন মহাশয় সদস্য পদ গ্রহণ করিয়া শ্রাদ্ধ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন।

স্বর্গীয় শিবনাথের চরিত্র, মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ

বিগত ১২৯০ সালের আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহের সোমবার বেলফুলিয়ার অন্তর্গত নন্দনপুর গ্রামে পরলোকগত শিবনাথ সেন বর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী অবস্থায় স্বজাতিপ্রীতি তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হয়। কথাবার্ত্তায় আলাপ আপ্যায়নে সভাসমিতিতে তাঁহার সেই জীবন্ত ভাব সর্ব্ব প্রকারে ফুটিয়া উঠিত এবং অনেকেই তাহাতে অনুপ্রাণিত হইতেন। পরে চাকুরী ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া নিয়মিত ভাবে কায়স্থসভার সদস্য হন। স্বজাতি মধ্যে বহু প্রকারে সভার উদ্দেশ্য ২৫।৩০ বৎসর কাল ধরিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সভার বহু পুস্তক তিনি ক্রয় করিয়া পাঠ করিয়াছেন এবং বহু স্বজাতিকে বিনয় করিয়া পাঠ করাইয়াছেন। অবসর সময়ে তাঁহার মুখে স্বজাতির কথা সর্ব্ব সময়েই লাগিয়া থাকিত এবং বর্ণনা কালে বোধ হইত যেন তিনি আত্মহারা হইয়া জাতীয় গাথা গাহিতেছেন! কায়স্থ-পত্রিকা খানি ডাকযোগে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবা-মাত্রই তিনি সর্ব্বপ্রথমে উহা ভক্তিভরে শীর্ষে ধারণ করতঃ কভার খানি ছিড়িয়া পাট করিতেন এবং সমগ্র পাট শেষ না করিয়া অন্য কিছু করিতেন না। তিনি ই, বি, রেলওয়ের লালমণির হাট—ডিষ্ট্রীক্টে এসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশনমাষ্টার ছিলেন। কায়স্থোচিত শূরত্ব লইয়া তিনি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, নির্ভীক ভাবে নিজকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন, অফিসারেরাও তাঁহার এই নির্ভীকতার সম্মান করিতেন, অফিসের কেহ কোনরূপ অন্যায় করিলে একেবারে অফিসারের কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া প্রতীকার করিতেন। ছুটীর সময়ে তিনি সহর ছাড়িয়া পল্লীতে পল্লীতে চারণের মত জাতীয় কথা কীর্ত্তন করিতেন। বলিতেন তপস্যা করিয়া যাও, অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। শুভ্র যজ্ঞোপবীত তাঁহার স্কন্ধে দোদুল্যমান থাকিয়া স্বজাতীয়গণকে জাতির কথা স্মরণ করাইয়া দিত। প্রচারের সময় তাঁহার বদনমণ্ডলে যে ভাব ফুটিয়া উঠিত তদ্দর্শনে অনেকেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও অন্তঃপুর মহিলাগণ মধ্যে তাঁহারই উপদেশে জাতীয় ভাব প্রচার করিতেন এবং এখনও তাঁহার অমূল্য উপদেশরাশি স্মরণ করিয়া মহিলাগণ মধ্যে জাতীয় ভাব প্রচার করিতেছেন। রংপুরে গত ২৪শে চৈত্র (১৩৩২) এই চারণের সজ্ঞানে দেহাবসান হইয়াছে। মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তাঁহার মস্তকে ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করিতে বলেন, ঐ জপ করিবার সময় (রাত্রি ৯৩০ ঘটিকার সময়) তাঁহার দেহত্যাগ হয়। বহু স্বজাতিবর্গ রংপুরের তেতুল-

তলা ঘাটের শ্মশানে শবের অনুগমন করিয়াছিলেন। শবদাহ হইবার সময়ও দোদুল্যমান যজ্ঞোপবীত দেখা যাইতেছিল। ক্ষত্রিয়াচারে নৈহাটীতে ত্রয়োদশ দিনে ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীচন্দ্রকুমার দেবশর্ম্ম কাব্যতীর্থ মহাশয়ের দ্বারা তাঁহার শ্রাদ্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মুখেও সর্ব্বদা জাতীয় কথা প্রচারিত হইতেছে। শিবনাথ মরিয়াও অমর হইয়াছেন। তাঁহার আত্মার কল্যাণকামনা শ্রীভগবানের নিকট সতত প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীদীনবন্ধু (নন্দনপুর)

(৭)

সদরপুর আর্য্যকায়স্থসমিতির সহযোগিতায় বিগত ৭ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ফরিদপুর জেলার অধীন সতররশী গ্রামে অনুপনীত কায়স্থ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভৌমিক মহাশয়ের ৺মাতৃদেবীর আদ্যকৃত্য উক্ত ভৌমিক মহাশয় ও তাঁহার উপনীত কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ভৌমিক বর্ম্ম মহাশয়দ্বয় যথাশাস্ত্র ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন।

(৮)

বিগত ১লা পৌষ বৃহস্পতিবার ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত রামনগর গ্রাম নিবাসী ৺যদুনাথ ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ের আদ্যকৃত্য তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রাধিকা মোহন ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদন করিয়াছেন।

(৯)

বিগত ২রা পৌষ ফরিদপুর ঘটমাঝি গ্রামে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন।

বিনাপণে ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ ও উপনয়ন

(১)

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন রাজৈরগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী চন্দ্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ্র দেববর্ম্মার সহিত উক্ত মহকুমার অধীন বরঙ্গাইল গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ দেববর্ম্ম মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী বিনোদিনী দেবীর শুভ পরিণয় গত ৫ই অগ্রহায়ণ বরঙ্গাইল গ্রামে সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে পাত্রকে পণ বা যৌতুকাদি দিবার কোন কথা ছিল না; তবে শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু তাঁহার অবস্থানুযায়ী যাহা

দিয়াছেন তাহা অতিশয় প্রশংসার যোগ্য। তাঁহার এই প্রকার উদারতা দেখিয়া বরপক্ষের সকলে এবং উপস্থিত ভদ্রলোকগণ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আত্মীয় স্বজন, নিজ গ্রাম এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের পৈতাধারী কায়স্থগণকে ঘোষ মহাশয় বিবাহে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি মমায়িক ব্যবহার দ্বারা এবং বিশেষ সমাদরের সহিত আহারাদি করাইয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

আরও আনন্দের বিষয় এই যে পাত্র অপৈতক ছিলেন। বিবাহের পূর্ব্ব দিবস আত্মীয় স্বজন সহ পাত্র বরঙ্গাইল পৌছিলে আলোচনা হয় যে পাত্র উপবীত গ্রহণ না করিয়া বিবাহ করিলে—বিবাহের মন্ত্রে পাত্র দাসবাচ্য এবং পাত্রী দেবীবাচ্য হইবে, ইহা বড়ই শ্রুতিকটু। তখন পাত্রের আত্মীয় স্বজন সকলেই পাত্রকে উপবীত গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিতে অনুমতি দেন। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের পর পাত্র আনন্দের সহিত যথারীতি উপবীত গ্রহণ করিয়া পরে লগ্নসময়ে বিবাহ করিয়াছেন।

পাত্র ও পাত্রী পক্ষের বহু আত্মীয় স্বজন কুটুম্বাদি এবং গ্রামস্থ ও পার্শ্ববর্ত্তী মৈয়ালী, সাড়াসীন, মহাদেবপুর, বৈদ্যা প্রভৃতি গ্রামের উপনীত কায়স্থগণ, গোপালচন্দ্র উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের বোর্ডিংয়ের ছাত্রমণ্ডলী ও শিক্ষক মহাশয়গণ সহ অনুমান প্রায় ২০০ শত লোক এই বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। পল্লী গ্রামে এই প্রকার এত বড় বিবাহসভা কচিৎ দৃষ্ট হয়।

উপস্থিত ব্রাহ্মণ মহোদয়গণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ
(হেড পণ্ডিত, বরঙ্গাইল, গোপালচন্দ্র হাই স্কুল),
„ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ (বরঙ্গাইল),
„ মনোমোহন বিশ্বাস দেবশর্ম্মা, (পুরোহিত),
„ রমণীমোহন বিশ্বাস দেবশর্ম্মা (পুরোহিত),
„ কুলদাচরণ ভৌমিক দেবশর্ম্মা (বরঙ্গাইল),
„ জিতেন্দ্রচন্দ্র শর্ম্ম মজুমদার (বরঙ্গাইল),
„ গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস দেবশর্ম্মা (গোপীনাথপুর),
„ রসিক মোহন চক্রবর্ত্তী (বকজুড়ি),
„ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (মহাদেবপুর)
„ বিপিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মহাদেবপুর)

শ্রীপ্রিয়নাথ নন্দী দেববর্ম্মা।
বরঙ্গাইল (ঢাকা)।

ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ ও প্রচার।

(১)

গত ১৫ই অগ্রহায়ণ বুধবার বরিশাল ফুল্লশ্রী নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দেববর্ম্ম ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ-ভিষক্‌শাস্ত্রীর সহিত ফরিদপুর আকসা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসমোহন রায় ভৌমিক বর্ম্ম মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মলিনাবালা দেবীর শুভবিবাহ আকসা গ্রামে ভৌমিক মহাশয়ের বাটীতে বিশুদ্ধ দ্বিজাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। উভয় পক্ষের পুরোহিত এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয় (তন্ত্রধার রূপে) কার্য্য সম্পাদনের জন্য বৃত হইয়াছিলেন।

উভয় পক্ষের বিশেষ আগ্রহ পত্র ও টেলিগ্রাম পাইয়া বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ১৫ই তারিখ আকসা গমন করেন। তিনি যথাশাস্ত্র বরকে বিবাহকার্য্যে বরণ করাইয়া তাঁহার দ্বারা অগ্নিস্থাপন করাইয়া সম্প্রদান কার্য্য করাইয়াছিলেন। তৎপর বরের পুরোহিতকে ব্রহ্মাপদে বরণ করিয়া বরের দ্বারা কুশণ্ডিকা, কন্যার দ্বারা লাজাহুতি, শিলারোহণ, সপ্তপদ-গমন, ধ্রুবদর্শনাদি—বেদমন্ত্র যোগে, মন্ত্রের সঙ্গে কোন কোন বেদ-মন্ত্রের অর্থ বলিয়া দিয়া—এমন ভাবে সম্পাদন করাইয়াছিলেন যে উপস্থিত কায়স্থগণ যজ্ঞোপবীত ধারণের সার্থকতা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পরদিন পূর্ব্বাহ্নে উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত মহানন্দ সোম মহাশয়ের বাটীতে এক কায়স্থ সম্মিলনে এবং তৎপর দিন শ্রীযুক্ত রাসমোহন বাবুর বাটীতে আকসা, বিঝারি, চাঁদনী প্রভৃতি গ্রামের কায়স্থবর্গের মহতী সভায় কায়স্থজাতির পূর্ব্ব গৌরব ও বর্ত্তমান অধঃপতন এবং ক্ষত্রিয়োচিত আচার পালনের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ই সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। তিনি আর একবার আসিলেই বহু উপনয়ন এতদঞ্চলে হইবে।

শ্রীমধুসূদন দেব,
ফুল্লশ্রী, বরিশাল।

(২)

বাজিতপুর হইতে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার বর্ম্ম চৌধুরী মহাশয় জানাইয়াছেন :—

বিগত ২৭শে অগ্রহায়ণ সোমবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত বাজিতপুর নিবাসী (মহেন্দ্র নারায়ণ রায়ের সন্তান) ৺কামিনী কুমার ঘোষ রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ প্রফুল্ল কুমার ঘোষ রায় বর্ম্মা বি-এ র সহিত বরিশাল জেলার অন্তর্গত বামরাইলের চক্রপাণি-বসু বংশীয় মোড়াকাটি নিবাসী শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বসু

(বাগেরহাটের উকীল) মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী লীলাবতী দেবীর শুভবিবাহ মোড়াকাঠি গ্রামে যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষ আনন্দের বিষয়, এই বিবাহে পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষের নিকট কোনও প্রকার দাবিদাওয়া করেন নাই।

বরের খুল্লতাত শ্রীযুক্ত লাল মোহন ঘোষ রায় বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ রায় বর্ম্মা (উকীল মাদারীপুর এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য), শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র ঘোষ রায় বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ রায় বর্ম্মা মহাশয়গণের আদর আপ্যায়নে এবং অমায়িক ব্যবহারে সমাগত ব্যক্তিবর্গ অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বিবাহসভায় স্থানীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালী স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত অখিলেশ্বর চূড়ামণি, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত রায়, শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণ এবং বানরীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহ বিশ্বাস, উজীরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাইমোহন ঘোষ, এবং বামরাইল ও মোড়াকাটি নিবাসী বহু গণ্যমান্য কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখন লাল ধর মহাশয় সমাগত ব্যক্তি দিগকে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং দ্বিজাচার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ও সমাজধ্বংসকারী পণপ্রথার পরিণাম এবং দেশাচার, স্ত্রী আচার ও কুসংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এতদঞ্চলে পুনরায় প্রচারক পাঠাইয়া সমাজকে উদ্বুদ্ধ ও ক্ষত্রিয়াচারে দীক্ষিত করা আবশ্যক।

জিয়াগঞ্জ বালুচর কায়স্থ-সভা

সুসাহিত্যিক বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন মহাশয় এইস্থানে আগমন করায় বিগত ১৫ই অগ্রহায়ণ বুধবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের বাটীতে একটী কায়স্থ-সভা হইয়াছিল। উত্তর-রাঢ়ীয়, দক্ষিণ-রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ প্রায় ৫০ জন কায়স্থ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রচারক মহাশয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য বিষয়ে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া অনুরোধ করেন যে যাঁহারা উপবীত গ্রহণ করেন নাই তাঁহারা একটী কেন্দ্র করিয়া সত্বর উপবীত গ্রহণপূর্ব্বক সমাজের গ্লানি দূর করুন, আগামী বড়দিনের বন্ধে কলিকাতায় যে ভারত বর্ষীয় কায়স্থসভা হইবে তাহাতে সকলেই যোগদান করুন এবং কায়স্থসভার সভ্যপদ গ্রহণ করিয়া সভার শ্রীবৃদ্ধি বিধান করুন।

প্রচারক মহাশয়ের প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় অনুমোদন করিলে পর সভা স্থির করেন যে উপবীত গ্রহণ জন্য যত সত্বর হয় চেষ্টা করা হইবে। ভারতবর্ষীয় সভাতে এখান হইতে ৯জন প্রতিনিধি যাইবেন, ৩জন কায়স্থসভার সভ্যপদ গ্রহণ করিবেন। রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

শ্রীইন্দুভূষণ ঘোষ, সভাপতি।

কায়স্থ-সমাজের প্রতি নিবেদন।

গত ৫ই অগ্রহায়ণ তারিখের দৈনিক বসুমতী পাঠে অবগত হওয়া গেল "পাবনা জেলার বেলতা-গ্রামের উপবীতহীন জনৈক কায়স্থের পুত্রবিয়োগ হইলে গ্রামবাসী উপবীতী কায়স্থগণ (ঐ গ্রামের অধিকাংশের উপবীত হওয়া সময় বাড়ী না থাকায় উপবীতী হইতে পারেন নাই—এইরূপ প্রকাশ) কেহ তাহার পুত্রের সৎকারে সহায়তা করেন নাই। কংগ্রেসকর্ম্মীদের দ্বারস্থ হইলে তাহারা অগ্রসর হন নাই। পরিশেষে নিরুপায় শোকাতুর পিতা মৃত পুত্রের দ স্বয়ং বহন করিয়া সন্নিকটস্থ নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছে।" এই সংবাদ প আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। উপবীতী কায়স্থ-সমাজ যদি এইরূপ হৃদয়-হীন ম তবে তাহাদের সংস্কৃত হওয়ায় কোন ফল নাই। স্ব-মতে আনিবার ইহা সুযো নহে। কায়স্থ কায়স্থই। আজ বিরোধী থাকিলেও কাল মত পরিবর্ত্তন করি যে কায়স্থজাতির সংস্কারের সহায়তা করিবে না, তাহা কে জানে? যে উৎকটরূপে বিরোধী তাহাকে সামাজিকভাবে শাসন করা যাইতে পারে। শোকে দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ না করা, কখনও মনুষ্যত্ব নহে। সত্যবটে উপবীতহীন হীনাচারে বহু কায়স্থ স্থান-বিশেষে উপবীতী কায়স্থকে নিপীড়িত করিতে ছাড়ে না, ব বলিয়া উপবীতিগণ ধৈর্য্য হারা হইয়া মানবোচিত গুণ-গ্রামের অপচয় করি তাহা অত্যন্ত দোষের ও লজ্জাকর। পরম শত্রুর বিপদেও আনুকূল্য করিতে —আর সেই পথই শত্রুকে অনুগত করিবার প্রশস্ত পথ। আশা করি, অতঃপর কায়স্থ-সমাজ স্বমতবিরোধী হইলেও স্বজাতির প্রতি হৃদয়হীন নিন্দিত ব্যবহার দ্বারা অন্যান্য জাতির নিকট আপনাদিগকে অসার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন না আশ্রিত ও শরণাগত শত্রুকেও রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।

সংবাদপত্রের সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া এত কথা লিখিলাম। অসত্য হইলে কেহ প্রকৃত ঘটনা কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

পুস্তক-পরিচয় ও আলোচনা।

(কায়স্থের প্রতিভা—জনৈকা মহিলার দান)

শ্রীশ্রী নাগ মহাশয়—শ্রীবিনোদিনী মিত্র প্রণীত—আকার ডবল ক্রাউন—১৬ পেজি ৬০৪ পৃষ্ঠা—শ্রীদুর্গাদাস মিত্র কর্ত্তৃক ৫।১।এ, পাঁচু-খানসামা লেন, কলিকাতা হইতে ১৩৩০ সালে প্রকাশিত—প্রাপ্তি-স্থান ঐ; মূল্য ১৷৷০ টাকা।

ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত 'দেও-ভোগ' গ্রামে জন্ম-পরিগ্রহকারী দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের বিস্তৃত জীবন-কথা। দুর্গাচরণ নাগ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-মণ্ডলী মধ্যে "নাগ মহাশয়" নামে পরিচিত,—বহু বৎসর পূর্ব্বে 'স্বামী শিষ্য সংবাদ' নামক (আচার্য্য শ্রীমৎ বিবেকানন্দ ও তাঁহার জনৈক শিষ্যের কথোপকথন) গ্রন্থের সঙ্কলনকর্ত্তা আমাদের শ্রদ্ধেয় সতীর্থ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় "সাধু নাগমহাশয়" নামক পুস্তক রচনা করিয়া এই মহাপ্রেমিক ত্যাগী ভক্তচূড়ামণির দীনাতিদীন ভাব সাধারণ্যে প্রচার করেন। সেই পুস্তকে নাগ মহাশয় সম্বন্ধে যত তথ্য প্রকাশিত হয়, তাহার পর আরও অনেক ঘটনা ও তথ্য সংগৃহীত করিয়া শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী বিনোদিনী মিত্র—নাগ মহাশয়ের জনৈক আত্মীয়া—এই বিস্তৃত জীবনালোচনা বঙ্গভাষায় উপহার দিয়াছেন। শ্রীশ্রীনাগ-মহাশয়কে চিনিতে হইলে শ্রীভগবানের অস্তিত্বে তাঁহার অনন্য-সাধারণ বিশ্বাস, অসাধারণ ভক্তি, তাঁহার অপূর্ব্ব ত্যাগ-তপস্যা, দীনাতিদীন ভাব, তাঁহার অমানুষিক জীব-প্রেম, সত্যনিষ্ঠা, অকপট সরল ব্যবহার প্রভৃতির বিশদবৃত্তান্ত-সম্বলিত এই পুস্তক অনিসন্ধিৎসুগণের অবশ্য পাঠ্য।

সাধারণ, অতি সাধারণ লোকের মধ্যে ঐশী শক্তির কিরূপ আবির্ভাব হয়, তাহা এই নাগমহাশয়ের মত অদ্ভুত ভক্তজীবনের অসামান্য প্রেম, ত্যাগ, তপস্যা না দেখিলে বুঝা যায় না। আচার্য্যপাদ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ মহারাজ এই সাধুপ্রবরের কথা উল্লেখ করিয়া সতীর্থসন্ন্যাসী-ভ্রাতৃগণকে সর্ব্বদাই বলিতেন যে, "নাগ মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ সচরাচর দেখা যায় না—এইরূপ মহাত্মা বিরল"। সংসারে থাকিয়া ভোগে উদাসীন, ত্যাগ দ্বারা সংসার-ভোগ, সংসারের অন্য জীবের সেবার জন্য প্রাণ-পাতী পরিশ্রম, নিজের দেহ বা মনের প্রসাধন জন্য সংসারের সর্ব্বপ্রকার বিলাসব্যসন পরিত্যাগ এবং অতি সামান্য গ্রহণ বা ব্যবহারেই আত্ম-তুষ্টি-বোধ, ভোগসর্ব্বস্ব বর্ত্তমান

যুগে কেন, অতীত কালের ইতিহাসেও দুর্ণাচরণের ন্যায় দৃষ্টান্ত বিরল। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন,—ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে; ডাক্তারি পড়িয়াছিলেন—উপার্জ্জন করিয়া বিত্তশালী হইবেন বলিয়া নহে; এমন কি গ্রাসাচ্ছাদনের অতিরিক্ত সামান্য গ্রহণেও অনাসক্ত—এক কথায়, শরীর-ধারণ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন—নিজের ভক্তি-মুক্তির জন্য নহে—পরার্থে। এইরূপ জীবন—এইরূপ ত্যাগ, এইরূপ তপস্যা—এইরূপ প্রেম, এরূপ ভক্তি—এরূপ লোকহিতৈষণা—এরূপ দীনতা, এরূপ সেবাব্রতের সাধন রামকৃষ্ণ-শিষ্যের জীবন বেদেই কেবল দেখিতে পাওয়া গেল। এই ঘটনাবহুল বিস্তৃত জীবনালোচনা পাঠ করিলে পাঠক এক অপূর্ব্ব খনির সন্ধান পাইবেন—এবং যদি ডুবুরি হ'ন ত নিজের মনের মতন,—অভিপ্রায়-মত রত্ন নিজ আদর্শরূপে বাছিয়া লইয়া নিজ জীবন গঠনে সাহায্য পাইবেন। পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় ঘটনার পর ঘটনার চিত্র লিপিবদ্ধ হইয়া নানাদিক হইতে নাগমহাশয়কে বুঝিবার বা চিনিবার সন্ধান দিতেছে। শেষ অধ্যায়ে 'নাগমহাশয় কি জীব?' এই প্রশ্নের সমাধান বা মীমাংসা হইয়াছে। ঐ অধ্যায়ের কয়েকটী বিবরণ-মধ্যেই সংক্ষেপে এই ভক্তরাজকে চিনিতে পারা যায়। সর্ব্বশেষে এই মহাত্মার কয়েকটী উপদেশ-কথা আছে—সেগুলিও সরল এবং সহজ-বোধ্য সার কথায় পরিপূর্ণ। কায়স্থ-কন্যা বিদুষী শ্রীমতী বিনোদিনী মিত্র মহাশয়া আমাদের শ্রদ্ধার পাত্রী। যে মহাপুরুষকে মাত্র দর্শন করিয়া এক সময়ে আমরা ধন্য হইয়াছিলাম—তাঁহার পবিত্র জীবন-কথার বিস্তৃত আলোচনা পাঠে আজ আরও ধন্য ও পবিত্র হইলাম। এ সংসারে যাঁহারা ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা জীবনের অন্যতম প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের সকলকেই এই সাধারণ অথচ অলৌকিক সাধক-চূড়ামণির দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাসম্বলিত জীবনকাহিনী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। নাগমহাশয় বাঙ্গলায় জন্মগ্রহণ করায় বাঙ্গলা দেশ ধন্য, বাঙ্গালি-সমাজে জন্মগ্রহণ করায় বাঙ্গালীরা গৌরবান্বিত এবং কায়স্থজাতি মধ্যে তাঁহার আগমনে কায়স্থকুল পবিত্র।

দেবদূত—স্কটিশ্ চার্চ্চেজ কলেজের অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু এম-এ, প্রণীত, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের পাবলিক হেল্থ্ ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত। (আকার ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি।)

দেবদূত—বালকবালিকাগণের উপযোগী স্বাস্থ্যমূলক নাটিকা—মূলতঃ ইহা তাহাই বটে, কিন্তু ইহার প্রচারিত সত্যগুলি আবালবৃদ্ধবনিতার পালনীয়। স্বাস্থ্য

রক্ষার মূল ধারাগুলি, নাটকীয় কথোপকথন ও পদ্য-সঙ্গীতাদি পরিপূর্ণ এই ক্ষুদ্র নাটিকাখানি বালক বালিকারা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণী সভার অধিবেশনের শেষে বা অন্য কোন রকম উৎসবাদির সংস্পর্শে অভিনয় করিলে অল্পবয়স হইতে স্বাস্থ্য রক্ষার মূল নীতিগুলি তাহাদের মনে দৃঢ় হইবেই; পরন্তু শ্রোতৃবর্গের তৃপ্তির সহিত রসাস্বাদন হইবে ও তৎসঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে উদাসীন থাকার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে সাবধান করিবে। শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্বর মন্মথমোহন বসু মহাশয় বাঙ্গালা ভাষাকে একটি নূতন ধরণের শিক্ষাপ্রদ বিষয় উপহার দিয়া আমাদের সকলের ধন্যবাদভাজন হইলেন। নাটিকার চরিত্রগুলির নামগুলি একটু শ্রুতি-সুখকর না হইলেও নূতনত্বের দাবী রাখে। 'খাদ্য,' 'বায়ু' 'জল' প্রভৃতি প্রণেতা রসায়ণাচার্য্য শ্রদ্ধেয় ডাঃ চুণীলাল বসু রায় বাহাদুর প্রণীত উপাদেয় স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে মনোযোগ আকর্ষণকারী গ্রন্থনিচয় যেমন বাঙ্গালা ভাষার অলঙ্কার—মন্মথ মোহন বাবুর এই ক্ষুদ্র নাটিকাখানিও বাঙ্গালাভাষাকে সালঙ্কৃতা করিবে, অত্র সন্দেহো নাস্তি।

প্রাচীন চিত্র—শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী প্রণীত। আকার ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৩২ পৃষ্ঠা। প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী ৩০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ॥৵০ আনা।

'অবকাশ' (গদ্য প্রবন্ধ) 'মালঞ্চ' (পদ্য) প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, বঙ্কিম চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় শাস্ত্রী মহাশয় 'মানসী ও মর্ম্মবাণী,' 'নব্যভারত,' 'অর্চ্চনা' প্রভৃতি মাসিক-পত্রে এই প্রাচীন চিত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'সাহিত্য-পরিষৎ'-প্রমুখ নানা সাহিত্য প্রতিষ্ঠানেও এই প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল। যাঁহারা সাহিত্যে অস্মদ্দেশের ধারা রীতি নীতি ও বৈশিষ্ট্য বজায় থাকা উচিত মনে করেন তাঁহারা শাস্ত্রী মহাশয়ের এই চিত্রগুলি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন। পুরাতনের সম্মান আজও দিতে যাঁরা প্রস্তুত, তাঁরা পণ্ডিত মহাশয়ের 'অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা,' শকুন্তলা,' 'মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী,' 'উত্তররাম-চরিত' (১ম হইতে ৭ম অঙ্ক) প্রভৃতি বিস্তৃত চরিতালোচনা পাঠে বিশেষ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রবন্ধগুলিতে বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় প্রাচীন সাহিত্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চরিত্রালোচনামুখে বিশেষ গবেষণা ও পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন! তাঁহার বিশ্লেষণ বিজ্ঞানসম্মত-ভাবে,—তাঁহার কল্পনাও সুকৌশলে গ্রথিত এবং চিত্রগুলি বঙ্গভাষায় উপহার দিয়া তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও প্রেম উজ্জ্বল ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। শুধু

অনুবাদ নহে—শুধু ভাবমাত্র বজায় রাখিয়া ভাষান্তর নহে—নিজে সম্যক্ বুঝিয়া বঙ্গীয় পাঠককে উহা ভালরূপে বুঝাইবার শক্তি তিনি রাখেন, তাহা পণ্ডিতজির এই প্রাচীন আলেখ্য গুলির দ্রষ্টা মাত্রেই বুঝিবেন। ভাষা যদিও মূলানুযায়িনী, তথাচ কঠোর না হইয়া স্থানে স্থানে মধুর ঝঙ্কারই উত্তোলন করিয়াছে।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

পঞ্চবিংশ বার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনের

কার্য্য-বিবরণ।

৫ ভাদ্র, ১৩৩৩ (২২শে আগষ্ট, ১৯২৬ সাল), রবিবার, অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা।

স্থান—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বি-এল,
সম্পাদক মহাশয়ের বাটী, ৫৫নং হরীশ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দেববর্ম্মা সি, আই, ই,
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ, পি, আর, এস,
" শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস দেববর্ম্মা বি, এল, বসিরহাট
" হৃদয়নাথ বসু বর্ম্মা চাটগ্রাম, ফরিদপুর
" মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা, বান্ধব বস্ত্রালয়, বৌবাজার
" কিরণচন্দ্র দত্ত, পত্রিকা-সম্পাদক
" সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক এম, এস্‌সি, বি, এল্, সহযোগী সম্পাদক
" মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা
" প্রবোধকুমার দত্ত
" নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট্-ল
" অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্ম বিদ্যাভূষণ
" যতীন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল্, কোষাধ্যক্ষ
" গোপালহরি ঘোষ বর্ম্ম জমিদার, রামনগর,
" যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বি, এল্, সম্পাদক
" তারিণীপ্রসাদ রায়, জলপাইগুড়ী
" সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, অডিটার
" গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার, সহকারী সম্পাদক

সভাপতি মহাশয় ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণ কেহ উপস্থিত না থাকায় মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই, সি, এস, সি, আই-ই মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হন।

১ম নির্দ্ধারণ।—গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল।

২য় নির্দ্ধারণ।—১৫ই শ্রাবণ হইতে ৩২শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত আয় ব্যয়ের হিসাব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র বসু মহাশয় উপস্থিত করিলে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, আয় ব্যয়পরীক্ষক মহাশয়, তাহা পরীক্ষা করেন।

তৎপর ৩২শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত সভার বাকি দেনার (liabilities এর) হিসাব সম্পাদক মহাশয় প্রদর্শন করেন।

উক্ত আয় ব্যয় মঞ্জুর ও অনুমোদন করা হইল।

অতঃপর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশ বাবু জানাইলেন যে সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রায়, শ্রীযুক্ত রায় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ইন্দ্র-নারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম অগ্নিহোত্রী মহাশয়গণ উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতি জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন।

৩য় নির্দ্ধারণ।—নূতন সভ্য মনোনয়ন।

(ক) শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ ও শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা।
সমর্থক— " মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা।

(খ) (প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্ম মহাশয়ের পত্রানুসারে)
শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ ঘোষ এম, সি, ই, (জাপান) এম, আর, এ, সস্
" ডাক্তার গিরিজাভূষণ ঘোষ এম, বি,
" শ্রীশচন্দ্র দাস বর্ম্মা
" গণেশচন্দ্র দত্ত
" বিপিনবিহারী মিত্র
" রসিকলাল দেববর্ম্মা বিশ্বাস

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক
সমর্থক " গিরিশ চন্দ্র বসু

(গ) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সিংহ জমিদার
" মণীন্দ্রনাথ সিংহ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বসু

„ সি, সি, দত্ত

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, সম্পাদক

সমর্থক „ সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ

(খ) (ভাগলপুরের উকিল শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের পত্রানুসারে)

শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়

„ বীরচন্দ্র সিংহ এম, এ,

„ রমারঞ্জন ঘোষ বিএ, বি, ই,

„ ডাক্তার মোহিনী মোহন ঘোষ

„ রমণী মোহন সিংহ বি, ই,

„ ভীমানন্দ ঘোষ এম, এ,

„ রাম কমল সিংহ

„ বিধুভূষণ সিংহ

„ সতীশ চন্দ্র সিংহ বি, এল,

„ যুগল গোপাল সিংহ বি, এল,

„ ডাক্তার অক্ষয় কুমার ঘোষ

„ নিতাই সুন্দর ঘোষ এম এ, বি এল,

„ চারুচন্দ্র সিংহ বি, এল,

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র বসু বর্ম্মা

সমর্থক „ হৃদয় নাথ বসু বর্ম্মা

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সকল প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৪র্থ নির্দ্ধারণ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে কার্য্য নিঃ সমিতির সভ্য করা হইল-

শ্রীযুক্ত কুমার সতীশচন্দ্র রায় বর্ম্মা, জমিদার,

„ গোপাল হরি ঘোষ বর্ম্মা, জমিদার

„ পূর্ণ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি, এ,

„ তারিণী প্রসাদ রায়, উকীল, জলপাইগুড়ি কায়স্থসভার সভাপতি।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার

সমর্থক „ মৃণাল কান্তি ঘোষ বর্ম্মা

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৫ম নির্দ্ধারণ। বিগত কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির ৫ম নির্দ্ধারণ মতে পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে যে পত্র লেখা হইয়াছিল তদুত্তরে তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পঠিত হইল এবং বিগত কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনের পরে অনুপনীত ব্যক্তিকে পত্রিকাসম্পাদক-পদে নিয়োগ বিষয়ে আপত্তি জ্ঞাপক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী (সম্পাদক, ইদিলপুর কায়স্থসভা) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী বর্ম্ম এম-এ, বি, এল, (উকিল, হাইকোর্ট) এবং শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল, (উকিল, আলিপুর) মহাশয়গণ হইতে যে তিন খানা নূতন পত্র আসিয়াছে তাহাও পঠিত হইল। এ বিষয়ে আলোচনার পর স্থির হইল :—

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে বিগত সাধারণ সভায় পত্রিকা-সম্পাদক মনোনীত ও নিযুক্ত করা হইয়াছে বিধায় তাঁহাকে অবসর দিবার কিম্বা অবসর গ্রহণ করিতে বলার অধিকার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নাই। সুতরাং এই বিষয়ে যে সভ্যগণ আপত্তি জানাইয়াছেন তাহাদিগকে এই বিষয় জ্ঞাপন করা হউক।

৬ষ্ঠ নির্দ্ধারণ। নিখিল ভারত কায়স্থ সম্মিলনের অভ্যর্থনাসমিতিগঠন সম্বন্ধে মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা সি, আই, ই, মহোদয় জানাইলেন যে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হওয়ার জন্য আহ্বান-পত্র কায়স্থ বর্গের নিকট অবিলম্বে এক সপ্তাহ মধ্যেই প্রেরিত হইবে।

৭ম নির্দ্ধারণ। সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে কায়স্থ সভার চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের ঋণ পরিশোধ ও সভার উন্নতির জন্য ৫০০০৲ টাকা চাঁদা উঠান আবশ্যক। স্থির হইল যে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণকে এই অর্থ সংগ্রহ কার্য্যে সম্পাদক মহাশয়কে সাহায্য করিতে অনুরোধ করা হউক। উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই যথ সাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

৮ম নির্দ্ধারণ। হরনাথ শিক্ষাসঙ্ঘের পক্ষে শ্রীযুক্ত ভাগবত মিত্র মহাশয় ১১নং নিয়োগীঘাট ষ্ট্রীট্—বাগবাজার হইতে বিনামূল্যে কায়স্থ-পত্রিকা প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পঠিত হইল। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে উক্ত শিক্ষাসঙ্ঘকে একখানা পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হইবে।

৯ম নির্দ্ধারণ। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন বসু কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়কে অদ্য কার্য্য হইতে অবসর দিবার নোটিশ সভায় দেওয়া হইল। তিনি ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এই সভার অফিসে আসিয়া প্রত্যহ রীতিমত কার্য্য করিবেন এবং তাহাকে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত বেতন দিয়া অবসর দেওয়া হইবে এবং তাহার কার্য্য সন্তোষজনক হইলে তাঁহাকে এক মাসের বেতন বোনাস্ দেওয়া হইবে।

১০ম নির্দ্ধারণ। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্ম এম, এ, মহাশয়ের বার্ষিক চাঁদা সম্বন্ধীয় পত্র পঠিত হইল এবং স্থির হইল যে তিনি প্রতিশ্রুত ১০০০৲ টাকার সুদ বাবত যে ৩০৲ টাকা বৎসরে সভায় দিতেছেন তাহা হইতেই তাঁহার বার্ষিক চাঁদা কর্ত্তন করিয়া তাহা চাঁদার হিসাবে জমা করিয়া অবশিষ্ট চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে জমা করা হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভাভঙ্গ হইল।

অনুমোদিত—

যোগেশচন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক

যদুনাথ সরকার
সভাপতি
৩রা অক্টোবর, ১৯২৬।

স্বাগতম্

অখিলভারত কায়স্থমহাসভার ত্রয়স্ত্রিংশ অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত কায়স্থভ্রাতৃগণকে আজ আমরা বাঙ্গালির গৃহে, বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে সাদর সপ্রেম অভ্যর্থনা করিতেছি। মাননীয় সভাপতি, মহারাষ্ট্র ইতিহাসে প্রখ্যাত নাগপুরের প্রসিদ্ধ চিত্‌নেভিস্ বংশসম্ভূত, শ্রীযুক্ত সার শঙ্কর রাও মহোদয় আজ বঙ্গীয় কায়স্থগণের ভ্রাতৃত্ব ও প্রীতির অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। বর্ত্তমান অধিবেশনের এক বিশেষত্ব এই যে এই বারে সর্ব্বপ্রথমে একজন চান্দ্রসেনি প্রভুকায়স্থ মহাসম্মেলনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন। তাঁহার নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র, আর্য্যাবর্ত্ত ও বঙ্গের কায়স্থগণের সর্ব্বতোভাবে মিলন এবং তদ্দ্বারা এক শক্তিশালী জাতিগঠনের সূত্রপাত হউক। এই চিরবাঞ্ছিত মিলন ও একজাতীয়তা স্থাপন করিতে হইলে ভারতের সকল প্রদেশের কায়স্থগণের যথাসম্ভব সম-আচারবিশিষ্ট এবং সংস্কার ও অশৌচাদি বিষয়ে তদ্রূপ সম্ভব একরূপ নিয়মের বশবর্ত্তী হওয়া সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ভরসা করি সমবেত ভ্রাতৃবর্গ তদ্বিষয়ে অবহিত হইবেন। জাতীয় কল্যাণ সাধনের আকাঙ্ক্ষা লইয়া দূর পথ অতিক্রম করিয়া শত ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া যে বরেণ্য অতিথিগণ আজ আমাদের গৃহে সমুপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদের পুনরপি অভিবাদন ও অভিনন্দন করিতেছি।

—:০:—

কায়স্থ-পত্রিকা।

২৫শ বর্ষ | পৌষ—১৩৩৩ | ৯ম সংখ্যা

অখিলভারত-কায়স্থ-মহাসভা।

গত ২৯শে, ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর, ১৪, ১৫ ও ১৬ই পৌষ কলিকাতানগরে, এলবার্ট্ হলে, অখিলভারত কায়স্থ-মহাসভার অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। নাগপুরের সুপ্রসিদ্ধ চিত্‌নেভিস্-বংশীয় চান্দ্রসেনিপ্রভুকায়স্থ, মধ্যপ্রদেশ-গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী, মাননীয় শ্রীযুক্ত সার শঙ্কররাও মাধব চিত্‌নেভিস্ কে, আই, এস্, ও মহোদয় সভাপতি মনোনীত হইয়া ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতে হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিলে অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্ম মহাশয় তাঁহাকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তাঁহার (দেববর্ম্মমহাশয়ের) ক্যামাক্ ষ্ট্রীট্‌স্থিত ভবনে লইয়া যান। তিনি পূর্ব্বেই জানাইয়া ছিলেন যে সভাপতি মহোদয় তাঁহার গৃহে অবস্থান করিবেন। বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ, অভিজাতকুলসম্ভূত সার শঙ্কররাও সভাপতিপদ গ্রহণ করাতে মহাসম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশন গৌরবযুক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। গতবর্ষে জৌনপুর অধিবেশনে চান্দ্রসেনি প্রভু-কায়স্থ একজনও উপস্থিত ছিলেন না। আমি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া এই উত্তর পাইয়াছিলাম যে তাঁহাদের বার বার আহ্বান করিয়াও কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না, তাঁহারা যেন আমাদের সহিত এইরূপ সভায় যোগদান করিতেই ইচ্ছা করেন না। তথাপি এবার জৌনপুর অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নানকুলাল শ্রীবাস্তব মহাশয় চান্দ্রসেনি প্রভু সার শঙ্কররাও চিত্‌নেভিস্ মহোদয়কেই সভাপতিপদ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতে কলিকাতা অধিবেশনের অভ্যর্থনাসমিতিকে এবং আমাকেও পত্র লিখিয়া-ছিলেন। কলিকাতা অধিবেশনের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত দেববর্ম্ম মহোদয়ের আহ্বানে সার শঙ্কররাও সভাপতিপদ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। চান্দ্রসেনি প্রভুগণ অতিশয় আচারনিষ্ঠ এবং আমি যতদূর দেখিয়াছি, তাঁহাদের শতকরা

নব্বই জনই গৌরবর্ণ। চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণ বিশেষ আচারনিষ্ঠ নহেন মনে করিয়াই প্রভুকায়স্থগণ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করেন না, একথা অনেকবার শুনিয়াছি। এবার স্বজাতিহিতৈষী, উদারহৃদয় চিতনেভিস্ মহোদয় সভাপতিপদ গ্রহণ করায় আমরা আশা করিতে পারি যে অতঃপর মহারাষ্ট্রীয় প্রভুকায়স্থগণ বঙ্গ, মগধ, কান্যকুব্জ, অযোধ্যা, পঞ্চনদ প্রভৃতি দেশবাসী কায়স্থগণের সহিত বর্ষে বর্ষে সমবেত হইয়া জাতীয় কল্যাণ সাধনের উপায় চিন্তা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

গত বর্ষের মাঘ-সংখ্যার পত্রিকায় জৌনপুর অধিবেশনের বিবরণে পাঠকগণ দেখিয়াছেন যে সভার প্রথম দিন প্রভাতে অভ্যর্থনাসমিতির সভ্যগণ, উপস্থিত প্রতিনিধিগণ এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ সকলে রেলষ্টেশনে সমবেত হইয়া সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া এক বৃহৎ শোভাযাত্রা করিয়া ধ্বজপতাকা-তোরণ-শোভিত জৌনপুরের প্রধান রাজপথ সকল ভ্রমণ করিয়া সভাপতির জন্য নির্দ্দিষ্ট আবাসে সমাগত হইয়াছিলেন। পশ্চিম ভারতের উহাই নিয়ম, সকল মহাসভা উপলক্ষেই এইরূপ সভাপতি-সম্বর্দ্ধনা হইয়া থাকে। কলিকাতায় সেরূপ কিছু হয় নাই, কখন সভাপতি আসিলেন এবং কোন্ পথে কোথায় নীত হইলেন তাহা প্রায় কেহ জানিতে পারে নাই। পশ্চিম হইতে আগত কায়স্থ প্রতিনিধিগণ এজন্য দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৪ই পৌষ, বুধবার, সভার প্রথম দিন

সভাপতি মহাশয় পূর্ব্বনির্দ্দেশ মতে ১২টার সময় সভাগৃহে প্রবেশ করিলে সমবেত জনসঙ্ঘ জয়ধ্বনি সহকারে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি লেফ্‌ট্যানেণ্ট্ মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বর্ম্ম বাহাদুর জনমণ্ডলীকর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া স্বীয় আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহোদয় মঞ্চোপরি আসন গ্রহণ করিলে সর্ব্বপ্রথমে নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের রচিত উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হয় এবং শ্রীযুক্ত মুন্সী গুরুনারায়ণ লাল মহাশয় একটি হিন্দী গান করেন। তৎপর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় দেবভাষায় মঙ্গলাচরণ, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় আশীর্ব্বচন, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন মহাশয় বঙ্গভাষায় "স্বাগত-গাথা" নামক কবিতা, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন

বসু বর্ম্ম এম, এ, মহাশয় একটি ইংরেজ কবিতা এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অখলচন্দ্র পালিত বর্ম্ম ভারতীভূষণ মহাশয় রচিত একটি সংস্কৃত কবিতা শ্রীযুক্ত হরীশচন্দ্র সখসেন এম, এ, বি, এল, (লক্ষ্ণৌ) পাঠ করেন। এইরূপ উদ্বোধন ও উদ্দীপনায় সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ হইলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহারাজা জগদীশনাথ তাঁহার সুলিখিত হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ পাঠ করেন।

তৎপর অভ্যর্থনাসমিতির মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্ম শসি, আই, ই, মহাশয় মাননীয় শ্রীমৎ সার শঙ্কররাও মাধব চিত্‌নেভিস্ আই, এস, ও মহোদয়কে সভাপতি পদে বরণ করেন। "লক্ষ্ণৌ কায়স্থ সদরসভা হিন্দ্" এর মন্ত্রী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণপ্রসাদ শ্রীবাস্তব এবং জৌনপুরের শ্রীযুক্ত নানকুলাল শ্রীবাস্তব এল, এল, বি, এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়। তদনন্তর প্রভূত আনন্দধ্বনির মধ্যে সভাপতি মহাশয় আসন পরিগ্রহ করিলে মহারাজা জগদীশনাথ তাঁহার গলদেশে একটি মনোহর মালা পরাইয়া দেন। এই সময়ে অভ্যর্থনা-সমিতির মন্ত্রী দেব বর্ম্ম মহাশয়, সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যাঁহারা পত্র ও তার-যোগে বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণ অতি ধীর ও গম্ভীরভাবে পাঠ করেন। গত বর্ষের সভাপতি দেশভক্ত মহাকর্ম্মী রাজেন্দ্রপ্রসাদের হিন্দী অভিভাষণে সভার কর্ত্তব্য ও কর্ম্মপদ্ধতি বিশদরূপে নিবদ্ধ হইয়াছিল, আর যে সকল ব্যাধি জাতির দেহে প্রবেশ করিয়াছে তাহারও উল্লেখ ছিল। এবারের সভাপতির ইংরেজি অভিভাষণে সভার আলোচ্য প্রায় সকল বিষয়েরই উল্লেখ আছে, পরন্তু ইহাতে তিনি গভীর চিন্তাশীলতা ও দার্শনিকতার পরিচয় দিয়াছেন। ভাষার মধুরতায় ইহা পরিপূর্ণ। পাঠকগণের পরিতৃপ্তির জন্য ইহার সারাংশ মাঘের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

অভিভাষণের পরে সভাপতি মহোদয় স্বয়ং তিনটী প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন :—

১ম প্রস্তাব—

এই সভা রাজা ও ভগবৎকৃপায় ভারতের সম্রাট্ মহামহিমময় পঞ্চমজর্জ্জ ও তাঁহার মহিমময়ী মহিষীর প্রতি গভীর ভক্তি ও অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন।

২য় প্রস্তাব—

এই সভা দিল্লী নগরে জনৈক ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমান কর্ত্তৃক স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পৈশাচিক হত্যার প্রতি গভীর ঘৃণা ও ক্রোধ ব্যক্ত করিতেছেন এবং স্বজাতীয়-

গণকে অনুরোধ করিতেছেন যে এই দুর্ঘটনাটিকে জাতীয় উন্নতির অন্তরায় যেন হইতে না দেওয়া হয়।

৩য় প্রস্তাব—

এই সভা নিম্নোক্ত বিশিষ্ট স্বজাতীয়গণের পরলোক-গমনে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছেন :—

স্বর্গগত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা (পরিব্রাজক), রায় বাহাদুর জয়নারায়ণ (মীরাট), বাবু শিবমোহন লাল (কাশী), রায় বিজয়ানন্দ বর্ম্মা (গয়া), রায় সাহেব সরযূপ্রসাদ (গণ্ডা), রায় সাহেব দুর্গাপ্রসাদ (কোটা), মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী (নিমতিতা), রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী), রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর (দিনাজপুর) এবং শ্রীমতী হরদেবী, "ভারতভগ্ন"-সম্পাদিকা (লাহোর)।

সভাপতি মহোদয় প্রথম মন্তব্য উপস্থিত করিলে মজঃফরপুরের স্বামী বিদ্যানন্দ তাহাতে আপত্তি করেন এবং বলেন যে বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে উপস্থাপিত না করিয়া এইরূপ প্রস্তাব সভাতে উপস্থিত বা গৃহীত হইতে পারে না। এই মত কেহ কেহ সমর্থন করিলে কিঞ্চিৎ গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু সভাপতির সম্মান রক্ষার্থে সকল বিরোধ নিরস্ত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৬টার সময় সভাস্থলেই বিষয়নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন হইবে ঘোষণা করিয়া সভাপতি মহোদয় ৪ ঘটিকার সময় এই দিনের সভা ভঙ্গ করেন।

১৫ পৌষ, বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয় দিন

সভাপতি মহাশয় ১২ ঘটিকার সময় আসন গ্রহণ করিলে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র এম-এ, বার-এট্-ল মহাশয় কর্ত্তৃক পরিচালিত ঐক্যতান বেদ-সঙ্গীত গীত হয়। তৎপর দিনাজপুর মহারাজের দ্বারপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় দেবভাষায় মঙ্গলাচরণ পাঠ করিলে শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার বর্ম্মরচিত "স্বাগত সম্ভাষণ" নামক বাঙ্গলা কবিতা, মৈথিল যুবক ঠাকুর নন্দকিশোর সিংহ একটি হিন্দী কবিতা এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্বরচিত "বাঙ্গালী-কায়স্থ-মঙ্গল" নামক বাঙ্গলা কবিতা পাঠ করেন।

তৎপর শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এম-এ, বি-এল, মহাশয় সকল প্রদেশের সকল শ্রেণীর কায়স্থের একীকরণ বিষয়ক নিম্নলিখিতরূপ

[প্রস্তাব—৪র্থ প্রস্তাব—উপস্থিত করেন :—

পরস্পর আদান-প্রদান ও অন্যান্য উপায়ে কায়স্থের বিভিন্ন শ্রেণী ও শাখার একীকরণ দ্বারা এক মহতী জাতি গঠন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কর্ম্মগত সমযোগিতা স্থাপন—কেবল কায়স্থ জাতির হিতের জন্য নহে, পরন্তু সমগ্র দেশের কল্যাণের জন্য—বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যক বলিয়া এই সভা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের নির্দ্ধারণ সমর্থনপূর্ব্বক পুনরায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত মুন্সী সঙ্কটাপ্রসাদ উপদেশক (জৌনপুর)

অনুমোদক—„ মহারাজা জগদীশনাথ বর্ম্ম রায় (দিনাজপুর)

„ রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বি-এ, (ঢাকা)

„ পণ্ডিত অখিলচন্দ্র পালিতবর্ম্মভারতীভূষণ (কুচবিহার)

„ রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্ম চৌধুরী (নদীয়া)

এই প্রস্তাব সকলেই ওজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা সমর্থন করিয়াছিলেন এবং ঐতিহাসিক রায় রমাপ্রসাদ প্রস্তাবের সমর্থনে একটী গবেষণাপূর্ণ ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

৫ম প্রস্তাব—

এই সভা পুনরপি অবধারণ করিতেছেন যে সমাজের ঘোর অনিষ্টসাধক বরপক্ষের পণের দাবী নিবারণ এবং বিবাহব্যয় সঙ্কোচ করণের জন্য সকল শ্রেণীর কায়স্থগণ সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিতে বদ্ধপরিকর হউন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু বর্ম্ম এম, এ, বি, এল (অমৃতবাজার পঃ)

সমর্থক— " অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক বি, এল, (কলিকাতা)

অনুমোদক—" কিরণচন্দ্র দত্ত (কলিকাতা)

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—

এই সভা নির্দ্ধারণ করিতেছেন যে হিন্দুদিগের সামাজিক প্রথা ও ধর্ম্মাচারের প্রতি যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখিয়া কায়স্থদিগের বিদেশে শিক্ষালাভ ও বিদেশ-গমনে উৎসাহদান করা হউক।

প্রস্তাবক—সার দেবপ্রসাদ বসু সর্ব্বাধিকারী সুরিরত্ন এল্-এল্-ডি ; সি-বি-ই,

সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর এম, এ, বি, এল, (কৃষ্ণনগর)

অনুমোদক—" গয়াপ্রসাদ নিগম (কানপুর)

৭ম প্রস্তাব—

(ক) কায়স্থদের শিক্ষার জন্য স্থাপিত যে সকল বিদ্যালয় আছে তাহা রক্ষার

জন্য, কায়স্থদের সাহিত্যিক (বিশেষতঃ সংস্কৃত), বৈজ্ঞানিক, শিল্প ও ব্যবসায়াত্মক শিক্ষা লাভ এবং বিদেশে যাইয়া শিক্ষা গ্রহণের উপযোগিতা লাভের উদ্দেশে দেশের বিভিন্ন অংশে নূতন শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এবং

(খ) দরিদ্র ও অনাথ কায়স্থ বালকবালিকাগণের শিক্ষা ও ভরণপোষণ, নিরুপায় কায়স্থ বিধবাগণের প্রতিপালন এবং হিন্দু ধর্ম্মনিয়ম ও দেশের সামাজিক প্রথার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের যথাযোগ্য শিক্ষাদানের জন্য—একটী ধনভাণ্ডার স্থাপিত হউক।

(গ) অন্য নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ ব্যতীত একটী অখিলভারত কায়স্থ-ব্যাঙ্ক এবং সকল প্রদেশ ও জেলাতে তাহার শাখা স্থাপিত হউক এবং তাহার লাভের কিয়দংশ পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ে ব্যয়িত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত এস্, বি, জহোরী এল, এল, বি (এলাহাবাদ)
সমর্থক— „ অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু বর্ম্ম এম, এ,
অনুমোদক— „ রায় সাহেব ব্রজবল্লভ কিশোর সাদিক (ফয়জাবাদ)
„ উপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম বি, এল (খুলনা)

৮ম প্রস্তাব—

এই সভা নির্দ্ধারণ করিতেছেন যে পরলোকগত মুন্সী কালীপ্রসাদ কুল-ভাস্কর প্রতিষ্ঠিত এলাহাবাদ কায়স্থপাঠশালা সমগ্র ভারতের কায়স্থগণের কেন্দ্র-শিক্ষালয়রূপে গৃহীত হউক, পাঠশালাকর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হউক যে তাঁহারা বঙ্গীয় ও অন্যান্য প্রদেশীয় কায়স্থগণের ঐ পাঠশালা-কমিটির সভ্য ও পাঠশালার ন্যাসী হওয়ার দাবী স্বীকার করেন এবং বঙ্গ ও অন্যান্য প্রদেশের যে সকল কায়স্থ এককালীন ১০০৲ শত টাকা পাঠশালাভাণ্ডারে দান করিয়া তাহার ন্যাসী (Trustee) হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের একটী তালিকা এই সভার কার্য্যকরী সমিতি (Slanding Committee) কর্ত্তৃক পাঠশালা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মুন্সী ঈশ্বরী দয়াল, এড্‌ভোকেট্ (লক্ষ্ণৌ)
সমর্থক— „ শ্রীধরপ্রসাদ (সাহাবাদ)
অনুমোদক—„ অনাথবন্ধু হালদার এম্, এ, বি, এল, (মুঙ্গের)
„ এস্, বি, জহোরী

৯ম প্রস্তাব—

এই সভা অবধারণ করিতেছেন যে কায়স্থবহুল সকল স্থানে জাতীয় কার্য্য

প্রচারার্থে প্রাদেশিক কায়স্থসভাসমূহ স্থাপিত হউক এবং এই সকল সভা অখিলভারত কায়স্থসভার শাখাশ্রেণীভুক্ত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নানকুলাল শ্রীবাস্তব বি, এ, এল, এল, বি,
সমর্থক— „ নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (তাঁহার লিখিত বক্তৃতা তাঁহার পুত্র শ্রীমান বিশ্বনাথ বসু বর্ম্ম পাঠ করেন)
অনুমোদক—„ সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী (কলিকাতা)
„ লক্ষ্মণপ্রসাদ শ্রীবাস্তব (লক্ষ্ণৌ)

অগ্নিহোত্রিমহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদনে জাতীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় অতীব হৃদয়গ্রাহী উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তজ্জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট সময় দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রাক্‌কালে গত বর্ষের সভাপতি দেশপ্রেমিক রাজেন্দ্রপ্রসাদ (গৌহাটী কংগ্রেশ হইতে ফিরিয়া) সভাগৃহে প্রবেশ করিতেই সমবেত জনমণ্ডলী জয়ধ্বনি সহকারে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন।

১০ম প্রস্তাব—

এই সভা ভারতের সকল প্রদেশের কায়স্থবর্গকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা যেন স্ব স্ব সমাজ হইতে মদ্য ও অন্য মাদক দ্রব্য ব্যবহার সম্যক্ নিরাকৃত করিতে তাঁহাদের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মুন্সী সঙ্কটাপ্রসাদ
সমর্থক— „ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এম, এ, এম, এল (পাটনা)

১১শ প্রস্তাব—

এই সভা মধ্যশ্রেণী কায়স্থগণের 'বেকার' সমস্যার প্রতি কায়স্থ জাতির প্রতিনিধি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন এবং উপদেশ দিতেছেন যে কায়স্থ যুবকগণ বর্ত্তমানে যে সকল চাকরী ও ব্যবসায়ে ধাবিত হইতেছেন তদতীত কৃষিকার্য্যে ও বাণিজ্যে তাহারা লিপ্ত হউন এবং এই বিষয় বিশেষ বিবেচনার এবং বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতিকারের উপায় নির্ণয়ের জন্য একটী কমিটী গঠিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় (বাঁশবেড়িয়া)
সমর্থক— „ লক্ষ্মণপ্রসাদ শ্রীবাস্তব এল, এল, বি, (লক্ষ্ণৌ)
অনুমোদক—„ গয়াপ্রসাদ নিগম (কানপুর)

এই পর্য্যন্ত হইয়া এই দিনের কার্য্য শেষ হয়। বুধবার রাত্রির বিষয়নির্ব্বাচন

সমিতিতে সকল বিষয়ের মীমাংসা না হওয়ায় পর দিন (শুক্রবার) প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় "বঙ্গবাসী" কলেজ-ভবনে বিষয়নির্ব্বাচন-সমিতির পুনরায় অধিবেশন হইবে ইহা ঘোষণা করিয়া সভাপতি মহাশয় সভা ভঙ্গ করেন।

১৬ই পৌষ, শুক্রবার, তৃতীয় দিন

১২ ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে প্রথমে শ্রীযুক্ত মুন্সী ভাগবত দ্বিবেদী একটী হিন্দী গান করেন, পণ্ডিত অখিলচন্দ্র পান্ডিত বর্ম্ম ভারতীভূষণ একটী উদ্দীপক কবিতা পাঠ করেন, পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র শর্ম্ম জ্যোতির্ভূষণ (তাড়াস) আশীর্ব্বাচন করেন এবং ঠাকুর নন্দকিশোর সিংহ হিন্দী কবিতা পাঠ করেন, তৎপর মন্ত্রী শ্রীযুক্ত দেববর্ম্ম মহাশয় অনুপস্থিতিজনিত দুঃখজ্ঞাপক আগত পত্র ও তাড়িত-বার্ত্তার উল্লেখ করেন। তদন্তর স্বামী বিদ্যানন্দ দ্বাদশ প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

১২শ প্রস্তাব (সংশোধিত হইয়া যেরূপে গৃহীত হইয়াছে)—

এই সভা "লক্ষ্মৌ সদরসভা হিন্দ্‌কে" অখিলভারত কায়স্থসভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি (Executive Body) এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে তাহার কর্ম্মচারী ও কার্য্যকরী সমিতির সভ্য (Working Committee) নিয়োগ করিলেন :—

সভাপতি—সার শঙ্কররাও মাধব চিত্‌নেভিস্। সহযোগী সভাপতি, রায় সাহেব রাধাকৃষ্ণ (গয়া), শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা (কলিকাতা) ও রায় সাহেব ব্রজবল্লভ কিশোর সাদিক (ফয়জাবাদ)। প্রধান মন্ত্রী রায় সাহেব ডাক্তার রামনারায়ণ লাল (মইনপুর)। সহযোগী মন্ত্রী—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বরপ্রসাদ খালিস (গয়া) ও শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণপ্রসাদ শ্রীবাস্তব।

কার্য্যকরী সমিতির সভ্য :—

বঙ্গদেশ হইতে শ্রীযুক্ত মহারাজা জগদীশনাথ রায়, মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা, যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা, কিরণচন্দ্র দত্ত, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ও যশোদানাথ আখৌড়ী। বেহার হইতে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ব্রজদেব সহায়, কপিলদেব নারায়ণ লাল, স্বামী বিদ্যানন্দ, জগৎনারায়ণ লাল এম, এল, সি,) রামলক্ষ্মণ প্রসাদ ও অনাথবন্ধু হালদার। উত্তর-পশ্চিম হইতে শ্রীযুক্ত নানকুলাল শ্রীবাস্তব, এস্ বি জহোরী, ঈশ্বরীদয়াল, হরগোবিন্দ দয়াল শ্রীবাস্তব, ডাক্তার রামচন্দ্র দাস সখসেনা, ত্রিলোকীনাথ ও মুন্সী শিবব্রত লাল।

এবং এই সভা এই কার্য্যকরী সমিতিকে আদেশ করিতেছেন যে তাঁহারা নিম্নলিখিতরূপ কার্য্য করিবেন :—

(ক) অখিলভারত কায়স্থসভার বিধিপ্রণয়ন—যাহা ১৯২৭সালের ১লা মে হইতে কার্য্যকরী হইবে।

(খ) প্রতি গ্রামে, নগরে, জেলায়, প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে এই মহাসভার অধীন শাখাসভাসমূহ সংগঠন—আগামী ৩০শে এপ্রিল মধ্যে করণীয়।

(গ) দেশের বিভিন্ন অংশে যে সকল কায়স্থ আন্দোলন আছে তৎসমুদয়কে কেন্দ্রসমিতির সহিত গ্রথিত করা।

(ঘ) কায়স্থ কেন্দ্রভাণ্ডার (Kayastha Central fund) নামে একটী অর্থভাণ্ডার গঠন উদ্দেশ্যে এককালীন দান ও চাঁদা সংগ্রহ এবং তাহার দ্বারা ও তদ্দ্বারা আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ।

স্বামী বিদ্যানন্দ "সুদর সভা হিন্দ্‌"কে ত্যাগ করিয়া ভিন্নভাবে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শিবব্রতলাল, কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, লক্ষ্মণ প্রসাদ শ্রীবাস্তব ও অনাথবন্ধু হালদার মহাশয়গণ তাহা সমর্থন করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত কপিলদেব নারায়ণ লাল এম, এ, বি, এল, (পাটনা) একটী সংশোধন-প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তখন শ্রীযুক্ত দেববর্ম্ম মহাশয়ের মধ্যস্থতায় প্রস্তাবটী নিম্নলিখিতরূপে লিখিত হয় এবং শ্রীযুক্ত শ্রীধর প্রসাদ বি, এল, মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হয়।

১৩শ প্রস্তাব—

সমুদয় কায়স্থ জনকজননীগণকে এই সভা অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা নিজ নিজ পুত্র কন্যাগণের শারীরিক উৎকর্ষ ও ব্যায়ামচর্চ্চার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হউন যেন তাহারা আত্মরক্ষা করিতে এবং স্বজনদিগকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারে; এবং সামরিক শিক্ষালাভের যে কিছু সুযোগ আছে যুবকগণ তাহা গ্রহণ করুন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ গুহ (মল্লবীর গোবর বাবু, কলিকাতা)
সমর্থক— „ কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্ম সি, আই, ই, (কলিকাতা)
অনুমোদক— „ রায় সাহেব ডাক্তার রামনারায়ণ (মুসোরী)
„ রজনীনাথ ঘোষ বর্ম্ম বি, এল, (বরিশাল)

১৪শ প্রস্তাব—

দেশের বর্ত্তমান অশান্ত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই সভা নির্দ্ধারণ করিতেছেন যে কায়স্থজাতীয়া কোন মহিলা ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুর্ব্বৃত্তগণকর্ত্তৃক

অবমানিত বা ধর্ষিত হইলে আমাদের ও আমাদের সমাজের চক্ষে তিনি পবিত্র বিবেচিত হইবেন, যেন তাহার কোন কিছু হয় নাই।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন

সমর্থক— „ জিতেন্দ্রনাথ গুহ বি, এল, (ফরিদপুর)

অনুমোদক— „ স্বামী বিদ্যানন্দ, লক্ষ্মণপ্রসাদ শ্রীবাস্তব ও পণ্ডিত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন।

কানপুরের শ্রীযুক্ত খোষালচাঁদ নিগম এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, অধিকাংশের মতে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৫শ প্রস্তাব—

এই সভা কায়স্থজাতির প্রতিনিধি ও নেতৃগণকে হিন্দু সমাজের ঐক্যবল বৃদ্ধির জন্য জাতীয় আচার হইতে অস্পৃশ্যতা দূরীভূত করিতে সাগ্রহ অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা (খুলনা)

সমর্থক— „ মুন্সী বাবুলাল (মজঃফরনগর)

অনুমোদক— „ গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার (বরিশাল)

১৬শ প্রস্তাব—

এই সভা পরলোকগত স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর প্রবর্ত্তিত শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সিংহ বি, এ, এল, এল, বি, (বারাণসী)

সমর্থক— „ মুন্সী সঙ্কটাপ্রসাদ (জৌনপুর)

অনুমোদক— „ হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম, এ, (পাবনা)

„ জিতেন্দ্রনাথ গুহ বি, এল, (ফরিদপুর)

১৭শ প্রস্তাব—

এই সভা দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন যে মুঙ্গের, দেউলী, প্রতাপগড় ও অন্যান্য স্থানে কতিপয় শ্রেণী আছেন যাঁহারা কায়স্থ বলিয়া দাবী করেন এবং অদ্যাপি কায়স্থের সাধারণ জাতীয় রীতিনীতি অনুসরণ করেন কিন্তু ঐ সকল স্থানের কায়স্থ সমাজ তাঁহাদিগকে ভিন্ন জাতি মনে করেন, এবং জাতীয় সামাজিক অধিকার দিতেছেন না। অতএব এই সভা জেলা-কায়স্থসভাসমূহকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সহায়তা লইয়া এই বিষয়টী সহানুভূতির সহিত বিচার করিয়া দেখিতে, এতদ্বিষয়ক মতবিরোধের মীমাংসা করিতে এবং পরিত্যক্ত ভ্রাতৃগণকে যাহাতে

পূর্ণ জাতীয় স্বত্ব ও অধিকার দেওয়া যায় তদ্রূপ চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

মুঙ্গেরের মীমাংসার জন্য শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ, জগৎনারায়ণ লাল ও রায়সাহেব ব্রজবল্লভকিশোর সাদিক সহায়ক মনোনীত হইলেন। দেউলী-প্রতাপগড়ের জন্য শ্রীযুক্ত মুন্সী সঙ্কটাপ্রসাদ, স্বামী বিদ্যানন্দ ও সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী সহায়ক হইলেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত স্বামী বিদ্যানন্দ

সমর্থক— „ শ্রীনারায়ণ লাল

অনুমোদক— „ এস্ বি, জহোরী

১৮শ প্রস্তাব

এই সভা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও অন্যান্যকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করায় গভীর দুঃখ লিপিবদ্ধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ রায় বি, এল, (ফরিদপুর)

সমর্থক— „ কপিলদেব নারায়ণ লাল এম, এ, বি, এল (পাটনা)

অনুমোদক— „ সূর্য্যকুমার মিত্র (ফরিদপুর)

„ মুন্সী শ্রীধরপ্রসাদ (সাহাবাদ)

রায়সাহেব ব্রজবল্লভকিশোর সাদিক, শ্রীযুক্ত গঙ্গাদয়াল বর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সিংহ এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। তখন শ্রীযুক্ত অগ্নিহোত্রী এবং এস, বি, জহোরী প্রস্তাবের পক্ষে বক্তৃতা করেন, প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হয়।

১৯শ প্রস্তাব—

এই সভা বিধবার পুর্নবিবাহ অনুমোদন করিতেছেন যাহা হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পুনর্ভূবিবাহ নামে বিদিত আছে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মুন্সী ঈশ্বরীদয়াল, এড্‌ভোকেট্ (লক্ষ্ণৌ)

সমর্থক— „ লক্ষ্মণপ্রসাদ শ্রীবাস্তব এল্-এল্-বি ঐ

অনুমোদক— „ রায় প্রিয়নাথ বসুবর্ম্ম চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ (ঢাকা)

শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্রবর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্রবর্ম্মা ইহার প্রতিবাদ করেন। প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হয়।

অতঃপর জৌনপুরের শ্রীযুক্ত নানকুলাল শ্রীবাস্তব মহাশয় ধন্যবাদ-প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলেন :—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন,

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি প্রমুখ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই সভায় উপস্থিত হইয়া আশীর্ব্বাচন ও মঙ্গলাচরণাদি করায় আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি। পরলোকগত মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বিধবা পত্নী শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্ম মহাশয়ের ভগ্নী রাণী ইন্দুবালা মহাশয়া তাঁহার শোভাবাজারের বাটীতে আন্তর্গণিক বিরাট ভোজের স্থানদান এবং তদ্বিষয়ে বিশেষ সাহায্য দান করাতে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি। শ্রীযুক্ত রাইমোহন ঘোষ মহাশয় (বিক্রমপুর) অনন্যকর্ম্মা হইয়া এই ৪ দিন যাবৎ প্রতিনিধি আবাসে প্রতিনিধিগণের আহার ও বাসের উত্তম ব্যবস্থা করার জন্য এবং পূর্ব্বোক্ত বিরাট ভোজ সুনির্ব্বাহ করার জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি। 'বঙ্গবাসী কলেজের' অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম, এ, মহোদয়কে তাঁহার বৃহৎ কলেজবাটী প্রতিনিধিগণের বাসের জন্য নিয়োজিত করায় আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিহার ও উত্তর-পশ্চিম হইতে আগত মহিলা প্রতিনিধিগণ ও তাঁহাদের আত্মীয়গণের বাসের জন্য তাঁহার নিজবাটীর কতিপয় ঘর নিয়োজিত করায় আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সংবাদপত্র-পরিচালকগণকে, বিশেষতঃ অমৃতবাজার পত্রিকার স্বত্বাধিকারিগণকে, সভার বিজ্ঞাপন ও বিবরণাদি বিনা মূল্যে প্রকাশ করার জন্য আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা ও বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ এই অধিবেশনের সফলতার জন্য যে যত্ন চেষ্টা করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি। অভ্যর্থনাসমিতির কর্ম্মচারী ও সভ্যগণ এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রতিনিধিগণের সুবিধা ও শান্তির জন্য যে যত্ন চেষ্টা করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি।

এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা সভাপতি মহোদয়কে সুদূর নাগপুর হইতে আসিয়া তিনি যেরূপ ধীরতা, দক্ষতা ও ক্লেশের সহিত দীর্ঘ ৩ দিনের সভা পরিচালন করিয়াছেন তজ্জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা প্রস্তাব সমর্থন এবং শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মজুমদার বর্ম্মা অনুমোদন করিলে ইহা আনন্দের সহিত গৃহীত হয়। অতঃপর সভাপতি মহাশয় মধুর বাক্যে সকলকে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে কর্ত্তব্য সাধন করিতে অনুরোধ করিয়া এবং তাঁহার প্রতি যে সম্মান ও সৌজন্য প্রদর্শিত হইয়াছে তজ্জন্য সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ করেন

আন্তর্গণিক বিরাট ভোজ।

১০শে ডিসেম্বর, ১৫ই পৌষ, বৃহস্পতিবার শোভাবাজারের স্বর্গীয় মহারাজা নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ২।২নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট-ভবনে রাত্রি ৭॥ ঘটিকার সময় আন্তর্গণিক বিরাট ভোজ সুসম্পন্ন হইয়াছিল। প্রতিনিধিগণ, বিশিষ্ট দর্শকগণ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণ, কর্ম্মিগণ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ এই ভোজে আহূত হইয়াছিলেন। সভাপতি সার শঙ্কর রাও, মহারাজা জগদীশনাথ, কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বর্ম্মা বাহাদুর, কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা (মন্ত্রী) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ (ভূতপূর্ব্ব সভাপতি), শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণপ্রসাদ শ্রীবাস্তব, শ্রীযুক্ত নন্দকুলাল শ্রীবাস্তব, শ্রীযুক্ত রজনীনাথ ঘোষ বর্ম্মা (দেহের গতি), শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত স্বামী বিজ্ঞানন্দ প্রমুখ বিভিন্ন দেশ ও সমাজের উপস্থিত প্রায় সাত শত ব্যক্তি এই ভোজে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মহারাজা জগদীশনাথ রায় বর্ম্ম বাহাদুর এই ভোজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে এক শত টাকা দিয়াছেন। অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদি সহ ৫৭টী উপকরণ ভোজে পরিবেশিত হইয়াছিল। প্রথম পরিবেশনে (First Course এ) ভাত সহ ১৩ প্রকার উপকরণ, দ্বিতীয় পরিবেশনে (Second Course এ) লুচি ও রাধাবল্লভীসহ ১৭ প্রকার, তৃতীয় পরিবেশনে (Third Course এ) পলাও সহ ১৪ প্রকার এবং চতুর্থ পরিবেশনে দধি ক্ষীরাদিসহ ১২ প্রকার উপকরণ ছিল। অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিগণ মধ্যে অনেকেই নিরামিষাশী, সুতরাং প্রতিনিধি-নিবাসে এই বিরাট ভোজে নিরামিষ আহারেরই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

আন্তর্গণিক ভোজে উত্তর-পশ্চিম হইতে আগত ২জন প্রতিনিধিকে লইয়া তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, বেহার ও উত্তর-পশ্চিমের অন্যান্য প্রতিনিধিগণ তাঁহাদিগকে মাথুর-কায়স্থ (মাথুর-কায়স্থ বলিয়া তাঁহারা দাবি করেন) কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করিতে বা তাহাদের সহিত একত্রে ভোজন করিতে অস্বীকৃত হন। ভোজের দিন পূর্ব্বাহ্নে "লক্ষ্ণৌ কায়স্থ সদরসভা হিন্দের" বার্ষিক অধিবেশন "বঙ্গবাসী" কলেজে হইতেছিল। আহার্য্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত রাইমোহন ঘোষ মহাশয়ের অভিপ্রায় মতে আমি তথায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণকে অপরাহ্নের আন্তর্গণিক ভোজের আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিলে বহু ব্যক্তি সত্বরে ঐ তর্ক উপস্থিত করেন। দিন ভরিয়া ঐ তর্ক অল্পাধিক চলিয়াছিল। সন্ধ্যার পর হইতে কায়স্থসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম

মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় তর্কের একরূপ সমাধান হয় এবং পরে সকলেই ভোজে যোগদান করেন।

বিহার-প্রতিনিধিগণের অসন্তোষ।

অভ্যর্থনাসমিতি ঘোষণা করিয়াছিলেন সভারম্ভের পূর্ব্বদিন ১৩ই পৌষ মঙ্গলবার হইতে আগত প্রতিনিধিগণ "বঙ্গবাসী" কলেজের প্রতিনিধি আবাসে আহার ও বাসস্থান প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ও বিহারের কোন কোন প্রতিনিধি পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন যে তাঁহারা ২।৩ দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিবেন, কেহ২ সপরিবার আসিবেন, কতিপয় মহিলা প্রতিনিধিও আসিবেন, সুতরাং তাঁহাদের বাসের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আবশ্যক; এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালার ছাত্রপ্রতিনিধিগণের যাতায়াতব্যয় বর্ষে বর্ষে অখিলভারত সভার অভ্যর্থনাসমিতি বহন করিয়া থাকেন, এবারেও সেইরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। অভ্যর্থনাসমিতি এই সকল অনুরোধ সম্যক্ রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ায় কায়স্থ-মিত্রমণ্ডলের সম্পাদক এবং অভ্যর্থনাসমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদ কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনাসমিতির সভ্য "কায়স্থ-পত্রিকা"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় মহিলা প্রতিনিধিদের এবং যাঁহারা সপরিবার আসিবেন তাঁহাদের বাসের জন্য তাঁহার একটী বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব করায় একটী সমস্যার সহজেই সমাধান হইয়াছিল। অপর যাঁহারা গয়া প্রভৃতি জেলা হইতে ২।৩ দিন পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদ সেণ্ট্রাল এভেনীউর মাধোভবনে তাঁহাদের বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা অভ্যর্থনাসমিতির ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতিনিধিনিবাসে আর আসিবেন না এবং বাঙ্গালীর অভ্যর্থনা গ্রহণ করিবেন না সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ইহা অবগত হইয়া কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় মাধোভবনে যাইয়া রায় সাহেব রাধাকিষেণ ও কবি যজ্ঞেশ্বরপ্রসাদ খালিস প্রমুখ বিহারের নেতৃগণের অসন্তোষ কথঞ্চিৎ দূরীভূত করিলে, তাঁহারা প্রতিনিধি-নিবাসে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইরূপ বৃহৎ ব্যাপারে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া থাকে। তথাপি বলিতে হইবে মহাসভার কলিকাতা অধিবেশন ভালই হইয়াছে। মন্ত্রী শ্রীযুক্ত দেব বর্ম্ম মহাশয়ের, সহকারী মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্ম মহাশয়ের, সংগঠন-সম্পাদক (Organising Secretary) শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ের এবং অধিবেশনের প্রাক্‌কাল হইতে সহকারী মন্ত্রী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র

ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ের ও আহার্য্য-ব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত রাইমোহন ঘোষ মহাশয়ের অশেষ শ্রম ও কার্য্য-কুশলতায় এই অধিবেশন সফলতামণ্ডিত হইয়াছে। অপর সহকারী মন্ত্রী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদ পূর্ব্বে আগত প্রতিনিধিগণের মাধো-ভবনে অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

এই অধিবেশনে ন্যূনাধিক ৪ শত প্রতিনিধি, ২ শত অভ্যর্থনাসমিতির সদস্য, ১ শত দর্শক এবং ১ শত স্বেচ্ছাসেবক ও বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। আন্তর্গণিক ভোজে প্রায় ৮ শত লোক আহার করিয়াছেন।

সভার তৃতীয় দিন পূর্ব্বাহ্নে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ের উদ্যোগে প্রতিনিধি-নিবাসে সভাপতিমহোদয়, কর্ম্মিগণ ও বহু প্রতিনিধিকে লইয়া আলোক-চিত্র (ফটোগ্রাফ্) লওয়া হইয়াছিল। তাঁহার প্রতিচ্ছায়া অভ্যর্থনাসমিতি মহাসভার যে বিশদ বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন তৎসহ সংযোজিত হইবে আশা করি।

মহাসভার আগামী অধিবেশন বিহারে আহূত হইয়াছে। পাটনার শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ মহাশয় সভায় যোগদানের জন্য কলিকাতায় আসিয়া হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে আগামী অধিবেশন পাটনানগরেই হইবে।

যে সকল সভ্য অনিবার্য্য কারণে মহাসভায় যোগদান করিতে না পারিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া সভার সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছেন তাঁহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল :—কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায়বর্ম্ম বাহাদুর, রায় কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর (নড়াইল), শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ সেনবর্ম্মা ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন সরকার (বহরমপুর), বিজয়চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা (হটনা), অন্নদাচরণ ঘোষবর্ম্ম রায়চৌধুরী, অশ্বিনীকুমার বসুবর্ম্মা (বড়বাম, আসাম), উপেন্দ্রচন্দ্র রায় (দাহুরদা), চন্দ্রকুমার রায় (নরোত্তমপুর), হরচন্দ্র দাসবর্ম্মা (দিনাজপুর), মহেন্দ্রমোহন ঘোষ (উলানিয়া), তারকচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা (কুমিল্লা), শরদিন্দুমোহন ঘোষ ও আনন্দগোপাল দাস (বহরান)।

অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণের সারাংশ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। মহাসভায় পঠিত কতিপয় উদ্দীপনাময়ী কবিতা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইতেছে। স্থানাভাববশতঃ শেষ তিনটী কবিতার সামান্য অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং হিন্দী ও সংস্কৃত কবিতা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় ৫ম প্রস্তাবের সমর্থনে যে বক্তৃতা করেন তাহার সারমর্ম্মও আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার।

বঃ কায়স্থসভার বিশেষ অধিবেশন।

মহাসভার পরিসমাপ্তির পরদিন ১৭ই পৌষ (১লা জানুয়ারী) শনিবার অপরাহ্নে সভার নূতন কার্য্যালয়ে (২০৬ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে) বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেব বর্ম্ম মহাশয়ের আহ্বানে সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। মহাসভায় সমাগত সভার সভ্য ও হিতৈষিবর্গের সহিত মিলিত হইয়া সভার ও স্বজাতির উন্নতিসাধন বিষয়ে সকলের উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায়েই এই সভা আহূত হইয়াছিল; এবং তজ্জন্য মহাসভার শেষ দিন এল্‌বার্ট্ হলে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন বিতরণ করিয়া সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। কলিকাতার অনেক সভ্য সংবাদ না পাওয়ায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী প্রসাদ শ্রীবাস্তব, স্বামী বিদ্যানন্দ, সভার সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার পি, আর, এস্; সি, আই, ই, রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসু বর্ম্ম চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম বি, এল, শ্রীযুক্ত রজনীনাথ ঘোষ বর্ম্ম বি, এল, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা বি, এল, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ গুহ বি, এল, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্ম প্রমুখ শতাধিক ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভার বর্ত্তমানঅবস্থাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়বর্ম্মপ্রমুখ ২।৩ জন সভ্য বলেন যে সভার কার্য্যালয় ও কায়স্থ-পত্রিকার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় বলেন সর্ব্বত্র এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া সভ্য সংগ্রহ ও শাখাসমিতিস্থাপন করা উচিত। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম মহাশয় বলেন কলিকাতায় ও সকল জেলায় জেলায় কায়স্থ-ব্যাঙ্ক্ স্থাপন করা আবশ্যক এবং তদুদ্দেশ্যে প্রথমে কায়স্থসভা ও কায়স্থসমাজের মিলন আবশ্যক, নতুবা কলিকাতার নেতৃগণের প্রতি লোকের আস্থা স্থাপিত হইবেনা এবং একতাবদ্ধ হইয়া কায করাও সম্ভব হইবে না। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা, রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত মহাশয়গণ সভা ও সমাজের মিলনের উপায় সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত বলিলে শ্রীযুক্ত রজনীনাথ ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হয় যে সভার ২ জন ও সমাজের ২ জন ও এই ৪ জনের মনোনীত পঞ্চম এক ব্যক্তিকে লইয়া মিলনসম্বন্ধে চেষ্টার জন্য একটী কমিটি গঠিত হইবে। চেষ্টা সফল হউক।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম.বিদ্যালঙ্কার।

আবাহন-গীতি

পবন ব'হেছে মানব শ্রবণে
নব আবাহন।
হৃদয় যন্ত্রে বিজয় মন্ত্র
বেজেছে বিশ্ববিমোহন।
বিবাদে বধিতে নিনাদে ডঙ্কা,
বিদ্বেষের দেশে জেগেছে শঙ্কা,
হয়েছে মাৎসর্য্য সভয়ে আশ্চর্য্য
হেরি আর্য্য কার্য্যে হেন মহা জাগরণ।
সমাজে সমাজে জাতিতে জাতিতে
মিলন কলিকা মালিকা গাঁথিতে,
প্রেম পুষ্পহারে বাঁধি পরস্পরে,
হিতের সাধনে এ নব বাঁধনে ধরা দিতে চায় মন।
ক্ষত্র জাতি যদি ভ্রাতৃভাবে রয়,
কায়স্থ গৌরব অস্ত নাহি হয়,
পূর্ণ তেজ তারা পাবে পুনরায়
ভারতের বক্ষে সমাজ সমক্ষে পূজার আসন।
স্বাগতঃ স্বাগতঃ আজি সমাগত সভাগণ।

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক রচিত
(শ্রীযুক্ত লালমোহন বসু বর্ম্মা কর্ত্তৃক গীত)

WELCOME SONNET.

Thrice welcome! Scions of the glorious race
Of Chitragupta—proud and mighty lord,
Whose warrior sons in ancient days, the sword
And facile pen did wield with equal grace.
On many a bloody battle-field they lit
A mighty nation's never-dying flame;

Nor lagged in wisdom pure, but on they came
With Upanishads' grand and holy writ.
Hail! Ye brethen—Kshattriyas true and strong!
Unite and form a band of fighters bold
For country's cause—O! strive all wrong
To right—and ne'er forget the past; behold
Your days of bondage o'er, your birthright old
Regain—and bid our arms your necks enfold.

Prof. Manmathamohan Basu Varma, M. A.

বাঙ্গালী কায়স্থ-মঙ্গল!

ক্ষত্রিয়-বঙ্গাব্জ-ভানু কায়স্থের কথা—
ইতিহাসে গাঁথা উজ্জ্বল অতি!
কাশ্মীরে কনোজে যাঁরা মিলা'ল হেথা,
তা'। শ্রদ্ধা আজ তঁদের প্রতি। (১)
জান নাকি ভ্রাতৃগণ, বাঙ্গালীর শৌর্য্য,
ধরিত যাঁহারা অমিত বল?
এখন' কি অবিদিত কায়স্থের বীর্য্য,
চিনিত যাঁদের মোগলদল? (২)
হেথা ছিল মহারাজ আদিত্য প্রতাপ
রাজা সীতা'। কেদার রায়!
সে চাঁদ, মুকুন্দরাম অমর-প্রতাপ,
বিদেশী যঁদের মহিমা গায়। (৩)
হেথা ছিল 'মেনাহাতী', সেনাপতি কালী,
পলাশিতে ছিল মোহনলাল,
একে একে সবে দিছি দণ্ডধরে ডালি,
গ্রাসিল সকলে করাল কাল। (৪)
নাই সে কিঙ্কর সেন, জাঁদ্‌রেল্ কালু,
শোভারাম সিংহ নাহি ক আর।

সুরেশ বিশ্বাস ছিল, আছে মল্লবীর—
শ্রীযতীন্দ্র গুহ কলিকাতার! (৫)
বাঙ্গালী কায়স্থ আজো প্রতিভা-শিখরে,
এখনো তাঁহারা তুলনাহীন,
অগণিত কীর্ত্তিগাথা গায় সমস্বরে,
কোনো ক্ষেত্রে তাঁ'রা হয় নি দীন! (৬)
সিংহকুল-ধুরন্ধর সে গঙ্গাগোবিন্দ,
সে গোবিন্দরাম পুরাণ কথা!
রায় রাঁইয়ান্ রাজা সে রাজবল্লভ—
ছিলহত এরা দেশের মাথা! (৭)
এ যুগেও অগ্রগণ্য সে দত্ত রমেশ,
সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন তুলনাহীন,
দত্ত কৃষ্ণলাল, নৃত্য, জ্যোতিষ ভূপেন্দ্র,
কিরণ কিরণে নহে ত দীন! (৮)
বিচার ও ব্যবহারে দ্বারিকা, রমেশ,
সে চন্দ্রমাধব সারদা বীর!
পণ্ডিত তারক, মিত্র রাজ-নারায়ণ,
ব্রজেন্দ্র, বিনোদ, নৃপেন্দ্র ধীর! (৯)
বিখ্যাত গোলাপ শাস্ত্রী হিন্দু-ব্যবহারে,
যোগেন্দ্র তুলেছে দেশের মাথা!
রাসবিহারী বঙ্গের গৌরব-মুকুট,
সে গণেশ, কালী, নিমাই কোথা! (১০)
সুবিখ্যাত চিকিৎসক বসু জগদ্বন্ধু,
সে সূর্য্যকুমার ভিষকবর!
সে রাজেন্দ্র দত্ত, দীপ্ত সুরেশপ্রসাদ,
মল্লিক শরত সেনানিবর! (১১)
বিখ্যাত "মেজর" বসু, শ্রীকৈলাসচন্দ্র,
কেদার দাসের গৌরব শত!
চিকিৎসায় বিশারদ শ্রীনীলরতন,
মৃগেন্দ্রের গুণ কহিব কত? (১২)

ক্ষত্রতের দৃষ্টি জাতি বিজ্ঞানের দিকে,
ঋগদাশ-বশ পৃথিবীভরা !
রসায়নে কীর্ত্তিমান আচার্য্য প্রফুল্ল,
জাগায়ে তুলিছে এদেশ মরা ! (১৩)
কাশীপ্রসাদের নাম ইংরাজি শিক্ষার
প্রবর্ত্তক-মধ্যে সমুচ্চ স্থান !
পিয়ারীচরণ সুধী দেব সরকার—
পাঠ্যগ্রন্থ যাঁর অমর দান ! (১৪)
মিত্র সে পিয়ারীচাঁদ "টেকচাঁদ" রূপে—
'কথা-সাহিত্যে'র—করিল সৃষ্টি !
কিশোরী, গিরিশচন্দ্র, সারদা, উমেশ—
শিক্ষায় জাগায় দেশের দৃষ্টি ! (১৫)
রাজা রাধাকান্ত দেব 'শব্দ-কল্পদ্রুমে'
অক্ষয় করিল যশের দীপ্তি !
বঙ্গ হিন্দী-"বিশ্বকোষে"—"জাতি-ইতিহাসে"
গাথা র'বে চির নগেন্দ্র-কীর্ত্তি ! (১৬)
প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাজা মনীষী রাজেন্দ্র—
অসংখ্য ভাষায় পণ্ডিত ছিল !
প্রসন্নকুমার আর দেব হরিনাথ
কায়স্থের ভালে তিলক দিল ! (১৭)
ইতিহাসে অগ্রণী রামদাস সেন,
গাথিল সে প্রত্নতত্ত্ব-কথা !
নিখিল ও মধুসূদন শ্রীরমাপ্রসাদ
পুরাতত্ত্ব নিয়ে ঘামায় মাথা ! (১৮)
সন্ত কালীপ্রসন্নের নাম চিরোজ্জ্বল—
সে "মহাভারতে" রহিবে গাথা !
ঘোষ কালীপ্রসন্ন ও রাজনারায়ণ
বিতরিল ভক্তি জ্ঞানের কথা ! (১৯)
অক্ষয়কুমার দত্ত, আচার্য্য অক্ষয়,
বসু চন্দ্রনাথ সাহিত্য-রথী !

শ্রীমধুসূদন দত্ত চির জ্যোতির্ম্ময়,
ভাষায় দানিল বীরত্ব-যতি ! (২০)
সে মনোমোহন বসু, মিত্র দীনবন্ধু
নাটকে অর্জ্জিল অপার যশ !
গিরিশ গিরীশসম কবিকুলদলে,
অমৃত ছড়ায় অমৃত রস ! (২১)
দর্শনে হীরেন্দ্রনাথ পণ্ডিত প্রধান,
যতীন্দ্রের জ্ঞান ছিল না হীন।
প্রসন্ন প্রতীচ্য তর্কে, রাজেন্দ্রের 'ন্যায়,'
'ভাষা-পরিচ্ছেদ' তুলনা হীন। (২২)
গিরিশ উদ্ভিদ্ জ্ঞানে, স্বাস্থ্যে চুণীলাল,
প্রমথ বসুর ভারত-কথা,
সুধীন্দ্র, বিনয়, নব্য নাগ কালিদাস,—
এরাও তুলিছে দেশের মাথা ! (২৩)
করে দান 'অশ্রু-কণা' গিরীন্দ্রমোহিনী,
সে অন্তঃপুরের নন্দন-বনে !
নগরে রচিল কাব্য রাণী মৃণালিনী,
সে মানকুমারী পল্লী-কাননে ! (২৪)
রামগোপালের যশ অসীম অপার,
সে লালমোহন তুলনা নাই !
আনন্দমোহন ধীর, অশ্বিনীকুমার,
সে মনোমোহন কোথায় পাই ? (২৫)
মহাত্মা শিশির ঘোষ, ভাই মতিলাল—
দেশবাসি-চক্ষু খুলিয়া দিল !
যোগেন্দ্রের 'বঙ্গবাসী' ধনী ও কাঙ্গাল—
দেশের চিন্তায় টানিয়া নিল ! (২৬)
ভূপেন্দ্রনাথের নাম থাকিবে অক্ষয়,
সুরেন্দ্র বাড়ায় দেশের মান।
ঘোষ অরবিন্দ আজ মগ্ন-তপস্যায়,
ভারত-কল্যাণে জীবন-দান ! (২৭)

"ইণ্ডিয়ান নেশনের" সে নগেন্দ্রনাথ
পাণ্ডিত্যে করিল দেশের সেবা!

দেবপ্রসাদের গুণ দেশ ও বিদেশে,
সে বাগ্মী বিপিনে জানে না কে বা! (২৮)

বঙ্গের বাহিরে খ্যাত কায়স্থপ্রধান,
সে প্রমদা রাজা, বসুজ শ্রীশ,

এখনো বিপিন পায় মহোচ্চ সম্মান,
মল্লিক বসন্ত বিচারাধীশ! (২৯)

দানে কল্পতরু সম দেবনারায়ণ,
স্বাবলম্বী দাতা রামদুলাল,

'লালাবাবু'—কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষে বৃন্দাবন,
প্রাতঃস্মরণীয় করিল কাল! (৩০)

বিঘোষিত যশ ঘোষ রাসবিহারীর,
বসু শ্রীগোপাল শিক্ষায় দান!

সর্ব্বস্ব করিল দান মহাত্মা তারক,
বঞ্চিয়া আত্মীয়ে সে মহাপ্রাণ! (৩১)

রায় রামানন্দ জ্ঞানী, দাস রঘুনাথ,
নরোত্তম দাস তুলনা নাই!

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেই রামকৃষ্ণদাস,
এদের সমান কোথায় পাই! (৩২)

চির-জ্যোতিষ্মান ওই আচার্য্য প্রধান,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে **বিবেকানন্দ!**

জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম মূর্ত্ত বিরাট বিগ্রহ,
সমন্বয় আনি' মিটাল দ্বন্দ্ব! (৩৩)

আরণ্য-আশ্রম হ'তে বেদান্তেরে আনি'
করিল প্রচার নগর মাঝে!

'জীব-প্রেম—শিব-সেবা'—যাঁর মহাবাণী—
অন্তরে অন্তরে এখনো বাজে! (৩৪)

বাঙ্গালী কায়স্থ-যশ বিস্তৃত দিগন্ত—
দু'চার কথায় কি ক'ব আমি?

তোমার কৃপায় পায় মহিমা অনন্ত,
করি প্রণিপাত জগৎ-স্বামী। (৩৫)

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

স্বাগত সম্ভাষণ।

যতনে এনেছি অর্ঘ হৃদয়ে ভরিয়া,
ভালবাসা ডোরে গাঁথি অশ্রুমালা হার,
অতিক্ষুদ্র উপহার করেছি চয়ন
বিচ্ছিন্ন-দরিদ্র-বঙ্গজননী-সন্তান,
অর্পিত সাদরে আজি পরম আহ্লাদে
দেশদেশান্তরবাসী প্রিয় ভ্রাতৃগণে।
কালের প্রবল স্রোতে চলেছি ভাসিয়া,
জ্ঞান বুদ্ধি বাহুবল দিছি বিসর্জ্জন,
দাসত্বে জীবিকার্জ্জন করিয়া আহ্লাদে
স্ফীত বক্ষে আস্ফালন করি লোক মাঝে
আমরা কায়স্থ-জাতি দেশের গৌরব!
মাতৃবক্ষ উপদ্রুত তাণ্ডব নৃত্যেতে,
স্বর্ণপ্রসূ বন্ধ্যাপ্রায় দারুণ পীড়নে,
ব্যাধির করালমূর্ত্তি লোল রসনায়
গ্রাসিছে সুন্দর কত পল্লী মনোহর,
সুজলা সুফলা বঙ্গ এ খ্যাতি সুযশ
লুপ্ত প্রায় শ্রবে হায় ঘোর অত্যাচারে;
আমরা কায়স্থজাতি ক্ষত্রগর্ব্বধারী
পরম বৈষ্ণব সাজি নির্ব্বিকার চিতে
হেরিতেছি এ লাঞ্ছনা দেশমাতৃকার!
ভুলে গেছি আমরা যে ক্ষত্রবংশধর,
যে বংশে জনম লভি দেব আদিশূর,
পালরাজগণ আদি বারেন্দ্রনিচয়
শাসিলা এ বঙ্গভূমি মহান্ গৌরবে;
আজিও উজ্জ্বল সাক্ষ্য বর্ত্তমান যার,
যে জাতির বীরগর্ব্ব সেদিন অবধি
বীরেন্দ্র কেদার চাঁদ দিল পরিচয়;

প্রতাপ আদিত্য বীর করিল উজ্জ্বল
প্রবল মোগলে দলি ভীষণ আহবে,
বঙ্গের সুযশ খ্যাতি শীর্ষস্থানে তুলি
গৌরবমণ্ডিত নিজ নাম স্বর্ণাক্ষরে
অঙ্কিত করিলা বীর ইতিহাস-ভালে।
কিন্তু আর এই গর্ব্ব শোভা নাহি পায়,
মাতৃ অঙ্গে ব্যথা লাগে দেখিয়া যাহারা
প্রতিকার নাহি চিন্তি সেবে মাতৃবাণী,
জীবিত তথাপি মৃত তারা এ ধরায়।
মিলন বিহনে শুধু এই পরিণাম,
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই এ কুশিক্ষা ফলে
মানী জ্ঞানী বীরজাতি মেখেছ কালিমা,
কলঙ্কমণ্ডিত আজি জগৎসমক্ষে।
আজি তাই হে সুহৃদ্ ব্যথিত হৃদয়ে
স্বজাতি স্বজ্ঞাতি জানি কহি তোমা সবে
হৃদয়ের দুঃখ গাথা কায়স্থ-জাতির ;
যে জাতি জগৎ মাঝে আছিল বরেণ্য.
সমাজের মেরুদণ্ড আছিল যাহারা.
কালের করাল চক্রে মিলন বিহনে
পড়েছে অতলস্পর্শ সাগরের তলে :
আজি পুনঃ লুপ্ত আশা উঠিছে জাগিয়া
স্বজাতি সোদরগণে হেরি সভামাঝে,
মিলন সোপান গড়ি বুঝি এই জাতি
সমাজের শীর্ষস্থানে উঠিবে আবার।
চিরকাল এই জাতি ভারতের আশা,
ভারতের মান গর্ব্ব সুখ্যাতি সুযশ
এই জাতি স্বীয় বীর্য্যে করিলা স্থাপন ;
অভ্যুদয় নাহি হলে পুনঃ এ জাতির.
যথা সেনাপতিহীন বাহিনীনিচয়
ছত্রভঙ্গ হয়ে ধায় ভয়েতে বিহ্বল,

তেমনি অপর কেহ হবেনা সক্ষম
ভারতের মেরুদণ্ড করিতে গঠন।
তাই বলি এস ভাই স্বজাতিবান্ধব
ক্ষুদ্র স্বার্থ অন্ধপ্রথা পদতলে দলি
ভায়ে ভায়ে মিলি পুনঃ দেখাই জগতে
কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতি সর্ব্বোচ্চ মহান্।
একমাত্র এই জাতি মিলিলে ভারতে
ভারতের মান গর্ব্ব ফিরিবে আবার,
সক্ষম হবেনা কেহ সমগ্র জগতে
কলঙ্ক অর্পিতে পুনঃ দেশমাতৃভালে,
মায়ের মূর্ত্তি-কালিমা যাইবে মুছিয়া
স্বর্ণকান্তি শ্যামা পুনঃ সহাস্য আননে
রাজ-রাজেশ্বরী বেশে সাজিবে আবার।

শ্রীবিধুভূষণ সরকার

স্বাগত গাথা।

স্বাগত স্বাগত শুভ সম্মিলনে
এস এস আজি এ বঙ্গ ভবনে
মিলি পরস্পরে প্রণয়-বাঁধনে
পুরাতন স্মৃতি স্মরি হে আজ। ২।

* * *

সৃষ্টিকাল হ'তে মানিলা ধরণী
ক্ষত্রিয় বর্ণেরে পতিত্বে আপনি,
শাসন পালন দায়িত্ব তখনি
ক্ষত্রিয়ের করে পড়িলা আসি। ৬।
হেরিল ক্ষত্রিয় অস্ত্র শস্ত্র বল
রাজ্য সুশাসনে নহেক সম্বল,
সাম দান ভেদ চালন কৌশল
লেখনি ব্যতীত উপায় নাই। ৭।

ক্ষত্রবর্ণ হ'তে তখনি অমনি
হ'লো দুই ভাগ পালিতে অবনি,
যোদ্ধ-শাখা নিজ ক্ষত্রনাম-ধ্বনি
লেখক ধরিলা কায়স্থ নাম। ৮।
কালক্রমে বর্ণ ভুলি দুইজনে
জাতি বলি খ্যাত হইলা ভুবনে,
ভুলিলা দু'ভাই জনম কথনে,
ভিন্ন ভিন্ন দোঁহে ভাবিল হায়। ৯।
ভারত-গগনে কুয়াসা সঞ্চার
হইতে লাগিল তদবধি আর
লাগিল টুটিতে একতার হার
ভারত-কুসুমে ঢুকিল কীট। ১০।
কার্য্য-ব্যপদেশে কায়স্থ সন্তান
দেশ দেশান্তরে করিল পয়াণ
ছিন্ন ভিন্ন হ'লো লক্ষ্য বিধান
কেহ কারে আর চিনিতে নারে। ১১।
সেকাল হইতে একাল অবধি
কুশূন্য যেন বিশাল জলধি
কেহ কারে নাহি খুঁজি তদবধি
যদিও আমরা সকলে ভাই। ১২।
আনন্দ উৎফুল্ল হৃদি আজ তাই
মিলিতেছি আজ মোরা ভাই ভাই,
দূর দূরান্তর কথা ভুলে যাই,
এ মধু মিলন যেন না ভাঙ্গে। ১৩।
হে কায়স্থ ভ্রাতঃ! মিনতি আমার
মিলনের মত সুখ নাহি আর
এ মিলনে কর হৃদয়ের সার
সত্যপথ তুমি লভিবে নিশ্চয়। ১৪।

* * *

যে আর্য্য-সভ্যতা বঙ্গে দেখা যায়
কায়স্থ-মহিমা জাগরূক তায়,

কায়স্থ-নৃপতি প্রচারিল যায়
ইতিহাস সায় দিতেছে আজ। ২০।
এই ভারতের ইতিহাস-কথা
দেখ যদি কভু পাইবে হে তথা
কত সুবিস্তার বৃক্ষে যথা লতা
কায়স্থের গাথা উজলি রয়। ২১।
কায়স্থ-আখ্যান ছাড়ি যদি দাও
ভারত হইতে, দেখিবারে পাও
ইতিহাস বুকে, চোক ফিরে চাও,
কত বড় খ্যাতি বুঝিবে তবে। ২৪।

* * *

কি হইবে গাহি গাথা পুরাতন
সুধু ব্যথা হৃদি দুঃখেতে মগন
ফেটে যায় বুক ঝরে নয়ন
বিশ্বাসঘাতক হারিল সব। ২৬।
হে ভ্রাতঃ কায়স্থ! শুন আরবার
মরেছ যদিও নাহি নিরাকার,
দধীচির মত অস্থি আছে সার
এখন' বজ্র গড়িতে পারে। ২৭।
এখন' স্ফুলিঙ্গ হতেছে বাহির
সাক্ষ্য তার দেখ "জগদীশ" ধীর
বিংশ-শতাব্দীর আবিষ্কার-বীর
জগৎ নমিছে ভকতি ভরে। ২৮।
রসায়নবিদ্ "প্রফুল্ল" কমল
জ্ঞানী ত্যাগী সদা আদর্শের স্থল
এখন' জীবিত বঙ্গ-ভাগ্য-বল
ভারত জীবন জুড়ান ধন। ২৯।
তারামালা সম বঙ্গ-নভস্তলে
মিটি মিটি আজো বহু ঝলমলে,
ভারত মাঝারে আর' কত জ্বলে
নিরাশা এখন' আসেনি তাই। ৩০।

সুবাতাস যদি কভু মিলে যায়
কোরক কুসুম ফুটিবে তাহায়
ভরিবে ভুবন তাহারি শোভায়
সুগন্ধ বহিবে মলয় বায়। ৩১।
দেখ ভ্রাতঃ! চেয়ে জগতের পটে
একতা-বন্ধন যেখানেতে ঘটে
অসাধ্যসাধন ঘটে সেই তটে,
মিলিলে পারিবে তুমিও তাই। ৩২।
লক্ষ ত্রয়োদশ বঙ্গদেশে তুমি
এক কোটি তব ধরে আর্য্যভূমি
তবে কেন বল' পরপদ চুমি
রয়েছ পড়িয়া মরার মত। ৩৩।
উঠ জাগ' মেলো প্রণয়ের গানে
ভাই ভাই যেবা আছ যে যেখানে
দূরে বা নিকটে ত্যজি অভিমানে
একতা বাঁধনে মিলিত হও। ৩৪।
হইলে একত্র তোমরা কখন'
অন্যের সাহায্য কিবা প্রয়োজন
পার যে লভিতে জগৎ শাসন
ভুলিয়াছ তাহা মিলন বিনে। ৩৫।
জানিত না হনু ক্ষমতা আপন
আমাদেরো হেরি দশা যে তেমন,
কত বল ধরে মোদের মিলন
বুঝিনা বলিয়া দলিত তাই। ৩৬।
তাই বলি ভাই! মিলেছ যখন
জাগাও ভারতে সুপ্ত ভ্রাতৃগণ
আত্মমর্য্যাদায় করহ বরণ
দেবতা-আশীষ শিরেতে ধর। ৩৭।
দেশ ভেদাভেদে আচার ব্যভার
ভাষায় প্রভেদ ঘটিয়াছে আর,

একি তো আকরে জনম সবার
না মিলিব কেন বলনা তবে। ৩৮।
কায়স্থের কুলে যে লভে জনম
সেই ভ্রাতা মোর সহোদর সম,
গাও এই গান অতি মনোরম,
উঠুক আবার কায়স্থ-জয়। ৩৯।
মিলনে সৃজন প্রথা সনাতন
মেল' ভাই সবে এই আকিঞ্চন
কর গো স্বরগ্ মরত ভুবন
শান্তি আসুক ভারতময়। ৪০।

শ্রীগণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন।

স্বাগতম্।

ভারতের কায়স্থ মণ্ডলী—

একই বীজ পুরুষ হইতে উদ্ভূত সবাই—
একই শোণিত বহে সকলের দেহে সকলেই ভাই।
অতীতের গৌরবকাহিনী, সেই এক, এক অভ্যুদয়,
চিরজীবী চিত্রগুপ্তদেব, সকলের পিতা পুণ্যময়,
ধর্ম্মে কর্ম্মে জ্ঞানে সমুজ্জ্বল, চিত্রগুপ্ত চির জ্যোতির্ময়।
এক সেই সনাতন ধর্ম, একমাত্র সবারি আশ্রয়।
দুষ্টের দমনে শিষ্টের পালনে, রক্ষণে প্রজার,
ধর্ম্মাধিকরণে, মন্ত্রণাভবনে, সাহায্যে রাজার,
শুচি সনাতনী, শ্রুতি-স্মৃতি-পূত জীবিকা সবার।
সকলেই ভাই, কোন ভেদ নাই, একের সন্তান,
শুধু মোহবশে, অদৃষ্টের দোষে, দশা বর্তমান,
ছিন্ন ভিন্ন হায়! দেশ দেশান্তরে, কে জানে সন্ধান?
গিরি দরী বন নদ নদী মরু কত ব্যবধান!

* * *

(২) প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতৃগণ, এস এস করি আলিঙ্গন,
বসাইতে বুকের মাঝারে পাতিয়াছি প্রেমের আসন।
নাড়ীর যে অকৃত্রিম টান, তেমন দ্বিতীয় কিছু নাই,
শত বাধা করি অতিক্রম, ভাই ভাই হ'ব এক ঠাঁই।
নিম্ন মুখে বহে যবে নদী, বাধা দেয় সাধ্য আছে কার ?
দুরারোহ পর্বতশিখর নত হ'য়ে করে নমস্কার !
হৃদয় কন্দর হ'তে যবে ধায় বেগে স্নেহের নির্ঝর,
তার মুখে দাঁড়াতে' কি পারে অজ্ঞানের মৃত্তিকা প্রস্তর ?

(৩) অজ্ঞানের অন্ধকার মাঝে আমরা সকলে এতদিন
ভ্রমে পড়ি' ঘু'রে ঘু'রে মরি, ক্ষুণ্ণ প্রাণ, দেহ বলহীন !
দেশভেদে করি নাম ভেদ, রীতি নীতি আহার আচার,
খুঁটি নাটি ভেদ মাত্র ধরি, উচ্চ নীচ করিয়া বিচার,
কত শ্রেণী, উপশ্রেণী কত, গড়িয়া সহস্র ব্যবধান,
প্রাচীরের পর প্রাচীর তুলিয়া, করেছি নিজের অপমান
ভাবি নাই, বুঝি নাই আগে, একতার কতদূর বল,
তুচ্ছ তৃণগুচ্ছে অবহেলে বাঁধা যায় মত্ত দন্তাবল,
ভাবি নাই, বুঝি নাই হায় ! বিন্দু বিন্দু সলিলে সাগর,
রেণু রেণু বালিকা মিলিয়া গড়িতেছে তুঙ্গ মহীধর ;
কতকাল, যুগ যুগ ধরি করিয়াছি প্রায়শ্চিত্ত তার,
এত দিনে ভাঙ্গিল কি ভুল ? ঘুচিল কি মোহ অন্ধকার ?

* * *

(৪) ওই হের, অজ্ঞান আঁধার ঝটিতি মিলায়ে গেল কোথা !
অপূর্ব্ব গৌরবে ওই হের, উঠিয়াছে জ্ঞানের দেবতা,
তামসিক জড়তার স্থানে, আনিয়াছে নব জাগরণ
নব ভাবে বলবান্ দেহ, নব ভাবে উদ্দীপিত মন :
কর্ত্তব্যের আদর্শ নূতন খুলি নব চিন্তার দুয়ার
গরজি গম্ভীর শৃঙ্গরবে ওই শুন ডাকে বারবার ;—
"সুস্বাগত প্রিয় ভ্রাতৃগণ, সুস্বাগত স্বজনমণ্ডলী,
ভাই ব'লে বুকে করি এস, প্রাণ ভ'রে করি কোলাকুলি।
সুপ্রাচীন পঞ্চনদ হ'তে প্রেমময় প্রিয় ভ্রাতৃগণ স্বাগত স্বাগত,
যমুনার পুলিননিবাসী পুণ্যময় আত্মীয় স্বজন হও সমাগত,

ক্ষত্রিয়ের সাধন স্বরূপা সুরধুনী-পূত-পুণ্যভূমি,
শরীরিণী ব্রহ্মবিদ্যাসমা সরস্বতী যান যারে চুমি,
মানস-সরস সমুদ্ভূত সরযূ-সরিত-পূত তট,
অযোধ্যা অযোধ্যাধাম মাঝে রামরূপে বৈকুণ্ঠ প্রকট ;
গোমতী গণ্ডকী সদানীরা কৌশিকীর সলিল আপ্লুত,
মিথিলার অনুপম ভূমি জানকীর পদরেণু পূত ;
মহানন্দা গঙ্গার উৎসঙ্গে বরেন্দ্রের চূড়া গৌড়দেশ,
পাটলার পুণ্যপাদপীঠ—এবে শুধু স্মৃতি অবশেষ !—
লৌহিত্যের লোহিত ধারায় অভিষিক্ত স্বরগ স্বরূপ,
কামাখ্যার প্রিয় নিকেতন কমনীয় কাম্য কামরূপ ;
বিচিত্র আবর্তময়ী পদ্মা ঘোররূপা, তাঁর তীরবাসী,
ভীষণা মেঘনা নদী মেঘের স্বরূপা সে তট নিবাসী,
মহানদী—কলিঙ্গের বক্ষোদেশ মাঝে মুক্তামালা প্রায়,
গোদাবরী, সীত শোকে অশ্রুময়ী ধারা আজও ব'হে যায় ;
মর্মর পর্বত গাত্রে নৃত্যপরা বে া নর্ত্তকীর প্রায়,
মন্দিরে শোভিত তট, কাবেরী তটিনী নাগবল্লীচ্ছায়া—
সর্বদেশ প্রদেশ হইতে, এস সবে ;—হইয়া মিলিত,
এক মনে এক প্রাণে সবে, সাধ ভাই সমাজের হিত ;
যমুনা, জাহ্নবী আর গোদাবরী, সরস্বতী,
নর্মদা, কাবেরী, সিন্ধু, বেগবতী বীর্যবতী
সকলে সমান ভাবে আনে যদি পুণ্যময় জল,
এক ঠাঁই এক ভাবে মিশে, ধায় যদি করি কল কল,
জগতে আছে কি ভাই হেন ঐরাবত
ধরিতে যে পারে এই একতার বল ?

(৫) ওই শুন স্বরগের দ্বারে বাজিতেছে সুমধুর ধ্বনি,
ওই হের পূর্বাশার কোলে উঠিতেছে নব দিনমণি,
বহিয়া আসিছে মর্ত্যধামে হোমপূত সুরভি পবন,
লক্ষ লক্ষ নরনারী হৃদে জাগিতেছে আশার স্বপন,
পিতৃদেবতার আশীর্ব্বাদ আমাদের মরম ভিতরে
পশিতেছে সহস্র ধারায় তীব্রবেগ তরঙ্গের ভরে,

বিমণ্ডিত মহামহিমায় হাস্যরাগে উজ্জ্বল বদন,
হের ওই চিত্রগুপ্তদেব, শুন ওই মধুর বচনঃ—
"কায়স্থের নাম মহী মাঝে, চিরকাল গৌরবে উজ্জ্বল,
প্রিয়তম পুত্রকন্যাগণ কর তারে আরো সমুজ্জ্বল।
লক্ষ লক্ষ কায়স্থ সন্তান, সকলে আমার বংশধর,
সকলেই সমান পবিত্র—ভেদ নাই তাদের ভিতর;
সাগর-সঙ্গমে গিয়া দেখ কিংবা যাও দূর হরিদ্বার,
সব স্থানে এক গঙ্গাজল, ভেদ নাই কিছু মাত্র তার,
সেইরূপ আমার শোণিত কায়স্থ-শরীরে বহমান,
মূঢ় ভিন্ন কে আর করিবে তাহাদের মাঝে ভেদজ্ঞান?
অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম বা কলিঙ্গ, কাশী কিংবা কিরাত, কৌশল,
মিথিলা, কাশ্মীর, কন্যাকুব্জ, মধ্যদেশ, মগধ, উৎকল,
পঞ্চাল, পঞ্জাব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, ব্রহ্মাবর্ত, ব্রহ্মর্ষিমণ্ডল,
বাহ্লীক, গন্ধার, মৎস্যদেশ, কিংবা সিন্ধু সৌবীর সকল,
মহারাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র, মালব, জনস্থান, বিদর্ভ, গুর্জর,
পাণ্ড্য, চোল, কেরল, কুন্তল, বনবাসী, মদ্র মনোহর,
যে দেশে, যেখানে, যেই ভাবে, আছে যত আমার সন্তান,
সকলের দেহে সেই এক, আমার শোণিত বহমান।"

* * *

ভারতী-ভূষণোপনামকস্য

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত বর্মণঃ।

—o—

প্রথম বাঙ্গালী—কায়স্থ

(অগ্রহায়ণে প্রকাশিত নামের পর)

(১) মানসিক-গণনাশক্তিতে জগজ্জয়ী—ব্রহ্মচারী শ্রীসোমেশচন্দ্র বসু
দৈনিক তিনপোয়া মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া এবং কখনও জল পান না
করিয়া ২২ মাস কাল য়ুরোপ ও আমেরিকায় অবস্থানকারী— ঐ
৭ দিন নিরম্বু উপবাসের পর ১০ মাইল পদব্রজে ভ্রমণকারী ঐ

(২) ভারতীয় যাদুঘরের (Indian Museum এর) এক বিভাগের
কর্ত্তা ও ন্যাসী —— রায়বাহাদুর শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ,

(৩) লণ্ডনের সাউথ্ কেন্‌সিংটন আর্ট কলেজের অন্যতম অধ্যক্ষ—
ভাস্কররাজ ফণীন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্গের ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থজাতি

তাহাদের আর্য্য-ধর্ম্ম ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে অধিকার।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

যজুঃ ৩১।১৮

মানবসমাজে আস্তিক মাত্রেই স্বীকার করেন যে পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে যোগী ঋষিগণের পবিত্র অন্তঃকরণে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বেদ নিত্য, অপৌরুষেয়, ঈশ্বরীয় জ্ঞান। আদি কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ঋষি মুনি বিদ্বানগণ মানবকল্যাণের সদুপায় ও সদুপদেশ ও সমস্ত সত্যবিদ্যার আকর বলিয়া বেদকে সর্ব্বোপরি মান্য করিয়া থাকেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্বানগণ মধ্যে যাঁহারা অকপটে এ কথা স্বীকার করেন না, তাঁহারাও বেদকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ ও সত্যপূর্ণ শাস্ত্র বলিয়া মান্য করিতেছেন।

বেদ অর্থে জ্ঞান। জ্ঞানময় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা, ব্যাপ্য অল্পজ্ঞ জীবাত্মাকে তত্ত্বজ্ঞান দান করিয়াছেন। জীবাত্মার স্বাভাবিক জ্ঞানে তত্ত্ববেত্তা হইবার ক্ষমতা নাই বলিয়াই নৈমিত্তিক ঈশ্বরীয় জ্ঞানের আবশ্যক হয়, তাই পরম কারুণিক পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতেই মানবহৃদয়ে সেই জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন। বেদ অনাদি ও নিত্য সত্তা তিনটী প্রতিপাদিত হইয়াছে—পরমেশ্বর, জীব ও প্রকৃতি। এই বিবিধ জ্ঞান ও কর্ম্মসাধন জন্যই ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব নামে চারি বেদ এবং জ্ঞান, কর্ম্ম ও উপাসনা তথা বিজ্ঞান নামক চারি বেদের চারি ব্রাহ্মণ; ঐতরেয়, তৈত্তিরিয়, শতপথ, গোপথ আদি চারি ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ আদি শাখাবেদ, তথা আয়ুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, ধনুর্ব্বেদাদি উপবেদ, এবং শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, জ্যোতিষ প্রভৃতি ছয় বেদাঙ্গ ও ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, মীমাংসা, সাঙ্খ্য, বেদান্ত এই ছয় উপাঙ্গ। এই সকল বেদ-উপবেদ-বেদাঙ্গ-উপাঙ্গাদি-বিস্তৃত জ্ঞান—বৈদিক যুগ, ব্রাহ্মণ যুগ, উপনিষৎ যুগ, দর্শন-যুগ ইত্যাদি যুগযুগান্তর ও স্বায়ম্ভুব বৈবস্বতাদি মন্বন্তর ব্যাপিয়া মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়াছে। ইহা অতীব আনন্দের বিষয় যে আজ বঙ্গের ক্ষত্রিয়বর্ণ মহতী কায়স্থজাতি সেই বেদবিহিত ধর্ম্ম্য ধর্ম্মপথ অবলম্বনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

বেদের শিক্ষা, মানবাত্মার বিকাশের বা উন্নতির শেষ সীমা মুক্তিলাভের জন্য। সেই মুক্তির সাধনই ধর্ম্ম, বেদোক্ত ধর্ম্ম বা বৈদিক ধর্ম্ম। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের ফল লাভ করাই বেদের শিক্ষা। সাধনার সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মসাধন। ধর্ম্ম অর্থে "যতোঽভ্যুদয়ো নিঃশ্রেয়সঃ সিদ্ধিঃ স ধর্ম্ম", অর্থাৎ যদ্দ্বারা ঐহিক পুত্রকলত্রধনৈশ্বর্য্যরূপ অভ্যুদয় ও পারত্রিক নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষের সিদ্ধি হয় তাহার নাম ধর্ম্ম। এই বেদজ্ঞান ও বৈদিক ধর্ম্মে মানবমাত্রের সমান অধিকার, মানবমাত্রই বেদে ও ধর্ম্মেকর্ম্মে সমান অধিকারী। বেদে এমন কোন উপদেশ পাওয়া যায় না যে মানবের কোন শ্রেণীবিশেষ বা মানবীগণ বেদ অধ্যয়নে বা বেদজ্ঞানলাভে অনধিকারী থাকিবে। শূদ্র কবষ ঋষি; নারী বিশ্ববারা, অপালা প্রভৃতি নারী-ঋষিগণের বেদসূক্ত আমরা পাঠ করিতেছি।

পরমেশ্বর বেদমন্ত্র দ্বারা আদেশ দিতেছেন যে—"যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্য ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়" (যজুর্ব্বেদ)—এই কল্যাণজনক বাক্য (বেদবিহিত ধর্ম্মোপদেশ) জনগণকে, ব্রাহ্মণ রাজন্য শূদ্র ও বৈশ্যকে এবং স্বীয় ভৃত্যাদি ও অপর সকলকে বলিতেছি। বেদ আরও দিতেছেন যে এই মোক্ষ ধর্ম্মসাধনের জন্য আশ্রমব্যবস্থা আবশ্যক। প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—জীবনের প্রথম ভাগ, এই ভাগে গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া বৈদিক কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানবিজ্ঞানকাণ্ডে পূর্ণ বিদ্বান্ হইয়া ধার্ম্মিক ও নৈতিক চরিত্র গঠন করিয়া দ্বিতীয় আশ্রমে—গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবে। এই আশ্রমে নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞরূপ বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান সহ পুত্রকলত্রে সম্পদ ও ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সামাজিক জীবন গঠন ও গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণ-ব্যবস্থা দ্বারা সমাজ সংগঠন করতঃ অভ্যুদয় সিদ্ধি করিবে। তদনন্তর সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তৃতীয় আশ্রম, বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবে। এই আশ্রমে গুরুকুল স্থাপন করিয়া শিষ্য ও সন্তানশিক্ষাকার্য্য সমাপ্ত করিয়া চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিবে। এইরূপে বর্ণ ও আশ্রমের ভিতর দিয়া ধর্ম্ম-সাধন করিয়া নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি লাভ করিবে। বেদ এইরূপ ধর্ম্ম সাধন শিক্ষা দিতেছেন।

বৈদিক সংস্কার—ধর্ম্ম, অর্থ কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের ধর্ম্মসাধন দ্বারা শরীর ও আত্মার সুসংস্কারের জন্য বেদে সংস্কারবিধি আছে। এই সংস্কারগুলি মানবের সাধন-পথে পরম সহায়ক হইয়া থাকে। সংস্কার মোটামুটি ষোলটি। শরীরের আরম্ভ গর্ভাধান সংস্কার হইতে, শরীরের শেষ ভস্মান্ত অন্ত্যেষ্টি সংস্কার পর্য্যন্ত

এই সংস্কার বেদে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বিজগণের উপনয়ন সংস্কারই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৮।৯ বৎসরের বালক জ্ঞান লাভের জন্য সমিৎপাণি হইয়া গুরুগৃহে উপস্থিত হইবে, গুরু তাহাকে অগ্নিহোত্র ও বেদপাঠন দ্বারা যজ্ঞোপবীত ও শিখা ধারণ করাইয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতে ব্রতী করিয়া বৈদিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন। এতে ব্রহ্মচারীর উপর ত্রিবিধ ঋণ স্থাপিত হয়। ঐ ত্রিবিধ ঋণের নিদর্শন স্বরূপ যজ্ঞোপবীতে তিনটী সূত্র বা গ্রন্থি থাকে। সেই ঋণ এই—প্রথম পিতৃ ঋণ, দ্বিতীয় দেব ঋণ, তৃতীয় ঋষি ঋণ। ব্রহ্মচারী গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিয়া বিবাহ-সংস্কার দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করিয়া পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হয়। গৃহে নিত্য পঞ্চ মহাযজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ শোধ, তদন্তর শিষ্য ও সন্তানকে শিক্ষা দান করিয়া গুরুকুলের আচার্য্য হইয়া ঋষি ঋণ হইতে মুক্ত হয়। এই সব কার্য্য সাধনের জন্য প্রতিজ্ঞা ও স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ শিখা সূত্র ধারণ। এই সব কার্য্য সিদ্ধি হইয়া গেলে আর শিখা-সূত্রের প্রয়োজন থাকে না, তাই সন্ন্যাসগ্রহণ কালে শিখাসূত্র ত্যাগ করিতে হয়। জাতীয় চিহ্ন স্বরূপেও মস্তকে শিখা ধারণ হয়। আর্য্যগণের পরম কর্ত্তব্য;

মানব জাতির মধ্যে আর্য্য ও অনার্য্য দুইটি শ্রেণী আছে। ঋ ধাতু হইতে আর্য্য শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে জ্ঞান, গমন ও প্রাপ্তি বুঝায়। জ্ঞান অর্থে তত্ত্ব অবগত হওয়া। গমন—তত্ত্বজ্ঞানের পর কাম্যবস্তু প্রাপ্তির জন্য উচিত উপায় দ্বারা ধর্ম্ম ও অর্থ যুক্ত আচরণ করা। প্রাপ্তি সৎকার্য্যের ফললাভ। এইরূপ তত্ত্ববেত্তা হইয়া সৎকর্ম্ম, সদাচার, প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা দ্বারা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের ফলপ্রাপ্তির জন্য অধ্যবসায় যাহারা করেন তাঁহাদিগকেই শাস্ত্রে আর্য্য বলে। "বিজানীহ্যার্য্যা অন্যে চ দস্যবঃ"—"ঋক্ মঃ ১ সূঃ ৫১ মঃ ৮" ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ ও আপ্ত পুরুষদিগের নাম আর্য্য ও তদ্বিপরীত জনগণের নাম অনার্য্য বা দস্যু। এইরূপে বৈদিক সাহিত্যে ব্যাকরণ অভিধানাদি কোষ ও শব্দ-শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই আর্য্য নামের মহিমা বিস্তার হইয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দু-জাতির নিকট সর্ব্ববাদিসম্মত সাহিত্যিক ও শাস্ত্রীয় নাম আর্য্য। বর্ত্তমান সমাজে যে হিন্দু নাম ব্যবহার হইতেছে ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক ও অসাহিত্যিক, কোন ব্যাকরণ অভিধানাদিতে "হিন্দু" শব্দের উল্লেখ নাই। ঐতিহাসিকগণ বলেন বৈদেশিক বিজেতা সিন্ধুনদতীরে উপস্থিত হইয়া এ জাতিকে হিন্দু নাম দিয়াছে। এই নামের অর্থ পারস্য ভাষার "গয়া শূল" অভিধানে এইরূপ পাওয়া যায়—"লফ্জ্ হিন্দু দর মহাবরে পার্শিয়ান্ বমানী দুজ্দ্ রহজান বেগুলাম মীয়াজেদ্"।

ইহার অর্থ এই যে হিন্দু শব্দ, পারস্য ভাষার শব্দ, ইহার মানে চোর, রাহাজান (ডাকাত) ও গুলাম বা দাস। আমার বিশ্বাস মুসলমান বিজেতারা বিজিত ভারতবাসীকে "হিন্দু" এই অপনামে অভিহিত করিয়াছিল, বিজিত ভারতীয়গণ তাহা মাথা পাতিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু আজ তাহারা "সনাতন হিন্দুধর্ম" বলিয়া কতই গৌরব বোধ করেন। ইহা আত্মবিস্মৃতির পরাকাষ্ঠা। বলা উচিত সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম। পঞ্চমহাযজ্ঞ—"স্বাধ্যায়েন ঋষিভ্যো হোমৈ দৈবেভ্যো নেত্রয়া মনুষ্যেভ্যঃ। মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ"। ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, বলি-বৈশ্বদেব, অতিথিযজ্ঞ—এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ গৃহস্থ আর্য্যগণের প্রম কর্ত্তব্য। অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞ—প্রাতঃ ও সায়ংকালে বেদ অধ্যয়ন তথা বেদের দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা (সন্ধ্যা) করা। হোমো দৈবো—প্রাতঃ এবং সায়ংকাল এই দুই সময়ে (অথবা দুই বেলার কাজ এক বেলায়) সুগন্ধি ঔষধি ও উত্তম সমিধ, ঘৃত, কর্পূরাদি দ্বারা অগ্নিহোত্র করা। পিতৃযজ্ঞশ্চ তর্পণং—জীবিত পিতামাতা প্রভৃতিকে যথাসাধ্য ভক্তি সহকারে সেবা করাই যথার্থ পিতৃযজ্ঞ তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য যাহা করা হয় তাহাই তর্পণ, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যাহা করা হয় তাহাই শ্রাদ্ধ। বলি ভৌতো—বলিবৈশ্বদেব, গৃহস্থ নিজ কার্য্য সম্পাদনকালে অনিচ্ছায় যে কীট পতঙ্গ প্রভৃতি বধ করেন, তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপ ক্রিমি, পক্ষী, পশু ও পাপরোগ প্রভৃতি ভূতগণকে নিজের আহার্য্যের পূর্ব্বাংশ দান করা। নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্—ধার্ম্মিক, পরোপকারী সত্যোপদেশক পক্ষপাতরহিত শান্ত ও সর্ব্বহিতকারক বিদ্বান্ ও সন্ন্যাসীদিগকে অন্নাদি দ্বারা সেবা করার নাম অতিথিযজ্ঞ।

ষোড়শ সংস্কার—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, উপনয়ন, বেদারম্ভ, সমাবর্ত্তন, বিবাহ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস ও অন্ত্যেষ্টি। আর্য্য সমাজে আর্য্যগণের নিকট এই সমস্ত সমূহের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা অনাবশ্যক।

এতাবৎ আলোচনায় ইহাই সিদ্ধ হইল যে আর্য্যাবর্ত্তীয় (ভারতবর্ষীয়) আর্য্যগণ বৈদিক ধর্ম্ম—বর্ণ-আশ্রম সংস্থাপনাদির ভিতর দিয়া মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশ ও উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। সমস্ত ঐতিহাসিক একবাক্যে স্বীকার করেন যে মানব সমাজে আর্য্য-জাতি ও আর্য্য-সভ্যতাই এক কালে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। মনু স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে—"এতদ্দেশ-প্রসূতস্য সকাশাদগ্র জন্মনঃ। স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ"

বুধীসমাজে একথাও সিদ্ধ হইয়াছে যে আর্য্যজাতি বৈদিক ধর্ম্মচ্যুত হইয়া আজ পৃথিবীর সর্ব্বমানবের সম্মুখে অত্যন্ত অধঃপতিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আজ যে মানবসমাজে, ভারতীয় পতিত আর্য্য-সমাজে চতুর্দ্দিক্ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে একটা মহান্ জাগৃতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে ইহার মূলে পরম দয়ালু পরমেশ্বরের কৃপা। তাঁহার কৃপায় এই অধঃপতিত নামে-মাত্র-আর্য্যজাতির মধ্যে বৈদিক ধর্ম্ম, বৈদিক সভ্যতার প্রকাশ করিবার জন্য আজ ৭৫ বৎসর অতীত হইল এক বৈদিক ঋষির, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর, আবির্ভাব হইয়াছিল। এই শতাব্দীকে বৈদিক-জাগৃতির শতাব্দী বলিতে হইবে। বিচারশীল বিদ্বদ্গণ চক্ষের উপর দেখিতেছেন অদূর ভবিষ্যতে অধঃপতিত ভারতীয় আর্য্যজাতি, বেদের মন্ত্র নির্দ্দেশে, ঋষির অঙ্গুলিনির্দ্দেশে ধীর পদবিক্ষেপে প্রত্যক্ত পূর্ব্ব গৌরব স্থানের দিকে ধাবিত হইতেছে। এই জাগৃতির যুগে জাতির সব অঙ্গে ন্যূনাধিক উদ্বোধনশক্তি জাগিয়া উঠিতেছে। ইহা শুভলক্ষণ। জাতির উদ্ধারের পরম সহায়ক ক্ষাত্র শক্তির উদ্বোধন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ক্ষাত্র শক্তির সাহায্য ভিন্ন সমাজ একত্রিত ও সমৃদ্ধ হইতে পারে না। অর্দ্ধশতাব্দি ব্যাপিয়া ভারতের সমুন্নত কায়স্থনামধেয় ক্ষত্রিয়গণ আর্য্যসমাজের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সচেষ্ট হইতেছেন। তাই আজ অখিলভারত কায়স্থমহাসভাকে আশীর্ব্বাদ করি, তাঁহাদের নিজন-সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক। ধর্ম্মবলই মহাবল। আর্য্য কায়স্থজাতির প্রতি ঘরে আর্য্য বৈদিক আচার, উদার বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হউক। তাঁহাদের আদেশে ও আহ্বানে সমগ্রদেশ বেদজ্ঞানলাভে ও বেদবিহিত ধর্ম্ম কর্ম্মে সমন্বিত হউক ইত্যলম্!

সদানন্দ সন্ন্যাসী।

পণ্ডিতসম্প্রদায়গঠন প্রসঙ্গে।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা নাকি কায়স্থজাতীয় পণ্ডিতসম্প্রদায় সংগঠনে যত্নবান্ হইয়াছেন। আমি একজন চতুষ্পাঠীর শিক্ষক এবং জাতিতে কায়স্থ। অব্রাহ্মণ হইয়া টোলের পণ্ডিত হওয়ার শিক্ষাকালে এবং কার্য্যকালে সর্ব্বদাই আমি নিগৃহীত হইয়া আসিতেছি। এমন কি বর্ত্তমানে জীবিকানির্ব্বাহ-ব্যাপারেও একরূপ অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি। কায়স্থ জাতির মধ্যে প্রতিপত্তিশালী সুপণ্ডিতের বাহুল্য বশতঃ হইতে অন্ততঃ ভবিষ্যতে কেহ আমার মত লাঞ্ছিত বা নিগৃহীত হইবে না

ইহা সম্ভব হইতে পারে, সুতরাং কায়স্থসভার পূর্ব্বোল্লিখিত প্রস্তাব শ্রবণে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

কায়স্থসভার সভ্যগণ কি প্রকারে পণ্ডিত-সম্প্রদায় গঠনে অগ্রসর হইবেন তাহা স্পষ্টতঃ জানি না। যদি মাত্র নাম-তালিকা সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান কায়স্থ পণ্ডিতগণের তত্ত্ব রাখিয়াই সন্তুষ্ট হয়েন, তবে তাহাতে লাভালাভ বিশেষ কিছু হইবে না। কিন্তু এতৎ সঙ্গে ভবিষ্যতে যাহাতে সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী নানা-শাস্ত্রপারদর্শী কায়স্থজাতীয় সুপণ্ডিতের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং ঐ পণ্ডিতগণ চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যাপনার সুযোগ পান এরূপ ব্যবস্থা কায়স্থসভা যদি করিতে পারেন,তবে তাহাতে জাতির গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে। ইহা করিতে হইলে মেধাবী বুদ্ধিমান্ কায়স্থ ছাত্রগণকে উৎসাহিত করিয়া নানাশাস্ত্র শিক্ষার্থে বিনিয়োগ করিতে হইবে। ভাল ভাল ছাত্রের মধ্যে যাহারা দারিদ্র্য-নিবন্ধন নিজ নিজ পাঠ-ব্যয় নির্ব্বাহে অসমর্থ তাহাদিগকে যথেষ্টরূপ বৃত্তি ও পারিতোষিক দান করিয়া তাহাদের অধ্যয়ন-বিঘ্ন দূর করিতে হইবে। কায়স্থের মধ্যে যাঁহারা নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিতে পারিবেন তাঁহাদিগকে মোটা রকমের বৃত্তি বা এককালীন পুরস্কার বিতরণ পূর্ব্বক অভিনন্দিত ও জীবিকা-র্জ্জনের দুর্ভাবনার হস্ত হইতে পরিমুক্ত করিয়া চতুষ্পাঠী পরিচালনে উৎসাহিত করিতে হইবে, এইরূপ করিলেই ভাল ভাল ছাত্রগণ সংস্কৃত-শিক্ষা গ্রহণে অগ্রসর হইবে। ইহা বলাই বাহুল্য যে আজকাল সংস্কৃতশাস্ত্র চর্চ্চা তেমন অর্থকরী নহে, একটী পণ্ডিত বৃদ্ধি করা আর একটী ভিক্ষুক সৃষ্টি করা প্রায় সমান। অথচ জাতীয় জীবনে পণ্ডিত সৃষ্টিরও প্রয়োজন আছে; সুতরাং পণ্ডিত হইয়াও যাহাতে অর্থাভাবে কষ্ট না পায় তেমন ব্যবস্থা সমাজের অপরাপরের কর্ত্তব্য।

কায়স্থ জাতি অনুন্নত নহে বা শিক্ষাদীক্ষায় ভারতের অপর কোন জাতির পশ্চাৎপদ নহে। কিন্তু দুঃখের ও গ্লানির বিষয় হইলেও বলিতে হইবে যে, চতুষ্পাঠীর শিক্ষায় কায়স্থগণ ব্রাহ্মণ হইতে ত নিকৃষ্টই, এমন কি বাঙ্গালার বৈদ্য-সমাজ হইতেও অনেক পশ্চাৎপদ। নানাশাস্ত্রে লব্ধোপাধিক পণ্ডিত বৈদ্যের মধ্যেও সংখ্যায় কায়স্থ হইতে অনেক বেশী, এবং ইহার ফলে সাধারণের মনে একথাও স্থান পাইয়া বসিয়াছে যে "শাস্ত্র পাঠে বৈদ্যগণের অধিকার থাকিলেও কায়স্থগণের উহা নাই।" কায়স্থসভা হিন্দুর জন-সাধারণের মন হইতে এই কুৎসিত সংস্কারকে দূর করিবার জন্য কিরূপ চেষ্টা করিয়াছে বা করিতেছে তাহা জানি না। সভা সমিতিতে প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন করাকেই সুধু চেষ্টা নাম

আখ্যাত করা যায় না। অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তেমন চেষ্টা খুব অল্পই হইয়াছে ও হইতেছে।

শাস্ত্র পাঠ করিতে গিয়া এবং পাঠান্তে জীবিকা অর্জ্জন করিতে গিয়া কায়স্থ-গণ কিরূপে অবমানিত হয়, তাহার নমুনা স্বরূপ আমার অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতেছি, ইহা দ্বারাই পাঠকগণ এবিষয়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিবেন।

আমি দারিদ্র্য-নিবন্ধন বিদ্যাশিক্ষার অন্য উপায় না পাইয়া বাল্যকালেই চট্টগ্রামের "জগৎপুর আশ্রম" নামক ব্রহ্মচারিবিদ্যালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করি। ঐ আশ্রমে ব্রহ্মচারিরূপে গৃহীত হইয়া ঐ স্থানেই চতুষ্পাটীর ছাত্ররূপে অধ্যয়ন আরম্ভ করি এবং ক্রমে ব্যাকরণ, কাব্য, সাঙ্খ্য, ন্যায়, সর্ব্বদর্শন, মীমাংসা দর্শন ও পুরাণ শাস্ত্রের চর্চ্চা করি। এতৎ সঙ্গে চলনসই হিন্দী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করি। আট বৎসর বয়সে আমি আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ১২ বৎসর বয়সের সময়ে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ব্যাকরণ শাস্ত্রে গভর্ণমেণ্ট উপাধি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া "ব্যাকরণ-তীর্থ" এই উপাধি লাভ করি, পরে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কাব্যতীর্থ, ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সাঙ্খ্যতীর্থ, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে নব্যন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তর্কতীর্থ উপাধি পাই। ইহার মধ্যে মীমাংসাদর্শন, সর্ব্বদর্শন ও পুরাণের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য নানা অসুবিধায় এই শেষোক্ত কয়টী বিষয়ের উপাধি-পরীক্ষা দিতে পারি নাই। জগৎপুর আশ্রম এক কায়স্থজাতীয় সন্ন্যাসীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত. সুতরাং আমার এ স্থানে থাকিতে বা অধ্যয়ন করিতে কোনই অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু বেদান্ত পাঠের জন্য আমি অন্যত্র যাইতে বাধ্য হই, কারণ তৎকালে এই আশ্রমে বেদান্তের ভাল অধ্যাপনা চলিত না। আমি বেদান্ত পাঠার্থ ৺কাশীধামে শ্রীযুক্ত শিবকুমার মিশ্র মহোদয়ের নিকট যাইয়া কায়স্থ বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া অন্যত্র চেষ্টা করি। সর্ব্বত্রই একই রূপ জবাব পাইয়াছিলাম—কায়স্থের বেদান্তপাঠে অধিকার নাই। শেষে স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রি মহাশয় আমার ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত বেশভূষা ও সদাচারাদির কথা শুনিয়া পড়াইতে স্বীকার করেন, আমি তাঁহার নিকট মাত্র ৬ মাস পড়িবার পরই অসুস্থ হইয়া পড়ি, সেই জন্য এবং আর্থিক অভাবে বাধ্য হইয়া দেশে ফিরিয়া আসি, এবং কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের চেষ্টা করিতে থাকি। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে আর একটী অব্রাহ্মণ

ছাত্র সংস্কৃত কলেজে দর্শনশ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হয়, তাহার জন্য বাঙ্গালার গভর্ণরের নিকটও আপীল দরবার করা হইয়াছিল, কিন্তু ফললাভ হয় নাই। এই সংবাদ শুনিয়া ৺কাশী না যাইয়া কতকটা জেদের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বেদান্তপাঠের অনুমতি চাহিয়া ঐ কলেজের অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করি, বলা বাহুল্য এবারও শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রি মহাশয় ও অন্যান্য অধ্যাপকগণ কায়স্থকে পড়ান অসঙ্গত বলিয়া তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু সে সময় আমি পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সংকীর্ণতাপরিশূন্য দয়ার বলে এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি মহাশয়ের উদারতাপূর্ণ অনুরোধপত্রের বলে তৎকালীন কলেজ-অধ্যক্ষ স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক অধ্যয়নার্থ অনুমোদিত হইয়া ঐ বিদ্যালয়ের বেদান্তশ্রেণীতে প্রবেশ লাভ করি। স্বর্গীয় বিদ্যাভূষণ মহাশয় দয়াপরবশ হইয়া 'নিস্তারিণী ছাত্রাবাসে' আমার থাকিবার ব্যবস্থাও করিয়া দেন। কিন্তু এত শত ঝঞ্ঝাট করিয়া প্রবেশ-অনুমতি পাইয়াও নিজ অভাব অনটন ও সাংসারিক অন্যান্য বিশৃঙ্খলার উপদ্রবে বর্ষকাল মধ্যেই আমাকে পঠদ্দশা শেষ করিতে হইল, এই বৎসর আমি ঐ কলেজে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করি। কিন্তু উপাধি পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই অর্থোপার্জ্জনের জন্য কলেজ ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হই। সংস্কৃত কলেজে পড়িবার সময় আমি কিছু কিছু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও পড়িতাম এবং আয়ুর্ব্বেদের বৃত্তিস্বরূপ শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাকে ৫৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন, এই ৫৲ টাকাও কায়স্থসভা হইতে ২৲ টাকা, এই ৭৲ টাকাই আমার একমাত্র সম্বল ছিল, কিন্তু কলিকাতায় থাকিয়া আহার্য্য সংগ্রহের পক্ষে ইহা পর্য্যাপ্ত না হওয়ায় আমাকে মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইত। এইরূপ কষ্ট পাইতে না হইলে হয়ত আমি বেদান্ত ও সর্ব্বদর্শনের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এবং আয়ুর্ব্বেদ পাঠ সমাপন করিয়া পঠদ্দশা শেষ করিতাম।

সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া আমি জগৎপুর আশ্রমে প্রধান অধ্যাপকরূপে গৃহীত হইলাম। এই বিদ্যালয়ে আমি ১০ বৎসর কার্য্য করিয়াছি এবং বেশ সুখ্যাতিও পাইয়াছি। আমার নিকট পড়িয়া প্রতি বৎসর অনেক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ছাত্র সাঙ্খ্য, বেদান্ত, উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রে আদ্য মধ্য ও উপাধি

পাশ করিয়াছে। আমার অধ্যাপনা কালে এই বিদ্যালয়ে ক্রমশঃ এত ছাত্র সংখ্যা হইয়াছিল যে পূর্ব্বনির্ম্মিত ছাত্রাবাস ও বিদ্যালয় গৃহে স্থান সংকুলান না হওয়াতে বর্দ্ধিতায়তন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আগত ছাত্রগণ নিজ ব্যয়ে 'মেস্' করিয়া থাকিত। থাকিবার স্থান সংকুলান না হওয়ায় আশ্রমের অতিথিশালায়, গ্রন্থাগারে, এমন কি পাকের ঘরে পর্য্যন্ত ছাত্রগণ রাত্রিবাস করিতে আপত্তি করিত না। চতুষ্পাঠীর উন্নতি দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট মাসিক ১০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছিলেন, এবং চতুষ্পাঠীর আসবাব পত্রের জন্য প্রতি বৎসর অনেক টাকা দিতেন। চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের ইংরেজী শিক্ষার্থ একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষকের বেতনও গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করেন। এতদ্ভিন্ন আশ্রমের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম গুলিতে কয়েকটী নৈশবিদ্যালয় এবং সাধারণ পাঠাগারও আমি স্থাপন করিয়াছিলাম, বলা বাহুল্য ঐ সব নৈশস্কুল ও পাঠাগারের সহিত আশ্রমের কোনই সম্পর্ক ছিল না। উহার সমস্ত ব্যয়ভার আমি ও আমার গ্রামবাসী বন্ধুবান্ধবগণ মিলিয়া বহন করিতাম।

৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে আসাম গভর্ণমেণ্ট শিলেটে একটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। সে সময়ে সুর্ম্মাভেলীর যিনি স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন, তিনি তৎপূর্ব্বে চট্টগ্রাম বিভাগে ছিলেন, এই য়ুরোপীয় ভদ্রলোক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আসামের ডিরেক্টরের নিকট আমার অনেক প্রশংসা করিয়া শিলেট সংস্কৃতকলেজে আমাকে মন্তত্তম অধ্যাপকরূপে গ্রহণ করিবার জন্য পরামর্শ দেন এবং আমাকে উক্ত ডিরেক্টর সাহেবের সহিত দেখা করিবার জন্য সংবাদ দেন। আমি দেখা করিলে আসাম-ডিরেক্টর আমাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা যে আমি তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠাপিত কলেজে যোগ দিয়া তাঁহার কলেজকে সৌষ্ঠবসম্পন্ন করি। কিন্তু তৎকালে শিলেটের জনসাধারণ, এমন কি আমার জাতি ভায়ারা পর্য্যন্ত, কায়স্থকে অধ্যাপকরূপে লইবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এমন আন্দোলন সৃষ্টি করে যে ডিরেক্টর সাহেব নিজের মত পরিবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হন। চট্টগ্রামের পণ্ডিতসমাজও আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু ঐ সব আন্দোলনে দেশীয় ছাত্রগণ এবং ছাত্রগণের অভিভাবকগণ বিশেষ মনোযোগ দেয় নাই। শেষে চট্টগ্রামের অনেকানেক চতুষ্পাঠীর শিক্ষকগণও কঠিন কঠিন পাঠ্য গ্রন্থগুলি পড়িবার জন্য তাঁহাদের ছাত্রগণকে অনুরোধপত্রসহ আমার নিকট পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন।

চট্টগ্রাম ম্যালেরিয়াসংকুল স্থান। বিশেষতঃ জগৎপুর আশ্রম যে পার্ব্বত্য-

ছাত্র সংস্কৃত কলেজে দর্শনশ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হয়, তাহার জন্য বাঙ্গালার গভর্ণরের নিকটও আপীল দরবার করা হইয়াছিল, কিন্তু ফল-লাভ হয় নাই। এই সংবাদ শুনিয়া ৺কাশী না যাইয়া কতকটা জেদের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বেদান্তপাঠের অনুমতি চাহিয়া ঐ কলেজের অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করি, বলা বাহুল্য এবারও শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রি মহাশয় ও অন্যান্য অধ্যাপকগণ কায়স্থকে পড়ান অসঙ্গত বলিয়া তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু সে সময় আমি পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সংকীর্ণতাপরিশূন্য দয়ার বলে এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি মহাশয়ের উদারতাপূর্ণ অনুরোধপত্রের বলে তৎকালীন কলেজ-অধ্যক্ষ স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক অধ্যয়নার্থ অনুমোদিত হইয়া ঐ বিদ্যালয়ের বেদান্তশ্রেণীতে প্রবেশ লাভ করি। স্বর্গীয় বিদ্যাভূষণ মহাশয় দয়াপরবশ হইয়া 'নিস্তারিণী ছাত্রাবাসে' আমার থাকিবার ব্যবস্থাও করিয়া দেন। কিন্তু এত শত ঝঞ্ঝাট করিয়া প্রবেশ-অনুমতি পাইয়াও নিজ অভাব অনটন ও সাংসারিক অন্যান্য বিশৃঙ্খলার উপদ্রবে বর্ষকাল মধ্যেই আমাকে পঠদ্দশা শেষ করিতে হইল, এই বৎসর আমি ঐ কলেজে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করি। কিন্তু উপাধি পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই অর্থোপার্জ্জনের জন্য কলেজ ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হই। সংস্কৃত কলেজে পড়িবার সময় আমি কিছু কিছু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও পড়িতাম এবং আয়ুর্ব্বেদের বৃত্তিস্বরূপ শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাকে ৫৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন, এই ৫৲ টাকাও কায়স্থসভা হইতে ২৲ টাকা, এই ৭৲ টাকাই আমার একমাত্র সম্বল ছিল, কিন্তু কলিকাতায় থাকিয়া আহার্য্য সংগ্রহের পক্ষে ইহা পর্য্যাপ্ত না হওয়ায় আমাকে মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইত। এইরূপ কষ্ট পাইতে না হইলে হয়ত আমি বেদান্ত ও সর্ব্বদর্শনের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এবং আয়ুর্ব্বেদ পাঠ সমাপন করিয়া পঠদ্দশা শেষ করিতাম।

সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া আমি জগৎপুর আশ্রমে প্রধান অধ্যাপকরূপে গৃহীত হইলাম। এই বিদ্যালয়ে আমি ১০ বৎসর কার্য্য করিয়াছি এবং বেশ সুখ্যাতিও পাইয়াছি। আমার নিকট পড়িয়া প্রতি বৎসর অনেক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ছাত্র সাঙ্খ্য, বেদান্ত, উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রে আদ্য মধ্য ও উপাধি

পাশ করিয়াছে। আমার অধ্যাপনা কালে এই বিদ্যালয়ে ক্রমশঃ এত ছাত্র সংখ্যা হইয়াছিল যে পূর্ব্বনির্ম্মিত ছাত্রাবাস ও বিদ্যালয় গৃহে স্থান সংকুলান না হওয়াতে বর্দ্ধিতায়তন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আগত ছাত্রগণ নিজ ব্যয়ে 'মেস্' করিয়া থাকিত। থাকিবার স্থান সংকুলান না হওয়ায় আশ্রমের অতিথিশালায়, গ্রন্থাগারে, এমন কি পাকের ঘরে পর্য্যন্ত ছাত্রগণ রাত্রিবাস করিতে আপত্তি করিত না। চতুষ্পাঠীর উন্নতি দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট মাসিক ১০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছিলেন, এবং চতুষ্পাঠীর আসবাব পত্রের জন্য প্রতি বৎসর অনেক টাকা দিতেন। চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের ইংরেজী শিক্ষার্থ একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষকের বেতনও গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করেন। এতদ্ভিন্ন আশ্রমের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম গুলিতে কয়েকটী নৈশবিদ্যালয় এবং সাধারণ পাঠাগারও আমি স্থাপন করিয়াছিলাম, বলা বাহুল্য ঐ সব নৈশস্কুল ও পাঠাগারের সহিত আশ্রমের কোনই সম্পর্ক ছিল না। উহার সমস্ত ব্যয়ভার আমি ও আমার গ্রামবাসী বন্ধুবান্ধবগণ মিলিয়া বহন করিতাম।

৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে আসাম গভর্ণমেণ্ট শিলেটে একটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। সে সময়ে সুর্ম্মাভেলীর যিনি স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন, তিনি তৎপূর্ব্বে চট্টগ্রাম বিভাগে ছিলেন, এই য়ুরোপীয় ভদ্রলোক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আসামের ডিরেক্টরের নিকট আমার অনেক প্রশংসা করিয়া শিলেট সংস্কৃতকলেজে আমাকে মুখ্যতম অধ্যাপকরূপে গ্রহণ করিবার জন্য পরামর্শ দেন এবং আমাকে উক্ত ডিরেক্টর সাহেবের সহিত দেখা করিবার জন্য সংবাদ দেন। আমি দেখা করিলে আসাম-ডিরেক্টর আমাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা যে আমি তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠাপিত কলেজে যোগ দিয়া তাঁহার কলেজকে সৌষ্ঠবসম্পন্ন করি। কিন্তু তৎকালে শিলেটের জনসাধারণ, এমন কি আমার জাতি ভায়ারা পর্য্যন্ত, কায়স্থকে অধ্যাপকরূপে লইবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এমন আন্দোলন সৃষ্টি করে যে ডিরেক্টর সাহেব নিজের মত পরিবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হন। চট্টগ্রামের পণ্ডিতসমাজও আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু ঐ সব আন্দোলনে দেশীয় ছাত্রগণ এবং ছাত্রগণের অভিভাবকগণ বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। শেষে চট্টগ্রামের অনেকানেক চতুষ্পাঠীর শিক্ষকগণও কঠিন কঠিন পাঠ্য গ্রন্থগুলি পড়িবার জন্য তাঁহাদের ছাত্রগণকে অনুরোধপত্রসহ আমার নিকট পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন।

চট্টগ্রাম ম্যালেরিয়াসংকুল স্থান। বিশেষতঃ জগৎপুর আশ্রম সে পার্ব্বত্য-

দেশে স্থাপিত, তথায় বর্ষাকালে অত্যন্ত জ্বর হইয়া থাকে। ক্রমাগত ১০ বৎসর এই স্থানে থাকায় জ্বরে ভুগিয়া আমার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া গেল। ইহার ফলে আমি তথা হইতে অবসর লইতে বাধ্য হইয়াছি এবং অনন্যোপায় হইয়া কলিকাতায় স্বনামধন্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শিক্ষা করিতেছি। এই শিক্ষাও সমাপ্ত হইতে চলিল, কিন্তু ইহার পরে কি করিব, নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না। আমার আর্থিক অবস্থা এত হীন এবং পোষ্য এত বেশী যে আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবসায় আরম্ভ করা এবং উহার প্রাথমিক ব্যয়ভার বহন করার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প।

আমার ব্যক্তিগত জীবনবৃত্তান্ত ও অবস্থার বর্ণনা শ্রবণ করিয়া অপরের লাভালাভ নাই ইহা সত্য, কিন্তু ইহা পাঠ করিলেই সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে অব্রাহ্মণের পক্ষে চতুষ্পাঠীশিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষান্তে উহা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে যাওয়া কত দূর সঙ্কটপূর্ণ। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করা বা আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায় ভিন্ন এসব পণ্ডিতের গত্যন্তর নাই বলিলেই হয়। বিভাগীয় স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়া আমি আমার অনেক ছাত্রকে গভর্ণমেণ্ট উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে চাকরী যোগাড় করিয়া দিয়াছি। কিন্তু আর্থিক হিসাবে অপেক্ষাকৃত সুবিধার আশা থাকিলেও আমি নিজে ঐরূপ গভর্ণমেণ্টের চাকরী গ্রহণ করা সমীচীন মনে করি নাই। স্কুলে চাকরি গ্রহণ করিলে সারা জীবন প্রবেশিকা পড়াইয়াই কাটাইতে হইবে, বিদ্যাচর্চ্চার পথ বন্ধ হইবে, এই জন্যই ঐ সব চাকরীর লোভ আমার হয় নাই। এই সংস্কারকে বিস্তারিত করিবার আকাঙ্ক্ষাই আমার মনে ছিল, এ জন্যই টোলের অধ্যাপনা কার্য্য গ্রহণ করিয়া সর্ব্বসাধারণ ছাত্রকে বেদান্ত-সাংখ্যাদি অধ্যাত্ম শাস্ত্র পড়াইতে বেশ তৃপ্তি পাইতেছিলাম।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পড়িতে গিয়া আমার অবশ্য কোথাও বেগ পাইতে হয় নাই, বা কোন কবিরাজই প্রত্যাখ্যান-পারুষ্য দেখান নাই, বরং আমাকে পড়াইবার আগ্রহই অনেকে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমি সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়াছি যে অন্যান্য কায়স্থ ছাত্রগণ (যাহারা মোটামুটি সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া আয়ুর্ব্বেদ পড়িতে যায় তাহারা) সর্ব্বদাই অবজ্ঞাত হইয়া থাকে। বড় বড় বৈদ্যজাতীয় কবিরাজগণ কায়স্থপাঠার্থীকে 'স্থানাভাব', 'সময়াভাব' ইত্যাদি ওজর আপত্তির উল্লেখ করিয়া ফিরাইয়া দিয়া থাকেন, অথচ ঠিক ঐ ঘটনার পর দিন ঐ কায়স্থ ছাত্রের সমান বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন একজন বৈদ্যজাতীয় ছাত্র প্রার্থী হইলে প্রায়ই দেখা যায়

যে তখন আর কবিরাজ মহাশয়দিগের কোন অসুবিধার কথাই উঠে না। ব্রাহ্মণ কবিরাজগণ বরং এবিষয়ে অল্প সংকীর্ণতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ এখন কলিকাতায় বৈদ্যকবিরাজ ও ব্রাহ্মণকবিরাজগণের মধ্যে পরস্পর দ্বেষভাব চলিতে থাকায় ব্রাহ্মণ কবিরাজগণ কায়স্থ ছাত্রগণকেও বিশেষ অনাদর করেন না। এই ত গেল কবিরাজদের বাড়ীতে থাকিয়া পড়ার কথা; কলেজে আয়ুর্ব্বেদ পড়ার অসুবিধাও নিতান্ত অল্প নহে। কলিকাতাতে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থ ৩টী কলেজ হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানকার শিক্ষকবর্গও কায়স্থ ছাত্রগণের প্রতি ঈর্ষার ভাব পোষণ করিতে ত্রুটী করেন না। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরাজ একদিন জনৈক কায়স্থ ছাত্রের প্রসঙ্গে স্পষ্টতঃই বলিলেন—"কায়স্থ ছাত্রগণ যে ফ্রীশিপ্ বা অন্য কোন প্রকার সাহায্য পাইবে ইহা ব্যক্তিগত ভাবে আমি পছন্দ করি না। যাহারা রীতিমত মাসী পয়সা খরচ করিতে পারিবে, তাহারা বেতন দিয়া পড়িবে, যাহারা দরিদ্র, তাহা ভিন্ন তেমন ছাত্রের আয়ুর্ব্বেদ পড়িবার প্রয়োজন নাই"—ইত্যাদি। কায়স্থ গণ এই ভাবে অবজ্ঞাত হয় বলিয়া অনেক দরিদ্র কায়স্থসন্তান আহার বাসস্থান পাইবার আশায় কবিরাজদিগের বাড়ীতে বৈদ্য বলিয়াই নিজেদের পরিচিত করে। এই সব ছাত্রগণের এই হীন প্রবৃত্তি দেখিয়া আমি সর্ব্বদাই মনে ব্যথা বোধ করি এবং অনেক রকম উপায়ই কল্পনার চক্ষে আবিষ্কার করি; কিন্তু "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ"।

আমার জাতির মধ্যে যাঁহারা ভগবানের দয়ায় বেশ দু'পয়সার মালিক হইয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ বা সমবেত ভাবে অনেকে চেষ্টা করিলেও কি এই কলিকাতা সহরের মধ্যে চতুষ্পাঠীর ও আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের পাঠার্থী কায়স্থ ছাত্রগণের জন্য একখানি ফ্রী বোর্ডিং স্থাপিত হইতে পারে না? বা নিতান্ত দরিদ্র ১০।১৫টী শাস্ত্রপাঠার্থীকে বৃত্তি বা নিজ বাড়ীতে একমুটো ভাত দিবার মত অবস্থাপন্ন কায়স্থ কি এই সমৃদ্ধ কলিকাতা সহরে নিতান্তই অল্প? এক একটী সম্পন্ন কায়স্থ একটী করিয়া দরিদ্র ছাত্রের আহারাদির ভার লইলেই অনেক গরীব ছাত্র অনেকরূপ দুঃখ ও অবমাননার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে এবং বিদ্যা শিক্ষা করিয়া জাতির মুখোজ্জ্বল করিতে পারে। আমি সংস্কৃত-শিক্ষার্থী কায়স্থ ছাত্রগণের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য সমগ্র কায়স্থ জাতির নিকট ভূমিতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতেছি।

আমার সংস্কৃত কলেজ ত্যাগের পর আর কোন কায়স্থ ছাত্র অধ্যাত্ম-শাস্ত্র

পাঠ করিবার জন্য তথায় প্রবেশানুমতি পাইয়াছে কিনা জানি না, যদি কেহ প্রার্থী না হইয়া থাকে, তবে উহা বড়ই দুঃখের বিষয়। প্রতি বৎসর ২।৪ জন ভাল ভাল ছাত্রকে ঐ কলেজে সাংখ্যবেদান্তপাঠার্থী করিয়া পাঠাইয়া নিজের অধিকার প্রবল রাখিয়া কায়স্থদের জ্ঞানের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দেওয়া এবং যাহারা বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রে সুশিক্ষিত পণ্ডিত হইবে তাহাদিগকে পর্য্যাপ্ত রূপে অর্থ সাহায্য দ্বারা চতুষ্পাঠীর শিক্ষকতায় প্রোৎসাহিত করিয়া কায়স্থগণকে রীতিমত অধ্যাপক করিয়া তোলা সমস্ত কায়স্থ জাতির কর্ত্তব্যরূপে দাঁড়াইয়াছে। এজন্য একটী সাহায্যভাণ্ডার থাকা অত্যাবশ্যক।

ভারতে কায়স্থ নূতন জাতি নহে, ইহার বিস্তৃতি এবং লোকসংখ্যাও নিতান্ত কম নহে; আবার কায়স্থের মধ্যে অবস্থাপন্ন লোকের সংখ্যাও অত্যন্ত কম নহে, আর কায়স্থের দানের বহরও কম নহে; দেশের অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ মূলধন কায়স্থের দানশীলতার উপর নির্ভর করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে এবং হইতেছে, এমত অবস্থায় কেবল নিজ জাতির কল্যাণার্থে কি এজাতি নিশ্চেষ্ট থাকিবে?

কায়স্থসভা কায়স্থ পণ্ডিতগঠনে কৃতসঙ্কল্প, এই কার্য্যে সুবিধা ও অসুবিধা কিরূপ দাঁড়াইতে পারে, তাহা প্রদর্শন করাই আমার এই সুদীর্ঘ পত্র লেখার উদ্দেশ্য। আমি ভুক্তভোগী, সুতরাং আমার অভিজ্ঞতালব্ধ উপায় অপায়ের কতক অংশ এই পত্রে বিবৃত করিলাম। যদি কায়স্থসভা বা কায়স্থজাতীয় কোন মহানুভব ব্যক্তি এ সম্বন্ধে কার্য্যতঃ অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন, এবং কোন বিষয়ে আমার সহিত কথা বলা আবশ্যক বোধ করেন তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমাকে অনুসন্ধান করিতে পারেন ইতি।*

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী
কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-তর্কতীর্থ।
১১৬, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

* কায়স্থসভা কায়স্থ পণ্ডিতসম্প্রদায় গঠনে এখনো কার্যতঃ উদ্যোগী হয়েন নাই—সভার কোন কোন সভ্য এ বিষয়ে আলোচনা কায়স্থ-পত্রিকায় আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। বর্ত্তমান পত্রলেখক নিজ জীবনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা হইতে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহা কায়স্থগণের বিশেষ বিবেচনার বিষয়, এজন্য এই দীর্ঘ পত্র প্রবন্ধরূপে পূর্ণাবয়বে প্রকাশ করা গেল। পত্রিকা-সম্পাদক।

স্বাস্থ্য-সুখ।

"স্বাস্থ্যই সুখ, সুখই স্বাস্থ্য", এ কথা বুঝেন দুই ব্যক্তি—এক, যিনি যত্ন করিয়া স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন, আর যিনি স্বাস্থ্যলাভ করিয়া তাহা হেলায় হারাইয়াছেন। যদি বলি স্বাস্থ্য দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সকলই লাভ হয়, তাহা হইলেও আপত্তির কাহারও কোন কারণ দেখি না। বক্তৃতা করিয়া স্বাস্থ্য-সুখ বুঝান দায়। স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তির মনের উল্লাস দেখিয়া হিংসা করিয়া কেহ লাভ নাই। চেষ্টা ও যত্ন করিলে সকলের পক্ষেই স্বাস্থ্যলাভ সম্পূর্ণ সম্ভব—এই আশার বাণী বজ্রগম্ভীর স্বরে জগতের নিকট প্রচার করা আবশ্যক। চেষ্টা করা অর্থ নিয়মিত ব্যায়ামচর্চ্চা করা। ব্যায়াম জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সর্ব্বদা, সকল ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব এবং অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্যায়াম প্রকৃতির লঙ্ঘ্য নিয়ম এবং মানবের একমাত্র সুখের নিদান। যে কোন বয়সে ব্যায়াম করিলেই নিশ্চয় সুফল ফলে। "৩৫ বৎসরের পরে শরীরের আর বৃদ্ধি নাই" ইহা মূর্খের উক্তি। ৫০ বৎসর বয়সে ব্যায়াম আরম্ভ করিয়া ৭২ বৎসর বয়সে আমেরিকার বিখ্যাত স্বাস্থ্যবিদ্, ম্যান্‌ফোর্ড্ বেনেট্, নবযৌবন লাভ করিয়াছেন। তিনি এখনও জীবিত। তৎপ্রণীত "Old age, its cause and prevention"—"বার্দ্ধক্য, ইহার কারণ ও প্রতিকার" নামক পুস্তক খানি পাঠ করিলে, যদি এ বিষয়ে কাহারও কোন সংশয় থাকে তাহা দূরীভূত হইবে। তাঁহার এই পুস্তক খানার মূল্য ১৪৲ টাকা, সুতরাং সাধারণের পক্ষে ক্রয় করা কঠিন। আমেরিকা ও য়ুরোপে উহার বহু সংস্করণ বিক্রীত হইয়াছে, আমাদের দেশেরও ধনীলোকেরা এখন এই পুস্তক বিশেষ আগ্রহে ক্রয় করিতেছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার প্রদত্ত সকল যুক্তি তর্কের অবতারণার স্থান হইবে না। শুধু তাঁহার আবিষ্কৃত, অভিনব, ব্যায়াম পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা যাইবে। যাহারা কথা চান না, কায চান, তাহাদের পক্ষে ইহাই পর্য্যাপ্ত। এতদ্ব্যতীত আবশ্যকীয় কতক গুলি স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়ম সন্নিবেশিত হইল। সকলকেই হাত ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, "ভাই, মাত্র একমাস কাল এই পুস্তকের উপদেশ ও ব্যায়াম প্রণালীর অনুসরণ করিয়া দেখ, আশানুরূপ উপকার না পাও। একবার মন খাঁটি করিয়া লাগিয়া যাও।" বৈষ্ণব ভক্ত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন, "ভাই, তোর হাতে ধরি হরিবোল তোর পায়ে ধরি হরিবোল।" এই জাতীয় অধঃপতনের দিনে, আমিও ততোধিক বিনয়ের-

সহিত সকলকে বলিতেছি, "ভাই, তোমার হাতে ধরি ব্যায়াম কর, তোমার পায়ে ধরি ব্যায়াম কর ; তোমাদের মুখভরা হাসি দেখিয়া জীবন ধন্য করি।"

কোন্ ব্যায়াম সর্ব্বোত্তম ?

মানব শিশুকালে যেরূপ দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে হাঁটিতে চলিতে আরম্ভ করিলে তদ্রূপ হয় না কেন ? আমরা কি কখনও এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি ? চিন্তা করিলে স্বতঃই আমাদের মনে এ প্রশ্ন উঠে না কি যে—শিশু কি কোন ব্যায়াম করে ?

আমরা সকলেই অবগত আছি যে, সকল দেশের সকল শিশুই শয্যায় থাকিয়া এপাশ ওপাশ করে, বাঁকা হয়, হাত পা ছোড়ে ; ইহারই বা অর্থ কি ? তবে কি তাহাদের ঐ সকল অঙ্গ চালনার মধ্যে কোন নিয়ম, কোন ধারা আছে ? নিশ্চয় আছে। যিনি শিশুদের এই চরিত্র লক্ষ্য করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহারা ঐ অঙ্গভঙ্গী অযথা করে না। ঐরূপ করিয়াই তাহারা ব্যায়াম করে। এই ব্যায়ামপ্রণালীই বিধিনির্দ্দিষ্ট সর্ব্বোত্তম ব্যায়ামপ্রণালী। শিশুদের হৃৎপিণ্ডে সমধিক জোর থাকায় এবং মাংসপেশী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুব কোমল থাকায় তাহারা অতিদ্রুত ঐ ব্যায়াম করিয়া যায়, আমরা ধরিতে পারি না। কিন্তু এক জন ধরিয়াছেন, তিনি জগতে এক নূতন বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারই নাম মহাত্মা ম্যাক্‌ফেডেন্ বেনেট্। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই তত্ত্বেরই আলোচনা করা হইয়াছে।

অন্য পক্ষে, যে ব্যায়ামে ক্লান্তি বোধ হয় না, শরীর অবসাদগ্রস্ত হয় না, বিনা ব্যয়ে, বিনা যন্ত্রের সাহায্যে, সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র, সকলে যাহা করিতে পারে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর ব্যায়ামপদ্ধতি আর কি হইতে পারে ? অধিকন্তু যাহা প্রকৃতি হইতে লব্ধ, তাহাই বরণীয়, তাহাই গ্রহণীয়, তাহাই পালনীয়।

এই ব্যায়াম করিতে কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইবে না। নিজ শয্যায়, আরামে শয়ন করিয়া, নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে, অধ্যবসায় ও অনুরাগের সহিত করিয়া গেলেই সুফল আসিতে বাধ্য।

ব্যায়াম করিবার স্থান ও সময়।

নিদ্রাভঙ্গ হইবা মাত্র শয্যায় থাকিয়াই এই ব্যায়াম আরম্ভ করা যায়। তবে হাতমুখ ধুইয়া, শৌচ ও উপাসনাদি সমাপনান্তে করাই সঙ্গত। ব্যায়াম কালে দরজা, জানালা খুলিয়া রাখা উচিত, যাহাতে মুক্ত বায়ু, এমন কি সূর্য্যালোক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

অবশ্য পালনীয় উপদেশ।

১। আমরা ব্যায়াম করি পেশীর। পেশী সবল হইলেই শরীর সবল হয়। সুতরাং নিমিত্ত শরীরের কোন্ স্থলে কোন্ পেশী আছে জানা কর্ত্তব্য।

২। যে পেশীর ব্যায়াম করা হইতেছে, সেই দিকে মনোযোগ দিতে হইবে।

৩। ব্যায়াম গুলি তাড়াতাড়ি করিয়া যাওয়া কোন কাজের নহে ; একটী একটী করিয়া ধীরে ধীরে করিতে হইবে।

৪। প্রথমেই সকল গুলি আরম্ভ করা ভাল নয়। ৩।৪টী করিয়া অভ্যাস করিয়া নিতে হইবে।

৫। যে ধারায় ব্যায়াম গুলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাই অনুসরণ করা বিধেয়। তবে নিজ নিজ আবশ্যক বুঝিয়া কোনটী বাদ দেওয়া বা কম করিয়া করা যাইতে পারে।

৬। নিজ মস্তিষ্ক হইতে নূতন কোন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করার কোন দরকার নাই, যাহা প্রয়োজন ও আবশ্যক তাহা সকলই ইহাতে আছে।

৭। প্রথমে এক একটী প্রক্রিয়া ৫বার করিয়া করিবে, পরে ক্রমে বৃদ্ধি করিবে। প্রত্যেক প্রক্রিয়ার সংখ্যা গণিবে। তাহাতে কম বেশী হয় না, অথচ মনোযোগ বদ্ধমূল হয়।

৮। ব্যায়াম কালে মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস করা একেবারেই নিষেধ।

৯। মধ্যে মধ্যে গভীর শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়।

১০। ব্যায়ামান্তে ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান করিলে ভাল হয়। কিন্তু অধিকক্ষণ জলে থাকিবে না, নামিয়াই উঠিয়া পড়িবে।

ইচ্ছাশক্তি।

সকল কার্য্যের সাফল্য নির্ভর করে ইচ্ছাশক্তির উপর। ব্যায়ামেও যত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা যায় ততই শীঘ্র ও সহজে উন্নতি হয়। এই ইচ্ছাশক্তিও চিন্তনা দ্বারা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মন লিপ্ত না থাকিলে, যে কোন কাজ করা যায় তাহাতে ফলোদয় হয় না। আমাদের মানসিক অবস্থার উপর অনেক বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এই বোধ যাহার আছে, সে কখনও নিজেকে বৃদ্ধ, অক্ষম, অকর্ম্মণ্য মনে করে না। বয়সে বৃদ্ধ করে না, মনে করে। লোক যেমন ভাবে তেমনিই হইয়া যায়। যখন যে অঙ্গের বা

পেশীর ব্যায়াম করিবে, তখন সেই দিকে মনঃস্থির করা সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য।

কেন আমরা বৃদ্ধ হই?

আমাদের ধমনী ও শিরার মধ্যে কতকগুলি তলানি পড়ে; এ গুলি যতই জমা হয় ততই আমাদের শরীরের নমনীয়তা অর্থাৎ প্রয়োজন মত সঙ্কোচন-প্রসারণ-শক্তি কমিতে থাকে, অথবা আমরা বৃদ্ধত্ব বা জড়ত্ব প্রাপ্ত হই। বৃদ্ধত্বটা ব্যাধিবিশেষ। বাষ্পীয় যন্ত্রের বয়লারের গায়ে যেমন এক প্রকার চূর্ণময় বহিরাবরণ পড়ে, আমাদের দেহযন্ত্রেও সেই জাতীয় একটা তলানি পড়ে। এই তলানি গুলির মধ্যে মড়া মাংস-তন্তু থাকে। ব্যায়াম দ্বারা এগুলি দূর হইয়া যায়। সুতরাং ব্যায়াম করিলেই সবল ও সুস্থ হওয়া যায়, বার্দ্ধক্য অকালে আসিয়া গ্রাস করে না, দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়—ইহাতে আর সন্দেহ কি?

মানবের, বিশেষতঃ হিন্দুর, ন্যূনকল্প বয়স একশত বৎসর। সকলের তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আমার এই ধারণা ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছে যে শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করা কঠিন নহে। এ বিষয়ে কাহারও নিরাশ হওয়ার কোন হেতু নাই।

কি উপায়ে স্বাস্থ্য লাভ হয়?

প্রকৃতির নিয়ম পালনে স্বাস্থ্যলাভ হয়। স্বাস্থ্য কিনিতে পাওয়া যায় না। কোন ঔষধ খাইলেও স্বাস্থ্যলাভ হয় না। বরং, ঔষধ যত না খাইয়া পারা যায় ততই মঙ্গল। বিশেষ এলোপ্যাথিক্ ঔষধ।

স্বাস্থ্যের উপাদান কি?

সূর্য্যালোক, বিশুদ্ধ জল ও বায়ু, পুষ্টিকর খাদ্য, পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মিত ব্যায়াম।

স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মাবলী।

১। জার্ম্যান্ প্রবচন—"If you rest you rust",—আলস্য করিলেই শরীরে মরিচা ধরে, অর্থাৎ শরীর নষ্ট হয়, কর্ম্মশক্তি নষ্ট হয়।

২। মনের উৎকর্ষ সাধন করা চাই। শরীর ও মনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। একের অধঃপতনে, অপরের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দৈহিক ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা আবশ্যক, অর্থাৎ কোন সুখকর, স্বাস্থ্যকর ব্যাপারে মনটাকে নিযুক্ত রাখা কর্ত্তব্য। নিজ নিজ রুচি অনুসারে

ইহার বিধান। স্থূলকথা, পাঠ দ্বারা ও সৎসঙ্গের দ্বারা মনটি সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিযুক্ত রাখা প্রয়োজন।

৩। "Shut your lips and live long"—ইহার অর্থ কেবল কথা কম বলা নহে; নাসিকা দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস করা। তাহাতে দীর্ঘ জীবন লাভ হয়।

৪। সর্ব্ব বিষয়ে মিতাচারে সুখ, অমিতাচারে দুঃখ। ইহা বিধাতার নিয়ম, লঙ্ঘন করিলেই শাস্তি।

৫। দাঁত সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। লোকে দাঁত থাকিতে তাহার মর্য্যাদা বুঝে না। নিম, আঁটালি কিম্বা অন্য কোন কোমল কুঁচি-বিশিষ্ট ডাল দিয়া উত্তমরূপে দাঁত মাজা কর্ত্তব্য। দিনে দুইবার মাজিলে ভাল হয়। আহারান্তে ভাল করিয়া দন্তধাবন ও মুখপ্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য, যেন খাদ্য দ্রব্যের অংশ দাঁতের মধ্যে না থাকে! তাহা দূরীকরণার্থ খরকে ব্যবহার করা উচিত। শয়নের পূর্ব্বে বেশ করিয়া মুখ ধুইয়া শুইতে হয়।

৬। যকৃৎ আমাদের পরিপাকক্রিয়ায় সাহায্য করে। উহার কার্য্যের উপর আমাদের স্বাস্থ্য বহু প্রকারে নির্ভর করে। যে ঋতুতে যে খাদ্য খাইলে, উহার কার্য্য ভাল হয় তাহা খাইতে হয়। যকৃতের ৩টী ব্যায়াম যত্নপূর্ব্বক করিতে হইবে। ঐ ব্যায়ামগুলি খালী পেটে করা দরকার।

৭। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, শয়নের পূর্ব্বে ও প্রত্যূষে এক এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পান করিবে। জল অধিক খাইলে কোন ক্ষতি নাই। অধিক পরিমাণে জল খাইয়া একটু হাঁটিয়া আসিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হইবেই। অন্ত্র কোষ্ঠশুদ্ধি হওয়া খুবই প্রয়োজন।

৮। স্নানকালীন উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। লোমকূপে যেন ময়লা না জমে। মধ্যে মধ্যে সাবান ব্যবহার করাও ভাল। আমাদের দেশের সরিষার তেল সাবানের কাজ করে। তেল খুব মালিস করিবে, কিন্তু ভাল করিয়া ধুইয়া তুলিয়া দিবে।

৯। বাত রোগে বা পায়ের পেশীর শিরা-স্ফীতিতে উত্তমরূপে মর্দ্দন, ঘর্ষণ ও প্রচাপনেই উপকার হয়।

১০। কখনই মলমূত্রের বেগ ধারণ করিবে না।

১১। যত অধিকক্ষণ মুক্ত বাতাসে ও সূর্য্যালোকে থাকা যায় ততই ভাল।

১২। ব্যায়ামান্তে মুক্তবাতাসে দাঁড়াইয়া গভীর শ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক আস্তে আস্তে তাহা ত্যাগ করিবে। ইহাতে বক্ষ বিস্ফারিত ও রক্ত বিশুদ্ধ হইবে।

পেশীর ব্যায়াম করিবে, তখন সেই দিকে মনঃস্থির করা সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য।

কেন আমরা বৃদ্ধ হই?

আমাদের ধমনী ও শিরার মধ্যে কতকগুলি তলানি পড়ে; এ গুলি যতই জমা হয় ততই আমাদের শরীরের নমনীয়তা অর্থাৎ প্রয়োজন মত সঙ্কোচন-প্রসারণ-শক্তি কমিতে থাকে, অথবা আমরা বৃদ্ধত্ব বা জড়ত্ব প্রাপ্ত হই। বৃদ্ধত্বটা ব্যাধিবিশেষ। বাষ্পীয় যন্ত্রের বয়লারের গায়ে যেমন এক প্রকার চূর্ণময় বহিরাবরণ পড়ে, আমাদের দেহযন্ত্রেও সেই জাতীয় একটা তলানি পড়ে। এই তলানি গুলির মধ্যে মড়া মাংস-তন্তু থাকে। ব্যায়াম দ্বারা এগুলি দূর হইয়া যায়। সুতরাং ব্যায়াম করিলেই সবল ও সুস্থ হওয়া যায়, বার্দ্ধক্য অকালে আসিয়া গ্রাস করে না, দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়—ইহাতে আর সন্দেহ কি?

মানবের, বিশেষতঃ হিন্দুর, ন্যূনকল্প বয়স একশত বৎসর। সকলের তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আমার এই ধারণা ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছে যে শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করা কঠিন নহে। এ বিষয়ে কাহারও নিরাশ হওয়ার কোন হেতু নাই।

কি উপায়ে স্বাস্থ্য লাভ হয়?

প্রকৃতির নিয়ম পালনে স্বাস্থ্যলাভ হয়। স্বাস্থ্য কিনিতে পাওয়া যায় না। কোন ঔষধ খাইলেও স্বাস্থ্যলাভ হয় না। বরং, ঔষধ যত না খাইয়া পার যায় ততই মঙ্গল। বিশেষ এলোপ্যাথিক্ ঔষধ।

স্বাস্থ্যের উপাদান কি?

সূর্য্যালোক, বিশুদ্ধ জল ও বায়ু, পুষ্টিকর খাদ্য, পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মিত ব্যায়াম।

স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মাবলী।

১। জারম্যান্ প্রবচন—"If you rest you rust",—আলস্য করিলেই শরীরে মরিচা ধরে, অর্থাৎ শরীর নষ্ট হয়, কর্ম্মশক্তি নষ্ট হয়।

২। মনের উৎকর্ষ সাধন করা চাই। শরীর ও মনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। একের অধঃপতনে, অপরের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দৈহিক ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা আবশ্যক, অর্থাৎ কোন সুখকর, স্বাস্থ্যকর ব্যাপারে মনটাকে নিযুক্ত রাখা কর্ত্তব্য। নিজ নিজ রুচি অনুসারে

ইহার বিধান। স্থূলকথা, পাঠ দ্বারা ও সৎসঙ্গের দ্বারা মনটি সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিযুক্ত রাখা প্রয়োজন।

৩। "Shut your lips and live long"—ইহার অর্থ কেবল কথা কম বলা নহে; নাসিকা দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস করা। তাহাতে দীর্ঘ জীবন লাভ হয়।

৪। সর্ব্ব বিষয়ে মিতাচারে সুখ, অমিতাচারে দুঃখ। ইহা বিধাতার নিয়ম, লঙ্ঘন করিলেই শাস্তি।

৫। দাঁত সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। লোকে দাঁত থাকিতে তাহার মর্য্যাদা বুঝে না। নিম, আঁটালি কিম্বা অন্য কোন কোমল কুঁচি-বিশিষ্ট ডাল দিয়া উত্তমরূপে দাঁত মাজা কর্ত্তব্য। দিনে দুইবার মাজিলে ভাল হয়। আহারান্তে ভাল করিয়া দন্তধাবন ও মুখপ্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য, যেন খাদ্য দ্রব্যের অংশ দাঁতের মধ্যে না থাকে! তাহা দূরীকরণার্থ খরকে ব্যবহার করা উচিত। শয়নের পূর্ব্বে বেশ করিয়া মুখ ধুইয়া শুইতে হয়।

৬। যকৃৎ আমাদের পরিপাকক্রিয়ায় সাহায্য করে। উহার কার্য্যের উপর আমাদের স্বাস্থ্য বহু প্রকারে নির্ভর করে। যে ঋতুতে যে খাদ্য খাইলে, উহার কার্য্য ভাল হয় তাহা খাইতে হয়। যকৃতের ৩টী ব্যায়াম যত্নপূর্ব্বক করিতে হইবে। ঐ ব্যায়ামগুলি খালী পেটে করা দরকার।

৭। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, শয়নের পূর্ব্বে ও প্রত্যূষে এক এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পান করিবে। জল অধিক খাইলে কোন ক্ষতি নাই। অধিক পরিমাণে জল খাইয়া একটু হাঁটিয়া আসিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হইবেই। অন্ত্র কোষ্ঠশুদ্ধি হওয়া খুবই প্রয়োজন।

৮। স্নানকালীন উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। লোমকূপে যেন ময়লা না জমে। মধ্যে মধ্যে সাবান ব্যবহার করাও ভাল। আমাদের দেশের সরিষার তেল সাবানের কাজ করে। তেল খুব মালিস করিবে, কিন্তু ভাল করিয়া ধুইয়া তুলিয়া দিবে।

৯। বাত রোগে বা পায়ের পেশীর শিরা-স্ফীতিতে উত্তমরূপে মর্দ্দন, ঘর্ষণ ও প্রচাপনেই উপকার হয়।

১০। কখনই মলমূত্রের বেগ ধারণ করিবে না।

১১। যত অধিকক্ষণ মুক্ত বাতাসে ও সূর্য্যালোকে থাকা যায় ততই ভাল।

১২। ব্যায়ামান্তে মুক্তবাতাসে দাঁড়াইয়া গভীর শ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক আস্তে আস্তে তাহা ত্যাগ করিবে। ইহাতে বক্ষ বিস্ফারিত ও রক্ত বিশুদ্ধ হইবে।

১৩। সর্দ্দি, কাসি হইলে ২।৩ দিন উপবাসই সর্ব্বোত্তম ঔষধ। উপবাস অনেক ব্যাধিরই ঔষধ। উপবাসান্তে প্রথম দিন লঘু আহার করিবে, নতুবা কুফল হইবার আশঙ্কা। উপবাসে শরীর ক্ষীণ হইবার কারণ নাই। মনে করিতে হয়, ইহাই ঔষধ ও পথ্য। মনের ঐ ভাব আসিলে উপবাসে উপকারই হয়।

১৪। চুল খাঁট করিয়া কাটিবে, তাহাতে শরীর ভাল থাকে। চুলের মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া উহা বেশ করিয়া টানিবে এবং মাথার চামড়া অঙ্গুলি দিয়া টিপিয়া দিবে।

১৫। আহারান্তে ১০।১৫ মিনিট বিশ্রাম না করিয়া কোন কাজ করিবে না।

১৬। সন্ধি-সময়ে আহার করিবে না।

মিঃ ম্যান্‌ফোর্ড্ বেনেটের শয্যা-ব্যায়াম-প্রণালী
Bed Exercises

পর্য্যায়ক্রমে সংকোচন ও শিথিলীকরণ সকল ব্যায়াম প্রক্রিয়ার মূলমন্ত্র। প্রত্যেক প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে কোন্ পেশীর ব্যায়াম তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্যায়াম কালে তৎপ্রতি মন স্থির করিতে হইবে।

১। তল পেট।

মাথার নীচে বালিশ দিয়া, চিৎ হইয়া, শরীর সোজা করিয়া শয়ন করিয়া প্রথমে এক পায়ের হাঁটু ভাঙ্গিয়া, তৎসহ সেইদিকের নিতম্ব উপরের দিকে আকুঞ্চন করিবে। তৎপর সেই পা ছড়াইয়া দিয়া, অপর পা ভাঙ্গিয়া উক্তরূপ প্রক্রিয়া করিবে। এই প্রক্রিয়ায় উত্তম কোষ্ঠশুদ্ধি হয়।

২। কটিদেশ বা কোমর।

চিৎ ভাবে শয়ন করিয়া হাত ভাজ করিয়া বক্ষোপরি রাখ। ঘাড় ও মাথা বালিশ হইতে ঈষৎ উপরে তোল, তৎপর একপাশের দিকে যতদূর নোয়ান সম্ভব নোয়াও, পুনরায় অপর পাশে নোয়াও।

৩। পেট।

চিৎ হইয়া শয়ন করিবে, ঘাড় ও মাথা তুলিলেই পেট শক্ত হইবে। তখন উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, পেটের উপর সর্ব্বত্র, ক্ষিপ্র অথচ লঘু আঘাত করিবে, মস্তক নত করিলেই পেট স্বাভাবিক অবস্থায় আসিবে। উভয় অবস্থায়ই আঘাত করিবে অর্থাৎ একবার শক্ত করিয়া, পুনরায় নরম করিয়া। আরম্ভে ২৫ বার আঘাত করিবে। পরে ১০০ বার পর্য্যন্ত করিতে পার। ইহাতে অজীর্ণতা দূর করে।

যাহাদের পেট মোটা, চর্ব্বিময়, তাহাদের পক্ষে এই ক্রিয়া অন্তে হাতের তলা

দিয়া, উপর হইতে নীচে, নীচ হইতে উপরে জোরে মর্দ্দন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহাতে চর্ব্বি দূর হইবে।

৪। স্কন্ধদেশ।

চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া, বাম হাতে ডান কনুই ধরিবে, ডান হাতে বাম কনুই ধরিবে, হাতে জোর দিয়া চাপিবে। একবার ছাড়িবে, আবার চাপিবে, ইহাতে স্কন্ধ প্রশস্ত হইবে।

৫। অংসফলক বা স্কন্ধফলক।

চিৎ হইয়া শয়ন কর। হস্ত মুষ্টিবদ্ধ কর। মুষ্টি নাকের দিকে থাকিবে এবং কনুই উপরে থাকিবে। পরে কনুই বুকের দিকে আঘাত কর। ইহাতে স্কন্ধফলক বিস্ফারিত হইবে। উভয় হাতে সমান সংখ্যক আঘাত করিবে।

৬। ঘাড় ও পেট।

চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া মস্তক ও ঘাড় একবার উত্তোলন করিবে, পুনরায় শয়ন করিয়া শিথিল করিবে। ইহাতে ঘাড়ের পিছনের দিকের ও পেটের পেশী দৃঢ় হইবে।

৭। ঘাড়ের পশ্চাদ্দিকে।

চিৎ হইয়া শয়ন কর। এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, উভয় হাত দিয়া মাথার নীচে ধর। এখন হাত দিয়া মাথা উপরে তুলিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু ঘাড়ে জোর দিয়া পশ্চাতে চাপিয়া রাখিবে। ইহাতে ঘাড়ে বলাধান হইবে।

৮। গলদেশ বা কণ্ঠ।

চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া, কাঁধের নীচে বালিশ রাখিয়া, মস্তক ঝুলাইয়া যতদূর নিতে পারা যায় নিবে, পুনরায় তুলিয়া সম্মুখে আনিবে।

৯। হস্ত।

এই প্রক্রিয়া লঘু ডাম্বেল সহযোগেও করা যায়। খালি হাতেও করা যায়। চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া, এক হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বক্ষের সমান্তরাল ভাবে উপরে তোল, তৎপর আস্তে আস্তে জোর দিয়া ভাঙ্গিবে। পুনরায় অপর হস্ত ছুড়িবে। হস্তের কার্য্য শেষ হইলে, হস্তদ্বয় পার্শ্বদ্বয়ের সমকোণে প্রসারিত করিয়া কব্জি ইতস্ততঃ ঘুরাইবে। ঐরূপ করিলে স্কন্ধাস্থি কোটির মধ্যে

বাহু মর্দ্দন।

চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া, এক হস্তে বাহুর উপরিভাগ জোরে ধরিবে এবং যে হাত ধরিলে সেই হাত বলপূর্ব্বক ঘুরাইয়া নিবে। উভয় হস্তে ঐরূপ করিবে।

১১। লিভার বা যকৃৎ প্রচালন।

লিভারের স্থান পেটের ডান দিকে, মাজার হাড়ের উপরে, শেষ পাঁজরার হাড়ের নীচে।

চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া, হাঁটু উপরে তুলিয়া পেট নরম করিবে। উভয় হাতের আঙ্গুল দিয়া, ডান দিকে, পাঁজরার হাড়ের নীচে, উপরের দিকে, এক-বার চাপিবে আর ছাড়িবে। এই ভাবে প্রথমে ২০ বার করিবে। ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া ১০০ বার পর্য্যন্ত টিপিবে ও ছাড়িবে।

১২। গলদেশ।

কাত হইয়া শয়ন করিয়া নীচের হাতের বুড়ো আঙ্গুলের মাথা গলার উপরে থুতনী বা চিবুকের ঠিক নীচে রাখিয়া, মস্তক যতদূর পশ্চাতে নিতে পার নিবে, পুনরায় সম্মুখে আনিবে, চিবুক যেন বুকের সঙ্গে প্রায় লাগে। মস্তক পিছনে নিলে গলায় জোর পড়িবে, সামনে আনিলে ঢিল-পড়িবে। আঙ্গুলের চাপ যেন সকল সময়ই ঠিক থাকে। একপাশের কাজ হইয়া গেলে অপর পাশে ফিরিয়া ঐরূপ করিবে।

১৩। গলা ও ঘাড়ের পার্শ্বদেশ।

কাত হইয়া শয়ন করিয়া চিবুক উপরের স্কন্ধের দিকে বাকা করিয়া যতদূর তুলিতে পার তুলিবে, পুনরায় নামাইবে। উভয় পার্শ্বে করিবে।

১৪। সর্ব্ব শরীর খিচন।

কাত হইয়া শুইয়া, হাত ভাজ করিয়া বুকের উপর রাখিয়া একহাতে অপর হাতের কনুই ধরিবে। মস্তক পিছনের দিকে দিয়া সমস্ত শরীর টান করিবে। এই ভাবে থাকিয়া হাতে জোর দিবে ও ঢিল দিবে। জোর দিবার সময় সর্ব্ব শরীর টান করিবে, যেন শক্ত হইয়া যায় এবং তদবস্থায় ২।৩ সেকেণ্ড রাখিয়া ঢিল দিবে। উভয় পার্শ্বে করিবে।

১৫। পার্শ্ব ও কটি।

কাত হইয়া শুইয়া, মস্তক ও উভয় পা এক সঙ্গে উপরের দিকে তুলিবে। পা একটু ভাঙ্গিয়া নিতে হইবে। উভয় দিকে করিবে।

১৬। অংসফলক অর্থাৎ ঘাড়ের নীচে, পশ্চাদ্দিকে উভয় পার্শ্বে যে পেশী আছে।

চিৎ হইয়া শুইয়া, পর্য্যায়ক্রমে স্কন্ধ উপরের দিকে তুলিবে। যে স্কন্ধ তুলিবে সেই হাতের মধ্যদেশ অপর হাতে ধরিয়া নিলে সুবিধা হয়।

১৭। নিতম্ব ও কটি।

কাত ভাবে শুইয়া, উপরের নিতম্ব সম্মুখ দিকে চাপিবে, তৎসহ বাহু বক্র করিয়া যতদূর পশ্চাদ্দিকে নিতে পার নিবে। পা একটু ভাঙ্গা অবস্থায় থাকিবে। উভয় দিকে করিবে।

১৮। সম্মুখ বাহু (fore arm)

কাত হইয়া শুইয়া, নীচের হাতের কব্জি, উপরের হাতে ধরিয়া, নীচের দিকে চাপিবে, কিন্তু নীচের হাতে জোর দিয়া বাধা দিবে। উভয় দিকে করিবে।

১৯। বাহুর পশ্চাতের পেশী।

কাত হইয়া শুইয়া, নীচের হাত দিয়া, হাতের কাঁধ ও কনুইর মধ্য-স্থল বক্র করিয়া ধর। উপরের হাত উপরের দিকে টান, নীচের হাতে নীচের দিকে টানিয়া বাধা দাও। উভয় হাতে কর।

২০। হস্ত, স্কন্দ ও পৃষ্ঠ।

কাত হইয়া শুইয়া, উপরের হাত দিয়া উপরের পায়ের হাঁটুর নীচ ধরিয়া সবলে টান। পা ভাঙ্গিয়া শয়ন করিবে। উভয় দিকে কর।

২১। হস্ত, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠ।

কাত হইয়া শুইয়া, উভয় হাতে পায়ের হাঁটুর নীচ ধরিয়া টান। উভয় দিকে কর।

২২। যকৃৎ।

ডানকাত হইয়া শুইয়া বামহাতে যকৃৎ বেশ করিয়া টিপিয়া দাও।

২৩। পায়ের ডিম।

চিৎ বা অর্দ্ধ কাত হইয়া শুইয়া, এক পায়ের পাতার অগ্রভাগ অপর পায়ের মাথায়, ডিমটীর উপর রাখিবে। নীচের পা শক্তকর এবং উপরের পায়ের মাথা দিয়া নীচের দিকে চাপ দাও। উভয় পায়ে কর।

২৪। যকৃৎ।

বাম কাতে শয়ন করিয়া, ডান হাতে যকৃতের উপর আস্তে আস্তে কিল দাও।

২৫। বাহু মোচড়ান।

কাত হইয়া শুইয়া, উপরের হাত শরীরের উপর দিয়া মেলিয়া দিয়া, ইতস্ততঃ মোড়াও। উভয় হাতে কর।

২৬। বাহু।

কাত হইয়া শুইয়া, নীচের হাত দিয়া উপরের হাতের কব্জি ধর। উপরের হাত উপরের দিকে টানিয়া ছাড়াইয়া নিবার চেষ্টা কর, নীচের হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখ। উভয় হাতে কর। হাত চিৎ করিয়া ও কাত করিয়া উভয় প্রকারেই ধরিবে।

২৭। পায়ের ডিম

কাত হইয়া শুইয়া, উপরের পায়ের গোড়ালি যতদূর নীচের দিকে দিতে পার দিবে। ইহাতেই পায়ের ডিম শক্ত হইবে। ঐ ভাবে নীচের দিকে সবলে লাথি দাও। অপর কাত হইয়া অপর পায়ে কর।

মুখ ও চক্ষু।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গাল ভাঙ্গিয়া যায়, মুখ নিম্নদিকে ঝুলিয়া পড়ে, চর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া যায়, কপালে ও নাকের নীচে বহু রেখা দেখা দেয়, চক্ষু কোটরগত হয় এবং দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায়। ইহার একমাত্র কারণ আমরা মুখ ও চক্ষুর পেশীগুলির কোনই ব্যায়াম করি না। ক্রমে উহাদের শক্তি কমিতে থাকে এবং ঐ সকল চিহ্ন প্রকাশিত হয়। মুখ ও চক্ষুর ব্যায়ামগুলি, যথারীতি, অধ্যবসায়ের সহিত সম্পন্ন করিলে উহা দূর হইয়া, যৌবনোচিত মুখ-কান্তি এবং দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসে, ইহা পরীক্ষিত সত্য।

মুখ।

মুখের ত্বক মসৃণ ও তরুণ করিবার এবং রেখা দূর করিবার একমাত্র উপায় ঘর্ষণ। সকল প্রকার চর্ম্মই ঘসিলে পালিশ হয়, মুখের চামড়া কেন হইবে না? মুখ মার্জ্জনের উত্তম যন্ত্র শুষ্ক হাতের তালু এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগ।

পেশী হিসাবে মুখ পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা :—

(ক) চিবুক বা থুতনি। (chin).

(খ) হনু বা চোয়াল। (jaws).

(গ) কপোল বা গাল। (cheek).

(ঘ) মুখ-বিবর। (mouth).

(ঙ) শঙ্খদেশ অর্থাৎ মস্তকের উভয় পার্শ্বস্থ সমতল অংশ যে স্থানে নাড়ির স্পন্দন অনুভব করা যায়। (Temple).

(ক) চিবুক। এই পেশীদ্বয় গদির মত চিবুকের হাড়খানির উপর আছে। তাহাতেই চিবুক গোল দেখায়। এই পেশীগুলি অস্বচ্ছ অর্থাৎ ইহা

পূর্ব্বক নড়ান যায় না। তবে দাঁত উপরের দিকে দিচিলে একটু সঙ্কুচিত হয় মাত্র।

(খ) চোয়াল। এই পেশীগুলি মোটা, চওড়া ফিতার ন্যায়।

চোয়ালের হাড়ের নীচ হইতে আরম্ভ করিয়া গালের হাড় পর্য্যন্ত বন্ধনীর ন্যায়। ইহাদের দৃঢ়তার উপরই মুখের সৌন্দর্য্য অধিক পরিমাণে নির্ভর করে।

(গ) গাল। গালের প্রত্যেক দিকে চারিটী করিয়া পেশী। ইহারা ত্রিস্তরে। ইহাদের একদিক চক্ষুর নীচে, গালের হাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত। অপর দিক মুখ-বিবরের চতুর্দ্দিকে যে গোল পেশী আছে তাহার সঙ্গে মিশিয়াছে। আমরা ইচ্ছামত সঙ্কুচিত করিয়া চক্ষুর নীচে থোবার ন্যায় করিতে পারি, তাহা ইহাদের সাহায্যে।

(ঘ) মুখ-বিবর। ইহার চতুর্দ্দিকে একটী প্রশস্ত বন্ধনীর ন্যায় পেশী আছে।

(ঙ) শঙ্খদেশ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

প্রক্রিয়া।

(ক) চিবুক। হাতের তালুর উপর চিবুক স্থাপন করিয়া দৃঢ়ভাবে চাপিবে এবং জোরে ঘসিয়া দিবে। উভয় পার্শ্ব এবং সূক্ষ্মাগ্র সমান ভাবে মর্দ্দন করিবে।

(খ,গ) চোয়াল ও গাল। হাতের তালুর গোড় চিবুকের কাছে সংলগ্ন করিয়া উপরের দিকে দৃঢ়ভাবে ঘসিয়া দিবে।

গালের এক এক দিকে যে চারিটী পেশীর কথা বলা হইয়াছে, উহাদিগকে হাতের তালুর সাহায্যে মুখ-বিবরের উভয় প্রান্ত হইতে চক্ষুর দিকে ঠেলিয়া তুলিবে যে হইলেই দুই দিকে দুইটী থোবার মত হইবে, ঐ অবস্থায় চাপিয়া রাখিয়া এক বার হা করিবে পুনরায় বুজিবে। ইহাতে ঐ পেশীগুলির উপর জোর পড়িবে। তৎপর শক্ত হাতে কানের দিকে ঘসিয়া দিবে।

(ঘ) মুখ-বিবর।

মুখের মধ্যে দুই হাতের কনিষ্ঠা প্রবেশ করাইয়া দিয়া প্রসারিত করিবে কিন্তু উহার পেশীতে জোর দিয়া বুজিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে মুখ প্রশস্ত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

(ঙ) শঙ্খদেশ হাতের তালু দিয়া ঘসিয়া চক্ষুর কোণের দিকে আনিবে।

প্রক্রিয়া সমাপনান্তে হাতের আঙ্গুল দিয়া মুখের ত্বক মাজিয়া দিবে। পরে ঠাণ্ডা জল দিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া একটু শাদা ভেসেলিন্ মাখিবে। কিছু পরে গামোছা দিয়া মুছিয়া দিবে।

চক্ষু।

প্রত্যেক চক্ষুর ক্রিয়া ছয়টী পেশীর ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। এই পেশীগুলি চক্ষুগোলকের সঙ্গে সংবদ্ধ এবং তথা হইতে চক্ষুর চতুর্দ্দিকের হাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত।

পেশীগুলির কার্য্যবিভাগ, যথা; (১) যে পেশীদ্বারা চক্ষু উপরে তুলি, (২) যদ্দ্বারা নীচে নামাই, (৩) যদ্দ্বারা ভিতরের দিকে নেই, (৪) যদ্দ্বারা বাহিরের দিকে আসে, (৫) ও (৬) যদ্দ্বারা চক্ষু ঘুরাই।

প্রক্রিয়া দ্বিবিধ। (ক)—পেশীগুলি দৃঢ় ভাবে ঘসিয়া দেওয়া।

(খ)—(১) যতদূর সম্ভব একবার ডানদিকে পুনরায় বামদিকে তাকাও, তৎপর শক্ত করিয়া চক্ষু বোজ, আবার জোরে তাকাও।

(২) বক্রভাগে একবার ডান দিকে উপরে আবার বামদিকে নীচে, পুনরায় বামদিকে উপরে, ডানদিকে নীচে তাকাও (Diagonally)

(৩) চক্ষু ডান হইতে বাম, বাম হইতে ডানে ঘুরাও।

এই প্রক্রিয়াগুলি প্রথম প্রথম অধিক বার করিবে না।

যতক্ষণ এই সকল প্রক্রিয়া চলিবে ততক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে উভয় পার্শ্বদেশে হাতের তালুর গোড় দ্বারা ক্ষিপ্র আঘাত করিতে থাকিবে। এই আঘাতে বিশেষ ফলোদয় হয়।

সমাপনান্তে চক্ষু মেলিয়া ঠাণ্ডা জলের ছিটা দাও।

উপসংহার

প্রত্যেকটী প্রক্রিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া নিজে আস্তে আস্তে উপদেশগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চেষ্টা না করিলে ব্যাখ্যাত্মক চিত্রের সাহায্যে বুঝান মুস্কিল। কয়েক বার নিজে নিজে পরীক্ষা করিলেই এক একটী প্রক্রিয়া আয়ত্ত হইয়া আসিবে। অতএব অনাবশ্যক বোধে নিয়মের সহিত বায়সাধ্য চিত্র মুদ্রণ করা হইল না। আমি নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি, এই প্রক্রিয়াগুলি প্রত্যেকের পক্ষেই সহজসাধ্য এবং আশুফলপ্রদ। ভগ্নস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনকামী ব্যক্তিগণ এই ব্যায়ামপ্রণালী অবলম্বন করুন।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি-এ,
প্রধান শিক্ষক, চাঁদশী ঈশ্বরচন্দ্র হাইস্কুল।

নিখিলভারত কায়স্থ-মহাসম্মেলন ও আমাদের কর্ত্তব্য।*

আমরা এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্বভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আজ এই পুণ্যতোয়া জাহ্নবীবিধৌত কলিকাতা মহানগরীতে সমবেত হইয়াছি। দূর দূরান্তরের ব্যবধান ও বাধা-বিঘ্ন-অসুবিধা-ক্লেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বহু সহর নগর প্রান্তর অতিক্রমান্তে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। শোণিতের অচ্ছেদ্যবন্ধন চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে আজ আবার আমাদেব একত্র করিয়াছে। সাগরসঙ্গমের পুণ্য যোগের ন্যায় সকল প্রদেশস্থ কায়স্থসন্তানগণ আজ এখানে সম্মিলিত হইয়া এই প্রাসাদপুরী কলিকাতা মহানগরীকে পবিত্র তীর্থে পরিণত করিয়াছেন। এমনি ভাবে বর্ষের পর বর্ষে কায়স্থজাতির এই মহাসম্মেলন আমাদিগকে, সকল শ্রেণীর সকল কায়স্থকে, এক মহামহীরুহের শাখা প্রশাখা বলিয়া ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন ও পরস্পর সঙ্ঘবদ্ধ ও সম্মিলিত হইতে আহ্বান করিতেছেন। এবিরাট সম্মেলনে সংকীর্ণ হৃদয় প্রশস্ত হয়, শ্রেণীগত বৈষম্য বিদূরীত হয়, 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' ভাব তিরোহিত হইয়া যায়, আমরা নিজেরা জাগিয়া উঠি, অজ্ঞতা কুংসস্কার ক্ষণিকের তরেও দূরে নিক্ষেপ করিয়া আত্মস্থ হই এবং সেই মহান্ ভাব আমাদের স্ব-সমাজে ও স্বদেশে প্রচার করিবার ব্রত গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়া উঠি। এই শিক্ষা ও সুযোগ আমরা এই মহাসম্মেলন হইতে লাভ করিয়া থাকি।

ভারতে আমাদের সংখ্যা বড় কম নয়, ত্রিশকোটী ভারতবাসীর মধ্যে আমরাই এক কোটী। এই এক কোটী মস্তক ও তাহাদের দুই কোটী বাহু সম্মিলিত ও একত্র হইলে আমাদের অসাধ্য বলিয়া কিছুই থাকে না। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে আমরা আছি, কিন্তু আমরা পরস্পর মিলিত হইতে পারি না, মিলিত হইতে জানি না বরং কেবল বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হইতে পারি ও জানি—পরস্পরের সহানুভূতি ও সহযোগিতা আমাদের নাই, তাই আমরা আজ শক্তিহীন দুর্ব্বল। প্রবলের অত্যাচারে আমরা জাতিধর্ম্মবিচ্যুত দুর্ভাগ্য

* বিগত অখিলভারত কায়স্থ-মহাসমিতিতে "Territorial organisations for propaganda works" সম্বন্ধে অগ্নিহোত্রিমহাশয় যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার মর্ম্মানুবাদ।

জাতি, বহুদিন আমরা নিজ অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছি ; আত্ম-বিক্রয় ও আত্ম-সমর্পণ করিয়া স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়াছি, আর তার ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করিতেছি।

এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি ? কি উপায়ে আমরা শক্তি সঞ্চয় করিতে পারি, কি করিলেই বা আমাদের পূর্ব্বসম্পদ, বিলুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসিবে ? আমরা গ্রহবৈগুণ্যে ছিন্ন ভিন্ন, রাষ্ট্রবিপ্লবে বিপর্য্যস্ত, তথাকথিত সমাজ-বন্ধনে দুর্দ্দশাগ্রস্ত। আমাদিগকে দেখিয়া মনে হয় না যে আমরা কোনদিন জীবন্ত জাতি ছিলাম। আমরা দেশ-শাসক, সমাজ-রক্ষক ও বর্ণ শ্রম প্রতিপালক ছিলাম, জন্মভূমির রক্ষা ও মর্য্যাদার জন্য আমরা অকাতরে তপ্ত রক্ত দান করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। সনাতন ধর্ম্মের রক্ষকরূপে প্রাতঃস্মরণীয় আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ নিত্য শাশ্বত ধর্ম্মের অমৃতময় রসাস্বাদ করিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা অস্বাস্থ্যকর দেশাচারের কৃতদাস, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। আমাদের না আছে সাহস, না আছে ধৈর্য্য, আমাদের কর্ম্ম নিষ্ঠা নাই এবং সঙ্ঘবদ্ধ ও একত্র হইয়া আমরা কোন কর্ম্মই করিতে পারি না। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া আমরা হিন্দু সমাজে যে শক্তি সঞ্চার করিয়া আসিয়াছি, দেশে যে সভ্যতা ও শিক্ষা বিস্তার করিয়াছি, আজ তাহার কিছুই আমরা করিতে পারি না।

কায়স্থ জাতির পূর্ব্ব গৌরব আনয়ন করিতে আমাদিগকে অনেক অসাধ্য সাধন করিতে হইবে ; শুধু কথায় বা বক্তৃতায় নয়, কার্য্যক্ষেত্রে আমাদের সে আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে। ভারতীয় চিত্রগুপ্তজ, ব্রহ্মক্ষত্রিয়, চান্দ্রসেনি প্রভৃতি সকল শ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক-ক্রিয়া প্রচলন করিতে হইবে। নিজেদের মধ্যে 'ছুৎমার্গ' (Untouchability and Non-co-operation) পরিহার করিতে হইবে। হিন্দুস্থানী, মাড়বারী, বেহারী, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, মধ্যপ্রদেশী গুর্জ্জরবাসী, উৎকলবাসী ও আসামী সমস্ত কায়স্থসন্তান একত্র ও মিলিত না হইলে কায়স্থ জাতি শক্তিশালী হইবে না। পরস্পর একত্র আহারাদির (Inter-dining এর) সুযোগ আমরা বর্ষের মধ্যে একবার মাত্র পাইয়া থাকি, তাহাও এই কায়স্থ মহাসম্মেলনের কল্যাণে সম্ভবপর হয়। কিন্তু সভা অন্তেই আমাদের সে ভাব তিরোহিত হয়, জাতীয় কল্যাণের পন্থা তখন আর আমাদের মনে থাকে না। স্বজাতীয়গণের মধ্যে পরস্পর এই অসহযোগ আজ আমাদের এই অসহায় অবস্থা আনয়ন করিয়াছে, জলের আগম ও নির্গম পথ রুদ্ধ হইলে তার বদ্ধজল যেমন অস্বাস্থ্যকর পঙ্কিল হ্রদে পরিণত হয় এবং দেশে দুরারোগ্য ব্যাধিকীটাণু বিস্তার করিয়া থাকে আমরাও তদ্রূপ সমাজ ও শ্রেণীতে স্পর্দ্ধা ও মিথ্যাভিমান

আশ্রয় করিয়া জাতির মহামিলনের ঘোরতর অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি এবং আমাদের কৃত কর্ম্মদোষের অবশ্যম্ভাবী ফলভোগ করিতেছি। আমাদের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদানের প্রথা যাবৎ প্রচলিত না হইবে তাবৎ ভারতের সর্ব্বনাশী সাংঘাতিক ব্যাধির প্রতীকার হইবে না। নিখিলভারত কায়স্থ-মহাসম্মেলনকে এখন এই অত্যাবশ্যক আন্তর্গণিক বিবাহপ্রথা প্রচলনের জন্য সমগ্র ভারতে ঘোরতর আন্দোলন করিতে হইবে। দেশে দেশে উপযুক্ত প্রচারক পাঠাইতে হইবে এবং সকল প্রদেশে এই মহাসভার শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দেশে ও সমাজে নবভাব ও নবজীবন সঞ্চার করিতে হইবে। এই মহাসম্মেলনের ইহাও একটী প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত যাহাতে প্রতিবর্ষে গৃহীত প্রস্তাবাবলী কতকাংশেও পরবর্ত্তী বর্ষে কার্য্যে পরিণত করা যায় দীর্ঘ ত্রেত্রিংশ বর্ষকাল মহাসম্মেলনের উদ্ভব হইয়াছে, বাঙ্গালী কায়স্থের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদানের প্রস্তাবও বহুবর্ষ পূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছে ; কিন্তু অতীব দুঃখের কথা যে আজও বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী কায়স্থ পরস্পর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জাতীয় মহামিলনের সূত্রপাত করিতে পারেন নাই।

একথা বলাই বাহুল্য যে উপযুক্ত শিক্ষা ও বহুল প্রচারের অভাবেই আমাদের সামাজিক জড়তা দূর হইতেছে না। কায়স্থসমাজ অন্যান্য সমাজ অপেক্ষা শিক্ষিত হইলেও জাতির জনসংখ্যার অনুপাতে এ সমাজে শিক্ষা বিস্তার হয় নাই। যে কায়স্থের মূর্খ থাকা একটা কটূক্তি সেই সমাজে আজ অশিক্ষিতের সংখ্যাও কম নহে। লেখাপড়ার জন্য, সর্ব্ববিদ্যার্জ্জনের জন্য যে জাতির সর্ব্বস্ব পণ হওয়া উচিত, সে জাতি মধ্যে নিরক্ষর ও মূর্খের সংখ্যা আজ সমাজকে ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে শিক্ষিত-মূর্খেরাও কায়স্থ জাতির সামাজিক অধঃপতনের জন্য কম দায়ী নহেন। যে জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে বিবিধ শিক্ষা ও কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল, যে জাতি সর্ব্বোচ্চ রাজপদ অধিকার করিয়া দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালন করিয়াছে, সর্ব্ববিধ মন্ত্রিত্ব, সৈনাপত্য এবং রাজশক্তি পরিচালনায় যে জাতি সিদ্ধহস্ত ছিল, আজ সেই জাতির সেই সমস্ত পদগৌরব অন্যে অধিকার করিতেছে দেখিয়াও আমাদের চৈতন্য হইতেছে না। সকল জাতির স্ব স্ব-জাতিগত এক একটা ব্যবসায় বা বৃত্তি আছে, আমাদেরও ছিল ; কিন্তু আমাদের জাতীয় বৃত্তি আজ সকল জাতিতে গ্রহণ করিয়াছে। আমরা অপরের বৃত্তি তো গ্রহণ করি নাই, পরন্তু নিজেদের জাতীয় ব্যবসায় অপরকে ছাড়িয়া দিয়া আজ তাহাদেরই হিংসা ও বিদ্বেষের পাত্র হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের বালকবালিকাগণকে সর্ব্ববিধ সময়োপ-

যোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে. কোন কারণেই আমাদের সন্তানগণ সর্ব্বোচ্চ শিক্ষায় বঞ্চিত না হয়, তাহা আমাদের দেখিতে হইবে। বর্ত্তমানে সময়োপযোগী, ভবিষ্যতে কার্য্যকরী ও অতীতের গৌরবরক্ষাকারী শিক্ষাদান করিয়া আমাদের সন্তানসন্ততিগণকে গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। জ্ঞানচর্চ্চার পথ সহজ, সুগম ও স্বল্পব্যয়সাধ্য করিয়া দিতে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। অতীতের ন্যায় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতেও আমাদিগকে ভারত মাতার মুখোজ্জ্বল করিতে হইবে।

স্ত্রী-শিক্ষার দিকে আমাদের দৃষ্টি আরও দিতে হইবে। স্ত্রী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ, সমাজের অশিক্ষিতা ও কুশিক্ষিতা নারীর সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইবে ততই সমাজের অর্দ্ধাঙ্গের পতনাবস্থাহেতু সমাজ শক্তিহীন জড়বৎ হইতে থাকিবে। যেমন এক পক্ষে পক্ষী আকাশে উড়িতে পারে না, একটী চক্রের অভাবে গোশকট যেমন চলিতে পারে না, তদ্রূপ নারীসমাজের শিক্ষা, জ্ঞান ও ধর্ম্মবুদ্ধির উন্নতি সাধিত না হইলে কেবল পুরুষের শিক্ষায় কোন জাতি উন্নতিশিখরে আরোহণ করিতে পারে না। জ্ঞানে ও কর্ম্মে নারীকে বঞ্চিতা করিয়া, নানাবিধ অযৌক্তিক অন্যায় সামাজিক শাসনে তাহাদের আবদ্ধ রাখিয়া, তথাকথিত ধর্ম্মে তাহাদের আসক্ত করিয়া আমরা শত শত বৎসর নারীজাতিকে নির্য্যাতন ও প্রতারণা করিয়া আসিতেছি, তাহার বিষময় ফলে আজ সমগ্র দেশ কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের কুজ্ঝটিকায় আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। এমনি করিয়া আমরা আমাদের সমাজে বিধাতার অভিসম্পাৎ আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছি।

নারী জাতি মাতৃজাতি। বিদ্যাবুদ্ধিজ্ঞান-সম্পন্না নারী অনায়াসে তাঁহার পুত্র কন্যাগণকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করিতে পারেন। কায়স্থনারীকে সমাজের আদর্শ নারী হইতে হইবে। বাল্যকাল হইতে আমাদের অবিকৃতা শিক্ষা দীক্ষা পাইতে হইলে এই মাতৃজাতির জ্ঞান ও কর্ম্মাধিকার অগ্রে আবশ্যক। কতকগুলি সকাম ব্রত ও ধর্ম্মকর্ম্মে নারী জাতিকে চিরদিন নিয়োজিত রাখিলে তাহাদিগের প্রকৃত জ্ঞানোন্মেষ কখনই হইবে না, জাতিও কখন জীবন্মুক্ত হইবে না। বর্ত্তমান যুগে কায়স্থমহিলাগণের চরকা গ্রহণ ও সূতা কর্ত্তন শিক্ষা করাও বিশেষ আবশ্যক। এ শিক্ষা পূর্ব্বে আমাদের ঘরে ঘরে ছিল। অন্ন ও বস্ত্র এ দুই সমস্যার সমাধান আমাদের করিতে হইবে—রন্ধন কার্য্য ও সূত্র কর্ত্তন পূর্ব্বে আমাদের নিত্যকর্ম্ম ছিল। কায়স্থকন্যাগণ রন্ধনে ও সূত্রকর্ত্তনে পারদর্শিনী হইলে কায়স্থের অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ অনেক কমিয়া যাইবে। বিলাসিতা একটা মহাপাপ, যাহা আমাদের সমাজকে ক্রমশঃই ধ্বংসের দিকে টানিয়া লইতেছে।

যে দেশের অগণ্য নরনারী খাদ্যাভাব, চিকিৎসাভাব, শিক্ষাভাব, বস্ত্রাভাব প্রভৃতি নানা অভাবে হাজারে হাজারে শমন-সদনে গমন করিতেছে, সেই দেশের লোকের বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। সাধারণ বেশভূষা ও আহারে পরিতৃপ্ত এবং স্বদেশজাত স্বল্প মূল্যের জীবনধারণোপযোগী দ্রব্য সমূহে কায়স্থ নরনারীগণের রুচি হওয়ার বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। অর্থ নৈতিক সমস্যার দিক্ দিয়া মোটা বেশভূষা আমাদের একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্ব বিষয়ে পরমুখাপেক্ষিতা বর্জ্জন করিতে না পারিলে আমাদের ক্ষত্রিয়পরিচয়ের কোনই সার্থকতা নাই।

দেশের আর একটী পচা ঘা আছে। এই দারুণ ক্ষত আমাদের জীবনীশক্তি অনেকদিন হইতেই ক্ষয় করিয়া আসিতেছে। সেইটী 'ছুৎমার্গ'—অস্পৃশ্যতা, ইহা আমাদের পরিহার করিতে হইবে। আমরা একার্য্যে অগ্রণী হইলে সমাজে সহজেই এই মনুষ্যত্বের অবমাননা দূরীভূত হইবে। জাতি-নির্য্যাতন একটা মহাপাপ। জাতিবিশেষকে হীন হেয় জ্ঞানে তাহাদের মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের পথ চিরুদ্ধ করিয়া আমরা আর একটী মহাপাপ করিয়া আসিতেছি। এগুলি সবই সমাজদেহকে বিকৃত করিয়া সামাজিক জীবন কলুষিত করিয়াছে। মানুষ হইয়া মানুষকে অবজ্ঞা করা, তাহাদের হীন হেয় করিয়া রাখা আত্মহত্যারই নামান্তর। যে জাতির শত করা আশী পঁচাশী জন অচল, অস্পৃশ্য ও শূদ্র, সে জাতি কেমনে উচ্চ জাতি বলিয়া গর্ব্ব করে? যাহার শতকরা আশীটাই মেকী সে জাতি কেমনে খাঁটি হইতে পারে? যাহাদের চৌদ্দ আনা লোক নিরক্ষর, অজ্ঞ, ধর্ম্মান্ধ ও ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত তাহারা কেমনে শিক্ষিত, ধার্ম্মিক বা পণ্ডিত বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেয়? এই সব কঠিন সমস্যার সমাধান আমাদিগকে করিতে হইবে। আমরা যে সমাজদেহের বাহু—ক্ষত্রিয়; আমরা না করিলে এ অসাধ্য সাধন আর কাহার দ্বারা সম্ভব হইবে? আমরা সমাজের মেরুদণ্ড, আমরাই সমাজের হৃৎপিণ্ড, এই ক্ষত হইতে হিন্দু সমাজকে ত্রাণ করিতে পারিলে আমাদের ক্ষত্রিয় পরিচয় সার্থক হইবে। 'ক্ষতাৎ ত্রায়তে ইতি ক্ষত্রিয়ঃ'। অচল হইলে সবল দেহেরও পচন অনিবার্য্য হয়। এই ক্ষত্রিয় কায়স্থজাতির উপরই তাবৎ সমাজের স্বাস্থ্য ও অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে।

আর এক কথা—বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুভ্রাতৃগণকে আমাদিগকে রক্ষা করিতেই হইবে। এ সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে, বারান্তরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। উপসংহারে এই কথাই বলিতে চাই যে

কায়স্থ জাতির গভীর নিদ্রা ভঙ্গ করিতে বহু আয়াস ও অধ্যবসায় স্বীকার করিতে হইবে, বহু সাধনারও প্রয়োজন হইবে। কায়স্থ সন্ন্যাসিদল গঠন করিয়া আমাদের প্রচার কার্য্য চালাইতে হইবে। সমাজের হিতব্রত লইয়া দেশে দেশে পর্য্যটন, গ্রামে গ্রামে প্রচার, অযাচিত ও উপেক্ষিত হইয়াও এই কঠোর জাতীয় সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে। দীর্ঘ ৩৩ বর্ষ কাল মহাসম্মেলনের বয়ঃক্রম হইয়াছে; কিন্তু তাহার যৌবনের কর্ম্মশক্তি আজও জাগ্রত হইল না—তাহার একমাত্র কারণই সম্মেলনের মহান্ উদ্দেশ্যগুলি প্রচার ও বিস্তারের কোন অয়োজনই এ পর্য্যন্ত মহাসম্মেলন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই আজও ত্রেত্রিশ বৎসরের সম্মেলনকে লালন ও তাড়ন করিতে হইতেছে। এই সম্মেলনের নেতৃবৃন্দকে প্রচারব্রতে ব্রতী হইতে হইবে, তবেই আত্মবিস্মৃত-জাতির পূর্ব্বস্মৃতি জাগিবে। এ কার্য্যে বহু পুরুষকার ও বহু ত্যাগ আবশ্যক। এখন জাতীয় সন্ন্যাসিদল গঠন ব্যতীত আমাদের সম্মুখে আর কোন পন্থাই নাই। কায়স্থ-জাতিতে আজও মনস্বী ও যশস্বী লোকের অভাব নাই; কায়স্থ জাতিতে আজও মানী ও ধনী লোকের অভাব হয় নাই; সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা আজও এ জাতিকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে এজাতি এখনও প্রতিভায় স্বতঃ-দেদীপ্যমান। আমরা মনে করিলে এই মহাসম্মেলন হইতেই এমন কার্য্য আরম্ভ করিতে পারি, যাহা আমাদের জাতির পরম কল্যাণ আনয়ন করিবে। এ মহাসভায়ও আমি তদ্রূপ কায়স্থসন্তানের অভাব দেখিতেছি না। আসুন, আমরা আমাদের বিদ্যাবুদ্ধিজ্ঞান, সামর্থ্যও প্রাণ দিয়া আমাদের জাতি-জননীর সেবা করিয়া ধন্য হই। দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে এই মহাসভার শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মহাসভার উদ্দেশ্য গুলি প্রচার করিয়া, প্রস্তাব গুলি কার্য্যে পরিণত করিয়া আমাদের জাতীয় এই মহাসম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলি।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"।

পরিব্রাজক সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী
(ধর্ম্মরাজ-চিত্রগুপ্তাশ্রম—বীরভূম)

———০———

মুস্কিল আসান।

২৩

স্বদেশবৎসল কবি মাইকেলের প্রিয়তম নদ স্বচ্ছসলিলা কপোতাক্ষের উপকূলে চণ্ডীতলা একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামটী ক্ষুদ্র হইলেও এখানে ধনী লোকের অভাব নাই। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ললিতমোহন সরকার এই গ্রামেরই অধিবাসী। ললিত বাবু সম্পন্ন-গৃহস্থ। জোত জমি, তেজারতি এবং ধান চাউলের ব্যবসায়েও তাঁহার বিস্তর আয়। নৃপেন্দ্রনাথের মোকদ্দমার দিন তিনি দুই হাজার টাকা লইয়া কাছারিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কাছারি গৃহ এবং তাঁহার প্রাঙ্গণ লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন বাড়ী হইতে নৃপেন্দ্রনাথের ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ আসিয়াছেন, এবং ফৌজদারী আদালতের দুইজন প্রসিদ্ধ উকিলকে তদ্বিরের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। ললিত বাবু তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, যত টাকা লাগে তিনি দিবেন, কিন্তু যে ভাবেই হউক নৃপেন্দ্রনাথকে মুক্ত করা চাই। ললিতবাবুর ন্যায় একজন ধনী মক্কেল এরূপ অনায়াসে মুষ্টির ভিতর আসিবেন ইহা উকিলবাবুদ্বয় পূর্ব্বে কখনও চিন্তা করেন নাই, সুতরাং সুযোগ পাইয়া ধরিয়া বসিলেন—"সে জন্য আপনার ভাবতে হবে না। তবে কিছু এড্‌ভান্স্ দরকার হচ্ছে। আসামীর পক্ষ হইতে আমরা এখনও কিছুই পাইনি।"

ললিত বাবু ১০০৲ হিসাবে পাঁচশত টাকার পাঁচখানা নোট তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি সে জন্য কিছু মাত্র চিন্তা করবেন না। আপনারা যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। টাকা যত লাগে আমি দিব। ফলকথা, আমি নৃপেনবাবুর মুক্তি চাই।"

প্রথমেই বাদীর পক্ষের উকিল যশোহরের জজ মিঃ রায়ের সম্মুখে এই ভাবে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন, গত ১২ই মে তারিখের রাত্রিকালে বাদী ঝিকরগাছা ষ্টেশনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অবশ্য একথা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে বাদী পায়চারী করিতে করিতে স্ত্রীলোকদিগের বিশ্রাম ঘরের সম্মুখে দুই এক বার উপস্থিত হইয়াছিলেন। কোন ভদ্রমহিলা সেই সময় বিশ্রাম গৃহে উপস্থিত ছিলেন, আসামী নৃপেন্দ্রনাথ বসু অযথা লম্পট সন্দেহ করিয়া খুব প্রহার করেন, বলা বাহুল্য এরূপ সন্দেহের কোনই হেতু পাওয়া যায় না। আসামী বাদীকে এরূপ প্রহার করেন যে কিছু সময়ের জন্য বাদীর সংজ্ঞা লোপ হয়, এবং পরে

তাঁহাকে হাস্‌পাতালে প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। আসামী বাদীর দ্বারবান্‌কেও প্রহার করেন। বাদীর পক্ষ হইতে আমি হুজুরের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করি।

তখন প্রথম নম্বরের বাদী, সেই ফিরিঙ্গীর ডাক পড়িল। ফিরিঙ্গী ফরিয়াদীর কাঠগড়ায় উঠিয়া রীতিমত হলপ পড়িবার পর বলিল--

আমার নাম উইলিয়ম ডিকিন্‌সন্, বয়স অনুমান ৪০ বৎসর হইবে। আমি আসামের অন্তর্গত মাটিজুড়ী চা বাগানের ম্যানেজার। গত ১২ই মে তারিখের রাত্রিকালে ঝিকরগাছা ষ্টেশনে আসামী আমাকে ও আমার চাকর রামসিংকে প্রহার করিয়াছে।

হাকিম আসামীর উকিলের প্রতি ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কি বলিবার আছে?"

আসামীর উকিল তখন বলিতে লাগিলেন—"ধর্ম্মাবতার! আসামী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু দুর্গাপুরের এক সমৃদ্ধিশালী জমিদারসন্তান। ইনি নিজ জমিদারী লাকাটিয়া পরিদর্শনের পর গত ১২ই মে তারিখে নিজ গৃহে গমনের উদ্দেশ্যে প্রায় মধ্য রাত্রে ঝিকরগাছা ষ্টেশনে উপস্থিত হন। তখন ষ্টেশনে অপর কেহ ছিল না। ষ্টেশনের বাবুরা অঘোরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ক্ষণপরে স্ত্রীলোকদিগের বিশ্রাম গৃহ হইতে রমণীর কাতর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইলে নৃপেন্দ্রনাথ বাবু সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। দরজায় সাহেবের চাকর দাঁড়াইয়া ছিল, সে বাধা দিতে অগ্রসর হইলে আসামী তাহাকে এক ধাক্কা মারিয়া অগ্রসর হন, এবং গৃহে প্রবেশ করিয়া গবাক্ষ পথাগত জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন—এই দুর্ব্বৃত্ত সাহেব এক অসহায়া রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচারে উদ্যত হইয়াছে। রমণী স্বামিসহ পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে যাইতেছিলেন। খুলনা-মেল হইতে উহাকে নামাইয়া তাহার স্বামী নৌকা দেখিতে গিয়াছিলেন। রমণীর স্বামী ললিতবাবু এই সাহেবকে খুলনা হইতে উঠিতে এবং তাঁহার স্ত্রীর প্রতি কয়েক বার বক্রদৃষ্টি করিতেও দেখিয়াছিলেন। সাহেবের এখানে নামিবার কোন হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। শুধু এই পাপবৃত্তি চরিতার্থ করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক এই অবস্থায় পড়িয়া নৃপেন্দ্রবাবু জ্ঞানহারা হইয়া যান এবং সাহেবকে প্রহার করিয়া তাহার পাপকার্য্যে বাধা দেন। ধর্ম্মাবতার! সতীর সতীত্ব রক্ষা করিয়া নৃপেন্দ্রবাবু ধর্ম্মের কার্য্য করিয়াছেন। আপনি সদ্বিবেচক। উপযুক্ত বিচার করিয়া ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

তখন একে একে সাক্ষীদের তলব পড়িল, প্রথমে রামসিং সাক্ষ্য দিল। মনিবের কথাগুলি সে আবৃত্তি করিল, নূতন কিছু বলিতে পারিল না।

দ্বিতীয় সাক্ষী শ্রীহরিচরণ ভট্টাচার্য্য, নিবাস যশোহরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে। বর্ত্তমানে সামান্য কার্য্যোপলক্ষে যশোহরেই থাকেন। সাক্ষ্যপ্রদানই তাহার পেশা। সাহেবের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ পাইয়া তিনি বলিলেন—ঘটনার দিন ষ্টেশনে আমি উপস্থিত ছিলাম, মাগুরাগ্রাম হইতে সন্ধ্যার পরেই নৌকাযোগে ঘাটে উপস্থিত হই। রাত্রের মেল ধরিবার জন্য আমি ষ্টেশনে বসিয়া ছিলাম। সাহেব ষ্টেশনে প্লাট্‌ফর্‌মের উপর পায়চারী করিতেছিলেন। সাহেবকে সেখান হইতে কোথাও যাইতে বা কোনরূপ অন্যায় কাজ করিতে দেখি নাই। এই সময়ে আসামী হঠাৎ আসিয়া সাহেবকে ইংরাজীতে কি জিজ্ঞাসা করে। সাহেব তাহার উত্তর দেয়। হঠাৎ সাহেবের গলা ধরিয়া ফেলিয়া দেয়, এবং পায়ের জুতা খুলিয়া মারিতে আরম্ভ করে। ধর্ম্মাবতার! আসামী শরীরে অসুরের ন্যায় বল ধারণ করে বলিয়া বোধ হইল। সাহেব তাঁহার সহিত পারিল না।

তৃতীয় সাক্ষী সীতানাথ সেন, বাড়ী ঐ যশোহর জেলাতেই। উপস্থিত বেকার বসিয়া আছে, বাড়ীতে পোষ্য অনেক, বিশেষতঃ নববিবাহিতা স্ত্রীর এসেন্স এবং সুগন্ধি তৈলাদির ফরমাস্ কিছুতেই কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অতি শুভক্ষণে সাহেবের সহিত তাহার দেখা হইল। সাহেব বলিল সে তাহাকে তাহার চা বাগানে চাকুরি দিতে পারে। মিথ্যা সাক্ষ্য ত' ভাল কথা। এমন সুযোগ পাইলে সাহেবের কথায় সীতানাথ মাঘ মাসের সমস্ত রাত্রি একগলা জলে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। যাহা হউক সে দ্বিতীয় সাক্ষীর কথা গুলি আবৃত্তি করিল।

ষ্টেশন মাষ্টার সাক্ষ্য দিলেন—

'আমি রাত্রে off dutyতে বাসায় ঘুমাইয়াছিলাম। ষ্টেশনে গোলমাল শুনিয়া পাহারাওয়ালা আমাকে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া আনে। আমি আসিয়া দেখি সাহেব জেনানা ঘরে মৃতবৎ পড়িয়া আছেন। তখন ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে ষ্টেশনের ভিতর লইয়া আসি এবং বনগাঁ পুলিশে তার করি। আসামী নৃপেন্দ্রনাথ বাবুর অমানুষিক শুশ্রূষাতেই আবার তিনি শীঘ্রই জ্ঞানলাভ করেন।'

যশোহরের ডাক্তার সাক্ষ্য দিলেন—

'বাদী আমার ওখানে নীত হইলে আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম আঘাত বেশ গুরুতরই হইয়াছে, তবে সুচিকিৎসাতে তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করেন।'

এপক্ষ হইতে ললিতবাবুর সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হইল।

সে দিনের মত মোকদ্দমা মুলতুবী রহিল। পরদিন কাছারী বসিতেই জজ-সাহেব আদেশ করিলেন—"ললিতবাবুর স্ত্রীর জবানবন্দীর প্রয়োজন। যে সমস্ত জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে, তাহাতে মোকদ্দমা এখনও পরিস্ফুট হয় নাই। সুতরাং ললিতবাবুর স্ত্রীকে এখানে হাজির করা দরকার।"

আসামীর কাঠগড়ায় এত ক্ষণ নৃপেন্দ্র চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দুই দিন ধরিয়া তিনি কোনই কথা বলেন নাই। প্রকাশ্য বিচারালয়ে ভদ্র গৃহস্থের মহিলাকে হাজির করিতে হইবে, এ কথা শুনিয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণেকের মধ্যে তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। জজসাহেবকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"ধর্ম্মাবতার! আপনি ত' হিন্দু! হিন্দু রমণীর মান মর্য্যাদা আপনি ত' বিলক্ষণ বোঝেন। হিন্দু রমণীকে প্রকাশ্য বিচারালয়ে উপস্থিত করিতে হইবে, এমন কঠোর আদেশ করিবেন না। ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের জবানবন্দীতে আপনি শুনিয়াছেন তিনি জেনানা ঘরে সাহেবকে মৃতবৎ দেখিয়াছেন। আপনি সদ্বিবেচক, ঘটনা কি, এই কথাতেই আপনি সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন। অন্যথা প্রকাশ্য বিচারস্থানে আট দশ জনের সম্মুখে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি বাদী নির্দ্দোষ, তাহাকে মুক্তি দিন। আমি অন্যায়রূপে তাহাকে প্রহার করিয়াছি। যে শাস্তি বিহিত হয় আমাকে দিন।"

নৃপেন্দ্রনাথের অমানুষিক স্বার্থ ত্যাগে, তাঁহার প্রাঞ্জলবক্তৃতায় উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রত্যেকের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল. ললিতবাবুর চক্ষু দিয়া অবিরাম ধারায় অশ্রু গড়াইতে লাগিল। নৃপেন্দ্রনাথের মুক্তির আশা ক্রমেই দূর হইতে দূরান্তরে সরিয়া যাইতেছে বিবেচনা করিয়া তিনি উকিলকে শক্ত করিয়া ধরিলেন, উকিল বাবুও পিছনে হাত বাড়াইয়া ললিতবাবুর নিকট হইতে আরও কিছু টাকা লইয়া হাকিমকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

ধর্ম্মাবতার! আসামী উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক, অত্যন্ত পরোপকারী, সজ্জন। পরের দুঃখ কষ্টে তাঁহার হৃদয় এমনভাবে দ্রবীভূত হয় যে ক্ষণকালের জন্য তাঁহার জ্ঞান লোপ পায়, বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ থাকে না। নিজের জীবনকে বিপদাপন্ন করিয়া পরের দুঃখ মোচন করিতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যুবকের এই উদ্ধতাচরণ অমার্জ্জনীয় নহে। প্রথম বারের জন্য তাঁহার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হয়।

জজ সাহেব নৃপেন্দ্রনাথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যাক্ তুমিই বল, ষ্টেশনে কিরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল।"

নৃপেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন—"ধর্ম্মাবতার! আমার যাহা বক্তব্য তাহা ইতিপূর্ব্বে আমার উকিল বাবুই সমস্ত বিবৃত করিয়াছেন। অধিক আর কিছু বলিবার নাই।"

জজ। তুমি সাহেবকে প্রহার করিলে কেন? নির্ব্বিবাদেই ত' তাহাকে সরাইয়া দিতে পারিতে।

নৃপেন্দ্র। অসম্ভব, পাশব অত্যাচার নীরবে কে সহ্য করিতে পারে? ধর্ম্মাবতার! আপনি ত' হিন্দু। আপনি কি নীরবে এ অত্যাচার সহ্য করিতে পারিতেন? দুর্ব্বৃত্ত নরাধম, জননীর উপর পাশবিক অত্যাচার করিতেছে, সম্মুখে থাকিয়া কোন্ ব্যক্তি নীরবে সহ্য করিবে? এ কাজ যদি কেহ পারে তবে সে নরাকার পশু, পশু অপেক্ষাও অধম। পশুদেরও মান-অপমান জ্ঞান আছে। তাহারাও ইহা নির্ব্বিবাদে সহ্য করিতে পারে না। যদি আমার অপরাধ হইয়া থাকে, আমাকে শাস্তি দিন।"

যে লোকারণ্য কত অনুমান-তর্ক-হাস্যমুখরিত ছিল, তাহা নৃপেন্দ্রনাথের ওজস্বিনী বক্তৃতায় নিস্তব্ধ হইয়া গেল। অনেকের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। জজ-সাহেবের চক্ষু হইতেও এক বিন্দু অশ্রু টেবিলের উপর পড়িল। উপস্থিত সকলে তাঁহাকে দুর্ব্বল ভাবিবে এই মনে করিয়া তিনি শীঘ্রই নিজেকে সামলাইয়া লইলেন।

জজসাহেব ধীরে ধীরে ভগ্ন কণ্ঠস্বরে বলিলেন—"যুবক, তোমার কার্য্য প্রশংসনীয় হইলেও আইনতঃ তুমি দণ্ডনীয়। আমার ইচ্ছা তুমি এই দশজনের সম্মুখে সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

পদাহত বিষধরের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া নৃপেন্দ্রনাথ বলিলেন—

কি বলেন ধর্ম্মাবতার! ক্ষমা ভিক্ষা? কাহার নিকট? যে পাষণ্ড দুরাচার আমার জননীর উপর পাশবিক অত্যাচারে উদ্যত, তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব? ধর্ম্মাবতার! এমন কঠোর আদেশ আমাকে করবেন না। যদি অন্যায় ক'রে থাকি, উচিত দণ্ড গ্রহণে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।"

* * * * * *

সন্ধ্যা ৬টার কিছু পূর্ব্বে জজসাহেব রায় পাঠ করিলেন—সতী রমণীর সতীত্ব-হরণ উদ্যমের জন্য ডিকিন্‌সন্ সাহেবের দুইশত টাকা জরিমানা, এবং সাহেবকে গুরুতর রূপে প্রহার করার অপরাধে নৃপেন্দ্রনাথ বসুর ১৫ দিনের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু বিদ্যাবিনোদ।

শিলচর কায়স্থসভা

গত ২৬শে পৌষ (১০ই জানুয়ারী) সোমবার অপরাহ্ণ ৬॥ ঘটিকার সময় শিলচর "রিডিং এণ্ড্ ড্রামাটিক্ হলে" সুরমাভেলীর কায়স্থবর্গের এক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র সিংহ মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হন। সভার প্রধান উদ্যোক্তা সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস দেব বর্ম্মা এম্-ডি, ডি-এস্সি, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কায়স্থ-জাতির পূর্ব্বগৌরব এবং বর্ত্তমান দুর্গতির বিষয়ে প্রমাণপরম্পরাযুক্ত একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তাহার সারমর্ম্ম এই—(ক) অতি প্রাচীনকালে রাজ্যরক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়বর্ণ অসিজীবী ও লেখনীজীবী (বা মসিজীবী) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। কালক্রমে অমিতপ্রতিভাবান্ চিত্রগুপ্তদেবের সন্তান লেখক-ক্ষত্রিয়গণ, সামরিক ক্ষত্রিয়গণ হইতে কর্ম্মের ভিন্নতাহেতু, কায়স্থনাম প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহাদের ক্ষত্রিয়োচিত বর্ণধর্ম্মের অর্থাৎ শ্রৌতস্মার্ত্ত ধর্ম্মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। বৌদ্ধযুগে পূর্ব্বভারতের কায়স্থ ও বৈশ্যগণ এবং অধিকাংশ ব্রাহ্মণ বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া উপনয়নাদি সংস্কার ত্যাগ করেন। গৌড়ের পালবংশের রাজত্বের অবসানে বৈদিকমতাবলম্বী বর্ম্মবংশ ও সেনবংশের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণেরা প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া পুনরায় উপবীত গ্রহণ করেন। কিন্তু ক্ষত্রশোণিতের প্রাবল্য হেতু কায়স্থগণ ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনে সহসা সম্মত হন নাই। পরে নবদ্বীপের স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন বঙ্গে সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি দৃঢ় করিতে সঙ্কল্প করিয়া কায়স্থগণকে স্বমতে আনয়ন করিতে না পারিয়া তৎকৃত স্মৃতিনিবন্ধে ঘোষণা করিলেন যে ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠগণ উপবীত না থাকায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কলিতে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সবই শূদ্র, সুতরাং সকলেরই মাসাশৌচ পালনীয়! ক্রমে রঘুনন্দনের মত দেশে প্রচলিত হইলে কায়স্থগণও শনৈঃ শনৈঃ তন্মতে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া অশৌচাদি বিষয়ে শূদ্রাচারী হইয়াছেন।

(খ) প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ফিল্ড্ ও ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ এক দত্তকপুত্রঘটিত মোকদ্দমায় মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বাঙ্গলার কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলেও কতিপয় শতাব্দী যাবৎ তাঁহারা নামান্তে 'দাস-দাসী' শব্দ ব্যবহার করেন, বিশেষতঃ দ্বিজাতির প্রধান লক্ষণ উপনয়ন সংস্কার তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছেন, অতএব এক্ষণ তাঁহাদিগকে

শূদ্রই বলিতে হইবে এবং তাঁহাদের শূদ্রাচারে গৃহীত দত্তকও সিদ্ধ বলিতে হইবে। ইদানীং কলিকাতা হাইকোর্টে রুলিং হইয়াছে যে কায়স্থের ঔরসজাত দাসী-পুত্রও তাহার সম্পত্তি পাইবে, কারণ দায়ভাগমতে শূদ্রের বৈধ ও অবৈধ সকল পুত্রই উত্তরাধিকারী হইবে। উপবীত ত্যাগের জন্য কায়স্থজাতির কি দুর্গতি হইয়াছে তদ্বিষয়ে অধিক প্রমাণ অনাবশ্যক।

(গ) পশ্চিম ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বত্রই কায়স্থগণ উপবীতধারী। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ নন্দী ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ পণ্ডিতগণ বঙ্গীয় কায়স্থগণের জাগরণের তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পঞ্চাশ বৎসরে বাঙ্গলার বহু কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। এমত অবস্থায় আমাদের আর উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া নমঃশূদ্র, পাটনী, হাড়ী, ডোম্ পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজের ছোট বড় প্রত্যেক শাখা আজ জাতীয় উন্নতির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এখনও যদি আমরা উদাসীন থাকি তবে হাইকোর্টের নজির মাথা পাতিয়া লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না। অতএব আমি ৪টি প্রস্তাব আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। ১ম প্রস্তাব—হাইকোর্টের নিষ্পত্তির প্রতিবাদ করা হউক। ২য় প্রস্তাব—শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা কায়স্থের স্থান কোথায় এবং সংস্কারের বিধান কি তাহা সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার একজন শাস্ত্রজ্ঞ বিশিষ্ট প্রচারককে আহ্বান করা হউক। ৩য় প্রস্তাব—সমাজের উন্নতিকল্পে পণপ্রথা নিবারণ এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ করা হউক এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন সঙ্গত কিনা তদ্বিষয়ে আলোচনা করা হউক। ৪র্থ প্রস্তাব—সুর্মাভেলির কায়স্থগণের সংস্কার ও উন্নতিকল্পে একটী স্থায়ী সমিতি স্থাপিত হউক।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, গিরিশচন্দ্র দত্ত, অবিনাশ চন্দ্র মিত্র, মুকুন্দলাল ধর এম, এ, বি, এল, লক্ষ্মীকান্ত বক্সী এবং গজেন্দ্রকুমার দত্ত দীনেশ বাবুর প্রস্তাব সকল সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন এবং উপস্থিত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া (সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষমতাযুক্ত) স্থায়ী সমিতি গঠিত হয়:—

শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র সিংহ, মুকুন্দলাল ধর এম, এ, বি, এল, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বি, এ, শরচ্চন্দ্র বক্সী, ডাঃ প্রভাস চন্দ্র দত্ত, অবিনাশচন্দ্র মিত্র, রাজমোহন দত্ত, রাজেন্দ্রকিশোর কর, দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস দেববর্ম্মা, করুণাময় দেব, প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত; গিরিশচন্দ্র দত্ত, গোপালচন্দ্র নাহা, লক্ষ্মীকান্ত বক্সী, মহিমচন্দ্র ঘোষ,

ভূপেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, গজেন্দ্রকুমার দত্ত, রমণীমোহন ভদ্র, রমণীমোহন দে, উমাকান্ত সাধ্য, কিরণময় ঘোষ, বিপিনবিহারী দাসমজুমদার, সৌরেন্দ্রমোহন এন্দ, রণজিৎকুমার বসু, পাঁচকড়ি ভৌমিক, নীরদবসন্ত বসু, সুধীরচন্দ্র মিত্র, চণ্ডীচরণ নাহা, ভূপতিমোহন বসু এবং হেমেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস।

—o—

বসিরহাট কায়স্থ-পরিষদ।

বসিরহাট হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষবর্ম্ম মহাশয় লিখিয়াছেন :—

গত ১৭ পৌষ শনিবার তারিখে জেলা খুলনার সাতক্ষীরা উপবিভাগের অন্তর্গত ভাড়াশিমলা গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবলাল বসু মহাশয়ের বাটীতে বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণগণের চেষ্টায় একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। নলতা, ভাড়াশিমলা ও পার্শ্ববর্ত্তী ৮।১০ খানি গ্রামের বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ ঐ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাপতি নির্ব্বাচনের পরে বিরুদ্ধবাদিগণের মুখপাত্রস্বরূপ পণ্ডিত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী ও অধ্যাপক মাধবদাস সাংখ্যতীর্থ এম, এ মহোদয়দ্বয় সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা 'কায়স্থ' ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত নহে এবং তাহার উপনয়ন সংস্কার শাস্ত্রানুসারে হইতে পারে না বুঝাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। কায়স্থপক্ষ হইতে অগ্নিহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়কে আনিবার চেষ্টা সত্ত্বেও অনিবার্য্য কারণে তিনি আসিতে না পারায় বসিরহাট কায়স্থ-পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেববর্ম্ম বিশ্বাস বি, এল ও উকিল শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্রবর্ম্ম মহাশয়দ্বয় সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিতদ্বয়ের বক্তৃতার পরে শরৎবাবু প্রায় ৩ তিন ঘণ্টা কাল-ব্যাপী বক্তৃতা প্রসঙ্গে নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিতর্কের দ্বারা বিরুদ্ধবাদিগণের আপত্তি খণ্ডন করিয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করেন এবং উপনয়ন সংস্কারের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রবাবু ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা শরৎবাবুর মতের বিশেষভাবে সমর্থন করেন। সভার সভ্যগণ বিরুদ্ধবাদিগণের যুক্তিতর্ক ও প্রমাণাদির অসারতা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করায় হতমান পণ্ডিত দ্বয় বিফলমনোরথ হইয়া কতিপয় ব্রাহ্মণ অঙ্গোপাঙ্গ সহ সভাস্থল ত্যাগ করেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপনয়ন সংস্কারের অধিকার থাকা সপ্রমাণ হইয়াছে, এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উপনয়নের দিন স্থির হইবার পরে সভাপতিকে যথারীতি ধন্যবাদ দিয়া প্রায় রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য সমাধা হয়। ভগবৎকৃপায় শত্রুপক্ষের শতচেষ্টা বিফল হইয়াছে।

উপনয়ন।

(১) কলিকাতায় বৃহৎ উপনয়নকেন্দ্র।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার নেতৃত্বে গত ২২শে পৌষ (৬ই জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার "কায়স্থপত্রিকার" সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটী "লক্ষ্মী-নিবাসে" তাঁহার নিজ ব্যয়ে বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় ২৯জন শিক্ষিত কায়স্থ যুবকে যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। দিনাজপুর মহারাজের দ্বারপণ্ডিত নবদ্বীপনিবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় সদস্য এবং কলিকাতানিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন মহাশয় আচার্য্যপদে ব্রতী হইয়াছিলেন। প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্ম মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচারফলে এই কেন্দ্র সংগঠিত হইয়াছিল। পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত সুরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র বর্ম্ম মহাশয়দ্বয় উপনয়নকালে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকবস্ত্রপরিহিত দণ্ডধারী নবদীক্ষিত ব্রহ্মচারিবৃন্দ "বন্দেপিতরম্ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তম্" মন্ত্রধ্বনি করিতে করিতে লক্ষ্মীনিবাস হইতে যাত্রা করিয়া পল্লীদেবী শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী মাতার শ্রীচরণে প্রণতিপূর্ব্বক বাগবাজারের শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ঘাটে গঙ্গাসলিলে যজ্ঞ বিসর্জ্জনের জন্য গমন করেন। তাহাদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত অগ্নিহোত্রী, প্রচারক মাখন বাবু ও অমৃতবাবু এবং পল্লীর অনেক লোক গঙ্গাতীরে গিয়াছিলেন। যজ্ঞশেষে উদ্যোক্তৃবর্গসহ ব্রহ্মচারিগণের আলোকচিত্র গৃহীত হইয়াছিল। দত্ত-ভবনে সকলে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া সন্ধ্যার সময় স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র-সহ সারাদিন এই উপনয়নযজ্ঞে সেবকরূপে উপস্থিত থাকিয়া উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

উপবীতিগণের নাম ধাম :—রাইপাল (ফরিদপুর)—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গুহ রায়, রাধিকামোহন গুহ রায়, ঘটমাঝি—রামচন্দ্র দাম, জ্ঞানদিয়া—রমণীমোহন বর্ম্মা বি, এ, মণীন্দ্রমোহন নাগ, দত্তকেন্দুয়া—যশোদারঞ্জন বসু মজুমদার, [illegible]পুর—শীতলচন্দ্র বসু (জঙ্গলবাঁধান, যশোহর), মথুরাপুর—শিবপদ সেন, [illegible]পার—প্রমথনাথ রাহুত, নিবারণচন্দ্র রাহুত, বরদাকান্ত দাস, দোলকুণ্ডী—[illegible]কান্ত রাহুত, নিলখী—মনোরঞ্জন নন্দী, দীঘলিয়া-কাশিমপুর—রমেশচন্দ্র কর, [illegible]মোহন দাস, সুধীরকুমার দাস, বাজিতপুর—রমেশচন্দ্র দাস, মণীন্দ্রকুমার

দাস, ক্ষিতীশচন্দ্র দেব, বান্ধবদৌলতপুর—কালীপদ দাস, খাটপাড়া—হরিপদ দেব, কালীপদ দেব, অমূল্যচন্দ্র দাস, ডাঙ্গারপার—ব্রজেন্দ্রকুমার চৌধুরী, সরমঙ্গল—মনোমোহন দাস, খালিয়া—যতীন্দ্রনাথ দেব, মণিরকান্দী—প্রিয়লাল দাস, বিক্রমপুর—অনুকূলচন্দ্র দেব, মালঞ্চ (ঢাকা)—নরেন্দ্রনাথ দাস।

(২) ইদিলপুর কায়স্থসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী মহাশয় জানাইয়াছেন যে ইদিলপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক শাখা নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী মহাশয় গত ২৯শে পৌষ তারিখে যথাশাস্ত্র যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। এই কার্য্যে শ্রীযুক্ত কাশীকান্ত ভট্টাচার্য্য আচার্য্য, শ্রীযুক্ত গোলোকচন্দ্র রশিষ্ঠ তন্ত্রধার এবং নিশিকান্ত কাশ্যপ সদস্যের পদে ব্রতী হইয়াছিলেন।

(৩) বিগত ২রা মাঘ রবিবার প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম মহাশয়ের ভবনে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রচারক মহাশয়ের উদ্যোগে নদীয়া ওসমানপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বিশ্বাস বি, এ, মহাশয় যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য এবং প্রচারক মহাশয় তন্ত্রধারের কার্য্য করিয়াছেন।

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ।

ইদিলপুর হইতে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্ম রায়চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন:—

ইদিলপুর—পট্টিগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন ঘোষবর্ম্ম মহাশয়ের বয়স এখন ৬৮ বৎসর। তিনি খুব উৎসাহের সহিত উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ছয়টী ছেলেকেও উপবীত গ্রহণ করাইয়াছিলেন। উপনয়ন প্রচারের জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। গত ৩রা পৌষ অপরাহ্ণ ১ঘটিকার সময় তাঁহার সুযোগ্য পুত্র নোয়াখালী বারের উকিল ৺উপেন্দ্রমোহন ঘোষবর্ম্মা পরলোক গমন করেন, উপেন্দ্রমোহনের অন্তিম শয্যার নিকটেই চন্দ্রবাবুর স্ত্রী অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং রাত্রিতে দেহত্যাগ করেন। চন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান লালমোহন ঘোষবর্ম্মা কালীঘাট থাকেন, কাজেই চন্দ্রবাবু তথায় যাইয়া ১৫ই পৌষ তারিখে ত্রয়োদশাহে স্ত্রী এবং পুত্রের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এদিকে বাড়ীতে চন্দ্রবাবুর একটী নাতি (ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র) কিছু দান করিয়া দেশের অনেক ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থগণকে ভোজন করাইয়াছেন।

কায়স্থ-পত্রিকা

২৫শ বর্ষ | মাঘ—১৩৩৩ | ১০ম সংখ্যা

অখিল ভারত কায়স্থ মহাসভায় পঠিত
সভাপতির অভিভাষণ।

যাঁহারা মহাসম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের অবগতির জন্য সভাপতি সার্ শঙ্করণ্ণাও মাধব চিতনেভিস্ মহোদয়ের সুচিন্তিত সুলিখিত অভিভাষণের সার কথাগুলি ও তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রকাশ করা হইল।

1. The amelioration of our social condition is so mixed up with our future greatness and prosperity, that we cannot afford to neglect it. However we may try to raise ourselves as a nation, we shall find our efforts quite paralysed, because of the crying defects in our social system. * * Social reform, therefore, is even of more importance to *us* than political reform. Caste and communal conferences may be open to some criticism on the ground of their exclusiveness. * * But we are not perpetuating differences which ought not to be perpetuated. On the contrary we take society as we find it and are doing the work of reform in the way which will make the most fruitful appeal. * * The noblest motive of patriotism being public good, love of one's own community need not necessarily conflict with love of one's own country. Experience has shewn that such organisations are able to draw out and stimulate the dormant passions of those whose love of service commences with their own community and gradually expands, thus becoming richer, larger and all-embracing.

2. We Kayasthas, originally one race and inhabiting the same parts of India, have, by migration, been partitioned by time and space. Although geographically divided we are ethnologically the same. Sectional differences went on accentuating, till one section ceased to recognise the other and the strength which comes of unity was lost. * * Time and circumstances have given rise to long accumulated and crystallized differences in habits of thought, in manners and customs, in language, in points of view, in needs, hopes and aspirations. English education is now acting as a solvent of these accidental accretions and our ranks are being drawn closer.

3. The importance of Kayasthas in the social economy of the nation can on no account be denied; it forms even a part of our mythology. Even regarding the legends of our descent as symbolical, they show the trust reposed in the Kayastha even by the Gods and the high responsibility that rested on him in matters of supreme importance. The Kayasthas have always been the knights of the pen and the power the pen has wielded in every age and clime has uniformly been mighty—mightier than even that of the sword. * * But Kayasthas have not been strangers to the sword. They have wielded the sword as skilfully and ably as the pen. The position of the Kayasthas as soldier-statesmen must, therefore, be very high. * * Turning to the actual field of human labours, we find Kayasthas always in the higher rungs of the ladder. Historically in very remote periods, the Kayasthas were in charge of all essential administrative works, as also the finances of the realm.

4. "By ceaseless change everything subsists," so thought Hiraclitus of old, and European Savants have pinned their faith to this belief in the immutable law of Evolution. Life is synonymous with change and growth; and is the negation of stagnation. To subsist one must move and adjust himself to the changing environments. Success in life depends upon the degree of skill with which you adapt

yourself to the shifting surroundings. Nations that have been unduly rigid in lending themselves to the ever-changing circumstances have gone and perished. Society is a complex organism which in order to live must grow; and that growth in order to be healthy, to be really helpful to progress, must be multiform. * * A nation can not strive to be politically free, and yet be content with industrial serfdom. It cannot seek its political or economic emancipation and also wear the chains of social bondage. If you are seeking political rights and privileges, it equally behoves you to shake off the manacles of social prejudice, ignorance and superstition. * * Society must advance on all lines, if there is to be any stability in the progress achieved. It is no doubt true that there are some elements in our environment which it is not possible to change. Man is the architect of his own future no doubt, but he has to use the stone and mortar as he finds them, he can not make them. He is a free agent to a great extent; but he is also subject to philosophical necessity and cannot control the law of causation. There are these immutable factors in our destiny which no free-will on our part can modify. But there are enough of malleable elements in our environment which we need not despair to conquer. It is these factors in our surroundings which we must either alter or adapt ourselves to, if we want to survive the eternal struggle for existence.

5. Old and unreasonable customs are still holding their sway. As remarked by a great writer, custom is a violent and treacherous school-mistress, who by little and little slyly and unperceived, slips in the foot of her authority, but having by this gentle means and humble beginning by the aid of time, established it, unmasks a furious and tyrannical countenance against which none has the courage nor the power so much as to lift up his eyes. The reformer, in a country like India, has to meet with great difficulty, in making good his standing place. This is a work of years requiring the utmost patience. One great method of advancing reform is

to take advantage of Law, which is a potent power to secure social reform in many directions. * * The second method for accelerating progress of social reform is continuous propaganda.

6. Nothing is more calculated to strengthen the forces of the reform movement than the diffusion of knowledge amongst our fair sex. In fact, it is the best solution of our reform problem and the keynote of all progress. Let then the light of knowledge penetrate the veil of ignorance that hangs over our women folk and most of the evils that are sucking the very life blood of our community, would vanish like mist before the rising sun. * * We may be content to record our view that the days of masculine domination and self aggrandisement are past, and that to vest the power to order the affairs of the nation in the hands of men alone will not conduce to its happiness.

7. I deprecate the denunciation of English and its replacement by the vernaculars as suggested in some quarters. I regard English as our best ally. * * There is no fear of our losing our individuality and our national culture by learning English.

8. Amongst other reforms I must draw attention to the extortionate demands made on marriage of girls—a practice which is every bit as inhuman as enforced widowhood. * * Early marriage, which is now fortunately on the decline, and the unconscionable demands made on marriage of girls are fruitful sources of improvishment. The practice is positively ruinous to the poor middle class.

9. The terrible infant-mortality is a blot on our social system. The problems of growing unemployment and economic distress are quite serious and point out the necessity of increased attention being bestowed to professional and technical education, i. e. to crafts as much as to arts.

10. It cannot be gainsaid that we are Kshatriyas by race, and although circumstances compelled us to wield the pen more perhaps than the sword, the changed conditions now

emphatically require that we should revive our past military spirit and that the youth of our community should take every advantage of the military training that may from time to time be made available to Indians and take their due share in the defence of the country.

11. The question of intermarriage not only between the sub-divisions in each province, but between the various provincial groups is, to my mind, of vital importance to our fusion and unity.

12. Unfortunately the political situation at the moment is as confused as it possibly can be. To build up a secure constitutional structure it is essential that there should first be a secure social foundation and national solidarity. This condition is not fulfilled today. The pervading atmosphere is full of suspicion and jealousy and communal tension has increased throughout the country, and we cannot ignore the fact that the increasing political disorganisation smooths the path for communalism. Politics, rightly understood, is only the preparing ground of the individual for the brotherhood of humanity and thus understood there is no place for petty quarrels and disputes which are so much in evidence in the political work of today. The spirit of the time moves in the direction of democracy, brotherhood, common-wealth and co-operation ; and we, understanding the world-movements, must act wisely.

13. If you have a properly developed sense of duty to your motherland it should be the earnest effort of every one to bend every particle of his energy to bring about a healthy political life that would eventually lead to National Self-Government or Swaraj for the people of India, so that our motherland may be amongst the honoured nations of the world, a country whose people can look the people of other countries in the face, a country whom no other country inside the Empire or outside will think of insulting or injuring with *impunity*.

14. Let no one be under the impression that I do not

wish these qualities to develop in other communities also. The strength of a chain lies in its weakest link, and if India is to progress as a nation and achieve her noble destiny, the weakest community also must be taken along with us.

মর্ম্মানুবাদ।

(১) সমাজ-সংস্কার আমাদের পক্ষে রাজনীতিক সংস্কার অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় নহে কারণ সমাজ সংস্কারের উপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। এইরূপ সভার প্রতি সাম্প্রদায়িকতা আরোপিত হইতে পারে, কিন্তু আমরা কোন নূতন সম্প্রদায় গঠন করিতেছি না, সম্প্রদায় যেমন আছে তাহারই সংস্কার সাধনের চেষ্টা করিতেছি। স্বদেশপ্রীতির সহিত এই স্বজাতিপ্রীতির কোন অবশ্যম্ভাবী বিরোধ নাই। বরং দেখা যায়, বহু লোকের স্বজাতিসেবার আগ্রহ প্রসারলাভ করিয়া দেশপ্রীতি ও বিশ্বমানব-প্রীতিতে পরিণত হয়।

(২) সমুদয় কায়স্থই মূলে এক জাতি এবং পূর্ব্বে এক স্থানেই সকলের বাস ছিল, অধুনা বাসভূমির দূরত্বনিবন্ধন আমরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছি; ভাষা, চিন্তার ধারা, আচার ব্যবহার, আশা আকাঙ্ক্ষা নানা বিষয়েই বহু পার্থক্য সঞ্জাত হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে বহু প্রভেদের সমাধান হইতেছে এবং আমরা পরস্পরের সন্নিহিত হইতে পারিতেছি।

(৩) হিন্দুজাতির সমাজবিধানে কায়স্থজাতির গুরুত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহা আমাদের পুরাতন শাস্ত্রগাথারও এক অংশ। আমাদের জাতির উৎপত্তিকথাকে আলঙ্কারিক ধরিয়া লইলেও তদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে প্রাচীনকালে রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ বিষয়ের দায়িত্ব কায়স্থের উপর অর্পিত হইয়াছিল এবং দেবতারাও তাহার উপর উচ্চ কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কায়স্থগণ চিরকাল লেখনীধারক এবং লেখনী চিরদিন মহাশক্তিশালিনী, অসি হইতেও লেখনী অধিক শক্তি ধারণ করে। পরন্তু কায়স্থগণ অসিচালনে কদাচ অনভ্যস্ত ছিলেন না। লেখনীর ন্যায় অসিচালনেও তাহারা সমান দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই যোদ্ধ-রাষ্ট্রনায়ক কায়স্থজাতির স্থান যে অতি উচ্চ তাহা স্বতঃসিদ্ধ। মানবীয় বিভিন্ন কর্ম্মভূমির প্রতি দৃষ্টি করিলে আমরা কায়স্থগণকে চিরদিনই তাহার উচ্চস্তরে সমাসীন দেখিতে পাই। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে

জানা যায়, দূর অতীতযুগেও রাজ্যের আয়ব্যয়সংক্রান্ত এবং শাসনবিভাগীয় সকল অত্যাবশ্যক কার্য্যের ভার কায়স্থদের উপর ন্যস্ত ছিল।

(৪) প্রতীচ্য দার্শনিক হীরাক্লিটস্ বলিয়াছেন—অবিরাম পরিবর্ত্তনই জাগতিক সকল বস্তুকে ধারণ করে। অধুনা পাশ্চাত্য মনীষিগণ এই ক্রম বিকাশের অলঙ্ঘ্য নিয়মে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ জীবন অর্থ পরিবর্ত্তন ও ক্রমবৃদ্ধি, এক ভাবে স্থিতি তাহার বিপরীত ভাব। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানবকে চারিদিকের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সহিত মিলিয়া চলিতে হইবে। তাহার সহিত মিলিয়া চলিতে যে যে পরিমাণে সমর্থ হয়, সে সেই পরিমাণে জীবনে কৃতকার্য্যতা লাভ করে। যে সকল জাতি অনুচিত রক্ষণশীলতা হেতু পরিবর্ত্তনকে আত্মস্থ করিতে পারে নাই, তাহারা জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। সমাজদেহের গঠন অতীব জটিল।" উহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলেই উহার বৃদ্ধি আবশ্যক এবং সেই বৃদ্ধি স্বাস্থ্যকর ও উন্নতির সহায়ক হইতে হইলে, তাহা সর্ব্বতোমুখী হওয়া আবশ্যক। কোন জাতি রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভে অগ্রণী হইবে অথচ শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে পরজাতির মুখাপেক্ষী থাকিবে; রাজনীতিক ও আর্থনীতিক মুক্তি চাহিবে, অথচ সমাজে দাসত্বশৃঙ্খল পরিয়া থাকিবে ইহা—কদাচ হইতে পারে না। যদি তোমরা রাজনীতিক স্বত্ব ও অধিকার চাও, তবে তোমাদের ইহাও কর্ত্তব্য যে, সমাজ হইতে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের শৃঙ্খল স্খলিত করিবে। উন্নতিকে স্থায়ী করিতে হইলে সমাজকে সকল দিক দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আবার আমাদের সামাজিক জীবনের এমন কোন কোন ধারা আছে, যাহার পরিবর্ত্তন আমরা করিতে পারি না। মানুষ তাহার নিজ ভবিষ্যতের নির্ম্মাতা, ইহা সত্য; কিন্তু সে যে উপকরণ পাইবে, তদ্দ্বারাই তাহাকে গঠনকার্য্য করিতে হইবে, উপকরণকে সে সৃষ্টি করিতে পারে না। তাহার স্বাধীনতা অসীম নহে, বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন ও কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের উপর তাহার হাত নাই। তথাপি আমাদের সমাজে এমন কতকগুলি সমস্যা আছে, যাহার সমাধান করিতে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। অস্তিত্বরক্ষার চিরন্তন সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে তাহার সমাধান আমাদিগকে করিতেই হইবে।

(৫) পুরাতন, যুক্তিহীন বহু প্রথা এখনও সমাজে প্রভুত্ব করিতেছে। প্রথা এক অত্যাচারী শাসক, ইহা আস্তে আস্তে অজ্ঞাতসারে সমাজে প্রবিষ্ট হয়, ক্রমে আধিপত্য বিস্তার করে, এবং একবার দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতে পারিলে নিজের

বিকট মূর্ত্তি ধারণ করে, যাহার বিরুদ্ধে কথা বলিতে বা চক্ষু তুলিয়া চাহিতেও, লোকের সাহস হয় না। ভারতে সমাজ-সংস্কারককে বহু বেগ পাইতে হয়, তথাপি অসাধারণ ধৈর্য্যের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। সমাজ-সংস্কারের এক পন্থা আইনের সহায়তা লওয়া যদ্দ্বারা নানা দিক দিয়া সমাজের বহু সংস্কার করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় পন্থা অবিরাম আন্দোলন ও প্রচার।

(৬) আমাদের নারীজাতির মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার সমাজ সংস্কারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক। বস্তুতঃ ইহাই অভীষ্ট উন্নতির মূলসূত্র। অতএব আপনারা জ্ঞানের আলোকে আমাদের নারীমণ্ডলের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করুন; তাহা হইলেই দেখিবেন, যে সকল অকল্যাণকর প্রথা আমাদের স্বজাতির জীবনকে অসার ও শক্তিহীন করিয়াছে, তাহা সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় অপসৃত হইবে। আমরা আজ স্বচ্ছন্দে এই মত লিপিবদ্ধ করিতে পারি যে পুরুষের অপ্রতিহত প্রভুত্ব ও আত্মসুখসাধননীতির দিন চলিয়া গিয়াছে এবং কেবল পুরুষের হস্তে জাতীয়জীবন নিয়মিত করার ক্ষমতা অর্পণ জাতির সুখবৃদ্ধির অনুকূল নহে।

(৭) যাঁহারা ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রতি দোষারোপ করিতেছেন এবং তৎস্থলে দেশীয় ভাষা প্রবর্ত্তনের কথা বলিতেছেন, তাঁহাদের মত আমি সমীচীন মনে করি না। জাতীয় ঐক্যবললাভের ও সংস্কারের পক্ষে আমি ইংরেজী শিক্ষাকেই আমাদের প্রধান সহায় মনে করি। ইংরেজী শিক্ষা করিলেই আমাদের জাতীয় শিক্ষা ও স্বতন্ত্রতা হারাইব এরূপ ভয়ের কারণ নাই।

(৮) অন্যান্য সংস্কারের মধ্যে পণপ্রথার অত্যাচার দূরীকরণবিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। বিধবাদের সারা জীবন বৈধব্য ভোগ করিতে বাধ্য করা যেমন নিষ্ঠুর প্রথা, পণপ্রথাও সেইরূপ নিষ্ঠুর প্রথা। বাল্যবিবাহ এবং পণপ্রথা আমাদের দরিদ্রতা বৃদ্ধির বিশেষ কারণ। পণপ্রথা মধ্যবিত্তশ্রেণীর সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(৯) ভয়াবহ শিশুমৃত্যু আমাদের সমাজ-পদ্ধতির এক কলঙ্ক। আমাদের জাতির "বেকার" সমস্যা এবং আর্থিক দুরবস্থাও অতি গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রতিকারার্থে জ্ঞানমূলক বিদ্যাশিক্ষার সহিত বিবিধ ব্যবসায় শিক্ষা এবং বিবিধ যন্ত্রশিল্প ও হস্তশিল্প শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করা আমাদের পক্ষে আবশ্যক হইয়াছে।

(১০) আমরা যে ক্ষত্রিয়বর্ণ তদ্বিষয়ে কোন তর্ক চলিতে পারে না। [যদিও অবস্থাধীনে তরবারী হইতে লেখনীচালনা আমরা অধিক করিয়াছি,

তথাপি দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের অতীত সামরিক তেজ পুনরুদ্দীপিত করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। সামরিক শিক্ষার যে কিছু সুযোগ পাওয়া যায়, আমাদের যুবকগণের তাহা গ্রহণ করা এবং দেশরক্ষা কার্য্যে তাহাদের প্রাপ্য অংশ লওয়া কর্ত্তব্য।

(১১) আমাদের একতা ও একজাতিতে পরিণতির জন্য প্রদেশ বিশেষের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আদানপ্রদান প্রচলিত করিলেই যথেষ্ট হইবে না, বিভিন্ন প্রদেশের কায়স্থদের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে।

(১২) দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে দেশের রাজনীতিক অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। একটা নিরাপৎ রাজনীতিক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রথমে তাহার নিরাপৎ সামাজিক ভিত্তি চাই ও জাতিগত ঐক্যপ্রতিষ্ঠা চাই। বর্ত্তমানে তাহা আমাদের নাই। দেশের সর্ব্বত্র কেবল সন্দেহ, ঈর্ষা, জাতিতে জাতিতে বিবাদ বিরাজমান; যার যতই আমাদের ভিতর রাজনীতিক দলাদলি বাড়িতেছে, ততই সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্ধতা মাথা তুলিবার সুযোগ পাইতেছে। যথার্থভাবে বুঝিতে গেলে রাষ্ট্রনীতি সেই ক্ষেত্র যেখানে মানুষ মানবের ভ্রাতৃত্বে যোগদানের শিক্ষালাভ করিবে, সুতরাং তাহাতে নীচ কলহ বিবাদের স্থান নাই; তথাপি আমাদের বর্ত্তমান রাজনীতিক আন্দোলনে তাহাই বিশেষভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। সময়ের হাওয়া প্রজাতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র, মানবের ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতার দিকে বহিতেছে; সুতরাং আমাদিগকে জগতের ভাবপ্রবাহ যথার্থরূপে বুঝিয়া জ্ঞানীর মত কার্য্য করিতে হইবে।

(১৩) যদি স্বদেশের প্রতি যথার্থ কর্ত্তব্যবোধ থাকে, তবে আপনাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য, তাহার প্রত্যেক শক্তিবিন্দু প্রয়োগ করিয়া দেশের একটা স্বাস্থ্যকর রাজনীতিক জীবন গঠন করা—যাহা পরিণামে ভারতবাসীর জন্য স্বরাজ আনয়ন করিবে, যাহাতে আমাদের মাতৃভূমি জগতের সম্মানিত দেশ সকলের মধ্যে গণনীয় হইবে, যে দেশের লোক অপর যে কোন দেশের লোকের মুখের প্রতি সমভাবে চাহিতে পারিবে, যে দেশের অপমান বা অপকার করিবার কল্পনা করিতেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরের বা বাহিরের কোন দেশ সাহস করিবে না।

(১৪) কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে আমি অন্যান্য জাতির মধ্যেও এ সকল গুণের বিকাশ দেখিতে ইচ্ছা করি না। একটী শৃঙ্খলের শক্তি তাহার দুর্ব্বলতম অংশের শক্তির দ্বারা বুঝিতে হয়। ভারতকেও যদি একজাতিরূপে গঠিত হইতে এবং তাহার অভীষ্টগৌরব লাভ করিতে হয়, তবে দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অনুন্নত শ্রেণীকেও (সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল অংশকেও) আমাদের সঙ্গে (সবল করিয়া) লইতে হইবে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার

পণ-প্রথা *

শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু মহাশয় যে প্রস্তাব আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় যে প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা সমর্থন করিতেছি। আমাদের বর্ত্তমান সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর এই বরপণ-প্রথা সমূলে নির্ম্মূলিত না হইলে সমাজ ধ্বংসের পথে যে ভাবে চলিতেছে তাহার তাহাতে আশু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সামাজিকগণের যত রকম দায় আছে ও হইতে পারে তন্মধ্যে বর্ত্তমানের কন্যাদায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সময় থাকিতে চক্ষু না ফুটিলে, আমরা মুখে যত বড়াই করিয়া দেশ উদ্ধার করি না কেন—আমাদের ধ্বংস নিশ্চিত। এই শুক্রবিক্রয়-প্রথা সমাজে যে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা আনয়ন করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কন্যার বিবাহে পণ দিতে গিয়া কত লোকই না সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, কত ব্যক্তিই না ঋণ-দায়ে জড়িত হইয়া কারা বরণ করিতে বাধ্য হইতেছে এবং তদ্ব্যতীত কোন কোন ব্যক্তি এই নির্য্যাতনের অত্যাচারে আত্মঘাতী হইয়া জগতের সকল দায় হইতে আপনাকে চিরমুক্ত করিতেছে। কত সোণার প্রতিমা অগ্নিতে পুড়িয়া ছাই হইতেছে! Congress, Conference যতই হ'ক না কেন, এই সামাজিক ব্যাধি-রূপ রাক্ষস যতদিন না বধ হয় ততদিন বঙ্গে কোন শান্তি নাই। দেশ উদ্ধার, সমাজের উন্নয়ন, জাতির উন্নতি কাহাকে বলে জানি না—প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নয়ন না হইলে দেশের বা সমাজের উন্নতি কিরূপ হয় তাহা আপনারাই অনুমান করুন। বৃদ্ধ পিতামাতা বা অভিভাবকগণ প্রায়ই এ বিষয়ে কঠোর এবং তাঁহাদের বশবর্ত্তী বা আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান কালের যুবকগণ অর্থাৎ দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থলাভিষিক্তগণ এই বিষম বিপদ দেশে প্রচলনের সাহায্য করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাহারা যেমন কোন কোন স্থলে নিন্দনীয় হইয়াও পিতা মাতার বা অভিভাবকগণের অবাধ্যতা করিতে বিরত হ'ন না, এ বিষয়েও তাঁহারা যেন সৎসাহসের সহিত অভিভাবকগণকে নিজমতে আনিতে চেষ্টা করেন এবং অপারগ হইলে অবাধ্যতা

* অখিল ভারত কায়স্থসভার পণ-প্রথা-নিবারণ বিষয়ক (৫ম) প্রস্তাবের সমর্থনে কায়স্থ-পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় যে বক্তৃতা করেন তাহার সারাংশ।

করিয়াও এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজ বিধ্বংসকারিণী পণ-প্রথার উচ্ছেদ-সাধনে যত্নবান্ হন। দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে তাঁহারা এই অবাধ্যতার দরুণ মাত্র অভিভাবকগণের নিকট বর্ত্তমানে কিঞ্চিৎ নিন্দনীয় বা তিরস্কৃত হইলেও বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী সমাজের অজস্র কল্যাণাশীর্ব্বাদের অধিকারী হইবেন—শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন। বিশেষ কথা, দুএকটা আদর্শের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—স্বর্গীয় স্বনামখ্যাত প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ সরকার এম্ এ, মহোদয়—শাঁখা সিঁদুর সাড়ী পরিধৃতা কণ্যাকে গ্রহণ করিয়া নিজ একমাত্র পুত্রের উদ্বাহ ক্রিয়া সমাপন করিয়াছেন। কায়স্থ সভার জনৈক যুবক সভ্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের শ্রীমান নির্ম্মল কৃষ্ণ দেব বিনা পণে বিবাহ করিয়া সভার মান ও সমাজের আদর্শ রক্ষা করিয়াছেন। উভয়ক্ষেত্রেই কন্যাপক্ষীয়গণ কিছু দান করিতে প্রয়াসী হইলেও ইঁহারা আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বিনয় সৌজন্যে সেই যাচিত দান প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এইরূপ আদর্শ দেশের ভাবী উত্তরাধিকারিগণ গ্রহণ করিয়া আমাদের বর্ত্তমান সমাজের দুরপনেয় কলঙ্ক মোচন করুন ইহাই তাঁহাদের নিকট আমার বিশেষ প্রার্থনা। শেষ কথা—দেশে নেতৃত্বের অভাব নাই—অভাব হৃদয়বত্তার—হৃদয়হীন মস্তিষ্ক লইয়া এ দেশের যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সম্ভব তাহা হইয়াছে—কিন্তু হৃদয়হীনতার জন্য যে ক্ষতি হইয়া অবশ্যম্ভাবী তাহাও হইয়াছে। মনুষ্যত্ব কেবল মস্তিষ্ক লইয়া নহে—হৃদয় লইয়া। আমরা এত রকম Boycott করি, কিন্তু সামাজিক Boycott, যেটি পূর্ব্বে আমাদের সমাজে অন্যরূপে ছিল, তাহা কি প্রবর্ত্তিত করা যায় না? দেশীয় সারদাচরণ মিত্রের ন্যায় পুরুষ-সিংহের সংখ্যা যতই অধিক হইবে ততই বাঞ্ছনীয়—যে বিবাহে পণ দেওয়া নেওয়া হইত তিনি সে বিবাহের নিমন্ত্রণ রাখিতেন না এবং যাইতেন না। পুনরায় বলি—আপনারা সকলেই মিলিয়া এই সমাজ-সর্ব্বনাশকর মহা অনর্থ শীঘ্রই সমূলে উৎপাটিত করুন।

"বরপণ ও কন্যাদায়" প্রসঙ্গে।

"কায়স্থ-পত্রিকার" অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "বরপণ ও কন্যাদায়" নামে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধের অভিমত সম্বন্ধে আমার মতামত জানিবার জন্য ঐ পত্রিকাখানি আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত আমি সম্যক্ অনুমোদন করি। প্রবন্ধে লেখকের সূক্ষ্মদর্শিতা, যুক্তিনিপুণতা এবং ভাষার হৃদয়গ্রাহিতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনুবচনের যে পাঠ তিনি দিয়াছেন তাহাই সমীচীন। যদি "ত্র্যষ্টবর্ষ" রাখা যায় তাহা হইলে দ্ব্যষ্টবর্ষই সঙ্গতত্তর। আর "অপি" শব্দ দ্বারা বুঝিতে হইবে যে রজোদর্শন হইলেই বিবাহ দিবে, রজোদর্শনের পূর্ব্বে বিবাহ দিবে না; তবে দিতে পারে যদি সর্ব্বাংশে অতি গুণবান্ কোন বর হঠাৎ মিলিয়া যায়। আর রজোবতী হওয়ার পরেও উপযুক্ত বর না মিলিলে বিবাহ বরং দিবেই না। এতদ্ দ্বারা মনুর অভিপ্রায় ইহাই জানা যায় যে রজঃ না হইলে বিবাহ হইবে না, ইহাই সাধারণ নিয়ম। রজোদর্শনের পরে তিন বৎসর মধ্যে যদি বিবাহ না ঘটে তবে কন্যা স্বয়ম্বরা হইতে পারেন—ইহাও মনু বলিয়াছেন। এই সকল কথার বিস্তৃত আলোচনা খুব সময়োপযোগী হইয়াছে। সোম, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নির ভোগের পরে (সমুদয় নারীলক্ষণ বিকাশ প্রাপ্ত হইলে) মনুষ্যপতি বিবাহ করিবে, তাহার পূর্ব্বে নহে—এ বিষয়ে যে প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাও অকাট্য যুক্ত। রামায়ণেও সীতা বলিয়াছেন—"পিতা যখন আমার দেহ স্ত্রীব্যঞ্জন প্রস্ফুটিত দেখিলেন, তখন তিনি আমাকে বিবাহ দিবার জন্য চিন্তাযুক্ত হইলেন।" স্ত্রীব্যঞ্জন ও রজোদর্শন—এই দুইটীই বিবাহের অবস্থা, ইহার পূর্ব্বে বিবাহ দিবার বিধান নাই। গৃহ্যসূত্রোক্ত চতুর্থীহোমের প্রমাণও অখণ্ডনীয়। রঘুবংশে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরবর্ণনা অংশের টীকায় মল্লিনাথও এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে বিবাহের পর ৩ দিন ব্রহ্মচর্য্য করিয়া চতুর্থ রাত্রিতে বর পত্নীসহবাস করিবে। এতাবৎ সমুদয় প্রমাণই বিবাহযোগ্যা কন্যার যৌবন বিজ্ঞাপিত করিতেছে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে লেখকের মতে মত দিতেছি। ইহা যথাশাস্ত্র সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত যথাযথ হিন্দুসমাজ অনুসরণ করিলে কন্যাদায়ের দুশ্চিন্তা এবং তৎসঙ্গে বরপণের কঠোরতাও হ্রাস হইতে পারে। এই গুরুতর বিষয়ের প্রতি প্রবন্ধলেখক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র

বসুবর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া খুব ভাল কায করিয়াছেন। আমি মনে করি এই প্রবন্ধ অন্য যে কোন প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইলেও তাহার গৌরব বৃদ্ধি হইত। অন্যান্য পত্রিকায় এ বিষয়ে আলোচনা করা উচিত। আমার বিশ্বাস মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও নারীলক্ষণ প্রাপ্তা প্রাপ্তরজসা কন্যার বিবাহ দেওয়াই হিন্দু সমাজের নিয়ম ছিল, পরে বিশেষ প্রয়োজনে নূতন নূতন বচন রচিত এবং বর্ত্তমান সামাজিক প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রী কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী বিদ্যারত্ন, এম্, এ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুদর্শনের অধ্যাপক।

বিবাহে কন্যার বয়স।

(অবতরণিকা।)

"কায়স্থ-পত্রিকার" গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রথমেই সভার সহকারী সম্পাদক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের লিখিত "বরপণ ও কন্যাদায়" শীর্ষক একটি প্রস্তাব ছাপা হইয়াছে। প্রস্তাবটি ক্ষুদ্রকায়া পত্রিকার কেবলমাত্র এগারো খানি পাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও উহার ভিতর আমাদের পড়িবার, শিখিবার এবং ভাবিবার অনেক কথা আছে। পণপ্রথার মূলে নারীজাতির ঘৃণ্য অবমাননা দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় অতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছেন এবং সমাজের সর্ব্বনাশকর এবং আমাদের মনুষ্যত্বের হেয়ত্ব প্রতিপাদক এই অবমাননার কারণ স্বরূপ বরপণ সমাজ হইতে দূরীভূত করিবার শুভ উদ্দেশ্য লইয়া তিনি এই প্রস্তাব পত্রস্থ করিয়াছেন। এই বিষময় সর্ব্বনাশকর অবমাননা কেবল কায়স্থ জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, ম্যালেরিয়া, কালা আজর, যক্ষ্মা এবং কুষ্ঠাদি রোগের ভয়াবহ বীজাণুর মত উহা সত্যতাভিমানী সমগ্র ভারতখণ্ডকেই অভিভূত করিয়া তুলিয়াছে। ধর্ম্ম এবং সমাজ রক্ষক নারায়ণ সহৃদয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের উদ্দেশ্য সফল করুন, আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি।

প্রত্যেক মনুষ্যই নারীর পুত্র, সুতরাং নারীর অবমাননা পুরুষের পক্ষে মা'র অবমাননা ত বটেই, তাহার উপর আত্মাবমাননাও বটে। অথচ, বরের পিতা মাতা নিজেরা পুরুষ এবং নারী হইয়াও কেমন করিয়া যে সেই মাতৃস্বরূপা

নারীর অবমাননা এবং নিগ্রহ করেন, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। তবে, লোভ রিপুর উত্তেজনায়, কৃত্রিম সম্মান লালসায়, এবং তামসিক মোহের আকর্ষণে অভিভূত হইয়া, তাঁহারা একেবারে অন্ধ হইয়া পড়েন সন্দেহ নাই ; এই অন্ধতার জন্যই তাঁহারা স্বকীয় কার্য্যের দোষ দেখিতে পান না। নীতিশাস্ত্রকার সত্যই বলিয়াছেন, "স্বার্থী দোষং ন পশ্যতি।"

বরপণ-নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণে কোনরূপ সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে আজ আমরা এই প্রস্তাব লিখিতেছি না। আমাদের হিন্দু সমাজের রীতিনীতির মূলস্বরূপ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে আর্য্য অথবা দ্বিজবালিকাগণের বিবাহের কিরূপ বয়স নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য। কালের চক্রে, নানাবিধ কারণপরম্পরার ফলে, আমাদের সমাজে গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কন্যার বিবাহোপযোগী বয়স-সম্বন্ধে অত্যাশ্চর্য্য-জনক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। আমাদের বাল্যাবস্থায়, অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, সমাজে বারো বৎসর বয়সের অবিবাহিতা বালিকার দেখা পাওয়া দুর্লভ ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজে ঐরূপ বালিকা থাকার কথা আমরা শুনিতাম মাত্র। বাঙ্গালীর সমাজে অনূঢ়া যুবতীর অভাববশতঃ মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহার কথাগ্রন্থের নায়িকান্বেষণে কখনও রাজপুতসমাজে, কখনও মুসলমান বাদসাহের হারেমে, কখনও বা সাগরতীরস্থিত নিবিড়বনাচ্ছাদিত নির্জ্জন কাপালিকাশ্রমে ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে তাঁহাকে হিন্দুসমাজের বালা অথবা যুবতী বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্যচ্যুত করাইয়া বিষম পাতক অর্জ্জন করিতে এবং তাহার সহিত সমাজে দুর্নীতির বিষ প্রবিষ্ট করাইতে হইয়াছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে নারীর পক্ষে স্বামিসহবাসের নিম্নতম বয়স দশ বৎসর নির্দ্দিষ্ট ছিল। দশ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা বালিকা স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিলে স্বামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস অথবা দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইত (১)। কলিকাতা নগরে হরি মাইতি নামক একটি উড়িয়া যুবক তাহার এগারো বৎসর বয়সের স্ত্রীর সহিত সহবাস করে এবং তাহার ফলে উক্ত অভাগিনী বালিকার মৃত্যু

(১) দণ্ডবিধির ৩৭৫ এবং ৩৭৬ ধারা। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ আইনে এই ধারা সংশোধিত হইয়া সহবাসযোগ্য বয়স দশ বৎসরের স্থানে বারো বৎসর হইয়াছিল।

হয়। ঐ বালিকার বয়স দশ বৎসরের অধিক (এগারো) ছিল বলিয়া উহার স্বামী পূর্ব্বোক্ত গুরুতর অপরাধে দোষী হইতে পারে নাই, কিন্তু সাধারণ আঘাত করার অপরাধে লঘুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। এই ঘটনায় কতকগুলি সহৃদয়ব্যক্তির মনে অত্যন্ত আঘাত লাগে এবং তাঁহারা সহবাসের সম্মতি দানের বয়স বাড়াইবার জন্য আন্দোলন করেন। ঐ আন্দোলনের ফলে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন বড়লাটের আইন বিভাগের অধ্যক্ষ সার এণ্ড্রু স্কোবল্ ঐ বয়স দশ বৎসরের স্থানে বারো বৎসর করিবার জন্য এক বিল উপস্থাপিত করেন। উক্ত Age of Consent Bill অথবা "সহবাসসম্মতি বিল" গেজেটে প্রকাশিত হইলে, হিন্দু সমাজের কর্ত্তারা "গেল ধর্ম্ম গেল মান" ইত্যাকার রব তুলিয়া যে ভয়ঙ্কর আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিলে এখনও আমাদের মনে নানা ভাবের উদয় হয়। বারো বৎসর অপেক্ষা অল্পবয়স্কা বিবাহিতা বালিকা রজোদর্শন করিলে, স্বামী মহাশয় যে ঐ আইনের বাধায় পড়িয়া বেদ-সম্মত "গর্ভাধান" সংস্কার করিতে পারিবেন না, এই ধুয়া ধরিয়া ধর্ম্মরক্ষার অজুহাতে সমাজের কর্ত্তারা কোমর বাঁধিয়া যে হৈ চৈ বাধাইয়াছিলেন, তাহা আমাদের এই দেশেই সম্ভব বটে। "বঙ্গবাসী" কাগজ সেই হুজুকে রিম রিম বিক্রয় হইতে লাগিল, "অমৃতবাজার" সেই হিড়িকে সাপ্তাহিক শ্রেণী হইতে দৈনিকের শ্রেণীতে প্রমোশন পাইলেন ; এবং যতদূর মনে পড়ে, এই আন্দোলনের হুজুকে পড়িয়া, 'বঙ্গবাসী" একটি প্রস্তাব লেখেন, যাহার জন্য উহার স্বত্বাধিকারী ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুজ, সম্পাদক ৺কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ ও মুদ্রাকর বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বপ্রথম রাজদ্রোহসূচক দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারার মোকদ্দমার আসামী হইয়া হাইকোর্টের বিচারাধীন হইয়াছিলেন। সেই সময় গড়েরমাঠে হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক, পালক এবং অভিভাবকগণের যে জনসংমর্দ্দ দেখিয়াছিলাম, তাহা জীবনে ভুলিবার নয়। তাহার পর বৎসরে, অর্থাৎ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ঐ বিল পাশ হইয়া যেমন আইন হইল, অমনি সব চুপ হইয়া গেল।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ ৺কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী নরনারীর (জাতি বর্ণের বাধা দূরীকৃত করত) বিবাহের আইন প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে দেশের বড় বড় ডাক্তারগণের নিকটে "ভারতীয় বালিকাগণের পক্ষে কত অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে ?" এই প্রশ্ন পাঠাইয়াছিলেন এবং ডাক্তারগণের মধ্যে একজন ভিন্ন আর সকলেই "ষোল বৎসরের কমে কোন ভারতীয়

বালিকার বিবাহ দেওয়া উচিত নহে” মত প্রকাশ করিলেও সুবিজ্ঞ কেশব বাবু অবশেষে উক্ত আইনে (১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনে) বালিকাদের বিবাহের নিম্নতম বয়স চৌদ্দ বৎসর নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন ; যেহেতু তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, উহার অধিক বয়স নির্দ্দেশ করিলে সেকালের উন্নতিশীল ব্রাহ্ম পিতামাতাও সে নিয়ম মানিয়া চলিতে পারিবেন না।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজেও চৌদ্দ বৎসরের অধিকবয়স্কা বালিকাকে অবিবাহিতা রাখিবার ভরসা ছিল না, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজের কর্ত্তৃপক্ষেরা বারো বৎসরের মেয়ের ঋতু রক্ষা না করিতে পারিলে ধর্ম্ম রসাতলে গেল এবং ঊর্দ্ধতন চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হইলেন ভাবিয়া অভূতপূর্ব্ব আন্দোলন তুলিয়াছিলেন, আর এই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সেই সমাজের কি অবস্থা ? ব্রাহ্মসমাজের কথা দূরে থাকুক, আঠারো বা বিশ আনা গোঁড়া বলিয়া যাঁহারা স্পর্দ্ধা করেন, তেমন হিন্দু পরিবারেও ষোড়শী সপ্তদশী হইতে অধিকতরবয়স্কা অবিবাহিতা বালা অথবা যুবতীর অভাব নাই। ‘ষোল বৎসর অপেক্ষা অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে,’ এরূপ মনোভাব বর্ত্তমান সময়ের সুশিক্ষিত এবং সুসভ্য কোন পিতামাতার আছে কি না সন্দেহ। “বিদ্যাসুন্দরের” নায়িকা বিদ্যার বয়স “বৎসর পোনর ষোল” হইয়াছিল বলিয়াই কবি ভারতচন্দ্র আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন, আর আজকাল এই কলিকাতা মহানগরীর কত শত নিষ্ঠাবান্ কুলীন মৌলিক ভদ্রপরিবারে, সেকালের সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দ্রৌপদী এবং দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শ আর্য্য ললনার মত, কত অনূঢ়া বালা রহিয়াছেন, যাঁহাদিগের সম্বন্ধে প্রাচীন কবি রাজা কুমারদাসের কুমারী সীতাদেবীর এই বর্ণনা সুন্দর ভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে, যথা : —

“কৃষ্ট্বা নিতান্তং কৃশবৃত্তিমধ্যং
মাস্মচ্ছিলিচ্ছেদণিরিতি প্রচিন্ত্য।
গুর্বী তদুরুদ্বয়শাতকৌম্ভ-
স্তম্ভদ্বয়েনেব ধৃতা বিধাত্রা ॥৮॥
‘স্তনৌ নু কুম্ভপ্রতিমৌ সুদত্যা
নিঃশেষবক্ষস্তটবদ্ধবিম্বৌ।
পিণ্ডৌ ন পীনৌ নবযৌবনস্য
ন্যস্তৌ শরীরাদতিরিক্তবন্তৌ ॥১০॥”
জানকীহরণে, সপ্তম সর্গ। (২)

(২) কেহ কেহ অদ্যাপি বলিয়া থাকেন, সীতাদেবী যখন ছয় বছরের খুকী, তখন তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। মহাকবি বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি অথবা কুমারদাস কেহই উক্তরূপ মত সমর্থন করেন না।

সময়ের গুণে, হিন্দু সমাজে, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বৈধবিবাহ চালাইবার আইন দেশবাসীর অনুমোদিত এবং রাজদ্বারে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ডাঃ হরিসিংহ গৌড় (ব্যারিষ্টার) সাহেবের বিল প্রথমে নিষ্ফল হইলেও অবশেষে শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পেটেলের বিল সফল হইয়াছে এবং এই নূতন আইনের বিধানে কয়েকটি বিবাহও হইয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনের বিধানমত এরূপ বিবাহার্থী বরকন্যাকে আর এখন “আমি হিন্দু নহি, মুসলমান নহি, বৌদ্ধ নহি, জৈন নহি, শিখ নহি, খৃষ্টান নহি, য়িহুদী নহি” ইত্যাকার প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিতে হয় না। নূতন আইনের অনুগ্রহে এখন পুরা দস্তুর “হিন্দু” বলিয়া পরিচিত ব্রাহ্মণবর্ণের বর ক্ষত্রিয় অথবা কায়স্থ কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেছেন, এবং তদ্রূপ ক্ষত্রিয় অথবা কায়স্থ বর ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিতেছেন। প্রাচীন স্মৃতির অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের বাধার আর কোনই বালাই নাই। সম্প্রতি সার ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিসিংহ গৌড়জী বালিকার সহবাসসম্মতির বয়স ষোল বৎসর করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিল রচনা করিয়াছেন এবং আগামী ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে উহা উপস্থাপিত করিবেন। মাননীয় পারিষদবর্গের অধিকাংশের ভোটের বলে যদি উহা দেশের আইনস্বরূপ বিধিবদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে স্মার্ত্ত পণ্ডিতমহাশয়দিগের “গৌরী”, ‘রোহিণী” এবং ‘কন্যা”রা কেবলমাত্র পুরাতন পুথিতেই আবদ্ধ থাকিয়া যাদুঘরে রক্ষিত অধুনালুপ্ত অথচ অতীতযুগে বিদ্যমান জন্তুবিশেষের অস্থিপঞ্জরের মত গবেষণানিযুক্ত ছাত্রের অনুসন্ধানের এবং সাধারণের পক্ষে কৌতূহল উদ্দীপনের উপাদান হইয়া থাকিবে। সম্প্রতি বড়দিন এবং নববর্ষের অবকাশ উপলক্ষে পুণা নগরীতে ভারতীয় মহিলাগণের যে মহাসমিতি বসিয়াছিল, তাহাতেও দেশের নানা স্থান হইতে সমাগত এবং সম্মিলিত সুশিক্ষিত নারীগণ একমত হইয়া ডাক্তার গৌড় সাহেবের প্রণীত বিলের সমর্থন করত এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের আশা আছে যে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের স্থিরধী পারিষদবর্গ মহিলাবর্গের অনুরোধ রক্ষা করত প্রাচীন সভ্যতার মানরক্ষা এবং সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিবেন।

যদি আমাদের এই আশা ফলবতী হয়, তাহা হইলে প্রাপ্তরজসা কোন বালা অবিবাহিত অবস্থায় থাকার জন্য তাহার পিতামাতাকে দোষী অথবা লজ্জিত করিবার আর কোন উপায় থাকিবে না। তবে ঐ আইন বলবৎ হইলে, বরপক্ষের যে কিছুমাত্র খর্ব্বতা হইবে, সে আশা আমাদের নাই। কন্যার বিবাহের

বয়স বাড়ানর সঙ্গে বরপণ কমিবার কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। এরূপ অবস্থায়, "বিবাহে কন্যার বয়স" সম্বন্ধে শাস্ত্রের মত অথবা অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা এবং তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান বর্ত্তমান সময়ে অনেকটা শুধু "শাস্ত্রীয় বিচার" অথবা "Academical discussion" হইয়া পড়িয়াছে। তত্রাচ সুপণ্ডিত এবং ভূয়োদর্শী শ্রীযুক্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয় যে লিখিয়াছেন, "ঋতুর পূর্ব্বে কন্যা পাত্রস্থা করিতে অসমর্থ হইয়া কেহ কেহ ঋতুমতী কন্যাই পাত্রস্থা করিতেছেন, ইহা সত্য; কিন্তু কন্যা ঋতুমতী হইয়াছে এ কথা বলিবার সাহস তাঁহাদের নাই, কন্যার বয়স গোপন করিতে যাইয়া তাঁহারা মিথ্যা কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। কন্যা গৃহে রজোবতী হইলে মাতা কাঁদিয়া আকুল হন, লোকে না জানিতে তাহাকে অবিলম্বে পাত্রস্থা করিয়া দায়মুক্ত হইতে মাতা পিতা উভয়েই ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তখন পাত্রাপাত্র বিচার ক্ষমতাও তাঁহাদের থাকে না"—তাহার যাথার্থ্য আমরাও নিরন্তর লক্ষ্য করিতেছি। সেই জন্য, সমাজের সুশিক্ষিত নরনারীগণের নিকটে আর্য্য শাস্ত্র এবং সদাচারের অনুমোদিত "বিবাহে কন্যার বয়স" কত, তাহার নির্দ্দেশ করার জন্য চেষ্টা করা উচিত বোধ করিতেছি, এবং সেই উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান প্রস্তাব পত্রস্থ করিতেছি।

আমরা গত ১৩১৯ সালের চৈত্রমাস হইতে ফরিদপুরের স্বর্গত শ্রদ্ধেয় কালী প্রসন্ন সরকার মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত "আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা" নাম্নী মাসিক পত্রিকায় "বিবাহে কন্যার বয়স" শীর্ষক একটি প্রস্তাব বাহির করিতে আরম্ভ করি এবং উক্ত প্রস্তাবটি তিন দফায় (১৩২০ সনের শ্রাবণ মাসে দ্বিতীয় প্রস্তাব এবং ঐ সনের কার্ত্তিক মাসে তৃতীয় প্রস্তাব) সমাপ্ত হয়। উক্ত প্রস্তাবে শ্রুতি, গৃহ্যসূত্র, স্মৃতি, পুরাণ, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের "উদ্বাহতত্ত্ব" এবং অন্যান্য নিবন্ধ গ্রন্থ, আয়ুর্ব্বেদ কাব্য, ইতিহাস এবং বিদেশী ডাক্তারী মত ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছিলাম। ঐ প্রস্তাবগুলি হইতেই উপাদান সংগ্রহ করত আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাব প্রস্তুত করিতেছি। শ্রীযুক্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয় যেরূপ অল্পকথায় এবং সংক্ষেপে এই গভীরতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, আমাদের দ্বারা সেরূপ হইবার আশা নাই। সেইজন্য, আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে সুধী পাঠকবর্গ, বর্ত্তমান প্রবন্ধটিকে আমাদের প্রস্তাবের অবতরণিকাস্বরূপে গ্রহণ করেন। আগামী মাসে আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

বসন্ত আগমনে।

এস বসন্ত, এস ঋতুরাণি, এস নবীনপ্রবীণবাঞ্ছে, শীতশীর্ণাধরা ধরণীকে হাস্যারুণরাগে উদ্ভাসিত করিবে, এস। তোমাকেই বরণ করিবার আশা হৃদয়ে লইয়া ধরিত্রী প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের অগ্নিদাহন, বর্ষার ভীম জলপ্লাবন, দিগন্তব্যাপী ঘনঘটার রোষবহ্নি, দন্তোলিনিপীড়ন এবং দীর্ঘ হিমযন্ত্রণা নীরবে বক্ষ পাতিয়া সহ্য করিয়া করুণনেত্রে দিবসের পর দিবস চাহিয়াছিল।

এক্ষণে তোমার শুভাগমন সন্নিকট বুঝিয়া শিশিরানন্দাশ্রু বিকীর্ণ করিতেছে। তোমারই আগমনবার্ত্তা গন্ধবহ মন্দানিল প্রতি পুষ্পে জ্ঞাপন করিয়া রজতবিন্দু-শিশিরভরে লতিকাশির দোলাইয়া প্রফুল্ল অন্তঃকরণে ছুটিয়াছে। বালারুণ তোমারই আগমনাকাঙ্ক্ষায় ব্যগ্র হইয়া প্রত্যহই পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনাপেক্ষা পূর্ব্বে উদয়শিখরশীর্ষে, তোমার দর্শনলাভের আহ্লাদআবিরে ভূষিত হইয়া আসিয়া দাঁড়াইতেছে; আবার সারাদিন তোমাকেই ভাবিয়া ভাবিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনাপেক্ষা বিলম্বে ধূলিধূসরিত সান্ধ্য প্রকৃতির মৌন নিস্তব্ধতার বক্ষে রক্তকিরণ মোক্ষণ করিয়া, সায়াহ্নে অস্তগিরিশিখরে আশ্রয় লইতেছে। সরসিসলিল, স্রোতস্বতী সকলেই মলয়হিল্লোলস্পর্শে তুমি আসিতেছ বুঝিয়া বিপুল পুলকে মৃদু তরঙ্গ-ভঙ্গে কূলে কূলে, ঘাটে ঘাটে, কুলু কুলু নিনাদে সেই আনন্দবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছে। সারা বিশ্বের সাধনার ধন তুমি, তাই সারা দেশ দীর্ঘ নিদাঘ-প্লাবন-হিমক্লিষ্ট, জীর্ণ শীর্ণ স্থাবরজঙ্গমের উন্মুখ ব্যগ্রতা লইয়া, মরণের বুকে জীবন পাইবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া, তোমারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, তুমি এস!

এস হে চিরযৌবনে, তুমি তোমার জোছনা-রথে সমীরভরে এস! তোমার প্রতিপদবিক্ষেপে নূপুর-নিক্কণের তালে তালে একটী একটী করিয়া কুসুম নয়নোন্মীলিত করিবে, একটি একটি করিয়া তারকা ফুটিয়া উঠিবে। তোমার স্বর্ণজ্যোতিতে মৃতকল্প কানন বন পুনর্জীবিত হইয়া অত্যুজ্জ্বল শোভা ধারণ করিবে, কুজ্ঝটিকাহীন অম্বরতল কোটি কোটি নক্ষত্রখচিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইবে, তোমার প্রদত্ত শ্যামল বসনে ধরিত্রীর সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত হইবে, প্রস্ফুটিত-কুসুম-নিলয় কুঞ্জসমুদয় মধু আহরণে উৎফুল্ল মধুপকুলের গুণ গুণ ঝঙ্কারে, বিহঙ্গকুলের বহুস্বরমিশ্রিত আনন্দ কোলাহলে ভরিয়া যাইবে, হীনপত্র জীর্ণকাণ্ডসার বৃক্ষরাজি নবপল্লবে শোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে, অভাব-দুশ্চিন্তা-

ক্লিষ্ট, শোক-তাপ-বিরহদগ্ধ নরনারীকুল কুসুমপরিমলবাহী তোমার সান্ধ্যসমীরণ স্পর্শে সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া প্রফুল্ল হইবে, তোমার আগমনে মুকুলচূড়া-শোভিত আম্রশাখের দোদোল-দোল দর্শনে তাপিতের প্রাণে আশার সঞ্চার হইবে, নীরস কঠোর প্রস্তরবক্ষে শান্তির ধারা প্রবাহিত হইবে।

এস হে পিকরাজ, এস লোহিত-নয়ন, তুমিও তোমার চিরসহচর বসন্তের সঙ্গে এস, তুমি এসে যৌবনচঞ্চল মনের কোণে আগুণ ধরাইয়া দাও, শারদ-প্রাতের বাঁশরীগাননিন্দিত তোমার কাকলি-ঝঙ্কারে গগন-পবন-স্থাবর-জঙ্গম মুখরিত করিয়া তোল। কোন্ সুদূরের ঊর্ম্মিউছল সিন্ধুতীরে তোমার ঘর, তা কে জানে। কত শোভা সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন তাহা কি করিয়া বুঝিব? সঙ্গে করিয়া যাহা তুমি লইয়া আইস, তাহারই সৌন্দর্য্য-প্রাচুর্য্যে বিমোহিত হইয়া নির্নিমেষ নয়নে তোমায় অবলোকন করি—না না, তোমার স্বরলহরী যে ঘন পত্ররাজি ভেদ করিয়া নির্গত হয়, তাহারই পানে চাহিয়া থাকি, তোমাকে আমরা দেখিতে পাই না, অশরীরী তুমি, সঙ্গীত মাত্র তুমি, তোমার কূজন ভুবন ভরিয়া অনন্তে মিলিয়া যায়। অহো, এমন করিয়া, বিশ্বের তাপিত বুক শীতল করিয়া, আমি কবে অনন্তে মিলাইয়া যাইতে পারিব? সে দিন কত যুগ যুগান্তর, জন্ম জন্মান্তরে হইবে জানি না। নরনারীগণ সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতে, এমন ভাবে অনন্তে মিলাইতে, তোমার নিকট শিক্ষা করুক।

এস বসন্ত সহচর, মৃদুমন্দ মলয়ানিল, তুমিও এস, তোমার শীতল, কোমল, উদ্দীপনপূর্ণ হিল্লোলস্পর্শে তাপিত জীবকুলের দেহে মনে আনন্দের মোহন উন্মাদনা আনিয়া দাও—জড়ত্বে জীবত্ব সঞ্চার কর—পুরাতনে নবীনতা আনিয়া দাও,—নীরস আজ সরস হউক—জীবন্মৃত নবজাগরণের সাড়া পাইয়া নবজীবন লাভ করুক।

আবার ডাকি, এস বসন্ত, তোমার কণকহস্ত বুলাইয়া জীবের সকল অশান্তি, সকল দুঃখ, সকল বেদনা দূরীভূত করিয়া হৃদয় মন সুখশান্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া দাও। ব্যাকুলপরাণে ভাবিয়া মরি কেন তুমি চিরকাল এদেশে অবস্থান কর না, এ দেশের কি অপরাধ? না, না, কেমন করিয়া তুমি এই হতভাগ্য দেশে চিরকাল অবস্থান করিবে? পাপতাপকলুষিত এ দেশের বুকে অধিক দিন কেমন করিয়া তুমি থাকিবে? এদেশের হিংসাদ্বেষ তোমার মধুর মলয়হিল্লোলকে ভীষণ ঝড়ের আকার ধারণ করায়, তোমার নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়াকে দারুণ গ্রীষ্মে পরিণত করে, আতঙ্কে ও ঘৃণায় প্রেম-ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিনয়ের কুসুমগুলি শুকাইয়া

নীরবে ঝরিয়া পড়ে, কলহচীৎকারে মাধবী রজনীর পাপিয়া তানের অমিয় ঝঙ্কারও বিষাক্ত হইয়া উঠে, হৃদয়াকাশে ঘনকৃষ্ণ সন্দেহমেঘ ও ভ্রাতৃবিরোধবুদ্ধি উদিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞানসূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়া অজ্ঞানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

যেখানে ভ্রাতা ভ্রাতাকে হিংসা করে, বড় ছোটকে দলন করে, মানুষ মানুষকে অবজ্ঞা করে, পুরুষ নারীকে বঞ্চনা করে, যে দেশে কুলনারী ধর্ষিতা হয়, দেবতামূর্ত্তি লাঞ্ছিতা হয়, তথায় তুমি চিরদিন কিরূপে থাকিবে? কুসুমকোমল প্রাণ তোমার এই সকল বীভৎস ছবি দেখিয়া, তুমি কতক্ষণ এই পাপভূমিতে থাকিবে? কাজেই তুমি দেশান্তরে, কোন পুণ্যদেশের সন্ধানে, চলিয়া যাও। তথাপি ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আস। ধরিত্রীর প্রতি, এদেশেরও প্রতি তোমার অপার স্নেহ, বর্ষে বর্ষে একবার সুষমামণ্ডিত এক স্বর্গীয় শতদলে চড়িয়া তুমি এদেশে আগমন কর। ঐ শতদলোপরি দাঁড়াইয়া তুমি পার্থিব নশ্বরতা অবলোকন করিয়া, ক্ষণিকের তরে হইলেও জীবের তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া চলিয়া যাও। তাই বলি, তুমি আবার এস, পাপতাপদগ্ধ বঙ্গভূমিতে তুমি আবার এস, তৃষ্ণাকুল আমরা তোমায় আবার অভিনন্দন করি।

তোমার আগমনে, তোমার পুণ্যালোকে সব পাপ, সব অমঙ্গল, সব অশুভ দূর হউক, তোমার বাসন্তী মৃদুমন্দ মলয়ানিলে আমাদের সকল অশান্তি দূরীভূত হউক, তোমার রূপের ঝলকে বিদ্বেষ কলহ মরমে মরিয়া যাউক, মানব একবার ধর্ম্মের ধবলজ্যোতি-মুকুট পরিধান করুক। এই সর্ব্বসন্তাপহর সুখের দিনে, প্রকৃতির উদ্বেল সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে মানব সেই সর্ব্বসুখপ্রস্রবণ চিরসুন্দরকে একবার স্মরণ করুক, সেই চিরপ্রেমময়ের ধ্যানে মগ্ন হইয়া, তাঁহার অপার প্রেম ও করুণা উপলব্ধি করিয়া, চরিতার্থ হউক!

শ্রীবীরেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা।

বাঙ্গালী বীর।

(৺ চন্দ্রকুমার দেব ও ৺ যতীন্দ্রনাথ শূরের প্রতি)

জয় জয় বঙ্গবীর,
তোমাদের বীর্য্যে, তোমাদের কার্য্যে,
গর্ব্বোন্নত আজি
সমগ্র হিন্দুজাতির শির॥

ম'রেছ বীরের মত,
আদর্শে দিগন্ত ভাত,
ঘুচায়েছ চির কলঙ্ক-কালিমা
হিন্দু বাঙ্গালীর ভালে।
তুচ্ছ করি' নিজ প্রাণ,
ক'রেছ সহস্রে ত্রাণ,
পূজিবে উভয়ে কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী
চিরদিন পুষ্পমালে॥

মরার মত যে পারে মরিতে,
ধরার মত যে পারে ধরিতে
মৃত্যুর গর্ব্ব—সহাস্য বদনে,
প্রশান্ত বক্ষ পাতি',
মরে না ত সে কভু এ মহীতে,
ছেদ হয় শুধু দেহ ও দেহীতে,
মৃত্যুঞ্জয়ী সে, লভে সে জগতে
অনন্ত জনের প্রীতি।

তোমরা দিয়াছ আত্ম-বলিদান,
ক'রেছ জাতিরে কি বা গরীয়ান্
বুঝিছে হিন্দুরা ভারত ব্যাপিয়া
সতেজ শিরার স্পন্দনে।

দুইটী বীরের প্রাণ-বিনিময়ে,
কোটি কোটি দেহে প্রাণ সঞ্চারিয়ে,
জানায়েছ আজি হিন্দুর হিন্দুত্ব
অপূর্ব্ব চেতনা নন্দনে॥

শিখালে উত্তম
দেখা'য়ে চরম
কেমনে জাতির
রাখিতে ধর্ম্ম ও মান,
বুঝায়েছ ভাল,
নীতি চিরকাল—
আপন জীবন
দিতে হয় বলিদান!

বিন্দু সমাবেশে—সিন্ধুর সৃজন,
জনে জনে জাতিসমাজ গঠন,
ব্যক্তি ক্ষণজীব
তুচ্ছ তার শিব,
সমষ্টির প্রাণ বড় চিরন্তন;
ক্ষণ প্রাণ সঁপি',
সমষ্টিরে সেবি',
চরিতার্থ হয় যত বীরগণ॥

করমের জন্য—জীবন ধারণ,
ধরমের জন্য—আদর্শ মরণ,
ধর্ম্ম কর্ম্ম নীতি—আত্মার কারণ,
আত্মার প্রসারই মোক্ষ।
স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্ম্ম রক্ষিতে,
যে ত্যজে জীবন—উঠে অলক্ষিতে
আত্মা তার ওই বিভুপদ ভিতে—
সিদ্ধ হয় চরম লক্ষ্য॥

মর নি তোমরা,
নাহি মরে বীর—
মরে শুধু কাপুরুষ জন—
যাহারা সেবিতে
ক্ষুদ্র স্বার্থ নিজ
করে এই দেহের পালন ॥

তোমরা কেবল ক্ষীণ দেহ ছাড়ি
ধ'রেছ বিরাট দেহ।
তোমাদের প্রাণ করেছে আশ্রয়
সমগ্র সমাজ-গেহ।
ছিলে শুধু বিন্দু, হইয়াছ সিন্ধু
বিস্তারি' বিপুল কর্ম্মে ;
ছিলে ক্ষুদ্র সত্ত্বা, কে জানিত বার্ত্তা
জাগিছ জাতির মর্ম্মে ॥

যাও যাও বীর,
বঙ্গের গৌরব,
হের তোমাদের তরে—
স্বর্গের দুয়ার হ'য়েছে মুক্ত।
ধর ধর মাল্য,
পারিজাত হার,
দেয় দেববালাকুল
বিশ্ববিধাতা-আশীষযুক্ত ॥*

শ্রীমন্মথকুমার রায় কাব্যভূষণ (বি-এল্, বি-সি-এস্)

* কলিকাতায় মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের গত হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সময় এই দুই বীর বাঙ্গালী যুবক অসংখ্য আততায়ী মুসলমান গুণ্ডাগণের সহিত লাঠী চালাইয়া পুলিশবাহিনী আসা পর্য্যন্ত ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল—শেষে গুলির আঘাতে নিহত হয়। বিস্তৃত শোভা যাত্রা হইয়া এই দুই যুবকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন হয়। কাঃ পঃ সম্পাদক।

হিন্দু-সঙ্গঠন এবং কায়স্থ-সভা।

"হিন্দু" এই নাম, আমাদের গৌরবের নাম নহে। নব্যসভ্যতাদৃপ্ত ইংরেজেরা আর্য, অনার্য, বেদপন্থী, কোরাণপন্থী, অথবা অন্য যে কোন পন্থী, জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে এ দেশীয় মাত্রকেই "নেটীভ" এই নামে পরিচিত করিতেন ; মুসলমানেরাও বিজয়-গৌরবে মত্ত বা বিহ্বল হইয়া এ দেশের লোককে 'হিন্দু' উপাধি বা নাম দিয়াছিলেন। সিন্ধুনদীর উপকূলস্থ সেকালের সিন্ধু এবং সৌবীর প্রদেশকে পারস্য সম্রাট্ বিষ্টাস্পের পুত্র দর্যবুঃ (Darius, Son of Hystaspis) "হিন্দুঃ" বলিতেন, "স্" এর উচ্চারণ প্রাচীন পারসীকেরা 'হ' করিতেন এবং 'ন্দ' এর 'ন্' লোপ করিতেন ; অনেকটা পূর্ব্ববঙ্গের লোকেদের 'স' স্থানে 'হ' উচ্চারণ এবং চন্দ্রবিন্দু বা আনুনাসিকের উচ্চারণ লোপ করার মত। সেই 'হিন্দুঃ'' শব্দই 'হিন্দু' শব্দের মূল হইলেও, মুসলমানদের ব্যবহৃত 'হিন্দু' শব্দের মূল অর্থ ফারসী অভিধানে "কালা, গোলাম এবং কাফের" (Black, Slave and Godless) ছিল ; এবং মুসলমানেরা স্বণাভরে আমাদিগের উপাধি এই "হিন্দু" দিয়াছিলেন। ক্রমশঃ বিজেতা এবং বিদেশী রাজার জাতির প্রদত্ত ঘৃণার নাম অথবা গালাগালির উপাধিই গা' সহিয়া গা' সহিয়া অবশেষে আমাদের "ভূষণ" হইয়া উঠিয়াছে। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র-শাসিত ভারতবাসী আমরা তাই এখন আপনাদিগকে "হিন্দু" বলিয়া পরিচিত করিতেছি এবং ক্রমশঃ আমাদের দেশ "হিন্দুদেশ" বা "হিন্দুস্থান", আমাদের ধর্ম্ম "হিন্দু" ধর্ম্ম এবং আমাদের ভাষা "হিন্দী" ভাষা বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দে যে সকল মনস্বী এবং মনীষী আমাদের ধর্ম্ম এবং সমাজের সংস্কার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা "হিন্দু" শব্দের ফারসী অভিধানধৃত অর্থ জানিতেন বলিয়া ঐ কথাটাকে বর্জ্জন বা 'বয়কট' করিয়া উহার স্থলে তাঁহাদের নিজ নিজ রুচি মত অন্য অন্য সাধুশব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। এই হেতু ৺ রাজা রামমোহন রায় তাঁহার দ্বারা সংস্কৃতধর্ম্মের নাম 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' এবং যাঁহারা ঐ ধর্ম্মমত মানিয়া চলিতেন, তাঁহাদের সমাজের বা দলের নাম "ব্রাহ্ম সমাজ" রাখিয়া ছিলেন। শ্রীশ্রীদয়ানন্দ স্বামীজি মহারাজ সেইরূপ তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নাম "আর্য্যধর্ম্ম" এবং তাঁহার দলের "আর্য্যসমাজ" এমন কি "হিন্দী" ভাষার নামও "আর্য্য ভাষা" রাখিয়াছিলেন। ইহার পর

"দেবধর্ম্ম" এবং "দেবসমাজ" স্থাপিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ বৌদ্ধ, জৈন ও শিখেরাও আপনাদিগকে "হিন্দু" বলিয়া পরিচিত করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মেরা ত "হিন্দু" বা "হিঁদু" নামে খড়্গহস্ত হইতেন। আর্য্যসমাজী বেদপন্থিরাও "আর্য্যসমাজী" দের দেখাদেখি "হিন্দু" নাম ভাড়াইয়া "সনাতনী" হইয়াছিলেন। আজকাল যাহাকে য়ুপি অথবা, 'যুক্তপ্রদেশ' (আগরা এবং অযোধ্যা প্রদেশ) বলে, ঐ দেশে 'সনাতনী' এবং 'আর্যসমাজী' তে 'সাপে নেউলে' হইয়া উঠিয়াছিল। ফলতঃ অধীনতার এবং দাসত্বের রোগবীজাণু সমাজ দেহে প্রবেশ করিয়া ভেদ-বুদ্ধি রূপ পীড়ার সৃষ্টি করিল যে, এক হিন্দুজাতি গৃহকলহে শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ক্ষয়োন্মুখ হইয়া উঠিল।

আমরা কিন্তু সত্য সত্যই ভগবানের প্রতিজ্ঞা, 'ধর্ম্মকে বাঁচাইবার জন্য যুগে যুগে আমি পৃথিবীতে (ভারতে) আবির্ভূত হই'—বিশ্বাস করি। আমাদিগকে কুসংস্কারান্ধই বল, মূর্খই বল, আমরা বিশ্বাস করি, যে ধর্ম্মের আধুনিক নাম 'হিন্দুধর্ম্ম', যে জাতির আধুনিক নাম 'হিন্দুজাতি' সেই ধর্ম্মের এবং জাতির ভিতর ভগবান্ 'আত্মা' নামক একটি অতীন্দ্রিয় পদার্থ দিয়াছেন, যে পদার্থ অনাদি এবং যাহার জন্মান্তর আছে, কিন্তু মৃত্যু নাই। শ্রীভগবান্ সখা অর্জ্জুনকে শ্রুতি হইতে যে অলঙ্কারটি তুলিয়া জীবের দেহান্তর বুঝাইয়াছিলেন; যাহাতে ছিলেন, 'কাহারও পরিধানের কাপড়খানা পুরাতন হইয়া ছিঁড়িয়া গেলে, যেমন সেই ছেঁড়া কাপড় খানা ফেলিয়া দিয়া নূতন একখানা কাপড় পরে, (বা জীব) ও ঠিক তেমনি তার পুরাতন দেহটা ব্যবহারের অযোগ্য হইলে সেটাকে ফেলিয়া দিয়া একটা নূতন দেহ লয়'—লোকে এই দেহ বদল নাম দিয়াছে, 'মৃত্যু, ইহাতে আপশোষ করিবার কিছু নাই';—আমাদের হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দু সমাজ অথবা হিন্দু জাতির "আত্মা" সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা যাইতে পারে। শ্রৌত, স্মার্ত্ত, বৌদ্ধ, জৈন, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব, গাণপত্য, বেদান্তী, নানকপন্থী, (শিক) কবীরপন্থী, আর্য্য, কর্ত্তাভজা, বাউল, সহজিয়া ইত্যাদি, শত সহস্র নামে কালে কালে যুগে এই মহাধর্ম্মের যত প্রকার মত, পন্থ, শ্রেণী, আচার, বেশ, ফোঁটা, ছাপা, নামাবলী ইত্যাদি, বাহ্য অথবা আন্তর ভেদ হইয়াছে, সকলের অভ্যন্তরে সেই মহান্ অনাদি এবং অনন্ত আত্মাটি "মণিমুক্তাগুলির অভ্যন্তরের সূত্রের মত ঠিক আছে। কোনও কারণে, যখনই এই ধর্ম্মের অথবা এই জাতির "ছেঁড়া কাপড় ফেলিয়া দিবার" আবশ্যকতা হইয়াছে কর্ত্তা ঠিক তখনই "উপযোগী

খানি নূতন কাপড়" যোগাইয়া দিয়াছেন। এই ব্যাপারটি প্রকৃতই আমরা প্রাণে বিশ্বাস করি।

আমাদের রাজা এখন বিদেশী। তাঁহাদের দেশের দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা যতই কেন 'এরিয়ান্ মিথলজি' এবং 'এরিয়ান রিলিজন' লইয়া রিসার্চ করুন, অথবা সে দেশের কিংবা এ দেশের বিদ্যায়তনে "তুলনামূলক ধর্ম্মবিজ্ঞানের" চেয়ার স্থাপিত করিয়া তাহাতে শাদা, কাল, পাটকিলে কি পাঁশুটে রঙের 'আচার্য্য" বসাইয়া গণ্ডা গণ্ডা "ডাক্তার" কিংবা "মাষ্টার" তৈয়ারি করুন, য়ুরোপীয় ভাষায় যত ইচ্ছা 'ফিলসফী' ছাপুন, আমাদের দেশের, জাতির এবং ধর্ম্মের সেই 'আত্মা পুরুষ' টির সন্ধান তাঁরা পান নাই। 'সেন্‌সাস্ রিপোর্টে' দেখিতে পাওয়া যাইবে, "হিন্দুধর্ম্মের" ভক্ত নরনারীর সংখ্যা হইতে ক্রমশঃই বৌদ্ধ, জৈন, শিক, প্রভৃতি ধর্ম্মের নরনারীর সংখ্যা বাদ যাইতেছিল; এবং তাহার উপর, একটা অদ্ভুত গোছের, "এনিমিষ্ট" ধর্ম্মের ভক্ত নরনারীর একটা সংখ্যা দেখা যাইতেছিল। একে ত নানা কারণে, সর্ব্বোপরি পেটের দায়ে এবং মনোভব ঠাকুরটির তাড়নায়, অনেক হিন্দুর ছেলে মেয়ে নূতন নূতন অথচ প্রলোভনযুক্ত ধর্ম্ম-বিশেষের বেড়ার ভিতর প্রতিবৎসরে দলে দলে প্রবেশ করিতেছিল, তাহার উপর কোল, সাঁওতাল, ভীল, নাগা কুকি প্রভৃতি গ্রাম অধিবাসিগণকে "এনিমিষ্ট" অথবা "অহিন্দু" (নন-হিন্দু) বলিয়া লিখিবার হুকুম থাকায়, ক্রমশঃ এমন ভাব দাঁড়াইতেছিল যে, লোকে মনে করিতেছিল, কালে "হিন্দুধর্ম্মের" অথবা "হিন্দুজাতির" কুলে সন্ধ্যাবাতি দিবার একজনও বুঝি থাকিবে না। আমাদের প্রবীণ চিকিৎসক কর্ণেল শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালার হিন্দু জাতির ভিতর জন্মসংখ্যার হ্রাস এবং মৃত্যু সংখ্যার ক্রমশঃ বৃদ্ধির হিসাব খতাইয়া "বাঙ্গালী হিন্দু সোনুখ জাতি" বলিয়া যে আশঙ্কাজননী ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন, তাহার ছাড়িয়া দিলেও, ক্রমশঃ "হিন্দু" জাতির সংখ্যা হইতে "অহিন্দু" জাতির বাদ দিবার যে রীতি চলিয়া আসিতেছিল, তাহা হইতেই চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির হইতেছিল যে, অচির-কাল মধ্যেই "হিন্দুস্থান" হইতে "হিন্দুর" নাম লোপ হইবে।

ব্রাহ্ম, আর্য্য, বৌদ্ধ, জৈন এবং শিখেরা "হিন্দু" বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন না, "আদিম জাতি" গুলিকে সরকার "হিন্দু" বলিয়া স্বীকার করিতেন না। বৎসর নানা কারণে বহু হিন্দু নরনারী, বালক বালিকা খৃষ্টান্ এবং

মুসলমান-হইতেছেন। "হিন্দুরা" তাঁহাদের ধর্ম্মের বেড়ার মুখে মাছমাড়া "ঘুনি" জাতীয় কলের ঠিক উল্টা কল বসাইয়াছেন। মাছমাড়া "ঘুনি" প্রভৃতি কলের দরজা এমন করিয়া গড়া যে, মাছ নিজের ইচ্ছায় ভিতরে ঢুকিতে পারে; কিন্তু একবার ঢুকিলে, আর বাহির হইবার উপায় নাই। আধুনিক "হিন্দু" ধর্ম্মের বেড়াটির মুখের দুয়ারের কল এমন পাকা যে, যাহার ইচ্ছা সে বাহিরে যাইতে পারে, কিন্তু আর তার ভিতরে যাইবার উপায় নাই। আরও একটা দশা এই যে, হিন্দু ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের সহিত ঠোকাঠুকি খাইলে, প্রত্যেক বারই হিন্দু ধর্ম্ম ঠিক "কুমড়ার" এবং অন্য ধর্ম্ম "দা"র অবস্থা পায়। হিন্দুর নর অথবা নারী অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর ভাত জল খাইলে অথবা তাহার সহিত প্রণয় করিলে, হিন্দু ধর্ম্মের খাতায় প্রত্যেক স্থলেই "খরচ" এবং অন্য ধর্ম্মের খাতায় "জমা" হইয়া হিসাব পরিষ্কার হয়। হিন্দুর বিধবা যে বয়সেরই হউক, তাহার সন্তান আর হইবেনা; অন্য ধর্ম্মের সধবা বিধবার সে সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। এমন ধর্ম্ম আছে, যাহার অনুবর্ত্তী কুমারী নারীর সন্তানও সমাজে রক্ষিত হয়। ইহা অবশ্য সে ধর্ম্মের অতি গৌরবের কথা। হিন্দু ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহারও সৌভাগ্যের সময়ে, 'কানীন, সহোঢ়, গূঢ়োৎপন্ন, ক্ষেত্রজ এবং পৌনর্ভব" প্রভৃতি পুত্র সমাজে গৃহীত হইত। এই সকল এবং আরও অন্যান্য কারণে, হিন্দুর দশা অতিশয় শোচনীয় হইয়াছিল। তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃই কমিতেছিল।

হিন্দুধর্ম্ম এমং সমাজ এইরূপ ক্ষয়োন্মুখ অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছিল। গত উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীজি মহারাজ "শুদ্ধি" সংস্কারের দ্বারা অন্যধর্ম্মাবলম্বীকে "আর্য্য সমাজে" গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্বামীজির জীবিত কালেই একজন মুসলমান গ্রাজুয়েট ঐরূপে আর্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নূতন আর্যনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়ে। তাঁহারই ব্যবস্থাক্রমে অষ্ট্রেলিয়ার এক ইংরাজ মহিলা আর্য্যধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া ("সীতা দেবী" নামে) বেহারের এক বড় জমীদারকে বৈদিক বিধান মত বিবাহ করিয়াছিলেন। উনবিংশশতাব্দে কিন্তু এই "শুদ্ধির" কাজ বড় অধিক অগ্রসর হয় নাই। আর্য্য সমাজের বিখ্যাত কর্ম্মবীর মহাত্মা লালা মুন্সীরাম, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়া স্বধর্ম্মচ্যুত অথবা পূর্ব্ব আচারে অনেকটা প্রতিষ্ঠিত বহুসংখ্যক মুসলমান-রাজপুত (মালকানা রাজপুত) পরিবারকে "শুদ্ধ" করিয়া লওয়ায়, মুসলমান সমাজের বহু নেতা তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহারা উক্ত "শুদ্ধি" আন্দোলনকে

মুসলমান সমাজের এবং ধর্ম্মের বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর অতি শোচনীয় উপায়ে হত্যার বিষয় জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। গত কয় বৎসর হইতে মালবারে, কোহাটে, মধ্য ভারতবর্ষে, পঞ্জাবে, যুক্ত প্রদেশে, বেহারে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই, মসজিদের সম্মুখে বাজনা, গোহত্যা অথবা এইরূপ কোন না কোন একটা তথাকথিত কারণে, হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে বহু রক্তারক্তি, মারামারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামার দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইতেছিল। গত বৎসর এই বিষ-বায়ু বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষের রুদ্রমূর্ত্তি বাঙ্গালীর সম্মুখে প্রকটিত হইয়াছে। কলিকাতা রাজধানীতে আর্য্য সমাজের এবং পরে ৺রাজরাজেশ্বরী দেবীর শোভাযাত্রা উপলক্ষে হিন্দু এবং মুসলমানের মারামারির ফলে যাহা হইয়াছে, তাহা ভুলিতে না ভুলিতে মফঃস্বলের নানা স্থানে হাঙ্গামার ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। মন্দির ভাঙ্গা, দেবদেবীর প্রতিমা ভাঙ্গা এবং অপবিত্র করা, ঘরবাড়ী, বাজার লুঠ করা, পোড়ান, নারীহরণ এবং তাঁহাদের ধর্ষণা সহরে এবং পল্লীগ্রামে এত ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে যে তাহাদের ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করা সহজ হইবে না। হিন্দুরা তাঁহাদের দুর্ব্বলতা এবং অসহায়তা বেশ বুঝিয়াছেন।

"রাখে কৃষ্ণ মারে কে?" এই মহা অমঙ্গলের ভিতর দিয়া আমরা একটি মঙ্গলের মূর্ত্তির দর্শন পাইয়াছি। ব্রাহ্ম, আর্য্য, শিখ, বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্মাবলম্বীরা আর "হিন্দু" পরিচয়ে লজ্জিত ত নহেনই, বরং সকলেই "হিন্দু" পরিচয় দিতে উৎসুক হইয়াছেন। বাঙ্গালী, বেহারী, হিন্দুস্থানী পাঞ্জাবী, মারবারী, ভাটিয়া, মাদ্রাজী, দক্ষিণী—সব এক হইয়া গিয়াছেন। সাঁওতাল, কোল, পাহাড়িয়া দলে দলে "হিন্দু" হইতেছেন। হিন্দু-সভা, হিন্দু সঙ্ঘ, হিন্দু মিশন প্রভৃতির মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় আর্য্যসমাজী প্রচারকেরা গ্রামে গ্রামে বেড়াইতেছেন। মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুসভার কর্ণধার হইয়াছেন। হিমাচল হইতে কন্যাকুমারী, সিন্ধু হইতে ইরাবতী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র হিন্দুধর্ম্মের জয়ধ্বজা উড়িতেছে। লক্ষণ দেখিয়া সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হিন্দুদেশ, হিন্দুজাতি এবং হিন্দুধর্ম্মের "আত্মা পুরুষ" তাঁহার প্রাচীন দেহ পরিত্যাগ করত নবকলেবর গ্রহণ করিতেছেন। "শুদ্ধির" জয়ধ্বজা উড়াইয়া, "সঙ্গঠনের" অশ্বে চড়িয়া, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম স্বকীয় মহিমা প্রচারে প্রবৃত্ত হইতেছেন। যেখানে যাও, তাঁহার প্রোজ্জ্বল প্রতিমা দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত

করিতে পারিবে। আমরা, এই মহা-শিশুর জন্মোৎসবে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইবার নিমিত্ত, প্রত্যেক হিন্দু নরনারীকে সাগ্রহে নিমন্ত্রণ করিতেছি।

হিন্দু-মুসলমানের ভিতর এই কলহ দেখিয়া যাহারা খুসী হইয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, "শতধা-বিচ্ছিন্ন, রাগদ্বেষপ্রপীড়িত, দুর্ব্বল, ক্ষয়োন্মুখ, জীর্ণ দীর্ণ হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুসমাজ এইবার ভাঙ্গিয়া পড়িবে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরিতার অনল এমনভাবে জ্বলিয়া উঠিবে যে, তাহাতে উহাদের মধ্যে কখনও সৌহার্দ্দ্য অথবা সৌভ্রাত্রের নামগন্ধও শেষ থাকিবে না," ভারতবাসী অমুসলমান এবং অখৃষ্টান নরনারীসমূহের এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মনোভাবের দর্শনে, তাঁহারা নিশ্চয়ই অতিশয় হতাশ, দুঃখিত এবং ম্রিয়মাণ হইয়াছেন। বিশ্ববিধাতা মঙ্গলময়, মঙ্গলই তাঁহার অভিপ্রায় এবং তাঁহার অভিপ্রায় অমোঘ শক্তিশালী। তাঁহার ইচ্ছা ফলবতী হইবেই হইবে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সয়তানের অস্তিত্ব বেদপন্থী আমরা স্বীকার করি না। আমরা বিশ্বাস করি, তাঁহার নিয়ম "যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" জয়যুক্ত হইবেই।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যতই দল বাঁধুন, নিজেদের মধ্যে যত দলাদলিই করুন, সকলেই যে একই উদ্দেশ্যের, একই সাধনার, একই কামনার সিদ্ধির জন্য যত্নশীল, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। স্বরাজী, অস্বরাজী, উদার, জাতীয়, সহযোগী, অসহযোগী, এ সকলই ভিন্ন ভিন্ন পথের শুধু সূচনা করেন। "পয়সামর্ণবমিব" সকলেরই গন্তব্য স্থান এক, সেস্থান দেশের বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি। বেদান্ত-দর্শনের পারিভাষিক "স্বারাজ্যম্"কে আনিয়া 'ঋষি জরথুস্ত্রের' পথের প্রাচীন পুরোহিত স্বর্গত দাদাভাই নৌরজী রাজনৈতিক অভিধানে প্রবেশ করাইয়াছিলেন কেন? বিভিন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায়ে "মুক্তি" অথবা "মোক্ষ" শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ থাকিলেও সকলেরই নিকট মোক্ষ বা মুক্তি মানবের এক অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অবস্থার সূচনা করে; তদ্রূপ, স্বরাজীরা "স্বরাজের" পরিভাষা প্রস্তুত করিতে পারুন আর নাই পারুন তাঁহাদের উদ্দেশ্য সকলেই বুঝিতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞানের কবি বেদভগবান্ বলিয়াছেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—এই মহা উপদেশ "স্বারাজ্যম্" লাভের এবং "স্বরাজ" পাওয়ার পক্ষে সমান উপযোগী। দুর্ব্বল ব্রহ্মজ্ঞান লাভও করিতে পারে না, পাইলেও সে আনন্দ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না; তদ্রূপ দুর্ব্বল "স্বরাজ" পাইতেও পারে না এবং হঠাৎ দৈবাশীর্ব্বাদে কুড়াইয়া পাইলেও রক্ষা করিতে পারে না। আজ দেখিতেছি, হিন্দু তাহার গৃহ-দেবতা এবং গৃহলক্ষ্মীকে অর্থাৎ তাহার ধর্ম্মের বা

সমাজের মূলকে, জনকয়েক নিরস্ত্র কাপুরুষের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিতেছে না, সে কোটি কোহিনূর অপেক্ষাও মূল্যবান্ "স্বরাজ" রক্ষা করিবে?

তাহা কদাপি সম্ভবপর নহে। হিন্দু যে দুর্ব্বল, হিন্দু যে অসার, হিন্দু যে তাহার ধর্ম্ম বা সমাজের মূল রক্ষা করিতেও অক্ষম অথবা অনিচ্ছুক, তাহা তাহার চক্ষুতে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যে লীলাময় তাহার উপস্থিত বিপদ আনিয়া দিয়াছেন। কেবল রাজনৈতিক কতকগুলি বুলি য়ুরোপ-আমেরিকা হইতে আমদানী করিয়া কপ্‌চাইলেই যে "স্বরাজ" পাওয়া যায় না, তাহা আমাদের নেতারা সম্ভবতঃ বুঝিয়াছেন। যে সকল ছেলের পাল, পরের বুদ্ধিতে, গোটা কতক পট্‌কা গড়িয়া এবং গোটা কতক শাদা, কি কাল, মানুষ মারিয়া "স্বরাজ"-স্বর্গের সিঁড়ি বানাইতে চাহিয়াছে, তাহাদেরও যদি জ্ঞাননেত্র থাকে, তাহা হইলে, হিন্দু-মুসলমান হাঙ্গামার জ্ঞানাঞ্জন "শলাকা" নহে, পরন্তু "লাঠী ডাণ্ডা ছোরাদয়ঃ" দ্বারা সেই নেত্র উন্মীলিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বটে। কেবলমাত্র মজাল, রসাল, গরম গরম বক্তৃতার দ্বারা আসর জমান, নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা, এমন কি কতকগুলা বোকা ছেলে ভড়্‌কান চলে, কিন্তু আসল কাজের সময় "যে তিমিরে সেই তিমিরে"। এইবার অনেক নেতারই নজর পড়িয়াছে ঘরের উপর। আগে ঘর সামলান উচিত, তবে সমঝানর কথা। এই জন্য সহরে, বাজারে, গ্রামে, হাটে, পথে রব উঠিয়াছে, ওহে "পল্লীসংস্কার" কর "সঙ্গঠন" কর। "সঙ্গঠন" ভিন্ন আর 'নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

এই "সঙ্গঠন"ও বিলাতী বুলি। "সমাজ সংস্কার" যেমন Social Reformএর তর্জ্জমা, তেমনি "সঙ্গঠন"ও Organisationএর তর্জ্জমা। উপায় কি? আমাদের নেতারা দেশী ভাষা শিখেন কিনা জানি না, কিন্তু দেশী ভাষায় ভাবেন না। "ভাষা ভিন্ন ভাবনা চলে না", একথা গুরুর কথা। নেতারা "যে ভাষায় ভাবনা চালান," তাহা ইংরেজী ভাষা; কাজেই ভাবনার স্রোতে আসিয়াছিল, "Organisation"। এখন, কাট ছাঁট বিলাতী ধরণের হইলেও, টানাপ'ড়েন চরকার সূতার হাতে বোনা আসল খদ্দরের পোষাক না পরিলে, কংগ্রেসে ভোট দেওয়া চলে না—কারণ আমরা "স্বদেশী"; তাই ঐ Organisationকে খদ্দরের কাপড় পরাইয়া "স্বদেশী ভদ্দর" "সঙ্গঠনে" সাজান হইয়াছে। আমরা ত নেতা নই, পরন্তু ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অনুগামী; সুতরাং তাঁদের শ্রীমুখের "সঙ্গঠন"কেই মাথায় তুলিয়া লইয়া এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত বর্ম্ম ভারতীভূষণ।

প্রথম বাঙ্গালী—কায়স্থ।

(অগ্রহায়ণ ও পৌষে প্রকাশিত নামের পরে)

প্রভূত বিষয় সম্পদের মধ্যে থাকিয়াও সতত বৈরাগ্যশীল মহাপুরুষ—শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী (জন্ম সপ্তগ্রামে, ১৪১৭ শকে)।

প্রচুর সম্পদ সত্ত্বেও ষোড়শবর্ষে সংসারত্যাগী মহামানব—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর (জন্ম খেতরীর রাজবংশে, ১৪৫৩ শকে)।

প্রচুর বিভবের অধিকারী হইয়াও যৌবনে ভিক্ষাব্রতাবলম্বী ব্রহ্মচারী—'লালাবাবু" কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (জন্ম পাইকপাড়া রাজবংশে, ১৭৭৫—৮০ খৃঃ মধ্যে)

বৃন্দাবনে অক্ষয় মহতীকীর্ত্তিস্থাপক— ঐ

বৃন্দাবনের মুসলমানবিধ্বস্ত তিনটী মন্দির পুনরায় নির্ম্মাণ করেন—৺নন্দলাল বসু (বসির হাট)।

ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধানে লিপ্ততা ও ধর্ম্মার্থে ব্যয়শীলতা হেতু "রাজর্ষি" উপাধিপ্রাপ্ত —রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর (তাড়াস)।

সামান্য মুদ্রাকরের পদ হইতে উন্নতিলাভ করিয়া ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মুদ্রণ ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ।

(The Indian press, Allahabad)

বিভিন্ন ভাষাশিক্ষা-বিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা (Founder of the Institute for teaching languages)—ভাষাবিৎ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্ম বিদ্যাভূষণ।

গভর্ণমেণ্টের বহু কোটী টাকার আফিমগোলার তত্ত্বাবধায়ক (Intendant, Opium Godowns, Bengal)—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু মল্লিক।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটীর উদ্যোক্তা ও প্রথম সম্পাদক—প্যারীচাঁদ মিত্র।

সংস্কৃত নাটক (শকুন্তলা) প্রথমে বঙ্গভাষায় অনূদিত করাইয়া অভিনীত করেন —আশুতোষ দেব।

সর্ব্বপ্রথম যাত্রার পালা রচনা করেন—চন্দ্রশেখর দাস।

দেশীয় ঔষধ বিলাতীয় প্রণালীতে প্রস্তুত করিবার পথপ্রদর্শক—অমূল্যচরণ ঘোষ। *

* এই শেষ চারিটী নাম বড়বাম (আসাম) হইতে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু বর্ম্ম মহাশয় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার

সামাজিক বার্ত্তা

কায়স্থ ছাত্রের কৃতিত্ব

বড়ই আনন্দের বিষয় এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এ, পরীক্ষায় একজন কায়স্থ ছাত্র সংস্কৃতভাষায় প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহার নাম শ্রীমান্ সুশীলচন্দ্র গুহ খাসনবীশ। তিনি দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে সংস্কৃত ভাষায় প্রথম শ্রেণীর সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এবার তিনি এম্, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষার সাহিত্য বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছেন এবং সমস্ত বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যেও প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই কায়স্থান্দোলনের যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা আমাদের সমাজে কতদূর প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য-মাত্র। এই সময়ে একজন কায়স্থ যুবকের সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপ কৃতিত্বে কায়স্থমাত্রই আনন্দানুভব করিবেন সন্দেহ নাই। আমরা অবগত আছি শ্রীমান্ সুশীলচন্দ্র সংস্কৃত ও তৎসংশ্লিষ্ট পালি ও প্রাকৃত প্রভৃতি সাহিত্যের চর্চ্চায় আত্ম-নিয়োগ করিবেন। তাঁহার এই সৎসঙ্কল্প যাহাতে সফল হয় সে বিষয়ে কায়স্থ-মাত্রেরই দেখা উচিত। বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ কলিকাতায়, কায়স্থ-কর্ত্তৃপক্ষপরি-চালিত কলেজের অভাব নাই। আমরা আশা করি এরূপ কলেজের কায়স্থ কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ এই সুযোগ্য কায়স্থ যুবককে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সঙ্কল্পের সহায়তা করিবেন। আমরা বিশ্বাস করি শ্রীমান্ সুশীলচন্দ্র কায়স্থ-সমাজে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচারকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবেন।

ইহাও আনন্দের বিষয় যে অঙ্ক-বিজ্ঞানের এক শাখায় সন্তোষের কুমার শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনাথ গুহ রায় চৌধুরী এবং অপর শাখায় শ্রীমান রমেশচন্দ্র ঘোষ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমরা আশা করি, প্রতিভাবান্ শ্রীমান্ কুমার হেমেন্দ্রনাথ উত্তরোত্তর আরও কৃতিত্বলাভ করিয়া দেশ ও স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্ম (প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব)

স্বামী যোগানন্দের পরিচয়

("আনন্দবাজার" হইতে গৃহীত)

স্বামী যোগানন্দ যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট মিঃ কুলিজের দ্বারা সরকারী ভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। উক্ত স্বামীজির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে লিখিয়া দিলাম :—

ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল ঘোষ বি-এ, পিতা শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ ঘোষ ইনি বি,এন, রেলওয়ের এজেণ্টের বড় বাবু, এখন রিটায়ার করিয়াছেন; পেন্সন পান। ইঁহার ৪ পুত্র, জ্যেষ্ঠ মৃত, উক্ত মুকুন্দলাল মধ্যম, তৃতীয় পুত্রের নাম আমার স্মরণ নাই। কনিষ্ঠ শ্রীমান বিষ্ণুচরণ ঘোষ, বি, এ, ইনি জীমনাষ্টিক ব্যায়াম ও শারীরিক অঙ্গ চালনার কসরত দেখানো বিষয়ে বিখ্যাত, আবার এই কনিষ্ঠ শ্রীমান বিষ্ণুচরণ ঘোষ, বি, এ, ধনাঢ্যের সন্তান হইলেও কাহারও পীড়িত অবস্থা দেখিলে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে বলিলে, ডাক্তার ডাকা, ঔষধ-পথ্য যোগাড় করিয়া দেওয়া, রোগীর সেবা করা প্রভৃতি কার্য্য অতি যত্নের সহিত করিয়া থাকেন।

ইঁহাদের নিজ বাড়ী ৪নং গড়পার রোড, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতী-চরণ ঘোষ মহাশয় অতি সরল চিত্ত, অমায়িক, স্বধর্ম্মপরায়ণ।

এখন রাঁচিতে মহারাজ কাশীমবাজার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সাহায্যে যে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় চলিতেছে, ঐ বিদ্যালয় প্রথমে যোগানন্দ স্বামীর দ্বারাই স্থাপিত ও পরিচালিত হইয়াছিল।

উক্ত যোগানন্দ স্বামী পাঠ্য অবস্থা হইতে আধ্যাত্মিক বিষয়ে চর্চ্চা করিতেন তাহাও আমি জানিতাম। ইঁহার পাঠ্যকাল ও বালক-কালের জীবনী যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া কলিকাতা ৪নং গড়পার রোড উক্ত মুকুন্দ লালের পিতাঠাকুরের নিকট অবগত হইতে পারিবেন।

বিনীত নিবেদক—কবিরাজ শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ,
(রসরত্ন মকরধ্বজবিশারদ)

প্রচার—বিবরণ ও উপনয়ন।

খুলনা—শ্রীফলতলা হইতে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম রায় চৌধুরী এম, এ, মহাশয় লিখিয়াছেন :—

খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত বাজিতপুর ও ধুলিপুর সমাজে বসিরহাট কায়স্থ-পরিষদের উদ্যোগে গত কয়েকমাস হইতে কায়স্থগণের উপনয়ন গ্রহণের আন্দোলন চলিতেছে। ধুলিপুর সমাজে ইতিপূর্ব্বে উপনয়নসংস্কার প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছে এবং তাহার ফলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ঘোর বিরোধিতা ও উপনীত কায়স্থগণের ক্রিয়াকর্ম্মাদি বন্ধ করিবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। বিত্তশালী ব্রাহ্মণগণের উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়া অশিক্ষিত পুরোহিত এবং পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণও কায়স্থজাতির এই সংস্কার চেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনাশ

করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। গত পৌষমাসের বড়দিনের বন্ধে এ অঞ্চলে কয়েকটী সভাসমিতি করিয়া তাহারা কায়স্থজাতির যজ্ঞসূত্রগ্রহণ শাস্ত্রীয় বলিয়া সপ্রমাণ করিতে বিপুল চেষ্টা করিয়াছেন। কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাধবদাস সাঙ্খ্যতীর্থ এম, এ, এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী কায়স্থজাতিকে যজ্ঞসূত্র গ্রহণে নিরস্ত করিতে গত ১৭ই পৌষ ভাড়াসিমলায় এক মহতী সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। শুনা যায় এ অঞ্চলের কোন ব্রাহ্মণ জমিদার তাঁহাদের এ সভায় বক্তৃতাদি করিতে অর্থব্যয় করিয়া আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই কায়স্থজাতিকে পঞ্চমবর্ণ ও উপনয়নের অনধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। বসিরহাট কায়স্থপরিষদের প্রচারক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেববর্ম্ম বিশ্বাস বি, এল, তর্কশাস্ত্রী মহাশয় বিরুদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়দ্বয়ের তর্কযুক্তি বিশেষরূপে খণ্ডন করিলে পণ্ডিত মহাশয়দ্বয় ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাদের সমর্থনকারী ব্রাহ্মণগণ সহ সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। এসকল কথা কায়স্থপত্রিকার পাঠকগণ অবগত আছেন।

ইহার কিয়দ্দিন পরে পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের আগমনে এ অঞ্চলের কায়স্থগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয় এবং গত ২৫শে পৌষ রবিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় স্বর্গীয় বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয়ের বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে বিচিত্র চন্দ্রাতপ তলে আর একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। নলতা নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। ভাড়া সিমলা, নলতা, গাতবসু, ব্রজপাটুলী, চৌবাড়ীয়া, চালতাবাড়ীয়া, গড়মুকুন্দপুর, রতনপুর, ধনবাড়ীয়া, বালীয়া, মহৎপুর, কালীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের বহুকায়স্থ এ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, শতাধিক কায়স্থমহিলাও জাতীয় গাথা শ্রবণ করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মঙ্গলশঙ্খনিনাদ ও উলুধ্বনি সহ সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। কায়স্থবালকগণ পণ্ডিত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম বিরচিত সেই মনোমুগ্ধকর "বিস্মৃতিমোহে নিদ্রিত হায়, কতকাল বল রহিবে আর" এই সঙ্গীতটী বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে গাহিয়া এবং "কায়স্থসন্তানগণ হও জাগরিত" এই কবিতা পাঠ করিয়া সভার উদ্বোধন করিয়াছিল। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রচারক ও প্রচার পরিষদের সম্পাদক পরিব্রাজক সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় চার ঘণ্টাকাল এই সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় কায়স্থগণের যজ্ঞসূত্রগ্রহণ ও দ্বিজাচার পালনের প্রস্তাব বিপুল উৎসাহ সহকারে গৃহীত হয়।

অতঃপর রণশার্দ্দূল প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি বীরেন্দ্র বিজয়রাম ভঞ্জ চৌধুরীর বংশধর নলতার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বাবুদিগের বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে বিগত ২৮শে পৌষ তারিখে আর একটী সভার অধিবেশন হয়। এ সভাতেও বহু কায়স্থ ও কায়স্থমহিলা সমাগত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণ আহুত হইয়াও সভাস্থ হন নাই। নানাজাতীয় হিন্দু ও মুসলমানগণও অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিতে বহুদূর হইতেও আসিয়াছিলেন। পূর্ব্ব সভায় সভাপতি মহাশয়ই এ সভাতেও সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। প্রথমে নলতার শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ মহাশয়দ্বয় কায়স্থ জাতির বর্ত্তমান অবস্থা ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যুক্তি-পূর্ণ আলোচনা করেন। ভাড়াসিমলার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু মহাশয়ের উক্তি সকলেরই বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল। নলতার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ভঞ্জ চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও অধিক অনুসন্ধান করিতে বলেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় এই সভায় প্রথমে ২ ঘণ্টা এবং সর্ব্বশেষ পুনরায় ১ ঘণ্টা বক্তৃতা করিয়া সমস্ত বিরুদ্ধ আলোচনা খণ্ডন করেন। অশিক্ষিত পুরোহিতের সাহায্যে হিন্দুর সনাতনধর্ম্ম রক্ষা হয় না, হইতে পারে না, ইহা তিনি অতি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন। তাঁহার গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ভাড়াসিমলাগ্রামের কায়স্থ মহিলাবৃন্দের আগ্রহে অগ্নিহোত্রী মহাশয় কায়স্থদের ঘরে ঘরে গীতা পাঠ, নারায়ণপূজা ও রামনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। নারী জাতির জ্ঞান ও কর্ম্মাধিকার সম্বন্ধে তাঁহার সুললিত উপদেশ সকলেই আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। মহিলাগণ এক্ষণে গীতা ও চণ্ডীপাঠ ও নারায়ণপূজা করিতেছেন।

(১) ভাড়া সিমলায় উপনয়ন।

মকরসংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভবনে অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় একটী উপনয়ন কেন্দ্র হইয়াছিল। ধনবাড়ীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় হোতৃপদে বৃত হইয়াছিলেন। উপনীতগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীযুক্ত ডাঃ অমূল্যকুমার চন্দ্র (ভরদ্বাজ), প্রেসিডেন্ট রমেশচন্দ্র বসু, জ্যোতীশচন্দ্র নাগ চৌধুরী (সৌপায়ন), পরেশচন্দ্র বসু, বঙ্কুবিহারী ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, অনিলকুমার বসু, ননীগোপাল বসু, গণেশচন্দ্র চন্দ্র ও কেশবলাল চন্দ্র—এই ১৩ জন।

উপনয়নের পর কয়েক দিন উপনীত কায়স্থগণের কর্ত্তব্য, বৈদিক সন্ধ্যা ও পূজা পাঠ প্রভৃতি বিষয়ে অগ্নিহোত্রী মহাশয় সকলকে উপদেশ প্রদান করেন। এই গ্রামের কায়স্থগণের মধ্যে যে সকল দ্বেষ হিংসা ও দলাদলি ছিল, জাতীয় সংস্কারের আন্দোলন প্রবাহে তাহা দূরীভূত হইয়াছে। অশৌচনিবন্ধন আগ্রহ সত্ত্বেও অনেকেই উপবীত গ্রহণ করিতে পারেন নাই, অশৌচান্তে অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের পুনরাগমনে একটী বৃহৎ কেন্দ্র হইবে স্থির হইয়াছে।

ভাড়া সিমলা হইতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসুবর্ম্ম মহাশয় লিখিয়াছেন ;—সাতবসুগ্রামে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু মহাশয়ের বাটীর প্রাঙ্গণে গত ৫ই মাঘ অপরাহ্নে একটী মহতী কায়স্থ সভা হয়। নলতা, ব্রজপাটুলী, চৌবাড়ীয়া, নওয়াপাড়া, চালতাবাড়ীয়া প্রভৃতি স্থানের বহু কায়স্থ সন্তান এবং ভাড়াসিমলা গ্রামের উপবীতী কায়স্থগণ অগ্নিহোত্রি-মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া এ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। জাতীয়-কথা-শ্রবণ-পিপাসু বহু কায়স্থ মহিলা এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ স্থানীয় পুরোহিত ব্রাহ্মণ মহাশয়গণও এ সভায় যোগদান করেন। নলতার জমিদার-বংশীয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভঞ্জ চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মনোনীত হন। সভারম্ভে শ্রীমান্ তারকচন্দ্র ঘোষ (জনৈক কায়স্থ অন্ধ যুবক) অন্য কতিপয় যুবকের সহযোগে ঐক্যতান বাদন ও সঙ্গীত করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিল। শ্রীমান বলরাম বসু সুন্দর সঙ্গীত গাহিয়া সভাপতি মহাশয়কে মাল্যদান করেন। প্রথমে ডাঃ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় কায়স্থ জাতির বর্ত্তমান আন্দোলনে ব্রাহ্মণগণের বিরোধিতা ও বিদ্বেষের উল্লেখ করিয়া বলেন যেখানে কায়স্থ জাতির ধর্ম্মপালনে বাধা আসিবে তথায় ধর্ম্মরক্ষা ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য কায়স্থকে স্বয়ং তাহার দেববিগ্রহাদির পূজা ও অন্য ধর্ম্মকার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে হইবে এবং তাহাই প্রকৃত দ্বিজত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের আহ্বানে অগ্নিহোত্রিমহাশয় বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হইয়া করতালি, শঙ্খনিনাদ ও উলুধ্বনি দ্বারা অভিনন্দিত হন। ৩ ঘণ্টাকাল তিনি নানা শাস্ত্র, যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা কায়স্থ জাতির দ্বিজত্ব এবং যজ্ঞসূত্র ধারণের আবশ্যকতা ও বৈধতা সপ্রমাণ করেন। অতঃপর কিঞ্চিৎ আলোচনান্তে উপবীত গ্রহণের দিন স্থির হইলে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

(২) সাতবসুর উপনয়ন কেন্দ্র।

উপনয়নের আয়োজন চলিতে লাগিল, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ বিপুল বাধা উপস্থিত করিলেন। পরিশেষে স্থানীয় পাঠশালার শিক্ষক পবিত্রস্বভাব শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় কার্য্যে ব্রতী হইতে সম্মত হইলেন, কিন্তু তিনিও যাহাতে উপস্থিত হইতে না পারেন তজ্জন্য অশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। তিনি ব্রতী হইবেন না, ইহাই প্রচারিত হইল। উপনয়নের পূর্ব্বদিন ২০ জন কায়স্থ সন্তান মস্তক মুণ্ডন ও সংযম করিয়াছিলেন। অতএব উপনয়নের দিন অগ্নিহোত্রিমহাশয় একাকী কার্য্য করিবেন স্থির করিয়া সমুদয় আয়োজন করিলেন। তিনি কার্য্যারম্ভ করিবেন এমন সময় "শরৎ ঠাকুর" নারায়ণ বিগ্রহ লইয়া যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি শত-বাধা অতিক্রম করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন দেখিয়া সকলে আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি হোতৃকার্য্যে এবং অগ্নিহোত্রিমহাশয় তন্ত্রধারক পদে ব্রতী হইয়া যজ্ঞ সুসম্পন্ন করেন।

এই উপনয়নের সফলতার জন্য সাতবসুর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু, বিজয়কৃষ্ণ বসু, কৃষ্ণলাল সরকার প্রভৃতি, ব্রজপাটুলীর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সিংহ, হরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি, ভাড়াসিমলার শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সেন, জীবনকৃষ্ণ ঘোষ এবং নবোপনীত কায়স্থ মহোদয়গণ বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। নিম্নে উপবীতিগণের নাম ধাম প্রদত্ত হইল :—

(গৌতম-বসু) ঠাকুরদাস, বিজয়কৃষ্ণ, সন্তোষকুমার, বলাইলাল—সাং সাতবসু। বনবিহারী, শ্যামাপদ, বিভূতিভূষণ, গৌরীপদ—সাং ব্রজপাটুলী। (সৌকালীন—ঘোষ) ডাঃ অতুলকৃষ্ণ, জীবনকৃষ্ণ, জিতেন্দ্রনাথ, যাদবলাল, তারকচন্দ্র (অন্ধ)—সাং সাতবসু। (ভরদ্বাজ—চন্দ্র) শরচ্চন্দ্র, নরেশচন্দ্র—সাং ভাড়াসিমলা। (বিশ্বামিত্র—মিত্র) হরেন্দ্রনাথ, (অত্রি-সিংহ) ভূপেন্দ্রনারায়ণ—সাং ব্রজপাটুলী। (ঘৃতকৌশিক—দেব) কৃষ্ণলাল সরকার, ব্রজেন্দ্রলাল সরকার এবং (শাণ্ডিল্য—দত্ত) কার্ত্তিকচন্দ্র—সাং সাতবসু। মোট এই ২০ জন।

(৩) গত শ্রীপঞ্চমীর পুণ্য দিনে ভবানীপুর, ২৯ নং টাউনসেণ্ড রোডে, ময়মনসিংহের উকিল শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয় যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় উপনয়ন কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন।

(৪) গত ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে হুগলী খাতানল সন্নিহিত তেলুয়া ও ভালিয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ঘোষ, পঞ্চানন সরকার, অশ্বিনীকুমার সরকার, নগেন্দ্রনাথ সরকার, পঞ্চানন বসু ও সাধনচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মাধবচন্দ্র চূড়ামণি, সুরেন্দ্রনাথ কাব্যরত্ন ও নিবারণচন্দ্র দেবশর্ম্মা মহোদয়গণ কর্ত্তৃক যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন।

আন্তর্গণিক বিবাহ।

বারেন্দ্র কায়স্থ, তাড়াসের জমিদার বংশের জ্ঞাতি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্ম এম, এ, অবসরপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুল্‌স্, তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবীর বিবাহ দক্ষিণরাঢ়ীয় মিত্রবংশে যশোহর জেলার কলোরা গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ কালীকান্ত মিত্রের সহিত গত ৯ই মাঘ তারিখে সম্পন্ন করিয়াছেন।

বিবাহের পাত্র ও পাত্রী।

(১) শ্রীপাট দেন্দুড়ের মোহান্ত উত্তররাঢ়ীয় সন্মৌলিক কাশ্যপগোত্রীয় ভক্ত—ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের পরিকর শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত-প্রণেতা ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শিষ্যবংশ, তন্নিবন্ধন তৎপ্রদত্ত এই বংশের প্রচলিত উপাধি "মোহান্ত ঠাকুর"। এই বংশীয় একটী পাত্রের ও একটী পাত্রীর জন্য স্বশ্রেণীর উপনীত কায়স্থবংশের পাত্রী ও পাত্র আবশ্যক। পাত্র সম্বন্ধে দাবী দাওয়া নাই। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মোহান্ত ঠাকুর বর্ম্ম কাব্যতীর্থ—দেন্দুড় গ্রাম, পোঃ পুটশুরী, জেলা বর্দ্ধমান—এই ঠিকানায় পত্রব্যবহার করুন।

(২) বিদেশপ্রত্যাগত, গ্রাজুএট্, সম্ভ্রান্ত বংশীয় উপবীতধারী কায়স্থ, পূর্ব্বে অধ্যাপক ছিলেন, এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট চাকরীতে আছেন। তাঁহার জন্য যে কোন কায়স্থসমাজের সুশিক্ষিতা সুন্দরী কন্যা চাই। দাবী দাওয়া কিছু নাই। গরীবের মেয়ে হ'লেও আপত্তি নাই। শ্রীযুক্ত ডাঃ ডি, সি, বিশ্বাস, শিলচর, আসাম—এই ঠিকানায় পত্রব্যবহার করুন।

ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধ।

(১) দিনাজপুরের পরম ভাগবত সর্ব্বজনপূজ্য রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায় মহোদয় গত ২৯শে অগ্রহায়ণ পরলোক গমন করায় তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ বর্ম্ম রায় এম্-এ প্রাজ্ঞ এবং শ্রীযুক্ত কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ বর্ম্ম রায়—তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পাদন করিয়াছেন। অলোকসামান্যচরিত্র রায় সাহেবের জীবনবৃত্ত আগামী ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

হুগলি-বাতানল হইতে শ্রীযুক্ত ননীলাল দত্ত বর্ম্ম মহাশয় লিখিয়াছেন :—

(২) গত ১০ই কার্ত্তিক (১৩৩৩ সাল) হুগলী জেলার অন্তর্গত বাতানল গ্রামে ৺রাখালচন্দ্র দেব সরকারের শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

(৩) গত ২৪শে কার্ত্তিক বাতানল গ্রামে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দেবসরকার বর্ম্ম মহাশয়ের স্বর্গীয়া মাতা ৺কৃষ্ণভাবিনী দেবীর বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ মহাসমারোহে ত্রয়োদশাহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বহু ব্রাহ্মণ অধ্যাপক উপস্থিত হইয়া দান গ্রহণ ও বৈদিক কার্য্য ক্ষত্রিয়াচারে যথা-বিধি সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

এতদুপলক্ষে যজ্ঞস্থল চন্দ্রাতপ ও বিবিধ লতাপুষ্পে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। এক পার্শ্বে উপস্থিত অধ্যাপক ও কায়স্থ পণ্ডিতগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। ভিন্ন পার্শ্বে যজ্ঞবেদী; তদুপরি হোতা, চতুষ্পার্শ্বে তন্ত্রধারক, ব্রহ্মা, সদস্য প্রভৃতির বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে ও দুই জন শাস্ত্রজ্ঞ বৈদিক অধ্যাপকের বিরাট ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠের সুমধুর ধ্বনিতে যজ্ঞস্থল মুখরিত হইয়াছিল।

সপুত্রক রায় সাহেব গোষ্ঠবাবু ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া অভ্যাগত ভদ্রমহোদয়গণকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

উপস্থিত অধ্যাপকগণের মধ্যে নিম্নের কয়েকটী নাম বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য।

১। হুগলী খামারবেড় চতুষ্পাঠীর শ্রীবেণীমাধব স্মৃতিরত্ন।
২। ,, শালেপুর ,, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্ন।
৩। ,, বালিবেলা — শ্রীখগেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ।
হেড পণ্ডিত, বাতানল উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়।
৪। ,, বাখরচক চতুষ্পাঠীর শ্রীযতীন্দ্রনাথ কাব্যরত্ন।
৫। ,, মইগ্রাম — শ্রীকালীপদ শাস্ত্রী কাব্যব্যাকরণস্মৃতিতীর্থ।
৬। ,, মলয়গ্রাম — শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।
৭। ,, সগুা ঐ শ্রীকামাখ্যানাথ স্মৃতিরত্ন।
৮। ,, নারায়ণপুর ঐ শ্রীবসন্তকুমার স্মৃতিরত্ন।
৯। ,, ভালিয়া ঐ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কাব্যরত্ন।
১০। ,, দশঘরা ঐ শ্রীরামদাস শিরোমণি।
১১। ,, মোহনপুর ঐ শ্রীযাদবচন্দ্র তর্করত্ন।
১২। ,, হাটবসন্তপুর ঐ শ্রীনিরাপৎ বিদ্যারত্ন।

১৩। ,, নারায়ণপুর চতুষ্পাঠীর শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম।
১৪। ,, তারকেশ্বর ঐ শ্রীনিবারণচন্দ্র স্মৃতিরত্ন।
১৫। বর্দ্ধমান পহলামপুর ঐ শ্রীযতীন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।
১৬। ,, চকদীঘি ঐ শ্রীচারুচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ।
১৭। হুগলী বাতানল ঐ শ্রীমাধবচন্দ্র চূড়ামণি।
১৮। ,, ,, ঐ শ্রীবিনোদবিহারী পদরত্ন।
১৯। ,, ,, ঐ শ্রীহরিবংশ চূড়ামণি।
২০। ,, ,, ঐ শ্রীভূদেবচন্দ্র শর্ম্ম মজুমদার।

২৫শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার বিভিন্ন গ্রামের বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতিকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হয়। গোষ্ঠ বাবু ক্ষত্রিয়াচারে এইরূপ শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া এ অঞ্চলের কায়স্থদের মধ্যে এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই কার্য্য উপস্থিত অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অনুমোদিত হইয়া কায়স্থ সমাজের চৈতন্য সঞ্চার করিয়াছে। গোষ্ঠবাবুরা তিন ভ্রাতায় উপর্য্যুপরি তিনদিন স্বজাতি ও কাঙ্গালী ভোজন এবং মুক্তহস্তে দীন দরিদ্রকে দান করিয়াছিলেন। পরিশেষে কৃতজ্ঞহৃদয়ে জানাইতেছি যে বাতানল কায়স্থসমিতির কয়েকটী সভ্য আন্তরিকতার সহিত প্রাণপাত পরিশ্রম না করিলে এই শ্রাদ্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারিত না।

(৪) গত ২৯শে মাঘ বাতানলনিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন ;—

(১) পুরোহিত শ্রীহরিবংশ চূড়ামণি।
(২) সভাপণ্ডিত শ্রীদীননাথ স্মৃতিরত্ন।
(৩) অধ্যাপক শ্রীবসন্তকুমার স্মৃতিরত্ন।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজামহোৎসব।

(১) হুগলি জেলার বাতানল গ্রামে গত ২১শে কার্ত্তিক রবিবার শুভ যম-দ্বিতীয়া তিথিতে বাতানল কায়স্থসমিতির উদ্যোগে কায়স্থদের আদি পিতা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের ১৭শ বার্ষিক পূজা মহোৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

তদুপলক্ষে পূজামণ্ডপ ও সন্মুখস্থ সুপরিস্কৃত প্রাঙ্গণ বিবিধ নয়নাভিরাম লতাপুষ্প ও ধ্বজপতাকায় সুসজ্জিত হইয়া এক মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়া-

ছিল। উষাকালে পিতৃদেবের আগমনীগীতিতে কায়স্থপল্লী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বাহ্ণে পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, আরতি, স্তবগীতি ও ব্রতকথা পাঠ যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমাগত আবাল বৃদ্ধবনিতাকে প্রসাদ বিতরণে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল। সায়াহ্নে ডাঃ শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র দেব সরকার বর্ম্ম মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। সভায় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বহু কায়স্থ যোগদান করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে ৺রাখালচন্দ্র দেব সরকার মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। তিনি খুলনা ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের (Khulna Forest Dept.) আসিষ্টাণ্ট কনসারভেটার (Asst. conservator) ছিলেন। এই উচ্চপদ সম্ভবতঃ বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্রথম লাভ করেন। এরূপ উচ্চপদ পাইয়াও তাঁহার হৃদয়ে গর্ব্বের লেশমাত্র ছিল না। তাঁহার বেশভূষা দেখিলে একজন সাধারণ লোক বলিয়া ভ্রম হইত। তাঁহার ন্যায় মিতব্যয়ী, পরোপকারী ব্যক্তি এযুগে একান্ত বিরল। তাঁহার দানে এ অঞ্চলের শিক্ষা, শিল্প, ও, স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। তাঁহার পরলোকগমনে এই গ্রাম বিশেষতঃ বাতানল কায়স্থসমিতি বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সন্ধ্যা-আরতির সময় বহু পুরমহিলা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। এই সময় বালকগণের আলোকক্রীড়া অতিশয় কৌতুকজনক হইয়াছিল। পরদিবস ২২শে কার্ত্তিক সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে পূজা, সায়াহ্নে শোভাযাত্রাসহ প্রতিমাকে সুসজ্জিত রথোপরি স্থাপন করিয়া সমারোহে গ্রাম পরিভ্রমণ ও নিরঞ্জনক্রিয়া সমাপন করা হয়। বাদ্যযন্ত্রের তুমুলনিনাদে ও সমস্বরে "বন্দে পিতরম্ চিত্রগুপ্তম্" ধ্বনিতে গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

(২) তেলুয়া গ্রামের উপনীত উৎসাহী যুবকগণের চেষ্টায় এবার তেলুয়াতেও শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা হইয়াছে।

মহাসম্মেলন প্রসঙ্গে—মহাসম্মেলনের ও সভার বিশেষ অধিবেশনের বিবরণ যাহা পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে তদ্ব্যতীত আরও কয়টী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক বলিয়া কোন কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু জানাইয়াছেন, ফাল্গুন সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইবে। বিবরণের ৪১২ পৃষ্ঠায় ১৫ ছত্রে "তাঁহার নিজ বাটীর কতিপয় ঘর" লেখা ঠিক হয় নাই, "তাঁহার নিজের একটী বৃহৎ বাটী" বলিলে ঠিক হইত। ঐ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত সভাপতিকে ধন্যবাদ দানের প্রস্তাব শ্রীযুক্ত অগ্নিহোত্রিমহাশয় সমর্থন করিয়াছিলেন, ভ্রমক্রমে ইহা উক্ত হয় নাই।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার

পুস্তক সমালোচনা।

"নিত্যকর্ম্ম-মঞ্জরী"—শ্রীগিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার সঙ্কলিত, মূল্য ।৷০ আনা, কায়স্থ সভার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। আকার ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ১২৩ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালা দেশে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যাঁহারা বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায় সমুন্নত, এবং রাজকীয় উচ্চপদে নিযুক্ত রহিয়াছেন, সেই কায়স্থজাতি আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইতিহাসও একথার সাক্ষ্য প্রদান করে। কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ গোনর্দ্দবংশীয় ক্ষত্রিয় মহারাজ বালাদিত্য দুর্ল্লভবর্দ্ধনকে আপন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণীপ্রণেতা কহ্লণ ইঁহাকে কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই কায়স্থ যদি ক্ষত্রিয় না হইত, তাহা হইলে কদাপি ক্ষত্রিয় মহারাজ বালাদিত্য ইঁহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতেন না। এই কায়স্থ দুর্ল্লভবর্দ্ধন এক প্রসিদ্ধ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, যে বংশে পাণিনির কাশিকাবৃত্তিপ্রণেতা, বেদশাস্ত্রবিদ্ দিগ্বিজয়ী বীর জয়াদিত্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাও কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্বের নিঃসন্দেহ নিদর্শন। বস্তুতঃ পৌরাণিক প্রমাণাদি ব্যতীত বিস্তর ঐতিহাসিক প্রমাণ রহিয়াছে, যাহা হইতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণত্বই সিদ্ধ হইতেছে।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার সম্প্রতি এই ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভূত তথাকথিত 'কায়স্থ'গণের নিত্যব্যবহারার্থ 'নিত্যকর্ম্ম মঞ্জরী' নামে একখানি উত্তম গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রধানতঃ ত্রৈকালিক বৈদিক সন্ধ্যা-পদ্ধতি লিখিত হইয়াছে। বাজারে নিত্যকর্ম্ম বিষয়ক যে সকল পুস্তক দৃষ্ট হয়, ইহা তদ্রূপ নহে, ইহাতে গবেষণা ও মৌলিকতা যথেষ্ট আছে। পণ্ডিত মহাশয়ের বৈদিক জ্ঞান অসাধারণ। প্রত্যেক মন্ত্রের ইনি যে বাঙ্গালা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতেই ইঁহার বৈদিকজ্ঞানের গভীরতা বুঝা যায়। এই অর্থ দেখিয়া পড়িলে অল্পসংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিও অনায়াসে মন্ত্রগুলির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন। পণ্ডিতমহাশয় বৈদিক সন্ধ্যাপদ্ধতি হইতে পৌরাণিক মন্ত্রাদি বাদ দিয়াছেন, তাহা ভালই হইয়াছে। গায়ত্রীমন্ত্র ও অন্যান্য বৈদিক মন্ত্রগুলি

সমস্তই ব্রহ্মপ্রতিপাদক মন্ত্র। দ্বিজমাত্রেই ত্রিসন্ধ্যা এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নিত্যব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু অনেকেই সন্ধ্যামন্ত্রের অর্থ বুঝেন না। এই গ্রন্থখানি তদ্বিষয়ে বিশেষ উপকারী হইয়াছে। কেবল সন্ধ্যার মন্ত্র দিয়াই পণ্ডিত মহাশয় সন্তুষ্ট হন নাই। ইহাতে পঞ্চমহাযজ্ঞ ও বলিবৈশ্যদেববিধি, অর্থসহ তর্পণের মন্ত্র, কয়েকটি সুন্দর স্তুতি এবং তাঁহার স্বরচিত উপাদেয় পুণ্য-নাম-স্তোত্র ও দেশমাতৃকার স্মরণার্থ স্তোত্র প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা এই গ্রন্থের গৌরব আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা কেবল যে ক্ষত্রিয়গণের ব্যবহারে লাগিবে তাহা নহে, এই গ্রন্থসাহায্যে ব্রাহ্মণেরাও সন্ধ্যামন্ত্রের অর্থ সহজে বুঝিতে পারিবেন। প্রত্যেক দ্বিজাতির গৃহে এই পুস্তক থাকা উচিত। পুস্তকের দুই তিন স্থলে মুদ্রাকরপ্রমাদ রহিয়াছে, এইরূপ উত্তম নিত্য-ব্যবহার্য্য পুস্তকে মুদ্রাকরপ্রমাদ একটীও না থাকা বাঞ্ছনীয়। পণ্ডিত মহাশয় "বেদ পাঠ" নামে আর একখানি বৈদিক-গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। আমরা সেইখানি দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রহিলাম।

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী বিদ্যারত্ন, এম্ এ,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু দর্শনের অধ্যাপক।

পুস্তক-পরিচয় ও সমালোচনা।

শ্রাদ্ধ-পদ্ধতি—শ্রীগণপতি বিদ্যারত্ন সম্পাদিত (স্বর্গীয় পণ্ডিতবর ৺আশুতোষ তর্কতীর্থ মহাশয়ের সাহায্যে)। আকার ডবল ক্রাউন আট পৃষ্ঠা, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা—৬২, মূল্য—৷৶০ আনা।

শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন সম্পাদিত শ্রাদ্ধ-পদ্ধতি দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। যেই যুগে সূত্রের স্থানে পিণ্ডোপরি মূত্র প্রদানের উপাখ্যানও শুনিতে পাওয়া যায়, সেই যুগে চূর্ণকগুলি দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিয়া যে বিদ্যারত্ন মহাশয় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যবস্থা-শুদ্ধি, ক্রম-শুদ্ধি এবং মন্ত্র-শুদ্ধি আশানুরূপ হইয়াছে। মূলতঃ পদ্ধতিখানির সম্পাদন বিষয়ে বিশেষ কোনও ত্রুটি দোষানুসন্ধিৎসুর চক্ষু দ্বারাও দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু ইহার মুদ্রণবিষয়ে আমাদিগের কয়েকটী কথা বলিবার আছে :—

(১) বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রাচীনতার পক্ষপাতী—এই পদ্ধতিখানি পুথির আকারে না করিয়া মাসিক-পত্রিকার আকারে কি উদ্দেশ্যে প্রকাশ করিলেন, বুঝিলাম না। কর্ম্মকাণ্ডের পুস্তকগুলি অদ্যাপি পুথির আকারে দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) চূর্ণক ও মন্ত্র একই রূপ অক্ষরে মুদ্রিত না করিলেই ভাল হইত।

(৩) মন্ত্রপাঠের সুবিধার জন্য বহু স্থানে মন্ত্রের মধ্যে সন্ধিবিচ্ছেদ করা হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় অবশ্য জানেন, মন্ত্রে নিত্য সন্ধি করা বিধেয়।

(৪) মুদ্রাকর-প্রমাদের হস্ত হইতেও বিদ্যারত্ন মহাশয় একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু পুস্তকের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমরা তাঁহার নিকট হইতে ইহা আশা করিতে পারি; কারণ বিশুদ্ধিরক্ষার উদ্দেশ্যেই তাঁহার এই প্রয়াস।

(৫) আর একটী কথা আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে, বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রাদ্ধ-পদ্ধতি-ধৃত কোন্ মন্ত্রটী কোন্ মূলগ্রন্থ হইতে গৃহীত মন্ত্রের সহিত তাহাও দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সেই মূলগ্রন্থের নাম তিনি অতি সংক্ষেপে দিয়াছেন—যথা বা—৩।৫১, ঋঃ খিঃ ৮৯ ইত্যাদি। কিন্তু ঐ সকল সঙ্কেতের পূর্ণ অবস্থা পুস্তকের কোনও অংশে দেখিতে পাইলাম না। বোধ হয়, বিদ্যারত্ন মহাশয় নিজের পাণ্ডিত্য ও অনুমানশক্তির সহিত ওজন করিয়া উহাদিগের পূর্ণ নাম দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। যাহা হউক, ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহোদয় যেইরূপ 'যজ্ঞ কথা'দি দেশীয় ভাষায় লিখিত কর্ম্মকাণ্ডাত্মক পুস্তকের দ্বারা আমাদিগের বিশেষ উপকার করিয়াছেন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে উক্ত বিদ্যারত্ন মহোদয়ও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এইরূপ কর্ম্মকাণ্ডাদির গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণের ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদভাজন হউন। সুখের বিষয় ইতঃপূর্ব্বে তিনি আরও কয়েক-খানি পদ্ধতি সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী (এম, এ,)

পুস্তক-পরিচয় ও আলোচনা।

১। **সমাজ রেণু**—শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ বিরচিত কবিতামালা। প্রকাশক শ্রীনিরঞ্জন বিজলী, গোকুলনগর, মেদিনীপুর। আকার ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, উপহার ও নিবেদন বাদে ৯৭ পৃষ্ঠা—মূল্য ॥০ (আট আনা)

শ্রীযুক্ত করণ মহাশয় নিম্ন বর্ণ বা জাতির প্রতি অভিজাত-সম্প্রদায়ের দুর্ব্যবহার, শাসন ও নির্য্যাতন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া আকুল বেদনায় কয়েকটী কবিতায় কাঁদিয়াছেন—তাঁহার ক্রন্দন যথার্থ ব্যথার উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। উচ্চকাব্যের লক্ষণ এই কবিতাগুচ্ছে না থাকিলেও এই গ্রন্থে রচয়িতার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় এবং মিথ্যা বাগ্‌জাল কোথায় দৃষ্ট হয় না। কবি বর্ত্তমান হিন্দুজাতির ও সমাজের ক্ষতগুলি সরল ভাষায় গ্রথিত করিয়াছেন। সত্য যে ভাবেই বলা হউক, তাহা রুচিকর না হইলেও সত্য। কথা আছে অপ্রিয় সত্য বলা উচিত নহে, কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ ঔদাসীন্যে আর চলে না। আভিজাত্যের অন্যায় অভিমান, পুথি ও পুস্তকগত বিদ্যার ধারণাহীন অভিমান—ধনের ও বলের অহঙ্কার—নিম্নশ্রেণীর প্রতি, অশিক্ষিতের প্রতি, নির্ধন ও দুর্ব্বলের প্রতি আবহমান কাল যে অত্যাচার ও নির্য্যাতন চলিতেছে, তাহার প্রকাশ্য প্রতিবাদ আবশ্যক হইয়াছে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথের সমাজ-রেণু এই প্রতিবাদেরই কঠোর অভিব্যক্তি। আচার্য্যপাদ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ মহারাজ, মহাত্মা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, মহাত্মা গান্ধী এবং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও কবিকুলচূড়া রবীন্দ্রনাথ এই সমাজ-অত্যাচারের কথা নানা ভাবে নানা সময়ে রচনায় ও বক্তৃতার জ্বালাময়ী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত করণ মহাশয় সেই সকল একত্র করিয়া আপন প্রাণের ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই কবিতাগ্রন্থ পাঠে অনেক তথাকথিত অস্পৃশ্যের ও নির্য্যাতিতের চোখের জল মুছিবে, কিন্তু এই কবিতা গ্রন্থ পাঠে অভিজাত-সম্প্রদায়ের নয়নে নিজদের ব্যবহার স্মরণ করাইয়া অনুতাপের অশ্রু-ধারা যদি বহাইতে পারে, তাহা হইলেই গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হইবে। তাঁহার অনেক কবিতাই আমাদের ভাল লাগিয়াছে, কঠোর হইলেও সত্য, তবে সকল কবিতাই কেবল সমাজ-ক্ষত-নির্দ্দেশক, কিন্তু "দেবতা" নামক কবিতাটী ক্ষতের প্রলেপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

২। **নীলাচলে**—শ্রীচুনীলাল বসু প্রণীত, আকার ডবল ক্রাউন ১৬৬ পৃষ্ঠা, ভাল কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১৲ এক টাকা, প্রকাশক শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ বসু, ২৫, মহেন্দ্র বসু লেন—শ্যামবাজার, কলিকাতা। ১৯২৬।

অগ্রজস্থানীয় রসায়নাচার্য্য—রায় বাহাদুর ডাক্তার চুনীলাল বসু সি, আই, ই, মহাশয় এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের বিবরণ চিত্র-নক্সাদিসহ প্রকাশ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে পুরীর পথের বর্ণনামধ্যে পথিমধ্যস্থ নদী, সহর ও তীর্থাদির বর্ণনাও সন্নিবেশিত করিয়াছেন, বালেশ্বর, ভদ্রক, বৈতরণী ও যাজপুর-বিরজামন্দির, কটক ও কটকস্থ দর্শনীয় স্থানসমূহের কথা, ভুবনেশ্বর ও ভুবনেশ্বরস্থ নানা মন্দির-বিগ্রহ-পুণ্যস্থান—খণ্ডগিরি,—উদয়গিরি ও তাহার বিস্তৃত বর্ণনা এবং সত্যবাদী বা সাক্ষীগোপালের নানা কথা এই পুস্তকে আছে। শেষভাগে জগদ্বন্ধু ও মহাপ্রভু—স্মার্ত্তশিরোমণি প্রণীত শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রতত্ত্বম্ (মূল)—কোণার্ক ও চিল্কা হ্রদের বর্ণনা সংযোজিত করিয়াছেন। রচয়িতা জানাইয়াছেন—এই পুস্তকের কতকাংশ পূর্ব্বে রচিত ও প্রকাশিত এবং কতকাংশ এই পুস্তকে প্রথম সন্নিবেশিত—গ্রন্থকর্ত্তার প্রধান কথা এই যে, ভক্ত ও ভ্রমণকারী এই উভয় শ্রেণীর পাঠকপাঠিকাগণের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। নীলাচল যদি তাঁহাদের কিছুমাত্র উপকারে আইসে তাহা হইলে তাঁহার সকল পরিশ্রম সফল হইবে। আমরা শ্রদ্ধেয় ভক্ত গ্রন্থকারের পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বলিতেছি যে তাঁহার শ্রম সার্থক হইয়াছে। আমাদেরও কয়েকবার মানবের এই মহামিলনক্ষেত্রের, পুণ্যতীর্থের ও তীর্থপাদবিধৌত মহোদধির অপরূপ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল—নিজ স্মৃতি মিলাইয়া বর্ণনা সঠিক বলিয়াই ধারণা হইল। মাত্র দু'এক স্থলে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ হইল—কারণ গ্রন্থকারের ২৩ বৎসর পূর্ব্বের দৃষ্ট দৃশ্যসমূহ কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এই পুস্তকে রসায়নাচার্য্যের অন্তরের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং তাঁহার নিজের ভক্তি ভক্ত-পর্য্যটককে নিশ্চিতই আকর্ষণ করিবে। ঐতিহাসিক তথ্য বা প্রচলিত কথাও বড় কম সংগ্রহ হয় নাই—এক কথায় তীর্থযাত্রী বা পর্য্যটক উৎকলের প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তি ও ও ধর্ম্মস্থান, মন্দির, বিগ্রহ, পুণ্য-স্রোতস্বিনী বা জলাশয়, যাহা যাহা দ্রষ্টব্য এবং কর্ত্তব্য তাহার প্রচুর ইঙ্গিত এই পুস্তকে আছে। ভাষা মনোহারিণী ও কবিত্ব-ময়ী, চিত্র ও নক্সাগুলি রঙ্গিণ ও বিশদ না হইলেও আবশ্যকীয় বিবরণে পূর্ণ। এইরূপ সরল সহজবোধ্য ভাষায় সার ও প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ সকল হিন্দু তীর্থগুলির বিবরণ গ্রথিত হইলে বাঙ্গালা ভাষার একটি সম্পদ হয়।

৩। **মাথুর কথা**—শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত বিরচিত—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির হইতে শ্রীরামগোপাল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত—মূল্য পরিষৎ ও তৎশাখাসমূহের সদস্যগণের পক্ষে ২৲ এবং সাধারণের পক্ষে ২৷৷০—১৩৩৩ বঙ্গাব্দ—আকার ডবল ফুলস্ক্যাপ ৩৩৬ পৃষ্ঠা ও নানা চিত্র সম্বলিত।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় সাহিত্য ক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন—তাঁহার 'বৃন্দাবন-কথা' ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া সাধারণকে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামের বিস্তৃত বিবরণ শুনাইয়াছে—বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণবতীর্থাদির অনেক কথা তিনি নানা সাময়িক-পত্রে লিখিয়াছেন। মাথুর কথা তাঁহার প্রতিষ্ঠাকে আরও দৃঢ় করিবে। পরিষদের বর্ত্তমান সম্পাদক, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের এক ভূমিকা লিখিয়া পুস্তকের ও বিবৃত তীর্থের অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

বৈদিক, পৌরাণিক, জৈন, বৌদ্ধ (অশোক, শক বা কুশান), চৈনিক পরিব্রাজকগণের বর্ণিত, গুপ্তযুগ ও তৎপরবর্ত্তী কালের, মুসলমান ও বর্ত্তমান যুগের মথুরাতীর্থের বিশদ বর্ণনা ও ইতিকথা সম্বলিত এই পুস্তকখানি কৌতূহলী ইতিহাস পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু পর্য্যটকগণের এবং ভক্তগণের-বিশেষ উপকারে আসিবে। কানিংহাম প্রমুখ বিদেশীয় বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণের ধারা অনুসরণ করিয়া, তাহার সহিত দেশের সংগৃহীত তথ্যাদি এবং কিম্বদন্তি একত্র সমাবেশ করিয়া পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় এই মোক্ষদায়িকা তীর্থভূমির কথা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রথিত করিয়া বঙ্গীয়সমাজের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইলেন—এই পুস্তকে বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস ও তৎ তৎ যুগের কলাশিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতির কথা যথাসাধ্য বিবৃত করিয়া পুস্তকখানিকে আরও সমৃদ্ধ করিয়াছেন। সর্ব্বকারণ-কারণ স্বয়ং শ্রীভগবানের জন্মস্থান ও তাহার পুণ্য-কথা কেবল ভক্তের নহে অনুসন্ধিৎসু ও ঐতিহাসিকগণেরও বিশেষ আলোচ্য ও অনুসরণীয়—পুলিনবাবু এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহাদের সহায়ক হইলেন, ইহা কম গৌরবের কথা নহে। দু'এক স্থলে যে কিম্বদন্তি-বর্ণনা-বাহুল্য দেখা যায় তাহাও রমণীয় বলিয়া বিশেষ দোষারোপযোগ্য নহে। যে দেশে কৃষ্ণ ব্যতীত কথা নাই, কানু ছাড়া গীত নাই—প্রকৃত ভক্তের জীবন অনুসরণ করিয়া শেষ বয়সে 'বৃন্দাবন কথা'—'মাথুর কথা' প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থগুলি রচনা করিয়া পুলিন বাবু বঙ্গীয় পাঠকগণের ধন্যবাদার্হ হইলেন। নানা ঐতিহাসিক চিত্র, স্থান ও বিগ্রহ সমূহের বিশদ বর্ণনা যুক্ত এই মাথুর কথা গ্রন্থখানি আমরা সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি

৪। **অতি-আধুনিক—বাংলা-কথা-সাহিত্য**—শ্রীঅমল চন্দ্র হোম বিরচিত, আকার ডিমাই ১৯পৃষ্ঠা—(কিছুদিন পূর্ব্বের দিল্লী নগরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশনে পঠিত) প্রকাশক—শ্রীনীহার রঞ্জন রায়, এম্ এ, ৯১।১—এন্ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য নাই।

শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত অমল চন্দ্র-হোম ভায়াজীউ একজন উৎকৃষ্ট ইংরাজি লেখক এবং বর্ত্তমানে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদক। তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের চর্চ্চাও বহুদিন করিতেছেন—তবে তিনি অতি-আধুনিক না হইলেও অন্ততঃ আধুনিক দলেরই অগ্রবর্ত্তী। নিজে আধুনিক হইয়াও যে তিনি বাংলা ভাষার আধুনিক কথা-সাহিত্যের ও ঐ সাহিত্যলেখকদিগের সমালোচনায় এই উনবিংশ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধ রচনা-করিয়া বহু আধুনিক সাহিত্যিকগণের সভায় পাঠ করিয়াছেন এবং উহা প্রকাশ করিয়া আজ-কালকার দিনে সৎসাহস বা অতিসাহস দেখাইতেছেন, ইহা অতীব প্রশংসার কথা। প্রবীণ, অর্থাৎ, প্রাচীন সাহিত্যিকগণ এ বিষয়ে দু'একটা কথা মাত্র বলিতে গিয়া উদীয়মান নবীন লেখক-ভ্রাতৃগণের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়া কিরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তাহা অনেকেই জানেন। সেই জন্যই শ্রীযুক্ত হোম মহাশয়কে বলি—'ওয়া বাহাদুরো'!—বহুদিন যাবৎ আমরা বাঙ্গলা সাহিত্য-সমালোচনার এমন নির্ভীক অভিব্যক্তি পাঠ করি নাই। সে 'সমাজপতি' নাই—সেই মিষ্ট, অতি মিষ্ট কশাঘাৎ আর দেখা যায় না। যে কথা-সাহিত্যের গল্প ও উপন্যাস—আজ বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকার একমাত্র উপভোগ্য বস্তু এবং যে সাহিত্য বর্ত্তমান বাঙ্গলার তরুণ মনকে গঠিত করিতেছে, যাহাই বর্ত্তমানের সাধারণী শিক্ষার তরণীরূপে সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে, তাহা দিন দিন যে পথে পরিচালিত হইতেছে জানি না, কতদিনে তাহার মোড় ফিরিবে।

আসল কথা নিজ সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশেষজ্ঞের ন্যায় ধারণা না করিয়া বর্ত্তমানের তরুণ সাহিত্যিকগণ—শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র যাঁহাদিগকে অতি আধুনিক সাহিত্য স্রষ্টা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, যাঁহারা মনীষী গোর্কি প্রমুখ—একটীমাত্র নামই করিলাম—বিদেশীয় লেখকগণের আদর্শ নিজ সমাজে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, তাঁহারা আপাতঃদৃষ্টিতে মুগ্ধ হইয়া নিজ সমাজের প্রকৃত কল্যাণের আদর্শের দিকে আদৌ অগ্রসর নহেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। বিদেশীয় আদর্শ দেশী ছাঁচে ঢালিলে যে ফল হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইতেছে। অমৃতের পরিবর্ত্তে হলাহল উঠিতেছে—এ হলাহল পান করে—বাঙ্গালীর তরুণ সমাজে

সে নীলকণ্ঠ কয়জন আছেন? প্রাণমন মাতান মৃদুমন্দ পরিমলবাহিনী যুথিকার মালার স্থানে বিদেশী উগ্রগন্ধযুক্ত 'গ্র্যাণ্ডিফ্লোয়ার' তোড়ার আসন অসামঞ্জস্য বলিয়া বোধ হয়। ঋষিগণোল্লাস সোমরসের পরিবর্ত্তে তীব্র মাদকতাপূর্ণ 'ব্রাণ্ডী' কখন কি বাঞ্ছনীয়? লেখকের দু' একটি কথা এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমরা তাঁহাকে তাঁহার সৎ সাহসের জন্য পুনরায় বিশেষভাবে ধন্যবাদ করিয়া এই আলোচনা শেষ করিলাম।

"যে কয়টি মাসিক ও সাপ্তাহিক আজ কাল হাতে হাতে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহার একটি নয়, দুটি নয়, গল্পের পর গল্প পড়িয়াই,—মন বিরূপ হইয়া উঠে, তিক্ততায় চিত্ত বিকৃত হয়। এ কি কৃত্রিম ভাব-বিলাস, প্রেমের অসহনীয় ন্যাকামি, ভাষা ও ভাবের বিকৃত সংযম, বাস্তবতার নামে কলাকৌশলশূন্য অভিনয়, আন্তরিকতাবিহীন অনুভূতির মায়া কান্না বাঙ্গলা কথা-সাহিত্যকে পাইয়া বসিল! ইহা কি বাংলার নবযুগের সাহিত্য? ইহারই মধ্যে কি আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের বিচিত্র সমস্যা ও নিগূঢ় রস-রহস্য রূপায়িত ও প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিতেছে? তরুণ-তরুণীর অসীম প্রেম-তৃষ্ণা, দেশের লক্ষ লক্ষ দুঃখী জনের করুণ জীবন যাপন, সমাজ ও রাষ্ট্রে আমাদের শত সহস্র অধীনতার নিগড় সমস্তই তো কথা-সাহিত্যের অমূল্য ও অপূর্ব্ব উপাদান, কিন্তু যে কল্পনা (imagination) ও সহানুভূতি-দৃষ্টি (Sympathetic vision) থাকিলে, মনের যে প্রসার থাকিলে, এই উপাদানকে সাহিত্যের সামগ্রী করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহা কোথায়? কথায় কথা গাঁথিয়া, কান্নার মালা দুলাইয়া, নাকি সুরে বাঁশী বাজিলে তাহাতে ছিচ্‌-কাঁদুনে আদুরে ছেলের আব্দার প্রকাশ পাইতে পারে কিন্তু প্রেমের নীরব-গোপন গুঞ্জনের যে মৃদুমাধুর্য্য, তাহা কি এই ন্যাকামি এবং কাঁদুনে ভাষা-বিলাসের বস্তু? প্রেমের রহস্য কত বিচিত্র, হৃদয়ের গোপন পথে তাহার যাওয়া আসা; হৃদয় দিয়া তাহাকে জানিতে ও বুঝিতে হয়, কিন্তু সে জন্য যে শুদ্ধ-সবল চিত্তের প্রয়োজন, যে শিক্ষা ও সাধনার আবশ্যক, তাহা কোথায়? যে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক প্রেম বিলাস বাংলার অতি আধুনিক কথা-সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে তাহার চাপে নূতন সৃষ্টি বন্ধ হইয়া গিয়াছে"। ইত্যাদি—ইত্যাদি। আমরা বর্ত্তমানের কথা-সাহিত্য-রচয়িতৃগণকে এই ক্ষুদ্র অথচ সারবান্ প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

পঞ্চবিংশ বার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির তৃতীয় অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী।

১৩ই আশ্বিন, ১৩৩৩ সন, ৩রা অক্টোবর, ১৯২৬। রবিবার অপরাহ্ণ ৩৷৷০ ঘটিকা।

৪।১ নং বাদুর বাগান রো স্থিত সভাপতি মহাশয়ের ভবন।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্, এ, পি, আর, এস, সি, আই, ই। (সভাপতির আসনে)।

,, মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা

,, কিরণচন্দ্র দত্ত (পত্রিকা-সম্পাদক)

,, গণপতি বিদ্যারত্ন।

,, যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি, এল, (সম্পাদক)

,, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (আয়ব্যয়-পরীক্ষক)

,, প্রবোধকুমার দত্ত

,, সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী

,, মণীন্দ্রমোহন বর্ম্ম মজুমদার

,, গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার

,, মাখনলাল ধর বর্ম্মা (প্রচারক)

,, গিরীন্দ্রমোহন বসু (ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মাধ্যক্ষ)

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় জানাইলেন যে শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্ম চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ বসু বর্ম্ম মহাশয়গণ উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহাদের পত্র উপস্থিত করিলেন।

১ম নির্দ্ধারণ।

গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২য় নির্দ্ধারণ।

ভাদ্রমাসের আয়ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শিত ও গৃহীত হইল।

৩য় নির্দ্ধারণ।

নূতন সভ্য মনোনয়ন।

(ক) ১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দে বরিশাল।
২। ,, সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ,,
৩। ,, রোহিণীকুমার দাস ,,
৪। ,, শরচ্চন্দ্র ঘোষ কলিকাতা।
৫। ,, জগদ্বন্ধু সরকার জলপাইগুড়ী।
৬। ,, শরচ্চন্দ্র বসু ,,
৭। ,, উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ,,
৮। ,, প্রভাতচন্দ্র চন্দ্র বরিশাল।
৯। ,, অক্ষয়কুমার কর চৌধুরী ,,
১০। ,, অন্নদাচরণ সেন জলপাইগুড়ী।
১১। ,, সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বিশ্বাস এম, এ, বি, এল।
১২। ,, মণীন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা বরিশাল।

(শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্রবর্ম্ম মহাশয়ের লিখিত প্রস্তাবমতে)

১৩। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র কলিকাতা।
১৪। ,, কেদারনাথ বসু খুলনা।
১৫। ,, কালীপদ ঘোষ যশোহর।
১৬। ,, যতীন্দ্রনাথ সিংহ খুলনা।
১৭। ,, ভূপালচন্দ্র মিত্র কলিকাতা।
১৮। ,, সতীশচন্দ্র বসু খুলনা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বি, এল্।
সমর্থক— ,, গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার।

(খ) ১। শ্রীযুক্ত তারাপদ বসু কলিকাতা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন।
সমর্থক— ,, মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা।

(গ) ১। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ গুহ, বি এল, কলিকাতা।
২। ,, নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার এম, এ, বি, এল। ,,
৩। ,, কৃষ্ণেন্দ্রনাথ ভৌমিক পাবনা
৪। ,, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ রায় বর্ম্মা বি, এল, ফরিদপুর।
৫। ,, কল্যাণচন্দ্র মিত্র বি, এল, ,,
৬। ,, কবিরাজ বিহারীলাল সরকার কবিরঞ্জন ,,
৭। ,, ধীরেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা এম, এ, বি, এল মুন্সেফ

৮-১২। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার দাস মুন্সীপ, অমূল্যচরণ গুহ রায়, শরচ্চন্দ্র গুহ, বিপিনবিহারী ঘোষ রায় ও শ্রীশচন্দ্রদত্ত চৌধুরী, জমিদার—বরিশাল।
১৩। , অবিনাশচন্দ্র নাগ সম্পাদক পিরোজপুর কায়স্থসভা
১৪। ,, উপেন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা।
সমর্থক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।
প্রস্তাব ৩টী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৪র্থ নির্দ্ধারণ—

নিখিলভারত কায়স্থসভার অভ্যর্থনাসমিতি গঠন বিষয়ে আলোচনান্তে স্থির হইল মাননীয় কে, সি, দেববর্ম্ম মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা হইবে। আপাততঃ শ্রীযুক্ত মহারাজা জগদীশনাথ রায় বর্ম্ম বাহাদুর শ্রীযুক্ত কে, সি, দেববর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক মহাশয়-দিগকে লেখা হউক যে নিখিলভারত কায়স্থসভার আগামী কলিকাতা অধি-বেশনের জন্য অভ্যর্থনাসমিতি গঠনের আয়োজন চলিতেছে, ইহা প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে তাঁহারা বিজ্ঞাপিত করুন।

৫ম নির্দ্ধারণ—প্রচার সম্বন্ধে।

শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রিমহাশয় এখন নিজের কাযে বিশেষরূপে বিব্রত আছেন, অতএব তিনি বর্ত্তমানে whole time প্রচারকস্বরূপে প্রচারকার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অপারগ জানাইলেন, তবে তিনি সময় সময় আসিয়া নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য প্রচারকার্য্য করিতে পারিবেন জ্ঞাপন করিলেন, তাঁহার দ্বারা সমুচিতভাবে প্রচারকার্য্য করাইবার ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপর অর্পণ করা গেল। আরও স্থির হইল, কলিকাতার জন্য একজন ও মফঃস্বলের জন্য একজন অতিরিক্ত প্রচারক সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হউক এবং সম্পাদক মহাশয়ের উপর তাহার ভার অর্পণ করা হউক।

৬ষ্ঠ নির্দ্ধারণ। পত্রিকার উন্নতি বিষয়ে।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় জানাইলেন যে আশ্বিন হইতে "কায়স্থ-পত্রিকা" ৬ ফর্ম্মা স্থলে ৮ ফর্ম্মা করা হইবে এবং ভাল কাগজের মলাট দিতে হইবে এবং ক্রমে পত্রিকার উন্নতি করিয়া উহাকে 'ভারতবর্ষ' বা 'প্রবাসীর' মত মাসিক পত্রিকা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইল। এতৎপ্রসঙ্গে পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়

বলিলেন প্রবন্ধাদি সমস্ত তাঁহার নিকট আসা দরকার। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু তাহাতে বলিলেন—পত্রিকা প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশ করিবেন, পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় এই ভার গ্রহণ করিলে এ বিষয়ে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। প্রধানতঃ পত্রিকা নিয়মিতরূপে প্রকাশের জন্যই বৃত্তিভোগী সহকারিসম্পাদক নিয়োগ করা হইয়াছে, অতএব প্রবন্ধাদি সভার কার্য্যালয়ে আসাই সঙ্গত।

৭ম নির্দ্ধারণ—। শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পত্র সম্বন্ধে।

উক্ত পত্র পঠিত হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় জ্ঞাপন করিলেন যে সভার কোন পুস্তকতালিকা পাওয়া যাইতেছে না; গণপতি বাবুর এবং অপর পুস্তকপ্রণেতাদের যে পুস্তক যত সংখ্যক সভায় রক্ষিত বা প্রদত্ত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে কোন্ পুস্তক কত খানি বিক্রীত হইয়াছে তাহার কোন হিসাবও পাইতেছেন না। সভার ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী গিরীন্দ্রবাবু বলিলেন কার্য্যালয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীতে যখন ছিল তখন পুস্তকতালিকা ইন্দুরে খাইয়া ফেলিয়াছে, নূতন পুস্তক-তালিকা আর প্রস্তুত করেন নাই। বিক্রেয় পুস্তকের হিসাব একটা বোধ হয় আছে। গিরিশবাবু জানাইলেন, একটা ছোট হিসাব আছে বহু পুরাতন, বর্ত্তমানের পুস্তকাদির কোন হিসাব নাই; যাহা হউক এখন নূতন হিসাব বহি করা হইয়াছে, সভার আলমারীগুলি মেরামত করিয়া পুস্তকগুলি নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; গণপতি বাবুর পত্রানুসারে জানা যাইতেছে বৈদিক সন্ধ্যা তর্পণ ৯৮ খানা দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৫৬ খানা আছে, যজুঃসংস্কারপদ্ধতি ২৫ খানা দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৭ খানা মাত্র আছে, দুর্গাপূজাপদ্ধতি ৫০ খানার মধ্যে ৪৪ খানা আছে. তদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তপূজাপদ্ধতি ১৫৮ খানা পাইয়াছেন। ইহাতে গণপতি বাবু বলিলেন যজুঃসংস্কারপদ্ধতিও বোধ হয় ৫০ খানা দিয়াছিলেন। অগ্নিহোত্রি মহাশয় বলিলেন খুব সম্ভব তিনি ৫০ খানাই দিয়াছিলেন, কারণ একবার সভার কার্য্যালয় হইতে মফঃস্বলে তাঁহার নিকটেই এক প্যাকেটে ২৫ খানা যজুঃ-সংস্কার প্রেরিত হইয়াছিল।

এই সকল আলোচনার পর স্থির হইল নিখিল ভারত কায়স্থ মহাসভা হইয়া গেলে পরে কায়স্থসভার গৃহনির্ম্মাণ ও নূতন গ্রন্থ সংগ্রহ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হইবে।

শ্রীযুক্ত গণপতি বাবু প্রস্তাব করিলেন—এখন জানা যাইতেছে যে সভার

পুরাতন পুস্তকতালিকা নাই, সভায় যে সকল পুস্তক অদ্যাপি আছে তাহার তালিকা করিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করা হউক। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত গিরিশবাবু বলিলেন দশসংস্কার বিষয়ে গণপতি বাবুর পুস্তকের ন্যায় বিশুদ্ধ পুস্তক পূর্ব্বে কেহ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তিনি জানেন না। তাঁহার অন্যান্য পুস্তকও উত্তম হইয়াছে। ১৲ টাকা মূল্যের 'যজুঃ সংস্কার' ৫০ খানা, ১৲ টাকা মূল্যের 'দুর্গাপূজাপদ্ধতি' ৫০ খানা, এবং ।৵ আনা মূল্যের 'সন্ধ্যাতর্পণ' ৯৮ খানা, মোট ১৩৫৲ টাকা মূল্যের এরূপ উত্তম পুস্তক তিনি সভার হিতার্থে দান করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করা হউক। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৮ম নির্দ্ধারণ।

আবেদনকারিণী কোটালিপাড়ানিবাসী পরলোকগত কায়স্থসমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী পণ্ডিত রামকৃষ্ণ তর্করত্ন মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দেবীকে সভ্যগণ হইতে চাঁদা আদায় করিয়া এককালীন ১০৲ টাকা দেওয়া হউক।

এতদুদ্দেশ্যে উপস্থিত সভ্যগণমধ্যে যাঁহারা চাঁদা দিতে সম্মত হইলেন তাঁহাদের নাম ও অঙ্গীকৃত দান নিম্নে লিখিত হইল :—

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়	—১৲	paid
,, সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী	—১৲	,,
,, গণপতি বিদ্যারত্ন	—১৲	,,
,, মৃণালকান্তি ঘোষ	—১৲	,,
,, প্রবোধকুমার দত্ত	—১৲	
,, যোগেশচন্দ্র ঘোষ	—১৲	

৯ম নির্দ্ধারণ।

আবেদনকারী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র অধিকারী, রিপণ কলেজের ছাত্র। শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্ম মহাশয় আবেদনের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিয়াছেন যে ছাত্রটী সাহায্য পাওয়ার যোগ্য। অতএব স্থির হইল চিত্রগুপ্তভাণ্ডার হইতে তাহাকে ১০৲ টাকা সাহায্য করা হউক।

আবেদনে ছেলের ঠিকানা নাই, শ্রীযুক্ত মাখন বাবুকে সভার মন্তব্য জানান হউক।

সভাভঙ্গের কালে সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল

বর্ম্ম মহাশয়কে বহুবৎসর যাবৎ ২৫৲ টাকা মাত্র বৃত্তি দেওয়া হইতেছে। আগামী কার্ত্তিক মাস হইতেই তাঁহাকে ৪০৲ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া আবশ্যক।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা সহঃ সম্পাদক — শ্রীজগদীশনাথ রায় বর্ম্মা সভাপতি।

পঞ্চবিংশ বার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির চতুর্থ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী

২৯শে অগ্রহায়ণ, বুধবার ১৩৩৩। ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৬।

১১৫ নং হরীশ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্ম এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের ভবনে।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত মহারাজা জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা।
মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা সি, আই, ই।
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা এম, এ, বি, এল।
,, হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম, এ,
,, মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা।
,, মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা।
,, সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম অগ্নিহোত্রী
,, কিরণচন্দ্র দত্ত
,, সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক এম্, এস্, সি, বি, এল।
,, রায় সাহেব অমৃতলাল মিত্র বি, এ।
,, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (আয়ব্যয়পরীক্ষক)
,, নীতীশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বার-এট-ল।
,, গণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন।
,, গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার।

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত না হওয়ায় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মহারাজা জগদীশনাথ রায় বর্ম্ম মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হন।

তৎপর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম মহাশয় জ্ঞাপন

করেন যে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ বর্ম্মা (পোপাড়া) মাননীয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ, পি, আর, এস, সি, আই ই (সভাপতি), শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বি, এল, (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ বসু বর্ম্মা (হাট গ্রাম), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্ম রায় (দিনাজপুর) মহাশয়গণ উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্রদ্বারা সহানুভূতি জানাইয়াছেন।

১ম নির্দ্ধারণ—

গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২য় নির্দ্ধারণ—

আয়ব্যয়পরীক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় পুত্রের অসুস্থতার জন্য আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের আয়ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিতে না পারায় তাহা অদ্যকার সভায় পরিদৃষ্ট ও অনুমোদিত হইল না।

৩য় নির্দ্ধারণ—নূতনসভ্য মনোনয়ন

(ক) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার বসু এম, এ, বি, এল মুন্সেফ
,, সুবোধচন্দ্র দেব সরকার ২৪ পরগণা
,, তুলসীচরণ সিংহ কলিকাতা
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী
সমর্থক— ,, মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা

(খ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দে কলিকাতা
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন
সমর্থক— ,, মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা

(গ) শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ ঘোষ কলিকাতা
,, কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ,,
,, জিতেন্দ্রনাথ দত্ত ,,
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
সমর্থক— ,, গণপতি বিদ্যারত্ন

(ঘ) প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণচন্দ্র বর্ম্ম মহাশয়ের পত্রানুসারে
শ্রীযুক্ত রঙ্গিনবিহারী বসু ও ক্ষিতীশচন্দ্র বসু খুলনা।
শ্রীযুক্তা নগেন্দ্রবালা মজুমদার ,,
শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা ও অতুলকৃষ্ণ দত্ত, কবিরাজ
, ডাঃ যদুনাথ বসু ,,

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র এম্, এ, অধ্যাপক ,,
,, প্রমথভূষণ বসু যশোহর
,, রামেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ,,
,, রাখালচন্দ্র দাস খুলনা
,, প্রিয়নাথ বসু দিনাজপুর
,, রাধিকাপ্রসাদ মিত্র ,,
,, প্রিয়নাথ ঘোষ ,,
,, নেপালচন্দ্র ঘোষ লাহোর
,, কিরণচন্দ্র ঘোষ যশোহর।

প্রস্তাবক – শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার.
সমর্থক— ,, নীতীশচন্দ্র ঘোষ বার-এট-ল।

(ঙ) প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পত্র মতে—

শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ঘোষ মুরশিদাবাদ
,, ললিতমোহন দাস বিশ্বাস ,,
,, অশ্বিনীকুমার সিংহ ,,
,, মণিমোহন ঘোষ বীরভূম
,, পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় মুরশিদাবাদ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার
সমর্থক— ,, সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী

(চ) প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্ম মহাশয়ের পত্রানুসারে

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গুহ বরিশাল
,, নিশিকান্ত গুহবর্ম্ম ঠাকুরতা এম, এ, বি, এল সবজজ
, যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সব ডিপুটী বহরমপুর
,, অন্নদাচরণ দত্ত, নিশিকান্ত দাস বর্ম্মা, কৈলাসচন্দ্র দেব রায়, বিপিনবিহারী ঘোষ ফরিদপুর
,, অক্ষয়কুমার সোম বর্ম্মা রংপুর
,, গিরীন্দ্রমোহন সেন ফরিদপুর
,, অশ্বিনীকুমার দাস বর্ম্মা বরিশাল
,, দিগিন্দ্রমোহন দেববর্ম্মা বিশ্বাস ফরিদপুর
,, ডাঃ পরেশনাথ মিত্র বর্ম্মা ,,

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার
সমর্থক— ,, সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী

(ছ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় বর্ম্ম চাঁদপুর
,, প্রকাশচন্দ্র বসু এম, এ, বি, এল, কলিকাতা
,, সুবোধলাল মিত্র ,,
,, মণীন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী এম, এ, বি. এল

প্রস্তাবক – শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু
সমর্থক— ,, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

এই সকল প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৪র্থ নির্দ্ধারণ – সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়—পরলোকগত দয়ালচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বসু এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের পত্র পাঠ করেন এবং প্রস্তাব করেন—৺দয়ালচন্দ্র বসু যিনি সৃষ্টি অবধি সভার হিতৈষী সভ্য ছিলেন এবং দীর্ঘকাল কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিরও সভ্য ছিলেন এবং ৺রত্নেন্দ্রলাল মিত্র যিনি দীর্ঘকাল সভার সভ্য ছিলেন, এই দুই মহাত্মার মৃত্যু হওয়ায় এই সভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত কে, সি, দেববর্ম্ম মহাশয় প্রস্তাব সমর্থন করিলে তহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৫ম নির্দ্ধারণ। সভ্যের উচ্চপদলাভে আনন্দ প্রকাশ।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করেন বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও আজীবন সভ্য শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর কলিকাতার সেরিফ (Sheriff) পদে নিযুক্ত হওয়ায় এই সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন এবং নির্দ্দেশ করিতেছেন যে অদ্যকার সভার সভাপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বর্ম্ম মহোদয়ের স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া এই মন্তব্য কুমার বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হউক।

সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব সমর্থন করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৬ষ্ঠ নির্দ্ধারণ।

প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধববর্ম্ম মহাশয়ের পত্রানুসারে গিরিশ বাবু প্রস্তাব করেন ফরিদপুর জেলার "হোসেনপুর কায়স্থসঙ্ঘ"কে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার শাখাশ্রেণীভুক্ত করা হউক।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন—তাঁহাদের নিকট নিয়মাবলী পাঠাইয়া

দিয়া এবং পত্র লিখিয়া জানা হউক তাঁহারা সভার নিয়মে বাধ্য থাকিবেন কি না, ৫৲ চাঁদা দিবেন কি না, তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি, সম্পাদক, সভাপতি কে কে আছেন ইত্যাদি।

সহকারী সম্পাদক গিরিশবাবু বলেন—সভার প্রচারক মাখনবাবু যখন প্রস্তাব করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহাদের উদ্দেশ্য নিজ কায়স্থসমাজের সংস্কার এবং ৫৲ টাকা চাঁদা দিবেন, ইহা জানিয়াই লিখিয়াছেন, সুতরাং উক্ত 'কায়স্থ সঙ্ঘকে' শাখাশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে, শাখা যাহাতে বাড়ে তাহাই আমাদের করা উচিত।

শ্রীযুক্ত কে, সি, দেববর্ম্ম মহাশয় কিরণবাবুর আপত্তি সমর্থন করায় উক্ত সকল বিষয় জানিলে আগামী অধিবেশনে প্রস্তাব বিবেচিত হইবে এইরূপ স্থির হইল।

৭ম নির্দ্ধারণ। কার্য্যালয়ের নূতন গৃহ সম্বন্ধে।

২০৬নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট শ্রীমাণী বাজারের উপরে কায়স্থসভার জন্য যে ঘর মৃণালবাবু সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সম্মতিমতে ভাড়া লইয়াছেন তৎসম্বন্ধে গিরিশবাবু, মৃণালবাবু ও সরলবাবু বলিলেন যে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের উপরে সুবিধাজনক স্থানে ভাল ঘরই মাসিক ৩৬৲ টাকা ভাড়ায় পাওয়া গিয়াছে এবং এক মাসের ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। ঘরের ভিতর চুণকাম করা হইয়াছে, এখন বারান্দা চুণকাম এবং জানালা রং ও মেরামত করিয়া দিলেই ২।৩ দিন মধ্যেই কার্য্যালয় তথায় নেওয়া যাইতে পারে।

এই প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্ম মহাশয় বলেন ঐ ঘর তিনি দেখিতে গিয়াছিলেন, প্রস্রাবের দুর্গন্ধহেতু তিনি অখিলভারত কায়স্থসভার কার্য্যালয় ঐ স্থানে করেন নাই, এইরূপ অবস্থায় যোগেশ বাবু আসিয়া নিজে দেখিয়া ঐ ঘরে কার্য্যালয় নেওয়া সঙ্গত বোধ করেন কিনা দেখা দরকার, অতএব তাঁহার কলিকাতা আসা পর্য্যন্ত কার্য্যালয় স্থানান্তর করা স্থগিত থাকুক। তাহাই স্থির হইল।

৮ম নির্দ্ধারণ—

পণ্ডিত লক্ষ্মীনরসিংহ কৃত বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার মহাকোষে কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে যে অসঙ্গত বিদ্বেষ-প্রণোদিত মত প্রকাশিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পত্র পঠিত হইলে স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ

বসু বর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়কে ঐ পত্রের ইংরেজীতে প্রতিবাদ লিখিয়া দিতে অনুরোধ করা হউক এবং তাহা সভার যোগে প্রেরিত ও প্রকাশিত হউক।

৯ম নির্দ্ধারণ—

পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিজ ইচ্ছা মতে কায়স্থপত্রিকা পরিচালন সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার সকল কথা তিনি বিস্তারিত ভাবে মৌখিক ব্যক্ত করেন। গিরিশবাবু ঐ সকল অভিযোগের লিখিত উত্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম বলিতে আদিষ্ট হইয়া ২।১ টা অভিযোগের উত্তর শুনিয়াই শ্রীযুক্ত কে, সি, দেববর্ম্ম মহাশয় কিরণবাবুর অভিযোগ সম্বন্ধে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে বলিলে শ্রীযুক্ত গণপতি বাবুর প্রস্তাবমতে এইরূপ মন্তব্য লিখিত হইল :—

পত্রিকাসম্পাদকের বিনা অনুমতিতে কোন প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। পত্রিকা সম্পাদক পত্রিকা পরিচালক সমিতিকে ডাকিবেন। পত্রিকা পরিচালন সমিতি পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়কে Guide করিবেন। সভায় যখন যে কোন প্রবন্ধ আসিবে তখনই তাহা পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইবে। তাহার অনুমোদিত প্রবন্ধ সভা ছাপিবে এবং প্রকাশ করিবে। পত্রিকা-সম্পাদক ও পত্রিকাপরিচালন সমিতিকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া যথাসময়ে পত্রিকা বাহির করেন।

গিরিশবাবু বলেন পত্রিকা-সম্পাদক ও পত্রিকাপরিচালন সমিতির কর্ত্তব্য বিষয়ে গতবর্ষে পত্রিকাসমিতির ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে যে নিয়ম করা হইয়াছে তাহা অন্যরূপ, তাহা দেখা আবশ্যক। তাহাতে শ্রীযুক্ত দেববর্ম্ম মহাশয় বলেন পূর্ব্বে যে নিয়ম ছিল তাহা ভুলিয়া যাইতে হইবে। এখন যে নিয়ম হইতেছে তাহাই মানিতে হইবে। অতএব গণপতি বাবুর প্রস্তাবই গৃহীত হইল।

১০ম নির্দ্ধারণ—সভার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থে রক্ষিত পুস্তকসম্বন্ধে অগ্নিহোত্রি-মহাশয়ের পত্র।

সরলবাবু বলেন সভার হিতার্থে গণপতিবাবু যে সকল পুস্তক সভায় দান করিয়াছেন তাহার হিসাব পাওয়া যাইতেছে না। অনেক পুস্তক নাই, তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থও সভার তহবিলে জমা হয় নাই। এজন্য কে দায়ী এবং সভার

এই অপহৃত অর্থ কিরূপে উদ্ধার করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান ও রিপোর্টের জন্য কোন দায়িত্ববোধসম্পন্ন সভ্যের উপর ভার দেওয়া হউক।

তাহাতে শ্রীযুক্ত মৃণালবাবু বলেন ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মাধ্যক্ষ প্রভাতবাবু মৃত, গিরীন্দ্রবাবু কর্ম্ম হইতে অবসরপ্রাপ্ত, এ অবস্থায় কে কি অনুসন্ধান করিবে? তাহাতে কি লাভ হইবে? শ্রীযুক্ত নীতীশবাবু বলেন—সভার টাকা এ ভাবে নষ্ট হইবে কেন? তিনি অনুসন্ধানের ভার লইতে প্রস্তুত আছেন। অতএব তাঁহার উপরই ভার অর্পিত হইল।

সরলবাবুর পত্রে আর একটী কথা আছে এই যে পত্রিকা আশ্বিনে যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে বরাবরই সেইরূপ ভাল কাগজে ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত হওয়া উচিত এবং পত্রিকাগ্রাহকদিগের পক্ষে ২৲ স্থলে ৩৲ টাকা বার্ষিক মূল্য করা হউক। গিরিশবাবু অগ্নিহোত্রিমহাশয়ের এই প্রস্তাব জানাইয়া বলিলেন পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ করা আবশ্যক, কারণ বর্ত্তমানে যে ২৲ টাকা মূল্য আছে তাহাতে প্রতি মাসে ১ খণ্ড পত্রিকার জন্য সভা মাত্র ৵৩ পাইতেছেন, তাহাতে খরচই কুলায় না, লাভ ত দূরের কথা।

কিরণবাবু বলেন অর্থে কুলাইলে ৬ ফর্ম্মা স্থলে ৮ ফর্ম্মা হইতে পারে, পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি করা সঙ্গত নহে। তাহাই স্থির হইল।

১১শ নির্দ্ধারণ—সারদাচরণ আর্য্যবিদ্যালয় সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্ম মহাশয়ের পত্র পঠিত হইল।

শরৎ বাবু ১৭।১১।২৬ তারিখের পত্রে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সম্পাদককে লিখিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়ম অনুসারে বিদ্যালয়ের কমিটিতে কায়স্থ-সভার একজনমাত্র প্রতিনিধি থাকিতে পারিবেন। ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যে সভা প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া তাঁহার নাম না জানাইলে কমিটি তাহার স্থলে অন্য কাহাকেও নিয়োগ করিবেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্ম মহাশয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক মহাশয়কে বিদ্যালয়কমিটির সভ্য মনোনীত করিবার প্রস্তাব করেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব এই বলিয়া সমর্থন করেন যে সভার সভাপতি কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায় মহাশয় বরাবর কমিটীতে সভাপতিত্ব করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মৃণাল বাবু বলেন ট্রাষ্ট-পত্রের মর্ম্মানুসারে সভার ৩ জন সভ্য মনোনয়নের অধিকার আছে, এক্ষণে সেস্থলে মাত্র একজন সভ্য কেন হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কি নূতন নিয়ম হইয়াছে তাহা না জানিয়া কিছু করা যায় না। গিরিশ

বাবু বলেন ৩ জন সভ্য মনোনীত করিবার যে ক্ষমতা আছে তাহাও সভা এই ২।৩ বৎসর যাবৎ পরিচালন করিতেছেন না, তাহার কারণ সকলেই জানেন।

স্থির হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের কি নূতন নিয়ম হইয়াছে তাহা জানাইবার জন্য বিদ্যালয়ের সম্পাদক শরৎ বাবুকে পত্র লেখা হউক।

১২শ নির্দ্ধারণ—আজীবন সভ্য হওয়ার বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত মহাশয়ের পত্র এবং তদ্বিষয়ে সহকারী সম্পাদকের মন্তব্য পঠিত হয়।

শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু সম্প্রতি সভার প্রচার ও উন্নতি ভাণ্ডারে যে ১০০৲ শত টাকা দান করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি সভার আজীবন সভ্যরূপে গণ্য হওয়ার অভিপ্রায় জানাইয়াছেন।

সভার নিয়মাবলীর ৪র্থ নিয়মে ৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—"আজীবন সভ্যের চাঁদা যাহা আদায় হইবে তাহা চিত্রগুপ্তভাণ্ডারে গচ্ছিত থাকিবে, উহা ব্যয় করিবার অধিকার কাহারও থাকিবে না, তাহার সুদ কায়স্থ-সভার হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।"

অতএব স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত মহাশয়কে সভার নিয়ম উল্লেখ করিয়া জানান হউক যে কোন বিশেষ কার্য্যে ব্যয়ের জন্য কেহ ১০০৲ বা তদধিক টাকা প্রদান করিলে তদ্দ্বারা তিনি আজীবন সভ্য হইতে পারেন না। কারণ আজীবন সভ্যের প্রদত্ত টাকা সভার স্থায়ী তহবিলে জমা হইবে, তাহার সুদ মাত্র সভা ব্যয় করিতে পারিবেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু যে ১০০৲ শত টাকা দিয়াছেন তাহা প্রচারাদি কার্য্যে ব্যয়ের জন্যই দিয়াছেন তাহা আজীবন সভ্যের চাঁদা হিসাবে বর্ত্তমান নিয়মানুসারে গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

১৩শ নির্দ্ধারণ—

শ্রীযুক্ত গিরিশ বাবু প্রস্তাব করেন যে শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন মহাশয় সভার হিতার্থে সম্প্রতি স্বকৃত ৯ খানা 'শ্রাদ্ধপদ্ধতি' সভায় দান করায় এই সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

১৪শ নির্দ্ধারণ—

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করেন—এই সভা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সমুদয় সভ্যগণকে অখিলভারত কায়স্থসভার প্রতিনিধি মনোনীত করিতেছেন।

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপর কিরণ বাবু বলেন সভার প্রত্যেক সভ্যকে পত্র দ্বারা জানান হউক যে তিনি প্রতিনিধি হইয়া মহাসভায় যোগদান করিতে সম্মত হইলে তাঁহার সম্মতি ও নাম ঠিকানা অবিলম্বে অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদককে জানাইতে হইবে। তাহাতে সহকারী সম্পাদক গিরিশ বাবু বলেন এত টাকা ব্যয় করা সভার পক্ষে কঠিন, প্রায় ৪০৲ ব্যয় হইবে, সংবাদপত্রে ইহা বিজ্ঞাপিত করিলেই চলিতে পারে। শ্রীযুক্ত কে, সি, দেব বর্ম্ম মহাশয় বলেন সভার সভ্য তালিকা তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলে তিনি অভ্যর্থনাসমিতি হইতে সকলের নামে পত্র পাঠাইবেন, আর সভা হইতে পত্র দিলেও তিনি সভার সভ্যতালিকা চাহেন, যাঁহারা নাম পাঠাইবেন তাঁহাদের নাম তালিকায় আছে কি না তিনি দেখিবেন, তাহা না হইলে তিনি কাহাকেও প্রতিনিধি স্বীকার করিবেন না।

অখিলভারত কায়স্থসভা সম্বন্ধে. বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কর্ত্তব্য কি তাহা স্থির করিবার জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির আর একটী অধিবেশন সত্বর শনিবার বা রবিবার করিবার প্রস্তাব কেহ কেহ করিয়াছিলেন। তাহাতে গিরিশ বাবু বলেন যে সভার নিয়মানুসারে নোটিশ দিয়া সভা আহ্বান এত অল্প সময়ের মধ্যে হইতে পারে না।

শ্রীযুক্ত গিরিশ বাবু প্রস্তাব করেন যে গত অধিবেশনে সম্পাদক মহাশয় প্রচারক মাখন বাবুর বৃত্তি কার্ত্তিক হইতে ৪০৲ টাকা দেওয়া আবশ্যক বলিয়া জানাইয়াছিলেন, অতএব কার্ত্তিক হইতে তাঁহাকে ৪০৲ হারে দেওয়া হউক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্ম মহাশয় বলেন—উহা এই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় নহে, আগামী অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় তালিকায় উহা আসিলে বিবেচিত হইবে। তাহাই স্থির হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ,
সম্পাদক।

শ্রীকিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা;
সভাপতি।

কায়স্থ-পত্রিকা

২৫শ বর্ষ | ফাল্গুন—১৩৩৩ | ১১শ সংখ্যা

রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ ঘোষ মহোদয়

কায়স্থ-সৌর-জগতের আর একটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অস্তমিত হইল। আমাদের কায়স্থ সমাজের গৌরব, বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজের উজ্জ্বল রত্ন, দিনাজপুরের সুপ্রসিদ্ধ রায় সাহেব মহোদয় সম্প্রতি তাঁহার কর্ম্মজীবন হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

গত ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের সুপ্রসিদ্ধ মণিবংশে জগৎ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ঔরসে রাধাগোবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শৈশব-কালেই দিনাজপুরের স্বর্গীয় কমললোচন রায় সাহেব মহাশয় রাধাগোবিন্দকে দত্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কমললোচনের আন্তরিক যত্নে রাধাগোবিন্দ উপযুক্ত শিক্ষকগণের নিকট, উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মদাতা জগচ্চন্দ্র একজন পরম সাধুপুরুষ ছিলেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। বলিতে কি তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ সংসারবিরাগী ইদানীন্তনকালে আর বড় একটা দেখা যায় না; তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া ভেক লইয়া চল্লিশ বর্ষ বৃন্দাবনে বাস করেন। বৈষ্ণবনিষ্ঠার গুণে বৃন্দাবনে তিনি জয় কৃষ্ণদাস বাবাজী নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন। তথায় ভিক্ষা করিয়া তিনি জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। রায় সাহেব বা অপর কোন আত্মীয় স্বজনের নিকট কোন প্রকার সাহায্য লইতেন না। সেই সাধু পুরুষের চরিত্র-গত প্রভাব সাধু রাধাগোবিন্দের কর্ম্মজীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল

কমললোচন মহা সমারোহে উপযুক্ত ঘরে রাধাগোবিন্দের বিবাহ দিয়া-ছিলেন এবং বিবাহের অত্যল্পকাল পরেই রায় সাহেব কমললোচন ইহলোক

পরিত্যাগ করেন। অতুল ঐশ্বর্য্য এবং পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর শত চেষ্টাও তাঁহাকে সংসারাসক্ত করিতে পারে নাই। বৈষ্ণব শাস্ত্রের আদর্শ লক্ষ্য করিয়া রাধাগোবিন্দ সংসারযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন।

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ডপ্রয়োজনম্"। এই শাস্ত্র নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া কিছুকাল তিনি সংসারী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দুইটী পুত্র সন্তান হইবার পর স্ত্রী-সংসর্গ পরিত্যাগ করেন। ২৭ বর্ষের পূর্ণ যৌবন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন। ২৭ বৎসর বয়স হইতেই তিনি কখনই অন্তঃপুরে রাত্রি যাপন করেন নাই। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেও জীবনে তাঁহার কখনও কোন আড়ম্বর ছিল না। বাবুয়ানা তিনি জানিতেন না। দীনহীন বেশেই তিনি কাল যাপন করিতেন; সামান্য থানের ধুতি চাদর ও চটি জুতা তাঁহার পরিধেয় ছিল। বৈষ্ণবীয় দৈন্যভাব, স্বভাবোচিত বিনয়, ভক্তির আদর্শ এবং স্বজাতি প্রেম সেই মহাপুরুষকে গৌরবের উজ্জ্বলতম আসনে প্রদীপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি বহু অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বার্ষিক এবং বহু দুঃস্থ স্বজাতিকে মাসহারা দিয়া তাঁহার উদার হৃদয়ের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কি অতি দীন দরিদ্র পথের ভিখারী কেহই রিক্তহস্তে তাঁহার গৃহ হইতে ফিরেন নাই। প্রতি বর্ষে বৃন্দাবন ও কাশীধামে মালদহ ও দিনাজপুরের নানাস্থানে দেবসেবায় ও সদাব্রতে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর ব্যয় করিতেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সভার শিক্ষা সমিতিতে কায়স্থ বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষাকল্পে আজ ২৫ বৎসরের উপর প্রতি বর্ষে এক হাজার টাকা করিয়া দান করিয়াছেন। তাঁহার উইলেও এইরূপ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

২৫ বৎসরের উপর তাঁহার সহিত আমার আলাপ পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। আমি বহুবার তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছি। কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় তিনি আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কেবল আমি বলিয়া নহে, যিনি কখনও সেই মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সাধুতা, উদারতা, সরলতা, বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও জ্ঞানীর উপযুক্ত সদালাপে মুগ্ধ হইয়াছেন। কায়স্থ জাতির তিনি যথার্থ একজন বান্ধব ছিলেন। কিসে কায়স্থ জাতির মর্য্যাদা, সামাজিক গৌরব ও স্বধর্ম্মোচিত সংস্কার অক্ষুণ্ণ থাকে এ সম্বন্ধে তিনি অনেকের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। স্বজাতির গৌরবপ্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহারই উদারতা প্রভাবে প্রথমে

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম, এ, মহোদয় এবং পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় মহাশয় যথাশাস্ত্র ক্ষত্রোচিত উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছেন। কায়স্থ সভার প্রতিষ্ঠা হইতে রায় সাহেব এই সভার সভ্য হইয়াছেন, সভার সকল কার্য্যেই তিনি সহানুভূতি ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার অভাবে কায়স্থ-জগতের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। আশা করি এবং করুণাময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি সেই মহাপুরুষের উপযুক্ত পুত্রদ্বয় পিতৃদেবের নির্ম্মল চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া স্বজাতির ও স্ব-সমাজের গৌরব ও মঙ্গল বিধানে নিয়ত তৎপর হইবেন।

সেই মহাপুরুষ গত ২৯শে অগ্রহায়ণ বুধবার একাদশীর দিন ৭৭ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ২৮শে অগ্রহায়ণও তিনি নিজে উঠিয়া গিয়া আহ্নিক করিয়াছিলেন। মৃত্যুর ১০ মিনিট পূর্ব্বে গোবিন্দজীউ ও কান্তজীউ দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর সেই ভগবানের চরণামৃত পান করিবার পরক্ষণেই তাঁহার পুণ্যময় জীবনের অবসান হইল। পরদিন সেই মহাত্মার স্মৃতিসম্মানের জন্য দিনাজপুর সহরের সমস্ত অফিস, আদালত, বিদ্যালয় ও দোকানপাঠ সমস্তই বন্ধ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম (প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব)

একবার ১৫ দিন আমি ও শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রি মহাশয় রায় সাহেবের বাটীতে ছিলাম। এমন অতিথিবৎসল ব্যক্তি আমি কখনও দেখি নাই। বৃদ্ধকালে গ্লোকুমা রোগে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টির অভাব বশতঃ অতিথিসৎকারে পাছে কোন ত্রুটী হয় এজন্য তিনি সতত চিন্তিত থাকিতেন। সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন, ইংরেজিও বেশ জানিতেন। শাস্ত্রচর্চ্চা প্রতিদিন করিতেন। অন্ধ অবস্থায় একজন পণ্ডিত প্রতিদিন তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহার আদেশ অনুযায়ী শাস্ত্রপাঠ করিতেন। যৌবনকাল হইতে তাঁহার অলোকসামান্য ব্রহ্মচর্য্য ও চরিত্রের দৃঢ়তা সত্যব্রত ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ও চরিত্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল। এই ভোগসর্ব্বস্ব যুগে অতুল সম্পদ ও ভোগ্যবস্তুর মধ্যে এমন অনাসক্তি আমাদের অসাধারণ বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। ইহাও বিস্ময়ের বিষয় যে তাঁহার নিজমুখ হইতে তাঁহার অলৌকিক বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য্যের সামান্য আভাসও কেহ কখনও প্রাপ্ত হয় নাই। "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে"—এই গীতোক্তি তাঁহার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ধন্য সেই বংশ, ধন্য সেই ভূমি, যাহাতে এই লোকোত্তর মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার।

‘কায়স্থ জাতিতত্ত্ব’ প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরের উত্তর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৩৩২ সালের পৌষ মাসের কায়স্থ পত্রিকার ৩৯৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত আমার লিখিত প্রবন্ধে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্ক, ২৯ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকানুসারে মনুষ্য সকলের মধ্যে চাতুর্ব্বর্ণ্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। শূদ্র চতুর্থবর্ণ বিধায় চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যতিরিক্ত মনুষ্যজাতিসকলের মধ্যে শূদ্রও শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ বর্ণবাহ্য জাতি সকল শূদ্রাপেক্ষা নীচ, ইহাই প্রতিপন্ন হইল।

পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬৩ ও ১৬৪ শ্লোকের প্রকৃত অর্থ গোপন করতঃ ব্যাখ্যাবিপর্য্যয় ঘটাইয়াও কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয় যে মানুষ সৃষ্টির পর, কৌমার সৃষ্টিতে মানুস কায়স্থকরণ জাতির সৃষ্টি হওয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তর্কস্থলে ঐ মানুষ কায়স্থকরণ জাতির সৃষ্টি হওয়া স্বীকার করিলেও এই কায়স্থকরণগণ যে বর্ণবাহ্য তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং ঐ কায়স্থকরণগণ উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের অখণ্ডনীয় প্রমাণানুসারে শূদ্রাপেক্ষা নীচ। আবার বিশুদ্ধ কায়স্থজাতির উৎপত্তির শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল যাহা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার পক্ষ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, কাব্যতীর্থ মহোদয় দ্বয় ঐ সকল প্রমাণ খণ্ডন করিতে না পারিয়া বলপূর্ব্বক অগ্রাহ্য করিয়াছেন অথচ তাঁহারা নিজে কায়স্থোৎপত্তির একটিও শাস্ত্রীয় প্রমাণ খুঁজিয়া না পাওয়ায় বিশুদ্ধ কায়স্থজাতিকে বর্ণবাহ্য সূত মাগধাদি জাতির ন্যায় মৌলিক জাতি বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এই সূত জাতি যে সঙ্কর এমন কি নরাধম চণ্ডাল জাতির শ্রেণীভুক্ত তাহা স্মৃতিতে স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে। পুরাণবক্তা সূত মুক্তকণ্ঠে তাঁহার বর্ণসাঙ্কর্য্য স্বীকার করিয়াছেন যথা :—

অহো বয়ং জন্মভৃতোঽদ্য হাস্ম বৃদ্ধানুবৃত্ত্যাপি বিরোমজাতাঃ।
দৌষ্কুল্যমাধিং বিধুনোতি শীঘ্রং মহত্তমানা মভিধানযোগঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত, ১ স্ক, ১৮ অ, ১৮)।

সূত কহিলেন কি আশ্চর্য্য! যদিও আমরা বিলোমজাত (বর্ণসঙ্কর), তথাপি অদ্য এই বৃদ্ধ ঋষিগণের আদরে আমাদের জন্ম সফল হইল। মহত্তম-

গণের সহিত সম্ভাষণরূপ সম্বন্ধেরও এইরূপ আশ্চর্য্য প্রভাব, যে তাহা নীচ বংশে জন্মগ্রহণ এবং তন্নিবন্ধন মনঃ পীড়া এই দুইটীকেই দূর করে।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বচন প্রমাণ স্মৃতি ও মহাভারত দ্বারা সমর্থিত; সুতরাং এই প্রমাণ অখণ্ডনীয়। গীষ্পতিবাবু বিশুদ্ধ কায়স্থজাতিকে মাগধ ও সূতের ন্যায় মৌলিক জাতি বলিতে ঘৃণা বোধ করেন নাই। আবার কায়স্থের উপপদ “করণ” দিবার কথাও তিনি বলিয়াছেন।

কি আশ্চর্য্য! সূত মাগধ ও করণ জাতির উৎপত্তির উদাহরণ দ্বারা কায়স্থজাতির উৎপত্তির পরিচয় দিতে হইবে? ইহাকেই বলে,—বাপ পিতামহের নাম গেল হীরে জোলার নাতি।

মনুসংহিতার মতে সূত ও মাগধ জাতি যে নরাধম চণ্ডাল জাতির শ্রেণীভুক্ত তাহা পরে দেখাইতেছি। অগ্রে “করণ” জাতির পরিচয় দিতেছি। ভগবান্ মনু ও যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য “করণ” কে বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন। আশ্বলায়ন স্মৃতিতেও “করণ” বর্ণসঙ্কর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আবার এই করণেরই নামান্তর “নট” কে ভগবান্ অত্রি অন্ত্যজ বলিয়াছেন। তথাপি কাব্যতীর্থ মহোদয় পাদ্মোক্ত সৃষ্টিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬৩-১৬৪ শ্লোকের ব্যাখ্যাবিপর্য্যয় ঘটাইয়া কায়স্থকরণ জাতির উৎপত্তি স্থির করিয়া “করণ” কে কায়স্থের উপপদ স্বরূপ সংযোগ এবং করণের বৃত্তিগুলি কায়স্থের বৃত্তিতে যোগ করিয়া কায়স্থের ধর্ম্ম বা বৃত্তি সম্পূর্ণাঙ্গ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আবার “কায়স্থ” ২য় বর্ষ, ২য়, ৩য় সংখ্যা, ১০৬ ও ১০৭-১০৮ পৃষ্ঠায় গীষ্পতি বাবুর উক্তি যথা :—

“[বর্ণাতিরিক্ত জাতি “বর্ণবাহ্য” নহে, কিন্তু ব্রাত্যই “বর্ণবাহ্য”]

অতঃপর এই চতুর্থ আপত্তি সংক্রান্ত ৪র্থ দফার উত্থাপন করিয়া প্রিয়নাথ বাবু বলিতেছেন ;—

“আবার শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাসাদি শাস্ত্রে বর্ণবাহ্য জাতি সকল সঙ্কর, অন্ত্যজ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে। ভগবান্ মনু এই সকল জাতীয় লোককে দস্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা ;—

“মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥ (মনু ১০ অঃ ৪৫)”

অর্থাৎ—বর্ণ-বাহ্যজাতি সকল ম্লেচ্ছভাষীই হউক আর সাধুভাষীই হউক, তাহারা সকলেই দস্যু॥”

তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য সৌভাগ্যক্রমে অধিক কিছু অনুসন্ধান বা আলোচনার প্রয়োজন হইবে না। উপরি উদ্ধৃত শ্লোকটি মনুসংহিতার যে প্রকরণের অন্তর্গত সেই প্রকরণ এবং উদ্ধৃত শ্লোক ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আর দুইটি মাত্র শ্লোক কুল্লুকভট্টকৃত টীকা সহ এবং মহাত্মা ৺ভরতচন্দ্র শিরোমণি ও ৺যদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহোদয়দ্বয়ের কৃত বঙ্গানুবাদ সহ পাঠ ও আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। এই শ্লোক কয়টি এই ;—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥ ৪৩
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥ ৪৪
মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচস্তে সর্ব্বে দস্যবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৫

এই তিনটি শ্লোকের কুল্লুকভট্টকৃত টীকা এই ;—

"শনকৈরিতি। ইমা বক্ষ্যমানাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ উপনয়নাদি ক্রিয়ালোপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ যাজনাধ্যাপনপ্রায়শ্চিত্তাদ্যর্থদর্শনাভাবেন শনৈঃ শনৈর্লোকে শূদ্রতাং প্রাপ্তাঃ। ৪৩"

"পৌণ্ড্রকা ইতি। পৌণ্ড্রাদি দেশোদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তঃ ক্রিয়ালোপাদিনা শূদ্রত্বমাপন্নাঃ। ৪৪"

"মুখেতি। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রানাং ক্রিয়ালোপাদিনা যা জাতয়ো বাহ্যা জাতাঃ ম্লেচ্ছভাষাযুক্তা আর্য্যভাষোপেতা বা তে দস্যবঃ সর্ব্বে স্মৃতাঃ। ৪৫

উক্ত সটীক শ্লোকত্রয়ের (শিরোমণি ও ন্যায়পঞ্চাননকৃত) বঙ্গানুবাদ এই ;

"বক্ষ্যমান শ্লোকোক্ত যে সকল ক্ষত্রিয়, ইঁহারা ক্রমে ক্রমে উপনয়নাদি সংস্কারহীনতা প্রযুক্ত যাজন অধ্যাপন ও প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদির দর্শনাভাবে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। ৪৩"

"পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, অপহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ, এ সকল দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মদোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহাতে এমত বোধ হইল যে, অন্যদেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়াদির যদি ক্রিয়া লোপ দোষ ঘটে, উহারাও শূদ্র হয়। ৪৪"

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে যে সকল জাতি ক্রিয়ালোপাদিদোষে বাহ্যজাতি

ভাবাপন্ন হয়, উহারা ম্লেচ্ছভাষী বা সাধুভাষী হউক, উহাদিগকে দস্যুজাতি বলা যায়। ৪৫"

এতদুত্তরে আমার নিবেদন যে "বর্ণাতিরিক্ত জাতি বর্ণবাহ্য নহে", গীষ্পতি বাবুর এই উক্তির "বর্ণাতিরিক্ত" শব্দের অর্থই বর্ণবাহ্য, বর্ণভিন্ন, বর্ণেতর অর্থাৎ বর্ণ ছাড়া অন্য জাতি। সুতরাং "বর্ণাতিরিক্ত জাতি বর্ণবাহ্য নহে" গীষ্পতি বাবুর এই উক্তি হাস্যাস্পদ। "বর্ণাতিরিক্ত জাতি" অর্থেই বর্ণবাহ্য জাতি, সুতরাং "বর্ণবাহ্য" জাতি "বর্ণবাহ্য নহে" এই কথা এবং "বর্ণাতিরিক্ত" জাতি "বর্ণবাহ্য নহে" এই কথা, এই দুই কথার অর্থ একই। আবার "বর্ণবাহ্য নহে" গীষ্পতিবাবুর এই উক্তির অর্থ কি বর্ণান্তর্গত ? "বর্ণবাহ্য নহে" তাঁহার এই কথা বলাতে তিনি ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ "বর্ণান্তর্গত" এইরূপ অর্থ করিতে বাধ্য ; কারণ "বর্ণবাহ্য নহে" অথচ বর্ণান্তর্গতও নহে, এইরূপ বলা চলে না। অতএব "বর্ণাতিরিক্ত জাতি বর্ণবাহ্য নহে" গীষ্পতি বাবুর এই উক্তি প্রলাপমাত্র। তিনি নিজের কথার প্রতিবাদ নিজেই করিয়াছেন। "কিন্তু ব্রাত্যই বর্ণবাহ্য"—তাঁহার এই উক্তির খণ্ডন পরে করিতেছি।

গীষ্পতি বাবুর উক্তি সকল যে অশাস্ত্রীয় ও অসার তাহা তাঁহারই উদ্ধৃত (মনু ১০ অ, ৪৩-৪৪) দুইটি শ্লোক ও তাহার কুল্লুকভট্টকৃত টীকা এবং তাঁহার উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ দ্বারা সপ্রমাণ করিতেছি। আমার উদ্ধৃত মনুবচন এই ;—

মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ ॥

মনু ১০ অ, ৪৫।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয়ের বাহিরে যে সকল জাতি আছে তাহারা ম্লেচ্ছভাষীই হউক আর সাধুভাষীই হউক, তাহারা সকলেই দস্যু। সুতরাং কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয়ের সিদ্ধান্তিত কায়স্থজাতি "বর্ণবাহ্য" বিধায় এই মনুবচনানুসারে দস্যু বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। এই মনুশ্লোকে চাতুর্ব্বর্ণ্যের বাহিরে যে সকল জাতি আছে তাহারা সকলেই দস্যু। ক্রিয়ালোপাদি দোষেই বাহ্য হউক বা বর্ণ সকলের মধ্যে দুর্যোনিত্ব বা ব্যভিচারাদি দোষেই বাহ্য হউক অথবা সূত মাগধাদি জাতির ন্যায় তথাকথিত মৌলিক কায়স্থজাতিই হউক কিম্বা কায়স্থকরণ জাতিই হউক, ইহারা সকলেই চারিবর্ণের বাহ্য জাতি বিধায় ইহাদিগকে দস্যু জাতি বলা যায়। এই মনু শ্লোকের অর্থ এতই সরল যে ইহার অর্থ বুঝিতে টীকা বা বঙ্গানুবাদের প্রয়োজনই

হয় না। কুল্লুকভট্টের টীকাতে চাতুর্ব্বর্ণ্যের বাহ্য জাতির অর্থ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রানাং ক্রিয়ালোপাদিনা যা জাতয়ো বাহ্যা জাতাঃ। এই "ক্রিয়া-লোপ" শব্দের সহিত "আদি" শব্দের যোগ থাকায় বর্ণসঙ্কর সূতের ন্যায় তথা-কথিত মৌলিক জাতি ও বর্ণাতিরিক্ত জাতি বিধায় বাহ্য জাতির অন্তর্গত হইয়াছে। কুল্লুকভট্ট জানিতেন যে, যে সকল জাতির বর্ণত্ব আছে তাহারাই মৌলিক জাতি; আর যাহাদের বর্ণত্ব নাই তাহারা অশ্বতরের ন্যায় মাতা পিতার জাতি হইতে পৃথক্ অপর জাতি। ইহার প্রমাণ এই যে তিনি, মনু, ১ম, ২য় শ্লোকের টীকায় "অন্তর প্রভবানাং" এই পদের অর্থ করিয়াছেন যথা :—

"সঙ্কীর্ণ জাতীনাঞ্চাপি অনুলোমপ্রতিলোমজাতানাং অম্বষ্টকরণক্ষত্ত্ব প্রভৃতীনাং। তেষাং বিজাতীয়মৈথুনসম্ভবত্বেন খর-তুরগীয় সম্পর্কাৎ জাতাশ্ব-তরবৎ জাত্যন্তরত্বাৎ বর্ণশব্দেনাগ্রহণাৎ পৃথক্ প্রশ্নঃ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই ;—

অন্তরপ্রভব অর্থে প্রতিলোমানুলোমজ অম্বষ্ট, করণ, ক্ষত্ত্ব প্রভৃতি সঙ্কর জাতি, এই সকল সঙ্করজাতি বিজাতীয় সংযোগ হইতে উৎপন্ন হেতু গর্দ্দভ ও অশ্বের সম্পর্কে জাত অশ্বতরের ন্যায় পৃথক্ জাতি বিধায় বর্ণশব্দে গৃহীত না হওয়ার প্রশ্নে তাহাদিগের পৃথক্ নির্দ্দেশ হইল। ইহাদ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, যে জাতির বর্ণত্ব নাই সেই জাতি অশ্বতরের ন্যায় পৃথক্ জাতি। অতএব আলোচিত মনু ১০ অ, ৪৫ শ্লোকের কুল্লুকভট্টের টীকার (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রানাং ক্রিয়ালোপাদিনা যা জাতয়ো বাহ্যা জাতাঃ) অর্থাৎ চাতু-র্বর্ণ্যের ক্রিয়ালোপাদি হেতু যে সকল জাতি বাহ্য হইয়াছে, কুল্লুকভট্টের এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল ক্রিয়ালোপ হেতু বর্ণবাহ্য হয় না। সুতরাং "ক্রিয়ালোপ" শব্দের পর "আদি" শব্দের যোগ থাকায়, বিজাতীয় সংযোগ হইতে উৎপন্ন হেতু গর্দ্দভ ও অশ্বের সম্পর্কে জাত অশ্বতরের ন্যায় বর্ণহীন জাতি সকল এবং কাব্যতীর্থ মহোদয় দ্বয়ের কথিত সূত, মাগধ ও সূতের ন্যায় মৌলিক কায়স্থ ও "কায়স্থকরণ" জাতি সকলও বাহ্য জাতি বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। আবার ধর্ম্মশাস্ত্রে শূদ্রের উপনয়নাদি কোন সংস্কার না থাকায় শূদ্রের ক্রিয়ালোপের বিশেষতঃ ব্রাত্যতার কোন আশঙ্কাই নাই। সুতরাং (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রানাং ক্রিয়ালোপাদিনা যা জাতয়ো বাহ্যা জাতাঃ) কুল্লুকভট্টের এই টীকাংশের অর্থে ব্রাত্যতা বর্ণবাহ্যতার হেতু নহে। শূদ্রের

ক্রিয়ালোপ ও হয় না, আর ব্রাত্যতা তো হয়ই না। তথাপি "কিন্তু ব্রাত্যই বর্ণবাহ্য।" গীষ্পতি বাবুর এই সিদ্ধান্ত হাস্যাস্পদ।

আবার মনু ১০ অধ্যায়, ৪ শ্লোকের শেষে "নাস্তি তু পঞ্চমঃ।" অর্থাৎ পঞ্চম বর্ণ নাই।

এই শ্লোকাংশের কুল্লুক ভট্ট কৃত টীকা যথা :—

পঞ্চমঃ পুণর্বর্ণো নাস্তি, সঙ্কীর্ণ জাতিনাস্তু অশ্বতরবৎ
মাতাপিতৃজাতিব্যতিরিক্ত জাত্যন্তরত্বাৎ ন বর্ণত্বম্।

অর্থাৎ,—পঞ্চমবর্ণ নাই কিন্তু সঙ্করজাতিসকল অশ্বতরের ন্যায় মাতা পিতার জাতি হইতে পৃথক্ জাতি বিধায় ইহাদের বর্ণত্ব নাই।

অতএব মনু ১ম অ, ২ শ্লোক এবং ১০ অ, ৪ শ্লোকের মূল বচন ও কুল্লুক ভট্ট টীকাংশের দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইল যে, যে সকল জাতির বর্ণত্ব নাই সেই সকল জাতিই বর্ণবাহ্য ও সঙ্কর। এই সকল শঙ্কর জাতি অশ্বতরের ন্যায় মাতা পিতার জাতি হইতে পৃথক্ জাতি।

কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয়ের সিদ্ধান্তিত বর্ণবাহ্য তথাকথিত মূল জাতি সকলের অস্তিত্ব ভগবান্ মনু সর্ব্বজ্ঞানময় হইয়াও জানেন নাই, সুতরাং তাঁহার সংহিতার টীকাকার পূজ্যপাদ কল্লুক ভট্ট তো ইহা জানিতেনই না। এই হেতু তাঁহার টীকাতে "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাণাং ক্রিয়ালোপাদিনা যা জাতয়ো বাহ্যা জাতাঃ" এই বাক্যগুলি বলা হইয়াছে। আমার উপরি উদ্ধৃত মনু ১ অ, ২ শ্লোক এবং ১০ অ, ৪ শ্লোকের টীকাতে কুল্লুক ভট্ট চতুর্ব্বর্ণবাহ্য জাতিমাত্রকেই অশ্বতরের ন্যায় মাতা পিতার জাতি হইতে পৃথক্ অপর জাতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং কাব্যতীর্থ মহাশয়গণ ও কায়স্থ জাতির বর্ণত্ব নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া-ছেন। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্তিত কায়স্থজাতি মহা মৌলিক বা মহা মুখ্য কুলীন হইলেও বর্ণ বাহ্যতা হেতু মনুসংহিতার ১০ অ, ৪৫ শ্লোকের বচন প্রমাণানুসারে এই কায়স্থ জাতি দস্যু ইহাতে কোন সন্দেহই নাই।

তারপর ঐ ৪৫ শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৩ ও ৪৪ শ্লোক দুইটীর সহিত আলো-চিত ৪৫ শ্লোকের যে কোন সম্পর্ক নাই তাহা দেখাইতেছি।

উক্ত ৪৩ শ্লোক ও উহার কুল্লুক ভট্ট কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ এই,—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ ৪৩

শনকৈরিতি। ইমা বক্ষমানাঃ ক্ষত্রিয়জাতয় উপনয়নাদিক্রিয়ালোপেন

ব্রাহ্মণানাঞ্চ যাজনাধ্যাপনপ্রায়শ্চিত্তাদ্যর্থদর্শনাভাবেন শনৈঃ শনৈর্লোকে শূদ্রতাং প্রাপ্তাঃ।

বক্ষমান ক্ষত্রিয়জাতিসকল উপনয়নাদি ক্রিয়ালোপ হেতু ও ব্রাহ্মণগণের অদর্শন জন্য যাজন অধ্যাপন ও প্রায়শ্চিত্তাদির অভাবে ক্রমশঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই বচন প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে কেবল বক্ষমান দ্বাদশ দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয় জাতিসকল ক্রিয়ালোপাদি হেতু শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল জাতি যে বাহ্যভাবাপন্ন হইয়াছে এইরূপ কোন কথা মূলে ও টীকাতে নাই এবং গীষ্পতি বাবুর উদ্ধৃত শিরোমণি ও ন্যায় পঞ্চানন কৃত বঙ্গানুবাদেও ঐ কথা নাই। সুতরাং ইহারা ব্রাত্য হইলেও বর্ণবাহ্য হয় নাই, শূদ্রই হইয়াছে। এই সকল শূদ্রতাপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় জাতি সকলের সহিত ৪৫ শ্লোকের বর্ণিত চতুর্ব্বর্ণ-বাহ্য দস্যু জাতি সকলের কোন সম্পর্কই নাই।

আবার গীষ্পতি বাবুর উদ্ধৃত ৪৫ শ্লোকের কুল্লুক ভট্ট কৃত টীকাংশ (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাণাং ক্রিয়ালোপাদিনা যা জাতয়ো বাহ্যা জাতাঃ) অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের ক্রিয়ালোপাদি হেতু যে সকল বাহ্য জাতি জন্মিয়াছে। এই বাহ্য জাতি যে কেবল বর্ণ সকলের ব্যভিচারাদির ফলে জন্মিয়া থাকে তাহা মনু ১০ অ, ৩০ শ্লোকে সুব্যক্ত আছে যথা :—

যথৈব শূদ্রো ব্রাহ্মণ্যাং বাহ্যং জন্তুং প্রসূয়তে।
তথা বাহ্যতরং বাহ্যশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যে প্রসূয়তে ॥

মনু ১০ অ, ৩০।

এই শ্লোকের "বাহ্যং জন্তুং" পদদ্বয়ের কুল্লুকভট্টের ব্যাখ্যা, চাণ্ডালাখ্যং প্রাণিনং। অর্থাৎ চণ্ডাল। উক্ত শ্লোকের অর্থ,—শূদ্র ব্রাহ্মণীতে যেরূপ বাহ্য প্রাণী উৎপাদন করে, তদ্রূপ ঐ বাহ্য আবার বাহ্যতর পুত্র সকল চাতুর্ব্বর্ণ্যে উৎপাদন করে। সুতরাং চাতুর্ব্বর্ণ্যের মধ্যে পরস্পর স্ত্রীগমনে বাহ্য জাতি সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে কুল্লুকভট্টের টীকা (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাণাং ক্রিয়ালোপাদিনা যা জাতয়ো বাহ্যা জাতাঃ) এই টীকাংশের "ক্রিয়ালোপাদিনা" পদের অর্থই চাতুর্ব্বর্ণ্যের দুর্যোনিত্ব বা ব্যভিচারাদি হেতু। আর (যা জাতয়ো বাহ্যা জাতাঃ) অর্থাৎ যে সকল বাহ্য জাতি উৎপন্ন হয়। যদি "ক্রিয়ালোপ" কথার অর্থ উপনয়নাদি ক্রিয়ার লোপ হইত, তাহা হইলে শূদ্রের পক্ষে "ক্রিয়ালোপ" কথার ব্যবহার চলে না। সুতরাং

(ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাণাং ক্রিয়ালোপাদিনা যা জাতয়ো বাহ্যা জাতাঃ) কুল্লুকভট্টের এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে চাতুর্ব্বর্ণ্যের দুর্যোনিত্ব বা ব্যভিচারাদির ফলে যে সকল ক্রিয়াহীন বাহ্য জাতি উৎপন্ন হয়। যদি ক্রিয়ালোপাদি হেতু বাহ্য জাতি সকলের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে ভগবান্ মনু ১০অ, ৪৩-৪৪ শ্লোকের বর্ণিত ক্ষত্রিয় জাতি সকলকে বর্ণবাহ্য বলিতেন, কিন্তু তিনি ঐ সকল ক্ষত্রিয় জাতিকে বর্ণবাহ্য জাতি না বলিয়া শূদ্রজাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ব্রাহ্মণাদর্শন হেতু ঐ ক্ষত্রিয় জাতি সকলের সমস্ত শাস্ত্রীয় ক্রিয়া বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহারা শূদ্রত্বই প্রাপ্ত হয়। আবার কুল্লুকভট্ট মনু ১০ অ, ৬২ শ্লোকের শেষাংশের পদ দুইটি "বাহ্যানাং সিদ্ধিকারণম" এই "বাহ্যানাং" পদটীর অর্থ করিয়াছেন "প্রতিলোমজানাং" অর্থাৎ বাহ্য জাতি অর্থে প্রতিলোমজ জাতি। সেই শ্লোকটী এই,—

ব্রহ্মণার্থে গবার্থে বা দেহত্যাগোঽনুপস্কৃতঃ।
স্ত্রীবালাভ্যুপপত্তৌ চ বাহ্যানাং সিদ্ধিকারণম্ ॥

অর্থাৎ পুরস্কার প্রত্যাশা না করিয়া, গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী এবং বালক—ইহাদের মধ্যে কাহারও বিপৎ পরিত্রাণের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করা বাহ্য অর্থাৎ প্রতিলোমজ জাতির স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ হয়।

এই শ্লোকের শেষাংশের (বাহ্যানাং সিদ্ধিকারণম্) পদ দুইটীর কুল্লুকভট্ট কৃত ব্যাখ্যা যথা;—প্রতিলোমজানাং স্বর্গপ্রাপ্তিকারণম্। অর্থাৎ প্রতিলোমজ জাতির স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ হয়। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে বাহ্য জাতির অর্থ প্রতিলোমজ জাতি। অতএব, উপরি উদ্ধৃত মনু ১০ অ, ৩০ এবং ১০ অ, ৬২ শ্লোকের প্রমাণ অনুসারে মনু ১০ অ, ৪৫ শ্লোকের কুল্লুকভট্ট কৃত টীকাংশের (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাণাং ক্রিয়ালোপাদিনা যা জায়তো বাহ্যা জাতাঃ) অর্থ,—চাতুর্ব্বর্ণ্যের দুর্যোনিত্ব বা ব্যভিচারাদি হেতু যে সকল বাহ্য (প্রতিলোমজ) জাতি উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত গীষ্পতি বাবুর সিদ্ধান্তিত কায়স্থজাতির বর্ণবাহ্যতা স্বীকৃত, সুতরাং এই জাতির বর্ণবাহ্যতার অধিক শাস্ত্রীয় কোন প্রমাণ দর্শাইবার প্রয়োজনই নাই। তথাপি গীষ্পতি বাবু উক্ত ৪৫ শ্লোকের টীকাংশ "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাণাং ক্রিয়ালোপাদিনা যা জাতয়ো বাহ্যা জাতাঃ" অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ্যের ক্রিয়ালোপাদি হেতু যে সকল জাতি বাহ্য ভাবাপন্ন হইয়াছে, এই টীকাংশ বড় বড় অক্ষরে ছাপাইয়া ৪৩-৪৪ শ্লোকোক্ত শূদ্রতা প্রাপ্ত পৌণ্ড্রকাদি দ্বাদশ দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয় জাতি সকলকে ৪৫ শ্লোকোক্ত

বর্ণবাহ্য জাতি সকলের অন্তর্গত না করিলে "কিন্তু ব্রাত্যই বর্ণবাহ্য" তাঁহার এই অশাস্ত্রীয় উক্তির সমর্থন হয় না, এই অভিপ্রায়ে তিনি বিরাট আড়ম্বর সহকারে কায়স্থের বিজ্ঞান চক্ষুতে ধূলি দিবার চেষ্টায় ৪৫ শ্লোকের ব্যাখ্যাবিপর্য্যয় ঘটাইবার জন্য ৪৩-৪৪ শ্লোক দুইটী, কোন প্রসঙ্গ না থাকিলেও, উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাকেই বলে মেকী টাকার ঘন নিশান।

আবার ৪৪ শ্লোক ও ইহার কুল্লুকভট্ট কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ এই,—

পৌণ্ড্রকা শ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ ॥ ৪৪

পৌণ্ড্রকা ইতি। পৌণ্ড্রাদি দেশোদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়া সন্তঃ ক্রিয়ালোপাদিনা শূদ্রত্ব মাপন্নাঃ।৪৪

অর্থাৎ,—পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ, এই দ্বাদশ দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয় জাতি সকল ৪৩ শ্লোকোক্ত কর্ম্মদোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ৪৩ শ্লোকের "ইমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ"। অর্থাৎ বক্ষমান ক্ষত্রিয় জাতি সকল, ক্রিয়ালোপাদি দোষে ক্রমশঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এই বাক্যগুলি বলা হইয়াছে। এই ৪৪ শ্লোকে সেই ক্ষত্রিয় জাতি সকলের বিশেষ বিশেষ নাম উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। সুতরাং ৪৩ শ্লোকের সহিত ৪৪ শ্লোকেরই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। কিন্তু আমার উদ্ধৃত ৪৫ শ্লোকের অর্থে চাতুর্ব্বর্ণ্যের বাহিরে যে কোন জাতি আছে, অর্থাৎ যে সকল জাতির বর্ণত্ব নাই, তাহারা সকলেই দস্যু। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৩-৪৪ শ্লোকে কেবল মাত্র পৌণ্ড্রকাদি দ্বাদশ দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয় জাতিগুলির ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপাদি হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথা আছে। শূদ্র চতুর্থবর্ণ বিধায় ঐ সকল ক্ষত্রিয় জাতির ক্ষত্রিয়বর্ণত্ব স্থলে শূদ্র বর্ণত্ব ঘটিয়াছে, সুতরাং উক্ত জাতি সকল ব্রাত্য হইলেও বর্ণবাহ্য হয় নাই। অতএব "কিন্তু ব্রাত্যই বর্ণবাহ্য" গীষ্পতি বাবুর এই অশাস্ত্রীয় উক্তি তাঁহার উদ্ধৃত প্রমাণ দ্বারা খণ্ডিত হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী

গীষ্পতি বাবুর অদ্ভুত মত সম্যক্ খণ্ডিত এবং এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন হইলেও, এই স্থলিখিত আলোচনা সভার কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হওয়াতে যথাসময়ে অনুসন্ধানে না পাওয়ায় ও প্রকাশিত না হওয়ায় লেখকের অনুরোধে এক্ষণে প্রকাশ করা হইল।

পত্রী ও পণ্ডিতবিদায়

আমাদের দেশে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-কলাপে পণ্ডিতদিগকে পত্রী করিয়া বিদায় দেওয়ার প্রথা সমাজে প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের মধ্যে যেরূপ পণ্ডিত আছেন, কায়স্থের মধ্যেও সেইরূপ কতিপয় অধ্যাপক পণ্ডিত বিদ্যমান; কিন্তু সমাজের অন্ধ বিশ্বাস ও ভুল ধারণার ফলে অধুনা কায়স্থ পণ্ডিতদিগকে উপেক্ষা করিয়া কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকেই পত্রী করা হইতেছে। অনেকের ধারণা আছে যে, কায়স্থ পণ্ডিতদিগকে বোধ হয় পত্রী করা যায় না। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পণ্ডিত বা বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণই হউন্ আর কায়স্থই হউন, তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সম্মান পাইবার যোগ্য। রাজা হইতেও পণ্ডিত ব্যক্তির সম্মান কম নয়। এ বিষয়ে নীতিশাস্ত্রে কথিত আছে যে,—

"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে ॥"

আমরা অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কায়স্থ পণ্ডিতদিগকে সাহস করিয়া পত্রী করি না। শাস্ত্রে অব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মহর্ষি সূত অব্রাহ্মণ হইয়াও মুনিগণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত ও অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়-রাজ বীতিহব্যের পৌত্র শৌনক, পাঞ্চালদেশের প্রবাহন ও মিথিলার ক্ষত্রিয় রাজা জনক ঋষি-সমাজে অভ্যর্থিত হইয়া অশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্য ভূমিকায় লিখিত আছে যে, ইত্তরার পুত্র অব্রাহ্মণ মহীদাস কোন যজ্ঞ সভায় ব্রাহ্মণকুমারগণ হইতে উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন। কক্ষীবান্ নামে ক্ষত্রিয় ঋষি সিন্ধুদেশবাসী মহারাজ ভাবয়ব্যের নিকট দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলে ১২৬ সূক্তের ২য় মন্ত্রে উক্ত আছে;—

"অসুর (বীর্য্যবান) ভাবয়ব্য দানের জন্য আমাকে বলিবামাত্র আমি কক্ষীবান্ তাঁহার নিকট শত নিষ্ক, শত লক্ষণযুক্ত অশ্ব ও শত গাভী গ্রহণ করিলাম। রাজা স্বর্গলোকে শাশ্বতী কীর্ত্তি বিস্তার করুন।"

শতং রাজ্ঞো নাধমানস্য নিষ্কান্
শতমশ্বান্ প্রযতান্ সদ্যআর্দ।
শতং কক্ষীবাঁ অসুরস্য গোনাং
দিবি শ্রবোঽজরমা ততান ॥ ঋগ্বেদ ১।১২৬।২

উল্লিখিত শ্রুতি প্রমাণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে অব্রাহ্মণদিগকে দান করা যায়। যে বৃত্তি দ্বারা যে বর্ণের ধর্ম্ম হয় মন্বাদির ধর্ম্মশাস্ত্র তাহাই নিরূপণ করিয়াছেন, সেইজন্য মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের পরিগ্রহের কথা লিখিত হয় নাই। বেদের অনেক স্থানে অব্রাহ্মণের দান ও পরিগ্রহের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অব্রাহ্মণদিগকে দান করা যদি নিষিদ্ধ হইত তবে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ক্ষত্রিয় ঋষি বিশ্বামিত্রকে পৃথিবী দান করিতে পারিতেন না। দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, বিদ্বান্ ও ব্রহ্মবিদ্ ইহারাই দানের যোগ্যপাত্র। কথিত আছে যে—

মরুস্থল্যাং যথাবৃষ্টিঃ ক্ষুধার্ত্তে ভোজনং যথা।
দরিদ্রে দীয়তে দানং সফলং পাণ্ডুনন্দন॥
দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥ মহাভারত

উল্লিখিত প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, দরিদ্র ব্যক্তি দানের উপযুক্ত পাত্র, সেই দরিদ্র ব্যক্তি ব্রাহ্মণই হউন আর অব্রাহ্মণই হউন তাঁহাকে দান বা সাহায্য করা যায়। পাপ শান্তির জন্য বিদ্বান্ বা পণ্ডিত ব্যক্তিকে দান করিতে হয়, ইহাকে নৈমিত্তিক দান কহে, এই দান উত্তম।

যত্তু পাপোপশান্ত্যর্থং দীয়তে বিদুষাং করে।
নৈমিত্তিকং তদুদ্দিষ্টং দানং সদ্ভিরনুত্তমম্॥ কূর্ম্মপুরাণ

ভগবানের প্রীতির জন্য ব্রহ্মবিদ্ পণ্ডিতকে দান করিতে হয় এই বিষয়ে কূর্ম্ম পুরাণে লিখিত আছে যে,—

জগদীশ্বর প্রীণনার্থং ব্রহ্মবিৎসু প্রদীয়তে।
চেতসা ধর্ম্মযুক্তেন দানং তদ্বিমলং স্মৃতম্॥

যে দেশে সূত, কক্ষীবান্ কবষ, জাবালি, প্রবাহন প্রভৃতি অব্রাহ্মণ ঋষিগণ সর্ব্বজাতি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত ও অভ্যর্থিত হইতেন সেই দেশে ক্রিয়া-কলাপে অব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে পত্রী করিতে অনেকে সাহসী হন না। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩৩ সূক্তে লিখিত আছে যে কবষ নামে কোন অব্রাহ্মণ ঋষি কুরুশ্রবণ রাজার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ কুরুশ্রবণ, ভাবয়ব্য ও হরিশ্চন্দ্র অব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে দান করিয়াছিলেন। ভরসা করি হিন্দু জাতিসমূহ অব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকেও ক্রিয়া কলাপে পত্রী করিয়া কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন, ইহাতে ভাগবৎ অশুদ্ধ হইবে না। বরং তাহাতে

জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি পাইবে। সমস্ত সমাজ যতদিন অব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে সমাদর করিতে না শিখিবেন ততদিন তাঁহাদের আত্মসম্মানবোধ বৃদ্ধি পাইবে না। ভরসা করি ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ ক্রিয়া-কলাপে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত অব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকেও নিমন্ত্রণ পত্রী করিয়া তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে বিস্মৃত হইবেন না।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দেববর্ম্মা।

হিন্দুসংগঠন ও কায়স্থ সভা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা এইবার "হিন্দু সংগঠনের সহিত 'কায়স্থ সভার' সম্বন্ধ কি?"—এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

আর্য্যানার্য্য ভেদ, বর্ণভেদ এবং জাতিভেদ আমাদের দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সহস্র সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের সুদৃঢ় 'সংগঠন" ছিল, তাহাতে ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে। আমাদের কামনা এই যে সেই সংগঠনশক্তি এবং সেই সংগঠন ভাব পুনশ্চ ফিরাইয়া আনা হউক। বর্ত্তমান বিলাতী সভ্যতার কাম্য "অর্থ এবং কাম", আমাদের প্রাচীন সভ্যতার কাম্য ছিল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ; ধর্ম্ম আমাদের সমাজ এবং জাতিব্যূহকে "ধরিয়া রাখিত"। "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" ইহা আমাদের বহু সহস্র বৎসর ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতার ফল। এই ফলের উপর এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, সেকালের বিশাল ভারতবর্ষের দেব-দৈত্য বিজয়ী, নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং জয়ের উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্টপ্রাণ একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি মহারাজ দুর্য্যোধন সসজ্জ হইয়া যুদ্ধে গমন করিবার প্রাক্কালে মা'র আশীর্ব্বাদ লইবার জন্য আসিলে রাণী গান্ধারী অসঙ্কোচে বলিয়াছিলেন,—"যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ"। আমরা আমাদের সমাজে, জাতিতে এবং দেশে সেই পরম রক্ষক বিষদোষনাশক, সর্ব্ববিপদবারক রক্ষাকবচ "ধর্ম্মের" প্রতিষ্ঠা করিতে চাই। "ধর্ম্ম"কে যদি আনিয়া আমাদের রক্ষক করিতে পারি, তবেই তিনি আমাদের রক্ষা করিবেন। "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকান্"। দেশে সম্প্রতি যে ভাব আসিয়াছে, কলহবিদ্রোহের অগ্নিতে অনেক

দিনের সঞ্চিত বিষবায়ুর তিরোভাব সম্ভব হইয়াছে; এই সময়ে, ভগবান্ কৃপা করিলে উপযুক্ত তপস্বিগণের আবির্ভাব হইলে, সমাজে "ধর্ম্ম সংস্থাপিত" হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

"ধর্ম্ম" সংস্থাপিত না হইলে, "সংগঠন আন্দোলন" কদাপি সম্ভবপর হইবে না। যাহারা সংগঠন আন্দোলনের প্রচারক, তাঁহাদের কেহ যে উপযুক্ত কোন পথের সন্ধান দিয়াছেন, তাহাও এ পর্য্যন্ত আমাদের চক্ষুতে পড়ে নাই। কোন্ বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া ভারতের সমস্ত হিন্দুকে "এক" করিবে? যাহারা বলিতেছেন, "বর্ণভেদ, জাতিভেদ, আচার বিচারের ভেদ, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ভেদ, এক কথায়, যাবতীয় ভেদ উঠাইয়া দাও, সকল হিন্দু একবর্ণ, একজাতি, এক আচারবান্ হউক, সকলে সকলের অন্ন জল ও কন্যা গ্রহণ করুক। তাঁহারা খুব সম্ভব, ভাবের ঘোরে প্রকৃত বিষয়ে অবহিত হন নাই।* বর্ণভেদ, জাতিভেদ, আচার বিচার ইত্যাদি উঠাইয়া দেওয়া সম্ভব হইলেও উহা কাম্য কি না তাহা ভাবিবার বিষয়। এরূপ একাকার কাণ্ড করিতে পারিলেও যাহারা এইরূপ "এক" হইবেন, তাঁহারা "হিন্দু" থাকিবেন ত?

মানুষে মানুষে ভেদ পৃথিবীর সভ্যাসভ্য সকল সমাজেই আছে। য়ুরোপে, আফ্রিকায়, আমেরিকায় এবং এসিয়ার "অহিন্দু" দেশসমূহে বর্ণ, জাতি এবং ধর্ম্মের ভেদ প্রবল না হইলেও অন্য অসংখ্য রকমের ভেদ আছে। ধনের, বিদ্যার এবং সামাজিক সম্মানের ভেদ কোথায় নাই? আমাদের বর্ণভেদ এবং জাতিভেদের মূলেও বিদ্যার, ধনের এবং সামাজিক সম্মানের ভেদ আছে। অনেকে মনে করেন, ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ আমাদের দেশের জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়াছিলেন; প্রকৃত কথা তাহা নহে। তিনি স্বয়ং ক্ষত্রিয় ছিলেন, ক্ষত্রিয় বর্ণের উচ্চতার দাবি নিজে করিতেন। জৈন ধর্ম্মাবলম্বিগণের সামাজিক ব্যবস্থা দেখুন, সেস্থানে জাতিভেদ অল্প প্রবল নহে। বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের সম্মান ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা অধিক ছিল। জৈনদিগের ত্রৈবর্ণিকগণের মধ্যে পরস্পরে পরস্পরের সহিত বিবাহ করিতেন, অনুলোম প্রতিলোমে বাধা ছিল না। বৌদ্ধ সঙ্ঘের আচার্যগণের সকলেই হয় ক্ষত্রিয় নয় ব্রাহ্মণ;

* সংগঠনের উদ্দেশ্য ঠিক এরূপ নহে। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণকে একীকরণ অর্থে জাতিভেদ বর্ণভেদ উঠাইয়া সকলকে এক জাতিতে বা বর্ণে পরিণত করা বুঝিতে হইবে না। কাঃ পঃ সঃ।

একমাত্র শাক্যরাজকুমারগণের অন্তরঙ্গ বন্ধু উপালি (নাপিত) ভিন্ন নিম্নতরবর্ণের আর কাহারও নাম পাওয়া যায় না। জৈন অর্হৎগণ শূদ্রকে উচ্চতর অঙ্গের দীক্ষা দিতেন না। বৌদ্ধ জৈন সমাজে শূদ্রগণের সামাজিক সম্মান বেদপন্থি-সমাজের তুল্যরূপই ছিল, উচ্চতর ছিল না। বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিলে, একমাত্র "শঠকোপ" ভিন্ন আর কোন শূদ্রজাতীয় আচার্য্যের নাম পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। "শঠকোপ" নাকি ডোম ছিলেন, তবে তিনি এখন ছোট খাট অবতারের মধ্যে। শ্রীরামানুজাচার্য্যের গুরুস্থানীয় "যমুনাচার্য্য"কে কেহ কেহ "যবনাচার্য্য" বলিলেও "শ্রীবৈষ্ণব" সম্প্রদায় তাঁহাকে ব্রাহ্মণই বলেন। দক্ষিণাপথের গৌড়া বৈষ্ণবদিগের মধ্যে "ব্রাহ্মণ জাতির" সম্মান কত তাহা অভিজ্ঞমাত্রেই জানেন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের "ভেক" (বেশ) লওয়া ব্যাপারকে কেহ কেহ খ্রীষ্টানের "ব্যাপ্টাইজ" করার নকল মাত্র বলেন। পোর্ত্তুগীজজাতির প্রাধান্যের পূর্ব্বে প্রাচীনকালে, দক্ষিণী খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে 'বামুন খ্রীষ্টান" এবং "শূদ্র খৃষ্টান" ভেদ ছিল; "বামুন খৃষ্টানগণের' পৈতাও নাকি থাকিত। পোর্ত্তুগীজ পাদরীরা বহু অত্যাচারের দ্বারা "বামুন খ্রীষ্টানদের পৈতা ফেলাইয়াছিলেন। বাঙ্গালায়, জাতিভেদ এমন পাকা যে, মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত "ভেক" লওয়া বৈষ্ণবেরা ক্রমে ক্রমে "জাতবৈষ্ণব" (জাত বোষ্টম) আখ্যায় "ছত্রিশ জাতির" উপরি একটা নূতন জাতি হইয়া পড়িয়াছে। "নববিধানের" প্রবর্ত্তক স্বর্গগত ব্রহ্মানন্দ ৺ কেশবচন্দ্র সেন জাতিভেদ তুলিয়া দিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সফল হয় নাই। "জাতিভেদ" ত উঠে নাই, বরঞ্চ "জাত বোষ্টমের" মত ব্রাহ্ম বা "বেম্ম" নামে নূতন এক জাতি হইয়াছে। শিখ প্রভৃতিরও সেই এক কথা। ভারতে জাতিভেদ তুলিতে গেলে আরও একটা নূতন জাতির উদ্ভব হয় মাত্র; জাতির সংখ্যা বাড়িয়া যায়, কমে না।

খৃষ্টান ধর্ম্ম এবং মুসলমান ধর্ম্মের পুরোহিত এবং পাণ্ডারা যদি এদেশের লোকের বর্ণ জাতি এবং আচার-বিচারের ভেদ বজায় রাখিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রচার করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, আমাদের মনে হয়, ঐ ধর্ম্ম দুইটি আমাদের দেশের অসংখ্য সম্প্রদায়ের উপরে আরও দুইটি বাড়াইত মাত্র, তা হলে এই বর্ত্তমান বিষম হিন্দু-মুসলমান সমস্যার উদ্ভবই হইত না। আমাদের সমাজ এরূপ ভাবে ঘটিত হইয়াছিল যে, সামাজিক আচার বিচার মানিয়া চলিলেই আর সমাজে কোন সংক্ষোভ জন্মিত না। সাংখ্যমতাবলম্বী পণ্ডিত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না, চার্ব্বাক দর্শনের শিষ্য বেদ, ব্রহ্ম, আত্মা

এবং পরকাল কিছুই মানিতেন না, বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায় "নাস্তিক" (বেদের অভক্ত) ছিলেন তথাপি তাহারা সে কালে সমাজ অথবা সামাজিক সম্মান হারান নাই।* সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী বরাহ-মিহির স্পষ্ট ভাষায় বিধান দিয়াছেন যে "শাক্ত, শৈব, সৌর এবং বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের মত বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়ের পূজ্য প্রতিমা স্থাপন বা প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে "বৌদ্ধ এবং জৈন-ব্রাহ্মণ' দ্বারাই করিতে হইবে। (১) বরাহ মিহিরের সময়ে ভারতে যে বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়ের "ব্রাহ্মণ" ছিল তাহা নিশ্চয়। এখনও নেপালে "বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ" আছেন। জৈন সম্প্রদায়ের" যে "ব্রাহ্মণ" আছেন, তাহা এখনও যে কেহ দেখিতে পারেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আজিও "ব্রাহ্মণ" কিরূপ সম্মান পাইতেছেন, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। অধিক কি, য়ুরোপীয় খ্রীষ্টান পাদরী এবং গোঁড়া মুসলমান মৌলানা-মৌলবী আমাদের দেশের "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়" বর্ণের লোককে মুচি মেথর প্রভৃতি নীচ বর্ণের লোক অপেক্ষা কত উচ্চ বলিয়া মনে করেন, তাহাও আমরা জানি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এদেশে বর্ণভেদ ও জাতিভেদ তুলিয়া দিয়া "একাকার" করা চলিবে না,—চলিলেও টিকিবে না। আমাদের দেশে "জাতির বড়াই" এমনই বদ্ধমূল যে বোনার্জি, মোকারজি এবং চাটারজী সাহেবেরা খাওয়া দাওয়া বেশ ভূষায় সাহেব সাজিলেও অন্তরের "বাসনাইটুকুর" ঝাঁজ ছাড়িতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ খৃষ্টান অথবা ব্রাহ্ম হইলেও নিজের মেয়ের বিবাহের সময় একটি ব্রাহ্মণ জাতীয় "কনভার্ট" বর খুঁজিতে থাকেন, এবং সেরূপ বর পাইলে বড়ই আহ্লাদ অনুভব করেন। আমরা তাই আশঙ্কা করি, "একাকার" করিয়া "হিন্দুসংগঠন" সফল হইবে না।

আর, কিসের নামে, কার দোহাই দিয়া, আমরা এত বিভিন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায়কে "এক" করিব? মুসলমানের "কল্‌মা" আছে, খৃষ্টানের "ক্রীড্" আছে;—মুসলমান মাত্রেরই "কল্‌মা" এক, খ্রীষ্টান মাত্রেই "ঈশাকে" Son God বা ভগবানের একমাত্র এবং ঔরস পুত্র বলিয়া থাকেন। "আমাদের এক এবং অদ্বিতীয়" কল্‌মা নাই, ক্রীড নাই; আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য মূলতঃ "ধর্ম্ম" এক (২) হইলেও ভিতরে কত প্রভেদ, তাহা সকলেই জানেন।

(১) বৃহৎসংহিতা, ৬০ তম অধ্যায়, ১৯শ শ্লোক, "প্রতিষ্ঠাপন"।

(২) দ্বিজ তিন বর্ণেরই "ধর্ম্ম" এক, অর্থাৎ যজন (যজ্ঞ করা); অধ্যয়ন (বেদ পড়া) এবং দান (দেওয়া), তাঁহাদের "জীবিকা" শুধু পৃথক্ পৃথক্। ব্রাহ্মণের যাজন (অন্যের যজ্ঞ করান), অধ্যাপনা (অপরকে পড়ান), এবং প্রতিগ্রহ (দান গ্রহণ) জীবিকা। ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরও জীবিকা পৃথক্ পৃথক্।

(৩) মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, ৪র্থ শ্লোক।

(৪) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ৪র্থ অধ্যায়, ১৩শ শ্লোক।

(৫) "ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥৯২॥ ষষ্ঠ অধ্যায়, মনুসংহিতা।
"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্মং চাতুর্বর্ণ্যেঽব্রবীন্ মনুঃ ॥৬৩॥ দশম অধ্যায়, মনুঃ।
এইগুলি ধর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ; ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্রও নাই। ধৃতি (ধৈর্য্য), ক্ষমা (charity), দম (ইচ্ছাকে দমন করা), অস্তেয় (লোভশূন্যতা), শৌচ (purity), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী (বুদ্ধি), বিদ্যা (জ্ঞান), সত্য, অক্রোধ (অহিংসা) এই দশ লক্ষণাত্মক ধর্ম্ম যিনি পালন করেন, তিনিই ধার্ম্মিক। ইহাতে ঈশ্বরেরও নাম নাই।

"ব্রহ্মকে মানিব" এরূপ বলিলে, "সাংখ্য, চার্ব্বাক্, বৌদ্ধ, জৈন—ইঁহারা সকলেই বাদ পড়িবেন। "বেদকে মানিব" বলিলে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, এবং আরও যে কত বাদ পড়িবেন, তাহার সংখ্যা রাখাই দুষ্কর। "আত্মাকে মানি," "পরকাল মানি," "জন্মান্তর মানি," "প্রতিমা পূজা মানি,"—ইত্যাদি যে কোন "মানার" কথা তুলিবে,—বহু "হিন্দু" উহাদের প্রত্যেকের বাহিরে থাকিয়া যাইবেই যাইবে। তবে উপায় কি?

আমাদের কথা, "ধর্ম্ম"কে কেন্দ্র করিয়া, বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত "জাতি"কে কেন্দ্র করিয়া, কুড়ি কোটি হউক, অথবা পঁচিশ কোটি হউক, যত কেন ইচ্ছা হিন্দুকে "সংগঠনের" বেড়ার মধ্যে আনা যায়। মনু মহারাজ যে বলিয়াছেন, "মানুষের চারিটি মাত্র 'বর্ণ' আছে" (৩), শ্রীভগবান্ গীতায় যে বলিয়াছেন "গুণ এবং কর্ম্মের প্রভেদ (বিভাগ) হইতে আমি চতুর্বর্ণতার সৃষ্টি করিয়াছি" (৪), এবং মনুমহারাজ সাধারণ বা যাবতীয় মনুষ্যের উপযোগী যে "দশ লক্ষণ বিশিষ্ট ধর্ম্মের" (৫) ব্যবস্থা করিয়াছেন, এই উপদেশগুলির ভিতরই "হিন্দু-সংগঠনের" বীজ রহিয়াছে। পাঠক-পাঠিকাগণ মনু-কথিত "সাধারণ ধর্ম্মের" লক্ষণগুলি (৫) মন দিয়া পড়িলেই বুঝিবেন যে ঐগুলি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য প্রণীত হয় নাই; পরন্তু ঐগুলি মানুষ মাত্রেরই

ধর্ম্ম, প্রকৃত "মনুষ্যত্ব লাভ" করিবার ধর্ম্ম হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান, কাহারও ধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে, অথচ সকলেরই আদরের, সকলেরই গ্রহণীয়, এই "ধর্ম্ম"কে কেন্দ্র করিয়া, উহার আশ্রয়ে "হিন্দুসংগঠন" সফল হইবার সম্ভাবনা। আমাদের বিনীত পরামর্শ এই যে, যাঁহারা "হিন্দু সংগঠনের" প্রকৃত প্রেমিক, তাঁহারা এই বিষয়ে অবহিত হউন।

মনুষ্য শরীর কোন এক বিশাল যন্ত্রের মত, নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কৌশলপূর্ণ সমবায়ে প্রস্তুত এবং প্রত্যেক অংশের সুসমঞ্জস এবং সুষ্ঠু সহযোগের দ্বারা চালিত হইতেছে। যাহার দেহের হস্তপদ, মস্তক, বক্ষোদেশ এবং উদরাদি অবয়ব এবং দেহের বাহ্য এবং আন্তর যন্ত্রগুলির প্রত্যেকটি সুস্থ, সবল এবং নিজ নিজ কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযোগী, এবং সেগুলির প্রত্যেকটি অপরগুলির সহিত সুসমঞ্জস ভাবে সহযোগ বজায় রাখিয়া চলিতেছে, তাঁহাদের দেহই সম্পূর্ণ সুস্থ। মানুষের শরীরের মত আমাদের সমাজদেহেরও মস্তক, বাহু, উদর, উরু এবং পদদ্বয় ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং যন্ত্রাদি আছে। সহস্র-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদবাণীর সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছিল যে, "সমাজরূপী বিরাট পুরুষের ব্রাহ্মণই মুখ, ক্ষত্রিয়ই বাহুদ্বয়, বৈশ্যই উরুদ্বয় এবং শূদ্রই পদদ্বয়।" এই প্রসিদ্ধ চারিবর্ণ সমাজদেহের প্রসিদ্ধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রূপে মোটামোটি ভাবে কল্পিত হইয়াছিল। তাহার পর, গুণকর্ম্মের সূক্ষ্ম প্রভেদ হইতে, সমাজের আবশ্যক লঘুগুরু যাবতীয় কর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত করিবার উদ্দেশ্যেই চারিবর্ণের ভিতর 'ছত্রিশ' জাতির উদ্ভব হইয়াছিল। আর্য্যজাতির হস্তে যখন ভারতের প্রত্যেক অংশের রাজদণ্ড ছিল, সভ্যতার অত্যুজ্জ্বল আলোক যখন ব্রহ্মাবর্ত্ত এবং ব্রহ্মর্ষিদেশ হইতে বিদূরিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীর অন্ধকার দূর করিবার স্পর্দ্ধা করিতেছিল, (৬) তখন আমাদের সমাজ বর্ণ এবং জাতিভেদের নীতির দ্বারাই পরিচালিত হইতেছিল। আজ হইতে প্রায় (২২৫০) দুই হাজার দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও, যবনবীর সেকেন্দারের সাময়িক কালে, সুসভ্য যবন বা গ্রীক লেখকগণ আমাদের সভ্যতার যে আদর্শ দেখিয়া তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন, শৌর্য্যে-বীর্য্যে, সম্মানে-সম্পদে, কৃষিবাণিজ্যে, বুদ্ধি-বিদ্যায়, রাজ্যশাসনে, নগর রক্ষা কৌশলে, সর্ব্বোপরি ধর্ম্মচর্য্যায়, সুসভ্য ভারতবাসীর সামাজিক জীবনে যে সুখময় চিত্র আঁকিয়া গিয়াছিলেন, কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" এবং বাৎস্যায়নের "কামশাস্ত্র" যে সামাজিক জীবনের ক্ষীণ ছবি আজিও প্রকটিত করিতেছে,—যে সময়ে আমাদের সমাজে বর্ণভেদ এবং জাতিভেদের সম্পূর্ণ একাধিপত্য ছিল। যে পর্য্যন্ত কোন একবর্ণ অন্য কোন বর্ণের, অথবা কোন এক জাতি অন্য কোন জাতির স্বার্থহানি না করিয়া, নিজ নিজ বর্ণ অথবা জাতির সর্ব্বতোমুখী উন্নতি করিতে পারিত, প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ এবং জাতি নিজ নিজ শক্তি এবং স্বাস্থ্য বজায় রাখিয়া অপর বর্ণ এবং জাতির সহিত সুসমঞ্জস ভাবে সহায়তা এবং সহযোগ করিত, রাজশক্তি এবং প্রজাশক্তি সমাজের প্রত্যেক অঙ্গের স্বার্থ এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত যত্ন করিত, তখনই আমাদের "সোনার সংসার" ছিল।

(৬) মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২০শ শ্লোক।

আমরা বলিতে চাই যে, যে কালে এদেশের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিবর্ণ স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রকৃত "ব্রাহ্মণ," ক্ষত্রিয় প্রকৃত "ক্ষত্রিয়," বৈশ্য প্রকৃত "বৈশ্য" এবং শূদ্র প্রকৃত "শূদ্র" ছিলেন, তখনই হিন্দু সমাজ সবল, সুস্থ এবং প্রকৃত কার্য্যোপযোগী ছিল। সেদিন, বড় দিনের বন্ধের সময়, দিল্লী নগরে প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের সম্মেলনের সভাপতি বিখ্যাত সাহিত্যবীর "বীরবল" (শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম, এ, ব্যারিষ্টার সাহেব), তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন "বামন"কে "ব্রাহ্মণ" এবং 'বোষ্টম'কে 'বৈষ্ণব' করার ইচ্ছা থাকিলেও সহজসাধ্য নহে"। তিনি অবশ্য "তদ্ভব" শব্দকে "তৎসম" শব্দে ফিরাইয়া লইবার প্রবৃত্তি এবং চেষ্টার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন। আমরা "সমাজ-সংগঠন" অথবা 'সমাজ-সংস্কার" সম্বন্ধে বলি যে, "বামন' অথবা 'বামুন'কে 'ব্রাহ্মণ,' 'ছত্রি'কে 'ক্ষত্রিয়,' 'কায়েত'কে 'কায়স্থ,' 'বদ্যি'কে 'বৈদ্য,' 'বেণে'কে 'বণিক' 'কামার'কে 'কর্ম্মকার,' 'সেকরা'কে 'স্বর্ণকার'—বোষ্টমকে বৈষ্ণব করিতেই হইবে"। হিন্দুসমাজ "ব্রাহ্মণ" এবং "বৈষ্ণব"কে চিরকাল সম্মান করিয়াছে,—এবং কেবল হিন্দুসমাজ কেন, জগতের যে কোন সভ্য সমাজেই "ব্রাহ্মণ" এবং "বৈষ্ণব"কে সম্মান এবং আদর করিবে; কিন্তু 'বামুন' হোটেলে বা লোকের বাড়ীতে ভাত রাঁধে কিংবা কোথাও দরওয়ানী করে, আর 'বোষ্টম'তো ভিক্ষুক। তাই, আমরা মনে করি এবং কামনা করি যে সমাজের মস্তকস্বরূপ ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যায়, ব্রহ্মজ্ঞানে এবং সদাচারে পরিপূর্ণ হউন, ক্ষত্রিয় বেদবিদ্যা, বাহুবল, জ্ঞানবল, শারীরিক এবং মানসিক শক্তিসম্পন্ন এবং সদাচার পরিপূর্ণ হউন, বণিক বেদবিদ্যা, নানা দেশভাষা এবং বার্ত্তাশাস্ত্রে বিদ্বান্ সুনিপুণ এবং সদাচার সুসম্পন্ন হউন, অন্যান্য জাতি নিজ নিজ জাতির

কার্য্যে কুশল হউন। এইরূপে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) হইতে বণিক, কর্ম্মক, গোপ, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, নাপিত, রজক, মুচি, মুর্দ্দাফরাস পর্য্যন্ত অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ এবং জাতি সুবিশাল হিন্দু সমাজের বড় বড় অথবা ছোট ছোট অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির প্রত্যেকে সুস্থ এবং সবল হইয়া যদি আপনাপন কাজ করিতে থাকে, তাহা হইলেই সম্পূর্ণাঙ্গ হিন্দু সমাজ দেহও নিজের কাজ উত্তমরূপে চালাইয়া জগতে নিজের স্থান এবং মান রক্ষা করিতে পারিবে।

এইজন্য যাঁহারা বলেন যে, 'ব্রাহ্মণ-সভা' 'কায়স্থ-সভা' 'গোপ-সভা' ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ জাতির সভা সমিতির দ্বারা তথাকথিত 'ভারতীয় জাতীয়তার (Indian Nationalismএর) হানি হয়, তাঁহাদের কথা আমরা মানি না। ব্রহ্মজ্ঞানী এবং আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ অথবা বাহুবলে এবং জ্ঞানবলে বলীয়ান্ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়ের দ্বারা কদাপি 'জাতীয়তা'র হানি হইতে পারে না। "ন হি কল্যাণকৃৎকশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"—'যে মঙ্গলময় কায করে, তাহার কখন মন্দগতি হয় না'—ইহা ভগবানের কথা (৭)। প্রকৃত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং প্রকৃত বৈশ্য যদি ভাল জিনিস হয়, এবং "ভারতীয় জাতীয়তা"ও যদি মঙ্গলময় বস্তু হয় তাহা হইলে প্রকৃত ধার্ম্মিক এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ ক্ষত্রিয়াদির দ্বারা "জাতীয়তা"র হানি কখনই হইবে না, পরন্তু উহার কল্যাণ হইবেই হইবে।

ভারতের সুবিশাল হিন্দুসমাজের কল্যাণই আমাদের কাম্য, "কায়স্থ-সভা" অথবা "কায়স্থ-সমাজের"ও তাহাই উদ্দেশ্য। কায়স্থ-সভার সৃষ্টির বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই আমরা জানিতাম, কায়স্থ জাতি বিশাল ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত এবং বহু পুরুষপরম্পরা হইতে 'মিলিটারী' দল হইতে পৃথক্ হইয়া "সিভিল সারভিস" (Civil Service) দলে কার্য্য করিতে করিতে "কায়স্থ" নাম পাইয়া একটা পৃথক্ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়বর্ণের ধর্ম্ম (Duty) অধ্যয়ন, যজন এবং দান (দ্বিজমাত্রেরই ধর্ম্ম) এবং তাহার জীবিকা রাজ্যশাসন এবং প্রজা পালন। প্রত্যেক দেশেই 'মিলিটারী' এবং 'সিভিল' এই দুই 'সারভিস' অথবা দলের কর্ম্মচারীদিগের সাহায্যে রাজা (অথবা রাষ্ট্র) রাজ্য শাসন এবং প্রজাপালন করিয়া থাকেন; এদেশেও প্রাচীনকাল হইতে তাহাই হইতেছে। হিন্দু রাজত্বের সময় "সিভিল সারভিস" কায়স্থজাতির একচেটিয়া ছিল, সুতরাং

(৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ষষ্ঠ অধ্যায় ৪০ শ্লোক।

তাহার জীবিকার অভাব ছিল না। মুসলমান রাজত্বে মুসলমানেরা মিলিটারী এবং সিভিল উভয় বিভাগের কাজ করিলেও, সিভিল বিভাগে হিন্দুদিগের মধ্যে কায়স্থগণেরই একাধিপত্য ছিল, অথচ মিলিটারী বিভাগে ব্রাহ্মণ হইতে চামার পর্য্যন্ত যাহার ইচ্ছা সেইই স্থান পাইতেন। ইংরাজের প্রথম আমলে আমাদের অবস্থা প্রায়ই সমান ছিল। কায়স্থেরা হিন্দুরাজত্বে সংস্কৃত-প্রাকৃত শিখিতেন, মুসলমান আমলে পারসী-আরবী ধরিয়া 'মুন্সী' হইয়াছিলেন, ইংরাজের সময়ে ইংরাজী শিখিয়া "বাবু" হইলেন। হিন্দুর সময়ে তাঁহারা "রাজবল্লভ" (রাজার প্রিয়) এবং মুসলমান সময়ে "লাল" (প্রিয়) এই আদরের নাম পাইয়াছিলেন; বেহার হইতে পশ্চিমের অঞ্চলে এখনও কায়স্থেরা সাধারণতঃ "লালা" নামেই পরিচিত। "বাবু" বাবা Papa, Baby ইত্যাদিরই আদরের ডাক নাম (Diminutive form) মাত্র। জীবিকার জন্য প্রাচীনকালে তাই কায়স্থকে ভাবিতে হইত না, তিনি রাজার 'পিয়ারের পাত্র'ই ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার সহিত বিলাতী ভাবের বন্যা আসিয়া সমাজের পূর্ব্ব অবস্থা সব ওলটপাট করিয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসাইয়া দিয়াছে,—সব সমভূম করিয়াছে; তাহার ফলে ইংরাজের আমদানী "সারভিসের" উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত আমাদের দেশের বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ হইতে বর্ণাবর চামার পর্য্যন্ত সকলেই "নৌকরি"র টানে পড়িয়া "কায়স্থে" পরিণত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ব্রাহ্মণ বেদ ছাড়িয়া, ক্ষত্রিয় ধনুর্ব্বান ত্যাগ করিয়া, চাষা চাষ ছাড়িয়া, তাঁতি তাঁত ছাড়িয়া, বণিক ব্যবসায় ছাড়িয়া সকলেই কায়স্থের "কলম" লইয়া সারভিসের বাজারে, ভিড় করিতেছেন। ইহাতে আসল বা "বনেদী" কায়স্থ বৃত্তিচ্যুত বা নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। মোহের ফলে কায়স্থ-বৃত্তি ভিন্ন আর কোনও বর্ণ বা জাতির 'বৃত্তি'কে সম্মানজনক বলিয়া মনে হইতেছে না; যাজন, প্রতিগ্রহ, চাষ, বাণিজ্য, কিছুই যেন "চাকরীর" সমান সুখকর এবং সৌভাগ্যজনক বলিয়া বোধ হইতেছে না।

বিশাল দেশে এখন অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব অথবা অর্থাভাব ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল জাতিকেই একান্ত অভিভূত করিতেছে; অথচ যাহার চক্ষু আছে তিনিই দেখিতে পাইতেছেন যে, য়ুরোপীয়, আমেরিকান এবং জাপানী প্রভৃতি বিদেশী জাতি এই দেশ হইতেই কোটি কোটি ধন রত্ন উপার্জ্জন করিয়া আপনাপন দেশের অন্নাভাব এবং বস্ত্রাভাব ঘুচাইয়া অতিরিক্ত অর্থে বিলাসের স্রোত বহাইতেছেন। তবেই ইহা স্থির নিশ্চয় যে আমাদের বসুমতী "বসুহীনা" হন

নাই, আমরাই অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছি। এই অযোগ্যতা বর্জ্জনপূর্ব্বক যোগ্যতা অর্জ্জন না করিতে পারিলে, যদিই বা জাতি (Nation) হিসাবে আমরা বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলেও শূদ্ররূপে বা দাসের মত আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। অত্যুন্নতিশীল নেতৃবৃন্দ উপদেশ দিতেছেন "সব বর্ণভেদ, জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ তুলিয়া দিয়া এক "নেশন' হও তবেই সব রক্ষা হইবে"। যদি তাঁহাদের প্রযত্ন সফল হয়, তাহা হইলে আমাদের প্রকৃত "আমিত্ব"—ভারতের জাতির আত্মার স্বাতন্ত্র্য, থাকিবে কি? না, প্রাচীন মিশরীয়, এসিরীয়, ব্যাবিলোনিয়, হিট্টাইট, যবন এবং পারসীক ইত্যাদির মত "জাতির" বাহ্যাভ্যন্তর একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া, "খোল এবং নলচে দুইই বদলাইয়া"—আমরাও কিম্ভূত কিমাকার না ইংরেজ, না জাপানী, না ভারতীয় একটা অদ্ভুত জানোয়ার বা Monsterএ পরিণত হইব?

আমাদের মনে হয়, ঐরূপ একতা উন্নতির কারণ না হইয়া ধ্বংসের মূল হইবে। আমরা চাই, আর্য্য আর্য্যই থাকুন, হিন্দু হিন্দুই থাকুন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় তাঁহাদের প্রকৃত আদর্শ ধরিয়া 'নিজ নিজ জাতির উন্নতি করুন। আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে কায়স্থ আগে 'কায়স্থ বা 'আত্মস্থ' হউন, ক্ষত্রিয়াচার বাহিরে এবং ভিতরে গ্রহণ করুন। বিদ্যায় জ্ঞানে এবং কর্ম্মে বাঙ্গালার সমাজে "কায়স্থ" কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন। তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে নিজ নিজ সমাজ হইতে অধর্ম্মের অনাচারের এবং আলস্যের আবর্জ্জনা দূর করিয়া তথায় ধর্ম্মের কর্ম্মের এবং সদাচারের প্রতিষ্ঠা করুন, বালকের এবং বালিকার শিক্ষার সদ্দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে দেহে, মনে এবং কর্ম্মে আদর্শস্থানীয় করুন, গৃহে এবং সমাজে দেব দেবীর এবং নারীর পূজার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করুন, তবেই জাতির এবং সমাজের সকল অভাব দূর হইবে, মঙ্গল সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে কায়স্থ-সভার প্রতিষ্ঠা হউক সমবায়ের মৌলিক নিয়মে উহারা কায়স্থ নরনারীর ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গের উন্নতি করুক। "কায়স্থগণের দৃষ্টান্তে দেশের প্রত্যেক জাতি (Caste) নিজ নিজ আদর্শ নির্ণয় করতঃ সঙ্ঘবদ্ধ হউন, তবেই প্রত্যেক বর্ণের এবং জাতির সমবায় এবং সহযোগে প্রকৃত "হিন্দু সংগঠনে"র চেষ্টা ফলবতী হইবে। আমাদের মনে হয় "নান্যঃ পন্থাইয়নায় বিদ্যতে।"

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

মুস্কিল আসান।

(তৃতীয় ভাগ)

(২৪)

পনের দিন পরে নৃপেন্দ্রনাথ খুলনা জেলের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন তাহার সম্বর্দ্ধনার জন্য এত লোক একত্রিত হইয়াছে যাহা তিনি কখনও কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই। বঙ্গব্যবচ্ছেদের পর তখন স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই পরিচিত। নৃপেন্দ্রনাথকে দরজা পর্য্যন্ত আসিতে দেখিয়া সকলেই সমস্বরে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিয়া উঠিল। সে উদাত্ত স্বর সমস্ত খুলনা নগরীকে কম্পিত করিয়া অদূরস্থিত ভৈরব নদের পরপারেও যেন দূর হইতে দূরান্তরে বায়ুর সহিত ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। মুহুর্মুহু "বন্দে মাতরম্" ধ্বনির—বা "জয় নৃপেন্দ্র নাথের জয়"—"জয় সতী লক্ষ্মীর জয়" ধ্বনির সহিত অসংখ্য পুষ্প-মালা নৃপেন্দ্র নাথের গলদেশে পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। জেলের সম্মুখে এই গোলমাল বন্ধ করিতে আসিয়া সুপারিণটেনডেণ্ট ও সিপাহিগণ স্থির চিত্রার্পিতের ন্যায় মুগ্ধ চিত্তে সজল নেত্রে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। সে কি সুন্দর দৃশ্য! দোতলার উপর চিকের অন্তরাল হইতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পরিবারস্থ মেয়েরা প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া নৃপেন্দ্র নাথকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

নৃপেন্দ্রনাথের বৃদ্ধ পিতা পর্য্যন্তও তাঁহাকে আগাইয়া লইবার জন্য আসিয়াছিলেন। নৃপেন্দ্রনাথকে কোলে টানিয়া তিনি তাহার মস্তক চুম্বন করিলেন। ললিত বাবু তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। তখনও তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুপাত হইতেছিল। নৃপেন্দ্রনাথও আনন্দাতিশয্যে বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। এইরূপ অভিনয় করিতে করিতে ষ্টেসন্ পর্য্যন্ত গেলেন। ললিত বাবু এবার নৃপেন্দ্রনাথকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। যে ভাবেই হউক তাহাকে বাড়ীতে লইয়া যাইবেনই। তাহার স্ত্রীর চক্ষে আজ নৃপেন্দ্রনাথ স্বর্গের দেবতা। সেই দেবতার পায় ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য আজ সেই সতী একাগ্র মনে পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। ললিত-

বাবুর আগ্রহাতিশয্যে কেহই আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। বৃদ্ধ পিতাও সস্মিত বদনে সম্মতি দিলেন।

নৃপেন্দ্রনাথ এই মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, শরতের বিবাহ হইয়াছে কি? কিন্তু যখন শুনিলেন, আগামী ২২শে বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে, তখন তিনি বলিলেন—"এখনও ৩।৪ দিন বাকী, আচ্ছা এর পূর্ব্বেই আমি বাটী গিয়ে পৌছিব।"

নৃপেন্দ্রনাথ ললিতবাবুর বাড়ী পৌছিতেই তাঁহার স্ত্রী হেমনলিনী 'বাবা' বলিয়া নৃপেন্দ্রনাথের পায়ের উপর পড়িলেন। নৃপেন্দ্রনাথ বড় অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। এরূপ আদর অভ্যর্থনা, এরূপ আহারের আয়োজন বিংশ শতাব্দীর গুরুঠাকুরও শিষ্যবাটীতে গিয়া পান না।

কোন কোন স্ত্রীলোকের এরূপ গুণ দেখা যায় যাহা দ্বারা সে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকেই আপনার করিয়া লইতে পারে। স্বামী মনে করেন স্ত্রীর অর্দ্ধাঙ্গিনী নাম সার্থক, শ্বশুর শাশুড়ী মনে করেন, পুত্রবধূ সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপে তাহাদের গৃহে অবতীর্ণা হইয়াছেন। বাড়ীর ছেলে মেয়েরা কখনও এমন গৃহদেবীর সঙ্গ ছাড়া হয় না, পাড়ার যুবতী, প্রৌঢ়া বৃদ্ধারা পর্য্যন্ত তাহার সাহচর্য্য ভাল বাসে।

রাত্রে পাচিকা ব্রাহ্মণী নৃপেন্দ্রনাথকে ভাত দিয়া গেলে হেমনলিনী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে তাঁহার সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া বসিলেন, বিকালে ধর্ম্মকন্যার বাড়ীতে পদার্পণের পর হইতে সেই রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত—এই সময়টুকুর মধ্যে পিতা ও কন্যার সম্বন্ধ বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। বিশেষতঃ ধর্ম্ম সম্পর্কের বেলায় যেন আত্মীয়তা অধিকতর গাঢ় ভাবে পাকিয়া উঠে। ঔরসজাত পুত্র কন্যার উপর মায়ার প্রভাব হৃদয়ে গভীর ভাবেই অঙ্কিত হইয়া যায়, কিন্তু তবুও আহারের সময় যখন হেমনলিনী সম্মুখে আসিয়া বসিলেন তখন নৃপেন্দ্রনাথ কিছু বিস্মিত না হইয়া পারিলেন না। তাহার মনে হইতে ছিল, এ শুধু কৃতজ্ঞতার ফল। কিন্তু ইহার ত' কোন দরকারই ছিল না। তাহার বিস্ময় আর এক সোপান উপরে উঠিল, যখন আহারে ঔদাসীন্য অনুভব করিয়া—তাহার কন্যাটী রীতিমত অভিমানে অনুযোগ আরম্ভ করিলেন—

"বাঃ বাঃ, ভাজা কখানি যে সবই থেকে গেল,—বাঃ, ডা'লই বা খেলেন কই?"

"বাপ্‌রে! আলুভাজা, পটলভাজা, নারিকেল ভাজা, কাঁঠালের বিচি ভাজা, আরও দুই রকমের মাছ ভাজা—এত ভাজা, তাও পর্ব্বত প্রমাণ।"

"আচ্ছা, আচ্ছা থাক্, কিন্তু কৈ মাছ আর একটী খেতে হবে—না, না—তা হ'বে না। আর একটী মাত্র—আর ঐ রুই মাছের মুড়োটী—সন্ধ্যার আগে আপনার জন্য পুকুর হ'তে ধরা হইয়াছে—আর এ সব আজ আমি নিজেই পাক করেছি, বাঃ বাঃ এর মধ্যেই হাত উঠালেন, বুঝি রান্না ভাল হয় নি।"

"না, মা, রান্না অতি উত্তম হয়েছে।"

"তবে কি?"

"আর কত খাব?"

"বাঃ, বেশ তো,' এর মধ্যেই কত হয়ে গেল?"

"মুখে বলা সহজ মা, কিন্তু পেট্‌টাত' আমার!"

"আপনি দুটী খেলেই যদি আমার তৃপ্তি হয় তবে আপনি কেন খাবেন না?"

এবার নৃপেন্দ্রনাথ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহার বিস্ময় দূর হইয়া গেল। এইরূপ আব্দারে তিনি একটু নূতনতর আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন।

হেমনলিনী পুনরায় বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা এইগুলি সব খান। ব্রাহ্মণী তখনি একখানা থালায় থরে থরে সাজান পিষ্টক ও নানাবিধ মিষ্টান্ন, রেকাবীতে চারিপাঁচটী খোসাছাড়ান পাকা আম ও কতকগুলি কাঁটালের কোষ ও একবাটী দুধ লইয়া উপস্থিত হইলেন।

নৃপেন্দ্র নাথের চক্ষুস্থির! তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, ১টী আম ও একখানা পিষ্টক গালে দিয়াই তিনি উঠিবার উপক্রম করিলেন। হেমনলিনী আবার অনুযোগের সুরে বলিলেন 'শুনতে পাই লোকে উপরোধে ঢেঁকিও নাকি গিলে থাকে, তা' আমার অদৃষ্ট"—বলিয়াই তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষন্ন মুখে একটু সরিয়া বসিলেন, নৃপেন্দ্র নাথ হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইলেন, বলিলেন—"আচ্ছা, আচ্ছা আমি যত পারি খাচ্ছি, কিন্তু, এই গরমের দিনে কলেরা টলেরা একটা কিছু হ'লে—"

"ছিঃ, বালাই,"

"আশ্চর্য্য কি?"

(২৫)

পরদিন সকালে নৃপেন্দ্রনাথ দেখিলেন হেমনলিনী বড় এক ডেকচি ক্যানা ভাত ঢালিয়া অন্নপূর্ণারূপে প্রায় ডজন দেড়েক ছেলে মেয়েদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেছেন। পল্লীগ্রামে অনেক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে এখনও এ প্রথাটী দেখিতে পাওয়া যায়। চা বিস্কুট কিম্বা লুচি পুরির হাওয়া এখনও সেখানে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

এখনকার উচ্চ শিক্ষার দুর্জ্জয় কীট ললিত বাবুর হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করিতে পারে নাই। সুতরাং তিনি বহুপোষক ছিলেন। দুঃস্থ ও নিকট আত্মীয়ও সপরিবারে তাহার বাটীতে সুখে বাস করিত এবং তিনিও সকলকে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।

ভাত ঢালিয়া দিতেই ছেলে মেয়েরা হেমনলিনীকে ঘিরিয়া ফেলিল। সকলেই একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল। কেহ বলে আমি বৌদির হাতে খাব। কেহ বলে আমি কাকীমার হাতে খাব, অপর কেহ বা শেষোক্তের গালে এক চড় মারিয়া বলিয়া উঠিল, মামীমার হাতে আমি খাব, 'ফেলি' আমি, আমি করিয়া হেমনলিনীর অঞ্চল ধরিল, 'নরু' ছোক্‌রা ফেলির লম্বা চুল ধরিয়া একটান মারিল, সে চীৎ হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, ফেলির বড় ভাই হাঁদা' নরুর চেয়ে এক বছরের বড়, নরুর পিঠে দুম করিয়া এমন এক কিল বসাইয়া দিল যে তাহাতে সে ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি ধরিয়া দিদি মণি' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই এক হট্টগোল পড়িয়া গেল। হেমনলিনী যেমনই এক ধমক দিলেন অমনি সব স্বস্থ স্থানে গিয়া বসিল, তিনি পুনরায় আলুভাতে মাখিয়া একটু করিয়া সকলকে ভাগ করিয়া দিলেন। এবার সকলে বিনা আপত্তিতে সপাসপ্ খাইতে লাগিল! নৃপেন্দ্রনাথ দূরে বসিয়া দেখিতে ছিলেন। তাহার মনে হইতেছিল তিনি একবার ছেলেদের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণার হাতের অন্ন খাইয়া ধন্য হইবেন। এরূপ লক্ষ্মী যে গৃহে গৃহিনী সে গৃহই বর্ত্তমান যুগের পবিত্র তীর্থ। হেমনলিনীর গত রাত্রের আদর যত্ন তিনি দেখিয়া অভিভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু আজ সে বিস্ময়ের কথা মনে করিতেও তিনি মহা লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মী গৃহিণীর বুঝি ধর্ম্মই এই। ধর্ম্ম-পিতার জন্য হয়ত' সর্ব্ব বিষয়েই একটু বাড়াবাড়ি আছে। কিন্তু সেরূপ আদর যত্ন বোধ হয় একজন অপরিচিত অতিথি আসিলেও পাইয়া থাকে।

বেলা দ্বিপ্রহরে আহারাদির পরে শয়ন করিয়া চক্ষু বুজিয়া নৃপেন্দ্রনাথ নিবিষ্ট

চিত্তে ভাবিতে ছিলেন, শরতের বিবাহের কি করা যাবে। হেমনলিনী ঘরে ঢুকিয়া মাছির উপদ্রবের জন্য পাখার বাতাস করিয়া মশারি ফেলিতেই নৃপেন্দ্রনাথ চমকিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। "এরতো কোন দরকার নেই, মা, আমি বেশ শুয়ে আছি" এখানে বড় মাছির উৎপাত। একটু ঘুমতে হবে তো?"

"দিনে ঘুমান আমার অভ্যাস নেই; তুমি যাও মা খাওগে"

ঈষৎ হাস্য করিয়া হেমনলিনী উত্তর করিলেন "এখনই খাব কি?"

"তবে কখন"

"সে তো প্রায় সন্ধ্যা হবে"

"কেন?"

"সকলের খাওয়া হলে তবে তো। এখন ছেলেরা সব কে কোথায় আছে, তার ঠিক নেই। অতিথি বা কুটুম্বদের এখনও আসার সময় আছে।"

নৃপেন্দ্র নাথ মনে মনে আবৃত্তি করিলেন সকলের খাওয়া হলে তবে তো। বিংশশতাব্দীর ভদ্রতা এখনও এখানে প্রবেশ করে নি।

নৃপেন্দ্রনাথ পুনরায় বলিলেন "তা হো'ক্ আমি তো এখনি যাব"?

"কোথায়-?"

"বাড়ী"

"ইস্!" এই সামান্য 'ইস্' কথাটির মধ্যে যে কতখানি অর্থ নিহিত ছিল তাহা নৃপেন্দ্রনাথ বেশ বুঝিতে পারিলেন। হেম নলিনী বাধা দিলে বোধ হয় তাঁহার যাওয়া হয় না, সেজন্য শরতের বিবাহের কথা সমস্ত তাহাকে খুলিয়া বলিলেন।

এবারও মেয়ে যেন একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়াই বলিলেন, "তার জন্যে কিছু আটকাবে না"

নৃপেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন, হেমনলিনীর মুখের দিকে তাকাইতে পারিলেন না, কিন্তু ইচ্ছা হইতেছিল একবার চাহিয়া দেখেন মায়ের মুখখানা এখন কি ভাব ধারণ করিয়াছে।

(২৬)

সন্ধ্যা কালে ললিতবাবুদের পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটের সিঁড়ির উপর বসিয়া দুইটী যুবকের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, অন্যান্য কথার পরে নৃপেন্দ্রনাথ বলিলেন—"রামলাল বাবু অত্যন্ত পরোপকারী লোক ছিলেন, আমরা তাঁহার

নিকট বহুপরিমাণে ঋণী, তিনি আমাকে হাতে গড়িয়া মানুষ করিয়াছেন। আমরা থাকিতে তাঁহার মেয়ে অপাত্রে পড়িবে ইহা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। বাধ্য হইয়া প্রায় দুইমাস আমায় মফঃস্বলে থাকিতে হইয়াছিল। সেই জন্যই এত গোল। গ্রামে থাকিতে পারিলে আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কেহই সাহস করিত না। তবে আর সময় নাই, এই যা মুস্কিলের কথা!"

অপর যুবক শর্ব্বরীকুমার বলিলেন—"আপনার কথা আমি ললিত বাবুর নিকট সমস্ত শুনেছি, আপনি দেবতুল্য লোক—

জিব কাটিয়া শর্ব্বরীকুমারের কথায় বাধাদিয়া নৃপেন্দ্রনাথ বলিলেন "ছিঃ ছিঃ অমন কথা বল্‌বেন না, আমি—"

শর্ব্বরীকুমার পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"যাই হো'ক সে কথায় এখন আর কিছু যায় আসে না। এ সংসারে এক বৃদ্ধা পিসী ভিন্ন আপনার বল্‌তে আমার আর কেহ নাই। অবশ্য আমার কাজে তিনি বাধা প্রদান কর্‌বেন না এবং আমার দ্বারা যদি কাহারও কোন উপকার হয় ত আমি সর্ব্বদা কর্‌তে প্রস্তুত আছি। এ সম্বন্ধে ললিত বাবুর সহিত বিকালে আমার অনেক কথা হয়েছে। তবে বিয়ের আগে একবার মেয়ে দেখা—"

'সে কথা ঠিক, কিন্তু তার আর সময় কৈ? আগামী পরশ্বই বিয়ে। আজ রাত্রে আমাদের রওনা হতে হবে। তবে মেয়ে সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, যদিও সকলের পছন্দ সমান নয়, তবুও রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।"

কিছুকাল নীরব থাকিয়া শর্ব্বরীকুমার বলিলেন—"আচ্ছা আমি স্বীকৃত হলেম্। চলুন আগামী কল্যই রওনা হ'য়ে আপনার বাড়ীতেই উঠা যাবে।"

নৃপেন্দ্রনাথ হাফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন; তাহার বুক হইতে আজ একখানা পাথর নামিয়া গেল।

কিন্তু কার্য্যগতিকে পরদিনও তাহাদের যাওয়া হইল না।

ক্রমশঃ

ডাঃ শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদ।

শিক্ষায় বাঙ্গালী কায়স্থ

আজও এই বঙ্গদেশে প্রবাদ আছে—"কায়স্থ ঘরের বিড়ালটাও আধ অক্ষর লেখে।" লেখাপড়া শিক্ষায় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা কায়স্থ জাতি যে কত অগ্রগণ্য ও শ্রেষ্ঠতাসম্পন্ন ছিল, তাহা উক্ত প্রবাদ ঘোষণা করিতেছে। বঙ্গের কায়স্থগণ অধুনা সেই গৌরব বহন করিয়া আসিতেছেন কি না তদ্বিষয়ে একটু আলোচনা করা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। কেহ হয় ত বলিবেন, "এ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কায়স্থ আজও শিক্ষায় বঙ্গদেশের অলঙ্কার, তাহার প্রতিভাবান সন্তানগণের জ্যোতি বঙ্গভূমিকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। বঙ্গভূমিই বা বলি কেন, ভারত ভূমিও তাঁহাদের গৌরবে গৌরবান্বিত।" সমগ্র কায়স্থজাতির কথা না ভাবিয়া কায়স্থ-জাতির গৌরবস্তম্ভস্বরূপ দেশবিদেশে খ্যাতিপ্রতিপত্তিসম্পন্ন কতিপয় কায়স্থপুঙ্গবকে লক্ষ্যকরতঃ এরূপ কথা বলা যে না চলে, এমন নহে। আমরা প্রবন্ধাদিতে ও বক্তৃতায় অনেক সময়ই যে এই সকল প্রতিভাবান্ কায়স্থের বড়াই করিয়া গৌরব অনুভব করিয়াথাকি এবং শিক্ষায় জাতীয় শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে চাহি, তাহা অনেকেই জানেন। বাস্তবপক্ষে বর্ত্তমানে বঙ্গীয় কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য হইতে শিক্ষায় কতদূর পশ্চাৎপদ এবং জনসংখ্যার হিসাবে কায়স্থজাতির কি পরিমাণ অংশ নিরক্ষরতার কলঙ্কে নিমজ্জিত; তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে ক্ষোভে ম্রিয়মাণ ও লজ্জায় অধোবদন না হইয়া উপায় নাই। আমরা বিগত ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আদম সুমারী বা মানুষগণনার বিবরণী (সেন্সাস্ রিপোর্ট) সাহায্যে ব্রাহ্মণাদি কয়েকটী জাতির জনসংখ্যা ও শিক্ষা ও অশিক্ষার পরিমাণ সম্বলিত কয়টী তালিকা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি, আশা করি কায়স্থগণ তাহা হইতে জাতির শিক্ষার পরিমাণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

(ক) ব্রাহ্মণাদি কয়েকটি জাতির জনসংখ্যা।

জাতির নাম	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
ব্রাহ্মণ	১৩১৪৪৩০	৭১২০১৮	৬০২৪১২
কায়স্থ	১২৯৫৯০৩	৬৭৭৫৯৪	৬১৮৩০৯
বৈদ্য	১০২৮০৭	৫২৩৫০	৫০৪৫৭
সুবর্ণবণিক	১১৬৩৫	৫৯৯৭১	৫৬৩৫৪
বারুজীবী (বারুই)	১৮৫৫২৬	৯৬৩৪৮	৮৯১৭৮

(খ) ব্রাহ্মণাদি কয়টি জাতির লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা।

জাতির নাম	মোট জন-সংখ্যা	লেখাপড়া জানার সংখ্যা	লেখাপড়া জানা পুরুষ	লেখাপড়া জানা স্ত্রী
ব্রাহ্মণ	১৩:৪৪৩০	৫৬৭২১৭	৪৬৫৬৫২	১০১৫৬৫
			৭১২০১৮	৬০২৪১২
কায়স্থ	১২৯৫৯০৩	৪৭৩৮৬৪	৩৭৮৯০০	৯৪৯৬৪
			৬৭৭৫৯৪	৬১৮৩০৯
বৈদ্য	১০২৮০৭	৫৯১৭২	৩৭৩৭৮	২১৭৯৪
			৫২৩৫০	৫০৪৫৭
সুবর্ণ বণিক	১১৬৩২৫	৩৯৪০২	৩৩১০৬	৬২৯৬
			৫৯৯৭১	৫৬৩৫৪
বারুজীবী (বারুই)	১৮৫৫২৬	৩৭৬৪৯	৩৪২৫৯	৩৩৯০
			৯৬৩৪৮	৮৯১৭৮

(গ) ব্রাহ্মণাদি কয়টী জাতির ইংরাজী জানার সংখ্যা

জাতির নাম	মোট ইংরাজী জানার সংখ্যা	ইংরাজী জানা পুরুষ	ইংরাজী জানা স্ত্রী
ব্রাহ্মণ	১৮৪৪৫২	১৭৮২৫৪	৬১৯৮
	১৩১৪৪৩০	৭১২০১৮	৬০২৪১২
কায়স্থ	১৬২৮৮১	১৫৪৮৫৮	৮০২৩
	১২৯৫৯০৩	৬৭৭৫৯৪	৬১৮৩০৯
বৈদ্য	৪৯৭৭৮	৩৬৪৩৮	১৩৩৩০
	১০২৮০৭	৫২৩৫০	৫০৪১৭
সুবর্ণবণিক	১২১৮২	১১৭১৪	৪৬৮
	১১৬৩২৫	৫৯৯৭১	৫৬৩৫৪
বারুজীবী	৭০১৬	৬৮৯৯	১১৭
	১৮৫৫২৬	৯৬৩৪৮	৮৯১৭৮

(ঘ) ব্রাহ্মণাদি কয়টী জাতির নিরক্ষরের সংখ্যা।

জাতির নাম	নিরক্ষরের মোট সংখ্যা	নিরক্ষর পুরুষ	নিরক্ষর স্ত্রী
ব্রাহ্মণ	৭৪৭২১৩	২৪৬৩৩৬	৫০০৮৪৭
	১৩২৪৪৩০	৭১২০১৮	৬০২৪১২
কায়স্থ	৮২২০৩৯	২৯৮১৯৪	৫২৩৩৪৫
	১২৯৫৯০৩	৬৭৭৫৯৪	৬১৮৩০৯
বৈদ্য	৪৩৬৩৫	১৪৯৭২	২৮৬৬৩
	১০২৮০৭	৫২৩৫০	৫০৪৫৭
সুবর্ণ বণিক	৭৬৯২৩	২৬৮৬৫	৫০০৫৮
	১১৬৩২৫	৫৯৯৭১	৫৬৩৫৪
বারুজীবী	১৪৭৮৭৭	৬২০৮৯	৮৫৭৮৮
	১৮৫৫২৬	৯৬৩৪৮	৮৯১৭৮

(ঙ) ব্রাহ্মণাদি কয়টী জাতির প্রতিহাজারে লেখা পড়া জানার সংখ্যা।

জাতির নাম	প্রতি হাজারে লেখা পড়া জানা কত	প্রতি হাজারে লেখাপড়া জানা পুরুষ	প্রতি হাজারে লেখাপড়া জানা স্ত্রী
ব্রাহ্মণ	৪৩১·৫	৬৫৩·৯	১৬৮·৫
কায়স্থ	৩৬৫·৬	৫৫৯·৪	১৫৩.৫
বৈদ্য	৫৭২·৫	৭১৪	৪৩১·৯
সুবর্ণ বণিক	৩৩৮·৮	৫১২·	১১১·৭
বারুজীবী	২০২·৮	৩৫৫·	৩৫·

(ছ) ব্রাহ্মণাদি কয়টী জাতির প্রতি হাজারে ইংরাজী জানার সংখ্যা

জাতি—প্রতি হাজারে ইংরাজী জানার সংখ্যা	প্রতি হাজারে ইংরাজী জানা। পুরুষ	স্ত্রী
ব্রাহ্মণ ১৪০·৩	২৫০·৩	৬১
কায়স্থ ১২৫·৬	২২৮·৪	১২৯·৭
বৈদ্য ৪৮৪·১	৬৯৬	২৬৪·৩
সুবর্ণ বণিক ১০৪·৭	১৯৫·৩	৮·৩
বারুজীবী ৩৭·	৭১·৬	১·৩

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

"শিক্ষায় বাঙ্গালী কায়স্থ"

প্রবন্ধলেখক ঘোষবর্ম্ম মহাশয় গত ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজোৎসব উপলক্ষে কায়স্থ-প্রীতিসম্মিলনে এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য এই যে আদমসুমারিতে কায়স্থ জাতির সংখ্যা যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা নির্ভরযোগ্য নহে। কায়স্থেতর নানা জাতীয় লোক লোকগণনাকালে "কায়স্থ" জাতিনাম লিখাইয়া থাকে। ১৯০১ সনের লোকগণনার সংখ্যার সহিত ১৯২১ সনের সংখ্যার তুলনা করিলে তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

	ব্রাহ্মণ	কায়স্থ	বৈদ্য
১৯০১	১১,৬৯,৫৪৭	৯,৮২,০২৬	৮৪,৬২০
১৯২১	১৩,১৪,৪৩০	১২,৯২,৯০৩	১,০২,৮০৭

এই ২০ বৎসর মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা বৃদ্ধি ১,৪৪,৮৮৩
কায়স্থের ,, ৩,১৩,৮৭৭
বৈদ্যের ,, ১৮,১৮৭

এই ২০ বৎসর মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা মাত্র ১ লক্ষ ৪৫ হাজার আর কায়স্থের সংখ্যা ৩ লক্ষ ১৪ হাজার বাড়িয়াছে ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। ব্রাহ্মণেরও স্বাভাবিক বৃদ্ধি এক লক্ষের উপরে হয় নাই, অবশিষ্ট বিহার উত্তর-পশ্চিম ও উৎকল হইতে আগত ব্রাহ্মণ। কায়স্থ ঐ সকল দেশ হইতে বাঙ্গালায় অতি অল্পই আসিয়া থাকে। সুতরাং উক্ত ৩ লক্ষ ১৪ হাজার মধ্যে ২ লক্ষ ২৫ হাজার যে অন্য জাতীয় (অধিকাংশ নিরক্ষর) লোক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ১৯২১ সালের আদমসুমারী হইতে কায়স্থজাতির শিক্ষিত নরনারীর সংখ্যানুপাত যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহাও ঠিক নহে। এ বিষয়েও ১৯০১ সালের সহিত তুলনা করুন। প্রতি হাজারে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা—

	ব্রাহ্মণ	কায়স্থ	বৈদ্য
১৯০১ সালে	২৩৮	৩১১	৪৫৬
১৯২১ সালে	৪৩২	৩৬৫	৫৭৫

১৯০১ সালে কায়স্থের মধ্যে লেখাপড়া জানা (Literate) লোকসংখ্যা ব্রাহ্মণ হইতে অনেক বেশী ছিল, ১৯২১ সালে অনুপাতে অনেক কমিয়া

গিয়াছে, এরূপ মনে করিবার হেতু দেখিতেছি না। ১৯০১ সালের সংখ্যাও প্রকৃত সংখ্যা নহে। তখন যদিও লোক গণনা কালে কিঞ্চিৎ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল, তথাপি বহু আকায়স্থ নানা উপায়ে কায়স্থজাতি নাম লিখিয়াছে। আমার দৃঢ় ধারণা বর্ত্তমানে কায়স্থের প্রতি হাজারে লিটারেট্ সংখ্যা ৫০০ শতের কম হইবে না। বৈদ্যজাতি যে কায়স্থ ব্রাহ্মণ উভয় জাতি হইতে শিক্ষায় অগ্রবর্ত্তী তাহা নিঃসন্দেহ। আমি ইহাও অনুভব করিতেছি যে গত ২০ বৎসরে ব্রাহ্মণেরা শিক্ষায় যতটা অগ্রসর হইয়াছেন কায়স্থেরা ঠিক সেই অনুপাতে অগ্রসর হন নাই। সুতরাং প্রবন্ধ লেখকের উদ্দেশ্য সমর্থন করি। কায়স্থজাতিকে এ বিষয়ে সতর্ক করা সমীচীন হইয়াছে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার।

মানুষ হও।

(১)

মানুষ হওরে, মানুষ হও।
মনের তেজে,
বিশ্ব মাঝে—
মানুষ-গৌরব কেড়ে লও॥

(২)

কেবল মানুষ-আকার ধরি,
পশু-ভাব-অন্তর ভরি,
নাই রে লাভ বেঁচে ভবে—
বৃথা জীবন সেই॥
মানুষ যদি,—মানুষ সত্য—
আত্মার তেজ, গৌরব নিত্য
অর্জ্জন কর—হও রে তুমি
পার পন্থার সেই॥

(৩)

দেহের দৈন্য অভাবরাশি
পদভরে দলি, নাশি—

মনের বলে উঠ জাগি—
হও রে কর্ম্মবীর ;
ধর্ম্মপূত কর্ম্ম সাধি,
বিশ্বের শক্তি লও রে বাঁধি ;
ভক্তিভরে গিরি সিন্ধু—
নত করবে শির ॥

(৪)

কাট মাটি, তুল জল,
হস্তগত কর ফল,
থেকোনারে দীন নেত্রে—
পরের পানে চেয়ে ;
বাঁচতে হ'লে, আপন বলে,
বাঁচ এই ভূমণ্ডলে,
তাও ভাল যদি মর
কর্ম্ম করতে যেয়ে।

(৫)

পরের পায়ে প'ড়ে থেকে
ঘৃত সনে অন্ন মেখে—
তা হ'তেও নুণ অন্ন
শ্রেয়ঃ নিশ্চয়ে ;
আছে ভূমি, আছে নীর,
সহজ শস্য অবনীর ;—
লও রে টানি খাদ্য পেয়
আপন বলক্রমে ॥
ত্যজ দ্বেষ, অহঙ্কার,
কাম লোভ ঘৃণ্যাচার ;
দূর বলে পশুত্বকে
মান হে ফুট ;

ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডী ছাড়ি,
মানব-হিতে ধর পাড়ি ;
মহাদর্পে, উচ্চ লক্ষ্যে—
আবেগ ভরে ছুট।
বিভুর পানে দৃষ্টি রেখে ;
জীব-প্রেমে চিত্ত মেখে,
দৃঢ় প্রাণে, বীরব্রতে
জীবন কর পাত ;
মানুষ হ'য়ে—বাঁচ, মর—
মনুষ্যত্ব সার কর,
পাবে সুখ, পাবে শান্তি—
পাবে আশীর্ব্বাদ !
ঘুচ যাবে ইহ পরে—
জন্ম-মৃত্যু-বাদ ॥

শ্রীমন্মথকুমার রায় কাব্যভূষণ বি এল্, বি-সি-এস্।

নীলার গান।

রংপুর জেলায়, এই "নীলার বারমাসী গান," এক সময় গীত হইত। এই গানটীর ভাষা ও অর্থ অনেক স্থানে বুঝিতে পারি না। এই গানটী আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺কালীদাস সিংহ সংগ্রহ করিয়াছিল।

অগ্রহায়ণ।

এইত অগ্রহায়ণ মাসে ক্ষেতে পাকা ধান।
কেহ কাটে কেহ মাড়ে কেহ করে নবান ॥
চরু করুক নবান দিয়া গাবির দুদ।
ঘরে নাই অভাগীর পতি নবানের কিবা সুখ ॥
এই মাস ভাঁড়ানু নীলা না পূরিল আশ।
হাসিতে খেলিতে আইল সম্মুখে পৌষ মাস ॥

পৌষ।

এইত পৌষ মাসে পুষ্পে অন্ধকার।
মৎস্য মাংস না খাইবে শকুন শৃগাল॥
না খাইলে মাংস হাড়ে পাবে মাটী।
তবু না হৈব আমি পরপুরুষের দাসী॥
এই মাস ভাঁড়ানু নীলা না পুরিল আশ।
হাসিতে খেলিতে আইল সম্মুখে মাঘ মাস॥

মাঘ।

এইত মাঘ মাসে গরলে ছাড়ে শীত।
তুলার ওঁড়ন, তুলার পাড়ন, তুলার শিয়োরের বালিস।
এইত মাস ভাঁড়ানু নীলা না পুরিল আশ।
হাসিতে খেলিতে আইল সম্মুখে ফাল্গুন মাস॥

ফাল্গুন।

এইত ফাল্গুন মাসে বসন্তে বহে বায়ু।
শুখাইল আমার অষ্ট তালুয়া নীলা করিল রায়ু॥
মাছুয়া ভাই মারে মাছ বান্দিয়া চারি আইল।
শিষ্য যদি কুভাজন হয় গুরুয়ে খায় গাইল॥
কেমনে তোমার গুরু হাতে দিছে খড়ি।
নাগাইল পাইলে তাঁহার মুখে মারি ঝাঁটার বাড়ী॥
শুন শুন ওহে কন্যা শুন সহচরি।
তোমাতে আমাতে কথা গুরু কেন তুলি॥
এই মাস ভাঁড়ানু নীলা না পুরিল আশ।
হাসিতে খেলিতে আইল সম্মুখে চৈত্র মাস।

চৈত্র।

এইত চৈত্র মাসে চৈতালী পরব।
ঘরে আছে যার সাধু তার বড় গৌরব॥
এই মাস ভাঁড়ানু নীলা না পুরিল আশ।
হাসিতে খেলিতে আইল সম্মুখে বৈশাখ মাস।

বৈশাখ।

এইত বৈশাখ মাসে গৃহস্ত ভাঙ্গে পুড়া।
নীলার যৌবন দেখি এ জালী কুমড়া॥
গুয়া লয়া পান লয়া আচলে বান্ধিব।
পুরুষের ধন আমি যত্নেতে রাখিব॥
পরের মালিক সাধু দেখিলে হবে কি।
তোমার ঘরে আছে অমূল্য ধন পরে লুটে কি॥
এই মাস ভাঁড়ানু নীলা না পুরিল আশ।
হাসিতে খেলিতে আইল সম্মুখে জ্যৈষ্ঠ মাস॥

জ্যৈষ্ঠ।

এইত জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছে পাকা আম।
ঘরে আছে যার মিনসে তার বড় আরাম॥
এই মাস ভাঁড়ানু নীলা না পুরিল আশ।
হাসিতে খেলিতে আইল সম্মুখে আষাঢ় মাস॥

আষাঢ়।

এইত আষাঢ় মাসে গাংগে ভরা পানি।
মোর সাধু পড়ে মলো ওজানী ভাটানি॥
এদিন মরিবে মোর প্রাণের নিজ পতি।
আওলায়ে মাথার কেশ ছিড়িব গজমতি॥
রাম লক্ষণ দুই ঘুট অঙ্গ ভেঙ্গে হবে চুর।
দিনে দিনে মলিন হবে সিঁতের সিন্দুর॥
এই মাস ভাঁড়ানু নীলা না পুরিল আশ।
হাসিতে খেলিতে আইল সম্মুখে শ্রাবণ মাস॥

শ্রাবণ।

এইত শ্রাবণ মাসে আতস পাকা ধান।
কোঁড়া পক্ষীর ডাকে আমার শরীর কম্পমান।
এই মাস ভাড়ানু নীলা না পুরিল আশ।
হাসিতে খেলিতে আইল সম্মুখে ভাদ্র মাস॥

ভাদ্র।

এইত ভাদ্র মাসে গাছে পাকা তাল।
নারী হয়ে এরূপ যৌবন রাখিব কত কাল॥
এত ভারী যৌবন কত দিন রাখি।
রাখিতে না পারি যৌবন বিষ খাইয়ে মরি॥
এই মাস ভাঁড়ানু নীলা না পূরিল আশ।
হাসিতে খেলিতে আইল সম্মুখে আশ্বিন মাস॥

আশ্বিন মাস।

এই যে আশ্বিন মাসে দুর্গার অষ্টমী।
ফুলে ফলে পূজ্যা দেয় বিধবা রমণী।
করুক করুক পূজা মাগে নিব বর।
মোর বর বিদেশে গেছে ফিরে আসুক ঘর॥
এই মাস ভাঁড়ানু নীলা না পূরিল আশ।
হাসিতে খেলিতে আইল সমুখে কার্ত্তিক মাস।

কার্ত্তিক।

এইত কার্ত্তিক মাসে বরষার হল শেষ।
বাণিজ্য করিয়া সাধু ফিরে আইল দেশ।

শ্রীবটুকৃষ্ণ সিংহ রায় বি, চৌধুরী।

পণ্ডিতবিদায় প্রথা।

হিন্দু সমাজে সংস্কৃতজ্ঞ শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতবর্গের বিদায় দান প্রথা বহুদিন হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহার উদ্দেশ্য অতি উচ্চতাদ্যোতক। নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে যাহাতে এক শ্রেণীর লোক সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা ও শাস্ত্রানুশীলন করিয়া সমাজের সমুন্নতির সহায়তা করিতে পারেন, ইহাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। এই শুভ উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হয় নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আজও ব্রাহ্মণ জাতির কিয়দংশ শাস্ত্রানুশীলনে লিপ্ত থাকিয়া দর্শন ও স্মৃতির পাণ্ডিত্যে জাতির মুখ সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ঐ বিদায় দান প্রথারই প্রত্যক্ষ

ফল বলিতে হইবে। বৃহৎ ক্রিয়া কলাপে এক্ষণও হিন্দু গৃহস্থ পণ্ডিত বিদায় অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। এখনও সম্পন্ন ব্যক্তি পণ্ডিত বর্গকে বার্ষিক বৃত্তিদানে অসঙ্কুচিত হস্ত। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল স্রোতেও টোলের শিক্ষা আজও ভাসিয়া যায় নাই, আজও যে হিন্দু সমাজও হিন্দু ধর্ম্ম আছে, তাহার মেরুদণ্ড ঐ বিদায়পুষ্ট ব্রাহ্মণপণ্ডিতগোষ্ঠী। সুতরাং পণ্ডিত বিদায় প্রথা লুপ্ত না হইয়া ক্রমবর্দ্ধমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতকাল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই শাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিত বিদায় গ্রহণ করিতেন। অন্য জাতীয় কেহই বিদায় গ্রহণেচ্ছুক ছিলেন না। ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সংখ্যাও বিরল ছিল। কাজে কাজেই "পণ্ডিত বিদায় গ্রাহী' শুধু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাই ছিলেন। আজ আর সে দিন নাই। সুখের বিষয় কায়স্থজাতির মধ্যে ও বহু পণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। সকল পণ্ডিতের অবস্থাই যে স্বচ্ছল তাহা নহে বরং অনেকের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। এ অবস্থায় কায়স্থ জাতির মধ্যে সংস্কৃত চর্চ্চা ও শাস্ত্রানুশীলন সঞ্জীবিত করিতে হইলে, তাহাদিগকে সাহায্য করা অত্যাবশ্যক। সম্প্রতি সম্পন্ন কায়স্থ গৃহস্থেরা বৃহৎ ক্রিয়া কলাপে যদি ইহাদিগকেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ন্যায় যোগ্যতানুসারে বিদায় দান করেন, তবে কায়স্থ-পণ্ডিত সৃষ্টির বাধা অপসারিত হইবে। সংস্কৃত চর্চ্চার ফলে কায়স্থ, আর্য্যজাতির জ্ঞানের ভাণ্ডারী হইয়া জাতির মুখ দেদীপ্যমান করিয়া তুলিতে পারিবে। অধুনা কায়স্থ যে জাতীয় অবনতিগ্রস্ত, সংস্কৃতালোচনার সুযোগ্য ভাবই তাহার অন্যতম কারণ।

বাতাস ফিরিয়াছে—সুবাতাস বহিতেছে। কায়স্থ জাতির মধ্যে কেহ কেহ এ বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন; তাহা জানি, কিন্তু কাহাকেও অগ্রসর দেখিতে ছিলাম না। আনন্দের বিষয়, কিছু দিন গত হইল, কায়স্থ-হিতৈষী নীরব কর্ম্মী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহোদয় পুত্রের শুভ বিবাহোপলক্ষে কায়স্থ পণ্ডিত বিদায় প্রথার সৃষ্টি করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। স্বজাতীয় পণ্ডিত রক্ষার উপায় সুস্পষ্টরূপে জাতির সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রথা সমাজে প্রসারিত হইলে কায়স্থজাতি প্রকৃত কল্যাণ লাভের অধিকারী হইবে। শাস্ত্র চর্চ্চার দ্বারা পরিবার প্রতিপালনে সক্ষম হইবার সম্ভাবনা দেখিলে অচিরকাল মধ্যেই কায়স্থ জাতিতে বহু পণ্ডিতের সৃষ্টি হইবে। আমরা ভাগ্যবান ব্যক্তিমাত্রকেই উন্নতচেতা ভূপেন্দ্রনাথের নব দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রদ্ধাস্পদ বসু বর্ম্মা মহোদয়ের কায়স্থ পণ্ডিত বিদায় প্রথা প্রশংসনীয় হইলেও একটু অসতর্কতার দোষারোপ না করিয়া আমরা নিরস্ত হইতে পারিলাম না।

এইরূপ একটী নব-আদর্শ প্রদর্শন করিতে হইলে যেরূপ ধীরতা অনুসন্ধান প্রিয়তা নির্ব্বাচন ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন, তাহার অভাব দৃষ্ট হইতেছে।

প্রকৃত পণ্ডিতের সহিত নকল পণ্ডিতের সম্মানও বিদায় প্রাপ্তি উদ্দেশ্যের ব্যর্থতাজনক ও হাস্যকর সন্দেহ নাই। বিদায় গৃহীতা পণ্ডিত গণের তালিকা পাঠ করিলে স্বয়ংসিদ্ধ কয়জন পণ্ডিতের নামও যে দৃষ্ট হয়, তাহা গোপন করা কর্ত্তব্য মনে করি না। বিদায় গৃহীতা পণ্ডিতগণের মধ্যে কে কোন্ শাস্ত্রে কোথা হইতে উপাধিলাভ করিয়াছেন, তাহা জানিয়া পাণ্ডিত্যের তারতম্যানুসারে প্রকৃত উপাধিধারী পণ্ডিতগণকে বিদায় দান করিলেই প্রবর্ত্তিত প্রথাটী নির্দ্দোষ হইত। যাকে তাকে পণ্ডিতের সম্মানও বিদায় দান করিলে প্রকৃত পণ্ডিত শ্রেণী উদ্ভবের অন্তরায় জন্মে। ম্যাট্রিকুলেসন পাশ করিয়া ডেপুটি হইতে পারিলে কেহই এম, এ পড়িবে না। গোলে হরিবোল প্রথাটী সমাজের ইষ্ট সাধক নহে।

দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, যে নমঃ শূদ্রেরা যেমন কায়স্থ ব্রাহ্মণের উপাধি অবাধে গ্রহণ করিতেছেন; কায়স্থ জাতির মধ্যেও তেমনই একশ্রেণীর লোক উপাধির লোভে জ্ঞান হারা হইয়া যা'তা একটা স্বকল্পিত বা স্বজন-গণ কল্পিত উপাধি নামের পিছনে সংযুক্ত করিয়া গৌরবানুভব করিতেছেন। এই শ্রেণীর লোকদের আত্মমর্য্যাদা বোধ অত্যল্প ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাদিগকে এতদিন প্রশ্রয় দিয়েও আর দেওয়া কর্ত্তব্য হইবেনা। পণ্ডিত বিদায় প্রথার সৃষ্টি করিতে হইলে এই শ্রেণীর লোকের উপাধি গ্রহণে বাধা উৎপাদন করিতে হইবে। নচেৎ পণ্ডিত শ্রেণীর সম্মান অব্যাহত থাকিবে না এবং বিদায়দান প্রথাটীও আসল নকলের মিশামিশীর ফলে সমাজের অশ্রদ্ধায় লুপ্ত হইবে; বিস্তার লাভ করিতে পারিবে না।

কায়স্থ সভায় নিকট নিবেদন, তাঁহারা বিজ্ঞাপন দিয়া কায়স্থ পণ্ডিতগণের তালিকা সংগ্রহ করুন। কে কোন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করতঃ কোথা হইতে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারা বিস্তারিত ভাবে সভায় অনুগ্রহ করিয়া লিখুন। তৎপর সভার মুখপত্রিকায় তাহা মুদ্রিত হউক. ঐ তালিকা দৃষ্টে কায়স্থ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিতে কায়স্থব্রতগণের সুবিধা হইবে। নকল আসলের ভ্রম জন্মাইতে পারিবে না। তাহা হইলেই নবসৃষ্ট প্রথাটী সমাজের শুভকর হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

জলসীনস্থ আত্মোদ্ধার সেবাশ্রমের ১৯২৫ সালের বাৎসরিক কার্য্য বিবরণী

(Annual Reports)

(১) জলসীন নিবাসী ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন ধর মহাশয় তাঁহার পরম পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীমৎ আত্মোদ্ধার স্বামীর প্রাতঃস্মরণীয় নাম অনুসারে ১৯২০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালা ১৩২৬ সনের ২১শে মাঘ বুধবার দিবসে জলসীন গ্রামে "আত্মোদ্ধার সেবাশ্রম" প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

সর্ব্বজীবে ভগবান্ বিদ্যমান এই জ্ঞানে নররূপী নারায়ণগণকে সাধ্যমত সেবা করাই এই সেবাশ্রমের উদ্দেশ্য।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় ও জনৈক রক্ষক সহ সেবাশ্রমের কার্য্য আরম্ভ হয়।

জলসীন গ্রামে ১৯১৭ সালে স্থাপিত হরিসভা সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা হইবার সময় হইতে সেবাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

১৯২৩ সালের ২রা জানুয়ারী হইতে সেবাশ্রমে একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে বালক বালিকাগণ হইতে বেতন গ্রহণ করা হয় না।

১৯২৩ সাল হইতে উক্ত বিদ্যালয় উচ্চ প্রাইমেরী স্কুলে পরিণত করা হইয়াছে এবং ১৯২৪ সালে অবৈতনিক এম, ই স্কুলে উন্নীত হইয়াছে এবং স্কুলের উন্নতি কল্পে একজন সংস্কৃত অনার্স সহ বি, এ পাশ হেডমাষ্টার নিযুক্ত করা হইয়াছে।

১৯২৪ সাল হইতে সেবাশ্রম স্কুলে "সূত্রধরের কার্য্য" শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কয়েকজন ছাত্র সূত্রধরের কার্য্য যেরূপ শিক্ষা করিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে ইহা দ্বারাই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের সুন্দর উপায় হইতে পারিবে।

শ্রীমৎ পরমহংস আত্মোদ্ধার স্বামীর অন্যতম শিষ্য শ্রীল শ্রীযুক্ত ধোলপুর মহারাজের সহকারী প্রাইভেট্ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত গৌরকিশোর গোস্বামী মহাশয় তাঁহার

অসাধারণ গুরুভক্তির ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়া সেবাশ্রমে এককালীন ৫০০৲ পাঁচশত টাকা এবং পরে আরও পঁচিশ টাকা দান করিয়াছেন। সেই টাকা দ্বারা সেবাশ্রমে গৌরকিশোর বয়ন "বিদ্যালয়" (Weaving school) খোলা হইয়াছিল। উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ হইতে বেতন গ্রহণ করা হইত না। বর্ত্তমানে ছাত্র অভাবে বয়ন বিদ্যালয়ের কার্য্য স্থগিত আছে। উপরি উক্ত ৫২৫৲ পাঁচশত পচিশ টাকা ব্যতীত উক্ত উদারচেতা মহানুভব গোস্বামী মহাশয় সেবাশ্রমে আরও ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন তাহা দ্বারা সেবাশ্রমের উচ্চ প্রাইমারী স্কুলটী এম, ই স্কুলে পরিণত করা কালীন প্রাথমিক প্রয়োজনীয় পুস্তক ও সরঞ্জামী জিনিষাদি ক্রয় করা হইয়াছে। তদীয় মহানুভবতার ও তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ সেবাশ্রম সূত্রধর বিদ্যালয়ের নাম "গৌরকিশোর" সূত্রধর বিদ্যালয় স্থিরীকৃত হইয়াছে।

সেবাশ্রম স্কুলে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যহই স্কুল বসিবার পূর্ব্বে সমস্ত শিক্ষক ও ছাত্রগণ স্কুলের একটী কক্ষে সমবেত হইয়া সমস্বরে ভগবানের উদ্দেশ্যে একটী স্তোত্র পাঠ করেন এবং ছুটির পূর্ব্বে হরিনাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

Technical Education বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। বালকগণ সূত্রধরের কার্য্য করে এবং চরকায় সূতা কাটে। চরকার সূতা হইতে জোলা ও তন্তুবায় সাহায্যে সুন্দর বস্ত্র বয়ন হইয়া থাকে।

কতিপয় বালক মাসিক ১৲ এক টাকা করিয়া সৌদামিনী দেবী বৃত্তি পাইয়াছে। এই বৃত্তি শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র মোহন ধর মহাশয় তাঁহার পরমারাধ্যা স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণী সৌদামিনী দেবীর স্মৃতি রক্ষার্থ দান করিয়াছেন।

১। সেবাশ্রমের কার্য্য পরিচালন জন্য ১৯২৩ সাল হইতে বিধিমত নিয়মাবলী গঠিত হইয়াছে। উক্ত নিয়মাবলীর মধ্যে কয়েকটী নিয়ম ও কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির কতিপয় মন্তব্য সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।-

(ক) আত্মোদ্ধার সেবাশ্রমে সমাগত সর্ব্বপ্রকার রোগীদিগকে পেটেন্ট ঔষধ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি ঔষধ যতদূর সম্ভব বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে।

(খ) জলসীনবাসিগণ চিকিৎসক পাইতে হইলে সেবাশ্রমে নাম মাত্র অর্থ সাহায্য করিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছে। যাঁহারা উক্ত নাম মাত্র অর্থ দিতে অসমর্থ সেক্রেটারী মহাশয় তাঁহাদের বিষয় বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে উক্ত

ফিস হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন। উক্ত ফিসের টাকা সেবাশ্রম তহবিলে জমা হইবে।

(গ) ডাক্তারখানার কার্য্য প্রাতঃকাল ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

(ঘ) কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি সেবাশ্রমের কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন এবং আবশ্যক মতে ছুটী মঞ্জুর করিবেন এবং মাসে অন্ততঃ একদিন সেবাশ্রমের হিসাব পরিদর্শন করিবেন।

(ঙ) সেবাশ্রম হইতে চিকিৎসার, শুশ্রূষার, শিক্ষার ও অন্যান্য রূপে সেবার যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(১) সেবাশ্রমে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা—

	বাৎসরিক রোগীর সংখ্যা	গড়ে দৈনিক রোগীর সংখ্যা
১৯২০ সাল (৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে)	৪১১৪	১৫·৪
১৯২১ সাল	৩৭৩৪	১০·২
১৯২২ সাল	৩৬৮৩	১০·১
১৯২৩ সাল	৪৩২৫	১১৮
১৯২৪ সাল	৫৯৪৫	১৬·৩
১৯২৫ সাল	৮১১০	২২·২১

কালাজ্বরের রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯২৫ সালে মোট ৯৫ জন রোগী ৮৯৮ বার হাসপাতালে আসিয়া ইন্‌জেকসন নিয়াছে। ইন্‌জেকসনের জন্য কাহারো নিকট হইতে কিছু নেওয়া হয় না। বর্ত্তমানে প্রায় ৩০ জন রোগী চিকিৎসাধীনে আছে।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র পাল বি, এস, সি, এম, বি মহাশয় সেবাশ্রম ডাক্তারখানার Medical Officer নিযুক্ত হওয়াতে জলসীন ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসিগণ এবং সুদূরের রোগিগণ এই ডাক্তারখানায় চিকিৎসিত হইবার সুযোগ পাইয়া বিশেষ উপকৃত হইতেছেন। অধিকন্তু জলসীন হইতে ঢাকা এই কুড়ি মাইলের মধ্যে এবং উত্তরে ইহা অপেক্ষা অধিকতর দূরবর্ত্তী স্থানে এরূপ উপযুক্ত চিকিৎসালয় নাই। সমীপবর্ত্তী ও বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে কালাজ্বরের ও অন্যান্য কঠিন

পীড়াগ্রস্ত রোগী সেবাশ্রমে আসিয়া চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

সেবাইত মহোদয়ের শ্রদ্ধাস্পদ শ্বশুর স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাহার গোপালপুর চা বাগানের আড়াই হাজার টাকার অংশ সেবাশ্রমে দান করিয়াছেন, সেই হেতু তাঁহার নাম অনুসারে এলোপ্যাথিক বিভাগের নাম "গোপালচন্দ্র এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয়" হইয়াছে এবং স্বর্গীয়া সৌদামিনী দেবী মহাশয়ার নাম অনুসারে হোমিওপ্যাথিক বিভাগের নাম সৌদামনী দেবী "হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়" হইয়াছে, তাঁহার পরমারাধ্যা স্বামী শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধর মহাশয় তাঁহার সাধ্বী পত্নীর উক্তরূপ স্মৃতি রক্ষার্থে সেবাশ্রমে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

১৯২৫ সনের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে গৃহপ্রবেশ উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া ডাক্তারখানা নূতন দালানে আসিয়াছে।

ডাক্তারখানার দালান দোতালা হইতেছে, আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যেই উক্ত দোতালা ব্যবহারোপযোগী হইবে। উহাতে সেবাশ্রম এম, ই স্কুল উঠিয়া যাইবে। উক্ত স্কুলের নাম সেবাইত মহোদয়ের মাতৃদেবী শ্রীযুক্তা এলোকেশী দেবীর নাম অনুসারে "এলোকেশী মধ্য ইংরাজী স্কুল" হইবার উদ্দেশ্যে সেবাইত শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধর মহাশয় ২০০০৲ টাকা দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ডাক্তারখানা ও স্কুলের দালানের খরচ

১৯২০ সনে——————৫০০৲
১৯২৪ সনে——————২৪২৯৸৶৬
১৯২৫ সনে——————৪৬১৭৷৷৶০
সরঞ্জামের বাকী হিসাব আনুমানিক ২৩০০৲
দালানের সমস্ত কার্য্য শেষ হইতে
আনুমানিক——————৩০০০৲
১২৯১৭৷৷৶৬

সেবাশ্রমের হরিসভায় নিম্নলিখিতরূপ কার্য্য হইতেছে।

রবিবার দিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে প্রথমতঃ পাঠ তৎপর কীর্ত্তন, তৎপর

একবিংশতি হরিনাম এবং পরিশেষে হরির লুট হইয়া সভার কার্য্য শেষ হয়।

(৬) সেবাশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা।

বৎসরের শেষে রেজিষ্টারীতে ছাত্র সংখ্যা

	বালক	বালিকা
১৯২১ সাল	২৫	×
১৯২২ সাল	২০	৩
১৯২৩ সাল	২১	৫
১৯২৪ সাল	২৩	৪
১৯২৫ সাল	৬৩	৫

সেবাশ্রমের আয়ের পথ ঃ—

"(ক) সেবাশ্রম স্থাপক শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধর মহাশয় গোপালপুর চা বাগানস্থ তাহার পাঁচ হাজার টাকার অংশ এবং তাঁহার শ্বশুর শ্রদ্ধাস্পদ ৺গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উক্ত বাগানস্থ তাঁহার ২৫০০৲ দুই হাজার পাঁচশত টাকার অংশ সেবাশ্রমে দান করিয়াছেন।

উক্ত ৭৫০০৲ টাকার অংশে লাভ বাবদ—

১৯২২ সনে	...	...	১৮০০৲
১৯২৩ সালে	...	...	৭৫০০৲
১৯২৪ সালে	...	...	৭৫০০৲
১৯২৫ সালে	...	...	৯৩০০৲

টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং ১৯২৬ সালে ৭৫০০৲ টাকা পাওয়ার আশা আছে।

(খ) কোম্পানীর কাগজের সুদ

(গ) ডাকঘরে জমা রাখা টাকার সুদ

(ঘ) সেবাইত কৃত (১) "Krishna the Charioteer" (২) "Krishna the Cowherd" (৩) Gauranga and his Gospel" এই তিনখানি পুস্তকের উপস্বত্ব সেবাশ্রমে দান করায় উক্ত পুস্তক বিক্রয়ের মূল্য।

সেবাশ্রমের ব্যয়ঃ—

১৯২০ সাল	...	...	৯৫৯৸/৬ পাই
১৯২১ সাল	..	...	৭৪৩৶০
১৯২২ সাল	...	...	৭৩৪৷৵৩ পাই
১৯২৩ সাল	...	...	৫০৩৭৸৵৯ পাই
১৯২৪ সাল	...	..	৬৯৭৯৲
১৯২৫ সাল	...	...	৯১১৫৵৯ পাই

সেবাশ্রমের স্থায়িত্বকল্পে একটী (Reserve fund) করিবার প্রয়াস হইতেছে। তদনুসারে ১৯২৩ সালে ৪০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করা হইয়াছে এবং ১৯২৪ সালে ৪০০০৲ টাকার ও ১৯২৫ সালে ২০০০৲ টাকার মোট ১০০০০৲ দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ খরিদ করা হইয়াছে এবং ১৯২৬ সালেও ২০০০৲ দুই হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করার আশা করা যাইতেছে।

(৯) ১৯২৩ সালে সেবাশ্রমে একটী লাইব্রেরী স্থাপিত করা হইয়াছে তথায় ইংরাজী বাঙ্গালা ধর্ম্মগ্রন্থ জীবনী ও অন্যান্য পুস্তক আছে। ইহা ছাড়া সাপ্তাহিক বসুমতী, মাসিক বসুমতী, প্রবাসী (মাসিক) এবং উদ্বোধন এই কয়েকখানি পত্রিকাও লাইব্রেরীর সংস্রবে আসিতেছে। এলোকেশী এম, ই, স্কুলের ২য় শিক্ষক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের উপর লাইব্রেরীর ভার অর্পিত হইয়াছে। ১৯২৫ সালের শেষ তারিখে লাইব্রেরীতে মোট ৬২৮ খানা পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে ইংরাজী ২৮৮ খানা বাঙ্গালা ৩৪০ খানা এবং উহা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হইতেছে। অর্থাদি গ্রহণ না করিয়া এই সমস্ত পুস্তক পাঠের জন্য দেওয়া হয়।

(১০) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সেবাশ্রমের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতিপূর্ণ ও সদাশয় কার্য্যের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

(১) মহামহিমান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত ধোলপুরের মহারাজার সহকারী প্রাইভেট্ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত গৌরকিশোর গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার পত্নী তাঁহাদের স্বর্গগতা কন্যার স্মৃতি রক্ষার্থে সেবাশ্রমে একটী বৃহৎ দানের প্রস্তাব করিয়াছেন। উক্ত অর্থ দ্বারা তাঁহাদের কন্যার নাম অনুসারে "রাণু হাসপাতাল" নামে একটী

Maternity Hospital হইবে। উহার ভিত্তি আগামী মাঘী পূর্ণিমার দিন প্রোথিত করা হইবে। ইহার পূর্ব্বেও তিনি ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

(২) পরম হংস শ্রীমৎ আত্মোদ্ধার স্বামীর একনিষ্ঠা ও ভক্তিমতী শিষ্যা স্বর্গীয়া দক্ষিণাকালী দেবী ও তাঁহার গুরুভক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় উক্ত পরমহংস দেবের প্রস্তরময় মূর্ত্তি প্রস্তুত করার জন্য ৩৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। (৩) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন ধর তাঁহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর স্মৃতি রক্ষার্থে সেবাশ্রম স্কুলের যোগ্য ছাত্রদিগকে মাসিক ২৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত টেনু প্রামাণিক, শ্রীমান ননীগোপাল প্রামাণিক, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রশঙ্কর ধর, শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ বি,এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, এম্,এ, শ্রীযুক্ত বিলাসচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নাগর খাঁদ্বর, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র শঙ্কর ধর, প্রভৃতি তাঁহাদের পুস্তকাদি দানের জন্য এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ যাঁহারা নিঃস্বার্থ ভাবে সেবাশ্রমের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

জলসীন, পোঃ নান্নার,
জিলা ঢাকা।

নিবেদক—
শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র পাল,
সম্পাদক।

ইন্দ্রকরণ-সম্বর্দ্ধনা

হায়দ্রাবাদের নিজামরাজ্যের সামন্ত মাথুরকায়স্থকুলদীপক শ্রীমন্ মহারাজা ইন্দ্রকরণ ধর্ম্মবন্ত বাহাদুর, আসফজাহি, বি, এ, সপরিবার তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া কাশী, বিন্ধ্যাচল, গয়া প্রভৃতি দর্শন করিয়া এবং সর্ব্বত্র সম্বর্দ্ধিত হইয়া বিগত ১৩ই ফাল্গুন শুক্রবার কলিকাতায় আগমন করেন। হাওড়া ষ্টেশনে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার পক্ষে সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ,পি আর এস্,সি-আই ই (বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর), ডাক্তার সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, ডি এল্, সি বি ই, রায় ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, জমীদার (টাকী), কায়স্থপত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার উপস্থিত হইয়াছিলেন। "বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের" পক্ষে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্ম বি

এল্ ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্ম শাস্ত্রী এবং কায়স্থ মিত্রমণ্ডলের পক্ষে শ্রীযুক্ত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ পাঁড়ে সদলবলে উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং মহারাজ প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর মহোদয়ের প্রতিনিধি (মটরগাড়ী সহ) উপস্থিত ছিলেন। স্বর্গীয় রায় বদ্রিদাস বাহাদুরের বিখ্যাত পরেশনাথ-মন্দিরের উদ্যান-বাটীতে মহারাজ ইন্দ্রকরণের আবাস নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। মহারাজ প্রদ্যোৎ কুমারের প্রেরিত মোটরে আরোহণ করিয়া মহারাজ ইন্দ্রকরণ ও তাঁহার পুত্র রাজা ধিরাজকরণ পুলের উপর আসিতেই মহারাজ প্রদ্যোতকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনজন এক গাড়ীতে পরেশনাথ উদ্যানবাটীতে গমন করেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, রায় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, পাঁড়ে বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ প্রভৃতিও মান্য অতিথিকে তাঁহার আবাসস্থানে পৌঁছাইয়া সাদর সম্ভাষণাদির পর বিদায় গ্রহণ করেন। শ্রযুক্ত স্বামী বিদ্যানন্দ এম্-এল্-সি (মজফরপুর) মহারাজের তীর্থপর্য্যটনের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি ২।৩ দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া পুনঃ কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান যাইয়া মহারাজার সহিত কলিকাতায় আসেন এবং তাঁহাকে কলিকাতার সকল দর্শনীয় স্থান প্রদর্শন করেন।

এই দিন অপরাহ্নে ৬ ঘটকায় সময় স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহোদয়ের পাথুরিয়াঘাটাস্থিত সুরম্য প্রাসাদে মহারাজ ইন্দ্রকরণ বাহাদুরকে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার পক্ষে অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হয়। কলিকাতার সেরিফ্ কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর সভাপতি পদে বৃত হন। প্রথমে অভ্যর্থনা সঙ্গীত গীত হয়। তৎপর প্রভূত আনন্দধ্বনির মধ্যে সভাপতি কুমার বাহাদুর সুন্দর পুষ্পমাল্য মহারাজার গলায় পরাইয়া দেন এবং বিবিধবর্ণে সুচিত্রিত ক্ষৌম-বসনে বঙ্গভাষায় মুদ্রিত অভিনন্দন পত্রপাঠ করিয়া হস্তিদন্তখচিত চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত সুরভি রম্য আধারে পুরিয়া তাহা মহারাজের হস্তে প্রদান করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্ম এম্ এ ইংরেজী ভাষায় অভিনন্দনের মর্ম্ম বলিয়া একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলেন মহারাজের বঙ্গদেশবাসী স্বজাতীয়গণ যে ভাষায় কথা বলেন, যেরূপ বর্ণমালায় তাহাদের চিন্তা লিপিবদ্ধ করেন তাহার স্মৃতি সুদূর দাক্ষিণাত্যে এই অভিনন্দন পত্র বহন করিয়া লইয়া যাইবে, এই ভরসায় অভিনন্দন বঙ্গভাষায় বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। মহারাজা তদুত্তরে বলেন তিনি বঙ্গীয় কায়স্থভ্রাতৃগণের এই

অভিপ্রায় অবগত হইয়া আনন্দ অনুভব করিতেছেন, এবং এই অভিনন্দন পত্র তিনি যত্নের সহিত রক্ষা করিবেন। কায়স্থপত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় রাজার বংশ-প্রসিদ্ধি, "ধন্বন্তরি বাহাদুর" এই মহান্ উপাধি ও পুরুষানুক্রমিক ধর্ম্মশীলতার উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। তদ্ব্যতীত রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় (বাঁশবেড়িয়া), শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ গুহ বি, এল (উকিল, হাইকোর্ট), স্বামী বিদ্যানন্দ এম্-এল্-সি, সভায় বক্তৃতা করেন। কায়স্থমিত্রমণ্ডলের সম্পাদক পাঁড়ে বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ—সভাপতি কুমার মন্মথনাথ, মহারাজ ইন্দ্রকরণের পুত্র রাজা ধিরাজকরণ ও তাঁহার জামাতার গলায় পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। মহারাজ ধর্ম্মবন্ত বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতায় অখিলভারত কায়স্থ-সভার আগামী অধিবেশন হায়দ্রাবাদে আহ্বান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহাতে সকলে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন, স্বামী বিদ্যানন্দ বলেন গত কলিকাতা অধিবেশনে বিহার প্রদেশের নিমন্ত্রণ গৃহীত হইয়াছে, তথাপি তিনি চেষ্টা করিবেন যাহাতে হায়দ্রাবাদে আগামী অধিবেশন হইতে পারে। অতঃপর সভাপতি মহোদয়কে এবং মান্য অতিথিগণকে ধন্যবাদান্তে সভা ভঙ্গ হয়। তৎপর মহারাজ ইন্দ্রকরণ গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের সহিত আলাপ আপ্যায়ন করিয়া নিজ আবাসে গমন করেন। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মহাশয় তাঁহার গৃহে এই অভিনন্দনের ব্যবস্থা করিয়া সভার ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

নিম্নে অভিনন্দনপত্র ও অভ্যর্থনাগীতির প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল ;—

অভ্যর্থনা-গীতি

মাথুর-কায়স্থ-শাখা-সমুজ্জ্বল মহীয়ান্
এস, লহ, মহারাজ, স্বজাতির অর্ঘ্যদান ॥
বঙ্গের কায়স্থগণ
জ্ঞাতি তব, অন্য ন'ন,
তোমারে বরিতে সবে হ'ল আজি আগুয়ান ॥
সুদূর সে হায়দ্রাবাদে,
তব বংশ জয়-নাদে
মুখরিত, গায় সবে, কি হিন্দু কি মুসলমান ॥

দেশ-হিতে রাজ-সেবা
তোমা সম করে কেবা,
মহতের কাছে তাই পেয়েছ মহৎ মান ॥
দয়া ধর্ম্মে প্রাণ অন্ত
'বাহাদুর ধর্ম্মবন্ত'
মহোপাধি তব বংশে বাড়ায় জাতির মান ॥
সে 'মুরলী মনোহর',
যোগ্য পিতা, পুত্রবর,
প্রাচ্য-জ্ঞাতিগণ যাচে দীর্ঘ আয়ু, যশোমান।
মনে রেখো, সুখে থেকো, সুস্বন্ধর, মহাপ্রাণ ॥

১৩।১৯।৩২ গুণমুগ্ধ বঙ্গদেশীয় কায়স্থভ্রাতৃগণ

কায়স্থপত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক রচিত এবং সুকণ্ঠ শ্রীযুক্ত সীতেশরঞ্জন ঘোষ কর্ত্তৃক গীত।

অভিনন্দন পত্র

অশেষসম্মানভাজন

শ্রীল শ্রীমন্মহারাজ ইন্দ্রকরণ ধর্ম্মবন্ত বাহাদুর আসফজাহা মহোদয় মান্যবরেষু

শ্রীশ্রীমহারাজ বাহাদুর,

আজ বঙ্গদেশে, বাঙ্গালী কায়স্থের গৃহে আপনার শুভাগমনে আমরা উৎসাহিত ও কৃতার্থ হইয়া আপনাকে আমাদের সসম্মান সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছি। মহারাজ যে মাথুর কায়স্থবংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন, ভারতের অতীত ইতিহাসে সেই বংশ বহু দিন হইতে স্মরণীয় ও বরণীয়। যে সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে হিন্দু-বিদ্বেষী বাদসাহ আরঙ্গজেব সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমগ্র ভারতে কঠোর ইস্‌লাম শাসন চালাইতে বদ্ধপরিকর, সেই দারুণ সঙ্কটকালে মহারাজের পূর্ব্বপুরুষ রাজা রঘুনাথ সম্রাট অরঙ্গজেবের অন্যতম প্রধান মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়া হিন্দু সমাজ রক্ষায় ও কায়স্থজাতির গৌরব বর্দ্ধনে মনোযোগী ছিলেন। এ কারণ ভারতীয় কায়স্থ-সমাজ মন্ত্রিবংশকে চিরদিন সম্ভ্রমের

চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। মহামান্য নিজাম বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষ যখন দাক্ষিণাত্যে শাসন বিস্তারে অগ্রসর হইয়া হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, তৎকালে রাজা রঘুনাথের বংশধরও সেই প্রথম নিজামের দক্ষিণহস্ত স্বরূপে তদীয় রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ততা, রাজনীতিজ্ঞান ও কার্য্যদক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া নিজাম বাহাদুর পুরুষানুক্রমে তদ্‌বংশকে "ধর্ম্মবন্ত বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের চেষ্টায় হায়দ্রাবাদে কায়স্থগণ সম্মানিত এবং কেহ কেহ জায়গীরদার স্বরূপ নিজাম রাজ সরকারে সুপ্রতিষ্ঠ রহিয়াছেন। মহারাজের বৈকুণ্ঠবাসী পিতৃদেব রাজা মুরলীমনোহর বাহাদুর গত ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আজমীরের অখিলভারতীয় কায়স্থ মহাসম্মেলনে সভাপতিপদ অলঙ্কৃত করেন। তৎপরে ১৮৯৭ অব্দে শ্রীধামে মহারাজ স্বয়ং উক্ত মহাসম্মেলনের সভাপতি-পদ শোভন করিয়াছিলেন। এরূপ স্বজাতীয় মহানুভব বরেণ্য ব্যক্তিকে আমাদের মধ্যে পাইয়া আমরা বাস্তবিক ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

বঙ্গদেশ প্রধানতঃ কায়স্থেরই দেশ, তথাপি বাঙ্গালি কায়স্থের এখন দারুণ দুর্দ্দিন। তাহার পূর্ব্বতন জাতীয় গৌরব, সামাজিক প্রভুত্ব ও রাজকীয় প্রতিপত্তি আজ প্রতিহত। মোগলকেতন আকবর বাদসাহের সময়েও যে বাঙ্গালার চতুর্থাংশ স্বাধীন বা অর্দ্ধস্বাধীন কায়স্থ ভৌমিকগণের অধিকারভুক্ত ছিল, মুসলমান আমলের অন্তিমকালেও যে কায়স্থপ্রভুত্ব বাঙ্গালার সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ ছিল, অধুনা তাহার কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আজ বাঙ্গালী কায়স্থের এমন কিছু নাই, যদ্দ্বারা মহারাজ বাহাদুরকে সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিতে পারে। আজ আমাদের শুভকামনা ও স্বজাতিপ্রীতি ভিন্ন আর কিছু দিবার নাই। মহারাজ আমাদের সকল ত্রুটি বিস্মৃত হইয়া আমাদের শুভকামনা গ্রহণ করুন। মহারাজ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া কায়স্থজাতির মুখোজ্জ্বল করুন, ইহাই করুণাময় জগদীশ্বরের নিকট আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

কলিকাতা, ১৫ই ফাল্গুন, নিয়ত মঙ্গলপ্রার্থী

১৩৩৩ বঙ্গাব্দ। প্রেমাবদ্ধ বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সভ্যবৃন্দ

১৫ই ফাল্গুন রবিবার অপরাহ্নে কায়স্থমিত্রমণ্ডল মহারাজ ইন্দ্রকরণ ধর্ম্মবন্ত বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনার জন্য পরেশনাথ মন্দির-উদ্যানে এক উদ্যান-সম্মেলন আহ্বান করেন। প্রথমে মহারাজ বাহাদুরকে মিত্রমণ্ডলের পক্ষ হইতে হিন্দীভাষায় লিখিত অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়। মিত্রমণ্ডলের সভাপতি শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন অথৌরী মহাশয় অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়া মহারাজের নামাঙ্কিত উত্তম রৌপ্যাধার সহ মহারাজের হস্তে অর্পণ করেন। বহু বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী কায়স্থ ও মারবারী ভদ্রলোক এই দিনের উদ্যানসম্মিলনে নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন, মিত্রমণ্ডলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ পাঁড়ে সঙ্গীত, যাদুবিদ্যাপ্রদর্শন ও জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিনন্দনপত্র পঠিত হইলে কায়স্থ সভার সভ্য ভবানীপুর শাঁখারীপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় মহারাজকে উর্দ্দুভাষায় লিখিত এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। মহারাজ ইহাতে বিশেষ আনন্দিত হইয়া রাজেন্দ্রবাবুকে ডাকিয়া তাঁহার সহিত উর্দ্দুভাষায় আলাপ করেন। অতঃপর পাংশা সারস্বত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বসু বর্ম্ম সাংখ্য-বেদতীর্থ মহোদয় স্বামী বিদ্যানন্দ কর্ত্তৃক প্রশংসিত ও আহূত হইয়া দেবভাষায় লিখিত একখানা প্রশস্তি পাঠ করিয়া তাহা মহারাজের হস্তে প্রদান করেন। তিনি সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া ব্যস্ততার সহিত সংস্কৃত অক্ষরে প্রশস্তি লিখিয়াছিলেন। তাহার প্রতিলিপি এতৎসহ প্রদত্ত হইল। এই দিনের সভায় কায়স্থপত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, স্বামী বিদ্যানন্দ এবং হিন্দুস্থানী কেহ কেহ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

নিজামরাজসামন্ত শ্রীল শ্রীমন্মহারাজ ইন্দ্রকরণ ধর্ম্মবন্ত বাহাদুর
মাথুর আসফ্‌জাহী বি, এ, মহোদয়ায় প্রদত্তা
প্রশস্তিঃ।

রক্ষতু নৃপমীশস্তং পণ্ডিতহিতকারিণঃ।
ইন্দ্রকরণনামানং সদারং সসুতং তথা॥
জীব্যাচ্চিরং সৌখ্যযুতঃ স ভূয়াৎ
রিপূন্ সমূলং সহসা বিহন্যাৎ।
পায়াৎ সদা হায়দরাবাদলোকান্
হীয়াদ্রণে ভূপতিঃ শত্রুদেশান্॥

অভীষ্টদাতা জগতো জনানাং
দদাতু তস্মৈ কৃপয়াশিষঞ্চ
মনোঽনুকূলামিতি পণ্ডিতস্য
সদৈব কাঙ্ক্ষা ভগবৎসমীপে॥
দয়াশীলঃ ক্ষমান্বিতঃ সাহসী সুবিচারকঃ।
পালয়তু সদা নৃপঃ স্বজাতিপণ্ডিতান্ ভুবি॥

কলিকাতায়াং
গৌরফাল্গুন পঞ্চদশদিবসে,
১৩৩৩ বঙ্গাব্দে।

ফরিদপুর—পাংশা সারস্বতচতুষ্পাটী-
প্রধানাধ্যাপকেন
শ্রীললিতকুমার সাংখ্য বেদতীর্থেন

১৬ই ফাল্গুন মহারাজের পৌত্র রাজা প্রতাপকরণের দ্বিতীয় জন্মদিন উপলক্ষে বহু হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং প্রচুর জলযোগে এবং প্রকেসর এস্ এস্ শর্ম্ম তন্ত্রশাস্ত্রী মহোদয়ের অদ্ভুত যাদুবিদ্যা-কৌশল দর্শনে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র বর্ম্ম বি, এল্, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম এম্ এ, ব্যারএট্-ল, শ্রীমান বিশ্বনাথ বসু বর্ম্ম প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীমান্ রাজা প্রতাপকরণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সকলে বিদায় গ্রহণ করেন। এই দিন শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় অনুরোধ করাতে মহারাজ ইন্দ্রকরণ বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার আজীবন সভ্য হইতে সম্মত হইয়াছেন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার।

পৌষমাসের বিশেষ অধিবেশন প্রসঙ্গে।

আড়ম্বরপ্রিয় স্বল্পবিত্তলোক জাকজমকের সহিত পিতৃশ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করিয়া যেমন অব্যবহিত মাতৃশ্রাদ্ধে তিলকাঞ্চনের ব্যবস্থা করিয়া সন্তুষ্ট থাকে, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ও তদ্রূপ অখিলভারত কায়স্থসম্মিলনের বিবরণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়া অব্যবহিত কায়স্থসভার বিশেষ অধিবেশনের বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে বক্তাদিগের প্রতি

১৫ই ফাল্গুন রবিবার অপরাহ্নে কায়স্থমিত্রমণ্ডল মহারাজ ইন্দ্রকরণ ধর্ম্মবন্ত বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনার জন্য পরেশনাথ মন্দির-উদ্যানে এক উদ্যান-সম্মেলন আহ্বান করেন। প্রথমে মহারাজ বাহাদুরকে মিত্রমণ্ডলের পক্ষ হইতে হিন্দীভাষায় লিখিত অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়। মিত্রমণ্ডলের সভাপতি শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন অখৌরী মহাশয় অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়া মহারাজের নামাঙ্কিত উত্তম রৌপ্যাধার সহ মহারাজের হস্তে অর্পণ করেন। বহু বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী কায়স্থ ও মারবারী ভদ্রলোক এই দিনের উদ্যানসম্মিলনে নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন, মিত্রমণ্ডলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ পাঁড়ে সঙ্গীত, যাদুবিদ্যাপ্রদর্শন ও জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিনন্দনপত্র পঠিত হইলে কায়স্থ সভার সভ্য ভবানীপুর শাঁখারীপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় মহারাজকে উর্দ্দুভাষায় লিখিত এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। মহারাজ ইহাতে বিশেষ আনন্দিত হইয়া রাজেন্দ্রবাবুকে ডাকিয়া তাঁহার সহিত উর্দ্দুভাষায় আলাপ করেন। অতঃপর পাংশা সারস্বত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বসু বর্ম্ম সাংখ্য-বেদতীর্থ মহোদয় স্বামী বিদ্যানন্দ কর্ত্তৃক প্রশংসিত ও আহূত হইয়া দেবভাষায় লিখিত একখানা প্রশস্তি পাঠ করিয়া তাহা মহারাজের হস্তে প্রদান করেন। তিনি সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া ব্যস্ততার সহিত সংস্কৃত অক্ষরে প্রশস্তি লিখিয়াছিলেন। তাহার প্রতিলিপি এতৎসহ প্রদত্ত হইল। এই দিনের সভায় কায়স্থপত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, স্বামী বিদ্যানন্দ এবং হিন্দুস্থানী কেহ কেহ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

নিজামরাজসামন্ত শ্রীল শ্রীমন্মহারাজ ইন্দ্রকরণ ধর্ম্মবন্ত বাহাদুর
মাথুর আসফ্‌জাহী বি, এ, মহোদয়ায় প্রদত্তা
প্রশস্তিঃ।

রক্ষতু নৃপমীশস্তং পণ্ডিতহিতকারিণং।
ইন্দ্রকরণনামানং সদারং সসুনুং তথা॥
জীব্যাচ্চিরং সৌখ্যযুতঃ স ভূয়াৎ
রিপূন্ সমূলং সহসা বিহন্যাৎ।
পায়াৎ সদা হায়দরাবাদলোকান্
হীয়াদ্রণে ভূপতিঃ শত্রুদেশান্॥

অভীষ্টদাতা ভগতো জনানং
দদাতু তস্মৈ কৃপয়াশিষঞ্চ
মনোঽনুকূলামিতি পণ্ডিতস্য
সদৈব কাঙ্ক্ষা ভগবৎসমীপে॥
দয়াশীলঃ ক্ষমান্বিতঃ সাহসী সুবিচারকঃ।
পালয়তু সদা নৃপঃ স্বজাতিপণ্ডিতান্ ভুবি॥

কলিকাতায়ং
সৌরফাল্গুন পঞ্চদশদিবসে,
১৩১৩ বঙ্গাব্দে।

ফরিদপুর—পাংশা সারস্বতচতুষ্পাটী-
প্রধানাধ্যাপকেন
শ্রীললিতকুমার সাংখ্য বেদতীর্থেন

১৬ই ফাল্গুন মহারাজের পৌত্র রাজা প্রতাপকরণের দ্বিতীয় জন্মদিন উপলক্ষে বহু হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং প্রচুর জলযোগে এবং প্রকেসর এস্ এস্ শর্ম্ম তন্ত্রশাস্ত্রী মহোদয়ের অদ্ভুত যাদুবিদ্যা-কৌশল দর্শনে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র বর্ম্ম বি, এল্, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম এম্ এ, ব্যারএট্-ল, শ্রীমান বিশ্বনাথ বসু বর্ম্ম প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীমান্ রাজা প্রতাপকরণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সকলে বিদায় গ্রহণ করেন। এই দিন শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় অনুরোধ করাতে মহারাজ, ইন্দ্রকরণ বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার আজীবন সভ্য হইতে সম্মত হইয়াছেন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার।

পৌষমাসের বিশেষ অধিবেশন প্রসঙ্গে।

আড়ম্বরপ্রিয় স্বল্পবিত্তলোক জাকজমকের সহিত পিতৃশ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করিয়া যেমন অব্যবহিত মাতৃশ্রাদ্ধে তিলকাঞ্চনের ব্যবস্থা করিয়া সন্তুষ্ট থাকে, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ও তদ্রূপ অখিলভারত কায়স্থসম্মিলনের বিবরণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়া অব্যবহিত কায়স্থসভার বিশেষ অধিবেশনের বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে বক্তাদিগের প্রতি

বিশেষ অধিবেশনের বিবরণ স্থানাভাবে অতি সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া হইয়াছে তাহা সত্য। কিন্তু ইহাও সত্য যে ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ের উল্লিখিত বিষয়গুলি সভাতে সম্যক্ আলোচিত বা তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। সভা ও সমাজের মিলন বিষয়ক তর্কস্রোতে অন্য সব আলোচনা ভাসিয়া গিয়াছিল। আমি জানি বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহ এখন কায়স্থসভার বহু সভ্য সমর্থন করেন, তবে অধিকাংশ সভ্যের মত ইহার অনুকূলে কি প্রতিকূলে তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, এ বিষয়টী আজও কায়স্থসভার আলোচ্য বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই। আমার বিশ্বাস বর্ত্তমানে কায়স্থসভার অধিকাংশ সভ্যই অস্পৃশ্যতা পরিহারের পক্ষপাতী। বিশেষ অধিবেশনে এ বিষয় সম্যক্ আলোচিত হইলে তাহা সুস্পষ্ট হইত।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার।

পুস্তকপরিচয় ও আলোচনা

কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। চতুর্থ সংস্করণ—সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। আকার—ডিমাই ৮ পেজী ১৮৮ পৃষ্ঠা। মূল্য—১৷৷০। ৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার কলিকাতা, গ্রন্থকারের নিকট, অথবা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

এই প্রসিদ্ধ পুস্তকের পরিচয়ে নূতন করিয়া বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তথাপি জাতিতত্ত্বজ্ঞানের বিস্তার কামনায় এই নবসংস্করণের কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক বোধ করিতেছি। গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেব বর্ম্ম সিদ্ধান্তবারিধি শব্দরত্নাকর তত্ত্বচিন্তামণি প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব, আর গ্রন্থখানি সর্ব্বজনবিদিত "কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়" যাহা কায়স্থজাতিতত্ত্ব বিষয়ক প্রথম প্রামাণিক গ্রন্থ, যাহা জ্ঞানমহার্ণব গ্রন্থকারের অসামান্য গবেষণার ফল, এবং যাহা বঙ্গীয় কায়স্থজাতির নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলনের ভিত্তি স্বরূপ। বিভিন্ন স্মৃতি, স্মৃতিনিবন্ধ, নীতিশাস্ত্র, পুরাণ, তন্ত্র, সংস্কৃত কাব্য ও নাটক, হিন্দুরাজত্বকালের শিলালিপি ও তাম্রশাসন, বৌদ্ধসাহিত্য এবং রাজ-তরঙ্গিণী প্রভৃতি প্রামাণিক ইতিহাস হইতে কায়স্থজাতির পরিচয় যাহা অবগত

হওয়া যায় তৎসমুদয় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যাহারা কায়স্থজাতিতত্ত্ব বিষয়ে নিঃসন্দেহ শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণ পরম্পরা, কায়স্থজাতির গৌরবময় পূর্ব্ব ইতিহাস এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের চিত্রগুপ্তবংশ, চান্দ্রসেনি প্রভু ও ব্রহ্মক্ষত্রিয় প্রভু কায়স্থগণের সম্যক্ উৎপত্তি বিবরণ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন তাহারা এই গ্রন্থ পাঠ করুন। আলোচ্য চতুর্থ সংস্করণ বহুলাংশে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। শিলালিপি ও বৌদ্ধগ্রন্থাদি হইতে অনেক নূতন উপকরণ এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কায়স্থ সমাজের বিশেষ তত্ত্ব ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কায়স্থজাতিতত্ত্বকৌমুদীর সুধাকর স্বরূপ এই বর্ণনির্ণয় কায়স্থনামে পরিচিত প্রত্যেক ব্যক্তির অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা উচিত এবং প্রত্যেক কায়স্থগৃহে এই পুস্তক যত্নে রক্ষা করা উচিত। যাহারা এই গ্রন্থের পূর্ব্ব কোন সংস্করণ পাঠ করিয়াছেন তাহাদেরও এই নূতন সংস্করণ পাঠ করা উচিত।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার বেদার্থচিন্তামণি।

বেদ-বিদ্যালয়

শ্রীমদাচার্য্য বিবেকানন্দ মহারাজের সঙ্কল্প ছিল যে, যত শীঘ্র সম্ভব ভারতে বেদবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য এক বা ততোধিক বেদ-কলেজ ও বেদ-বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠিত হউক। সুখের বিষয় আমাদের কলিকাতা নগরীতেই একটি বেদ-বিদ্যালয় শ্রীমদাচার্য্যের শিষ্যসম্প্রদায় মধ্য হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই আশ্রমটির নাম হইয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যালয়—রামকৃষ্ণ মঠের শাখা, ভবানীপুর 'গদাধর-আশ্রমে' ৮৬এ, হরীশ চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীটে ইহা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য একটী কার্য্যনির্ব্বাহিকা সমিতি গঠিত হইয়াছে। স্বনামখ্যাত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত পি, এচ্ ডি, মহাশয় এই সমিতির সভাপতি এবং পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার তর্কতীর্থ এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে সামবেদ সায়ন-ভাষ্য সহ পাঠ চলিতেছে; বেদান্তদর্শন, উপনিষদ্ ও ন্যায়ের অধ্যাপনাও চলিতেছে। এই বিদ্যালয়ে অবৈতনিক ভাবেই বিদ্যার্থিদিগকে গ্রহণ করা হয় এবং গ্রাসাচ্ছাদন দিয়াও পাঠার্থিগণকে রাখিবার আয়োজন হইতেছে। অসীম উৎসাহপরায়ণ জ্ঞানী ও ভক্ত-সাধক বেলুড়মঠের স্বামী কমলেশ্বরানন্দজি মহারাজ (গদাধর আশ্রমের অধ্যক্ষ) এই বেদ-বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও পরিচালক। এজন্য আমরা আশা

করিতে পারি অচিরে যুগাচার্য্যের ঈপ্সিত এই মানবকল্যাণকর অনুষ্ঠানটি সুপ্রতিষ্ঠ হইবে। ভারতের গৌরবের ধন এই বেদ বিদ্যা, বেদবিশ্বাসী হিন্দুমাত্রেই এই কার্য্যের সহায়তা করিবেন—এইরূপ আশা করা বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

পত্রিকা-সম্পাদক।

সামাজিক বার্ত্তা।

শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা

সিউড়ীর জনপ্রিয় উকিল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি এল মহোদয়ের ভবনে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীপঞ্চমী উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। বীরভূম-ধর্ম্মরাজ-চিত্রগুপ্তাশ্রমের পরিব্রাজক সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের তত্ত্বাবধারকতায় নগেন্দ্র বাবুর পঞ্চ বালকপুত্রের ভারতী মাতার অর্চ্চনা অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। পূজাপাঠ, হোম যজ্ঞ ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ বিতরণ কোনটিরই ত্রুটি ছিল না। নগেন্দ্রবাবুর ধর্ম্মশীলা সহধর্ম্মিণী বাগেদেবী বীণাপাণির ভোগের অন্ন ব্যঞ্জন, খেচরান্ন, ভক্ষ্য ভোজ্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। পঞ্চমহাযজ্ঞের (ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ) যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠানে সকলেই পুলকিত হইয়াছিলেন। বালকবৃন্দের কোমলকণ্ঠে বেদমন্ত্রে প্রার্থনা ও পুষ্পাঞ্জলী সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। মা সরস্বতী তাঁর বালক পূজকবৃন্দের হৃদয়ে আবির্ভূতা হউন। আমরা কায়স্থের গৃহে গৃহে এইরূপ মাতৃসেবা দেখিতে ইচ্ছা করি।

সন্ন্যাসী লছমন দাস শ্রীবাস্তব
ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তধাম চরিচা, মামুদবাজার পোঃ, বীরভূম।

উপনয়ন।

১। বীরভূম অলিগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন:—গত ৮ই ফাল্গুন, রবিবার জেলা আড়াসাহাবাদের অন্তর্গত ডিহিরী হাইস্কুলের হেড্‌পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর শর্ম্ম মহাশয়কে আচার্য্যপদে বরণ করিয়া উক্ত স্কুলের শিক্ষক অলিগ্রাম নিবাসী শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বংশধর শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বোষ এবং মুর্শিদাবাদ-বাজড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ সিংহ বি-এ প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীনদী (ফরিদপুর) হইতে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত নন্দী বর্ম্ম মহাশয় লিখিয়াছেন:—

২। বিগত ৮ই মাঘ ফরিদপুর জেলার মালিগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত বর্ম্ম মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্রের উপনয়ন সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপনয়নযজ্ঞে শিরুয়াইল নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী (বৈদিক) মহাশয় আচার্য্য, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্ম মহাশয় তন্ত্রধারক, এবং ভাঙ্গা আর্য্যকায়স্থ-সভা ও প্রচারসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্ম মহাশয় তত্ত্বাবধায়ককার্য্যে ব্রত ছিলেন।

৩। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববর্ম্ম মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় বিগত ২রা ফাল্গুন সোমবার ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত শ্রীনদী-নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেববর্ম্ম-চাকলাদার মহাশয় তদীয় খুল্লতাত প্রমুখ ৯জন কায়স্থসহ প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। উপবীতিগণের নাম ধাম:—

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা, সুরেশচন্দ্র দেববর্ম্মা, খগেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা, নগেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা, উপেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা, অবিনাশচন্দ্র নন্দী দেববর্ম্ম, (শ্রীনদী), প্রফুল্লরঞ্জন ঘোষ দেববর্ম্মা, (সরিপাবাদ), নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা, জিতেন্দ্র মোহন ঘোষ দেববর্ম্মা, অমৃতলাল দত্ত দেববর্ম্মা, (দোলকুণ্ডা)।

এই উপনয়নযজ্ঞে কালারায়েরচরনিবাসী শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য এবং প্রচারক মহাশয় তন্ত্রধারকের কার্য্যে ব্রত ছিলেন।

৪। পাবনা—পুরাণভারেঙ্গা হইতে সভার স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুক্ত কানাইলাল গুহ বর্ম্ম মহাশয় লিখিয়াছেন:—

"রংপুরের নবীন উকিল শ্রীমান শ্রীশচন্দ্র ঘোষ গত অখিলভারত কায়স্থসভা উপলক্ষে কলিকাতায় যাইয়া দেখিলেন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কায়স্থগণ এক মহাতীর্থে সম্মিলিত হইয়াছেন এবং সকলেই ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া গৌরব বোধ করেন, অমনি তাহার হৃদয়ে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের উৎসাহ জাগ্রত হইল এবং আমাকে মনোগত ভাব বলিলেন। আমিও কুমারটুলী গোঁসাইপাড়া নিবাসী শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র গোঁসাই মহোদয় ও তদীয় ভ্রাতার পৌরোহিত্যে ও অধ্যক্ষতায় গত ১৪ই পৌষ বুধবার শ্রীমানের উপনয়ন করাইয়া কৃতার্থ হইলাম। উপনয়নের পর শ্রীমান শ্রীশচন্দ্র আমার দৌহিত্রী, জগন্নাথগঞ্জের ষ্টেশনমাষ্টার শ্রীমান রাধিকাপ্রসন্ন চন্দ্র বর্ম্মার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী চম্পকরাণী দেবীকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ করিয়াছেন।"

৫। রাজবাড়ী হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার দেববর্ম্ম কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—

গত ২৯শে মাঘ চরলক্ষীপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দাস দেববর্ম্ম মহাশয়ের ভবনে একটী কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া নিম্নলিখিত ৮জন কায়স্থসন্তান প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক ক্ষত্রোচিত উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সরকার, কৃপানাথ মণ্ডল, সতীশচন্দ্র দত্ত, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, যদুনাথ দাস, দ্বিজপদ বিশ্বাস ও শচীন্দ্রনাথ ঘোষ। বেণীনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং চরনারায়ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয় আচার্য্যপদে ব্রতী হইয়াছিলেন।

উপবীত গ্রহণান্তে বিবাহ।

৬। কালীঘাট রোড্ হইতে চাঁদপুর-বাবুরহাট নিবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় বর্ম্ম মহাশয় জানাইতেছেন : গত ২২শে ফাল্গুন রবিবার আমি [illegible] ভ্রাতা শ্রীমান দীনেশচন্দ্র রায় বি-এ আমার নিজ বাড়ীতে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় যথাশাস্ত্র উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ-পূর্ব্বক ২৪শে ফাল্গুন তারিখে ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ করিয়াছেন।

৭। দীঘলিয়া কাশিমপুর হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ বর্ম্ম ঠাকুরতা মহাশয় লিখিতেছেন,—

গত ২৬শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ফরিদপুর জেলার অধীন, দীঘলিয়া কাশিমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার বসু বর্ম্ম মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ প্রভাতচন্দ্রের উপনয়ন রাঘদী নিবাসী শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে সম্পাদিত হইয়া ঐ দিবস দোলকুণ্ডী গ্রামে শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত দেববর্ম্ম সরকার মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী বীণাপাণি দেবীর সহিত উক্ত শ্রীমানের শুভবিবাহ প্রচারক মাখনবাবুর তত্ত্বাবধানে যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৮। আগ্যদত্তপাড়া হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দেববর্ম্ম মহলানবিশ মহাশয় জানাইতেছেন,—

বিগত ৮ই মাঘ শনিবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত দোলকুণ্ডীগ্রামে শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ঘোষরায় বর্ম্ম মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুপ্রভাদেবীর শুভ বিবাহ উক্ত জেলার মালিগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত বর্ম্ম মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান শরচ্চন্দ্রের সহিত যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্ম এবং ব্রাহ্মন্দি নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ মিত্রবর্ম্ম শাস্ত্রী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সম্প্রদান ও কুশণ্ডিকা প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়া যথারীতি দ্বিজোচিত বিধানে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভাঙ্গার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্ম উকীল এবং প্রচারক মাখন বাবুর ঐকান্তিক চেষ্টায়

বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে বর শ্রীমান শরচ্চন্দ্র উপনয়ন গ্রহণান্তে ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ করিয়া স্বজাতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। কন্যার পিতা চন্দ্রদ্বীপ সমাজের কাশীপুরের সুপ্রসিদ্ধ মহেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায়ের বংশীয়। ইঁহাদিগের বংশের পর্য্যায়ক্রমিক বংশ ইতিহাস (কুলগাথা) সুন্দর কবিতায় মুদ্রিত হইয়া বিবাহসভায় পঠিত এবং বিতরিত হইয়াছিল।

ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ।

দোলকুণ্ডী হইতে শ্রীযুক্ত বেনোয়ারিলাল বসু বর্ম্ম মহাশয় জানাইতেছেন,—

বিগত ৪ঠা ফাল্গুন বুধবার ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত দোলকুণ্ডী নিবাসী স্বর্গীয় মতিলাল ধর দেব বর্ম্ম মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ননীলাল ধর দেব বর্ম্মণের সহিত শ্রীনদী (ফরিদপুর) নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেব বর্ম্ম চাকলাদার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী নীহারনলিনী দেবীর শুভ পরিণয় উক্ত চাকলাদার মহাশয়ের শ্রীনদী ভবনে যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বরের অগ্রজ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেব বর্ম্ম মহাশয় আভ্যুদয়িক কার্য্য দ্বিজাচারে সম্পন্ন করিয়াছেন। সম্প্রদান, কুশণ্ডিকা লাজাহুতি শিলারোহণ, সপ্তপদগমন, ধ্রুব দর্শন প্রভৃতি ক্রিয়া যথাশাস্ত্র বেদ মন্ত্রযোগে সম্পাদিত হইয়াছে। বরপক্ষে আর্য্য-দত্তপাড়া কায়স্থ সমাজের বর্ত্তমান পুরোহিত শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং কন্যাপক্ষে কালারায়েরচর নিবাসী শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শিরোমণি মহাশয় পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন। বরের কুলগুরু বালুচরা (ফরিদপুর) নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন গোস্বামী ভাগবতরত্ন বিদ্যাভূষণ মহাশয় সদস্য পদে ব্রতী ছিলেন।

এই বিবাহে দেশপ্রচলিত একটী কু-প্রথা রহিত হইয়াছে। উক্ত প্রথাটী বর্ত্তমান সময়ে বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন জেলায় দেশপ্রথানুসারে বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাপক্ষ হইতে বরকে দৃষ্টিপ্রদীপ দেখান হয়। কন্যাপক্ষের নারীগণ পূর্ব্ব হইতেই মাটির সরায় তৈল পূর্ণ করিয়া একটী দীপ প্রস্তুত করিয়া রাখেন; বর যখন বিবাহবাটীতে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন কন্যা পক্ষ হইতে অতি সন্তর্পণে সেই প্রদীপটী বরের দৃষ্টিগোচর করিয়া ক্ষিপ্রকারিতার সহিত উহা বরের পাল্কী অথবা মস্তকের উপর দিয়া অপর দিকে নিক্ষেপ করা হয়। এই ঘটনা লইয়া অনেক স্থলে উভয় পক্ষে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া শুভ বিবাহের প্রারম্ভে দক্ষযজ্ঞের কাণ্ড সংঘটিত হয়। সুখের বিষয় প্রচারক মহাশয়ের নিকট প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কন্যাকর্ত্তৃমহাশয় উক্ত প্রথা রহিত করিয়া সাধারণের আদর্শ হইয়াছেন।

বিবাহের পরদিবস পূর্ব্বাহ্নে একটী কায়স্থ-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন গোস্বামী বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন

অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রচারক মহাশয় এবং ভাঙ্গার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র গুহ দেব বর্ম্ম মহাশয় কায়স্থের বর্ণধর্ম্ম এবং ক্ষত্রিয়াচার প্রতিপালনের সার্থকতা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত কায়স্থবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করেন।

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ

(১) গড়পার হইতে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন বর্ম্ম মহাশয় জানাইতেছেন :—

গত ৫ই চৈত্র শনিবার কলিকাতা ৪৮নং গড়পার রোড্ নিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন বর্ম্মা, কিরণচন্দ্র সেন বর্ম্মা ও অমূল্যকুমার সেন বর্ম্মা সহোদর-ত্রয় তাঁহাদের পিতৃদেব ৺ ক্ষেত্রমোহন সেন বর্ম্ম মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় পিতৃ-শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে ক্ষাত্রিয়াচারে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের অধ্য-ক্ষতায় সুসম্পন্ন করিয়াছেন। প্রায় ৬০ জন ব্রাহ্মণ ও ৩০০ শত কায়স্থ নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করিয়াছেন।

(২) পোপারা হইতে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ বর্ম্মা জানাইয়াছেন :—

সাগরদীঘি পোপারা নিবাসী উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ ৺ রসরাজ দাস বর্ম্মার শ্রাদ্ধ তদীয় পত্নী শ্রীযুক্তা ত্রিগুণতারিণী দেবী ও খুদুবালা দেবী গ্রামস্থ বিরোধী দলের বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ত্রয়োদশাহে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত রসরাজ দাস বর্ম্মা অত্যন্ত গরীব ছিলেন. কিন্তু গ্রামস্থ স্বজাতীয় কায়স্থগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া চাঁদা তুলিয়া শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছেন।

খুলনা—নন্দনপুর হইতে কায়স্থসভার স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেন বর্ম্ম মহাশয় জানাইয়াছেন :—

(৩) গত ৯ই আশ্বিন (১৩৩৩) বুধবার, নন্দনপুর নিবাসী, পানটীর বিখ্যাত কর বংশীয়, ৺ শীতলচন্দ্র কর মহাশয় মৃত্যুমুখে পতিত হন। গত ২১শে আশ্বিন, তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য, ত্রয়োদশ দিনে স্বগ্রামে সমারোহে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তিনি অনুপনীত ছিলেন, তাঁহার শ্রাদ্ধকারীও অনুপনীত।

(৪) গত ৭ই কার্ত্তিক (১৩৩৩) রবিবার নন্দনপুরের ৺ কৃষ্ণধন দত্ত মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী সরলাবালা দেবী মৃত্যুমুখে পতিতা হন। গত ১৯শে কার্ত্তিক, ত্রয়োদশাহে স্বগ্রামে ক্ষত্রিয়াচারে তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রাদ্ধকারী বৃদ্ধ শ্রীযুত বিহারী লাল দত্ত মহাশয় (বালীর দত্ত) কিন্তু অনুপনীত, তথাপি তিনি ক্ষত্রিয়াচার পালন করিয়াছেন।

কায়স্থ-পত্রিকা

২৫শ বর্ষ } চৈত্র—১৩৩৩ { ১২শ সংখ্যা

হিন্দুমহাসভার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে পঠিত

সভাপতি হীরেন্দ্রনাথের অভিভাষণ।

সমবেত ভ্রাতৃবৃন্দ! হিন্দু মহাসভার সম্পর্কিত এই বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিপদে বরণ ক'রে আপনারা আমার প্রতি প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু আপনাদের অর্পিত এই গুরুতর দায়িত্ব বহন করবার পক্ষে আমার যোগ্যতা যথেষ্ট কিনা, তার সমুচিত বিচার করেন নি। একেই বলে বন্ধুত্বের পক্ষপাত।

হিন্দুজাতির সংগঠন, সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন জন্য এই মহাসভার প্রতিষ্ঠা। সভার নিয়মানুসারে জাতি-লিঙ্গ-বর্ণ-আচার-অনুষ্ঠান নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক হিন্দু নরনারী এ সভার সভ্য হ'বার অধিকারী। ভারত-ভাগ্যবিধাতার আশীর্ব্বাদ-পুষ্ট—

পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা,
উচ্ছল জলধি তরঙ্গ

ধৃত এই মহাদেশের শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সনাতনি, আর্য্যসমাজি, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম, বণিক, শ্রমিক, ধনী, নির্দ্ধন, রাজা, প্রজা, অভিজাত, অবজাত—এক কথায়, নিখিল ভারতের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর হিন্দু ব্যক্তিগণ এই হিন্দু মহাসভার বিশাল ছত্রছায়ায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একটা বিরাট হিন্দুজাতি গঠন করে—এই হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা। হিন্দু সভা জানেন যে, এক ফেরা

বালি বা এক পাঁজা ইটের ন্যায় এক একটা জাতি কতকগুলা ব্যক্তির রাশি মাত্র নয়। যখন বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র ব্যক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে মিলিত হয় এবং ঐরূপ মিলন-দ্বারা একটা সংঘাত (Organism) রচনা করে, তখনই সেই সংঘাতের নাম হয় জাতি। জৈববিজ্ঞান (Biology) থেকে আমরা জেনেছি যে, প্রত্যেক প্রাণি শরীর—তা সে শরীর উদ্ভিদেরই হোক আর জীবজন্তুরই হোক—শত শত কোষাণু বা Cell দ্বারা গঠিত। শরীরস্থ প্রত্যেক কোষাণুর স্বাধীন সত্তা, স্বতন্ত্র জীবন-শক্তি আছে; কিন্তু তথাপি তারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে সংযুক্ত হ'য়ে শরীর-রূপ সংঘাত রচনা ক'রেছে। ব্যষ্টি-কোষাণুর সমষ্টি-জাত এই যে সংঘাত (Organism)—ইহা কোষাণু হ'তে স্বতন্ত্র। এই শরীররূপ সংঘাতের পৃথক্ সত্তা, স্বতন্ত্র জীবন-শক্তি আছে। সেই জন্য ব্যষ্টি-কোষাণু ক্ষত, আহত, আর্ত্ত বা পীড়িত হ'য়ে শরীরচ্যুত হলেও সমষ্টি-সংহত শরীররূপ সংঘাতের ব্যক্তিত্ব ও সত্তা অব্যাহত থাকে।

এই দৃষ্টান্তকে লক্ষ্য ক'রে সমাজতত্ত্ববিদেরা বল্‌তে আরম্ভ করেছেন যে জাতি বা সমাজও ঐরূপ একটা সংঘাত। জাতি ব্যক্তি-মানুষের সমবায়ে গঠিত—অথচ ব্যক্তি ছাড়া জাতির একটা পৃথক্ সত্তা, একটা স্বাধীন জীবনশক্তি আছে। সেই জন্য ব্যক্তি বিশেষের অপচয়ে বা উপচয়ে জাতির বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, জাতির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রাণিশরীরের যেমন কৈশোর যৌবন প্রৌঢ়তা জরা মৃত্যু আছে, জাতি বা সমাজ-শরীরেরও সেইরূপ কৈশোর যৌবন প্রৌঢ়তা জরা মৃত্যু আছে—কারণ, উভয়েই সংঘাত এবং বিকারশীল।

ইয়োরোপে বোধ হয় নব্য ইটালির জনক ম্যাট্‌সিনিই এই মত প্রথম ব্যক্ত করেছিলেন—এখন অনেকেই এ কথা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করেন। আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে যে ব্যষ্টি-সমষ্টির তত্ত্ব প্রচলিত আছে, সেটা এই ধরণেরই কথা। বৈদান্তিকেরা বলেন, যেমন ব্যষ্টি-বৃক্ষের সমষ্টি বন, যেমন ব্যষ্টি জল-বিন্দুর সমষ্টি জলাশয়, সেইরূপ ব্যষ্টি পুরুষের সমষ্টি বৈশ্বানর বা বিরাট পুরুষ। যেরূপ প্রত্যেক বৃক্ষ ও জলকণা স্বতন্ত্র কিন্তু তাদের সংযোগে বন ও জলাশয় রচিত হয়েছে, সেইরূপ জগতে যত ব্যক্তি আছে, যত ব্যষ্টি-জীব আছে তা'দের সমষ্টিতে ঐ বৈশ্বানর বা বিরাট পুরুষ গঠিত হ'য়েছেন।

সে যা হ'ক, ইহাই আমাদের মনে রাখ্‌বার কথা যে, এই যে আমাদের হিন্দুজাতি ইহা হিন্দু ব্যক্তিপুঞ্জের অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত, যুতসিদ্ধ সংহতি ভিন্ন

গঠিত হ'তে পারে না। সেইজন্য হিন্দুসভা ছত্রভঙ্গ হিন্দু ব্যক্তিদিগকে সংঘবদ্ধ করতে চান—যেহেতু সংঘশক্তিঃ কলৌ যুগে। হিন্দুকে শক্তিমান্ হতে হবে, বীর্য্যবান্ হতে হবে, তেজস্বী, ওজস্বী, সহস্বী, তরস্বী, উর্জ্জস্বী হ'তে হবে; কারণ, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

ম্যাট্‌সিনি এ কথাও বলেছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন একটা বৈশিষ্ট্য একটা স্বাতন্ত্র্য একটা স্বালক্ষণ্য আছে, তেমনি প্রত্যেক জাতিরও এক একটা বৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্য স্বালক্ষণ্য আছে। সে জন্য দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন জাতির জীবন তন্ত্রীতে এক একটি বিশিষ্ট সুর ধ্বনিত হয়—সে সুর অন্য সব জাতির সুর থেকে স্বতন্ত্র। জগতে যত জাতি আছে, যদি সকল জাতির হৃদয়-বীণায় একই সুর বাজতে থাকৃত তাহ'লে তাতে সঙ্গীত হ'ত না—একতারার একঘেয়ে আওয়াজ মাত্র হ'ত। কিন্তু বিশ্বশিল্পীর বিচিত্র বিধান এই যে বিশ্বযন্ত্রে বিশ্ব-সঙ্গীত ধ্বনিত হ'তে হবে—সমস্ত জাতির বিভিন্ন হৃদয় তন্ত্রীতে যে বিবিধ সুর উত্থিত হচ্ছে, একদিন তাদেরই সমবায়ে ঐ বিশ্বসঙ্গীতের বিচিত্র ঐক্যতান বাদিত হ'বে। এজন্যই প্রত্যেক জাতি স্বতন্ত্র। প্রত্যেকেরই এক একটা বৈশিষ্ট্য, এক একটা 'স্বধর্ম্ম' আছে। হিন্দু জাতির বৈশিষ্ট্য কি? তার স্বধর্ম্ম কি?

কিন্তু এ কথা আলোচনা করবার আগে একটা বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। বয়সের হিসাবে এই হিন্দু জাতি বেশ প্রাচীন হয়েছে—অনেকদিন পূর্ব্বেই শুধু বার্দ্ধক্যের বলি-পলিত নয়, স্থবিরত্বের ভীমরতি দ্বারা তার আক্রান্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তার লক্ষণ ত' কিছু দেখা যাচ্চে না—বরং দেখছি এই হিন্দু জাতি যুগযুগান্ত ধ'রে নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে অন্ততঃ ১০,০০০ বৎসর জীবিত র'য়েছে। প্রায় সকল প্রাচীন জাতিই বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে, কিন্তু হিন্দু জাতি আজও তার প্রাচীন বুনিয়াদের উপর খাড়া রয়েছে। কেন? কিসের জোরে?

এ কথা বল্‌লে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যখন ভারতীয় আর্য্যজাতির সভ্যতা উন্নতির মধ্যগগনে আলোক বিকীর্ণ করছিল, তখন গ্রীশ রোমের পত্তন হয়েছিল মাত্র, তখনও গ্রীক ও রোমক সভ্যতা-নাটকের নান্দী উচ্চারিত হয় নাই। আজ প্রাচীন গ্রীশ, রোম, মিশর, মেক্‌সিকো, এসিরিয়া, বেবিলন—কেহই জীবিত নাই, অথচ যখন ভারতবর্ষে সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ তখন এদের মধ্যে কেহ কেহ মাতৃগর্ভে। হিন্দুস্থানের বক্ষের উপর দিয়ে যে প্রলয়ের প্লাবন ব'য়ে গেছে—যবন

ইরাণি, শক, হুন, চীন, পাঠান, মোগল, তুর্ক, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ —কত জাতির, কত জেতার বিজয় তুফান ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় ভারতের আকাশকে যে ভাবে আলোড়িত করেছে, ভারতবাসীকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে যে ধিক্কার, অত্যাচার, অবিচার, ও দুরাচারের আঘাতসহ্য করতে হয়েছে তার একটা ছোঁট ঢেউ স্পর্শ করলে অন্য যে কোন জাতি চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেত! একি প্রহেলিকা! প্রায় সমস্ত প্রাচীন জাতি বিলুপ্ত হ'ল এক হিন্দুজাতি জীবিত রহিল কেন? ইহা কি একটা যদৃচ্ছা (accident)? এই নিয়মের জগতে যদৃচ্ছা ব'লে ত কোন কিছু নাই। জগতের যিনি স্বামী, সেই বিধাতার বিধানেই এই অঘটন ঘটন সংঘটিত হয়েছে। দেখুন, হিন্দুজাতি কেবল বিলুপ্ত হয় নি তা নয়। অধিকন্তু যারা যারা জেতার বেশে এই ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, হিন্দুজাতি ক্রমে ক্রমে তাদেরই গ্রাস ক'রে আত্মসাৎ করেছে। কত কত বিজেতা জাতির সভ্যতা না এদেশে এসেছে—ইরাণ এসেছে, তুরান্ এসেছে, গ্রীক এসেছে, শক এসেছে, হুন এসেছে, পল্লভ এসেছে, দরদ এসেছে, পাঠান এসেছে, আফগান এসেছে, মোগল এসেছে—কিন্তু তারা কেহই হিন্দু-সভ্যতাকে নষ্ট করতে পারে নি। বরং ঐ সকল culture এর সংস্পর্শে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন আরও সম্পন্ন, আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।

যে মুসলমান ইরাণি সভ্যতাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলে, তুর্ক তাতারকে উদরস্থ ক'রলে, ভারতে এসে তারা স্থগিত ও স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। মোগল এসে পাঠানকে উৎখাত করলে বটে, কিন্তু হিন্দুকে লুপ্ত করতে পারলে না। দুশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ইতিহাসে কি দেখতে পাই? ধীরে ধীরে ভারতে সর্ব্বত্র হিন্দুজাতি আত্মলাভ করেছে—পূর্ব্বেই গ্রীক ইরাণি শক হুনকে আত্মসাৎ করেছিল—এখন মুসলমানকে নিরাকৃত ক'রে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করছে—পাঠান রাজ্য বিলুপ্ত হয়েছে—মোগলের দুর্ব্বল হস্ত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়েছে। পাঞ্জাবে শিখ, রাজস্থানে রাজপুত, দাক্ষিণাত্যে মরাঠা সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ আটশত বৎসরের পর হিন্দু আবার নিজেকে মহীয়ান্ করেছে, আবার গরীয়ান্ হয়েছে। হিন্দুস্থানে হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে, তার সমস্ত লক্ষণ দেখা দিয়েছে—সব উদ্‌যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে। এমনি সময়ে, হিন্দুর জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে সুদূর পশ্চিম থেকে সাত সমুদ্র পার হয়ে এক নূতন জাতি এক অভিনব সভ্যতা নিয়ে ভারতবাসীর সম্মুখীন হ'ল।

তার প্রথম ফল দেখা গেল যে কিছু দিনের জন্য হিন্দু সভ্যতা একবারে অভিভূত হয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল্। মনে হতে লাগল, এতদিন হিন্দু আত্মরক্ষা করতে পেরেছে বটে, কিন্তু এবার এমন সভ্যতার সংঘর্ষে এসেছে বুঝি এইবার তাকে পর্য্যুদস্ত হতে হয়। যাঁরা স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর 'একাল ও সেকাল' গ্রন্থ মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন তাঁরা এ আশঙ্কাকে অমূলক মনে করবেন না। এমন দিন ছিল যখন আমরা নিজের দেশের ইতিহাস, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সাধনা, বিশিষ্টতা, বৈলক্ষণ্য সব ভুলে যাচ্ছিলাম, হৃদয়কে বন্দী করলে যেমন দশা হয় আমাদের তেমনি দশা ঘট্‌ছিল। কিন্তু এখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? যে রকম করে হিন্দু-সভ্যতা ভারতের ইতিহাসে আটশত বৎসর সংগ্রামের পরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আবার সেই সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এর মানে এ নয় যে ইউরোপের শিক্ষা, দীক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন, আমরা কিছুই নেব না—সমস্তই ত্যাগ করব; তা নয়। বর্জ্জন ভারতের ধাৎ নয়। ভারতবর্ষের ভিতর যে একটা বিরাট্ গ্রসিষ্ণুতা আছে, সেই বুভুক্ষা-শক্তির বলে সে সমস্ত জিনিষকে গ্রাস ক'রে আত্মসাৎ ক'রে নেয়। পশ্চিমের দর্শন বিজ্ঞানকে আমরা প্রত্যাখ্যান করবনা—তাদের ভারতীয়া ভারতীর শুল্কদাসী ক'রে রাখবো। ত্যাগ করলে কি হল? বিগত ৩০০০ বৎসরের মধ্যে কত কত জাতি এদেশে প্রবেশ করেছে, তারা এসে নিজেদের সভ্যতা এই ভারতে প্রোথিত করবার চেষ্টা করেছে। হিন্দু তাদের সম্বন্ধে কি করেছে? তাদের সভ্যতার যেটা গ্রহণীয় সেটা সংগ্রহ করেছে এবং তদ্দ্বারা হিন্দু সভ্যতা আরও মহীয়ান্, আরও বলীয়ান্ হয়েছে। বিধাতার মঙ্গল অভিপ্রায় যদি স্বীকার করতে হয়, তবে হিন্দু সভ্যতার এই মৃত্যুঞ্জয়ত্বের মধ্যে একটা নিগূঢ় সত্য নিহিত আছে, একটা প্রচ্ছন্ন নিয়তি নির্দ্দিষ্ট আছে। বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট সেই নিয়তির অনুসরণ হিন্দুকে করতেই হবে। নিজের নির্দ্দিষ্ট নিয়তির পালন করেছে বলেই হিন্দুজাতি এখনও জীবিত আছে। সেই পথ থেকে আমরা কিছুতেই ভ্রষ্ট হব না। হিন্দুজাতির নির্দ্দিষ্ট নিয়তির এখনও অবসান হয় নি—এখনও জগতে হিন্দুজাতির করণীয় অবশিষ্ট আছে। আছে বলেই হিন্দুজাতিকে বিধাতা তার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে এখনও জীবিত রেখেছেন। হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কি?

হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সামঞ্জস্য, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি—এক কথায় বহুর মধ্যে একের প্রতিষ্ঠা করা।

সেই জন্য হিন্দু মনকে সংগ্রাহক মন (synthetic mind) বলে। ঐ মন বর্জ্জন করেনা, গ্রহণ করে; প্রত্যাখ্যান করে না, সমাধান করে। সে মন বিবিধকে বিলুপ্ত করে না, বিচিত্রকে মথিত করে না, নানাত্বকে ব্যাহত করে না। ঐ মনের স্বধর্ম্ম নানাকে ঐক্যসূত্রে গ্রন্থন ক'রে, বৈচিত্র্যকে সংহত ক'রে, বহুকে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংবদ্ধ ক'রে সকলের মধ্যে রাখি-বন্ধন রচনা করা। হিন্দু মনের এই বৈশিষ্ট্যের নিদান কি?—হিন্দুজাতির ঐ চিত্তনদীর উৎস কোথায়? উৎস ভগবানের ব্যাপকতা ও জীবের ঘনিষ্টতা (Immanence of God and Solidarity of Man) সম্বন্ধে তার চিরবদ্ধমূল নিরূঢ় সুদৃঢ় সংস্কার।

হিন্দু সাধনার চরম কথা কি? Immanence of God অর্থাৎ চরাচর স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বিশ্বের মধ্যে ব্রহ্মের অনুস্যূতি। উপনিষদ্ গীতা প্রভৃতি বেদান্তগ্রন্থের মধ্যে ঐ কথা সর্ব্বত্র ঝঙ্কৃত দেখা যায়। দুই চারিটা বচন উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হবে।

তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ—তৈত্তি, ২।৬

'জগৎ সৃষ্টি করে ব্রহ্ম তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হলেন।'

ভূতেষু চরতি প্রবিষ্টঃ—মৈত্রা, ৫।২

'তিনি ভূতের মধ্যে প্রবেশ করলেন।'

ঘৃতম্ ইব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতেভূতে বসতি বিজ্ঞানম্—ব্রহ্মবিন্দু।

'দুধের মধ্যে ঘি যেমন প্রচ্ছন্ন হয়ে বাস করে, তেমনি ক'রে সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম বাস করেন।' সেই জন্য তাঁকে বলে সর্ব্বভূতাধিবাস। তিনি সকলের অন্তরে অথচ বাহিরে—তিনি বিশ্বানুগ (immanent), অথচ বিশ্বাতিগ (transcendent)।

তদ্ অন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ—ঈশ

ইত্যসৌ আত্মা অন্তর্বহিশ্চ—মৈত্রী, ৫।৫।২

বহিরন্তশ্চ ভূতানাং—গীতা, ১৩।১৫

যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।

অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥

নারায়ণ উপনিষদ্—১৩ অনুবাক্

জগতে যা কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, সে সমস্তের অন্তরে নারায়ণ ব্যাপিয়া আছেন। এবং তিনি সে সমস্তের বাহিরেও আছেন।

গীতা এ' সকল কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন—ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদ্ অব্যক্তমূর্ত্তিনা—অব্যক্ত মূর্ত্তিতে ভগবান্ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন।

ইহা ঋগ্বেদের সেই প্রাচীন কথা—পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্। এইখানে আমরা হিন্দুসাধনার দ্বিতীয় সূত্র—জীবের ঘনিষ্ঠতা (Solidarity of Manএর) মূলের সন্ধান পাই। যদি এ কথা ঠিক হয় যে, সকল জীবের মধ্যে ভগবান্ বাস করছেন—সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ (গীতা)—তবে ত' মানুষের দেহ প্রকৃতই ব্রহ্মপুর (Tabernacle of God),—সত্যিকার দেবালয়। হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থে একথা স্পষ্টাক্ষরে বলা হয়েছে:—

তদ্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম—ছান্দোগ্য। দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ যো জীবঃ স সদাশিবঃ। দেহ হয় দেবালয়, তাহে সদাশিব রয়। একথা যদি ঠিক হয়, তবে ত কেহই হীন নয়, মলিন নয়, হেয় নয়, ঘৃণ্য নয়, পতিত নয়, বিকৃত নয়, অনাথ নয়, আতুর নয়—সকলেই ত' সচল জগন্নাথ। অতএব

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহু মানয়ন্।

ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবান্ ইতি॥

'বহুমান সহকারে, সম্ভ্রমের সহিত এই সমস্ত জীবকে নমস্কার কর। কারণ ভগবান্‌ই জীবরূপে তাদের মধ্যে প্রবিষ্ট রয়েছেন।'

গীতাও স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ—তোমার আমার এই দেহেই পরমেশ্বর বাস কচ্ছেন। অতএব উচিত কি? প্রপুজ্য পুরুষং দেহে—সেই পুরস্বামী পুরুষকে এই পুরীতে অর্চ্চনা কর।

ইউরোপ আমাদের শেখাচ্ছে বটে "All men are born equal"—'সব মানুষ জন্মগত সমান'। একথা হয়তো সম্পূর্ণ ঠিক্ নয়; কারণ আধারের আবিলতায় অনেক ক্ষেত্রে ব্রহ্ম-জ্যোতির স্পষ্ট প্রকাশ হয় না। কিন্তু তাহা হ'লেও মূলতঃ তত্ত্বতঃ সব জীবই ব্রহ্ম। প্রত্যেকের মধ্যেই ভগবান্ বসতি কচ্ছেন। যেমনি অগ্নি থেকে বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম অগ্নি থেকে জীবরূপ চিৎকণা সকল বিচ্ছুরিত হয়েছে। একদিন এই সমস্ত স্ফুলিঙ্গই অগ্নি রূপে বিকশিত হবে—সমস্ত জীবই যে রসামৃত সিন্ধুর বিন্দু সেই সিন্ধুতে সম্প্রবারিত হবে। তখন তারা বেদের মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি ক'রে বল্‌তে পারবে—সোঽহং অহং ব্রহ্মাস্মি। জীবের এ নিয়তি একদিন না একদিন পূর্ণ হবেই হবে। যতদিন না হয়, ততদিন আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আধারের প্রভেদে আধেয় ভিন্ন হয় না। সেইজন্যই বেদের মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি', "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। সেইজন্যই

উপনিষদের ঋষি তারস্বরে ঘোষণা করেছেন, ব্রহ্ম দাশাঃ ব্রহ্ম কিতবাঃ। কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ব্রহ্ম নয়; দীনহীন, মূর্খ, স্খলিত, আর্ত্ত, পীড়িত সকলেই ব্রহ্ম। সেইজন্য গীতা পাশ্চাত্য Social Equalityর এক গ্রাম উপরে উঠে বলেছেন :—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

শুধু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় নয় এমন কি শুধু অন্ত্যজ, চণ্ডালও নয়, গরু কুকুর হাতী, —তত্ত্বদৃষ্টি যাঁর আছে তিনি এদের মধ্যেও সাম্য প্রতিষ্ঠা করেন।

একথা যদি ঠিক হয়, প্রত্যেক জীব যদি শিব হয়,—তবে যে আমরা মুষ্টিমেয় উচ্চস্তরের অভিজাত হিন্দু আভিজাত্যের অভিমানে কোটি কোটি নিম্নস্তরের হিন্দুকে অবজ্ঞাত—এমন কি অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছি, এর সমর্থন কোথায়? এই জাতিদ্রোহ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি? এই নিবিড় কলঙ্ককালিমা আমাদের ধৌত করতেই হবে। আমাদের ভুললে চলবে না যে এই অস্পৃশ্য-সমস্যার একটা রাজনৈতিক দিক্ আছে। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, এখন কয়েক বৎসর হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষ পুরা দমে চলবে এবং ভারতীয় জাতি-গঠনে প্রতিবন্ধকতা করবে। এই শোচনীয় অবস্থার জন্য কে বা কাহারা দায়ী এখানে তার বিচার করব না। দেশের এই দুর্দ্দশার দিনে নিম্নবর্ণের হিন্দু যাদিগকে আমরা অবজ্ঞার চক্ষে দেখি এবং যাদের untouchable (অস্পৃশ্য) ক'রে রেখেছি—তারা যদি হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ ক'রে মুসলমান বা খ্রীষ্টান হ'য়ে যায়, তবে হিন্দুদের আরও বলক্ষয় হবে এবং তার ফলে ভারতের রাজনৈতিক আকাশ আরও ঘনঘটাচ্ছন্ন হ'বে। কিন্তু আমি বর্ত্তমানে রাজনীতির দিক্ দিয়ে এ প্রশ্নের আলোচনা করি নাই। আমি ধর্ম্মের দিক্ দিয়ে, শাস্ত্রের দিক্ দিয়ে এর আলোচনা করলাম।

স্মরণ রাখবেন, যতদিন প্রকৃত হিন্দুভাব হিন্দুজাতির মজ্জাগত ছিল ততদিন এই অস্পৃশ্য-সমস্যা মস্তক উত্তোলন করতে পারে নাই। এমন কি এই সকল অবজাতের মধ্যেও অনেক সাধু মহাত্মা আবির্ভূত হয়ে উচ্চবর্ণের পূজা ও সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। এজন্য আমার মনে হয়, যদি অস্পৃশ্য-সমস্যার প্রকৃত সমাধান করতে হয়, তবে আমাদের সেই প্রাচীন যুগের উদার ভাবে ভাবিত হতে হবে এবং প্রত্যেক মানুষকে সেই জগন্নাথের সচল প্রতিমূর্ত্তি মনে করে বহুমান করতে হবে।

আমি এ কথা বলি না যে যিনি সাধক, যিনি নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সহিত নিবৃত্তির পথে অগ্রসর হয়ে ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিতে চান, তাঁরপক্ষে বাহ্য ও আন্তর শৌচ অদরকারি। তিনি সদাচারপূত হয়ে সাধুবৃত্তি অবলম্বন করে সাধন মন্দিরের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করুন, আমরা সাধারণ সংসারী জীব তাঁর সংস্পর্শে ধন্য হই। তিনি সিদ্ধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যদি আমাদের মত কুভাব-প্রচারী কদণু-বিচ্ছুরী মানুষকে স্পর্শ না করেন, আমাদের স্পৃষ্ট অন্নজল গ্রহণ না করেন, তাতে আমি আপত্তি করব না। কিন্তু আমার মত পাপীতাপী মানুষ যদি আভিজাত্যের গর্ব্বে অভিমানের কুণ্ডলীতে আসন পেতে দম্ভের বশে অন্য বর্ণের লোককে ঘৃণা করি, অস্পৃশ্য ক'রে রাখি,—তবে বিধাতার রোষবহ্নি একদিন সংধুক্ষিত হ'য়ে আমাকে দগ্ধ করবেই।

এই প্রসঙ্গে 'শুদ্ধি'র কথা কিছু বলতে চাই। বর্ত্তমানে ভিন্নধর্ম্মী ব্যক্তি—মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি—যদি স্বেচ্ছায়, শুভবুদ্ধির প্রেরণায় হিন্দু হ'তে চায়, তবে তাকে আমরা গ্রহণ করব কি না? এ প্রশ্নেরও একটা রাজনৈতিক দিক্ আছে এবং সেইজন্যই এ প্রশ্ন নিয়ে হিন্দু মুসলমানে কিছু মনোবাদ ঘটেছে। আমি আমাদের মুসলমান ও খৃষ্টান ভ্রাতৃগণকে বলতে চাই যে, তাঁরা যদি হিন্দুদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে দীক্ষিত করবার অধিকার স্বাধীন ভাবে পরিচালন করবার দাবি রাখেন, তবে হিন্দুদের সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন কেন? এ ক্ষেত্রে আমরা সকলে তুল্যমূল্য হ'ব না কেন? অবশ্য আমরা কোনরূপ বল-প্রয়োগ করবো না—এক হাতে বেদ অন্য হাতে বন্দুক—একদিকে বেদান্ত অন্য দিকে বজ্রাগ্নি—এরূপ কোন প্রথার প্রশ্রয় দিব না। কিন্তু সংযত ও সংহতভাবে 'গোত্রং নো বর্দ্ধতাং'-এ নীতির অনুসরণ করব না কেন?

আমাদের নিজের দিক্ হ'তে কেহ কেহ হয়ত আপত্তি করবেন—'এ তোমরা করচ কি? হিন্দুধর্ম্ম ত' কোনদিন প্রচারক ধর্ম্ম (Proselytising religion) ছিল না—যে হিন্দু-গণ্ডীর বাহিরে সে বাহিরেই থাকুক—এমন কি যদি সে এক-পুরুষেরও অহিন্দু হয়, যদি সে নিজেই যৌবনের ভ্রান্তিবশে বা প্রলোভনে প'ড়ে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রে থাকে এবং এখন অনুতপ্ত চিত্তে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে স্বধর্ম্মে ফিরে আসতে চায়, তথাপি তাকে আমরা জোর করে বাহিরেই রাখব' ভাল কথা! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি একি হিন্দুর উপযুক্ত কথা? আর জিজ্ঞাসা করি একি ভারত-ইতিহাসের সমঞ্জস কথা? রাজপুতানার অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়, কোঙ্কনের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ এবং ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের শাকদ্বীপী বিপ্রের কথা নাই

বা তুলিলাম। কিন্তু গারো নাগা কোল ভিল প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি এবং কেরল কুরুম্বা প্রভৃতি আর্য্যেতর জাতির কথা মন থেকে কি ক'রে মুছে ফেলি? তা' ছাড়া যদি চিন্তা-রথে চ'ড়ে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন যুগে বিচরণ করি, তবে কি দেখতে পাই? সেই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে যখন আর্য্যজাতি এই ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হ'ল, তখন তারা একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতির ও ভিন্ন রকমের সভ্যতার সংস্পর্শে এল। কিছুদিন দ্রাবিড়দের সঙ্গে খুব সংঘর্ষ চল্‌ল—অনার্য্য জাতি 'দাস' 'দস্যু' এই সব আখ্যায় আখ্যাত হ'তে লাগল। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই অনার্য্যেরা আর্য্য সমাজের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থান লাভ করলে—এমন কি অনার্য্য দেবতারা পর্য্যন্ত আর্য্যদের মণ্ডলীর মধ্যে আসন পেতে বসল। কিছুদিন পরে শোনা গেল যে আর্য্যদের যে 'শেবধি'—সাধনার নিধি বেদ—শূদ্রদের তা থেকেও বঞ্চিত করা হবে না।

যথেমাং বাচং কল্যাণীম্ আবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়॥ যজুঃ, ২৬।২

আপস্তম্ব তথনকার আর্য্য সমাজে প্রচলিত রীতির অনুসরণ ক'রে সূত্র করলেন—ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণম্ আপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ। বস্তুতঃ যে জাতি উল্লিখিত ভাবে ভাবিতে পারে, যে ভগবানের ব্যাপকতা ও জীবের ঘনিষ্ঠতা—Immanence of God and Solidarity of Man অনুভব করতে পারে, তার মন থেকে গণ্ডী ও গোষ্ঠীর সংকীর্ণতা দূর হ'য়ে চিত্ত-বীণায় একটা উদাত্ত উদার সুর নিয়ত ঝঙ্কৃত হ'তে থাকে; সে দ্বৈপায়ন (Insular) থাকতে পারে না, সে আন্তর্জ্জাতিকতা বা Internationalismএর জন্য উৎসুক হয়; এবং চরমে এভাবে সুপ্রতিষ্ঠ হ'লে বিশ্বজনীনতায় বিভোর হ'য়ে বলতে থাকে:—

মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
ভ্রাতরো মনুজাঃ সর্ব্বে স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

কেহ কেহ আশঙ্কা করছেন যে, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করলে ও শুদ্ধির প্রচলন করলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হ'বে। এ আশঙ্কা আমি অমূলক মনে করি। যে বিকৃত বর্ণাশ্রমের ফলে ধর্ম্ম ঠাকুরঘর ছেড়ে রান্নাঘরে প্রবেশ করেছেন (স্বামী বিবেকানন্দ যাকে ছুৎধর্ম্ম বলতেন), হয়ত ঐ বিকৃত ধর্ম্মের গায়ে একটু আধটু আঁচ লাগতে পারে; কিন্তু প্রকৃত বর্ণাশ্রম—ঋষিদের প্রতিষ্ঠিত বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের এ'তে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণতা হবে না। আমি স্বয়ং

বর্ণাশ্রমের পক্ষপাতী। আমার মতে চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজই আদর্শ সমাজ। গীতায় ভগবান্ বলেছেন:—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"—

একথা যদি সত্য হয় তবে সমস্ত জগতে চতুর্ব্বর্ণ থাকতেই হবে। সকল সমাজেই এমন সব লোক আছেন, যাঁদের ভিতর সত্ত্বগুণ প্রধান, তাঁরা ব্রাহ্মণ। যাঁদের মধ্যে রজোগুণ প্রধান তাঁরা ক্ষত্রিয়। যাঁদের রজোগুণে তমের অনুবেধ, তাঁরা বৈশ্য। আর যারা তমঃপ্রকৃতি, তারা শূদ্র। শূদ্র প্রকৃতি—শূদ্র জাত নয়। ঐ চাতুর্ব্বর্ণ্যের গুণ বৈষম্যই কর্ম্ম বিভাগের ভিত্তি।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ গীতা, ১৮।৪১

বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন, যুদ্ধের পর থেকে ইউরোপে একটা বিপুল বিপ্লব চলেছে। অভিজাত ও অবজাতের মধ্যে কলহ, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, বণিক ও শ্রমিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সমাজের সকল স্তরে একটা বিতণ্ডা একটা অস্বস্তির আগুন জ্বলে উঠেছে। যেন এর শেষ নাই। এই পাশ্চাত্য জাতিদের জীবন যদি সমঞ্জস করতে হয়, তা'হলে যে আদর্শ প্রাচীন কালে ঋষিরা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যতদিন সেই বর্ণাশ্রম-আদর্শ ইউরোপীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন তাদের মঙ্গল হবে না। মনে রাখবেন ঋষিদের ঐ আদর্শ একটা monastic আদর্শ নয়। প্রাচীন হিন্দুদিগের দৃষ্টি শুধু পরলোকের দিকেই নিবদ্ধ থাকত, জগতের দিকে তাঁ'দের চোখ্ উদাসীন ছিল—একথা সত্য নয়। আমাদের শাস্ত্র বলেছেন—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবর্গেরই সেবা ক'রবে।

ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ
যো হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ।

সঙ্গে সঙ্গে তারা বলেছেন, অর্থ ও কামের উচ্ছৃঙ্খল অনুধাবন একেবারেই শ্রেয়ঃ নয়। তাই তাঁরা আর্য-জীবনকে চারি আশ্রমে সুবিন্যস্ত করেছিলেন—ব্রহ্মচারী ভূত্বা গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। Die in harness—বল্‌গা কামড়ে মৃত্যু, সাঁজোয়া পোরে মহাশয্যা—এটা তাঁদের আদর্শ ছিল না। এই সব ভেবেই তাঁরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আরও স্মরণ রাখবেন প্রাচীন ভারতের সুবর্ণ যুগে—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যখন একটা সজীব প্রতিষ্ঠান ছিল, তখন এই বর্ণবিভাগ সমাজের পক্ষে একটা কঠিন নাই-

নড়ন-চড়ন নিগড়-শয্যা ছিলনা। তখন উচ্চ তিন বর্ণের প্রত্যেকের পক্ষে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। দায়ভাগকার জিমুতবাহন লিখেছেন :—

অস্তি চ সবর্ণানুলোমস্ত্রী-পরিণয়ম্। যথা চ মনুঃ। সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি। কামতস্তু প্রবৃত্তানাং ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ॥ শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য, সাচ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে। তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুঃ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ। * * এতাঃ পরিণীতা এব ভার্য্যা ভবন্তি। তথা চ পৈঠীনসিঃ। চতস্রো ব্রাহ্মণস্য পরিণীতাঃ তিস্রো দ্বে চৈকা চেতরেষাম্।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ চারিবর্ণেরই স্ত্রী ভার্য্যারূপে গ্রহণ করতে পারেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা ভার্য্যারূপে নিয়ত ছিল। বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রী পরিণয় করতে পারতেন। শূদ্রের পক্ষে কেবল শূদ্রা স্ত্রীই নির্দ্দিষ্ট ছিল। শুধু তাই নয় —নিম্নবর্ণের মানুষ সুযোগ্য হলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারতেন। বিশ্বামিত্রের বিখ্যাত দৃষ্টান্ত সকলেরই সুবিদিত। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের আলোচনা করলে দেখা যায়, কয়েক জন ক্ষত্রিয় বিপ্রত্বলাভ ক'রে বেদ বিভাগে সহায়তা করেছিলেন—এমন কি কেহ কেহ বেদমন্ত্রের ঋষি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মেধাতিথি, হিরণ্যনাভ এবং কণ্বের—উল্লেখ করা যেতে পারে। ইহাদিগকে লক্ষ্য করে শ্রীধরস্বামী বলেছেন—ক্ষত্রিয়াঃ এব সন্তঃ কেনচিৎ কারণেন ব্রাহ্মণাঃ বভূবুঃ। তবেই দেখা গেল যেখানে স্বভাবের বলে কেহ ব্রাহ্মণ প্রকৃতি পেয়েছে, কিন্তু কর্ম্মফলে অন্যবর্ণে জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের তাঁরা তুলে নিতেন। এইরূপ চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ দ্বারা তাঁরা মনুষ্য সমাজ সুবিন্যস্ত এবং চারি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দ্বারা মানব জীবন সমঞ্জস করেছিলেন—মানুষে মানুষে একটা খামখেয়ালি বিচ্ছেদ চিরস্থায়ী করেন নি।

শুধু তাই নয়—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় দেখতে পাই স্নাতক-ব্রতধারী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের পক্ষেও ব্যবস্থা ছিল যে, তিনি কৃতদাস, গোপালক, নাপিত, কুলমিত্র ও অর্দ্ধশীরী —ইহাদের স্পৃষ্ট পক্কান্ন গ্রহণ করতে পারতেন।

এখন আমরা রাঢ়ী বারেন্দ্র এক পংক্তিতে ভোজন করি না, কিন্তু মহাভারতে সভাপর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞের বিবরণে দেখতে পাই ব্রাহ্মণভোজনে শূদ্র দাসেরা অন্নাদি পরিবেশন করছে।

ওদনানাং বিকারাণি স্বাদুনি চ বহূনি চ।
বিবিধানি চ ভক্ষ্যাণি পেয়ানি মধুরাণি চ॥
দদুর্দ্বিজানাং সততং রাজপ্রেষ্যা মহাধ্বরে।—সভাপর্ব্ব, ৭১।১১-২।

প্রেষ্য অর্থে দাস। প্রেষ্যো দাস ইত্যমরঃ।

তবেই দেখা যায় যে, এই সকল বিষয়ে আমাদের মধ্যে এখন যেরূপ কড়াকড়ি নিয়ম, পূর্ব্বকালে সেরূপ ছিল না। অবশ্য একথা স্বীকার করি যে পরবর্ত্তী যুগে যখন শক, হুন গ্রীক, মোগল পাঠান প্রভৃতি বিধর্ম্মী কর্ত্তৃক ভারতপ্লাবনের সম্ভাবনা হ'ল তখন ঋষিরা বল্গা সংযত করলেন, নিয়ম কঠোর করলেন, গণ্ডী সঙ্কীর্ণ করলেন। এইরূপে হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষা করল। যেমন পাষাণ প্রাকার গেঁথে সমুদ্রের বীচিক্ষোভ বারণ করা যায়, সেইরূপ এই সকল প্রাকার রচনা করে ঋষিরা হিন্দুসমাজকে রক্ষা করলেন। ফলে তাতার পারস্য, তুর্কী মঙ্গোলিয়া সমস্ত প্লাবিত হয়ে গেল ; কিন্তু ভারত ভারতই রহিল।

এখনকার দিনকাল বুঝে আমাদের আবার সেই পূর্ব্বযুগের উদার আদর্শে ফিরে যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যা মর্ম্মবাণী তা' স্মরণ রাখতে হবে। কিন্তু ঐ বাণীর এরূপ অর্থ নয় যে, 'মানুষকে আমরা অবনত করে রাখবো, মানুষকে ঘৃণার চক্ষে দেখবো, মানুষকে অস্পৃশ্য বিবেচনা করবো এবং কোটি কোটি লোককে নির্য্যাতিত করে নিজেরা বিড়ম্বিত ও অধঃপতিত হব।

এ সম্পর্কে ভাগবত পুরাণে একটি বড় আশার বাণী আছে। সেইটি আপনাদের শুনিয়ে আমার বক্তব্যের উপসংহার করতে চাই।

দেবাপি শান্তনোর্ভ্রাতা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
কলাপগ্রামমাসাতে মহাযোগাবলান্বিনৌ॥
তাবিহেত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ।
বর্ণাশ্রমযুতং ধর্ম্মং পূর্ব্ববৎপ্রথয়িষ্যথ॥—ভাগবত ১২।২ ৩৭-৮

'মহর্ষি দেবাপি ও মরু—যাঁরা মহাযোগ অবলম্বন করে কলাপ গ্রামে অবস্থিতি করছেন, তাঁরা কলির অন্তে ভগবান্ বাসুদেবের প্রেরণায় পূর্ব্ববৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করবেন'। এ প্রসঙ্গে পূর্ব্ববৎ পদটির প্রতি লক্ষ্য করবেন।

পরিশেষে এই প্রার্থনা করি—যাঁরা আমাদের ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃত নায়ক ও চালক, যাঁরা এই হিন্দু ধর্ম্মের ধারক পালক ও রক্ষক, যাঁরা বাধাবিপত্তির মধ্যে এই হিন্দু জাতিকে সঞ্জীবিত রেখেছেন, যাঁদের করুণার ধারা যুগযুগান্ত অজস্র ধারে এই ভারতবর্ষের উপর বর্ষিত হয়েছে, সেই ত্রিকালদর্শী অমোঘবীর্য্য অকুণ্ঠশক্তি অমিতদ্যুতি মহর্ষিদিগের কৃপাবিন্দু এই হিন্দু সভাকে অভিষিক্ত করুক—তাঁহাদের শুভাশীর্ব্বাদে এই প্রতিষ্ঠান সফল ও জয়যুক্ত হউক।

নমঃ পরম ঋষিভ্যো নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ॥

ডাক্তার স্যার কৈলাসচন্দ্র*

বিগত ৫ই মাঘ, ইংরাজি ১৯এ জানুয়ারী, কায়স্থগগনের একটী দীপ্ত নক্ষত্র অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। বিখ্যাত ডাক্তার স্যর কৈলাস চন্দ্র আর ইহধামে নাই। তাঁহার জন্য শোক করিবার কিছুই নাই। তিনি বিপুল ধন-মান-যশ অর্জ্জন করিয়া পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র সম্মিলিত সোনার হাট বসাইয়া রাখিয়া আনন্দধামে প্রয়ান করিয়াছেন, সাংসারিক মানবের প্রার্থিত গতিলাভ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার জীবন-কথা আলোচনা করিলে আমাদের লাভ আছে মনে হওয়ায় সংক্ষেপে তাহা কীর্ত্তন করিতে অগ্রসর হইতেছি। সৎকর্ম্মশীল মানবের চরিত্রই সাধারণ মানব-সমাজকে সৎকর্ম্মে আকৃষ্ট করতঃ সৎকর্ম্ম-পরায়ণ করিয়া তোলে।

কলিকাতা-সমাজে কৈলাসচন্দ্রের বংশ সিমুলিয়ার বসু নামে পরিচিত হইলেও তাঁহারা এখানকার আদি অধিবাসী নহেন। প্রায় ১৩০ বৎসর পূর্ব্বে হুগলী জেলার জয়রামপুর গ্রাম হইতে কৈলাসচন্দ্রের প্রপিতামহ গৌরীচরণ বাণিজ্য ব্যপদেশে কলিকাতা আসেন এবং জাহাজের কাজে বিস্তর অর্থার্জ্জন করেন। তিনিই সিমলা মধুরায় লেনে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। তদবধি ইঁহারা সিমলার বসু নামে বিখ্যাত। গৌরীচরণের চারি পুত্রের মধ্যে নীলমণি দ্বিতীয়। নীলমণির দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে মধুসূদন জন্মলাভ করেন। নীলমণির ন্যায় মধুসূদনও বাণিজ্য ব্যবসায়ে সুদক্ষ ছিলেন। মধুসূদন পাইহাটীর জমিদার ৺ বিশ্বনাথ ঘোষ চৌধুরীর কন্যা প্যারীমণির পাণিগ্রহণ করেন। কৈলাসচন্দ্র এই দম্পতির মধ্যম পুত্র। কৈলাসচন্দ্র ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর (১২৫৬ বঙ্গাব্দে ৯ই পৌষ) রাত্রিকালে ভূমিষ্ঠ হন।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। পরিণত বয়সে তাহাই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে নানা ক্ষেত্রে যশস্বী করিয়া তুলিয়াছে। বাল্যকালেও তিনি লেখাপড়ায় অমনোযোগী ছিলেন না। মধুসূদন স্কুলে যাইবার উপযুক্ত বয়স হইলেই তাঁহাকে কলিকাতা ট্রেনিং একা-

* কায়স্থ-পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখিত 'মহানুভব কৈলাসচন্দ্র' নামক পুস্তিকা হইতে সংগৃহীত।

ডেমীতে (Calcutta Training Academy) ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার অল্পকালপরে কৈলাসচন্দ্রের পিতার হঠাৎ ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটে।

১৮৬৪ সালে ৫ই অক্টোবর কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে যে ভয়ঙ্কর ঝড় হয়, তাহাতে বহু জাহাজ জলমগ্ন হয়—কতক বা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। অনেক বাড়ী ভূপতিত ও মানুষ নিহত হয়। কৈলাসচন্দ্রের পিতার কারবারের জাহাজগুলিও ধ্বংস হইয়া যায়। মধুসূদন একপ্রকার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ঘোর দুর্দ্দশায় নিপতিত হন। তথাপি তিনি কৈলাসচন্দ্রের সুশিক্ষাদানের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই। প্রবেশিকা-শ্রেণীতে উঠিয়া কৈলাসচন্দ্র হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি হন। তিনি ইংরাজী ভাল জানিতেন। গণিতে কাঁচা ছিলেন। এ সময় তাঁহার কঠিন ব্যারাম হয়। ব্যারামের জন্য নীতিমত পড়িতে পারেন নাই বলিয়া পরীক্ষা দিতে আত্মীয়গণ নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি পরীক্ষা দিতে ক্ষান্ত হন নাই। ফল বাহির হইলে জানা গেল তিনি দ্বিতীয় বিভাগে পাশ হইয়াছেন। এণ্ট্রান্স পাস হইয়া তিনি আইন শিক্ষায় মনোযোগী হন, পিগট (Piggot) কোম্পানীর আফিসে আর্টিকেল্ ক্লার্ক নিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে থাকেন। কয়েক মাস কাজ করিবার পরে তাঁহাকে একখানা খসড়া লিখিতে দেওয়া হয়। মক্কেলদের নিকট মোকদ্দমার বিবরণ শুনিয়া তিনি একখানা খসড়া লিখিয়া উর্দ্ধতন সাহেবকে দেন। তিনি খসড়া খানা দেখিয়া মুসাবিদার খুব প্রশংসা করেন। অতঃপর বলেন, "এই এই ঘটনা উহাতে যোগ করিয়া দাও।" কৈলাস চন্দ্র দেখিলেন—ঐরূপ পরিবর্ত্তন করিলে মিথ্যা লিখিতে হইবে, কেননা মক্কেলগণ ঐরূপ কথা কখনও বলে নাই। তিনি তৎপর দিন আর অফিসে গেলেন না, সত্যনিষ্ঠার জন্য আইন শিক্ষার সখ এই খানেই শেষ হইয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে পিতার আদেশে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু অল্পকাল পরে শবব্যবচ্ছেদের (Dissection) সময় যখন আসিল তখন তিনি শবব্যবচ্ছেদ করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় কলেজের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। ইহার পর প্রায় দুই বৎসর তিনি নিশ্চেষ্ট অবস্থায় বসিয়া ছিলেন। দুই বৎসর অন্তে পুনরায় মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইয়া রীতিমত যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিতে থাকেন। শবব্যবচ্ছেদের অনিচ্ছাও তিরোহিত হইয়া যায়, তিনি ১৮৭২ সালে প্রথম এল, এম, এস্ (First L. M. S.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তারপর দুইবৎসর অধ্যবসায় সহ অধ্যয়ন করত ১৮৭৪খ্রীষ্টাব্দে

শেষ এল, এম, এস (Final L. M. S.) পাশ করিয়া আত্মীয় বৃন্দের হর্ষোৎপাদন করেন।

ডাক্তার হইয়া কৈলাস চন্দ্র চিকিৎসা বিভাগে কর্ম্মপ্রার্থী হন। মেডিক্যাল কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ এস, বি পাট্রীজ (S. B. Partridge) মহাশয় নিদান পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে রেসিডেণ্ট মেডিক্যাল অফিসারের (Resident Medical officer) পদে নিযুক্ত করেন। তিনি দুই বৎসর যোগ্যতার সহিত কর্ম্ম করিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই বিচক্ষণ চিকিৎসকরূপে খ্যাতি লাভ করেন। মারবারী সমাজে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাব লক্ষিত হইত। চিকিৎসার খ্যাতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রভূত ধনার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বঙ্গের বাহিরেও তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুদূর রাজপুতনা প্রভৃতি স্থানেও তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য আহূত হইয়া যাইতে হইত। ডাক্তার কৈলাস চন্দ্র শুধু চিকিৎসা করিয়াই যশস্বী হন নাই। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ও ঔষধ সংক্রান্ত গবেষণা মূলক প্রবন্ধ লিখিয়াও তিনি তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই সকল মৌলিক প্রবন্ধ ইংলণ্ড ও আমেরিকার অনেক সংবাদ পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। ডায়বিটিজ (Diabetes), কলেরা (Cholera), কুইনাইন (Quinine) প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ চিকিৎসক-মণ্ডলী-কর্ত্তৃক নজীর স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। কোকেন (Cocaine) সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ শুধু যে ভারত ও ইংলণ্ডের পত্রিকাতে সম্পূর্ণরূপ উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহা নহে; জার্ম্মাণ ফরাসী সাময়িক পত্রেও সাদরে, উহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্যার কৈলাসচন্দ্র কলিকাতা মেডিক্যাল সোসাইটি প্রভৃতি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান সমূহে বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন; ঐ সকল প্রবন্ধেও তাঁহার প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য প্রকটিত হইয়াছে।

তিনি অস্ত্র-চিকিৎসার নিদানে ও ঔষধ-প্রয়োগে সুনিপুণ ছিলেন। চিকিৎসা-বিদ্যায় তিনি যে অসাধারণ ক্ষমতাবান্ ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তিনি যে শুধু ডাক্তারীতেই সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা নহে। স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠায়, দানে, স্বদেশীয় নরনারীর অভাব বিমোচনে, সামাজিকতায় তিনি যে আন্তরিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে অক্ষয় যশের অধিকারী করিয়াছে।

সাধারণ দানে কৈলাসচন্দ্রের স্থান অতি উচ্চে। বঙ্গীয় পশুশালা ও হাঁসপাতাল তাঁহারই প্রদত্ত ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারই চেষ্টায় ও সংগৃহীত অর্থে তদুপরি গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালের মধ্যে স্বব্যয়ে অবস্থানকারী রোগীদের জন্য তিনটী গৃহ তাঁহারই অদম্য চেষ্টায় নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ হাঁসপাতালের সংগ্রামের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ও ডাফ্‌রিণ হাঁসপাতালের রোগীদের বাসস্থানের জন্য এবং পুরীতে যাত্রিগণের কলেরা নিবারণ ও বাসস্থানের অভাব দূরীকরণ জন্য, পুরীর যাত্রী হাঁসপাতালে স্ত্রীলোকদের পৃথক্ চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ জন্য, গবর্ণমেণ্টের হস্তে তিনি স্বয়ং ও বন্ধুগণ এবং সাধারণের নিকট হইতে মোট দুইলক্ষ ষোষট্টি হাজার টাকা দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত পুরীতে পরিস্রুত জল সরবরাহ জন্য একটী ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ভাণ্ডারেও দশহাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

পুরীতে কুষ্ঠকুটীর স্থাপন ও তাহার যথাসাধ্য উন্নতি বিধানের জন্য তথাকার গবর্ণমেণ্টকে সারে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। সাধারণের সুবিধার জন্য কৈলাসচন্দ্র সর্ব্বদাই মনোযোগী ছিলেন। হাওড়া পোলের নিকট স্ত্রীলোকদের স্নানের ঘাট নির্ম্মাণার্থ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। কালীঘাটের ধর্ম্মশালা তাঁহারই দেশসেবার নিদর্শন। ইহার জন্য তিনি কলিকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যানকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ও কবিরাজকে ইহার উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টকে চল্লিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। কিণ্ডার গার্টেন পার্ক তাঁহারই যত্নের ফল। কোন বন্ধুর নিকট হইতে ইহার জন্য তিনি পঁয়ষট্টি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। মাতৃমন্দির (Maternity Home) নির্ম্মাণার্থ তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা তাঁহার বন্ধু রায় বলদেব চুড়ওয়ালা বাহাদুর কর্ত্তৃক দেওয়াইয়াছেন।

কলিকাতা ট্রপিক্যাল্ স্কুল স্থাপনের তিনিই প্রধান সহায়ক। এতদর্থে আড়াই লক্ষ টাকা তিনি সংগ্রহ করিয়া দিয়া দেশবাসীর চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। তিনি অর্থ সংগ্রহ করিয়াও স্বয়ং অর্থ দান করিয়া যেমন দেশের জন্য ও সাধারণের উপকারের চেষ্টা করিয়াছেন তদ্রূপ গবর্ণমেণ্টকেও নানা বিষয়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়া উপকৃত করিয়াছেন।

বড় বড় দান ব্যতীত ছোট ছোট দানও তাঁহার যথেষ্ট। প্রার্থীকে তিনি

কখনও প্রত্যাখ্যান করেন নাই; চিঠিবাক্যে যাহা হয় কিছু দিয়া বিদায় করিয়াছেন।

ডাক্তার কৈলাস চন্দ্রের হৃদয় দয়ার সাগর ছিল। ধনী দরিদ্র উভয় রোগীকে সমান যত্নে তিনি দেখিতেন, সমান ভাবে ব্যবস্থা দিতেন। কেহ বিশেষ বিরক্তির হেতু হইলেও ক্রোধ প্রকাশ করিতেন না।

সার কৈলাস চন্দ্র, তাঁহার উদার চরিত্রগুণেই রাজার দরবার হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত সমভাবে আদৃত ছিলেন। দেশবাসী শুধু তাঁহাকে বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা করিতেন এমন নয়, গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তাই তাঁহাকে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর সম্মান দানে ভূষিত করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর; সি, আই, ই, সর্ব্বশেষ নাইট উপাধি মণ্ডিত করেন। প্রথম শ্রেণীর কাইসর-ই-হিন্দ (Kaiser-i-Hind) পদকও প্রদান করিয়াছিলেন, ও বি, ই (O.B. E) উপাধিতেও তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

বেসরকারী নানা সম্মানেরও তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন। ১৯০৪, ১৯১১, ১৯১৬, ১৯২১ ও ১৯২৬ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব, পাবলিক হেল্‌থের (Royal institute of Public health) ফেলো মনোনীত হইয়াছিলেন। ব্রিটিস মেডিকেল এসোসিয়েসনের (British Medical Association) ও গভার্ণিং বডি অব দি ষ্টেট্ মেডিক্যাল ফেকাল্‌টী অব্ বেঙ্গলের (Governing body of state medical faculty of Bengal) সদস্য ছিলেন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কংগ্রেস (Indian Medical Congress) এর ও কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাবের (Calcutta medical club) সভাপতি ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীরও সহকারী সভাপতির পদ তিনি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

সার কৈলাসচন্দ্র নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তিনি মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি সমাজে অন্তরঙ্গরূপে মিশিয়াও হিন্দুর আচার ভ্রষ্ট হন নাই। বরং সর্ব্বদা হিন্দুর সদাচার রক্ষায় যত্নবান্ ছিলেন। একটী ঘটনার উল্লেখ করিলেই ইহা উপলব্ধি হইবে। নয় বৎসর পূর্ব্বে বড়লাট ও ষ্টেট্ সেক্রেটেরীর উপস্থিতিতে গবর্ণমেণ্ট হাউসে এক ভোজে ডাক্তার কৈলাস চন্দ্র নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। গভর্ণরের সেক্রেটেরী মিঃ গুরলেকে তিনি লিখিয়া জানান যে এইরূপ ভোজে যোগদান করা তাঁহার সামাজিক আচার বিরুদ্ধ। প্রাইভেট সেক্রেটেরী গুরলে সাহেব তদুত্তরে,

ভোজের পর দেখা করিলে বড়লাট ও ষ্টেট্ সেক্রেটেরী অগাধ সন্তোষ লাভ করিবেন, এইরূপ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। স্বধর্ম্ম সদাচার রক্ষা করিলে জ্ঞানীর নিকট সম্মান প্রতিপত্তি হ্রাস হয় না, ইহাই তাহার প্রমাণ।

স্যার কৈলাসচন্দ্রের এইরূপ বিশ্বাস ছিল, যে ধর্ম্মনীতি ও ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করিলেই ধর্ম্মের উচ্চাদর্শে উপনীত হওয়া যায়। সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি তাঁহার বড় শ্রদ্ধা ছিল না। ১৮৮৫ সালে তাঁহার জীবনে এক বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। তাঁহার সহাধ্যায়ী ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের পরম ভক্ত ছিলেন। পরমহংস দেবের গলায় ঘা হইয়া অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে—ভক্তগণের ইচ্ছানুরূপ চিকিৎসা চলিতেছে। তাঁহারা নিজ নিজ বিশ্বাস মত কলিকাতা হইতে এক এক জন বড় ডাক্তার নিয়া তাঁহাকে দেখাইতেছেন। রাম চন্দ্র বন্ধু কৈলাসচন্দ্রকে ধরিয়া বসিলেন—"তোমাকে কাকুড়গাছী বাগানে ঠাকুরকে দেখিতে যাইতে হইবে।" কৈলাসচন্দ্রের ঠাকুরের সম্বন্ধে ভাল ভাব ছিল না বরং গলার ক্যান্‌সার হইয়াছে শুনিয়া হাসির সহিত বলিলেন—"যিনি সকলের ব্যাধি দূর করেন, তাঁহার আবার ব্যাধি?" তিনি যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু পরে বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে তথায় যাইতে বাধ্য হইলেন। দুইজনে গাড়ীতে যাইতে যাইতে কৈলাসচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা রাম, শুনতে পাই তোমার ঠাকুর ভগবান্—অন্তর্য্যামী! তাঁর চিকিৎসায় ডাক্তারের প্রয়োজন হয় কেন?" রামচন্দ্র বলিলেন—"তাঁর সঙ্গে আলাপ করিলেই বুঝতে পারবে, তিনি সামান্য মানুষ নন।" অবিশ্বাসী বিশ্বাসীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হইতে লাগিল; অবশেষে কৈলাসচন্দ্র বিক্রমের স্বরে বলিলেন—"রেখে দাও তোমার ঠাকুর। আমি অমন ঢের ঢের সাধু দেখেছি—মস্ত ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছু নয়—সাধু মানুষের আবার অসুখ কি? আমার ইচ্ছা তাঁর কান দুটী ধ'রে ছিড়ে দিই—তা হ'লে বুঝতে পারবে কেমন ডাক্তার!" এ কথা শুনিয়া রামচন্দ্র মর্ম্মাহত হইলেন। তাহার নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি কৈলাসের হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—"এমন কথা মুখে আনতে নাই ভাই—মহাপাপ হয়।" বন্ধুর কাতর অবস্থা দর্শনে কৈলাসচন্দ্র নীরব হইলেন। গাড়ী কাকুড়গাছী বাগানে পৌঁছিল। দুই জন গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। কৈলাস বলিলেন, "এস ভাই, এই পুকুর ঘাটে বিশ্রাম করা যাউক তারপর তোমার ঠাকুরের কাছে যাব। দেখব কেমন তিনি অন্তর্য্যামী।"

তাঁহারা যখন পুকুর ঘাটে বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময় একজন ভক্ত আসিয়া বলিলেন,—"ডাক্তার বাবুকে ঠাকুর ডাক্‌ছেন।" রামচন্দ্রকে কৈলাস বলিলেন, 'যাও হে!" রামচন্দ্র বলিলেন, "তোমার ডাক পড়েছে। আমাকে ঠাকুর ডাক্তার বলেন না।"

কৈলাস চন্দ্রের চিত্তে এক চিন্তার সৃষ্টি হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, রামকৃষ্ণ কেমন করে তাঁহাকে ডাকতে পাঠাইতে পারেন? ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে আহবানকারীর সঙ্গে চলিলেন। কৈলাস চন্দ্রকে দেখিবা মাত্র সহাস্যে পরমহংস দেব বলিলেন—"এস এস, ডাক্তার। তোমাকে দেখিবার জন্য প্রাণটা বড় ব্যাকুল হইয়াছে।" কৈলাস কি উত্তর করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। ঠাকুরের একবারে আপন করা কোমল স্বভাব, সুন্দর শান্ত মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন। ঠাকুর কৈলাসকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"তা ডাক্তার, তুমি আগে আমার রোগ দেখবে, না কান দুটা ছিড়ে দিবে?" হাসির মাত্রা আরও একটু বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ডাক্তার বল্‌তে পার, আমার কান দুটা ত অতিরিক্ত লম্বা নয়, তবে তোমার সে দুটার উপর এত ঝোঁক পড়্‌লো কেন?"

ঠাকুরের মুখে এই অপ্রত্যাশিত কথা শুনিবা মাত্র অতবড় দৃঢ়চিত্ত কৈলাসেরও ভাবান্তর জন্মিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"ইনি কেমনে এ সব জানিলেন? রামচন্দ্র ত তাঁহার নিকট এখনও যায় নাই? ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন কৈলাসচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইয়া পরমহংস দেবের চরণে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং সাশ্রুনয়নে করযোড়ে কহিলেন——"আমাকে ক্ষমা করুন, ঠাকুর, ক্ষমা করুন।" ঠাকুর তাঁহাকে কোলে টানিয়া নিয়া মস্তকে হাত দিয়া পরমস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সেই দিন হইতে রামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস দূর হইয়া গেল। অবশিষ্ট জীবন পরমহংস দেবের প্রতি অচলা ভক্তি লইয়াই তিনি কাটাইয়াছেন। সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি অশ্রদ্ধা অভক্তি তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। মহাভারত রামায়ণ তাঁহার অবশ্য পাঠ্য ছিল। হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি ও ব্রাহ্ম পণ্ডিতদের প্রতি অনুরাগের অভাব ছিল না। তিনি প্রত্যেক কর্ম্ম ধর্ম্মভাবের সহিত

মিশাইয়া করিতেন। তাঁহাকে সাংসারিক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের আদর্শ স্থল বলা চলে।

কৈলাস চন্দ্রের পারিবারিক জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায়—যদিও সামান্য শোক দুঃখের আঘাত তিনি অনুভব করিয়াছিলেন—তথাপি মোটের উপর উহা সুখকরই ছিল। তিনি ক্রমান্বয়ে তিনটী বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথম বিবাহ কলিকাতাবাসী বিমলাচরণ মজুমদারের কন্যা সুরথকুমারীর সহিত। দ্বিতীয় বিবাহ ঢাকা জেলার মানড়াদিবাসী মুরারিমোহন গোস্বামীর কন্যা যশোদার সহিত। তৃতীয় বিবাহ বৌবাজারের দেবেন্দ্র নাথ সরকারের কন্যা দুর্গেশ নন্দিনীর সহিত। কৈলাস চন্দ্রের ৭টী পুত্র (১) ও ৪টী কন্যা (২) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে একটী পুত্র অকালে কালকবলিত হয়। অবশিষ্ট পুত্র ও কন্যাগণের সকলেই কলিকাতার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন। পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, জামাতা ও পৌত্র পৌত্রীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি শেষ জীবন মধুময় করিয়াই তুলিয়াছিলেন। ধনে জনে এরূপ পরিপূর্ণ আনন্দ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে! কৈলাসচন্দ্র প্রকৃতই সুকৃতিসম্পন্ন লোক ছিলেন। এ হেন মহাপুরুষ কৈলাসচন্দ্র বিগত ১৯শে জানুয়ারী (১৯২৭, ৫ই মাঘ (১৩৩৩) দেশকে ও আত্মীয়বর্গ ও আশ্রিত ব্যক্তিগণকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া মহা প্রস্থান করিয়াছেন। জীবিত কালেও তিনি বহু গৌরব লাভ করিয়াছেন—মৃত্যুর পরেও দেশবাসী তাঁহাকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিতে ভুলে নাই। পরলোক গমনের অব্যবহিত পরেই টাউন হলে যে বিরাট শোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল; তাহার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন—লর্ড লিটন—বঙ্গের গবর্ণর মহোদয়। এরূপ লাট বেলাটের সহ দেশীয়গণের সম্মিলনে বাঙ্গালীর জন্য শোকসভা ইদানীং বোধ হয় এইটিই প্রথম। ইহাও কৈলাসচন্দ্রের মহানুভবতা ও প্রভাবের পরিচায়ক। কৈলাসচন্দ্রের জন্মে জাতি ধন্য হইয়াছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

(১) পুত্র।—(১) গোপাল চন্দ্র (২) উমাকান্ত (৩) উদয়চন্দ্র (৪) কুমারকৃষ্ণ (৫) সত্যচন্দ্র (৬) দ্যুতোৎকুমার (৭) প্রভাতকুমার।

(২) কন্যা—(১) প্রভাবতী (২) লীলাবতী (৩) শেফালিবতী (৪) বিভাবতী।

কায়স্থকুলগৌরব স্বর্গীয় রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর।

কালের কষ্টিপাথরে মানব জীবনের পরীক্ষা সকল যুগেই চলিয়া আসিতেছে; যাহা তুচ্ছ, তাহা উপেক্ষিত ও বিস্মৃত, যাহা সুন্দর, তাহা পূজিত ও বরণীয় হইতেছে। এই মানব জীবনের সৌন্দর্য্যেরই নাম মহত্ব এবং যিনি ইহার অনুভূতি পান, তিনিই মহাত্মা। যে সব মহাত্মা সংসারে আসিয়া পরমার্থকে লক্ষ্য করিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হন, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প এবং তাঁহারা আমাদের নমস্য। কিন্তু যাঁহারা এরূপ অগ্রসর হইয়া গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে পারেন, তাঁহারা সকলেই সমমর্য্যাদার অধিকারী নহেন, যদিও তাঁহারা সকলেই আমাদের পূজার অর্ঘ্য দাবী করিতে পারেন। সার্থকতার পথ বিভিন্ন, পাথেয়ও বিভিন্ন। যে সব মহাত্মা সংসারে বিশেষ কোনও প্রলোভনের অগ্নি-শিখায় পতিত হন নাই, তাঁহারা প্রলোভনকে দূরে রাখিয়াই চলিয়াছেন। প্রবল প্রলোভন থাকলে তাঁহাদের যাত্রাপথে অভ্রভেদী পাষাণ প্রাচীর উত্থিত হইত কি না, কে বলিতে পারে? আবার যে সব মহাত্মা সংসার পরিত্যাগ করিয়া প্রলোভনের নিকট হইতে পলাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরও মর্য্যাদা কম নহে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার্হ তিনিই, যিনি জনকের ন্যায় সংসারে থাকিয়া নির্লিপ্ত, ও সর্ব্ববিধ প্রলোভনের দ্বারা বেষ্টিত হইয়াও ঐহিক ভোগ বিলাসে অনাকৃষ্ট। তাঁহারাই প্রলোভনকে প্রকৃত জয় করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত সংগ্রামবিজয়ী বীর। ভগবান্ গীতায় তাঁহাদের কথাই বলিয়াছেন,

"যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগ মসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥"

দিনাজপুরের স্বর্গীয় রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর এই শ্রেণীর মহাপুরুষ ছিলেন। শাস্ত্রে রাজর্ষির উল্লেখ আছে, বর্ত্তমানে যদি বাঙ্গলাদেশে প্রকৃত রাজর্ষি কেহ ছিলেন, তবে রাধাগোবিন্দ তাঁহাদের অন্যতম। কৈশোরের শেষে বা প্রথম যৌবনে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। হিতোপদেশ-কার বলিয়াছেন—"যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা। একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ং"। স্বর্গীয় রায় সাহেব বাহাদুরের যৌবন, ধনসম্পত্তি ও

প্রভুত্ব ছিল, ছিল না কেবল অবিবেকতা, তাহার পরিবর্ত্তে ছিল পূর্ণ বিবেক। তাই তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল।

স্বর্গীয় রায় সাহেব বাহাদুরের মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পাঁচথুপি গ্রামে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে মহান্ বংশে জন্ম হয়। পাঁচথুপি প্রসিদ্ধ গ্রাম এবং উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের কেন্দ্রবিশেষ। এই গ্রামে বহু বৈষ্ণব সাধকের জন্ম হইয়াছে, বহু বৈষ্ণবের পদরজে ইহা ধন্য ও প্রেমাশ্রুধারায় সিক্ত। রায় সাহেব বাহাদুরের জনক পুণ্যশ্লোক জগৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বৈষ্ণবশিরোমণি ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবানের লীলামুখরিত শ্রীবৃন্দাবন ধামে বহু বৎসর বাস করিয়া প্রায় শত বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি এই মহাপুরুষের একখানি জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেম ও ঐকান্তিকী ভক্তির কথা জানা যায়। শৈশবে রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুরকে দিনাজপুরের স্বর্গীয় কমললোচন রায় সাহেব দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। দিনাজপুরের রায়সাহেব বংশ পরম ভাগবত। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের ইঁহারা ভ্রাতৃবংশ। দিনাজপুর জেলার সর্ব্ব প্রধান জমিদার, অর্থাৎ মহারাজ বাহাদুর ও রায়সাহেব বাহাদুর একই বংশ সম্ভূত। কমললোচন রায় সাহেব মহাশয় বিপুলধনী ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি ব্রতদর্পণ নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। দত্তক গৃহীত হইবার পর রাধাগোবিন্দ কিছু ইংরাজি, ফার্সি ও সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। ইংরাজি ১৮৫১ সালে তাঁহার জন্ম হয় এবং পনর বৎসর বয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তখন হইতে তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন ও বংশের প্রাচীন 'রায় সাহেব' উপাধি লাভ করেন ও তদবধি তিনি দিনাজপুরের রায় সাহেব বলিয়া লোক সমাজে পরিচিত। ১৮৭৪ সালে ভীষণ দুর্ভিক্ষে প্রজার প্রাণরক্ষাহেতু তাঁহার অসাধারণ দানে মুগ্ধ হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। মৃত্যুকালে তিনি সর্ব্বপ্রাচীন রায় বাহাদুর ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ১৮৮২ সালে তাঁহাকে গভর্ণমেণ্ট রাজা উপাধিতে ভূষিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পার্থিব খ্যাতি বা প্রতিপত্তির প্রত্যাশী ছিলেন না বলিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করেন। রাধারাণীর যিনি দাস, রাজা হইয়া তিনি কি করিবেন? গত পৌষ মাসে তিনি বৈকুণ্ঠধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

স্বর্গীয় রায় সাহেব বাহাদুর সংসারে থাকিয়াও উদাসীন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, পরম ভাগবত ছিলেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যে গীতার নিষ্কামতা

প্রকটিত ছিল। দিনান্তে এক সন্ধ্যা ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তিনি পরার্থে জীবন যাপন করিতেন। নৈনন্দিন কত সাধু, বৈষ্ণব, অভ্যাগত, ভিখারী তাঁহার নিকট অন্ন খাইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক কথায় তাঁহার বাড়ী ও অতিথিশালা দিনাজপুর সহরের অনাথ ভাণ্ডার ছিল। দুঃস্থ কাহাকেও তাঁহার নিকট হইতে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইত না। তাঁহার স্বজাতি দরিদ্র উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থসন্তানগণের শিক্ষার জন্য তিনি বহুকাল হইতে অন্যূন সহস্র মুদ্রা বার্ষিক বৃত্তি দিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নির্দ্দিষ্ট বিদায় ছিল, বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য সুচারু বন্দোবস্ত ছিল, এতদ্ভিন্ন তিনি বহু বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার বংশের এই অক্ষয় কীর্ত্তি যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, তজ্জন্য তিনি বার্ষিক চল্লিশ সহস্র টাকা আয়ের জমিদারী দেবোত্তর করেন। ইহার সমস্তই দেবতা, অতিথি ও বৈষ্ণব সেবায় ব্যয়িত হয়। দিনাজপুরের তাঁহার আবাস বাটীতে ৺রাধাগোবিন্দ জিউর মন্দির আছে, ও তাঁহার জমিদারীর কয়েক স্থলেই ৺সেবা প্রতিষ্ঠিত আছে। তদ্ভিন্ন শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার দুইটী মন্দির বা কুঞ্জ আছে। সকল সেবারই তিনি সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। ফুলের সার্থকতা ফুটিয়া, আপনার রূপ ও গন্ধ পরের জন্য উৎসর্গ করিয়া; মহতের সার্থকতা আত্মার স্বরূপকে বিকশিত করিয়া, আপনার কায়, মন, বাক্য ও সম্পদ পরের সেবায় বিলাইয়া দিয়া। রাধাগোবিন্দ পরার্থে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন।

রায় সাহেব বাহাদুর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দুই পুত্রকে বিভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উভয় পুত্রই উপযুক্ত, ধার্ম্মিক ও পিতৃপথানুবর্ত্তী। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় 'বড় কুমার' নামে ও কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ 'ছোট কুমার' নামে খ্যাত। শরদিন্দু নারায়ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রতি সন্তান; এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ পরীক্ষায় ইংরাজিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি হেতু প্রাজ্ঞ উপাধি লাভ করেন। তিনি পূর্ব্বে দিনাজপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। এক্ষণে জ্ঞানচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। কনিষ্ঠ পূর্ণেন্দু নারায়ণ বর্ত্তমানে দিনাজপুর মিউনিসিপালিটির ভাইস চেয়ারম্যান।

বৈষ্ণবের লক্ষণ—তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুনা, অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ—ইহা সমস্তই স্বর্গীয় রায় সাহেব বাহাদুরের চরিত্রে বর্ত্তমান

ছিল। তাঁহার বেশ দেখিয়া, তাঁহাকে না জানিলে লোকে রায় সাহেব বলিয়া বুঝিতে পারিত না; সকলের নিকট, এমন কি বালকের নিকটও তিনি দীন ভাবাপন্ন ছিলেন। সাক্ষাৎ হইলে প্রথম সম্ভাষণ তিনিই করিতেন, অন্যকে ইহার অবসর দিতেন না। নিতান্ত যে পাষণ্ড তাহারও তিনি সদ্গুণ আবিষ্কার করিয়া তাহার প্রশংসা করিতেন। জীবনে তাঁহাকে কাহারও নিন্দা করিতে শুনি নাই বা ক্রোধের বশীভূত হইতে দেখি নাই। শেষ জীবনে তাঁহার স্ত্রী ও জামাতার বিয়োগ হয় ও তিনি অন্ধ হন। কিন্তু সর্ব্বই ভগবানের নির্দ্দেশ জ্ঞান করিয়া কখনও তিনি ক্লিষ্ট বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। রোগ শোক কখনও তাঁহার হৃদয়কে অভিভূত করিতে পারিত না; এ বিষয়ে তাঁহার তরোরপি সহিষ্ণুতা ছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। এতদ্ভিন্ন ইষ্ট নাম গ্রহণ তাঁহার পক্ষে নিশ্বাস গ্রহণেরই মত অপরিহার্য্য ছিল।

স্বর্গীয় রায় সাহেব বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র তাঁহার ২৮ বৎসর বয়সে জন্ম গ্রহণ করার পর হইতে তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন এবং যাবজ্জীবন নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়াছেন।

রায় সাহেব বাহাদুর বর্ত্তমান কালের absentee জমিদার ছিলেন না। চির জীবন দিনাজপুরেই অতিবাহিত করিয়াছেন ও প্রত্যহ আহ্নিকপূজার পর নিয়মিতভাবে, এমন কি অন্ধ হওয়ার পরও জমিদারীর কার্য্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহার প্রজাপুঞ্জের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য সর্ব্বদাই তিনি প্রয়াসী ছিলেন, মুসলমান প্রজার জন্যও তিনি মস্জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। পথ বিভিন্ন হইলেও সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য এক জানিয়া তিনি সর্ব্বধর্ম্মেই শ্রদ্ধা করিতেন। এক কথায় তিনি একজন প্রকৃত বৈষ্ণব ও আদর্শ জমিদার ছিলেন; মানব জীবনের মহান্ উৎকর্ষ তিনি এরূপ বর্ণে, এরূপ তুলিকায় চিত্রিত করিয়া গেলেন যে অনাগত মহাকালে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বিস্ময়বিমুগ্ধনেত্রে এই মানবতার চিত্রপটের প্রতি চাহিয়া থাকিবে, ইহা হইতে অনুপ্রাণতা পাইয়া ধন্য হইবে।

হরিদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন,

"হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণ চৈতন্যনাম;
এই মতে মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ॥"

স্বর্গীয় রায় সাহেব বাহাদুর অন্তিমকালে ইহাই করিয়াছিলেন। মৃত্যু আসন্ন জানিয়া যোগরত পুরুষ পুত্রদ্বয়কে গীতা পাঠ করিতে বলিলেন ও ৺ রাধাগোবিন্দ জিউ দর্শন করিতে চাহিলেন। বহির্চক্ষুতে দর্শন তাঁহার সম্ভব ছিল না, কিন্তু হৃদয়ে সে শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সেইরূপ দেখিতে লাগিলেন ও প্রসাদ মুখে দিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নাম জপ করিলেন, অবশেষে কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে হরেকৃষ্ণনাম উচ্চারণের সহিত তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

প্রতিষ্ঠা তাঁহার নিকট শূকরী বিষ্ঠার ন্যায় ছিল, এমন কি তিনি প্রতিষ্ঠার আশঙ্কায় পুত্রদিগকে কখনও ফটোগ্রাফ পর্য্যন্ত তুলিতে দেন নাই। ডঙ্কা বাজাইয়া উপাধির লোভে বা নামের প্রত্যাশায় রায় সাহেব বাহাদুরের দান ছিল না, তাঁহার অসীম দান হৃদয়ের দান, সাত্ত্বিক দান। তাঁহার নশ্বর দেহ, অনন্তে লীন হইয়াছে, কিন্তু উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার কীর্ত্তি দিগন্তবিশ্রুত। দুর্ভাগা দেশ তাঁহার মৃত্যুতে এক রাজর্ষির আদর্শ হারাইয়াছে। দানে কর্ণ, প্রেমে শ্রীরাধা, নামগ্রহণে হরিদাস, ও সর্ব্ববিষয়ে রাজর্ষি জনকের ন্যায় এই মহাপুরুষের প্রতি আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। আমরা তাঁর উদ্দেশে কবির ভাষায় বলি—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

অর্দ্ধ শতাব্দীর উর্দ্ধকাল লোকলোচনের অন্তরালে স্বর্গীয় রায় সাহেব বাহাদুর রাজর্ষি জনকের ন্যায় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গের অনেকেই তাঁহার অলোকসামান্য চরিত্র মাধুর্য্যের কথা জানিতেন না, সেইজন্যই আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া লেখনীকে কৃতার্থ করিলাম।

২২শে চৈত্র, ১৩৩৩। শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা (এম্-এ, বি-এল্)
পাটনা

বিবাহে কন্যার বয়স।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

(বাল্য বিবাহের অনুকূল প্রমাণ, "উদ্বাহতত্ত্ব" প্রভৃতি।)

যদিও আমরা শুনিতে পাই যে, বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ বৈদিক অনুশাসন দ্বারা চালিত এবং মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রের আদেশে শাসিত, তথাপি প্রকৃত প্রস্তাবে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ভবদেব, পশুপতি এবং কালেশী প্রভৃতি পদ্ধতিকার এবং জীমূতবাহন ও রঘুনন্দনাদি নিবন্ধকারগণের আদেশ অনুসারেই আমাদের ধর্ম্ম-নৈতিক এবং সমাজ নৈতিক যাবতীয় ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে। শুধু বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতখণ্ডেই ঐরূপ শ্রুতি, সূত্র এবং স্মৃতি সমূহের পরিবর্ত্তে ভাষ্যকার, টীকাকার এবং নিবন্ধকারগণের নির্দেশবর্ত্তী হইয়াই প্রাচীন আর্যগণের বর্ত্তমান বংশধরেরা জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। বাঙ্গালাদেশে ৺রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য মহাশয়ের "অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব" গ্রন্থাবলীর অপ্রতিহত প্রভাব; এবং বিবাহের বিষয়, তাঁহার "উদ্বাহতত্ত্বে" আলোচিত এবং বিধিবদ্ধ আছে; সেইজন্য, বিবাহে কন্যার বয়সের সম্বন্ধে "উদ্বাহতত্ত্বে" কি আছে, তাহা আগে দেখিয়া, পরে অন্য কথা তুলিব। মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন এ সম্বন্ধে অতি অল্প আলোচনা করিয়াছেন; সুতরাং আমরা যতটুকুই তুলিতেছি।

বিবাহকালঃ।

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষতঃ॥ (১)
কালদোষস্য বিষয়ো রাজমার্ত্তণ্ডায়ে ব্যক্তো ভবিষ্যতি ॥১৮॥

(১) এই শ্লোক দুইটি কোন্ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা লিখিত হয় নাই।

বিবাহকালাত্যয়ে দোষঃ।

যমঃ—কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যাহপ্রদত্তা গৃহে বসেৎ।
ব্রহ্মহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বরয়েৎ স্বয়ম্॥

অঙ্গিরাঃ—প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যদা কন্যা ন দীয়তে।
তদা তস্যাস্তু কন্যায়াঃ পিতা পিবতি শোণিতম্॥ (২)

রাজমার্ত্তণ্ডে—সম্প্রাপ্তে দ্বাদশবর্ষে কন্যাং যো ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্।
যস্তু তাং বিবহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যো হ্যপাংক্তেয়ঃ স জ্ঞেয়ো বৃষলীপতিঃ॥

মহাভারতে—ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শাব্দাং ভার্যাং বিন্দেত নগ্নিকাম্
অতোঽ প্রবৃত্ত রজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ।
মহদেনঃ স্পৃশেদেন মন্যথৈষ বিধিঃ সতাম্॥ (৩)

(২) এই দুইটি শ্লোকের প্রথমটি যম স্মৃতির এবং দ্বিতীয়টি অঙ্গিরস্মৃতির বাক্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে। প্রথমটি যম-সংহিতায় এবং দ্বিতীয়টি অঙ্গির সংহিতায় (মুদ্রিত সংস্করণে) পাওয়া যায় না; দ্বিতীয়টি বৃহদ্ যম এবং পরাশরে পাওয়া যায়। হয়ত, স্মার্ত ভট্টাচার্য মহাশয় যে পুথি হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাতে ছিল। আমরা "প্রক্ষিপ্ত এবং উৎক্ষিপ্ত"বাদ লইয়া কোন তর্ক এখানে তুলিতে চাই না। স্থানে স্থানে অনেক পুথিতেই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত এবং উৎক্ষিপ্ত দুইই হইয়াছে।

(৩) বর্ত্তমান মুদ্রিত মহাভারতে এই তিন পংক্তি পাই নাই। মহাভারতীয় অনুশাসন পর্বের ৪৪ তম অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শ্লোক আছে,—

"ত্রিংশদ্বর্ষো দশবর্ষাং ভার্যাং বিন্দেত নগ্নিকাম্।
একবিংশতিবর্ষো বা সপ্তবর্ষা মবাপ্নুয়াৎ॥ ১২॥" আর নারদ স্মৃতিতে আছে,

যাবন্ত শ্চার্তবস্তস্যা সমতীয়ুঃ পতিং বিনা।
তাবত্যো ভ্রূণহত্যাঃ স্যু স্তস্য যো ন দদাতি তাম্॥
অতোঽ প্রবৃত্তে রজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ।
মহদেনঃ স্পৃশে দেন মন্যথৈষ বিধিঃ সতাম্।"

নগ্নিকা = অনার্তবা। অন্যথা প্রবৃত্তে রজসি।

অত্রি-কাশ্যপৌ—পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
ভ্রূণ হত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা॥
যস্তু তাং বরয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্বলঃ।
অশ্রাদ্ধেয় মপাঙ্‌ক্তেয়ং তং বিদ্যাদ্ বৃষলীপতিম্॥

যত্তু মনু-বচনং—

কামমামরণাত্ তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ। ইতি তৎ স্বোক্ত গুণহীনমাত্রদত্তাববিষয়ম্ অতএব গুণবতেঽইবর্ষন্যূনাপি দেয়েত্যাহ মনুঃ—

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং কন্যাং তস্মৈ দদ্যাদ্ যথাবিধি॥

অপ্রাপ্তাম্—অপ্রাপ্তবিবাহপ্রশস্তকালাম্।

বিবাহপ্রশস্তকালঃ।

স্মৃতিসারে, সপ্তসংবৎসরাদূর্দ্ধং বিবাহঃ সাংবৎসিকঃ।
কন্যায়াঃ শস্যতে রাজন্নন্যথা ধর্মগর্হিতঃ॥

উদ্ধৃতাংশের বঙ্গানুবাদ আমরা নিজে না করিয়া ভাটপাড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺হৃষীকেশ শাস্ত্রি মহাশয়ের কৃত (এবং 'বঙ্গবাসীর' প্রকাশিত) অনুবাদই তুলিয়া দিতেছি।—

বিবাহকালনির্ণয়।

"অঙ্গিরা এই কথা বলিয়া কন্যার বিবাহ-যোগ্য কালের এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৪) "আট বৎসরের মেয়েকে 'গৌরী' এবং নয় বৎসরের মেয়েকে

ইহাতে কি মনে হয়? সাহেবরা স্মার্ত ভট্টাচার্যকে "স্বেচ্ছায় শাস্ত্রগ্রন্থের পাঠ পরিবর্ত্তনকারী" বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন। সে কথা সত্য হউক বা না হউক, সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক দেখিবেন যে, স্মার্ত ভট্টাচার্যের ধৃত পাঠের দ্বিতীয় পংক্তির "অত" (অতএব) এখানে অনর্থক হইয়াছে; অথচ নারদ স্মৃতির পাঠ সার্থক এবং সুসঙ্গত।

(৪) অনুবাদক মহাশয় প্রথমোদ্ধৃত শ্লোক দুইটিকে অঙ্গিরা স্মৃতির শ্লোক বলিয়াছেন। মূলে ঠিক এইরূপ উল্লেখ নাই; তবে মূলে একটু আগে অঙ্গিরা ঋষির নাম করিয়া অন্য একটি শ্লোক (কালদোষের অভাব সম্বন্ধে) উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে এই শ্লোক দুইটিও তাঁহার হইতে পারে।

'রোহিণী' বলে, দশ বৎসরের মেয়ের নাম 'কন্যা'। দশ বৎসরের পর কন্যা 'রজস্বলা' হয়। অতএব পণ্ডিতগণ, কন্যা দশবৎসর বয়প্রাপ্তা হইলেই, যত্ন সহকারে তাহাকে প্রদান করিবেন। মলমাসাদি কালদোষ তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবে না।" বক্ষ্যমান রাজমার্ত্তণ্ডের বচন দ্বারা এই দোষের কথা আরও স্ফুটীকৃত হইবে। (ভাল করিয়া খুলিয়া বলা হইবে।)

বিবাহকালাতিক্রমে দোষ।

যম বলিয়াছেন,—যে কন্যা বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অপ্রদত্তা হইয়া পিতৃগৃহে বাস করে, তাহার পিতা 'ব্রহ্মহত্যা' পাপের ভাগী হয়। এরূপ স্থলে ঐ কন্যার স্বয়ং বর খুঁজিয়া বিবাহ করাই উচিত। অঙ্গিরা বলিয়াছেন,—'দ্বাদশ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইলেও কন্যাকে যদি প্রদান করা না হয়, তাহলে ঐ কন্যার পিতা রজোজন্য শোণিত পান করে।' রাজমার্ত্তণ্ডে বলা হইয়াছে,—"যে পিতা দ্বাদশবৎসরবয়স্কা কন্যাকে প্রদান না করে, সেই পিতা প্রতি মাসে ঐ কন্যার রজোজনিত শোণিত পান করে। কন্যাকে অবিবাহিতাবস্থায় রজস্বলা দেখিয়া পিতা, মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, এই তিনজন নরকগামী হয়। যে ব্রাহ্মণ মদমত্ত হইয়া এরূপ কন্যাকে বিবাহ করে, তাহার সহিত সম্ভাষণ বা এক পংক্তিতে ভোজন করা উচিত নয়। উহাকে বৃষলীর অর্থাৎ শূদ্রজাতীয়া কন্যার পতিরূপে জ্ঞান করা উচিত (৫)। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—ত্রিংশদ্‌বর্ষবয়স্ক ব্যক্তি ষোড়শ বর্ষীয়া 'নগ্নিকাকে' অর্থাৎ অদৃষ্ট-রজসাকে বিবাহ করিবে। অতএব একবারও রজঃ প্রবৃত্তি না হইতেই কন্যাকে প্রদান করিবে। অন্যথা, অর্থাৎ রজঃ প্রবৃত্তির পর কন্যাদান করিলে পিতা মহাপাপের ভাগী হইবে। ইহাই শিষ্টজনসম্মত বিধি। 'নগ্নিকা' শব্দের অর্থ

(৫) 'বৃষলীপতির' এই নূতন পরিভাষা প্রাচীন স্মৃতির শিরোমণি মনুসংহিতায় নাই। মনুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ে শ্রাদ্ধে বর্জনীয় ব্রাহ্মণগণের দীর্ঘ তালিকার মধ্যে 'বৃষলীপতি' আছে; কিন্তু ভাষ্য এবং টীকাকারেরা উহার অর্থ—'যে ব্রাহ্মণ প্রথমে সবর্ণা (ব্রাহ্মণী) কন্যা বিবাহ না করিয়াই শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করেন, সেইরূপ 'ব্রাহ্মণ' করিয়াছেন। রাজমার্ত্তণ্ডের 'সংকলনকর্ত্তা' নিজের ইচ্ছামত এই পরিভাষার রচনা করিয়াছেন।

যাহার ঋতুদর্শন হয় নাই, (৬) 'অনাথা' শব্দের অর্থ—রজোদর্শন হইলে। অত্রি এবং কশ্যপ বলেন,—'যে কন্যা অসংস্কৃত অর্থাৎ অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃগৃহে রজস্বলা হয়, তাহার পিতা ভ্রূণহত্যা পাপের ভাগী হয়, এবং তাদৃশবিধ কন্যা 'বৃষলী' নামে অভিহিত হয়। যদি কোন জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ মোহবশতঃ তথাবিধ কন্যাকে বিবাহ করে তা' হ'লে তাহাকে 'বৃষলীপতি' বলিয়া জানিবে, তাহাকে ব্রাহ্মণোচিত সম্মান করিবে না, এবং তাহার সহিত একপংক্তিতে ভোজনও করিবে না।" তবে, আমরা যে মনুর একটী বচন দেখিতে পাই—"কন্যা ঋতুমতী হইয়া, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃগৃহে থাকে, সেও ভাল তথাপি তাহাকে নির্গুণ পাত্রের হস্তে প্রদান করিবে না।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মনু বরপাত্রের যে সকল গুণ হওয়া (থাকা ?) উচিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সেই সকল গুণ দ্বারা বর্জিত পাত্রেরও যে সদ্ভাব হইতে পারে, ইহারই (নির্গুণ পাত্র আসিয়া কন্যা চাহিতে পারে, কিন্তু সেইরূপ নির্গুণ পাত্রকে নিরস্ত করিবার) সূচনা করা মাত্র কারণ, ঐ মনুই বলিয়াছেন,—'গুণবান্ পাত্র উপস্থিত হইলে, আটবৎসরের ন্যূনবয়স্কা কন্যাকেও প্রদান করিবে"; যথা,—"উৎকৃষ্টগুণসম্পন্ন, সুরূপ এবং বিবাহযোগ্যকুলসম্ভূত পাত্র প্রাপ্ত হইলে, বিবাহের যোগ্যবয়স অপ্রাপ্ত কন্যাকেও যথাবিধি প্রদান করিবে।" মূল বচনে যে 'অপ্রাপ্তা' এই কথাটী আছে, উহার অর্থ,—'যে কন্যা বিবাহের যোগ্যকাল প্রাপ্ত হয় নাই।'

বিবাহের প্রশস্ত কাল।

স্মৃতিসার নাম গ্রন্থে বিবাহের প্রশস্তকাল সম্বন্ধে একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা:—"হে রাজন্, সকল বর্ণেরই সাত বৎসরের পর কন্যার বিবাহের প্রশস্ত কাল উপস্থিত হয়। সে সময় বিবাহ না দেওয়া ধর্ম বিগর্হিত।

"বিবাহে কন্যার বয়স" সম্বন্ধে স্মার্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাহা বলিয়াছেন,

(৬) 'ষোড়শবর্ষীয়া অথচ নগ্নিকা বা অরজস্কা' এইরূপ কথা স্মার্ত ভট্টাচার্য, তাঁহার টীকাকার কাশীরাম বাচস্পতি এবং অনুবাদক ৺হৃষীকেশ শাস্ত্রী কেমন করিয়া বলিলেন, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। আমরা ১) চিহ্নিত পাদটীকায় আসল মহাভারতের শ্লোক তুলিয়াছি, উহাতে ত্রিংশদ্‌বর্ষো দশবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাম্' আছে। পাঠক দেখিবেন, এই পাঠই সুষ্ঠু এবং সঙ্গত।

তাহা আমরা দেখিলাম। তিনি শিশু-বিবাহ অথবা বালিকা-বিবাহের অনুকূলে যে সকল শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, সেই সকল বাক্য বা শ্লোক তাহার উল্লিখিত স্মৃতিগুলিতে যথাযথরূপে মুদ্রিত না পাইলেও, অন্যান্য মুদ্রিত স্মৃতি-সংহিতায় সেগুলি অথবা সেইরকম ভাবের বচন পাওয়া যায়। আমরা, আলোচনার সুবিধার জন্য, সেইরূপ আরও কতকগুলি শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার করিতেছি ;—

১। "অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা ॥৬॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশবর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যা পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্ ॥৭॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥৮॥
যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোঽজ্ঞানমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যোহ্যপাংক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ ॥৯॥
পরাশর স্মৃতি, সপ্তম অধ্যায়। (বঙ্গবাসী)

২। "অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা। ৬৬॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥৬৭॥
সম্বর্ত্তস্মৃতি। (বঙ্গবাসী)

৩। "পিতুর্বেশ্মনি যা কন্যা রজস্তু সমুপস্পৃশেৎ।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা ॥১২৬॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥১২৭॥
উদ্বহেদ্ যস্তু তাং কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যোহ্যপাংক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ ॥১২৮॥
অঙ্গির স্মৃতি। (বঙ্গবাসী)

এতদ্ ভিন্ন বৌধায়নস্মৃতি, (৪র্থ প্রশ্ন, ১ম অধ্যায়, ১৩ শ্লোক), বশিষ্ঠস্মৃতি (১৭শ অধ্যায়, ৬১,৬২।৬৩ শ্লোক), বিষ্ণুস্মৃতি, (২৪ অধ্যায়), নারদ স্মৃতি, বেদব্যাস স্মৃতি (২য় অধ্যায়), লঘুশাতাতপস্মৃতি, প্রজাপতিস্মৃতি, বৃহদ্যমস্মৃতি

(৩য় অধ্যায়) এবং আরও দুই একখানি স্মৃতিতে অল্পাধিক এই ভাবের শ্লোক বা বচন দেখিতে পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক স্মৃতিতে (১ম অধ্যায়, ৬৩ শ্লোকে) লিখিত আছে,

"অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যামৃতাবৃতৌ।"

কিন্তু উহাতে কন্যার কোন বয়স নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় নাই।

যাঁহারা বাল্য অথবা শিশুবিবাহের পক্ষপাতী, তাঁহাদের অনুকূলে স্মৃতি-বাক্যের কোন ন্যূনতা নাই। আর, পরাশর ঋষি যে কলিকালের শাস্ত্রপ্রবক্তা, তাহাও খুব প্রসিদ্ধ জানা কথা। সুতরাং বর্ত্তমান যুগে, তাঁহার কথিত ধর্ম্ম-শাস্ত্র হিন্দুমাত্রেরই পালনীয় বটে। স্মার্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের "উদ্বাহতত্ত্বে উদ্ধৃত এবং আমাদের এই প্রবন্ধে অধ্যাহৃত শাস্ত্রবাক্যগুলির যথানির্দ্দিষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করিলে এইমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ সকল শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণ-সমাজে রজস্বলা কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ অথবা অপ্রচলিত করিয়াছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ঐরূপ কন্যার দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই শাস্তি বিধান করিয়াছেন। যদি রজস্বলা হওয়ার আগে কন্যার বিবাহ দেওয়া না হয়, এমন কি কন্যা দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিলে, (সে প্রকৃতপক্ষে ঋতুমতী হউক বা না হউক), যদি তাহাকে অবিবাহিত রাখা যায়, তাহা হইলে সেই কন্যার মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা (এবং সম্ভবতঃ অন্যান্য অভিভাবকগণও) মৃত্যুর পর নরকে যাইবেন, এবং সেখানে গিয়া পানীয়ের স্থলে নিজ কন্যা বা আত্মীয়ার রজো রক্ত পান করিতে বাধ্য হইবেন, শাস্ত্র এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন। জীবিতকালে কেহ ঐরূপ বীভৎস পানীয় ইচ্ছাপূর্ব্বক পান করিবেন, শাস্ত্রকারগণ কখনই এরূপ আশা করেন নাই। যাহা হউক, শাস্ত্র কিন্তু ঐরূপ পাপাচারী অভিভাবকের কোন সামাজিক দণ্ডের ব্যবস্থা করেন নাই, কেবল পারলৌকিক শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অপর পক্ষে, যে ব্রাহ্মণ উক্তরূপ কন্যার (অর্থাৎ অবিবাহিতকালে ঋতুমতী হইয়াছে এরূপ বালিকার) পাণিগ্রহণ করিবেন, তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রকার সামাজিক শাস্তিরই ব্যবস্থা করিয়াছেন কিন্তু কোন পারলৌকিক দণ্ডবিধান করেন নাই। শাস্ত্র বলিতেছেন, "যে অজ্ঞান ব্রাহ্মণ মদমোহিত হইয়া (অহঙ্কারবিমূঢ় অথবা মদ্যপানবিহ্বল হইয়া) ঐরূপ কন্যাকে বিবাহ করিবেন, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কোন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে পংক্তিভোজন করিবেন না, অথবা তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনাও করিবে না।"—অর্থাৎ সমাজে তিনি "একঘরে" হইয়া থাকিবেন।

"উদ্বাহতত্ত্বে" উদ্ধৃত 'স্মৃতিসার" নামক এক নিবন্ধের একটি শ্লোক ভিন্ন আর কোন স্মৃতি বা শাস্ত্র বাক্যেই "বিবাহে কন্যার বয়স" সম্বন্ধে এই বিধান ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোনও বর্ণের প্রতি প্রযোজ্য হয় নাই। এ সম্বন্ধে আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে (এবং মাননীয়া পাঠিকা ঠাকুরাণীকেও) বিশেষ মনোযোগের সহিত শাস্ত্র-বাক্যগুলির প্রতি দৃষ্টি প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। "শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ ভোজন" ব্রাহ্মণবর্ণের একচেটিয়া অধিকার, সুতরাং শাস্ত্রকারগণ দৃষ্টরজস্কা বালিকার বিবাহকর্ত্তা ব্রাহ্মণের সেই অধিকারটি হরণ করিয়া তাঁহাকে গুরু শাস্তি দিয়াছেন। নীতিশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে, "ব্রাহ্মণের পক্ষে অনিমন্ত্রণ অশস্ত্রবধের তুল্য ভয়াবহ"। আমাদের গৃহীত শাস্ত্রার্থ ঠিক হইলে, আমরা একথা দৃঢ়ভাবে বলিব যে, পরাশরাদি ঋষির নামে প্রচলিত নিষেধ সম্পূর্ণরূপ মানিয়া লইলেও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের লোক উহার দ্বারা বাধ্য হইতেছেন না; সুতরাং ঐ সকল উদ্ধৃত শাস্ত্র-বাক্যের দ্বারা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণের কন্যার বিবাহ নিয়মিত হইতে পারে না:—অতএব ক্ষত্রিয়বৈশ্যসমাজে রজস্বলা কন্যার বিবাহ কোন মতেই অশাস্ত্রীয় বলা যায় না। আর, শূদ্রবর্ণের সম্বন্ধে শাস্ত্রের কথা বলাই বৃথা, যেহেতু শূদ্রদিগের জন্য শাস্ত্রকারগণ অধিক মাথা ঘামান নাই। শূদ্র যদি নিয়মিত ভাবে দ্বিজ ত্রিবর্ণের সেবা করে, শক্তি থাকিতেও ধনসঞ্চয় না করে, তাহা হইলেই শাস্ত্র এবং শাস্ত্রকার নির্ব্বিঘ্ন এবং নিশ্চিন্ত হইতে পারেন; কারণ, শূদ্রের তো আর পাপ, সংস্কার কিংবা ধর্ম্মবিষয়ে কোন কর্ত্তব্য নাই! (৭)

(৭) শূদ্রং তু কারয়েদ্ দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা ॥ ৪১৩ ॥
অষ্টম অধ্যায় মনুসংহিতা।

ন শূদ্র পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি।
ন স্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্ ॥ ১২৬ ॥
দশম অধ্যায়, মনুসংহিতা।

শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে ॥ ১২৯ ॥
দশম অধ্যায়, মনুসংহিতা।

ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে শূদ্রের একমাত্র কর্ম্ম শ্রদ্ধাভক্তির সহিত দ্বিজত্রিবর্ণের সেবা, শূদ্রের কোন পাতক নাই (সে এতই অজ্ঞান, যেমন পশুপক্ষী, তাহার পাপপুণ্যবোধই নাই), তাহার কোন সংস্কার নাই, তাহার পক্ষে কোন বিহিত ধর্ম্মও নাই, এবং সে কিছু করিলে নিষেধও নাই। শূদ্রের ধর্ম্ম ব্রাহ্মণাদির দাসত্ব; শক্তি হইলেও শূদ্রের পক্ষে ধনসঞ্চয় করিতে নাই, কারণ শূদ্র ধনী হইয়া পড়িলে, ব্রাহ্মণাদিবর্ণের সেবায় বাধা দিতে পারে।

অবিবাহিত অবস্থায় কোন কোন বালিকা রজস্বলা হইলে, তাহার পিতা মাতা এবং অভিভাবকবর্গের পরলোকে নরক বাসের এবং তথায় তাঁহাদের তৃষ্ণার সময় বীভৎস পানীয় পান করিবার শাস্তি কোনও কোনও শাস্ত্রকার দিয়াছেন, আর কোনও কোনও শাস্ত্রকার ঐরূপ বালিকার বিবাহকর্ত্তা ব্রাহ্মণকে সামাজিক নিমন্ত্রণে সদ্‌ব্রাহ্মণগণের সহিত একপংক্তিতে ভোজন করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহার ফলে দেখিতে পাইয়াছি যে, পরাশর লঘুশাতাতপ, লঘু আশ্বলায়ন, প্রজাপতি, অঙ্গিরা, এবং বৃহদ্‌যম-সংহিতাতে ঐরূপ বালিকার দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই পাপ হইবে, বলা হইতেছে; এবং বৌধায়ন, গৌতম, বশিষ্ঠ, নারদ, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, বেদব্যাস, ও শঙ্খ-স্মৃতিতে রজস্বলা কন্যা দান না করিলে অভিভাবকগণের পাপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু গ্রহীতার কোনরূপ পাপ বা শাস্তি অবধারিত হয় নাই। স্মৃতি শিরোমণি মনু বলিয়াছেন যে, "কন্যা ঋতুমতী হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত অবি-বাহিত অবস্থায় অভিভাবকগণের গৃহে থাকে, সে ভাল, তবু তাহাকে গুণহীন পাত্রে কদাপি দান করিবে না।" (৮) এই শ্লোকটি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার উদ্বাহতত্ত্বে তুলিয়া তাহার ব্যাখ্যামুখে বলিয়াছেন যে, "গুণবান্ পাত্র না পাইলেই সেই ক্ষেত্রে মনুর এই ব্যবস্থা ঠিক, গুণবান্ পাত্র পাইলেই

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥ ৯১ ॥
প্রথম অধ্যায় মনুসংহিতা।

(৮) কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥ ৮৯ ॥
নবম অধ্যায়, মনুসংহিতা।

(কন্যার বয়স ছোট হইলেও) বিবাহ দিবে।" মনুসংহিতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য এবং প্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথি কিন্তু এই শ্লোকের ভাষ্য মুখে বলিয়াছেন, "প্রাগৃতোঃ কন্যায়া ন দানম্" অর্থাৎ "ঋতু উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কন্যা দান করিবে না", এই ভাষ্যের প্রতি তত্ত্বকার শ্রীরঘুনন্দন আদৌ লক্ষ্য করেন নাই।

মনুসংহিতা শাস্ত্রে "কন্যার বিবাহ" সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহার আলোচনা আমরা পরে করিব। এক্ষণে, পূর্ব্বপক্ষ মানিয়া লইয়া অর্থাৎ পরাশর, বৃহদ্‌যম এবং অঙ্গিরা প্রমুখ ঋষির বাক্য যথাবৎ স্বীকার করিয়া লইয়া, বলিতে প্রস্তুত আছি যে, ঐ সকল শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণবর্ণের জন্য অরজস্কা কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত আদেশ দিয়াছেন এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মণেরা কেবল ঐ সকল শাস্ত্রানুশাসন মানিতে বাধ্য; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের প্রতি ঐ সকল শাস্ত্রবাক্য আদৌ প্রযোজ্য নহে। দৃষ্টঃজস্কা কন্যাকে বিবাহ করিলে বিবাহকর্ত্তা ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে ভোজন করিবার এবং ভোজনদক্ষিণা পাইবার অধিকারী থাকিবেন না। ক্ষত্রিয়-বৈশ্য বর্ণের লোকে এই অধিকার কখনও দাবী করেন না, তাঁহাদের সুতরাং ওরূপ বিবাহে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, আমাদের এই ব্যাখ্যা সঙ্গত হইলে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যবর্ণের লোকের পক্ষে রজস্বলা কন্যা অবিবাহিত অবস্থায় গৃহে রাখা, অথবা ঐরূপ কন্যা বিবাহ করার জন্য কোন পাপ অথবা প্রত্যবায় হইতে পারে না।

দেশাচারের ভক্ত মহাশয়গণ আমাদের এই ব্যাখ্যায় সম্মত হইবেন না। তাঁহারা বলিবেন, "ঐ দেখ, স্মার্ত ভট্টাচার্য "স্মৃতিসারের" কেমন চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়াছেন;—

"সপ্তসংবৎসরাদূর্দ্ধং বিবাহঃ সার্ব্ববর্ণিকঃ।
কন্যায়াঃ শস্যতে রাজন্নন্যথা ধর্ম্মগর্হিতঃ॥"

তাহাতে দেখিতেছ না, সকলবর্ণের পক্ষেই সাতবৎসরের পরে কন্যার বিবাহ আদিষ্ট হইয়াছে এবং না দিলে তাহা ধর্মবিগর্হিত বলা হইয়াছে।"

আমরা বুঝিতে পারি না, যে স্মার্ত ভট্টাচার্য এই প্রমাণ কেন তুলিয়াছেন।

এই বাক্য কোন্ স্মৃতির অথবা পুরাণের, তাহা লিখিত নাই; স্মৃতিসার কোন ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র নহে, তবে প্রকৃত স্মৃতিশাস্ত্রের প্রতিকূলে ওরূপ অমূলকবাক্যে হিন্দুসমাজ কেন আস্থা স্থাপন করিবেন?—বিখ্যাত আটপ্রকার বিবাহের মধ্যে, মনু ক্ষত্রিয়বর্ণের জন্য "গান্ধর্ব" এবং "রাক্ষস" এই দুই প্রকার বিবাহের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়রাজকুমারীদিগের জন্য গান্ধর্বের অন্যতর সংস্করণ "স্বয়ংবর" বিবাহ এ দেশে সুপ্রচলিত ছিল, সকলেই জানেন যে, রজস্বলা হওয়ার পর তিন বৎসর চলিয়া গেলে, তবে কন্যার "স্বয়ংবরের" অধিকার জন্মে। (৯) বরকন্যা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরাগ সম্পন্ন হইয়া স্বয়ং যে বিবাহ করেন, তাহাই "গান্ধর্ব"; এবং ক্ষত্রিয় বীরপুরুষ নিজের শৌর্য্য সহায়ে যুবতী অনূঢ়া কন্যাকে হরণ করিলে তাহাকে "রাক্ষস" বিবাহ কহে। "রাক্ষস এবং গান্ধর্ব" উভয়ের মিশ্রভাবাপন্ন বিবাহও ক্ষত্রিয়সমাজে সুপরিচিত ছিল (১০)। ভীষ্ম কর্ত্তৃক কাশীরাজের তিন কন্যা হরণ, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা রুক্মিনীর, অর্জ্জুনের দ্বারা সুভদ্রার, পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক সংযুক্তার হরণ এইগুলি রাক্ষস-গান্ধর্ব-মিশ্র-বিবাহের এবং দুষ্মন্ত-শকুন্তলার ও ঊষা-অনিরুদ্ধের বিবাহ গান্ধর্ব্ব-বিবাহের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গান্ধর্ব্ব বিবাহের অপর নাম "ক্ষাত্রবিবাহ"। মহাভারতের যে স্থল হইতে স্মার্ত ভট্টাচার্য শ্লোক বাছিয়া "উদ্বাহতত্ত্বে" সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, সেই স্থলে, সেই ভীষ্মবাক্যেই আছে,—

(৯) ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধং তু কালাদেতস্মাদ্ বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥ ৯০॥
নবম অধ্যায়, মনু।

(১০) পৃথক্ পৃথগ্ বা মিশ্রৌ বা বিবাহৌ পূর্ব্বচোদিতৌ।
গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব ধর্ম্যৌ ক্ষত্রস্য তৌ স্মৃতৌ॥ ২৭।
তৃতীয় অধ্যায়, মনু।

ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥ ৩২।
হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশতীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাং হরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥ ৩২॥
তৃতীয় অধ্যায়, মনু।

"শিষ্টানাং ক্ষত্রিয়ানাং চ ধর্ম এষ সনাতনঃ।
আত্মাভিপ্রেতমুৎসৃজ্য কন্যাভিপ্রেত এব যঃ ॥ ৫ ॥
অভিপ্রেতা চ যা যস্য তস্মৈ দেয়া যুধিষ্ঠির।
গান্ধর্বমিতি তং ধর্ম্যং প্রাহুর্বেদবিদো জনাঃ ॥ ৬ ॥"

অনুশাসন পর্ব, ৪৪ অধ্যায়।

অর্থাৎ "শিষ্ট ক্ষত্রিয়দিগের সনাতন ধর্ম এই যে, পিতা নিজের অভিপ্রেত পাত্রকে পরিত্যাগ করিয়াও কন্যার অভিপ্রেত পাত্রকেই (যদি ঐ কন্যা ঐ পাত্রের অভিপ্রেতা হইয়া থাকে) দান করিবেন। বেদবিৎ পণ্ডিতগণ এই বিবাহ-ধর্মকে 'গান্ধর্ব' এই নাম দিয়াছেন।" পূর্ণ যৌবনাবস্থায় পরস্পর মনোনয়নপূর্বক বিবাহের নামই "গান্ধর্ব্ব বিবাহ"। সীতা, সাবিত্রী, সুভদ্রা রুক্মিণী, দময়ন্তী, মদালসা, দ্রৌপদী প্রভৃতি পুরাণপ্রসিদ্ধ প্রত্যেক ক্ষত্রিয় কন্যারই শাস্ত্রসম্মত যৌবনবিবাহ হইয়াছে। ঐতিহাসিক সময়েও রাজকন্যাগণের বিবাহ যৌবনদশাতেই সম্পন্ন হইয়াছে। সমগ্র রামায়ণ, মহাভারত, মহাপুরাণ এবং কাব্যনাটকাদি গ্রন্থেও একটীও এমন বিবাহ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যে ক্ষেত্রে কোন রাজকন্যার (অথবা বৈশ্যকন্যার) বিবাহ যৌবন দশার পূর্ব্বেই হইয়াছে। এরূপ অবস্থায়, সর্ব্ববর্ণের লোককে সপ্তবৎসরের শিশুকন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত "স্মৃতিসারের" দোহাই দেওয়া নিতান্ত হাস্যকর ব্যাপার সন্দেহ নাই।

ক্ষত্রিয় কন্যাগণের বিবাহ কখনও বাল্যকালে হয় নাই। ক্ষত্রিয় বরের সহিত বিবাহকালেই যে ক্ষত্রিয়কন্যার যৌবনবিবাহ হইত, তাহা নহে; যে সকল ব্রহ্মর্ষি ক্ষত্রিয় রাজকন্যা বিবাহ করিতেন, তাঁহারাও যুবতী রাজকন্যাই বিবাহ করিতেন। চ্যবন, জমদগ্নি, অগস্ত্য, এবং সৌভরি প্রমুখ শত শত ব্রহ্মর্ষি প্রাপ্তরজস্কা যুবতী ক্ষত্রিয় কন্যাকে বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম করিয়া গিয়াছেন, পৌরাণিক গ্রন্থাবলী সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। "উদ্বাহতত্ত্বের" উদ্ধৃত শাস্ত্রবাক্যের নজীরে, সেই সকল ব্রহ্মর্ষি সমাজে "বৃষলীপতি" বলিয়া অসম্ভাষ্য এবং অপাংক্তেয় হন নাই;—পরন্তু, তাঁহারা পংক্তিপাবনই ছিলেন। মনুসংহিতায় তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রাদ্ধ-নিমন্ত্রণে বর্জনীয় ব্রাহ্মণের এক দীর্ঘ তালিকার ভিতর,

"কুশীলবোঽবকীর্ণী চ বৃষলীপতিরেব চ।
পৌনর্ভবশ্চ কাণশ্চ যস্য চোপপতিগৃহে ॥১৫॥"

এই শ্লোকটি আছে (১১)। ইহার মধ্যে "বৃষলীপতি" শব্দটীতেই আমাদের আবশ্যক। টীকাকার কুল্লুক ইহার অর্থ করিয়াছেন, "স্ববর্ণামপরিণীয় কৃত-শূদ্রাবিবাহঃ" এবং ভাটপাড়ার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন যিনি সবর্ণা বিবাহ না করিয়া শূদ্রা বিবাহ করিয়াছেন।" বাস্তবিক হিন্দুশাস্ত্রে শূদ্রাকন্যা বিবাহকারী ব্রাহ্মণের বড়ই নিন্দা আছে। টীকাকার কুল্লুক কিংবা ভাটপাড়ার শ্রীযুক্ত তর্করত্ন মহাশয়ের মনে হয় নাই যে, পরাশর এবং অঙ্গিরা স্মৃতিতে "বৃষলী" এবং "বৃষলীপতির" নূতন পরিভাষা প্রদত্ত হইয়াছে। আসল কথা এই যে, প্রাচীনকালে এই নিন্দা ছিল না; ঐ নিন্দা পরে সৃষ্ট হইয়াছে। আগামী বারে আমরা সেই কথারই আলোচনা করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

---

(১১) কুশীলবঃ—নর্ত্তনবৃত্তিঃ (কুল্লুকঃ)। নটের বৃত্তি করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহকারী।

অবকীর্ণী—গুরুগৃহে বাসকালে স্বেচ্ছায় যে ব্রহ্মচর্য্যের হানি করিয়াছে।

পৌনর্ভব—বিধবা নারী পুনঃ বিবাহ করিলে, তাহার গর্ভজাত পুত্র।

কাণ—একচক্ষুহীন।

যস্য চোপপতিগৃহে—যে ব্যক্তি নিজের গৃহে স্ত্রীর উপপতিকে আসিতে এবং বাস করিতে দেখিয়াও, তাহা সহ্য (connive) করে।

মনুসংহিতায় শ্রাদ্ধে অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণের যে দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন, উহা ধরিয়া বিচার করিলে, আজকাল একটিও সুপাংক্তেয় ব্রাহ্মণ পাওয়া অতি কঠিন। এই জন্যই শ্রাদ্ধে "দর্ভময় ব্রাহ্মণের" সৃষ্টি হইয়াছে।

রেফ্ যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের বৈকল্পিক দ্বিত্ব প্রবন্ধলেখক করেন না। এ সম্বন্ধে তিনি রাঢ়ের ব্যাকরণ সংক্ষিপ্তসারের "হ্রাভ্যামশাদিবা" (২০৪ সূত্র, সন্ধিপাদ) এবং পাণিনীয় 'অচোরহাভ্যাং দ্বে' (অষ্টম অধ্যায়, ৪র্থ পাদ) সূত্রানুসারে চলেন। সুতরাং পাঠকগণ রেফের পর বর্ণের দ্বিত্ব না দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। ইহ ও দ্রাব্য যে মুদ্রাকর ও সংশোধক চিরাগত অভ্যাস বশে লেখকের অভিপ্রায় সর্ব্বত্র অনুসরণ করিতে পারে নাই।

অসত্য প্রচার।

গত ১৩১৬ সালে শ্রীযুক্ত কালীকিশোর বিদ্যাভূষণ লিখিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের পদ্যানুবাদ ছাপা হইয়াছে, তাহার ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :—

বৈশ্যের ঔরসে আর শূদ্রার উদরে।
কায়স্থ জাতির সৃষ্টি জানিবে অন্তরে॥

মূল সংস্কৃতে আছে 'করণ' জাতির উৎপত্তি কথা, এই বৈশ্য-শূদ্রাজাত করণের কথা যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতেও আছে। কায়স্থ শব্দের প্রতিশব্দ রূপেও করণ শব্দের ব্যবহার হয়, কিন্তু কায়স্থ-করণ ও বৈশ্য-শূদ্রাজাত বর্ণসঙ্কর করণ যে দুই পৃথক্ জাতি তাহা প্রাচীন কোষগ্রন্থাদিতে সুস্পষ্ট উক্ত আছে। তথাপি বিদ্যাভূষণ মহাশয় কায়স্থ-বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া মূলের 'করণ' শব্দ ত্যাগ করিয়া তৎস্থলে "কায়স্থ" শব্দটী বসাইয়া দিয়াছেন। সাধারণ লোকে এই সকল পুস্তক পড়িয়া কায়স্থ জাতিকে হেয় জ্ঞান করিতে শিক্ষা করে। সুতরাং ব্রাহ্মণদের এইরূপ আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করা সঙ্গত মনে করি।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "সোনার ভারত" নামক পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা হাই স্কুলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার ৯৫, ৯৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে বল্লালসেন বৈদ্য জাতির মধ্যেও কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহা অশ্রুতপূর্ব্ব। আমরা বৈদ্যদের মুখেই শুনিয়াছি যে তাহাদের মধ্যে বল্লালী নাই। বৈদিক ব্রাহ্মণ, উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ, বারেন্দ্র কায়স্থ ও বৈদ্য এই চারি শ্রেণীর মধ্যে বল্লালী নাই, ইহাই চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছি। প্রথমোক্ত তিন শ্রেণী বরাবরই তাহা স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের কুলগ্রন্থাদিতেও বল্লালী কৌলীন্য না লওয়ার কথা আছে। ভরত মল্লিক লিখিত বৈদ্য কুলগ্রন্থেও বল্লালীর কোন উল্লেখ নাই। বল্লালসেন যে বৈদ্য ছিলেন তৎপক্ষে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই, তথাপি শিক্ষিত বৈদ্যেরাও বল্লালকে বৈদ্য বলিতে ও পুস্তকাদিতে লিখিতে লজ্জা বোধ করেন না। সেনবংশের বহু তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যাইতেছে যে তাঁহারা ব্রহ্মক্ষত্রিয়, ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। এ সকল পরিচয় হইতে তাহারা যে বৈদ্য ছিলেন না, তাহা নিঃসন্দেহরূপে বুঝা যাইতেছে। বস্তুতঃ তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং কায়স্থ ক্ষত্রিয় ছিলেন। ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়গণ এখনও

গুজরাট অঞ্চলে বাস করিতেছেন, তাঁহারা লেখনীজীবী কায়স্থ শ্রেণীবিশেষ। তাঁহাদের পৌরাণিক উৎপত্তি বৃত্তান্তেও তাহাই ব্যক্ত রহিয়াছে। আবুল ফজল প্রণীত আইন-ই আকবরী নামক পারস্য ভাষায় লিখিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ এসিয়াটিক সোসাইটী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বাঙ্গলার সেনরাজগণ কায়স্থ বলিয়াই সুস্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহারা যে বৈদ্য ছিলেন তৎপক্ষে এরূপ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ কেহ দেখাইতে পারেন কি? এক্ষণে একটী প্রশ্ন উঠিয়াছে—"বল্লালসেন যদি বৈদ্য ছিলেন তবে বৈদ্য জাতিকে কৌলীন্য দিলেন না কেন?" এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য বৈদ্য লেখকগণ বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকাদিতেও, কোন প্রমাণ না থাকিলেও, লিখিতেছেন—বল্লালসেন বৈদ্য জাতির মধ্যে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এইরূপ অসত্য কথা যে সকল পুস্তকে লিখিত হয় তাহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া উচিত নহে এবং বালকদের হস্তে এরূপ পুস্তক দেওয়া উচিত নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ইহার প্রতিকারের জন্য প্রতিবাদ প্রেরিত হওয়া সঙ্গত বোধ করি।

শ্রীতারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা
কাশীপুর, বরিশাল।

প্রথম বাঙ্গালী—কায়স্থ।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলের ২ জন কায়স্থ—১ম মুন্সী নবকৃষ্ণ, ২য় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ।

১ম মুন্সী নবকৃষ্ণ কোম্পানীর মুন্সী ছিলেন। কর্ণেল ক্লাইব সাহেব পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মুরশিদাবাদের রাজপ্রাসাদে ধনরত্ন লাভার্থে গমন করেন। তৎকালে তাঁহার সঙ্গে মেংওয়ার্ট ও লাসিংটন সাহেব ও রামচাঁদ কেরাণী ও নবকৃষ্ণ মুন্সী ছিলেন। ধনরত্নের কোম্পানীর প্রাপ্য অংশ বাদে উপরি উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে বিভাগ হয় তাহাতে মুন্সী নবকৃষ্ণ প্রচুর ধন লাভ করেন। ১৭৬৭ খ্রীঃ অব্দে নবকৃষ্ণ, মুন্সী হইতে কোম্পানীর বেনিয়ান পদে উন্নত হন। তৎকালে তাঁহার বেতন মাসিক ২০০ দুইশত টাকা ছিল। তিনি তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে শোভা বাজারের বাটীতে ১২ বারো লক্ষ টাকা (তৎকালের নব্বই হাজার পাউণ্ড) ব্যয় করেন। ইহাতেই তাঁহার উপার্জ্জনের

পরিচয় হইতেছে। মাতৃশ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্যান্য বহু সৎকার্য্যে প্রচুর অর্থব্যয় ও দেবসেবা স্থাপন পূর্ব্বক বহু অর্থ রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন।

২য় উক্ত কোম্পানীর প্রথম গবর্ণর ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহেবের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। ইনি বহু অর্থোপার্জ্জন করেন। স্বীয় মাতৃশ্রাদ্ধে বিশ লক্ষ (তৎকালের দেড় লক্ষ পাউণ্ড) ব্যয় করেন। এই শ্রাদ্ধে বাঙ্গলা বেহার উড়িষ্যার বহু রাজা জমিদার ও প্রধান ব্যক্তিগণ ও নানা দেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুক তাঁহার কান্দীর বাসভবনে উপনীত হইয়াছিলেন। এই বিশাল শ্রাদ্ধ সভার সভাপতি ছিলেন নবদ্বীপাধিপতি ব্রাহ্মণকুলতিলক মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র কুমার শিবচন্দ্র। ব্রহ্মভোজ্যের জন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথ ধাম হইতে প্রচুর মহাপ্রসাদ আনীত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ মহাপ্রসাদ ও ক্ষীরের সন্দেশাদি ও দধি ক্ষীর ও নানাদেশীয় ফলমূল আহারে পরিতৃপ্ত হন। কুমার শিবচন্দ্র, নাটোর ও বর্দ্ধমানের মহারাজা প্রভৃতির হস্তে প্রচুর রজতখণ্ড ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিতরিত হয়। রাজা মহারাজগণ সমক্ষে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ রাশিকৃত টাকা রাখিয়া তাঁহাদের ইচ্ছামত ব্রাহ্মণহস্তে দানের প্রার্থনা করেন। কুমার শিবচন্দ্র সকলের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক স্থির করেন যে তাঁহারা দুই হস্ত জোড় করিয়া ধরিলে এক ব্যক্তি তাহা পূরণ করিয়া টাকা দিলে তাঁহারা উহা ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। এই ভাবে কয়েক জন টাকা দান করিলেন। কিন্তু নাটোরাধিপতি ঐ টাকা ব্যতীত আরও এক মুঠা টাকা দান করেন।

গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃশ্রাদ্ধ-সভা দৃষ্টে সকলেই বলিলেন—"যেন ঠিক দক্ষযজ্ঞ হইতেছে।" প্রত্যুত্তরে গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—"সে যজ্ঞে শিবের আগমন হয় নাই, এখানে শিবের আগমন হইয়াছে।" কুমার শিবচন্দ্রের আগমনে তিনি অতিশয় গৌরবিত হইয়াছিলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ কান্দীভবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে সেবা স্থাপন করেন সেই শ্রীমূর্ত্তি রাধাবল্লভ বিগ্রহ। মোগল সম্রাট আকবরের যে সকল বিলাস সামগ্রী ছিল, শ্রীমূর্ত্তির সেবার সেইরূপ মুক্তা স্বর্ণ-রজত জড়িত আসন, শয্যা, পাখা, আতর দান প্রভৃতি ও নানা অলঙ্কার আছে। বিগ্রহের সোণার হুক, গড়গড়ি প্রভৃতি ও অত্যুৎকৃষ্ট তামাক ব্যবস্থা ছিল। অষ্টপ্রহর উৎকৃষ্ট নহবত বাদ্যে ও প্রাতে ও সন্ধ্যায় কীর্ত্তনাদি শ্রবণে সকলে বিমুগ্ধ হইত। উক্ত সেবা ও দরিদ্র দিগকে দানের জন্য প্রতিদিন ৫০০ পাঁচ শত টাকা বরাদ্দ করিয়া দেন। ইহা ভিন্ন দোলযাত্রা ও রাসযাত্রাদির স্বতন্ত্র ব্যয় নির্দ্ধারিত ছিল। তাহার প্রত্যেক

পর্ব্বে দশ হাজার টাকা ব্যয় হইত। এই সেবা এখনও কান্দিতে বিদ্যমান আছে।* ইঁহারই পৌত্র প্রসিদ্ধ লালা বাবু।

"প্রথম বাঙ্গালী" প্রবন্ধে ব্রিটিশ শাসন হইতে কায়স্থগণের নাম উল্লেখ হয়। কিন্তু গত মাঘ মাসের সংখ্যায় শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালীয় শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের নামোল্লেখ হইয়াছে। এই সময়ের শাক্ত ও বৈষ্ণব দলে বহু কায়স্থ প্রধান রাজকর্ম্মচারী ও দাতা ও ভগবদ্ভক্ত আছেন। তাঁহাদিগের বিষয় যিনি যাহা জানেন তাহা পত্রিকায় প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে যাঁহারা কোন বিষয়ে কৃতিত্ব বা অসাধারণত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কায়স্থ, "প্রথম বাঙ্গালী—কায়স্থ" প্রবন্ধে তাঁহাদেরই নাম উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজনগণের মধ্যে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রচুর ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও অসাধারণ নিস্পৃহতা ও বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহারা তুলনারহিত বলিয়া তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ ও মুন্সী নবকৃষ্ণ কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রথম বাঙ্গালী, শ্রদ্ধেয় লেখক তাহার উল্লেখ করিলে ভাল হইত।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার।

মুস্কিল-আসান।

২৭

এদিকে ৺রামলাল মিত্রের বাড়ীতে বিবাহের মহা আয়োজন। বিশ্বাসের প্রেরিত লোকই সমস্ত কার্য্য কলের পুতুলের মত করিয়া যাইতেছে। কিন্তু নিরুপমার মনে শান্তি নাই, তিনি যেন কাহার আশায় পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। কাহাকেও কোন কথা মুখ ফুটিয়া কহিতে পারেন না। তিনি শুনিয়াছেন, নৃপেন্দ্রনাথ জেল হইতে খালাস হইয়া চণ্ডীতলায় গিয়াছেন। কেন তিনি বাড়ী আসিলেন না, কবে আসিবেন? বোধ হয়

* হাণ্টার সাহেব কৃত মুরসিদাবাদের ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল্ একাউণ্ট নামক পুস্তকের ৮০।৮১।১৮৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

নিরুপমার উপর রাগ করিয়াই তিনি এ সময় বাড়ীতে আসিলেন না। হায়, অভিমানী সন্তান! অহর্নিশি মায়ের অন্তর কি দারুণ অনলে দগ্ধ হইতেছে তাহা যদি তুমি বুঝিতে। কিন্তু যাক, তাহার কি দোষ?

এ সময় নৃপেন্দ্রনাথ বাড়ী থাকিলে তাহার উপর সমস্ত ভার দিয়া নিরুপমা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। কিন্তু নৃপেন্দ্রনাথের বিষয় চিন্তা করিবার কোন অধিকার কি তাঁহার আছে? ঘণ্টার মধ্যে পাঁচবার নিজের মনকে তিনি এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন। নৃপেন্দ্রের এ বাটীতে আসিবার পথ তিনি নিজ হাতে কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছেন। এখন ভাবিলে কি হইবে? কিন্তু তবুও তিনি শান্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না। যে যাত্রাগানে শ্রীকৃষ্ণের অবতারণা নাই, বুদ্ধদের মতে সে যাত্রা যাত্রাই নহে। দুর্গাপুরের মধ্যে যে কার্য্যে নৃপেন্দ্রনাথের মঙ্গলহস্ত নাই সে কার্য্যও কার্য্যই নহে—সে প্রাণহীন, উদ্দেশ্যবিহীন পণ্ডশ্রম মাত্র। গ্রামের মধ্যে আজ নৃপেন্দ্রনাথ, তাহার স্বামীর পদানুসরণ করিয়া তাঁহার ন্যায় স্বীয় কীর্ত্তি সৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছেন। অথচ সেই স্বামীর কার্য্যে আজ তিনি নৃপেন্দ্রনাথের সহানুভূতি লাভ করিতে পারিবেন না, নিরুপমার পক্ষে ইহা হইতে আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? কিন্তু সে দোষ নিরুপমার, নৃপেন্দ্রনাথের নহে।

কিন্তু তবুও এ সময়ে নৃপেন্দ্রনাথ অন্ততঃ পক্ষে যদি বাড়ীতেও থাকিতেন তাহা হইলেও বুঝি তাহার এত চিন্তা হইত না। হায়, এ চিন্তাসূত্রের কি শেষ নাই?

বিবাহের দিন সকাল হইতে ৺রামকাল মিত্রের বাটীতে অসংখ্য লোক কাজ করিতেছে। নিরুপমা সমস্তই বসিয়া বসিয়া দেখিতেছেন। তিনি নিজেও সদ্য ব্যারাম হইতে উঠিয়াছেন। নিজের কিছু করিবারও ক্ষমতা নাই। দরকারও নাই। সমস্তই বিশ্বাস মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পরিপাটি রূপে সম্পন্ন হইতেছে। ময়দা, ঘৃত, মিষ্টান্ন প্রচুর পরিমাণে আমদানী করা হইয়াছে। সহর হইতে 'রসুয়ে' ব্রাহ্মণ আসিয়া ইতি মধ্যেই 'হাড়ি মহলে' ঢুকিয়া পড়িয়াছে। দশ বার জন স্ত্রীলোক তরকারী কুটিতে বসিয়া গিয়াছে। কোথা হইতে যে এত মেয়ে লোকের আমদানী হইল, নিরুপমা তাহা ভাবিয়াই 'কূল কিনারা' করিতে পারিলেন না, দুর্গাপুর পরগনার প্রায় পাঁচ শত ঘর নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে শুনিয়া নিরুপমা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। পঞ্চ

দিনের ভোজের জন্য কোথা হইতে দশ বারটী বৃহৎ রুই আনিয়া উপস্থিত করা হইল। অমনি ৩.৪ জন চাকরাণী বটী লইয়া তাহা কুটিতে বসিয়া গেল।

সন্ধ্যা হইতে অসংখ্য প্রকারের বাজী পোড়ান আরম্ভ হইল; পল্লীর বালক বালিকারা অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইয়া আনন্দ কোলাহল করিতে২ বিবাহ বাড়ীকে মুখরিত করিয়া তুলিল। বন্দুকের মুহুর্মুহু ধ্বনিতে কাণে তালা লাগিবার উপক্রম হইল।

২৮

সন্ধ্যার পরেই ব্যাণ্ড বাদ্যের সঙ্গে বর মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর মধ্য হইতে ঘন ঘন হুলুধ্বনি হইতে লাগিল। বাজিকর মহাশয় দ্বিগুণ উৎসাহে নূতন নূতন 'নমুনার' বাজী পোড়াইয়া তাহার কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিল।

বিবাহের দুইটী লগ্ন ছিল। প্রথম রাত্রে একটী ও শেষ রাত্রে একটী। ক্ষণপরেই প্রথম লগ্ন উপস্থিত হইল। নিশিকান্ত মিত্র মহাশয় জোড় হস্তে বরপক্ষের ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে নিবেদন করিলেন—"লগ্ন উপস্থিত, দেবতাদের অনুমতি হলে বর নিয়ে যেতে পারি।"

"অনুমতি আমি দিচ্ছি, একটু অপেক্ষা করুন।" বজ্র নির্ঘোষের ন্যায় এই কয়েকটী কথা শুনিয়া সকলে সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন নৃপেন্দ্রনাথ কালান্তক যমের ন্যায় সশরীরে উপস্থিত। সঙ্গে অনুচররূপে আর দশ বারটী যুবক। দেখিতে দেখিতে বর মহাশয়ের মুখখানি সদ্যোমৃতের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। বরযাত্রিদের মধ্যে অনেকে ভীত হইলেন। অনেকে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। নিশিকান্ত বাবুও ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন—"এ সময়ে এসে কেন তুমি গোল বাধাচ্ছ নৃপেন? বিবাহ স্বচ্ছন্দে হতে দাও।"

দেখিতে দেখিতে নৃপেন্দ্রনাথের আগমন ও বিবাহে বাধা প্রদান সংবাদ বাড়ীর মধ্যেও প্রকাশ হইয়া পড়িল। যে যে ভাবে যে কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, সে সেইখানে সেই ভাবেই স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িল। এ সংবাদে নিরুপমা মূর্চ্ছিত হইলেন। বিষাদ-কোলাহলে উৎসবমুখরিত বাড়ীখানি ক্ষণেকের মধ্যে শ্রীহীন হইয়া পড়িল। নৃপেন্দ্রনাথ তাহার দল সহ রোগিণীর শুশ্রূষার জন্য বাড়ীর মধ্যে ছুটিলেন। নিরুপমার মূর্চ্ছার জন্য সকলেই

নৃপেন্দ্রনাথকে দূষিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া রোগিণীর শুশ্রূষায় মন নিবিষ্ট করিলেন। অনেক পরিশ্রমের পর নিরুপমার জ্ঞান হইলে তিনি পুনরায় বাহিরে আসিয়া বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বিশ্বাস তোমার আচরণে আমি মর্ম্মাহত হয়েছি। তোমার কি আর বিবাহের বয়স আছে? নিজের মনকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ একটা বালিকাকে বিবাহ করছ কিসের জন্য? সে কি তোমার পত্নী হবার উপযুক্তা? তুমি বুড়ো হয়েছ, তোমার শিরে শমন দাঁড়িয়ে। তোমার কি একটু ধর্ম্মভয়ও নাই? একটা বালিকার পাণিপীড়ন করে যে পাপ অর্জ্জন করবে, তার প্রায়শ্চিত্ত কি, একবার ভেবে দেখেছ কি? জানি না, তোমার জন্য বিধাতা কোন্ নরক সৃষ্টি করে রেখেছেন। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ।

শ্যামলাল বাবুর ন্যায় পরোপকারী লোক গ্রামের মধ্যে আর ক'টী পাওয়া যায়? তাঁর কাছে কে না ঋণী? অথচ তাঁর মৃত্যু হ'তে না হ'তেই সকলে মিলে তার সোণার প্রতিমাকে হাত পা বেঁধে নদীর জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে, এইরূপেই বুঝি উপকারীর প্রত্যুপকার করতে হয়। ছি ছি, মানুষ এমন করেও নরকের পথ পরিষ্কার করতে পারে! কিন্তু বিশ্বাস! তুমি ত অবুঝ নও, তুমি ছেলে মানুষ নও, এখনও বুঝে দেখ, এ বিয়ে করা তোমার উচিৎ কি না? কন্যার মাতা দশ জনের চক্রান্তে পড়ে বাধ্য হ'য়ে তোমার মত বুড়োর হাতে তার মেয়েকে সঁপে দিচ্ছেন। তার মতন নিরাশ্রয় বিধবার আর কি উপায় থাকতে পারে? কিন্তু তুমি ভেবে দেখ বিশ্বাস, এ বিয়ে করা কি তোমার উচিত হচ্ছে? তুমি যদি সত্যই শরৎকে স্নেহ কর তবে বল দেখি, ভাব দেখি, তোমার অবর্ত্তমানে তার দশা কি হবে? তাকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে তুমি কি সুখে থাকবে?

"আর লজ্জা দিবেন না, নৃপেন বাবু, ঢের হয়েছে," এই কথা বলিতে বলিতে নটবর বিশ্বাস উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরে মাথার মুকুট ও হাতের দর্পণ সকলের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন—"

"ও', ক্ষণিকের মোহে ভুলে, আমি কি অপকর্ম্মই করতে যাচ্ছিলাম্। নৃপেন্ বাবু, তুমি প্রকৃত বন্ধুর মত আমাকে আজ নরক হতে উদ্ধার করলে। আজ হতে শরৎ আমার সহোদরা ভগ্নী। আজ দশ জনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে

বল্‌ছি, আজ হতে আমার সমস্ত সম্পত্তি শরতের। আমি যত দিন থাকি তার দাস রূপে সে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করব।"

হঠাৎ বিশ্বাসের এই স্বপ্নাতীত উদারতায় সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ঘন ঘন বন্দেমাতরম্ ও বাড়ীর মধ্য হতে হুলু ধ্বনি ক্ষণিক বিষাদ-খিন্ন বিবাহ বাড়ীকে পুনরায় জাগরিত করিয়া তুলিল। "কিন্তু মেয়েকে ত অমনি রাখা যাবে না, আজই তাকে পাত্রস্থা করতে হবে।" এক সঙ্গে ৩।৪টী ভদ্রলোক এইকথা বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন।

নৃপেন্দ্র নাথ বলিলেন—"সেজন্য আপনাদিগকে ভাবতে হবে না, তার ব্যবস্থা আমি করেছি। ভূপেন, যাও ত' আমাদের বাড়ী হতে শর্ব্বরী বাবুকে এখনই ডেকে নিয়ে এস, মহাশয়রা, আপনারা সমস্ত উদ্যোগ করুন। বর এল বলে। এই বলিয়া তিনি নিজে একবার বাড়ীর ভিতর যাবেন এমন সময়, নৃপেন্দ্র নাথের বৃদ্ধ পিতা বিশ্বেশ্বর বাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়িয়া আসিয়া বলিলেন—"সর্ব্বনাশ উপস্থিত সে ছেলেটী চ'লে গেছে, বলে গেল, নৃপেন্দ্র বাবুকে বল্‌বেন, পিসীমার অমতে আমি বিয়ে করতে নিতান্তই অপারগ। তিনি যেন অন্য চেষ্টা করেন। তখন হঠাৎ বুঝবার ভুলে স্বীকার ক'রে অন্যায় কাজ করেছি, সেজন্য তার ক্ষমা ভিক্ষ করছি।"

নৃপেন্দ্র নাথ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, এখন উপায়। এমন ব্যাপারও ঘটিতে পারে তাহা তিনি পূর্ব্বে কখনও ত' ভাবিয়া দেখেন নাই, ভুল ভ্রান্তি মানুষের স্বভাবগত দোষ। কিন্তু তিনি জীবনে কখনও এমন ভুল করেন নাই। আজ সামান্য ভুলের জন্য তিনিই কি এক ভদ্রমহিলার জাতি পাতের হেতু হলেন?

বিনয় প্রভৃতি আরও ২।৪জন যুবক বলিয়া উঠিল, "সে যাবে কোথা—বোধ হয় ষ্টেসন্ পর্য্যন্ত গিয়াছে, এখনই তাকে ধরে নিয়ে আসব।"

ধীর স্বরে নৃপেন্দ্র নাথ বলিলেন "এনেই বা কি ফল হবে, এ বিবাহে যদি নিতান্তই তার অমত হয় ধরে বেঁধে বিবাহ দিলে মেয়ে কখনও সুখী হতে পারবে না ও বিদেশী ভদ্রলোককে বিশ্বাস করে ভুলই করেছি"।

নৃপেন্দ্র নাথ উঠিয়া পাগলের মত উঠানে নামিলেন। কালীপদর হাত ধরিয়া বলিলেন, তোকেই এ বিয়ে করতে হবে। "এ স্বদেশীর দিনে সেচ্ছা-সেবকের"—"না, না, তা আমি শুনব না"—নৃপেন্দ্র নাথ তাহাকে বাড়ীর মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

কালীপদ যাইতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিল "কাকা বাড়ী না।"

নৃপেন্দ্র নাথ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"সেজন্য কিছু ভাবিস্ নে। যত টাকা লাগে আমি দিব"। "কিন্তু তার অমতে এত বড় একটা কাজ অসম্ভব।"

রামলালের পরামর্শিক আসিয়া নৃপেন্দ্রকে বলিল—'বাবু আপনাকে মা ঠাকুরুন ডাকছেন, একবার বাড়ীর ভিতর যান। আপনাদের বুড়ো বাবুও সেখানে আছেন।"

"বিপদি ধৈর্য্যম" নৃপেন্দ্র নাথের জপমন্ত্র। কিন্তু তবুও আজকার ঘটনায় তিনি ক্ষণেকের জন্য যেন আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। ধীর পদবিক্ষেপে বিষণ্ণ অন্তরে শয্যোপরি উপবিষ্ট নিরুপমার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন 'মা বোধ হয় সমস্তই শুনেছেন।" "হা বাবা সমস্তই শুনেছি. আমার এ মুস্কিলে তুমিই একমাত্র আসান। আমার শরৎকে তোমার হাতেই সমর্পণ করলাম।"

এ প্রস্তাবের জন্য নৃপেন্দ্রনাথ কখনই প্রস্তুত ছিলেন না। কয়েক মাস পূর্ব্বে একদিন দুপুর বেলায় একটী মধুর ছবি তাহার চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সে কথা স্মরণ করিয়া আজ তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। কিন্তু তিনি স্বপ্নেও কখনও ভাবেন নাই যে, শরতের পাণিগ্রহণ তাহাকেই করিতে হইবে। সুতরাং দুই হাত পিছাইয়া যাইয়া মহা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—

"আ-মি, আ-মি কি তার যোগ্যপাত্র?"

'তোমার যোগ্য সে নয়, তবে যদি তুমি দয়া করে তাকে পায়ে রাখ."

"আমি যে ডাকাত মা, মানুষ মেরে এইমাত্র জেলখেটে আসছি."

"তুমি যদি ডাকাত তবে দেবতা কে বাবা, আগুনে পুড়ে সোনা নির্ম্মল হয়, জেলে গিয়ে তোমার চরিত্র সমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে, তুমি আর অমত কর না।"

"কিন্তু—'

নিরুপমা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"হা, বাবা, তোমার বাবারও এ বিবাহে মত আছে?"

বিশ্বেশ্বর বাবু পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার দিকে তাকাইয়া নৃপেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনারও কি সেই মত বাবা?"

বিশ্বেশ্বর বাবু উত্তর করিলেন—'হা, বাবা।" রামলাল দেশের ও দশের সেবা করতে করতে ইহধাম ত্যাগ করেছেন, আজ তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করে

তার বিপন্না বিধবা স্ত্রীকে কন্যাদায় হতে উদ্ধার কর, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন।"

"আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য।"

আনন্দে নিরুপমার বক্ষে প্রবল বন্যা বহিতে লাগিল, আজ আর সে কোন বাধাই মানিতেছিল না, শরতের ললাটে এত সুখ আছে, তিনি পূর্ব্বে কখনও চিন্তাও করিতে পারেন নাই।

সমাপ্ত।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা কাব্যবিনোদ।

সামাজিক-বার্ত্তা

প্রচার-বিবরণ

(১) গত ১লা ফাল্গুন, রবিবার, খুলনা—নন্দনপুরের শ্রীযুক্ত কালিদাস বসু বর্ম্ম মহাশয়ের উদ্যোগে আলিপুরের উকিল শ্রীযুক্ত বংশধর বিষ্ণু মহাশয়ের ২৩নং কালিদাস পতিতুণ্ড লেন ভবনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার উদ্দেশ্য প্রচারের অভিপ্রায়ে একটী কায়স্থসভা আহুত হয়, সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্ম এম-এ,বি-এল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় বরপণ নিবারণ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়, সভাপতি মহাশয় বলেন—যে বিবাহে পণ গৃহীত হইবে, তাহাতে আমরা যোগদান করিব না, নিকট আত্মীয় হইলেও তাহার গৃহে উপস্থিত হইব না, এইরূপ সঙ্কল্প আমাদের করা উচিত। আর কন্যার আত্মীয়গণেরও দৃঢ়তা আবশ্যক, পণ দিয়া মেয়ে বিবাহ দিব না, এইরূপ সংকল্প করা আবশ্যক। তৎপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অগ্রহায়ণ সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় তাঁহার লিখিত "বরপণ ও কন্যাদায়" নামক প্রবন্ধের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং তাহাতে উল্লিখিত যুক্তি প্রমাণাদি অবলম্বনে ১॥ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত কালিদাস বসু বর্ম্ম মহাশয় বলেন—বর্ত্তমানে ব্যবস্থা-পরিষদে সমাজসংস্কারমূলক আইন (যথা পেটলের বিল্) বিধিবদ্ধ হইতেছে। এইরূপ Social Legislation আমাদের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদেও গৃহীত না হওয়ার কোন কারণ দেখিতেছি না। বরপণের অত্যাচার নিবারণের জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে একটী আইনের পাণ্ডুলিপি কোন যোগ্য সদস্যের দ্বারা উপস্থিত করা আবশ্যক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে শারীরিক ও মানসিক অশান্তি সত্ত্বেও ৩ ঘণ্টা কাল সভার কার্য্য পরিচালনের জন্য ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সভা ভঙ্গের পরেও উপস্থিত কতিপয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রায় ১ ঘণ্টা কাল বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সহিত সমাজসংস্কার বিষয়ে আলোচনা করেন।

(২) ৭ই ফাল্গুন, শনিবার ৺গোপালচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ২৬নং পদ্মপুকুর রোড ভবনে, কালিদাস বসু মহাশয়ের উদ্যোগে আর একটী সভা হয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষবর্ম্ম বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হন এই দিনের সভায় কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়বর্ণতা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তদ্বিষয়ে বিবিধ প্রমাণ পরম্পরার উল্লেখ করেন এবং শ্রীযুক্ত ভূপতি কাব্যতীর্থ মহাশয় মাঝে মাঝে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিতেছিলেন, তাহার উত্তর প্রদান করেন। এইভাবে বহুক্ষণ আলোচনার পর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তিনি একটী বিশেষ কথা এই বলেন যে তিব্বতের প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে অনেক বঙ্গীয় কায়স্থের উল্লেখ আছে, তাহাতে একই ব্যক্তি কোন স্থলে কায়স্থ ও কোন স্থলে ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, বহু কায়স্থের এইরূপ পরিচয় তাহাতে আছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে সেই প্রাচীন কালেও কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহা সমাজের জানা ছিল। কেহ কেহ দ্বাদশাহ অশৌচ পালনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ঘোড়দৌড়ের দিন বলিয়া অনেক কায়স্থ সভায় উপস্থিত হন নাই, সুতরাং আর একটী দিন নির্ব্বাচন করিয়া ভালরূপে একটী সভা করার কথা কেহ কেহ বলেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীবীরেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা

(৩) গত ৮ই চৈত্র, মঙ্গলবার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্ম মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মধুপুর গমন করেন। পরদিন প্রাতে তাঁহারা উভয়ে পাথরোল এষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রায় সাহেব মতিলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং একটী কায়স্থসভা আহ্বান করিতে রায় সাহেবকে অনুরোধ করেন এবং তদনুসারে ১০ চৈত্র বৃহস্পতিবার স্থানীয় জিতেন্দ্রনাথ পাবলিক লাইব্রেরী হলে একটী কায়স্থসভা আহূত হয়। শ্রীযুক্ত রায় সাহেবের প্রস্তাবে এবং সর্ব্ব

সম্মতিক্রমে ডাঃ শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বি-এল মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার গঠন, নিয়ম, উদ্দেশ্য ও বর্ত্তমান কার্য্যতৎপরতা সম্বন্ধে প্রায় ১ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণ পরম্পরা উপস্থিত করিয়া কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়বর্ণতা সপ্রমাণ করেন। এই দিন তাহার বক্তব্য সকল কথা শেষ না হওয়ায় পরদিন পুনরায় ঐ স্থানে সকলের মিলিত হওয়া স্থির হয়। দ্বিতীয় দিনের সভায় তিনি বঙ্গীয় কায়স্থ গণের উপনয়নসংস্কার লোপের কারণ, "কায়স্থ" এই জাতিনামের উৎপত্তি এবং অশৌচসঙ্কোচে কোন প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা আছে কি না—এ সকল বিষয় যুক্তিপ্রমাণ সহকারে আলোচনা করেন। তৎপর সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ মহাশয় বলেন—"যখন আমরা বুঝিতেছি যে আমরা ক্ষত্রিয়বর্ণ এবং ক্ষত্রিয়োচিত সর্ব্ববিধ সংস্কার ও আচার আমাদের পালনীয় তখন আমাদের কর্ত্তব্য অবিলম্বে উপনয়ন সংস্কার, দ্বাদশাহ অশৌচ ও অন্য ক্ষত্রিয়োচিত আচার অবলম্বন করা। তাঁহার প্রস্তাব সকলেই অনুমোদন করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

পরদিন শনিবার পূর্ব্বাহ্নে রায় সাহেবের ভবনে সকলে মিলিত হন। তাহাতে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য গৃহীত হয়:—

(ক) 'মধুপুর কায়স্থসভা' নামে একটী স্থায়ী কায়স্থসভা মধুপুরে প্রতিষ্ঠিত হইল।

(খ) এই সভাকে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার শাখাশ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

(গ) শ্রীযুক্ত রায় সাহেব মতিলাল মিত্র—এই সভার সভাপতি, শ্রীযুক্ত ডাঃ হরিচরণ ঘোষ সহকারী সভাপতি, শ্রীযুক্ত অনন্ত নাথ বসু সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দাস মজুমদার বি, এ, সহযোগী সম্পাদক মনোনীত হইলেন।

(ঘ) মধুপুরে যে সকল কায়স্থ এখনও অনুপনীত আছেন আগামী ৩০শে বৈশাখ শুভদিনে তাহারা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবেন।

উপস্থিত সকলে এই সকল মন্তব্য স্বাক্ষরযুক্ত করিয়া দিলে এবং বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রস্তাবে রায় সাহেব মতিলাল, ডাঃ হরিচরণ ও শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপ্রসাদ দাস মহাশয়গণ বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে সম্মত হইয়া এক

বর্ষের চাঁদা ও প্রবেশিকা বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট প্রদান করিলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীঅনন্তনাথ বসু
সম্পাদক, মধুপুর কায়স্থসভা।

(৪) প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণচন্দ্র বর্ম্ম মহাশয় ৪ঠা ফাল্গুন লিখিয়াছেন :—

অখিলভারত কায়স্থসভার পরেও প্রায় ৩ সপ্তাহ কলিকাতায় থাকিয়া সভাসংগ্রহের চেষ্টা করি। তৎপর বাড়ী আসিয়া তৎপরদিনই যশোহর বনগ্রাম হিন্দুসম্মিলনীর নিমন্ত্রণ পাইয়া তথায় যাই। তথা হইতে যশোহর, মণিরামপুর, দুর্গভাঙ্গা, ডোঙ্গাহাটা প্রভৃতি স্থানে সভা করিয়া এবং কতিপয় সভ্য সংগ্রহ করিয়া মোহনপুর গ্রামে আসি। এখানে একটী বড় সভা হয়, প্রায় ২৫০ শত কায়স্থ তাহাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আগামী বৈশাখে এখানে উপনয়ন হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। এ স্থান হইতে সেনহাটী যাই। অতিরিক্ত বসন্তের প্রাদুর্ভাব হেতু এখানকার উপনয়ন স্থগিত রহিল। ফাল্গুনের শেষে ব্যারামের প্রকোপ কমিলে আমাকে পুনরায় যাইয়া উদ্যোগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তথা হইতে বাড়ী আসিয়া—পরলোকগত মহাপুরুষ রায়সাহেব রাধাগোবিন্দ রায় মহাশয়ের স্মৃতিসভায় যোগদানের জন্য নবদ্বীপে যাই। তথায় বিরাট স্মৃতিসভা হয়, তাহার বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে আশা করি। তথা হইতে উলা বীরনগরে আসিয়া শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মৌস্তকী মহাশয়ের বাটীতে একটী সভা করি। এক্ষণে বনগ্রাম, যশোহর হইয়া বাড়ী ফিরিতেছি। যে কয়জন নূতন সভ্য হইয়াছেন তাঁহাদের আবেদন পাঠাইলাম।

(৫) অদ্য ২৩শে মাঘ, রবিবার বেলা ৩টার সময় যশোহর—বিজয়রামপুর গ্রামের অমৃতলাল হালদার মহাশয়ের বাটীতে একটী বিরাট কায়স্থসভা আহূত হয়। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত থাকেন। শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু রাইচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র বর্ম্ম, ভক্তিভূষণ মহাশয় কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনীয় বহু শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদির দ্বারা অতি বিশদভাবে প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। অত্র গ্রামের সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নানারকম কুতর্ক সৃষ্টি

করায় সভাপতি মহাশয় ও হাকোবা নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহাকে নিরস্ত করেন। উক্ত ভক্তিভূষণ মহাশয় শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাসাদি শাস্ত্র-যুক্তি দ্বারা বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করেন। আমরা সভার সমস্ত সভ্যবৃন্দ ভক্তিভূষণ মহাশয়ের সারগর্ভ বক্তৃতায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া পরম পবিত্র ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে সচেষ্ট থাকিলাম। অতি সত্বরই আমরা উপবীত গ্রহণ করিব।

২। যে দুর্ব্বার পণ-প্রথা সংক্রামক ব্যাধিরূপে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে অত্র সভার সভ্যগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে এই কু প্রথার মূলচ্ছেদ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৩। চার শ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন অত্র সভার সভ্যগণ একবাক্যে সমর্থন করিতেছেন।

শ্রীরাইচরণ মিত্র (সভাপতি) হাকোবা

মালুচি কায়স্থসভা

(৬) মালুচি হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেববর্ম্ম সরকার মহাশয় জানাইতেছেন,—

বিগত ৪ঠা চৈত্র, শুক্রবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রার দিবস অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটকার সময় ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত মালুচি গ্রামে স্বজাতি ও সমাজহিতপরায়ণ রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসুবর্ম্ম বিদ্যাবিনোদ, ভক্তিভূষণ, জমিদার মহাশয়ের ভবনে একটী কায়স্থসভা আহূত হয়। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে কায়স্থ প্রতিনিধিবর্গ এবং কায়স্থ জাতির হিতাকাঙ্ক্ষী কতিপয় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত গঙ্গাদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, (মালুচি), শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী (খেরুপাড়া), শ্রীযুক্ত কুলেন্দ্রমোহন বসু রায় বর্ম্মা, রায় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু চৌধুরী বি-এ, কবিভূষণ, (মালুচি), শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার দত্ত বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দত্ত বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সরকার বি-এ, হেডমাষ্টার, (খেরুপাড়া), শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা,

স্বেচ্ছাপ্রচারক, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ ধর, নায়েব, (সাহিনী), শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, নায়েব, (মাদ্রাখোলা), শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু, (বাগমাড়া)। শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন বসু বর্ম্মা (ঐ), প্রভৃতি।

যাঁহার আহ্বানে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা হইতে এতদঞ্চলে প্রচার জন্য প্রচারক মহাশয় এবার আসিয়াছেন, যাঁহার উদ্যোগে অদ্যকার এই জাতীয় অধিবেশন হইতেছে, দুঃখের বিষয় আজ হঠাৎ সেই উদ্যোগী পুরুষসিংহ, সদাশয় প্রিয়নাথ বাবু চক্ষুপীড়ায় অত্যন্ত অসুস্থ ও শয্যাগত অবস্থায় রহিয়াছেন ; সর্ব্বসম্মতিক্রমে অদ্যকার সভায় শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্ম মহাশয় কায়স্থসভার উদ্দেশ্য, ধর্ম্ম ও সমাজ এবং আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সুদীর্ঘ একটী বক্তৃতা করেন। তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"বেদ, সংহিতা, তন্ত্র, পুরাণাদিশাস্ত্র, ইতিহাস, শিলালিপি, কুলাচার্য্যদিগের কুলপঞ্জি এবং ভারতবিখ্যাত ঋষিপ্রতিম পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থাপত্রাদি, আচার-ব্যবহার, বিদ্যা-গৌরব, যশঃ এবং প্রতিভা ইত্যাদি দ্বারা কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে চিত্রগুপ্তজ, চান্দ্রসেনী প্রভৃতি নানা শাখা বিদ্যমান থাকিলেও সকলেই মূলে এক কায়স্থ জাতি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। — — বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে অধিকাংশই শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বংশধর তাহা অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যেও অগ্নিকুলজাত এবং বিহার, মিথিলা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় ক্ষত্রিয় বংশ পরিলক্ষিত হয়।

কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী' এবং আকবরের সভাসদ্ ঐতিহাসিক আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' পাঠে অবগত হওয়া যায়—প্রজ্ঞাদিত্য হইতে উৎপলাপীড় পর্য্যন্ত ১৬ জন কায়স্থ নৃপতি ভূস্বর্গ কাশ্মীরে ২৬১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন এবং কায়স্থ ভোজবংশ, শূরবংশ, পালবংশ ও সেনবংশ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তদনন্তর দ্বাদশ ভৌমিকের প্রভাব কালেও যশোহরে প্রতাপাদিত্য, ভূষণায় মুকুন্দরাম, চন্দ্রদ্বীপে কন্দর্পনারায়ণ, বিক্রমপুরে চাঁদ রায় ও কেদার রায়, ভুলুয়ায় লক্ষ্মণ মাণিক্য, দিনাজপুরে গণেশ রায় প্রভৃতি ভৌমিকগণ বহুবর্ষ স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। মহস্মদপুরের রাজা সীতারাম রায়ের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কাহিনী ইতিহাস জলন্ত অক্ষরে ঘোষণা করিতেছে। সেই চিরকীর্ত্তিমন্ত

মহামহিমান্বিত কায়স্থ ক্ষত্রিয়বংশ আজ বঙ্গে শূদ্রাপবাদগ্রস্ত হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। বাঙ্গালাদেশের স্মৃতিতত্ত্বকার বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের স্কন্ধদেশ হইতে উরুর নিম্ন পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিয়া শুধু মুখখানি এবং পদমাত্র সম্বল রাখিয়া অবশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (বাহু ও উরু) অদৃশ্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু স্কন্ধ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই যে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের জীবনী শক্তি লোপ পাইতেছে, তাহা আজ সকলে অনুভব করিতেছেন। কায়স্থগণ অচিরাৎ ক্ষত্রিয়াচার অবলম্বন করতঃ শস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া সকল জাতিকে তাহাদিগের বর্ণগত অধিকার প্রদান করিয়া সমাজের রক্ষক হউন। বৈদিক যুগের সেই চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ পুনঃ প্রতিষ্ঠা না করিলে, বর্ণ-ধর্ম্ম একেবারেই লোপ পাইবে। কায়স্থ চিরদিনই সমাজের রক্ষক এবং প্রতিপালক। আজ তাঁহারা শূদ্রত্বে অবনমিত, শূদ্রভাবাপন্ন না থাকিয়া ক্ষত্রিয়ের সেই স্বভাবসিদ্ধ ঈশ্বরভাব প্রণোদিত হউন,—

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥

গীতা ১৮ অঃ ৪৩

বর্ণাশ্রম ভিন্ন জাতির ও সমাজের স্থায়িত্ব লাভ অসম্ভব। হিন্দুর চিরাগত সনাতন ধর্ম্ম বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে সেই বর্ণগত ধর্ম্মের পুনঃ সংস্কার করিতে হইবে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা সমগ্র বঙ্গদেশে বর্ণধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের প্রথম পথপ্রদর্শক। আজ পঞ্চবিংশবর্ষ কাল যাবৎ এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া এজন্য অজস্র অর্থব্যয় এবং বহু চেষ্টা করিতেছেন ; সেই কেন্দ্র-সভার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মফস্বলের কায়স্থ প্রধান স্থানে শাখা সভা স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক।" এতদঞ্চলের কায়স্থ সমাজে ক্ষত্রিয়াচার প্রচলন এবং কায়স্থদিগের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি কল্পে একটী স্থায়ী সমিতি এবং তৎসঙ্গে একটী ভাণ্ডার সংস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে প্রচারক মহাশয় উপস্থিত কায়স্থমহোদয়গণকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলে তাঁহার প্রস্তাবমতে রায় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু চৌধুরী বি-এ, কবিভূষণ মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটী স্থায়ী ভাণ্ডারও 'পশ্চিম মাণিকগঞ্জ কায়স্থ-সভা' নামে শাখাসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত শাখা সভার সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সম্পাদক

ও সহকারী সম্পাদক হইয়াছেন,—রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসু বর্ম্ম চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ, ভক্তিভূষণ (সভাপতি), শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দত্ত বর্ম্মা, সহকারী সভাপতি (আরুয়া), সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কুলেন্দ্রমোহন বসু রায় বর্ম্মা (মালুচি), সহঃ সম্পাদক—শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র গুহ নিয়োগী (বাঘুটিয়া), শ্রীযুক্ত সূর্য্য কুমার দত্ত বর্ম্মা (খেরুপাড়া), শ্রীযুক্ত হরকুমার দেব বর্ম্ম সরকার (নালী), শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম (ভাদিয়াখোলা), শ্রীযুক্ত তারক চন্দ্র সরকার বর্ম্মা (মান্দ্রাখোলা), শ্রীযুক্ত রামলাল মিত্র বর্ম্মা (গৌরীবরদীয়া), শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চৌধুরী (ঝিটুকা), শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বসু বর্ম্মা (বাগ্‌মাড়া), শ্রীযুক্ত রমণী কান্ত পাল বর্ম্মা (ব্যাসদী), ডাঃ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চাকী বর্ম্মা (দড়ীকান্দী)

অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু চৌধুরী বি-এ, কবিভূষণ মহাশয় একটী 'কায়স্থ ব্যাঙ্ক' স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া তাহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিশদ ভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন এবং উক্ত ব্যাঙ্কে পাঁচ সহস্র টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। এই ব্যাঙ্কের লভ্যাংশের অর্দ্ধেক অংশীদারগণ পাইবেন, বক্রী অর্দ্ধাংশ কায়স্থজাতির সাহায্য ও উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইবে। নৃপেন বাবুর এই সাধু উদ্দেশ্য প্রচারক মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত বর্ম্ম মহাশয় অনুমোদন ও সমর্থন করিলে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল; এবং ইহাও স্থির হয় যে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার আগামী বার্ষিক অধিবেশনে এই বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রস্তাবটী উত্থাপিত করিয়া উক্ত মহাসভার সহায়তায় ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।

অতঃপর রাত্রি ১০॥ ঘটিকার সময় সভাপতি ও প্রচারক মহাশয়কে ধন্যবাদান্তে সভাভঙ্গ হয়।

উপনয়ন।

(ক) দক্ষিণবিক্রমপুরস্থ আক্‌সা গ্রামে শ্রীযুক্ত সীতানাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র—তারিখ ৮ চৈত্র, সন ১৩৩৩।

ডোমসার নিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। এই কেন্দ্রে স্বর্ণঘোষ নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রাহা বর্ম্মা তন্ত্রধার ছিলেন।

উপনীত কায়স্থগণের নাম।

১।	শ্রীযুক্ত সীতানাথ ঘোষ	৫।	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
২।	,, মুণীন্দ্রচন্দ্র সোম	৬।	,, রাসমোহন দেব
৩।	,, রাসবিহারী সরদার	৭।	,, হামিনীকান্ত গুহ
৪।	,, সুখেন্দ্রচন্দ্র দেব	৮।	,, রাজেন্দ্রলাল দেব

(খ) বিঝারী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার কর মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। তারিখ ৮ চৈত্র, আচার্য্য শ্রীযুক্ত লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সাং বিঝারী, তন্ত্রধার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু বর্ম্ম রায় মিরবহর সাং ধীপুর।

১।	শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন কর রায়	১৪।	শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র কর রায়
২।	,, কিশোরীমোহন ,, ,,	১৫।	,, কমলাপ্রসন্ন গুহ রায়
৩।	,, নরেন্দ্রমোহন ,, ,,	১৬।	,, সতীশচন্দ্র দেব
৪।	,, ভূপেন্দ্রমোহন ,, ,,	১৭।	,, অমৃতলাল দেব
৫।	,, যতীন্দ্রমোহন ,, ,,	১৮।	,, সুরেশচন্দ্র দাস
৬।	,, প্রফুল্লকুমার ,, ,,	১৯।	,, যোগেশচন্দ্র দাস
৭।	,, অজিতকুমার ,, ,,	২০।	,, ভবতোষ মজুমদার
৮।	,, অনিলকুমার ,, ,,	২১।	,, হীরালাল সরকার
৯।	,, সুশীলকুমার ,, ,,	২২।	,, বিনয়ভূষণ সরকার
১০।	,, যশোদাকুমার ,, ,,	২৩।	,, হরিপদ সরকার
১১।	,, মাখনলাল ,, ,,	২৪।	,, নক্ষত্রকুমার সরকার
১২।	,, নলিনীকান্ত ,, ,,	২৫।	,, সুরেন্দ্রমোহন কর
১৩।	,, জগদীশচন্দ্র ,, ,,		

শ্রীঅন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী, ইদিলপুর

(গ) খুলনা—মূলঘর হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুবর্ম্ম বি, এ, মহাশয় জানাইয়াছেন :—

মূলঘর গ্রামের কায়স্থ সামাজিকগণের উৎসাহে গত ২৩শে চৈত্র, বুধবার নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন।

১।	শ্রীযুক্ত বেণীলাল ঘোষ	১৪।	শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ঘোষ
২।	,, হীরালাল ,,	১৫।	,, খগেন্দ্রনাথ ,,
৩।	,, নলিনীকান্ত ,,	১৬।	,, সতীশচন্দ্র ,,
৪।	,, জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৭।	,, নগেন্দ্রনাথ ,,
৫।	,, প্রফুল্ল কমল ,,	১৮।	,, সুবোধচন্দ্র ,,
৬।	,, হেমলাল ,,	১৯।	,, ভূপেন্দ্রনাথ ,,
৭।	,, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ (১)	২০।	,, নিবারণচন্দ্র সরকার
৮।	,, সুরেন্দ্রনাথ ,,	২১।	,, মহেন্দ্রনাথ ,,
৯।	,, নলিনীকান্ত ,,	২২।	,, রাইচরণ দত্ত
১০।	,, ফণিভূষণ ,,	২৩।	,, নগেন্দ্রনাথ দত্ত
১১।	,, শশধর ,,	২৪।	,, কিরণচন্দ্র দত্ত
১২।	,, যামিনীকান্ত ,,	২৫।	,, যতীন্দ্রনাথ বসু
১৩।	,, নরেন্দ্রনাথ ,, (২)	২৬।	,, ধীরেন্দ্রনাথ বসু

২৭।	শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু	৩৫।	শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু
২৮।	,, হীরালাল বসু	৩৬।	,, কালিদাস ঘোষ
২৯।	,, শরৎকুমার বসু	৩৭।	,, সতীশচন্দ্র মিত্র
৩০।	,, অক্ষয়কুমার মিত্র	৩৮।	,, শশধর রুদ্র
৩১।	,, কেশবলাল মিত্র	৩৯।	,, বিনয়কৃষ্ণ সিংহ
৩২।	,, যতীন্দ্রনাথ কর	৪০।	,, কুঞ্জবিহারী বসু
৩৩।	,, বীরেন্দ্রনাথ রায়	৪১।	,, প্রফুল্লকুমার মজুমদার
৩৪।	,, নরেন্দ্রনাথ বসু		

মহেশ্বরপাশা নিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য পদে বৃত হইয়াছিলেন। উপনীত ভদ্রলোকদিগের পুরোহিতগণ উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

(ঘ) ইদিলপুল হইতে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী মহাশয় জানাইতেছেন :—

১৩৩৩ সনের ২৩শে চৈত্র তারিখে শ্রীমৎ স্বামী প্রাণকৃষ্ণ তীর্থ মহাশয়ের প্রযত্নে ইদিলপুর দাসেরজঙ্গল নিবাসী স্বর্গীয় ৺গোলোকচন্দ্র এবং মহেশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়দিগের দুর্গামণ্ডপে একটী উপনয়নকেন্দ্র সংঘটিত হয়। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কাশ্যপ মহাশয় আচার্য্যের, শ্রীমৎ স্বামী প্রাণকৃষ্ণ তীর্থ তন্ত্রধারের শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী যজ্ঞরক্ষক এবং শ্রীযুত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুত চন্দ্রমোহন ঘোষ বর্ম্ম সদস্যের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা সর্দ্দার মহাশয় মাঝে মাঝে উপস্থিত হইয়া কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন।

উপনীত ব্যক্তিগণের নাম-ধাম নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র (২) সুরেন্দ্রনাথ (৩) নিবারণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী। (৪) শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ (৫) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বর্ম্ম। (৬) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার দেব বর্ম্ম, সাকিন দাসেরজঙ্গল; (৭) শ্রীযুত মাখনলাল, (৮) চুনীলাল ঘোষ বর্ম্ম, সাং কুচেপট্টি।

(ঙ) নদীয়া- হাঁসপুকুর হইতে শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দত্ত বর্ম্ম মহাশয় জানাইতেছেন :—

গত ২৩শে চৈত্র, বুধবার নদীয়া- ম্যাচপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত কুলভূষণ দেব মহাশয়ের ভবনে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন—(১) শ্রীযুক্ত কুলভূষণ দেব (২) অরুণচন্দ্র দেব (৩) ভোলানাথ দেব (৪) অনুকূলচন্দ্র দত্ত (৫) বিদ্যাপতি সেন (ম্যাচপোতা)

বিনাপণে বিবাহ।

কলিকাতা বাগবাজারস্থ সম্ভ্রান্ত সরকার পরিবারের পক্ষাঘাতক্লিষ্ট দৌহিত্র শ্রীমান শচীন্দ্রনাথ মিত্রের (দরমাহাটার সম্ভ্রান্ত মিত্র বংশীয়) একমাত্র কন্যাকে ইটালী আনন্দ পালিত রোড্ পল্লীস্থ ই, আর, রেলের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বিজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিনা পণে—বিনা বাক্যব্যয়ে নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নিশীথনাথ ঘোষের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন—গত ৯ই মাঘ, ১৩৩১, এই শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আমরা কায়মনোবাক্যে এই নবদম্পতির দীর্ঘ জীবন ও সুখশান্তি প্রার্থনা করি—এবং বঙ্গের কায়স্থ সমাজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানবাবুর আদর্শ অনুসরণ করুন ইহা বিশেষভাবে কামনা করি।

কায়স্থপত্রিকা-সম্পাদক

বিনাপণে ও ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ।

১নং রাজা লেন হইতে শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় লিখিয়াছেন—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পাঁচথুপী নিবাসী, অধুনা কলিকাতা ১নং করিজচার্চ লেন নিবাসী, কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র সিংহ বর্ম্মা মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ ত্রিদিবেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা (বি-এ) এর সহিত হুগলি জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গড়বাড়ী নিবাসী মহাশয় শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার গত ১৭ই ফাল্গুন বিবাহ হইয়াছে। উভয় রাঢ়ীয় কায়স্থ।

(৩) বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য মুর্শিদাবাদ পাঁচথুপী নিবাসী স্বর্গীয় হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্ম মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান জগদীশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা (বি-এস্-সি) এর সহিত হুগলি জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গড়বাড়ী নিবাসী মহাশয় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যার গত ২১শে ফাল্গুন বিবাহ হইয়াছে।

উভয় বিবাহেই কুশণ্ডিকা প্রভৃতি ক্ষত্রিয়াচার যথাশাস্ত্র সম্পাদিত হইয়াছিল দেনাপাওনার কথা হয় নাই এবং কোনও প্রকার দাবী দাওয়া ছিল না।

ত্রয়োদশাহ-শ্রাদ্ধ ও প্রচার।

চোমরদী হইতে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় লিখিয়াছেন,—

বিগত ২৩শে ফাল্গুন, সোমবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত বর্নী নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দেববর্ম্ম মহাশয় তদীয় ৺মাতৃদেবীর আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে

যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। কোটালীপাড়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শিরুয়াইল নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী, গ্রাণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি বৈদিক মহাশয়গণ এবং নওপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী ও দেববর্ম্ম মহাশয়দিগের কুলপুরোহিত কান্থুরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চক্রবর্ত্তী প্রমুখ মহাশয়গণ যথাক্রমে তন্ত্রধার, হোতা, ব্রহ্মা, সদস্য এবং বিরাট ও গীতা পাঠে ব্রত ছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্ম মহাশয় তত্ত্বাবধায়ক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহাকে ক্ষত্রিয়বরণ করা হইয়াছিল। দ্বিজাচারে বৈদিক মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অন্নের পিণ্ডাদি সহ যথা নিয়মে শ্রাদ্ধ সম্পাদিত হইয়াছে। বহু ব্রাহ্মণ, অগ্রদানী, এবং চোমরদী, সদরদী, দিগনশ্বর, সরিপাবাদ, চাঁওগ, বাটিকামারী, আলগী প্রভৃতি নানা গ্রামের বহুসংখ্যক স্বজাতি ও নিজ গ্রামস্থ সকল জাতীয় পুরুষ-রমণী শ্রাদ্ধে উপস্থিত হইয়া ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

কৃতীর জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেববর্ম্ম এবং তদীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দেববর্ম্ম মহাশয়দিগের বিশেষ চেষ্টা ও সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নে এই শ্রাদ্ধ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এই দিন মধ্যাহ্নে (১২৷৷০ ঘটিকার সময়) নানা স্থান হইতে সমাগত বহু কায়স্থের সম্মিলনে একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্ম মহাশয় কায়স্থদিগের স্ববর্ণোচিত ধর্ম্মগ্রহণের কর্ত্তব্যতা এবং শূদ্রধর্ম্ম নিরূপণ সম্বন্ধে সময়োচিত একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া তিনি নানা শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে,—"যে শূদ্রজাতির কথা ভৃগু প্রোক্ত মনুসংহিতায় লিখিত আছে, তাহা বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় সমাজে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেবঋষি ভগবান শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পবিত্র বংশধর এই কায়স্থ জাতির উপর শূদ্রত্ব আরোপ করিবার চেষ্টা কেবলমাত্র মূর্খতার পরিচায়ক। বৌদ্ধধর্ম্মের অমিত প্রভাবে এবং নানাপ্রকার কুপ্রবাদিতে যাহা হইবার হইয়াছে, এখন ভারতের গাঢ় নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে,—তাই আজ দেখিতেছেন, আপামর সকল জাতিই স্বীয় বর্ণগত অধিকার পাইবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছেন; ইহাই অচিরে বঙ্গে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বসূচনা। এখন আর ঘুমের সময় নাই; উষার নবীন আলোকে সেই পরম জ্যোতির অনুসরণ করিয়া জাতীয় পথে আমাদিগকেই আদর্শরূপে প্রথম অগ্রসর হইতে হইবে।" প্রচারক মহাশয়ের হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শ্রবণে উপস্থিত কায়স্থমণ্ডলী স্বীয় কর্ত্তব্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সভাস্থলে চোমরদী গ্রামের কায়স্থগণ যত সত্বর হয় উপনয়ন গ্রহণ করিয়া স্বধর্ম্মোচিত ধর্ম্ম পালন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

BLANK PAGE(S)
DOUBLE COLOUR